Madhu Sunder Bhulla
the 17th May 1850 Moonsiff of Bis
82. Hb. 84.3.

দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ

82. Hb. 84.3

অর্থাৎ

যে সকল আইন ও আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর ও সদর আদালতের নম্বরী ও সরাসরী মোকর্দ্দমার রিপোর্টপ্রভতি

ইং ১৭৯৩ সাল লাং ১৮৪৯ সালে

হইয়াছে তাহা।

শ্রীযুত জান মার্শমন সাহেবকর্তৃক সংগৃহীত।

দ্বিতীয়বার ছাপা হইল।

শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে মুদ্রিত হইল।

১৮৪৯ সাল।



Registered in the Office of the Secretary to the Government of India under the Provisions of Act XX. of 1847.

Calcutta, 15th November, 1849.

JOHN CASHMAN, PRINTER.

ভূমিকা।

এই পুস্তকের মধ্যে ১৭৯৩ সালঅবধি ১৮৪৩ সালের আরম্ভপর্য্যন্ত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বাঙ্গলা-প্রভৃতি দেশের নিমিত্তে যে সকল আইন ও আইনের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডর হইয়া অদ্যাপি চলন আছে তাহা দেওয়া গিয়াছে। যে সকল আইনইত্যাদি রদ হইয়াছে তাহা দেওয়া যায় নাই। আইনের যে তরজমা পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহা এই পুস্তকে ছাপা হইয়াছে কিন্তু আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর প্রথমবার বঙ্গ ভাষাতে তরজমা হইয়া এই গ্রন্থে প্রকাশ হইয়াছে।

যে কোন বিষয়ের আইন জানিবার আবশ্যক হয় তাহা অনায়াসে পাওয়া যায় এ নিমিত্তে এই পুস্তক ৭ অধ্যায়ে ও ২৮৩ ধারাতে বিভক্ত হইয়াছে। আইন বড় অক্ষরে ও আইনের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডর ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে যে আইন ও আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর আছে তাহার ফিরিস্তি তাহার শেষ ভাগে দেওয়া গিয়াছে তাহাতে পাঠকগণ অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে এই গ্রন্থের মধ্যে কোন২ আইনপ্রভৃতি দেওয়া গিয়াছে এবং তাহা গ্রন্থের কোন২ স্থানে পাওয়া যায়।

পাট্টার হার ও পত্তনি তালুকের বিষয়ি এবং বাকী খাজানার নিমিত্তে ভূমি নীলামের এবং ক্রোক করণের এবং দলীলদস্তাবেজের ইষ্টাম্পের এবং জবরদস্তী করিয়া বেদখল করণের বিষয়ি নানা বিধান যদ্যপি প্রকৃতার্থে দেওয়ানী আইনের মধ্যে গণ্য নহে তথাপি তাহা না জানিলে মোকদ্দমার নির্ব্বাহ সুন্দররূপে হইতে পারে না এই নিমিত্তে এই২ বিষয়ের সকল আইন এই গ্রন্থের মধ্যে দেওয়া গিয়াছে।

১৮৪৩ সালের ১ মার্চ তারিখপর্য্যন্ত যে সকল আইন ও আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর প্রকাশ হইয়াছে তাহা এই গ্রন্থের মধ্যে দেওয়া গিয়াছে। গ্রন্থ ছাপাহওনের সময়ে যে আইনইত্যাদি জারী হইয়াছিল তাহা পুস্তকের শেষে দেওয়া গিয়াছে।

শ্রীরামপুর। ১৮৪৩। ১ মার্চ।

দ্বিতীয়বার প্রকাশের ভূমিকা।

এই সিবিল গাইড এক্ষণে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে এবং ১৮৪৩ সালের ১ মার্চঅবধি ১৮৪৯ সালের ৩০ জুনপর্য্যন্ত যে সকল আইন ও সরক্যুলর অর্ডর ও আইনের অর্থ জারী হইয়াছে তাহা উপযুক্ত স্থানে২ দেওয়া গিয়াছে। এবং যে সকল আইন বা সরক্যুলর অর্ডর রদ হইয়াছে তাহা উঠান গিয়াছে। এই পুস্তকে লোকেরদের অধিক উপকার হয় এই নিমিত্তে সদর দেওয়ানী আদালতের নম্বরী ও সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট [illegible] হইয়াছে এবং পুস্তকের শেষে এক নির্ঘণ্ট দেওয়া গিয়াছে।

শ্রীরামপুর। ১৮৪৯। ১৫ নবেম্বর।

প্রথম অধ্যায়।

দেওযানী আদালতের সংস্থাপন ও এলাকা।

ধারা।		পৃষ্ঠা।
১।	আইন গ্রন্থক্রমে বচনা করিবার নিয়ম। ..	১
২।	আইন প্রস্তাব করিবার নিয়ম।	৩
৩।	আইন জারীকরণ এবং দোষ খণ্ডনের পরামর্শ।	৫
৪।	জিলা ও শহরের আদালতের সংস্থাপন। ..	৬
৫।	জিলা ও শহরের জজ। ছুটীর ও তদারক করণার্থ ভ্রমণ করিবার বিষয়ি বিধি। .	১৩
৬।	জিলা ও শহরের জজ। জজী কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্টের কর্ত্তব্য কার্য্য।	১৫
৭।	জিলা ও শহরের জজ। তাঁহারদের পদসম্পর্কীয় আচরণের রিপোর্ট। ... ... , .	১৭
৮।	জিলা ও শহরের জজ। তাহারদের ও অন্যান্য সরকারী কার্য্যকারকেরদের পদসম্পর্কীয় দোষের তহকীক।	১৭
৯।	জিলা ও শহরের জজ। তাঁহারদের নিজ ভৃত্যেরদিগকে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত করণ অথবা সরকারী চাকরকে তাঁহারদের নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করণ নিষেধ।	২১
১০।	জিলা ও শহরের জজ। তাঁহারদের পদোপলক্ষে যাঁহারা বশীভূত তাঁহারদিগকে কর্জ্জ দিতে বা তাঁহারদের স্থানে কর্জ্জ করিতে নিষেধের কথা।	২২
১১।	জিলা ও শহরের জজ। ফরিয়াদী ও আসামীর সঙ্গে এবং অন্য আদালতের সঙ্গে লিখন পঠন।	২৪
১২।	প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন এবং মুনসেফের পদের নিমিত্তে নাম লিখন। ...	২৬
১৩।	প্রধান সদর আমীনের নিরোগ। ..	২৭
১৪।	প্রধান সদর আমীনের নামে নালিশ। ..	২৯
১৫।	সদর আমীন নিযুক্ত করণ।	২৯
১৬।	সদর আমীন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে তাঁহারদের নামে নালিশ। ...	৩১
১৭।	মুনসেফ। তাঁহারদের ইমতিহান ও নিযুক্তকরণ ও এলাকার বিষয়ের বিধি। ...	৩২

ধারা।		পৃষ্ঠা।
১৮।	মুনসেফ। তাঁহারদের নিযুক্তহওন এবং এলাকার বিষয়ি বিধি।	৩৭
১৯।	মুনসেফ। তাঁহারদের নামে দেওয়ানী ও ফৌজদারী নালিশ।	৩৯
২০।	একটিং মুনসেফ।	৪১
২১।	মুনসেফেরদের এক স্থানহইতে অন্য স্থানে গমন।	৪২
২২।	বিলাযতের সনদঅপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত জজ। তাঁহারদের অযোগ্যতা ও সস্পেণ্ড ও তগীর হওন।	৪২
২৩।	বিলায়তের সনদঅপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত জজ। মাহিয়ানা ও সিবিশতাইত্যাদির খরচ। ..	৪৩
২৪।	বিলায়তের সনদঅপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত জজ। তাঁহারদের এলাকার মধ্যে কর্জ্জ দেওন বা কর্জ্জ লওনের বিষয়।	৪৪
২৫।	বিলায়তের সনদঅপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত জজ। তাঁহারদের ভূমি সম্পত্তির অধিকার।	৪৫
২৬।	বিলায়তের সনদঅপ্রাপ্ত জজ। উচ্চ পদ পাইবার বিষয়ের দরখাস্ত।	৪৭
২৭।	বিলায়তের সনদঅপ্রাপ্ত জজ। ছুটী ও মাহিয়ানা কাটন।	৪৮
২৮।	কাছারী বন্দ। মহরম ও দশহরাপ্রভৃতি পরব।	৪৯
২৯।	বিলায়তের সনদঅপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত জজ। লিখনপঠন।	৫১
৩০।	বিলায়তের সনদঅপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত জজ। অতিরিক্ত বিধি।	৫৩
৩১।	যে২ ব্যক্তিরা দেওয়ানী আদালতের অধীন।	৫৬
৩২।	দেওয়ানী আদালতের এলাকা। দেওয়ানী আদালতে যে২ বিষয়ের বিচার হইতে পারে তাহা।	৫৭
৩৩।	দেওয়ানী আদালতের এলাকা। বিশেষ২ মোকদ্দমা যে২ আদালতে উপস্থিত করিতে হয।	৫৯
৩৪।	দেওয়ানী আদালতের এলাকা। ভিন্ন জমীদা-	

নির্ঘণ্ট।

ধারা।		পৃষ্ঠা।
	বীর অথবা ভিন্ন২ জিলাস্থিত জমীদারীর বিষয়ের মোকদ্দমা।	৬১
৩৫।	দেওয়ানী আদালতের এলাকা। দেওয়ানী আদালত যে মোকদ্দমা শুনিতে পারেন না তাহা।	৬২
৩৬।	সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্রেষ্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের এলাকা।	৬৮
৩৭।	কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের সম্পর্কে দেওয়ানী আদালতের এলাকা।	৭০
৩৮।	মুনসেফেরা যে মোকদ্দমা শুনিতে পারেন ও না পারেন তাহা।	৭১
৩৯।	সদর আমীনেরা যে মোকদ্দমা শুনিতে পারেন তাহা।	৭৫
৪০।	প্রধান সদর আমীনেরা যে মোকদ্দমা শুনিতে পারেন তাহা।	৭৬
৪১।	জিলার জজ সাহেবের বিচার্য্য ও অবিচার্য্য মোকদ্দমা।	৭৮
৪২।	বিলায়তের সনদপ্রাপ্ত বিচারকের যে সকল বিষয় শুনিতে পারেন তাহা।	৭৯
৪৩।	বিলায়তের সনদপ্রাপ্ত বা প্রাপ্ত বিচারকেরা যে মোকদ্দমা শুনিতে পারেন তাহা। ...	৮০
৪৪।	মোকদ্দমার খরিজদাখিলকরণ।	৮৩
৪৫।	বাঙ্গলা দেশের নওয়াব নাজিম।	৮৪
৪৬।	স্বাধীন রাজা।	৮৫
৪৭।	যে মোকদ্দমাতে এদেশীয় স্বাধীন রাজারা লিপ্ত হন তাহা।	৮৬
৪৮।	আদালতের আমলাছাড়া অন্য ব্যক্তিরদের ঘুষ এবং জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনের প্রমাণ হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহা।	৮৭
৪৯।	বিবিধ বিধান।	৮৭

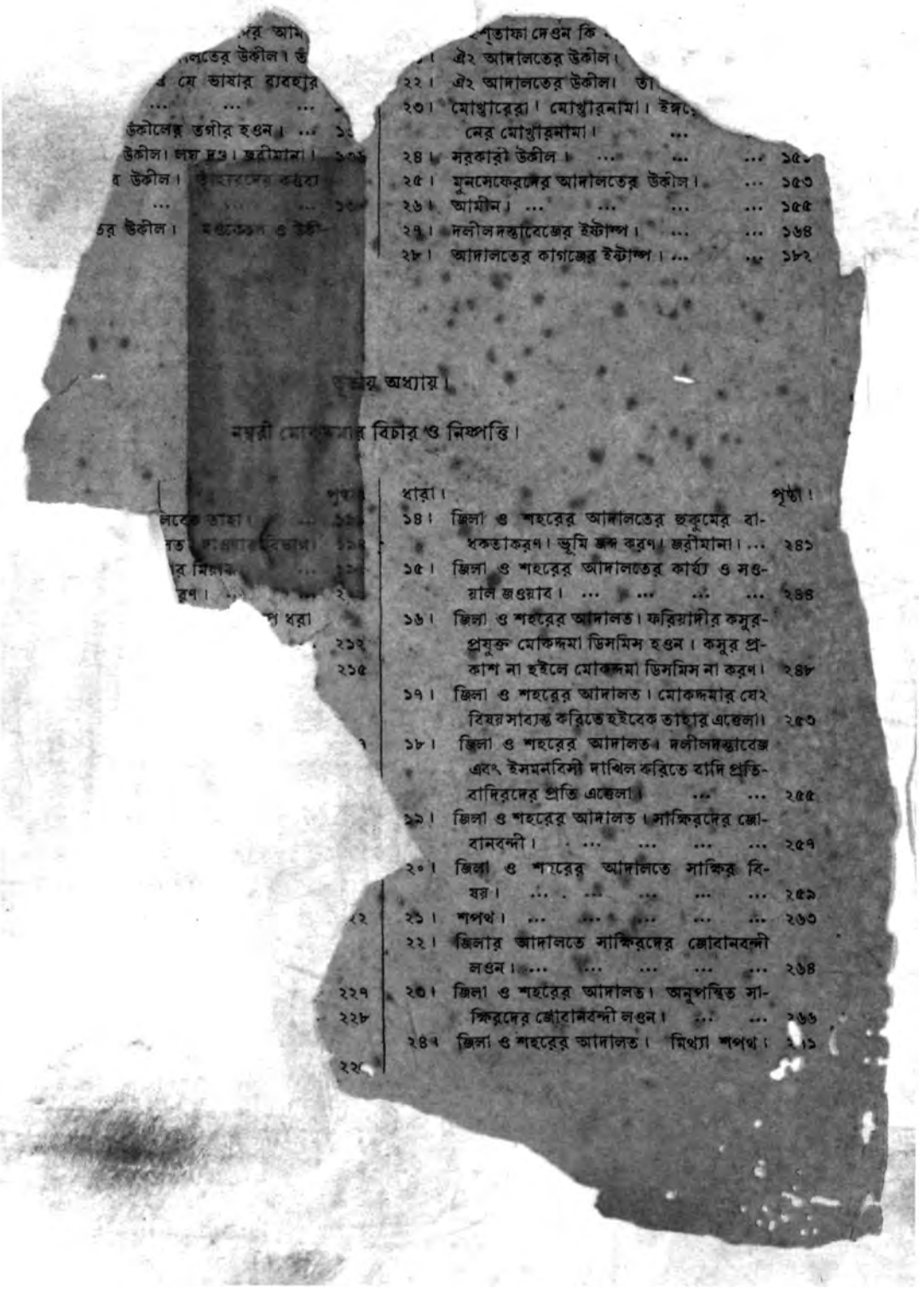
দ্বিতীয় অধ্যায়।

আদালতের আমলা ও পণ্ডিত ও মৌলবী এবং উকীল।

ধারা।		পৃষ্ঠা।
১।	জিলা ও শহরের আদালতের আমলা। তাঁহারদের নিযুক্ত হওন ও ইস্তাফা দেওন ও তগীর হওন।	৯৩
২।	জিলা ও শহরের আদালতের আমলার দ্বারা ভূমি খরীদ বা ভোগদখল করণের বিষয়।	৯৭
৩।	ঘুষ কি জবরদস্তী করিয়া টাকা লওন কি তছরুফ করণের নিমিত্তে জিলার আদালতের আমলারদের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ।	৯৯
৪।	ঘুষ বা জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনের কি তছরুফ করণের বিষয়ে জিলা ও শহরের আদালতের আমলারদের ফৌজদারী নালিশ।	১০০
৫।	জিলা ও শহরের আদালতের এদেশীয় আমলারদের সরকারী কাগজপত্র ফিরিয়া দেওয়াইবার বিষয়ে এবং তাহারদের তছরুফ করা টাকা ফিরিয়া পাইবার বিষয়ে সরাসরী কার্য্য।	১০২
৬।	আমলারদের জিম্মায় যে সরকারী টাকা রাখা যায় তাহা আপনারদের কর্ম্মে খাটাইলে তাঁহারদের নামে নালিশ ও দোষ নিশ্চয় করণ। ...	১০৩
৭।	এদেশীয় যে আমলারদের জিম্মায় সম্পত্তি রাখা যায় তাঁহারদের স্থানে জামিন লওনের বিষয়।	১০৪
৮।	নাজির।	১০৭
৯।	জিলা ও শহরের আদালতের নায়ের ও মুখা ও পেয়াদা।	১০৮
১০।	এদেশীয় বিচারকেরদের আদালতের আমলাগণ।	১১০
১১।	এদেশীয় বিচারকেরদের আদালতে নিযুক্ত নাজির ও পেয়াদা।	১১২
১২।	শহর ও কসবা ও পরগনার কাজী। ...	১১৬
১৩।	জিলা ও শহরের আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী। তাঁহারদের নিয়োগ ও তগীর করণ।	১২১
১৪।	ঘুষ বা জবরদস্তী করিয়া টাকা লওন বা তছরুফ করণের বিষয়ে পণ্ডিত ও মৌলবীরদের নামে দেওয়ানী নালিশ।	১২৫

...র বিষয় বিধি ...
...আদালত। দলীলদস্তাবেজের ...
...ঘয়ি সদর দেওয়ানী আদাল-
...পত্তি। ২৭৮
... ও শহরের আদালত। জাল করণ। ... ২৭৯
২৮। জিলা ও শহরের আদালত। বিশেষ তহকীক। ২৮৩
২৯। জিলা ও শহরের আদালত। অমূলক এবং ব্যামোহদায়ক মোকদ্দমার দণ্ড। ২৮৬
৩০। জিলা ও শহরের আদালত। দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করণেতে এদেশীয় মান্য ব্যক্তিরদের সাহায্য লওন। ২৮৭
৩১। জিলা ও শহরের আদালত। যথার্থ বিচারের বাধা ও আদালতের অবজ্ঞা। ২৮৮
৩২। জিলা ও শহরের আদালত। ডিক্রী। তাহাতে যাহা লিখিতব্য তাহা ও ডিক্রী প্রস্তুত করণ। ২৮৯
৩৩। জিলা ও শহরের আদালত। ডিক্রী। তাহাতে যাহা লেখা থাকিবেক ও ডিক্রী যেমতে প্রস্তুত করিতে হইবেক তদ্বিষয়ে সংগৃহীত বিধি। ২৯২
৩৪। জিলা ও শহরের আদালত। ডিক্রী। বাদিপ্রতিবাদিকে নকল দেওন। ২৯৯
৩৫। জিলা ও শহরের আদালত। ডিক্রী। সরকারী কার্য্যকারক সাহেবদিগকে নকল দেওন। ৩০২
৩৬। জিলা ও শহরের আদালত। পূর্ব্বকার ডিক্রী ও নিষ্পত্তির ফল। ৩০৩
৩৭। জিলা ও শহরের আদালত। রাজীনামা। সোলেনামা। রফানামা। ৩০৪
৩৮। জরীমানার বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বারা নিষ্পত্তি। ৩০৮
৩৯। জিলা ও শহরের আদালত। খরচা। ... ৩০৯
৪০। জিলা ও শহরের আদালত। ক্ষতিপূরণ। ... ৩১০
৪১। বিলায়তের সনদঅপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত বিচারকেরদের কার্য্যের উপর জিলার জজ সাহেবেরদের কর্ত্তৃত্বের বিষয়ি এবং প্রধান সদর আমীনেরদের প্রতি কার্য্য সমর্পণ করণের বিষয়ি সাধারণ বিধি। ৩১১
৪২। মুনসেফেরদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার। সাধারণ ও বিবিধ বিধান। ৩১২
৪৩। মুনসেফেরদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার। ইষ্টাম্পের বিষয়ে সংগৃহীত বিধি। ... ৩১৪
৪৪। মুনসেফেরদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার। নালিশের আরজী। ৩১৫

...ত্তেলা।
...মুনসেফেরদের ...
...য়ালজওয়াব। ...
...। মুনসেফেরদের দ্বারা ...
...সাক্ষী। ...
৪৮। মুনসেফেরদের দ্বারা মো...
...দলীলদস্তাবেজ। ...
৪৯। ...শহরের জিলাবিচারিতের...
...ন শহর এবং শাস্ত্রের মতে ...
...নিষ্পত্তি করণ। ...
৫০। মুনসেফেরদের দ্বারা মোকদ্দম...
...যথার্থ বিচারের বাধকতা করণ।
...না মানন। জরীমানা। ... ...
৫১। মুনসেফেরদের ডিক্রী ও হুকুম। ...
৫২। মুনসেফেরদের আদালতে রাজীনামা।
৫৩। ...র আমীনেরদের দ্বারা মোকদ্দমা...
...সাধারণ বিধান। ... ...
৫৪। প্রধান সদর আমীনেরদের দ্বারা মোকদ্দ...
...বিচার। সাধারণ বিধি। ...
৫৫। এদেশীয় বিচারকেরদের নিষ্পত্তিহওয়া মো...
...মার রিপোর্ট ও ...
...তে পাঠাওন।
৫৬। ফৌজদারী মোকদ্দম...
...দের এলাকা।
৫৭। ফৌজ...
৫৮।
৫৯।
৬২।
৬৩।
৬৪।



ধারা। পৃষ্ঠা।

২১। ঐ২ আদালতের উকীল।
২২। ঐ২ আদালতের উকীল। তা
২৩। মোখ্তারেরা। মোখ্তারনামা। ইঙ্গ
নের মোখ্তারনামা। ...
২৪। সরকারী উকীল। ১৫৩
২৫। মুনসেফেরদের আদালতের উকীল। ... ১৫৩
২৬। আমীন। ১৫৫
২৭। দলীলদস্তাবেজের ইষ্টাম্প। ১৬৪
২৮। আদালতের কাগজের ইষ্টাম্প। ১৮২

[illegible] অধ্যায়।

নম্বরী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি।

ধারা। পৃষ্ঠা।

১৪। জিলা ও শহরের আদালতের হুকুমের বাধকতাকরণ। ভূমি জব্দ করণ। জরীমানা। ... ২৪১
১৫। জিলা ও শহরের আদালতের কার্য্য ও সওয়াল জওয়াব। ২৪৪
১৬। জিলা ও শহরের আদালত। ফরিয়াদীর কসুর-প্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস হওন। কসুর প্রকাশ না হইলে মোকদ্দমা ডিসমিস না করণ। ২৪৮
১৭। জিলা ও শহরের আদালত। মোকদ্দমার যে২ বিষয় সাব্যস্ত করিতে হইবেক তাহার এস্তেলা। ২৫৩
১৮। জিলা ও শহরের আদালত। দলীলদস্তাবেজ এবং ইসমনবিসী দাখিল করিতে বাদি প্রতিবাদিরদের প্রতি এস্তেলা। ২৫৫
১৯। জিলা ও শহরের আদালত। সাক্ষিরদের জোবানবন্দী। ২৫৭
২০। জিলা ও শহরের আদালতে সাক্ষির বিষয়। ২৫৯
২১। শপথ। ২৬৩
২২। জিলার আদালতে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওন। ২৬৪
২৩। জিলা ও শহরের আদালত। অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওন। ২৬৬
২৪৭ জিলা ও শহরের আদালত। মিথ্যা শপথ। ২৭১

নির্ঘণ্ট।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিশেষ২ প্রকার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি।

	পৃষ্ঠা।
সরকারী কর্ম্মকারকেরদের প্রতিকূলে মোকদ্দমা উপস্থিত করণ।	৩৬৭
সরকারী কার্য্যকারক সাহেবেরদের নামে নালিশ। দরখাস্তের বিষয়ে বিধান। ...	৩৭০
সরকারী কার্য্যকারক সাহেবেরদের নামে নালিশ। মোকদ্দমার জওয়াব। হুকুম। জামিন।...	৩৭২
মোকদ্দমাতে এদেশীয় হুদ্দাদারেরা ও সিপাহীরা বাদী বা প্রতিবাদী আছে তাহা মোকদ্দমা উপস্থিত করণ।	৩৭৫
যে মোকদ্দমায় এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীরা বাদী বা প্রতিবাদী আছে তাহা। মোকদ্দমার রীতি ও ডিক্রী।	৩৭৭
সম্পর্কীয় ব্যক্তিবদের নামে কর্জ্জের নিমিত্তে নালিশ।...	৩৮০
মকের কর্ম্মে নিযুক্ত কার্য্যকারকেবদের নামে নালিশ।...	৩৮৫
নিমকপোখ্তানীসম্পর্কীয় ব্যক্তিবদের জবরদস্তী করিয়া দাদনী গতাওনের কিম্বা টাকা লওনের বিষয়েব নালিশ।	৩৮৫
লবণ ক্রয় করণের বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে আপীল।	৩৮৬
অনুমতিবিনা নিমক খালাড়ী স্থাপনের বিষয়ের এত্তেলা করণ। না করণের দণ্ড। ...	৩৮৮
লবণের সিরিশ্তায় জমীমানা আদায় করণ কি ক্ষমা করণ। দেওয়ানী আদালতের হস্তক্ষেপ করণ।	৩৮৯
লবণবিষয়ি আইনে যে সকল মোকদ্দমার বিষয়ে বিধান হয় নাই তাহা দেওয়ানী আদালতে অর্পণ করণ।	৩৯৫
সরকারী কার্য্যকারকেরদের নিমক মহালের অধিকার করণের স্বত্ব নিরূপণ করণের বিষয়ে ও তাহার মূল্যের হারবিষয়ে দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ বিধি। ...	৩৯৫
পাপর। ফরিয়াদী ও তাঁহারদের মোকদ্দমা।	৩৯৮
পাপর। ইষ্টাম্প।	৪০৭
পাপর। অমূলক ও ব্যামোহদায়ক মোকদ্দমা।	
পাপরের রসুম ও খরচা দিতে অস্বীকার	৪১১

ধারা।	পৃষ্ঠা।
১৭। যোত্রহীনেরদের মোকদ্দমার আপীল। ...	৪১২
১৮। ভিন্নাধিকারনিবাসি ব্যক্তিরদের দ্বারা মোকদ্দমা উপস্থিতকরণ এবং জওয়াব দেওয়ন। ...	৪১৫
১৯। জমীদার এবং অন্যান্য ভূম্যধিকারিরদের দ্বারা লাখেরাজ ভূমির উপর ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে কর বসাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা অথবা যাঁহারা কোন ভূমির নিষ্করত্বপোদখল করিবার দাওয়া করেন তাঁহারদের মোকদ্দমা।	৪১৫
২০। ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারায় লিখিত মোকদ্দমা। কালেক্টর সাহেবের হুজুরে যে মোকদ্দমা আদৌ উপস্থিত করা যায় তাহা। উভয় প্রকারমোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেবের কার্য্য।	৪১৯
২১। ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারায় লিখিত মোকদ্দমা। কালেক্টর সাহেবের রিপোর্ট এবং আদালতের ফয়সলা ও তাহার উপর আপীল।	৪২১
২২। ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারায় লিখিত মোকদ্দমা। কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে আদৌ উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে তাঁহার ফয়সলার উপর আপীল।	৪২২
২৩। ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারায় লিখিত মোকদ্দমা। যে মোকদ্দমা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে অর্পণ করণের আবশ্যক আছে তাহা।	৪২৪
২৪। ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারায় লিখিত মোকদ্দমা। প্রধান সদর আমীনেরদের দ্বারা ঐপ্রকার মোকদ্দমার বিচার। ...	৪২৫
২৫। যে মোকদ্দমাতে সরকারের নামে নালিশ হয় তাহা।	৪২৫
২৬। কালেক্টর সাহেবেরদের প্রতি বিচার করণের ক্ষমতার্পণ। বিশেষতঃ বন্দোবস্ত করণের ও পুনর্দৃষ্টি করণের কালে তাঁহারদের প্রতি সে ক্ষমতার্পণ। এই বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের এলাকা।...	৪২৭
২৭। কটকের পেশকশী মহাল।	৪৪২

পঞ্চম অধ্যায়।

সরাসরী মোকদ্দমা। মুৎফরক্কা মোকদ্দমা। রেজিষ্টরী করণ।

ধারা। পৃষ্ঠা।

১। ক্রোক করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা। ক্রোক করণের ক্ষমতা। ৪৪৭

২। ক্রোক করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা। অন্যায়রূপে ক্রোক করণের ক্ষমতাচরণ করা। ৪৫০

৩। ক্রোক করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা। সম্পত্তি ক্রোক করণের এত্তেলা দেওন। ... ৪৫০

৪। ক্রোক করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা। খানাতালাশী। ৪৫৪

৫। যে ব্যক্তিরা বাকীদার নহে ও ক্রোকহওয়া সম্পত্তির দাওয়া করে তাহারদের করা সরাসরী মোকদ্দমা। ৪৫৫

৬। ক্রোক করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা। ক্রোক হওনের যোগ্য সম্পত্তি ও ক্রোককরণিয়ারদের বিষয়ে বিধান। ... ৪৫৬

৭। ক্রোক করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা। ক্রোকহওয়া সম্পত্তি নীলাম করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোক। ৪৫৭

৮। ক্রোক করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা। ক্রোকহওয়া সম্পত্তিতে নীলামের কার্য্যকারকেরদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা ও নীলামের বিধি। ৪৫৮

৯। ক্রোক করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ে বিধান। ৪৬১

১০। বাকী খাজানার বাবৎ ও অত্যাচীর ছবিনা টাকা লওনের বাবৎ সরাসরী মোকদ্দমা। পাট্টার নিরিখ ও মর্ম্ম। খাজানা বৃদ্ধি করণ ... ৪৬৪

১১। পাট্টাবিষয়ক বিধি। রাইয়তেরদের স্থানে বেআইনীমতে আবওয়াব লওন। ৪৬৮

১২। মালগুজারীর বাকীর ও তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। রাইয়তেরদের পাট্টা ও খাজানার রসীদ দাওয়া করণ। খাজানা দেওন। ৪৬৯

১৩। মালগুজারীর বাকীর ও তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। পাট্টার মিয়াদ। ৪৭০

১৪। মালগুজারীর বাকীর ও তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। পাট্টার বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের আইনের অর্থ ও নিষ্পত্তি ৪৭১

ধারা।

১৫। মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। কালেক্টর সাহেবের দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার। মোকদ্দমার প্রকার। ... ...

১৬। মালগুজারীর বাকীর ও তাহা অন্যায়রূপে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। নয় মোকদ্দমা প্রথমতঃ উপস্থিত করণের ফল ... ...

১৭। মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়রূপে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। দস্তক গ্রেফ্তারীর হুকুম ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্য। ...

১৮। মালগুজারীর বাকীর ও তাহা অন্যায়রূপে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। কোর্টের এলাকার মধ্যে কালেক্টর ও বেরু পরওয়ানা জারী করণ। ...

১৯। মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়ে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। ইতিহার। সরাসরী বিচার ও ফয়সলা। উকীল ... ...

২০। মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। কালেক্টর সাহেবের ফয়সলা জারী করণ। ...

২১। মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। সরাসরী ফয়সলার অন্যথা করিবার নিমিত্তে নয়রী মোকদ্দমা উপস্থিত করণ। ... ...

২২। মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। বাকীদার পাট্টাদার প্রজা ও তাহার মালজামিনের উপর অন্য জিলায় হুকুম জারী করণ। ...

২৩। মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। এক বিষয়ের মোকদ্দমা একি আদালতে সোপর্দ্দ করণ। ... ...

২৪। মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত করণের পরে রাজস্বের নিমিত্তে ভূমি ক্রোক করিতে দারোগাদের ক্ষমতা। ...

ধারা। পৃষ্ঠা।

২৫। মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। যে সালে খাজানা বাকী পড়ে তাহার পর সালে পেটা ও প্রজাবদের পাট্টা বদ করিতে এবং তাহারদিগকে বেদখল করিতে জমীদারের-দের স্বত্ব। ৪৯৫

২৬। মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। খোদকস্তা রাইয়তেরদের স্বত্ব। বাকী খাজানার নিমিত্তে তাহারদের বিরুদ্ধে ভূম্যধিকারিরদের ক্ষমতা। ৪৯৭

২৭। মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা। ভূম্যধিকারিরদের ক্ষমতার বিষয়ি সাধারণ বিধি। ৪৯৯

২৮। টাকা কি কাগজপত্র পাইবার বিষয়ে গোমাশ্তাদের নামে সরাসরী নালিশ। ... ৪৯৯

২৯। নীজের বাবৎ সরাসরী মোকদ্দমা। কোন প্রজা উৎপন্ন ফসল আপন কবুলিয়তের অন্যমতে বিক্রয় না করিবার উপায়। ৫০০

৩০। নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। সরাসরী কি নয়রী মোকদ্দমা ইচ্ছামতে উপস্থিত করণ। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি। ৫০৩

৩১। নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। সরাসরী তজবীজ। ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্তে নয়রী মোকদ্দমা উপস্থিত করণ যেরূপে ও যাহার দ্বারা করা যাইবেক তাহা। ... ৫০৪

৩২। নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলে উৎপন্ন নীল দেওন। তাহা লইয়া যাওনের নিষেধ। ৫০৫

৩৩। নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। ইষ্টাম্প ও বিবিধ বিধি। ৫০৬

৩৪। নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। রাইয়ত যেরূপে আপনার কবুলিয়তের বন্ধনহইতে মুক্ত হইতে পারে তাহা। ৫০৭

ধারা। পৃষ্ঠা।

৩৫। মুৎফরক্কা মোকদ্দমা। ভূম্যধিকারির অযোগ্যতার রিপোর্ট হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ... ৫০৮

৩৬। মুৎফরক্কা মোকদ্দমা। বিবাদি মহালের সরবরাহকার নিযুক্ত করণ। ৫০৯

৩৭। বিবিধ বিধি। পত্তনি তালুক। পত্তনি ও দরপত্তনি তালুকের প্রকার। ৫১১

৩৮। বিবিধ বিধি। বাকী খাজানার নিমিত্তে পত্তনি তালুকের নীলাম। ৫১৫

৩৯। বিবিধ বিধি। পত্তনি তালুক। যে নিয়মমতে তালুক নীলাম হইতে পারে তাহা ও নীলাম স্থগিত করিতে রাইয়তেরদের ক্ষমতা। .. ৫১০

৪০। বিবিধ বিধি। পত্তনি তালুক। নীলামের পর তালুকের দখল পাওনের নিয়ম। ... ৫১২

৪১। বিবিধ বিধি। পত্তনি তালুক। এই আইনানুসারে বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইলে খরীদী টাকাতে যাহা করিতে হইবেক। ... ৫১৩

৪২। বিবিধ বিধি। পত্তনি তালুকের বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ৫১৫

৪৩। পৈতৃক ধন। ৫২৬

৪৪। রেজিষ্টরী করণ। সিবিশতার স্থাপন। যে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিতে হইবেক তাহা। ৫২৮

৪৫। রেজিষ্টরী করণ। রেজিষ্টরী করণের নিয়ম। .. ৫৩০

৪৬। রেজিষ্টরী করণ। রেজিষ্টরী বহী দেখন ও তাহাহইতে কোন কথার নকল করণ। ... ৫৩৩

৪৭। রেজিষ্টরী করণ। দস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণেতে যেরূপ বলবৎ হইবেক তাহা। ৫৩৩

৪৮। রেজিষ্টরী করণ। ফিস অর্থাৎ রসুম। ... ৫৩৬

৪৯। রেজিষ্টরী করণ। নায়েব নিযুক্ত করণ। ... ৫৩৬

৫০। রেজিষ্টরী করণ। রেজিষ্টরী বিষয়ে কর্জ্জ করণ। ৫৩৮

৫১। রেজিষ্টরী করণ। দেওয়ানী মোকামে রেজিষ্টরী দফ্তর স্থাপন করণ। ৫৩৯

৫২। রেজিষ্টরী করণ। সদর আদালতের দ্বারা বিধির পুনর্ব্যাখ্যা করণ। ৫৪০

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আইনের মূল নিয়ম।

ধারা। পৃষ্ঠা।

১। নানা প্রদেশে সুদের নিরিখ। ৫৪৭
২। সুদের ডিক্রী করণের বিষয়ে সাধারণ বিধি। ... ৫৪৮
৩। আইনের নির্দ্ধারিত সুদের নিরিখহইতে অধিক সুদ লওনের দণ্ড। ৫৫০
৪। আইন এড়াইবার উদ্যোগ করিলে সুদসুদ্ধ আসল কর্জ্জ টাকা রুদ্ধ করণ। ৫৫১
৫। মোকদ্দমা কি আপীল উপস্থিত থাকনসময় অথবা ডিক্রীর তারিখঅবধি কর্জ্জ টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়াপর্য্যন্ত যে সুদ চলিবেক তাহা। ৫৫২
৬। মোকদ্দমার খরচার সুদ। ৫৫৪
৭। যে২ স্থলে কর্জ্জের সুদ আসলহইতে অধিক হয় তাহা। ৫৫৫
৮। ওয়াসিলাৎ।... ... . ৫৫৬
৯। বন্ধকী কর্জ্জ। ৫৫৮
১০। যে বন্ধকী কর্জ্জের সুদহইতে উপস্বত্ব ভোগ হয় তাহা। ৫৬১
১১। বয়বলওফা কি কটকোবালাক্রমে বন্ধক দেওয়া ভূমি। ৫৬২
১২। বয়বলওফার কটক্রমে ভূমি বন্ধক দেওয়া গেলে খাতক আপনার বন্ধকদেওয়া ভূমি যেরূপে উদ্ধার করিতে পারে তাহা। ৫৬৪
১৩। বয়বলওফাক্রমে ভূমি বিক্রয় হইলে যেপ্রকারে বন্ধকলওনিয়া মহাজন বিক্রয় সিদ্ধ করিয়া বন্ধকী ভূমির দখল পাইতে পারে তাহা। ৫৬৮
১৪। নাবালগ। নাবালগী। ৫৭৫
১৫। নাবালগেরদের অধ্যক্ষ নিযুক্তকরণ। অধ্যক্ষেরদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ৫৭৬
১৬। সংসারাধ্যক্ষেরদের করা ও তাহারদের নামে হওয়া মোকদ্দমা। নাবালগী সময়ে কর্জ্জ। বিবিধ বিধান। ৫৮০
১৭। যাহারা উইল না করিয়া মরে তাহারদের ও বিশেষ মতে সেই প্রকার ব্রিটনীয় প্রজারদের সম্পত্তির জিম্মা। ও দাওয়া না হওয়া সম্পত্তির জিম্মা। ৫৮২
১৮। যে ব্যক্তি কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন নহে এমত ব্যক্তি মরিলে তাহার সম্পত্তির দখল ও সরবরাহ করণ। ৫৮৭
১৯। হিন্দু ও মুসলমানেরদের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ি বিধান। উত্তরাধিকারিরা। ৫৮৯
২০। হিন্দু ও মুসলমান ছাড়া অন্যেরদের দ্বারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব ভোগ। মুমূর্ষু দান। ৫৯৩
২১। উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ি স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির অন্যায়রূপে দখল নিবারণের আইন। ৫৯৫
২২। উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কর্জ্জ আদায় করা সুগম করণার্থ বিধান এবং যাহারা মৃত ব্যক্তিরদের স্থলাভিষিক্তেরদিগকে কর্জ্জ টাকা দেয় তাহারদের রক্ষা করণার্থ বিধান। ... ৬০১
২৩। উন্মাদ ব্যক্তিরা। ৬০৫
২৪। দ্রব্যাদি বিষয়ের নালিশ ও হিসাব। ... ৬০৫
২৫। মোস্তাব। ৬০৬
২৬। বার্ষিক বৃত্তি। ৬০৭
২৭। কুর্ত্তী ও বখরাদারী। ৬০৮
২৮। হুণ্ডী। ৬০৯
২৯। "চামপার্টি।" অর্থাৎ মোকদ্দমা ফুরাইয়া লওন। ৬১০
৩০। চুক্তি ও বন্দোবস্ত। ৬১০
৩১। হস্তান্তর। ৬১১
৩২। কর্জ্জ। ৬১২
৩৩। জুয়াখেলা ও বাজীরাখা। ৬১৩
৩৪। লাঞ্চুরী ও তছুকফ ও ঘুষ। ৬১৩
৩৫। খোশবিক্রয়। ৬১৫
৩৬। জামিন। ৬১৬
৩৭। অগ্রে খরীদ করণের স্বত্ব। ৬১৮
৩৮। জাবজত্ব। ৬১৯
৩৯। গোলামী। ৬১৯
৪০। স্থান বিশেষের এবং বংশের ব্যবহার। ... ৬২০
৪১। অপবাদ ও তছমৎ। ৬২১
৪২। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমায় সদর আদালতের বিবিধ নিষ্পত্তি। ৬২২
৪৩। জলকর। ৬২৪

সপ্তম অধ্যায়।

আপীল।

ধারা।		পৃষ্ঠা।
১।	মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের ডিক্রীস উপর সরাসরী আপীল।	৬২৫
২।	৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের হুকুমের উপর এবং জিলার আদালতের হুকুমের উপর সরাসরী আপীল।	৬২৯
৩।	অচিহ্নিত বিচারকেরদের হুকুমের উপর দেওয়ানীর জজ সাহেবের নিকটে নম্বরী আপীল।	৬৩০
৪।	নম্বরী আপীল উপস্থিত করণ। বিবিধ বিধি।	৬৩৪
৫।	বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত বিচারকেরদের ডিক্রীর উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল করণের মিয়াদ। ..	৬৩৬
৬।	রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিতে অথবা তাহা ছানী তজবীজের নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠাইতে জিলার জজ সাহেবের ক্ষমতা।	৬৩৮
৭।	রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া যে আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহার ইষ্ট্যাম্প ও উকীলের বসুমের বিষয়ি বিধি। ...	৬৪০
৮।	মুনসেফ ও সদর আমীনের ডিক্রীর উপর আপীল প্রধান সদর অমীনের নিকটে অর্পণ করণ।	৬৪১
৯।	নম্বরী আপীলী মোকদ্দমার শুননি ও নিষ্পত্তি করণ।	৬৪৪
১০।	ত্রুটিপ্রযুক্ত আপীল ডিসমিস করণ। ...	৬৪৭
১১।	আপীল আদালতের নিষ্পত্তি।	৬৫১
১২।	অনর্থক আপীল।	৬৫২
১৩।	আপীলী মোকদ্দমায় খরচার জামিন। ...	৬৫৩
১৪।	জিলার আদালতের হুকুমের উপর এবং ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের হুকুমের উপর সদর আদালতে নম্বরী আপীল।	৬৫৩
১৫।	আপীল করণের সময়ে বিলায়তের সনদঅপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত বিচারকেরদের হুকুম জারী করণ কি স্থগিত রাখণ।	৬৬০
১৬।	ভূমিবিষয়ক মোকদ্দমায় জিলার আদালতের নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে আপীল হইলে ঐ জিলার আদালতের হুকুম জারী করণ কি স্থগিত রাখণ।	৬৬১
১৭।	আপীল করণের সময়ে বিবাদি ভূমিবিষয়ক নিয়ম।	৬৬৩
১৮।	নগদ টাকা কিম্বা অন্য কোন অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ি মোকদ্দমার উপর সদর আদালতে আপীল উপস্থিত থাকনসময়ে জিলার আদালতের ডিক্রী জারী করণ কি স্থগিত রাখণ।	৬৬৪
১৯।	আপীল হওন সময়ে যে সম্পত্তি জামিনস্বরূপ দেওয়া গিয়াছে তাহার বিষয়ি এবং তাহার রেজিষ্টরী করণ বিষয়ি বিধান। ...	৬৬৫
২০।	যে মোকদ্দমা ছানী তজবীজ অথবা গোড়াপ্তড়ি বিচার হওনের নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠান যায় তাহার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতসকলের যাহা কর্ত্তব্য তাহার নিয়ম।	৬৬৭
২১।	জিলার জজ সাহেবের দ্বারা মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার।	৬৭০
২২।	জিলা আদালতের দ্বারা পুনর্ব্বিচার। ইষ্ট্যাম্প।	৬৭৪
২৩।	প্রধান সদর আমীনের দ্বারা ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার।	৬৭৬
২৪।	সালিশের ফয়সলার উপর আপীল। ...	৬৭৭

অষ্টম অধ্যায়।

ডিক্রী জারী।

ধারা।		পৃষ্ঠা।
১।	ডিক্রী জারীর বিষয়ে সাধারণ বিধি। ...	৬৭৯
২।	ডিক্রী জারীক্রমে যে সম্পত্তি নীলাম হইতে পারে কি না পারে।	৬৮৪
৩।	ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে বিবিধ নিষ্পত্তি। ...	৬৮৭
৪।	ডিক্রী জারীক্রমে দেওয়ানীর কার্য্যকারকেরদের দ্বারা বাটী কি ফলের বাগান কি বাগান অথবা ক্ষুদ্র২ নিষ্ফল ভূমিখণ্ডের নীলাম। ...	৬৮৯
৫।	দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে ভূমির নীলাম।	৬৯৪

ধারা। পৃষ্ঠা।

৬। ভিন্ন এলাকার সম্পত্তির নীলাম ও তদ্বিষয়ে আপত্তির বিচার। ৭০৩

৭। ডিক্রী জারীক্রমে যে ভূমি নীলাম হইবার ইশ্তিহার হয় তাহার উপর দাওয়া এবং তাহার নীলামের বিষয়ি ওজর। ... ৭০৪

৮। ডিক্রী জারীক্রমে যে ভূমির নীলাম হয় তাহার উপর দাওয়ার নিষ্পত্তি করণার্থে আদালতের উপদেশের নিমিত্তে সাধারণ মূল নিয়ম। ৭০৯

৯। যে২ স্থলে ডিক্রী জারীক্রমে ভূমির নীলাম অন্যথা হইতে পারে কি না। নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করণ। .. . ৭১১

১০। ডিক্রী জারীক্রমে নীলামহওয়া ভূমির উৎপন্ন টাকা বণ্টন করণ। ৭১৩

১১। ডিক্রী জারী করণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের মিয়াদ। ৭১৪

১২। ডিক্রী জারী করণেতে কালেক্টর সাহেবের ও অন্য২ আদালতের সাহায্য। ৭১৫

১৩। ডিক্রীদারের কসুর। ৭১৮

১৪। নীলামের উৎপন্ন টাকা পাইতে ডিক্রীদারের-দের বিশেষ২ অধিকার। .. ৭১৯

১৫। মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের দ্বারা ডিক্রী জারী করণ। .. ৭২১

ধারা। পৃষ্ঠা।

১৬। ডিক্রী জারীক্রমে মুনসেফেরা যে টাকা পান তাহা রাখণ ও দেওন। ৭২৪

১৭। জিলার আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কয়েদ করণ। ৭২৪

১৮। মুনসেফ কি সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী জারীক্রমে আসামীকে কায়েদ করণ। ৭২৬

১৯। দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদীরদের খোরাকী টাকা। ৭২৭

২০। কিস্তিবন্দীর দ্বারা ডিক্রীর টাকা শোধ করণ। ... ৭২৯

২১। যোত্রহীন খাতকদিগকে খালাস করণ। ... ৭৩০

২২। ৬৪৲ টাকার ন্যূন সংখ্যার ডিক্রীর নিমিত্তে কয়েদ করণের মিয়াদ। ৭৩৪

২৩। নিমক পোখ্তানের সম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের নামে ডিক্রী জারী করণ। ৭৩৫

২৪। সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণ। .. ৭৩৫

২৫। জিলার আদালতের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী জারী হওন। ৭৩৭

২৬। কলিকাতার ছোট আদালতের ডিক্রী মফঃসলে জারী করণ। ৭৩৭

২৭। কলিকাতার ছোট আদালতের দ্বারা চল্লিশপরগনার ডিক্রী জারী করণ। ৭৩৮

নবম অধ্যায়।

সদর দেওয়ানী আদালত।

ধারা। পৃষ্ঠা।

১। কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকা ও সংস্থাপন। . . . ৭৩৯

২। সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের সাধারণ ক্ষমতা। ৭৪১

৩। জজ সাহেবেরদের মতের অনৈক্য। ... ৭৪৩

৪। অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের দ্বারা তাহার বিচার। ৭৪৪

৫। সদর আদালতের দ্বারা অধস্থ আদালতের ডিক্রী বা হুকুম রদ করণ। ৭৪৬

৬। প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমা কি দরখাস্ত সদর আদালতের দ্বারা জিলার আদালতে সোপর্দ্দ করণ। ৭৪৯

ধারা। পৃষ্ঠা।

৭। সদর আদালতে সরাসরী আপীল এবং মুৎফরকা দরখাস্ত। ৭৪৯

৮। সদর আদালতে নম্বরী আপীল। যে২ মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য। সাধারণ বিধি। ৭৫০

৯। আপীলের আরজী ও মোকদ্দমা চালাওনের বিষয়ি বিধান। ৭৫৩

১০। উকীল। ৭৫৭

১১। সদর আদালতে সাক্ষী ও সাক্ষ্য। ... ৭৬০

১২। সদর আদালতের হুকুমনামা ও পরওয়ানা ... ৭৬২

১৩। জজ সাহেবেরদের চিঠী ও আদালতের হুকুম প্রস্তুত করণ ও তাহাতে দস্তখৎ করণ। ... ৭৬৪

১৪। প্রিসেণ্ট ও ক্লিটর্ণ। ৭৬৪

১৫। অধস্থ আদালতের ত্রুটি ও সদর আদালতের

ধারা।		পৃষ্ঠা।
	হুকুমের বাধকতা করণ কিম্বা হুকুম না মানন।	৭৭০
১৬।	সদর আদালতে খাস আপীল। ..	৭৭০
১৭।	যে২ কারণে খাস আপীল গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য হইয়াছে।	৭৭৫
১৮।	খাস আপীলের মোকদ্দমায় ইষ্টাম্পের বসুম ও উকীলপ্রভৃতি। ...	৭৭৮
১৯।	সদর আদালতের ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার। ..	৭৮০
২০।	সদর আদালতের ডিক্রী।	৭৮৪
২১।	সদর আদালতের ডিক্রী জারী করণ। ...	৭৮৬
২২।	শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল।	৭৮৯
২৩।	শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল। খরচার ও ডিক্রী জারী কিম্বা স্থগিত করণের জামিনী।	৭৯৩
২৪।	শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল। ইষ্টাম্প। কাগজপত্র পাঠান। ডিক্রী জারী।	৭৯৮
২৫।	সদর আদালতের আমলা ও পণ্ডিত ও মৌলবী।	৮০০
২৬।	বাদি প্রতিবাদিকে কাগজপত্রের নকল দেওন।	৮০২
২৭।	নজির।	৮০৪
২৮।	সদর আদালতের নিমিত্তে যে২ কাগজপত্র তরজমা হয় তাহার বিষয়।	৮০৪
২৯।	সদর আদালতের নিমিত্তে নকল ও কাগজপত্র প্রেরণ করণ।	৮০৫
৩০।	উভয় বিবাদির সঙ্গে সদর আদালতের লিখন-পঠন।	৮০৭
৩১।	সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বারা আইনের অর্থ করণ।	৮০৭

আপেণ্ডিক্স।

বাকী রাজস্বের নিমিত্তে ভূমির নীলাম। .. ৮০৯

সরকারী রাজস্বের বাকীর জন্যে নীলাম বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ৮২০

সরকারী রাজস্বের ইজারদার ও কোর্ট ওয়ার্ডসের ইজারদার ও তাহারদের জামিনেরদের ভূমির নীলামের বিষয়ে সদর বোর্ড রেবিনিউর নিষ্পত্তি। ৮২১

ভূমির দখল বিষয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণ এবং বলক্রমে ভূমির বেদখলের প্রতিকার করণ। ৮২৩

অবশেষ আইনইত্যাদি। ৮২৯

নির্ঘণ্ট। ৮৩৩

এই গ্রন্থে যে সকল আইন ও আইনের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডরপ্রভৃতি আছে তাহার ফিরিস্তি।

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৭৯৩	৩	২		৬
”	”	৩		১১
”	”	৪		৭
”	”	৫		১২
”	”	৬		১১
”	”	৮		৫৭
”	”	১০		৩৬৭
”	”	১১		৩৬৮
”	”	”		৭৩৫
”	”	১২		৬৪
”	”	”		১৮৬
”	”	১৩		৫৯০
”	”	১৪		১৯৫
”	”	”		১৯৬
”	”	”		৭১৫
”	”	১৫		১৮৯
”	”	১৬		৬২
”	”	১৭		৬৪
”	”	১৮		৬৮
”	”	১৯		২৪
”	”	২১		২৮৯
”	৪	২		২১৬
”	”	৩		২১৬
”	”	৫		২৪৫
”	”	”		২৪৬
”	”	”		২৪৭
”	”	”		২৪৮
”	”	৬		২৫৫
”	”	”		২৫৯
”	”	”		২৬
”	”	”		২৬২
”	”	”		২৬৪
”	”	”		২৬৬
”	”	”		২৭৬
”	”	”		২৭৭
”	”	৭		২৮৯
”	”	”		৬৮১
”	”	”		৭২৪
”	”	৮		৭২৮
”	”	৯		৩০২

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৭৯৩	৪	১০		২৪৮
”	”	১১		২১৮
”	”	”		২২১
”	”	১৩		২২২
”	”	”		২২৮
”	”	১৪		২৭৩
”	”	১৫		১২১
”	”	”		৫৯০
”	”	১৬		২৮৩
”	”	”		৫৯০
”	”	১৭		১৬৩
”	”	১৯		২৪৪
”	”	২০		১০৮
”	”	”		২২৮
”	”	২১		২৮৮
”	”	২২		১৪২
”	”	২৩		২৪৩
”	”	২৪		২৪৩
”	”	২৫		২৪১
”	”	২৬		২৮৯
”	”	”		২৯৯
”	৫	২		৭৩৯
”	”	১৮		৬৪৬
”	”	২১		৬৪৭
”	”	২৮		৬৭৭
”	”	২৯		৬৪৭
”	৬	৩		৭৪০
”	”	৪	১	৭৪৯
”	”	৬		৮০৭
”	”	৭		৭৫৩
”	”	১০		৬৫৬
”	”	১১		৮০৫
”	”	১৩		৭৬২
”	”	”		৭৭০
”	”	১৪		৭৬২
”	”	”		৭৬৩
”	”	১৫		৭৬৩
”	”	১৬		৭৬০
”	”	১৭		৭৬১
”	”	১৮		৭৬১

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৭৯৩	৬	২১		৭৮৬
”	”	২৮		৭৫২
”	”	”		৭৮৪
”	”	২৯		৭৮৫
”	”	৩১		৭৪১
”	৮	৫২		৪৬৪
”	”	৫৪		৪৬৮
”	”	৫৫		৪৬৮
”	”	৫৬		৪৬৫
”	”	৫৭	১	৪৫৪
”	”	”	২	৪৬৫
”	”	৫৯		৪৬৯
”	”	৬০	২	৪৬৮
”	”	৬৩	১	৪৭০
”	”	৬৪		৪৭০
”	১০	৫	১	৫০৮
”	”	”	৩	৫০৮
”	”	”	৫	৫০৮
”	”	”	৬	৫০৯
”	”	৩২	১	৫৮০
”	”	”	২	৭৫২
”	১১	২		৫৮৯
”	”	৬		৫৮৯
”	১২	৩		১১১
”	”	৫	১	১২৩
”	”	৭		১২৩
”	”	৮	১	১২৬
”	”	”	৩	১২৬
”	”	”	৪	১২৬
”	”	”	৬	১২৬
”	”	”	৭	১২৬
”	”	”	৮	১২৬
”	১৩	১		১০৮
”	”	৪		২৮
”	”	”		৯৪
”	”	৮		৫৬
”	”	৯	১	৯৯
”	”	”	৩	৯৯
”	”	”	৭	৯৯

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৭৯৩	১৩	৯	৮	১০০
”	”	”	১২	১০০
”	”	”	”	৮০১
”	”	১১		৮৭
”	১৪	৩৬		৩৭৪
”	”	৩৮		৩৭৪
”	[illegible]	৪১		৩৭৩
”	১৫	২	১	৫৪৭
”	”	”	২	৫৪৭
”	”	”	৩	৫৪৭
”	”	৩	১	৫৪৭
”	”	”	২	৫৪৭
”	”	”	৩	৫৪৭
”	”	৪		৫৪৭
”	”	৫		৫৪৯
”	”	৬		৫৫৫
”	”	৭		৫৪৯
”	”	৮		৫৫০
”	”	৯		৫৫১
”	”	১০		৫৬১
”	”	১১		৫৬১
”	”	১২		৫৪৯
”	১৬	২		৩৪৬
”	”	৩		৩৪৬
”	”	৪		৩৪৭
”	”	৫		৩৪৮
”	”	৬		৩৪৯
”	”	৭		৩৪৯
”	”	৮		৩৪৯
”	”	৯		৩৪৯
”	”	১০		৮৪
”	১৭	২		৪৪৭
”	”	৩		৪৫৬
”	”	৪		৪৫৬
”	”	৬		৪৫০
”	”	৭		৪৫২
”	”	৮		৪৫০
”	”	১১		৪৫৯
”	”	১২		৪৫৭
”	”	১৩		৪৫৭
”	”	১৪		৪৫৭
”	”	১৫		৪৫৭
”	”	১৬		৪৫০
”	”	১৭		৪৫২
”	”	১৮		৪৫২
”	”	১৯		৪৫৩
”	”	২০		৪৫৩
”	”	২১		৪৫৪
”	”	২৩		৪৬১
”	”	২৪		৪৬০
”	”	২৫		৪৬১

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৭৯৩	১৭	২৭		৪৪৯
”	”	২৮		৪৫০
”	”	৩০		৪৪৯
”	”	৩১		৪৫৯
”	”	৩২		৪৫০
”	১৮	২		৩৫৬
”	”	৪		৩৫৭
”	”	৫		৩৫৯
”	”	৬		৩৫৯
”	”	৭		৩৫৯
”	”	৮		৩৬০
”	”	৯		৩৬০
”	১৯	৬		৪১৫
”	”	৯		৪১৬
”	”	১০		৪১৬
”	”	১১		৪১৬
”	”	১৭		৪১৭
”	২০	২		৩
”	”	৩		৪
”	”	৪		৪
”	”	৯		৪
”	”	১০		৪
”	”	১২		৪
”	”	২		৫
”	”	৩		৫
”	২৬	২		৫৭৫
”	”	৩		৫৭৬
”	৩৬	২		৫২৮
”	”	৩		৫২৮
”	”	৪		৫৩৩
”	”	৫		৫৩৩
”	”	৬	১	৫৩৪
”	”	”	২	৫৩৪
”	”	”	৩	৫৩৪
”	”	৭		৫৩০
”	”	৮	১	৫৩১
”	”	”	২	৫৩১
”	”	৯	২	৫৩২
”	”	১০		৫৩২
”	”	১১		৫৩৩
”	”	১২		৫৩২
”	”	১৩		৫৩০
”	”	১৪		৫৩৬
”	৩৮	২		২৪
”	৩৯	১		১১৬
”	”	২	১	১১৭
”	”	”	২	১১৭
”	”	৩	১	১১৮
”	”	”	২	১১৯
”	”	৪		১১৭
”	”	৫		১১৭

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৭৯৩	৩৯	৬	২	১১৯
”	”	৭		১২০
”	”	৮		১২১
”	”	৯		১২০
”	”	১০		১২১
”	”	১১		১১৯
”	৪১	১		১
”	”	২		১
”	”	৩		১
”	”	৪		২
”	”	৫	১	২
”	”	”	২	২
”	”	৬		২
”	”	৭		২
”	”	৮		২
”	”	৯		২
”	”	১০		২
”	”	১১		২
”	”	১২		২
”	”	১৩		৩
”	”	১৫		৩
”	”	১৬		৩
”	”	১৭		৩
”	”	১৮		৩
”	”	১৯		৩
”	”	২০		৩
”	”	২১		৩
”	৪৪	৮		৪৭১
”	৪	৫		৪৬৯
”	”	৬		৫৭
”	”	”		৪৬৪
”	”	৭		৫৭
”	”	”		৪৬৪
”	৮	১৩		২৮৫
”	৭	২	১	৮
”	৮	৩	২	৫২১
”	৩৫	২		৪৫১
”	”	৫		৪৫৮
”	”	”		৪৫৯
”	[illegible]	৭		৪৬১
”	৫৫	২		২২১
”	৫৮	৩		৩০৩
”	৪	২		১৩
”	”	৩		১৩
”	”	৪		১৩
”	”	৫		১৫
”	১০	২		৮০৭
”	”	৩		৮০৮
”	”	৪		৮০৮

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৭৯৬	১৩	৩		৫৫২
"	"	"		৬৪৭
"	"	"		৬৫২
"	"	"		৭৮৫
১৭৯৭	৭	১		৭
"	১১	৩	১	২২১
"	১৬	২		৭৯১
"	"	৩		৭৯২
"	"	৪		৭৯৩
"	"	৫		৭৯৮
"	"	৬		৭৯৮
"	"	৭		৭৯৯
"	১৯	৪		৮০৪
১৭৯৮	১	১		৫৬২
"	"	২		৫৬৪
"	"	৩		৫৬৫
"	"	৪		৫৬৫
"	"	৫		৫৬৫
"	২	৪		৫৯০
"	"	৭		৭৪৯
"	"	১০		৭৯৪
"	৩	২		৫০
"	"	৩		৭৪০
"	৫	৩		৬৬১
"	"	৪		৬৬৩
"	"	৫		৬৬৩
"	"	৬		৬৬৪
১৭৯৯	৫	২		৫৮৭
"	"	৩		৫৮৭
"	"	৪		৫৮৮
"	"	৫		৫৮৮
"	"	৬		৫৮৯
"	"	৭		৫৮২
"	৭	১		৪৪৭
"	"	৩		৪৪৮
"	"	৪		৪৫১
"	"	৫		৪৬০
"	"	৯		৪৫৩
"	"	"		৪৫৫
"	"	১০		৪৫৪
"	"	১১		৪৫৫
"	"	১৫	১	৪৭৯
"	"	"	২	৪৮০
"	"	"	৩	৪৮১
"	"	"	৪	৪৮৬
"	"	"	৫	৪৮৭
"	"	"	৬	৪৯৫
"	"	"	৭	৪৯৫
"	"	"	৮	৫৭
"	"	"	"	৪৯৯
"	"	১৬		৪৯১
১৭৯৯	৭	১৭		৪৯১
"	"	১৯		৪৪৯
"	"	২০		৪৮০
"	"	২৩	৩	৪৯৯
"	৯	৩		১৮০০
"	"	১		৭৯২
"	"	২		৭৯৩
"	"	৩		৭৯৮
"	"	৪		৭৯৮
"	"	৫		৭৯৯
"	"	৬		৭৯৯
"	"	৭		৭৯৯
"	৮	১৫		২৮৬
"	১০	২		৫৯০
১৮০১	২	৪		৭৩৯
"	"	৬		৭৪০
"	"	"		৭৪১
"	"	"		৭৪৩
"	"	৭		৭৭০
"	"	১৭		৭৭০
"	৩	২		৭৭১
"	৯	২		৭৭১
"	৫০	২	২	২৬০
১৮০৪	১	১৪		১৫৩
"	৫	৫		১১৮
"	"	৬		৯৩
"	"	"		১১২
"	"	১০		১১৮
"	"	১২		১০৮
"	"	"		৮০১
"	"	১৬		৯৪
"	"	২৩		৯৪
"	"	"		৮০১
"	"	১৪		৯৩
১৮০৫	১	১	১	২০১
"	"	"	২	২০২
"	"	৩	১	২০২
"	"	"	২	২০২
"	"	"	"	২০৩
"	"	"	৩	২০৩
"	"	"	৪	২০৪
"	"	৪	১	২০৬
"	"	"	"	৪৭৫
"	"	"	২	২০৬
"	"	"	"	৫০০
১৮০৮	১৩	৪	১	২০৫
"	"	"	২	২০৬
"	"	১১	২	৩২৭
"	"	১৩	১	৩৩৭
"	"	১৯		৩০২
"	"	২০	১	৮
"	"	২৩		৮
"	"	২৫		৮
"	১৪	৩		৮
"	১৮	৩	৩	১৯৫
"	"	৪	১	৫৪৭
"	"	৫	২	৫৪৭
"	"	৬	৩	৫৪৮
"	"	৭	৪	৫৪৮
"	১৯	১		২২৯
"	"	২		৫৭৯
"	"	৩		২৫
"	"	৪		৭
"	"	৫		৫০
"	"	৬	১	২১৭
"	"	৭	২	২১৭
"	"	৮	৩	২১৮
"	"	৯		২১৮
"	"	১০		২৪৫
"	"	১১		২১০
"	"	১৫	১	২২১
"	"	১৯	২	২২৫
"	"	২০	৩	২২৬
"	"	২৩		২২৬
"	"	২৫		৬৬৪
"	"	২৬		২২৬
"	"	২৭		৬৬৪
"	"	২৮		৭২৯
"	"	৩০		৭৩০
"	"	৩১		৭২৮
"	"	৩৩		৭
"	"	৩৪		৩৬৮
"	"	৩৫		৯
"	"	৩৬		৫৮৫
"	"	৩৭		৫৫০
"	"	৩৮		৫৬৫
"	"	৩৯		৫৬৮
"	"	৪০		২৭১
"	"	৪১		৮৩১
"	"	৪২		২৭১
"	"	৪৩		২৭৯
"	"	৪৪		২৭৩
"	"	৪৫		২৮১
"	"	৪৬		২১৩
"	"	৪৭		২১৪
"	"	৪৮		২১৪
"	"	৪৯		৬৬১

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮০৮	১৩	১১	৩	৬৬১
”	”	”	”	৭২৪
”	”	”	৪	৬৬১
”	”	১২	১	৬৬৪
”	”	”	২	৬৬৪
”	”	১৩		৬৬৫
১৮০৯	৬	৩	২	৩৮২
”	৮	৩		৮০১
”	”	৪	১	১১৮
”	”	”	”	১২৫
”	”	”	২	১১৯
”	”	”	”	১২৫
”	”	১৩		২৫
১৮১০	১৩	৪	২	৭৪১
”	”	”	৪	৭৪১
”	”	”	৫	৭৪১
”	”	”	৬	৭৪১
”	”	৬	৩	৭৪৭
”	”	”	৪	৭৪১
”	”	৭		৭৪
”	”	৮	১	৭৪১
”	”	”	২	৭৪১
”	”	”	৩	৭৪১
”	১৭	৫		৩২৫
”	২০	১৯		৩৮১
”	”	২০		৩৮২
”	”	২১		৬৮
”	”	২৪		৩৮১
”	”	২৫		৩৮১
১৮১১	১২	২	২	৭৩৯
১৮১২	৪	২	১	৮৬
”	”	”	২	৮৬
”	”	৩		৮৬
”	”	৪		৮৬
”	৫	২		৪৭০
”	”	৩		৪৬৫
”	”	৭		৪৬৫
”	”	৯		৪৬৫
”	”	১০		৪৬৬
”	”	১১		৪৬৬
”	”	১৩		৪৫১
”	”	১৪		৪৫৭
”	”	১৫		৪৬১
”	”	১৬		৪৬১
”	”	১৭		৪৬৩
”	”	১৮		৪৫৯
”	”	১৯		৪৬০
”	”	২০		৪৬৩
”	”	২৬		৫০৯
”	”	২৭		৫১০
”	১৬	২	১	৭৩৭
১৮১২	১৬	২	২	৭৩৭
”	”	”	৩	৭৩৮
”	”	৪		৪৭১
”	১৮	২		৪৭১
”	”	৩	২	৪৭১
”	”	”	১	৫৩১
”	২০	২	১	৫৩১
”	”	”	২	৫৩১
”	”	”	৩	৫৩১
”	”	৪		৫৩৬
”	”	৫	১	৫২৯
”	”	৬	১	৫৩৮
”	”	”	৩	৫৩৮
”	”	৭		৫২৯
”	”	৯		৫৩২
”	”	১০		৫৩২
”	২২	৩		২
১৮১৩	২	২		১০৩
”	”	৩		১০৩
”	”	৪		১০৪
”	৬	১	১	৩৫০
”	”	”	২	৩৫০
”	”	৩	১	৩৫০
”	”	”	২	৩৫১
”	”	”	৩	৩৫১
”	”	৪		৩৫২
১৮১৪	২	৩	১	৩৭০
”	”	”	২	৩৭২
”	”	”	৩	৩৭২
”	”	”	৪	৩৭২
”	”	৪		৩৭২
”	১৯	৫		৭১৭
”	”	”	২	৭১৮
”	২১	২		২৩
”	”	৩		২৩
”	২৩	৬	১	৩৭
”	”	”	২	৩৭
”	”	৭		৩৭
”	”	১০	১	৩১
”	”	”	২	৩৯
”	”	”	”	৩১
”	”	১১		৩৮
”	”	১২		৩২
”	”	১৪		৩২
”	”	১৭		৩১২
”	”	১৮		৩১৫
”	”	১৯		৩১৫
”	”	”	১	৩১৬
”	”	”	২	৩১৭
১৮১৪	২৩	১১	৩	৩১৭
”	”	২০		৩১৭
”	”	২১	১	৩১৭
”	”	”	২	৩১৭
”	”	২২	১	৩১৭
”	”	”	২	৩১৮
”	”	”	৩	৩১৮
”	”	২৪	৪	৩১৯
”	”	২৫	১	৩১৯
”	”	”	২	৩১৯
”	”	”	৩	৩১৯
”	”	”	৫	৩২০
”	”	২৬		৩১২
”	”	২৭	১	৩২০
”	”	২৮		৩২১
”	”	২৯	১	৩২১
”	”	”	২	৩২২
”	”	”	৪	৩২২
”	”	৩০		৩২৩
”	”	৩১	৩	৩২২
”	”	৩১	১	৩২১
”	”	৩৩		৩২২
”	”	৩৫		৩২২
”	”	৩৬		৩২৩
”	”	৩৭		৩২৩
”	”	৩৮	১	৩২৪
”	”	”	২	৩২৪
”	”	”	৩	৩২৪
”	”	৩৯		৩২৬
”	”	৪০		৩২৬
”	”	”		৩২৭
”	”	৪১	১	৩২৭
”	”	”	২	৩২৮
”	”	৪৩	১	৩৩৮
”	”	”	২	৩৩৮
”	”	”	৩	৩৩৮
”	”	৪৫	৭	৭৩৪
”	”	৪৬	১	৬৩০
”	”	”	”	৬৩৬
”	”	”	২	৬৩০
”	”	”	৩	১৪৮
”	”	”	”	৬৩০
”	”	”	৪	৬৩০
”	”	”	৫	৬৬০
”	”	৪৭	১	৮৪
”	”	৫০	১	১৫৫
”	”	”	২	১৫৫
”	”	”	৩	১৫৫
”	”	৫১	১	১৫৫
”	”	”	২	১৫৬
”	”	”	৩	১৫৬

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮১৩	২৩	৫১		১৫৬
”	”	৫৩		১৫৬
”	”	৫৪		১৫৬
”	”	৬৫	২	২৯
”	”	৬৬		২৯
”	”	৬৭		২৯
”	”	”		৩১
”	”	৭১		৩৩০
”	”	৭২		১৩৩
”	”	৭৩		৩৩০
”	”	৭৪		৩৩০
”	”	৭৬	১	২৮৪
”	”	”	২	২৮৪
”	”	”	৩	২৮৪
”	”	”	৪	২৮৪
”	”	আপেণ্ডিক্স নং ২		৩৯
”	”	”	” ৮	২৯
”	২৪	১১	১	২৬৫
”	২৫	৮		৭৪৭
”	২৬	২	১	৭৭১
”	”	”	২	৭৭১
”	”	”	৩	১৪০
”	”	”	”	৭৭১
”	”	”	৪	৭৭৪
”	”	”	৫	৭৭৮
”	”	৩	১	৭৪৯
”	”	”	৩	৬২৯
”	”	”	৫	৬২৫
”	”	”	”	৭৫০
”	”	”	৬	৬২৬
”	”	”	৭	৬২৬
”	”	”	৮	৬২৬
”	”	”	৯	৬২৬
”	”	”	১০	৬২৬
”	”	৪	১	৬৭০
”	”	”	”	৬৭১
”	”	”	৩	৬৭১
”	”	”	”	৭৮০
”	”	”	৪	৬৭১
”	”	”	”	৭৮০
”	”	৫	১	২৪৫
”	”	৬	১	২৪৮
”	”	”	৩	২৪৬
”	”	৭	১	২১৩
”	”	”	২	২১৩
”	”	৮	১	৬৩১
”	”	”	৩	৬৩১
”	”	”	৫	৬৩১
”	”	”	৬	৭৯১
”	”	”	৭	৬৫৯
”	”	”	৮	৩০০

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮১৪	২৬	৮	৯	৩০০
”	”	”	১০	৬৩৭
”	”	”	১১	৩৫৬
”	”	”	”	৭৮৫
”	”	৯	১	৬৪৪
”	”	”	২	৬৪৫
”	”	”	৩	৬৪৫
”	”	১০	১	২৪৮
”	”	”	২	২৫৩
”	”	”	৩	২৫৪
”	”	”	৪	২৫৪
”	”	১২	১	২৫৫
”	”	”	২	২৫৫
”	”	”	৩	২৫৫
”	”	১৩	১	৬৬৫
”	”	”	২	৬৬৫
”	”	”	৩	৬৬৬
”	”	১৪	১	১০৮
”	”	”	২	১০৮
”	”	”	৩	১০৯
”	”	”	৪	১০৯
”	”	”	৫	১০৯
”	”	”	৬	১০৯
”	”	”	”	১২৮
”	”	”	৭	১০৯
”	”	”	৮	১১০
”	”	”	৯	১১০
”	”	১৫	৪	৬৭৯
”	”	”	৫	৬৭৯
”	”	”	৬	৬৭৯
”	”	”	৭	৬৮০
”	”	”	৮	৬৮১
”	”	”	৯	৬৮২
”	”	১৬	১	৩০১
”	”	”	২	৩০১
”	”	”	৩	৩০২
”	”	”	৪	৩০১
”	”	১১		১৭৬
”	২৭	৪	১	১৩২
”	”	”	২	১৩২
”	”	৫	১	১৩২
”	”	৬		১৩৪
”	”	৮		১৩৬
”	”	৯	১	১৩৮
”	”	”	২	১৩৯
”	”	১০	১	১৩৯
”	”	”	২	১৩৯
”	”	১১		১৩৭
”	”	১২	১	১৪২
”	”	”	২	১৪২

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮১৪	২৭	১৩		১৪২
”	”	১৪	১	১৩৭
”	”	”	২	১৩৮
”	”	১৫	২	১৩৮
”	”	১৬		১৩১
”	”	১৭		১৪০
”	”	”		১৫২
”	”	১৮	১	১৪৩
”	”	”	২	১৪৩
”	”	”	৩	১৪৩
”	”	”	৪	১৪৪
”	”	”	৫	১৪৪
”	”	১৯		১৪০
”	”	”		৩৪৮
”	”	২০	১	১৪৪
”	”	”	২	১৪৪
”	”	”	৩	১৪৪
”	”	”	৫	১৪৫
”	”	”	৬	১৩৬
”	”	২১	১	১৪১
”	”	”	২	১৪১
”	”	২২		১৪১
”	”	২৫	১	১৪৫
”	”	”	”	১৫৬
”	”	”	১	১৪৬
”	”	”	৩	১৪৬
”	”	২৭		২৯২
”	”	৩০	১	১৪৭
”	”	”	২	১৪৪
”	”	”	”	১৪৮
”	”	”	৩	১৪৮
”	”	৩১	১	১৪৬
”	”	”	২	১৪৭
”	”	৩৬		১৪০
”	”	৩৭	১	১৫১
”	”	”	৩	১৫১
”	”	”	৪	১৫১
”	”	”	৫	১৫২
”	”	”	৬	১৫২
”	”	”	৭	১৫২
”	”	৩৮		১৪১
”	”	৪০		১৪০
”	”	আপেণ্ডিক্স নং ১		১৩২
”	”	”	”	১৫৪
”	”	”	২	১৩২
”	”	”	৫	১৫১
”	২৮	৩		৪৫০
”	”	৪		৪৯০
”	”	৫	১	৪০০

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮১৪	২৮	৫	২	৪০১
”	”	”	৩	৪০১
”	”	”	৪	৪০১
”	”	”	৫	৪০২
”	”	”	৬	৪০২
”	”	”	৭	৪০৪
”	”	৬	১	৪০৪
”	”	৭	১	৪০৪
”	”	”	২	৪০৪
”	”	৮		৪০৭
”	”	৯		৪০৯
”	”	১০	১	৪০৫
”	”	১১	১	৪১১
”	”	”	২	৪১১
”	”	”	৩	৪১১
”	”	”	৪	৪১২
”	”	১২	১	৪১২
”	”	”	২	৪১২
”	”	”	৩	৪১২
”	”	”	৪	৪১৩
”	”	১৩		৪১৩
”	”	১৪		৪১৪
”	”	১৫		৪১৪
”	”	১৬	১	৪১৪
”	”	”	২	৪১৪
”	”	১৭	৩	৪১৪
”	”	১৮		৪০০
”	”	১৯		৪০৮
”	”	১		৪০৯
১৮১৬	১১	২		৪৪২
”	”	৩		৪৪৩
”	”	৪		৪৪৩
”	”	”		১২৫
”	”	৫		৪৪৩
”	”	৬		৪৪৩
”	”	৭		৪৪৩
”	”	৮		৪৪৩
”	”	৯		৪৪৩
”	”	১০		৪৪৬
”	”	১১		৪৪৪
”	”	১২		৪৪৪
”	”	১৩		৪৪৪
”	”	১৪	১	৪৪৪
”	”	”	২	৪৪৪
”	”	১৫		৪৪৫
”	”	১৬		৪৪৫
”	”	১৭		৪৪৫
”	”	১৮		৪৪৫
”	”	১৯	১	৪৪৫
”	”	”	২	৪৪৫

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮১৬	১১	১৯	৩	৪৪৫
”	”	”	৪	৪৪৫
”	”	২০	১	৪৪৫
”	”	”	২	৪৪৬
”	১৩	১৭		৪৬৮
”	”	১৮		৩৬৮
”	”	২২		৩৭৩
”	১৫ আপেণ্ডিক্স নং ২			৩৭৫
”	”	২		৩৭৫
”	”	৩	১	৩৭৫
”	”	”	২	৩৭৫
”	”	”	৩	৩৭৬
”	”	”	৪	৩৭৬
”	”	”	৫	৩৭৬
”	”	”	৬	৩৭৭
”	”	৪	১	৩৭৭
”	”	”	২	৩৭৭
”	”	”	৩	৩৭৭
”	”	৫	১	৩৭৭
”	”	”	২	৩৭৮
”	”	৬		৩৭৮
”	”	৭	১	৩৭৮
”	”	”	২	৩৭৮
”	”	”	৩	৩৭৮
”	”	৮		৩৭৮
”	”	১০	১	৩৭৮
”	”	”	২	৩৭৯
১৮১৭	৩	২		১৮৩
”	৪	২		৯
”	৫	২		৫২৬
”	”	২		৫২৬
”	”	৩		৫২৬
”	”	৪		৫২৬
”	”	৫		৫২৬
”	”	৬		৫২৭
”	”	৭		৫২৭
”	”	৮		৫২৭
”	”	৯		৫২৭
”	”	১০		৫২৭
”	১৭	১০	১	২৮০
”	”	”	২	২৮০
”	”	১৩	১	২৭৩
”	”	”	২	২৭৩
”	”	১৪	২	২৭৩
”	”	”	৩	৭৬১
”	১৮	২	২	২৭
”	”	”	”	৯৫
”	”	”	”	১২৩
”	”	”	৩	৯৫
”	”	”	”	১২৩
”	”	৩		৯৫

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮১৭	১৮	৬	১	১০০
”	”	৬	২	১০১
”	”	”	৩	১০১
”	”	৭	২	১০২
”	”	”	৩	১০২
”	”	”	৪	১০২
”	”	”	৫	১০২
”	১৯	৭	১	৭৭১
”	”	৮		৭৭৮
”	”	১০	১	১৪৬
”	”	”	২	১৪৬
”	”	১৫	১	৪৯২
”	”	”	২	৪৮০
”	”	”	”	৪৯২
”	”	”	৩	৪৯২
”	”	”	৪	৪৯৩
”	”	১৬	২	৪৮৭
১৮১৮	২	২		৯
”	৩	১০	২	৭০৩
”	”	”	৩	৭০৩
”	৪	২	১	৯
”	”	”	২	৯
১৮১৯	২	১৩	৩	৪৩১
”	”	৩০	১	৪১৭
”	”	”	”	৪১৯
”	”	”	২	৪১৯
”	”	”	৩	৪১৯
”	”	”	৪	৪১৯
”	”	”	৫	৪২০
”	”	”	৬	৪২১
”	”	”	৭	৪২২
”	”	”	৮	৪২৩
”	”	”	৯	৪২৪
”	”	”	১০	৪২৪
”	”	”	১১	৪২৪
”	”	”	১২	৪২৪
”	৮	১		৫১২
”	”	২		৫১৩
”	”	৩	১	৫১৩
”	”	”	২	৫১৪
”	”	”	৩	৫১৫
”	”	”	৪	৫১৪
”	”	”	৫	৫১৪
”	”	৬		৫১৪
”	”	৭		৫১৪
”	”	৮	১	৫১৫
”	”	”	২	৫১৫
”	”	”	৩	৫১৬
”	”	৯		৫১৭
”	”	১০		৫১৭

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮১৯	৮	১১	১	৫২০
"	"	"	২	৫২০
"	"	"	৩	৫২১
"	"	১২		৫২১
"	"	১৩	১	৫২১
"	"	"	২	৫২১
"	"	"	৩	৫২২
"	"	"	৪	৫২
"	"	১৪	১	৫১৯
"	"	"	২	৫১৯
"	"	১৫	১	৫২১
"	"	"	২	৫২১
"	"	"	৩	৫২৩
"	"	১৬		৫১.
"	"	১৭	১	৫২৩
"	"	"	২	৫২২
"	"	"	৩	৫২৭
"	"	"	৪	৫২৪
"	"	"	৫	৫২৪
"	"	"	৬	৫২৪
"	"	"	৭	৫২৪
"	"	"	৮	৫২৪
"	"	১৮	১	৪২৫
"	"	"	২	৪২৫
"	"	"	৩	৪২৬
"	"	"	৪	৪২৬
"	"	"	৫	৪২৬
"	"	"	৬	৪২৬
"	"	"	৭	৪২৬
"	"	"	৮	৪২৬
"	"	১৯	১	৪২৭
"	"	"	২	৪২৭
"	"	"	৩	৪২৭
"	"	"	৪	৪২৭
"	"	"	৫	৪২৭
"	"	"	৬	৪২৭
"	"	"	৭	৪২৭
"	"	২০	২	৩৮৫
"	"	২১	১	৩৮২
"	"	"	২	৩৮৩
"	"	"	৩	৩৮৩
"	"	"	৪	১৬২
"	"	"	৫	১৬২
"	"	"	৬	৩৮৪
"	"	২২		৩৮৪
"	"	"		৭৩৫

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮১৯	১০	২৩		৫২০
"	"	২৪		৫২০
"	"	২৭		৫২১
"	"	২৮		৫২১
"	"	২৯		৫২১
"	"	"		৫২১
"	"	৮০		৫২২
"	"	৮১		৫২৭
"	"	৮২		৫২৭
"	"	৮৩		৫২৭
"	"	৮৪		৫২৭
"	"	৯৮		৫২৭
"	"	১১০		৫২৩
"	"	১১১		৫২০
"	"	১১২		৫২০
"	"	১১৩		৫২০
"	"	১১৪		৫২১
"	"	১১৫		৫২৪
"	"	১১৬		৫২৪
"	"	১১৭	১	৫২৪
"	"	"	২	৫২৪
"	"	১১৮		৫২৪
"	"	১১৯	১	৫২৪
"	"	"	২	৫২৪
"	"	"	৩	৫২৪
"	"	"	৪	৫২৪
"	"	"	৫	৫২৫
"	"	১২০		৫২৫
"	"	১২১		৫২৫
১৮১০	১	১		৫১৬
"	"	২	১	৫১৬
"	"	"	২	৫১৬
"	"	"	৩	৫১৬
১৮১১	২	২		৩৮
"	"	৪		৪৭৮
"	"	১০	৩	১৪১
"	৩	৩	১	৩৪১
"	"	"	২	৩৪১
"	"	"	৩	৩৪১
"	"	"	৪	৩৪২
"	"	৪		৩৪০
১৮১২	৭	১১		৪২৭
"	"	১২	১	৪২৭
"	"	"	২	৪২৭
"	"	১৪	১	৪২৮
"	"	"	২	৪২৮
"	"	"	৩	৪২৮
"	"	"	৪	৪২৯
"	"	"	৫	৪২৯
"	"	১৬		৪২৯
"	"	১৭		৪৩০

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা
১৮২২	৭	১৮		৪৩০
"	"	১৯	১	৪৩০
"	"	"	২	৪৩১
"	"	২০	১	৪৩২
"	"	"	২	৪৩৩
"	"	"	৩	৪৩৩
"	"	"		৪৭৬
"	"	২১		৪৩৩
"	"	২২		৪৩৪
"	"	২৩	১	৪৩৪
"	"	"	২	৪৩৪
"	"	"	৩	৪৩৪
"	"	"		৪৭৮
"	"	২৪	১	৪৩৫
"	"	"	২	৪৩৫
"	"	"	৩	৪৩৫
"	"	২৫		৪৩৬
"	"	২৬		৪৩৬
"	"	২৭		৪৩৬
"	"	২৮		৪৩৬
"	"	২৯	১	৪৩৬
"	"	"	২	৪৩৬
"	"	"	৩	৪৩৭
"	"	"	৪	৪৩৭
"	"	"	৫	৪৩৭
"	"	"	৬	৪৩৭
"	"	৩০		৪৩৭
"	"	৩১	১	৪৩৭
"	"	"	"	৪৯২
"	"	"	২	৪৩৮
"	"	৩২		৪৩৮
"	"	৩৩	১	৪৩৮
"	"	"	২	৪৩৮
"	"	"	৩	৪৩৮
"	"	৩৪	১	৪৩৯
"	"	"	২	৪৩৯
"	"	"	৩	৪৩৯
"	"	৩৫		৪৩৯
"	১১	৩৮		৪২৫
১৮২৩	৬	২		৫০০
"	"	৩	১	৫০১
"	"	"	২	৫০১
"	"	"	৩	৫০১
"	"	"	৪	৫০১
"	"	"	৫	৫০১
"	"	"	৬	৫০২
"	"	"	৭	৫০২
"	"	"	৮	৫০১
"	"	"	৯	৫৫৫
"	"	৪	১	৫০৬

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮২৩	৬	৪	২	৫০৬
”	”	৫	১	৫০৩
”	”	”	২	৫০৩
”	”	”	৪	৫০৩
”	”	৬		৫০৪
”	”	৭		৫০৬
”	”	৮		৫০৬
”	৭	২	১	২৭
”	”	”	২	১২
”	”	৩		১২
”	”	৪		১৩
”	”	৫		১৩
”	”	৬		১৩
”	”	৭		১৪
”	”	৮		১৩
১৮২৪	১	৯	১	৩২৫
”	”	”	৩	৩২৬
”	”	”	৪	৩২৬
”	”	”	৫	৩২৬
”	”	”	৬	৩২৬
”	”	”	৭	৩২৬
”	”	”	৮	৩২৬
”	”	”	৯	৩২৬
”	”	”	১০	৩২৭
”	”	”	১১	৩২৭
”	”	”	১২	৩২৭
”	”	”	১৩	৩২৭
”	”	১০	৩	৩২৮
”	”	”	৪	৩২৮
”	”	১২		৩২৮
”	৪	২		৫৩৭
”	”	৩		৫৩৭
”	”	৪		৫৩৭
”	”	৫		৫৩৭
”	”	৬		৫৩৭
”	”	৭		৫৩৮
”	১৩	২	১	৩০
”	”	”	২	৩০
”	”	৩	২	৩২৮
”	”	”	”	৩৩৪
”	”	”	৩	৩২৮
”	”	”	”	৩৩৪
”	”	৪	২	৪০৫
”	”	”	৩	৪০৬
”	”	”	৪	৪০১
”	”	৫		২৮৪
”	১৪	৪		৪৮৬
”	”	৬		৪৮৬
”	”	৭		৪৮৭
”	”	৮		৪৮৭
”	”	৯		৪৭৭

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮২৪	১৪	১০		৫৯০
১৮২৫	১	২		২২৮
”	২	২	১	৬৭৪
”	”	”	২	৬৭৫
”	”	”	৩	৬৭৫
”	”	”	৪	৬৭৫
”	”	৩		৬৭৩
”	”	”		৭৮০
”	”	৪	২	৭৭১
”	”	৫		৪১৪
”	৭	২	১	৬৮৯
”	”	”	২	৬৮৯
”	”	”	৩	৬৯০
”	”	৩	১	৬৯০
”	”	”	২	৬৯০
”	”	”	৩	৬৯১
”	”	”		৭১১
”	”	৪	১	৭১১
”	”	৫		৭১২
”	”	৬		৭০৪
”	”	৭		৭০৯
”	”	৮	১	৭০৩
”	”	”	৪	৭০৫
”	”	”	৫	৭০৬
”	”	”	১	৭১২
”	”	”	২	৭১২
”	”	৬		৭১৫
”	”	৭		৬৮১
”	১৪	২	১	২১
”	”	”	২	২১
”	”	”	৩	২১
১৮৩০	৫	৪		২২
”	”	৫	১	৪৪০
”	”	”	২	৪২০
”	৬	২		৭
”	”	৩		৭
”	”	৫		৮৪
১৮৩১	৫	৩		৮৫
”	”	৫	১	৮৫
”	”	”	২	৬৯
”	”	”	৩	৬৯
”	”	”	৫	৬৯
”	”	৬	১	৯
”	”	৬	২	৮
”	”	”	৩	১২৪
”	”	”	৪	৮০২
”	”	৭		১২৪
”	”	”		১২৪
”	”	৮	২	১০০
”	”	”	৩	১০১
”	”	৯	২	১০০

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮২৭	৩	৬		১০৩
”	৫	২		৫১১
”	”	৩		৯২৭
”	”	”		৫১১
”	”	৪		২২৭
”	”	”		৫১২
১৮২৮	৩	৫		৪২০
”	৫	২		৩৮২
১৮২৯	৩	২		৭৩৯
”	”	৩		৭৪০
”	”	৬		২১
”	৭	৩	১	৭৪০
”	১০	৩	১	১৬৪
”	”	”	২	১৬৪
”	”	”	৩	১৬৪
”	”	১৩	১	১৬৫
”	”	১৭		১৮২
”	”	১৮	১	১৩৬
”	”	”	২	১৩৬
”	B তফসীল		২	৩০০
”	”	”	৮	২০৭
”	”	”	”	২১২
”	”	”	১০	৩০৪
”	”	”	”	৩০৫
”	”	”	১১	২৫৯
”	১৩	৪	২	১৫৩
”	”	”	৩	১৫৩
”	”	৫		৩৭২
”	১৪	২	১	৪১৫
”	”	”	২	৪১৫
”	”	”	৩	৪১৫
”	৫	৪		৫০৭
”	”	৫	১	৫০৭
”	”	”	২	৫০৭
”	৬	২		৭২৭
”	”	৩		৭২৭
”	”	৫		৭২৮
১৮৩১	৫	৩		৩৭
”	”	৫	১	৭১
”	”	”	২	৭১
”	”	”	৩	৭১
”	”	”	৫	৪০৬
”	”	”	৬	৩১১
”	”	৬	২	৩২৪
”	”	”	৩	৩২৪
”	”	”	৪	৩২৫
”	”	৭		৮৩
”	”	”		৩১৩
”	”	৮	২	৩১৫
”	”	”	৩	৩১৯
”	”	৯	২	৩১৯

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮৩১	৫	৯	২	৩২১
”	”	”	”	৩২৩
”	”	”	”	৩২৮
”	”	”	৩	১৮৩
”	”	”	”	৬৩৪
”	”	১০		৩৩৯
”	”	১২	১	৩৮
”	”	”	২	৩৮
”	”	১৩		২৯
”	”	১৪	২	৩০
”	”	১৫	২	৭৫
”	”	”	”	৩৩০
”	”	”	৩	৩৩০
”	”	”	৪	৩৩১
”	”	১৬	২	৬৪২
”	”	”	৩	৬৩৮
”	”	১৭	১	২৭
”	”	”	২	২৭
”	”	”	৩	২৭
”	”	”	৪	২৭
”	”	১৮	১	৭৬
”	”	”	২	৩৩৫
”	”	”	৩	১৩৩
”	”	”	”	৩৩৫
”	”	”	৪	৩৩৫
”	”	”	”	৬৪৩
”	”	”	৬	৩৪৩
”	”	১৯	১	৬২৫
”	”	”	”	৬৭৬
”	”	”	২	৬৭৬
”	”	২০		৩৩৬
”	”	২১		৩৩৬
”	”	”		৬৪৪
”	”	২২		৩৩৭
”	”	”		৭২১
”	”	”		৭৭০
”	”	২৩		৩৩৮
”	”	২৪		৭৬
”	”	২৫	২	১১১
”	”	২৬	১	৪২
”	”	”	২	৪২
”	”	”	৩	৪২
”	”	”	৪	৪৩
”	”	”	৫	২৯
”	”	২৭	৩	৭৮
”	”	২৮	১	৬৩২
”	”	”	২	৬৩১
”	”	”	”	৭৭০
”	”	”	৩	৬৫৩
”	”	”	”	৭৫০
”	৬	৭	১	৭৪৩
১৮৩১	৬	৭	২	৭৪৩
”	৮	২		৪৭৩
”	”	৩		৪৭৩
”	”	৪		৪৭৩
”	”	৫		৪৭৪
”	”	৬		৪৯১
”	”	৭		৪৯১
”	”	৮	১	৪৭৭
”	”	”	২	৪৭৭
”	”	১০		৪৭৫
”	”	১১		৭৩
”	”	”		৪৭৯
”	”	১২		৪৬৩
”	”	১৩		৪৮৭
”	”	১৪		৪৯৩
”	”	১৫		৪৯৩
”	”	১৬		৪৯৪
”	”	১৭		৪৯৪
”	”	১৮		৪৭৬
”	”	২০		৪৮৮
”	”	২১		৪৭৬
”	”	”	১	৭৪১
”	”	”	২	৬৩৯
”	”	”	”	৭৪৪
”	”	”	৩	৭৪৪
”	”	”	৪	৭৪৬
”	”	”	৫	৬৫৯
”	”	”	৬	৭৪৮
”	”	”	৭	২৯১
”	”	”	”	৬৫৯
”	”	৮		৬৫৭
”	”	”		৮০৬
”	”	৯		৭৪৩
১৮৩১	১	২		৯
”	৬	২		২৮৭
”	”	৩	১	২৮৭
”	”	”	২	২৮৭
”	”	”	৩	২৮৭
”	”	”	৪	২৮৭
”	”	”	৫	২৮৭
”	৭	১	১	৬৫৩
”	”	”	৩	৬৩৬
”	”	”	৪	৬৩৮
”	”	৩		১৮৭
”	”	”		২৪৫
”	”	”		৬৩৪
”	”	৪		৫২৮
”	”	৫	১	১১৪
”	”	”	”	৩২২
১৮৩২	৭	৫	২	১১২
”	”	”	৩	১১৩
”	”	”	৪	১১৩
”	”	”	৫	১১২
”	”	”	”	৩৩৫
”	”	৬	২	৩২৮
”	”	৭		৭২১
”	”	৮		৭২৬
”	”	৯		৫৯১
”	”	”		৫৯১
”	”	১০		৭৯
”	”	”		৪৯১
”	”	১৩		৪২৫
”	”	১৫		৭৪২
”	”	১৬	১	৫১৮
”	”	১৭		২৮
”	”	”		৩০
”	৮	২		৭
”	”	৩		৭
১৮৩৩	৫	২		৭
”	”	৩		৮
”	৮	২	১	১২
”	”	”	২	১২
”	৯	৫		৪৪০
”	”	৬		৪৪০
”	”	৭		৪৪০
”	”	৮		৪৪০
”	”	৯		৪৪০
”	”	১৫		৪৭৫
”	১৩	২		৮
”	”	৭		৮

আকট।

১৮৩৫	৮	১		৪৮৯
”	”	২		৪৮৯
”	১০			৫
১৮৩৬	৫			৬৮১
”	৮	১		২৭
”	”	২		২৭
”	১০	২		৫০৫
”	”	৩		৫০২
”	”	৪		৫০২
”	”	৫		৫০৪
”	১১	১		৫৬
”	”	২		৫৬
”	”	”		৭৬
”	”	”		৭৩৯
”	২১			৯
১৮৩৭	৩	১		৮৯
”	”	”		৬৩২
”	”	২		৮৫

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮৩৭	৩	২		৬৩১
„	১৯			২৫৭
„	২৫	১		৭৭
„	„	৩		৪১৫
„	„	৪		৬৫৪
„	„	„		৬৭৬
„	„	„		৭৫১
„	„	৫		৬৩১
„	„	„		৩৩৬
„	„	„		৬৩০
„	„	৬		৬৩০
„	„	৭		৩৩৬
„	„	„		৬৩০
„	„	৮		৭৭
„	„	৯		৬৩৬
„	„	১১		১১২
„	„	১২		১১০
„	২৯	১		১২১
„	„	২		১২১
১৮৩৮	৭			৬৩৯
„	১১	১		৬২৫
„	„	২		৬২৫
„	২৭	১		৭৬
„	„	২		৭৬
„	২৯	২৬		৩৯৩
„	„	২৭		৩৮৮
„	„	২৯		৩৯১
„	„	৩০		৩৯২
„	„	৩২		৩৯২
„	৩০	১		৫৩৯
„	„	২		৫৩৯
„	„	৩		৫৩৯
„	„	৪		৫৩৯
„	„	৫		৫৩৯
„	„	৬		৫৩৯
১৮৩৯	১	তফসীল		৪৫৮
„	„	১		৩৯
„	„	„		৪৫৭
„	„	২		৪৫৮
„	„	৩		৪৫৮
„	৩	৩		৭২
„	৯	১		৩৯৮
„	„	২		৪০৭
„	১১			৭৯৮
„	২৬	২		১৭
„	„	৩		১৭
„	„	৪		১৮
„	„	৫		১৮
„	„	৬		১৮
„	„	৭		১৮
„	„	৮		১৮

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮৩৯	২৬	৯		১৮
„	„	১০		১৯
„	„	১১		১৯
„	„	১২		১৯
„	„	১৩		১৯
„	„	১৪		১৯
„	„	১৫		২০
„	„	১৬		২০
„	„	১৭		২০
„	„	১৮		২০
„	„	১৯		২০
„	„	২০		২০
„	১৭			৭৩৮
„	„	১		৭৩৮
„	৩২			৫৪৯
১৮৪০	৪			৮২৩
„	„	১		৮২৩
„	„	২		৮২৩
„	„	৩		৮২৪
„	„	৪		৮২৪
„	„	৫		৮২৫
„	„	৬		৮২৫
„	„	৭		৮২৫
„	„	৮		৮২৫
„	„	৯		৩৫৩
„	„	১০		৮২৫
„	„	১১		৮২৬
„	„	১২		৮২৬
„	„	১৩		২৬৩
„	„	১৪		২৬৩
„	„	১৫		২৬৩
„	„	১৬		৮০০
„	„	১৭		৪০১
„	„	১৮		৪১২
„	„	১৯		২২৯
„	„	২০		২২৯
„	„	২১		২৩০
„	„	২২		২৩০
„	„	২৩		২৩০
„	„	২৪		২৩০
„	„	২৫		২৩০
„	২৯	১		২৬৬
„	„	২		২৬৬
„	„	৩		২৬৬
„	„	৪		২৬৭
„	„	৫		২৬৭
„	„	৬		২৬৭
„	৩০	১		২৬৮
„	„	২		২৬৮
„	„	৩		৩৮০

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮৪১	৩০	১		৩৪১
”	”	৩		২৮৮
”	”	”		৩২৬
”	”	”		৩৪১
”	৩১	১		৩৪৩
”	”	২		৩৪৩
”	”	৩		৩৪৩
”	”	৪		৩৪৪
”	”	৫		৩৪৪
১৮৪২	৭	১		৮০৫
”	১৬			৪৭১
১৮৪৩	১	১		৫৩৪
”	২	১		৭৪৭
”	”	”		৭৮৪
”	”	২		৭৪৮
”	৩	১		৭৭১
”	”	২		৭৭১
”	”	৩		৭৭১
”	”	৪		৭৭১
”	”	৫		৭৭১
”	”	৬		৭৭৩
”	”	৭		৭৭৩
”	”	৮		৭৭৩
”	”	৯		৭৭৩
”	”	১০		৭৭৩
”	৫	১		৬১৯
”	”	২		৬১৯
”	”	৩		৬১৯
”	”	৪		৬১৯
”	৬	১		৩৩৫
”	”	২		৬৫৪
”	”	৩		৩১৮
”	”	”		৩২৬
”	”	”		৩৩৪
”	”	৪		৩১৮
”	”	”		৩২২
”	”	”		৩২৬
”	”	”		৩৩৪
”	”	৫		৩৩৭
”	”	”		৭১১
”	”	৬		৭১
”	”	৭		৭১
”	”	৮		৭১
”	”	৯		৭১
”	১২	১		১৯১
”	”	”		১৯০
”	”	”		৬৭
”	”	৩		১১
”	”	”		৩২৬
”	১৯	১		৫৩৫
”	”	২		৫৩৫

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮৪৩	১৯	৩		৫৩৫
”	২২			৬৫
১৮৪৪	২			৭৯৮
”	”	১		৭৯৮
”	”	২		৭৯৮
”	”	১		৭৫
”	”	২		৭৫
”	”	”		৮৪
”	”	৩		৭৫
”	”	৪		৮১৫
”	”	৫		৩৩২
১৮৪৫	১	১		৮০৯
”	”	২		৮০৯
”	”	৩		৮০৯
”	”	৪		৮১১
”	”	৫		৮১১
”	”	৬		৮১১
”	”	৭		৮১১
”	”	৮		৮১২
”	”	৯		৮১৩
”	”	১০		৮১৩
”	”	১১		৮১৩
”	”	১৩		৮১৪
”	”	১৪		৮১৪
”	”	১৫		৮১৪
”	”	১৬		৮১৪
”	”	১৭		৮১৫
”	”	১৮		৮১৫
”	”	১৯		৮১৫
”	”	২০		৮১৫
”	”	২১		৮১৬
”	”	২২		৮১৬
”	”	২৩		৮১৭
”	”	২৪		৮১৭
”	”	২৫		৮১৭
”	”	২৬		৮১৭
”	”	২৭		৮১৮
”	”	২৮		৮১৮
”	”	২৯		৮১৯
”	”	৩০		৮১৯
”	”	৩১		৮১৯
”	”	৩২		৮১৯
”	”	৩৩		৮১৯
”	৩			৬৫৩
”	৪	১		৫৩০
”	”	২		৫৩০
”	”	৩		৫৩১
”	”	৪		১২৪
”	”	৫		১২৪

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮৪৫	১৪	১		১১৩
”	”	২		১১৩
”	১৫	১		৩৭৫
”	”	৩		৩৭৬
”	”	৪		৩৭৬
”	”	৫		৩৭৬
”	”	৬		৮১৪
”	”	৭		৮২৫
”	১৬	১		৬৫০
”	”	২		৬৫১
”	”	৩		৬৫১
”	১৭	১		৩২১
”	”	২		৩২১
”	”	৩		৩২১
”	২৭	১		৮২৬
”	”	২		৮২৬
১৮৪৬	১	৪		১৩০
”	”	৫		১৩১
”	”	৭		১৪৫
”	”	৮		১৪৫
”	”	৯		১৪৪
”	”	১০	১	১৩৮
”	”	১১	১	১৫৩
”	”	১২	১	১৫৪
”	৪	১		৬২৪
”	”	২		৬২৪
”	”	৩		৬২৪
”	”	৪		৬২৫
”	”	৫		৬২৫
”	”	৬		৬২৫
”	”	৭		৬২৫
”	”	৮		৬২৬
”	”	৯		৬২৬
”	”	১০		৬২৬
”	”	১১		৬২৭
”	”	১২		৬২৭
”	”	১৩		৬২৭
”	১০	১		৪৫৫
”	”	২		৪৫৫
”	”	৩		৪৫৬
১৮৪৭	১	৬		৮২৬
”	১২			৩১
”	১৪			২১৭
”	১৭			২৫৩
”	১৮	১		৫৩৫
”	”	২		৫৩৬
১৮৪৮	১	১		২৮২
”	”	২		২৮৩
”	”	৩		২৭৪
”	”	৪		২৭৪
”	”	৫		২৭৪

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮৪৮	১	৫		২৮৩
,,	৮			৪৫২
,,	,,			৪৬৭
,,	১৩	১		৪৩৭
,,	,,	২		৪৩৭
,,	,,	৩		৪৩৭
,,	১৫	১		৩৪৪
,,	,,	২		৩৪৪
,,	,,	৩		৩৪৪
,,	,,	৪		৩৪৪
,,	১০	১		৪৩১
,,	,,	২		৪৩১
,,	,,	৩		৪৩২
,,	,,	৪		৪৩২
,,	,,	৫		৪৩২

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮৪৮	২০	৬		৪৩২
,,	,,	৭		৪৩২
,,	২১	১		৬১৩
,,	,,	২		৬১৩
১৮৪৯	২	১		২৮০
,,	,,	২		২৮০
,,	৬	১		৬৮৫
,,	,,	২		৩৭৯
,,	,,	,,		৬৮৬
,,	,,	৩		৩৭৯
,,	,,	,,		৬৮৬
,,	,,	৪		৩৭৯
,,	,,	,,		৬৮৬
তৃতীয় জর্জ রাজার তৃতীয় বৎসরের ১৫৫ অ। ১১৩ ধা।				৭৬৩

	পৃষ্ঠা।
বিকটোরিয়া মহারাণীর ৩০ অ। ১ ধা।	৭৯১
ঐ ঐ ঐ ২ ধা।	৭৯২
শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিলের বিধান। ...	৭৮৯
ঐ ঐ ১ দফা। ...	৭৯০
ঐ ঐ ২ দফা। ...	৭৯০*
ঐ ঐ ৩ দফা। ...	৭৯০
ঐ ঐ ৪ দফা। ...	৭৯০
ঐ ঐ ৫ দফা। ...	৭৯১
ঐ ঐ ৬ দফা ...	৭৯১
বিজ্ঞাপন ১৮৪৫ সা। ২৯ নবেম্বর।	৯
অতিরিক্ত ঐ ১৮৪৬ সা। ২৮ ফেব্রুআরি।... ...	১০

আইনের অর্থের ফিরিস্তি।

নম্বর।	পৃষ্ঠা।	নম্বর।	পৃষ্ঠা।	নম্বর।	পৃষ্ঠা।	নম্বর।	পৃষ্ঠা।	নম্বর।	পৃষ্ঠা।	নম্বর।	পৃষ্ঠা।	নম্বর।	পৃষ্ঠা।
২	২৪৩	১০৬	৬৬৫	১২৮	৬৬১	৩০৮	৭৩১	৩৮০	৪৮৭	৪৫৫	৪১৩	৫২০	৫৬
৩	৭১৫	১১০	১৪৮	২০৮	৩০৫	„	৭৩৪	৩৮১	৪২৯	৪৫৬	৪২৫	৫২২	৯৭
৪	৬৮৪	„	২৬০	২০৯	১৪৭	৩০৯	৭৩৩	৩৮৫	৫০৩	৪৬১	৫১৭	„	৬৩৫
৬	১৬৭	„	২৬১	„	৩০৬	৩১০	৫৭৮	৩৮৬	২১১	৪৬২	৪৪৪	৫২৩	৫১৭
„	২৫৮	„	৪০৫	২১৬	৬৭১	৩১১	২৫৮	৩৮৮	৩৮৭	৪৬৫	২৬১	৫২৪	৭২৭
৯	৪১১	„	৪৮০	২২৬	৫৩১	৩১৩	৫১৬	৩৯৩	৫৭৪	৪৬৭	৪৬৩	৫২৬	৭৪৩
১০	৭০৬	„	৭৩৩	২৩০	৬৭	৩১৬	২০৫	৩৯৪	৫০১	৪৬৯	৮২০	৫২৭	৪১৮
১১	৪১১	১১৩	৪৯৬	২৩১	৬১৪	„	৪৫৩	৩৯৫	৩৪৯	৪৭১	৩৯০	৫৩১	৫২০
১২	৪১১	১১৫	৫১০	২৩৩	২৭১	৩১৮	৬৫	৩৯৭	৫৯৫	৪৭২	৩৫২	৫৩৭	৭১৩
১৪	১১৬	১১৯	৫১৯	২৩৭	৪৬৭	৩১৯	৭৩১	৩৯৮	৫৭৮	৪৭৬	৩৮৬	৫৩৬	৬৬২
১৮	১৩৮	১২৫	৪৬৫	২৩৭	১০১	৩২০	৪১৭	৪০৭	২১	৪৭৭	৬১৮	৫৩৮	৭৪৭
২১	৭২৪	১২৮	৪৯৭	২৪৬	৭৭৬	৩২৫	১৬৭	„	৩৫৬	৪৭৮	২০৪	৫৪০	৪৭১
„	৭২৮	„	৬৮৪	২৪৮	৭৭৪	৩২৬	৫২০	৪০৮	৩৫৬	৪৭৯	৮০৮	৫৪১	৫৮৩
২৩	৪৫৩	১৩০	৪৮৯	২৪৯	১৮৯	৩২৭	৪৬৪	৪০৯	২১২	৪৮১	৭৪	৫৪৩	১০৪
২৪	৭৩১	„	৬৮৭	২৫০	৪৭৭	৩২৮	৭৩৫	৪১০	৩৭১	৪৮২	৪৯৮	৫৫১	৬০৪
২৭	৪৪৭	১৩৫	৫২৮	২৫৩	৩৫২	৩২৯	৫১৬	„	৫৮০	৪৮৩	৩৯১	৫৫৩	৭২৫
৩০	৪৮১	„	৫২৯	২৫৫	৪৬৭	৩৩০	৩৬৭	৪১২	১৪৯	„	৩৯২	৫৫৪	৬৯৫
৩১	৪৪৭	১৩৬	৭১৫	২৫৭	৪৬৯	৩৩২	৭৪	৪১৩	৩০০	৪৮৭	২৬১	৫৫৫	১৮৬
৩৪	৪১১	১৩৯	২৭৭	২৬১	৪০৭	৩৩৩	৩৭২	„	৬৩৭	„	২৬২	৫৫৬	১৮৭
৩৫	৪৮০	১৪২	৫১১	২৬৩	৫৭১	৩৩৪	১০২	৪১৫	৩৪১	„	৫৪৯	„	৬৩৩
৪১	৪৮০	১৪৫	১৮৯	২৬৪	৩৭৯	৩৩৫	৫৭৯	৪১৬	১৫০	৪৯০	৬৭৫	৫৬৩	৭৫৯
৪২	৪২৬	১৪৬	১৮৯	২৬৫	৪৮৭	৩৩৭	৪৪৭	„	৩১৪	৪৯১	৫২৩	৫৬৪	৫০১
৪৪	৭২৯	১৪৮	৫৭	২৬৬	২৪৮	৩৩৮	৪২৩	৪১৭	১৪২	৪৯৫	৭১৫	৫৬৫	২০৭
৪৮	৬৭৭	১৫৬	১৪৬	২৭০	২৬২	৩৩৯	৫৬৬	„	১৫০	৪৯৬	৬৮৪	„	৫০১
৫৩	১০৭	১৫৯	২৬১	২৭২	৬৬৪	৩৪১	১৭২	৪১৮	১৪৭	৪৯৭	৭৪২	„	৫০৪
৫৪	৯৯	১৭২	২৬১	২৭৫	১৬৭	„	১৮১	„	৩০৬	৪৯৮	৬৯	৫৬৬	৫
৫৭	৪১১	„	২৬২	২৭৭	৫৬১	„	৬১৮	৪২১	৪৬২	৪৯৯	৪২২	৫৬৭	৭৩৭
৬০	৭৩১	১৭৬	১০৩	২৭৮	৪৮০	৩৪৩	৬৭	৪২৪	৩৩১	„	৭৭৫	৫৬৯	৭৩৪
৬৪	৪০	১৭৭	৬৩৭	২৮১	১০৬	৩৪৬	৪১৭	৪২৬	৭২৫	৫০২	৪৭১	৫৭২	২৮১
৬৭	৪৬৯	১৮২	১৮৯	„	৩৬৭	৩৪৮	৪৬২	৪২৭	৪২২	৫০৩	৪৫৪	৫৭৪	৪৮৭
৭৩	৫৯	„	২৫৯	২৮৪	৬৬০	৩৪৯	৫১০	৪২৮	৫৩৩	„	৪৬৪	৫৭৫	৭২৮
৭৫	১১৬	১৮৩	১৮৫	২৮৫	২৭৫	৩৫১	৬৪	৪৩৬	১১৬	৫০৪	২৭৪	৫৭৬	২০৯
৭৭	৭১৭	,	১৮৯	২৮৬	৩৪৮	৩৫৯	৫৫৫	৪৩৮	৫২৯	৫০৯	১০৭	„	৪১৯
৮০	৫৭১	১৮৬	৪০৩	২৮৯	১৮৯	৩৬৬	৫৩৭	৪৪০	৬৬	„	৬৯০	„	৪২০
৮৬	৭৩২	১৮৭	১৮৯	২৯২	২৫৮	৩৬৭	৬৫	„	৫২০	৫১২	১৪৯	৫৭৭	২০৭
৯০	৬৬১	১৯০	২২৩	„	২৭৮	৩৭০	৫৭৪	৪৫০	৪২১	„	২১৮	„	২০৯
৯৫	৭৩২	১৯৬	১৯৮	২৯৩	৬৮৪	৩৭২	৭৩১	„	৪২৩	৫১৫	৫০৫	৫৮০	৫১৮
১০১	১৪০	„	২০১	২৯৭	৪৮৬	৩৭৫	২১৯	৪৫১	৩৪২	৫১৬	৩৪২	৫৮৩	১৮৫
১০৩	৭৪	„	৩১৩	৩০২	৭৩৪	„	২৪৫	৪৫২	৭৪	৫১৮	১০২	৫৮৪	৪২৮
১০৫	৫৭১	১৯৮	২৪৩	৩০৬	৯৬	৩৭৭	৮৫	৪৫৪	২৮১	৫১৯	৪৭৭	৫৮৮	২২৩

নম্বর।	পৃষ্ঠা।	নম্বর।	পৃষ্ঠা।	নম্বর।	পৃষ্ঠা।	নম্বর।	পৃষ্ঠা।	নম্বর।	পৃষ্ঠা।	নম্বর।	পৃষ্ঠা।	নম্বর।	পৃষ্ঠা।
৫৮৮	২২৪	৬৮৩	৭৮১	৭৫২	২২৭	৮২৪	৪৭৫	৮২৯	৭১২	৮৮৫	২২০	২৬১	১৮৯	১০৩২	৭৯৭
৫৮৯	৪১৭	৬৮৭	২০৭	„	৭৩০	৮৩০	৫৬১	৮৮৮	২২০	„	৭৫৮	১০৩৩	২৪১
৫৯১	৭৪২	৬৮৮	৬৩২	৭৫৬	৭৮১	৮৩২	৩৮	৮৯০	৬৮৫	„	৭৭৮	১০৩৫	১৯৩
৫৯২	১৬৭	„	৭৪৪	৭৫৭	২৫৭	৮৩৩	৮৪	৮৯৩	২১০	২৬১	৬৮৫	„	২৬৪
৫৯৩	১৩৩	৬৮৯	৩৪৩	৭৬১	২৮৪	৮৩৪	১৮৮	৮৯৫	৪৪১	২৬৩	২২১	১০৩৬	১৯৭
৫৯৬	৫৭৭	„	৮২৭	৭৬১	১১৩	„	৬৩৪	৮৯৬	৩১৪	২৬৪	৭৩৪	১০৩৭	৬৭০
৫৯৯	৪৭৪	৬৯০	৫৫০	৭৬৪	১৮৯	৮৩৬	১৮১	৮৯৭	৫২০	২৬৫	২০৪	১০৩৮	১৫
৬০২	১৩৩	৬৯১	১০৩	৭৬৫	২৪১	৮৩৭	৪৭৪	৮৯৮	৫৭৩	২৬৬	৩১৭	১০৩৯	২১৭
৬০৩	৪২১	৬৯২	৮০	৭৬৭	১৮৭	৮৩৮	২৮১	৯০১	১৬৩	২৬৮	২৮৫	„	৬২
৬০৯	৩৫৩	৬৯৩	৩৫৬	৭৬৮	১৮৭	৮৩৯	৭৪৫	৯০২	৬৮৫	২৬৯	৬০	১০৪০	৫৯৩
৬১১	২৭৪	৬৯৫	৫১৮	৭৭৩	১৭৫	৮৪১	৬৭৩	৯০৪	৪০৭	২৭০	১৬৭	১০৪১	১১৭
„	৫২৮	৬৯৬	৭২	„	১৮৪	„	৭৮৩	৯০৮	৪৩	„	২৮৫	„	১২১
৬১৩	৬২৭	„	৩১৩	৭৭৫	৩১৮	৮৪৪	৭০৭	২৯১	২৯৪	২৭৪	৫৬৬	১০৪৬	২১৫
৬১৫	৪৭৪	৬৯৯	৮০৫	৭৭৬	৪১৪	৮৪৯	২৯১	২১২	৫৭৮	২৭৬	৬৫২	১০৪৭	২০৭
৬২১	৪০৫	৭০১	৩১৮	৭৭৭	৪০৪	„	৬৬০	২১৫	৫৯	২৭৭	১৮৮	„	৬১৮
৬২৪	৭২৪	„	৭২২	৭৭৯	৪২১	৮৫২	১৩৯	২১৬	২২৫	„	৩০৫	১০৪৮	৬৫১
৬২৭	২৭৫	৭০২	২০৯	৭৮০	২৪৩	৮৫৩	৩৭৩	২১৭	১৪৯	২৭৮	৬১৯	১০৫০	৭২১
„	৩৪১	৭০৪	২৮২	„	৭৫১	৮৫৪	১১৯	২১৮	৭৪	২৭৯	৬৩৬	১০৫১	৫৬
৬৩০	৫৭০	৭০৫	২১৬	৭৮১	৪০	৮৫৬	৬৮৪	„	৭২২	২৮০	২০০	১০৫২	১৪৭
৬৩৫	৯৭৭	৭০৬	১৮৫	৭৮৪	৪৯০	৮৬০	১৮৭	২১৯	৭৪	২৮১	৪১৮	১০৫৪	৭২১
৬৩৬	৭৩৭	„	২১১	„	৭৩৩	„	৪৮০	„	৪০০	২৮২	৭৮১	১০৫৫	৭৫০
৬৩৭	৫৮১	„	৩২৫	৭৮৬	৬৮৪	৮৬১	১১৪	২১৯	৪১১	„	৭৮৩	১০৫৬	৭১৯
৬৩৮	২৭১	„	৫৯০	৭৮৭	৬৮১	„	৭১১	২১৪	৫০০	২৮৩	৫৮৬	১০৫৭	৬৭৪
৬৪৪	৫৭১	৭০৭	১২১	৭৮৮	৬৮৫	৮৬২	১০৯	২১৫	৬৫	২৮৭	১৬৪	„	৭৮৪
৬৪৬	৬৬১	৭১০	১৮৩	৭৯০	৬৪০	„	৪৯২	„	২৮২	„	২১১	১০৫৮	১৮৯
৬৪৭	৭১৯	৭১৪	৭৪	৭৯৪	৭০৬	„	৪৯৮	২২৭	৫৮৪	„	৪১৩	„	৬৭৬
৬৪৮	৭০৬	„	৪৬০	৭৯৫	৫১৮	৮৬৩	১৬৩	২৩০	৪৭৯	২৮৯	৮২০	„	৭৮৩
৬৫১	৫৮৮	„	৪৭৮	৭৯৬	৬৪৪	„	৩১৫	২৩৮	৭৩৮	২৯০	১৫৫	১০৫৯	৪৭২
৬৫২	৫০৩	৭১৫	৫৫৫	৭৯৭	৫৯	„	৬৩৩	২৩৩	৬২০	২৯১	৬৫	„	৭০৯
৬৫৩	৩৮৭	৭১৬	২৮৯	৭৯৮	৩১৯	৮৬৪	৪৯৬	২৩৪	৫০৭	২৯৭	৬৩৫	১০৬১	২৮১
৬৫৪	৫৭৭	৭১৭	৫১০	„	৭২১	৮৬৬	৬১	২৩৫	৭১৯	২৯৮	১৬	১০৬২	৭৩৩
৬৫৬	২৭২	৭১৮	৮০৩	৮০০	৭৩৭	৮৬৭	৪৭৯	২৩৬	৩৪৭	২৯৯	৬৩	১০৬৩	৪০৭
৬৫৯	৬৬৬	৭১০	৫৭৯	৮০১	১৩৩	৮৬৮	৬৩৪	২৪২	২০০	„	৬৮৭	১০৬৬	৭৯৯
„	৭৯৭	৭২১	৬০	„	১৪৫	৮৬৯	২৭৭	২৪৩	৪৭১	১০০০	৭২৫	„	৮০০
৬৬৩	৫৭৮	„	৬৮৪	৮০৪	৭৪৩	৮৭০	১৮১	২৪৪	৬৫১	১০০১	৪৭৯	১০৬৭	৪১৮
„	৫৭৯	৭১৩	৬১৭	৮০৫	৬১৬	„	৩২০	„	৭৪৫	„	৪৯৩	১০৬৯	৪০
৬৬৫	২২৫	৭১৬	২৫৭	„	৭৫০	„	৬৬৭	২৪৫	৪০৯	„	৪৯৪	১০৭০	৩৬১
৬৬৬	৫৮১	৭৩২	৫৭১	৮০৬	৬১৯	৮৭১	৫৯	২৪৬	৪৭৪	১০০৪	৭২৬	১০৭৩	৬৬৭
৬৬৮	৯১	৭৩৮	৪৮৯	৮০৭	১০০	৮৭২	২০৭	২৪৭	৩৩৭	১০০৬	৮১৬	১০৭৫	৪১৬
„	১১৪	৭৩৯	৬০	৮০৮	১০৮	„	২১৫	„	৭১৬	১০০৭	৫৯১	১০৭৬	৪১৩
৬৬৯	৪১৭	৭৪০	৪০৫	৮১১	৭৫	„	৩৩১	২৪৮	৫৮১	১০০৮	৫৮৭	১০৭৭	৬৬১
৬৭২	৫৬৬	৭৪১	৩৪২	„	২১১	„	৬২৮	২৪৯	৪০৪	১০১০	৭০৮	„	৮
৬৭৫	৬৪০	৭৪২	৬৪০	৮১১	৫৩০	৮৭৩	৫০৬	২৫০	১৫৫	১০১৪	১০৭	১০৭৮	১০
„	৬৪১	„	৬৫৯	৮১৩	১২৮	৮৭৪	২১১	২৫১	৪৯৪	১০১৭	৬১৭	„	১৫৭
„	৭৪৪	„	৭৪৫	৮১৫	২৮৫	৮৭৬	৩৮০	২৫৩	৫১	১০২১	৭২৫	„	১৬৩
„	৭৫৭	৭৪৩	৫৩৭	৮২০	২৮২	৮৭৭	৭০৭	২৫৬	৭৫	১০২৩	৬৪৩	১০৮০	১৬
৬৭৬	৬৪৩	৭৪৪	৭০৩	৮২১	৪০০	৮৭৮	৬৪০	২৫৭	২১০	১০২৪	৬৬৫	১০৮১	১৩৬
৬৭৯	৪৮৪	৭৪৫	১০৭	„	৪০৫	„	৬৪১	„	৫৬৮	১০২৫	৪১৩	১০৮৩	১৩২
৬৭৯	১৮৩	„	২২৬	৮২৪	১০৭	৮৭৯	৪৭৭	২৫৮	৬৯২	১০২৭	৭০৮	১০৮৪	১১০
৬৮২	৫৮১	৭৫২	২২৭	৮২৭	৬৮৬	৮৮৪	৪৭৫	২৬০	১৫০	১০২৮	৪৯১	১০৮৫	৫৮

নম্বর।	পৃষ্ঠা।	নম্বর।	পৃষ্ঠা।	নম্বর।	পৃষ্ঠা।	নম্বর।	পৃষ্ঠা।	নম্বর।	পৃষ্ঠা।	নম্বর।	পৃষ্ঠা।	নম্বর।	পৃষ্ঠা।
১০৮৬	২৭২	১১১৮	৩৩৬	১১৫৩	৩৫২	১১১৪	২৪১	১১৬৮	১৫০	১৩০৮	৩১৬	১৩৪১	৬৮৮
„	৭৩৩	১১২০	১৩৭	১১৫৫	৩০৯	১১১৬	২৪১	১১৬৯	৬৭১	১৩০৯	৪০৪	১৩৪২	৩৫১
১০৮৭	১৭০	১১২১	১৭২	১১৫৮	৬৬	১১১৭	৪১৩	১২৭০	৫৫৯	১৩১০	৫০৩	১৩৪৩	২১৯
১০৮৮	১৯০	১১২৩	৬৭৪	১১৫৯	৬৩২	১১১৮	৫৩১	১২৭১	২৬৩	১৩১১	৬৭	১৩৪৬	৩১৯
„	১৫৯	১১২৬	২৬১	১১৬০	১১০	১১১৯	৭১২	১২৭২	২১০	„	৬০৫	„	৩৩২
১০৯০	৭১৮	১১২৭	৬৩৮	১১৬৫	৪৮৯	১১২১	১৮২	১২৭৬	৭১৫	১৩১২	৮২৬	১৩৪৭	৮২৬
১০৯১	৫৮	„	৭৫৩	১১৬৬	৬৮৪	১১২৩	৭২৩	১২৭৭	৩৩২	১৩১৩	৪০৩	১৩৪৮	৭১৫
১০৯২	৫০৪	১১২৮	৪৪১	১১৭২	১৮৫	১১২৫	২৮১	১২৭৮	১৮৫	১৩১৪	৪০৮	১৩৪৯	৮১৭
১০৯৩	১৮৫	১১২৯	৬৭	১১৭৫	৩৭৯	১১২৬	৩১৪	„	৭১২	১৩১৫	৬৪৮	১৩৫০	৬৯৩
„	৩৬৪	„	৬৮১	„	৬৮৪	১১২৭	৬৯৩	১২৭৯	১৬৯	১৩১৬	৬০১	১৩৫১	৪৪৯
১০৯৪	৪৯৪	„	৭১৩	১১৭৯	৫৭২	১১২৯	৩৯৯	১২৮২	৬৫৪	১৩১৭	২৪৭	১৩৫৫	২২২
১০৯৫	৫৫৫	১১৩০	৫০৭	১১৮১	৪৯০	১২৩০	৫২৯	১২৮৩	৫১০	১৩১৮	৩৪৬	„	৪১৫
১০৯৬	২৮৬	„	৭৫০	১১৮২	৫৪৮	১২৩৫	৩৩২	১২৮৪	৭১৬	১৩২০	৭৪	১৩৫৬	৩৯৯
„	৬৪৭	১১৩২	১৮৫	১১৮৫	৩৪৬	১২৩৬	৬৮২	১২৮৫	৩৯৯	„	৭৬	১৩৫৭	৫০৪
„	৭৮৫	„	৪০৮	১১৮৬	৬৮৮	১২৩৮	১০২	১২৮৬	৫৮৩	„	৩৪৬	১৩৫৮	২১০
১০৯৭	৭৯৩	১১৩৩	৬৯৩	১১৯০	২১২	১২৪৩	৫১৮	১২৮৯	১৯	১৩২১	৩২০	১৩৫৯	৫০০
১১০১	২০৯	„	৬৯৪	„	৬৩৪	১২৪৫	৪২১	১২৯১	৬৯	১৩২২	৩৪৬	„	৫০৫
১১০২	৭৮৫	১১৩৫	৩৯০	১১৯১	৬৪৫	১২৪৮	৬৮৫	১২৯২	৭৭	১৩২৩	৩২৭	„	৮২৭
১১০৫	১৩৯	„	৩৯৩	১১৯২	৪২৬	১২৪৯	৬৭১	„	৩৪৬	„	৬৩৭	১৩৬০	১৩৯
১১০৬	২৭৩	১১৩৮	৬৫২	১১৯৩	৩৩৫	১২৫০	৪১৪	১২৯৩	৩২৫	১৩২৭	৬৪৯	১৩৬২	৩৩৬
১১০৮	৭৩৩	১১৪০	৫৭০	১১৯৬	৭৩২	১২৫১	৫৮	১২৯৪	৬৭৬	১৩৩১	১৬৭	১৩৬৬	৮২৬
১১১০	৭১২	১১৪৩	১০৮	১১০০	১০৪	১২৫২	৪২৪	১২৯৭	১৪৮	১৩৩২	৩৪৬	১৩৬৮	২৪৯
১১১১	১৭৪	১১৪৭	১৮২	১২০১	৬৬	১২৫৪	৫৮১	„	৪০৪	১৩৩৩	৮২৭	„	৬৪৮
১১১২	৩৩০	১১৪৮	৬২২	১২০৫	৪২৮	১২৫৫	৪৬৩	১২৯৯	৬৮৮	১৩৩৪	৬৪৮	১৩৬৯	৪৪০
১১১৩	৩৯২	,	৭০৫	১২০৭	৪১৩	১২৫৮	৪০৫	১৩০০	৩২৫	১৩৩৫	৩৭৯	১৩৭১	৪৪২
১১১৪	৭২৫	১১৪৯	১৩৩	১২০৯	২৪৪	১২৫৯	৩১৩	১৩০১	২১১	১৩৩৬	৬৩১	১৩৭২	১৭৫
১১১৫	২৪২	১১৫১	১৭১	১২১০	১৩৪	১২৬১	৪১৮	১৩০৩	৪৯১	১৩৩৭	১৬০	„	১৮৪
১১১৬	১৮১	„	১৭২	১২১১	৩৮৭	১২৬৫	৩৪৩	১৩০৪	৭৩	১৩৩৯	৩২০	১৩৭৪	৩৯০
„	৩৭১	„	২১১	১২১২	৬৮৫	১২৬৬	৪৯০	১৩০৬	১৫০	১৩৪০	২০৮	১৩৭৫	৬৭৫
১১১৮	১৮৭												

সরক্যুলর অর্ডর ও বিধানপ্রভৃতির ফিরিস্তি।

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৭৯৬	২৭ আপ্রিল ...	২৮৯
„	„ „ ...	৬৬০
১৮০১	২০ আপ্রিল ...	২৪
„	„ „ ...	৭৬১
„	২৫ জুন ...	৭৬৫
১৮০২	২ সেপ্টেম্বর ...	৮৯
১৮০৩	৩১ মে ...	৫০
„	১১ অক্টোবর ...	২৫
১৮০৬	১৭ জানুআরি ..	১৪
১৮০৯	২৯ জুলাই ...	৬৪
„	৩১ অক্টোবর ..	১৪
১৮১১	৪ জানুআরি ...	১৩
„	২৫ জুলাই ...	৯৭
„	১৫ আগষ্ট .	৯৭
১৮১২	২৭ ফেব্রুআরি	২৫
১৮১৩	১১ মার্চ ..	৫৯১
„	২২ জুলাই ...	৫৬৯
„	৯ সেপ্টেম্বর .	৮৯
১৮১৫	২১ জুন .	৯৪
„	৩০ নবেম্বর ..	৫০
১৮১৬	১৭ ফেব্রুআরি .	৭০৩
„	২৪ „	৩৫১। ৩৫২
„	৬ আপ্রিল ..	৪৯
„	৪ সেপ্টেম্বর	৪৯। ৫০
„	১২ ডিসেম্বর ...	৪৬৩
১৮১৭	১২ মার্চ ...	৩১৩
„	৯ আপ্রিল ...	৮৮
„	„ „ ..	৫৭২
„	৩১ জুলাই ...	২৬০
„	৭ আগষ্ট ...	২৫৪
„	„ „ ..	২৬৫
„	২ অক্টোবর ...	১০৫
১৮১৮	১৬ আপ্রিল ..	৩৭৪
„	„ „	৭৩৫। ৭৩৬
„	২০ „ ..	১৭১
„	„ ..	১৭৮
„	„ ...	৭১৯
„	২৮ „ ..	৪৬৩
„	১৪ মে	৩৫৪ ৩৫৫
১৮২০	২৫ ফেব্রুআরি ...	৫৮৩
১৮২০	২১ আপ্রিল .	১২৯
„	২৯ সেপ্টেম্বর ..	৮৩১
১৮২১	২৫ অক্টোবর	২৬৫
১৮২৩	১৯ সেপ্টেম্বর ...	৮৯
১৮২৪	২১ মে	৮৯। ৯০
„	২৮ „ ..	৬৮৩
১৮২৫	২১ আপ্রিল ...	৫
১৮২৭	১৪ আগষ্ট ..	৩৬৪
১৮২৮	৬ জুন ..	৭১৩
„	৭ ডিসেম্বর .	১১
১৮২৯	১৩ মার্চ .	৮৮
„	৩ জুলাই ..	১১
„	১১ সেপ্টেম্বর .	৫৫৪
১৮৩০	২৬ ফেব্রুআরি ...	৫০
„	২১ মে .	৩৬৫
„	২৮ „ ..	১৮৬
„	৬ আগষ্ট .	৩৭১
„	৩১ ডিসেম্বর ...	১১১
১৮৩১	২৫ ফেব্রুআরি	৪১৯
„	২৫ মার্চ .	৫৩৯
„	২৩ সেপ্টেম্বর ..	১০৪
১৮৩২	৩ ফেব্রুআরি ..	১৩৭
„	১ মার্চ ...	২৫
„	„ „ .	৯৩
„	২৬ „	২৮
„	„ „	৬১
„	১৩ আপ্রিল ...	৯৩
„	„ „ ..	১৩১
„	„ „ ...	১৩৪
„	১১ মে ..	৩৩১
„	১৮ „ ...	৮৮
„	„ „ ...	৩০০
„	„ „ .	৬৫৯
„	১৩ জুলাই ..	৭৩
„	„ „ ...	৪৮০
„	„ „ ...	৬৫৩
„	„ „ ...	৬৬১
„	২০ „ ...	৩৮
„	১০ আগষ্ট ..	১৯০
„	২৪ „ ...	৬৪০
১৮৩১	৩১ আগষ্ট ..	৭৩
„	„ „	১১২
„	২১ সেপ্টেম্বর ..	৩১৩
„	২৪ „ .	৩১৭
„	১৯ অক্টোবর ...	৫৩
„	৯ নবেম্বর .	৩৪৮
„	১৪ ডিসেম্বর ...	১১৭
„	„ „ .	৫৭৮
„	২৮ „ .	৩৬০
১৮৩৩	৪ জানুআরি ...	৪৯০
„	১৮ „ ...	২৮৮
„	২৫ „ ...	৫৪
„	„ „ ...	২৮৬
„	„ „ ...	৬৪৭
„	৫ ফেব্রুআরি ...	৭২৪
„	৮ মার্চ ...	২৮
„	„ „ ...	৩০
„	১০ মে ..	৫১
„	„ „ ..	৩২৯
„	৭ জুন ...	৫
„	১৪ „ ...	২৬
„	„ „ ...	৪৩
„	২৮ „ ...	৬৫৪
„	১৯ জুলাই ...	৭০৭
„	৯ আগষ্ট ...	৩২৯
„	২৩ „ ...	২০৮
„	৩০ „ ...	৪১৮
„	„ „ .	৪২৫
„	৬ সেপ্টেম্বর ..	৭২৩
„	১৩ „ ..	৭২৫
„	১ নবেম্বর ..	১২০
„	„ „ ..	১৬৩
„	„ „ .	৪০৬
„	„ „ .	৭২৩
„	১৫ „ ..	৪৭৪
„	„ „ ..	৪৯৮
„	১৬ „ ...	৩৬৪
„	„ „ ...	৮০৭
১৮৩৪	৩ জানুআরি ...	৩০৬
„	১৭ „ ...	৫৭০

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৩৪	২৪ জানুআরি	১৮৩
,,	২১ মার্চ	৭২৬
,,	২৫ জুলাই	৭৬৪। ৭৬৫
,,	৫ সেপ্টেম্বর	৭০৩
,,	২৬ ,,	৫১
,,	২৪ অক্টোবর	৬৫৫
,,	১৪ নবেম্বর	৩২৯
,,	২১ ,,	৩৮
,,	৫ ডিসেম্বর	১৪
,,	,, ,,	৬৭১
,,	১২ ,,	৪৯১
,,	,, ,,	৭১৬
১৮৩৫	২ জানুআরি	১৮৪
,,	,, ,,	৮০৩
,,	৬ ফেব্রুআরি	১৫। ১৬
,,	,, ,,	৬৩১
,,	,, ,,	৬৪১। ৬৪১
,,	,, ,,	৭৬৬—৭৬৯
,,	১৭ ,,	৪৫
,,	,, ,,	৯৮
,,	,, ,,	৪৭৭
,,	৩ আপ্রিল	৩০
,,	,, ,,	১৪৯
,,	১ মে	৮৮
,,	১৫ ,,	৩৫৪
,,	২৯ ,,	২৭৪
,,	৩ জুলাই	৪১
,,	,, ,,	৯৮
,,	,, ,,	১০৫
,,	১৭ ,,	৭৬৫
,,	৪ সেপ্টেম্বর	৯৮
,,	১৮ ,,	৬৪৪
,,	২৫ ,,	১৪
,,	২ অক্টোবর	৫৫৩
,,	৬ নবেম্বর	৩৮
,,	,, ,,	৪১
,,	,, ,,	৪৩
,,	,, ,,	৫৫
,,	,, ,,	৭২২
,,	২০ ,,	৫০৪
,,	,, ,,	৫০৭
,,	২৭ ,,	২৫
,,	,, ,,	৬৭৩
১৮৩৬	২ জানুআরি	৭১৩। ৭১৪
,,	১৮ ,,	৩৮
,,	৫ ফেব্রুআরি	৫৪
,,	৪ মার্চ	৮৫
,,	,, ,,	৫৫৩
,,	,, ,,	৬৪৭
,,	১৫ আপ্রিল	৩৮
,,	২৯ জুলাই	২৭৬

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৩৬	৫ আগষ্ট	১৮১
,,	,, ,,	২৫৪
,,	,, ,,	৬৪৫
,,	,, ,,	৬৫৯
,,	১৯ ,,	৬৩৯
,,	২৭ ,,	৫৬
,,	২ সেপ্টেম্বর	৫৩১
,,	৭ অক্টোবর	২৮
,,	৪ নবেম্বর	৬৬৯
,,	,, ,,	৭৪৬
,,	,, ,,	৭৬৫
,,	১৮ ,,	৭৩২
,,	১৬ ডিসেম্বর	৮৯
,,	,, ,,	১০৫
১৮৩৭	৬ জানুআরি	৭১৬
,,	১৩ ,,	১২০
,,	,, ,,	১৫৫
,,	,, ,,	১৫৬
,,	,, ,,	১৫৭
,,	,, ,,	১৬৩
,,	১৭ ফেব্রুআরি	৬৬২
,,	,, ,,	৬৬৬। ৬৬৭
,,	৭ আপ্রিল	৫৪৯
,,	,, ,,	৫৫৪
,,	১১ ,,	৬৪৪
,,	৩০ জুন	৩০১
,,	৭ জুলাই	৪১৬
,,	,, ,,	৬৭০
,,	১৮ আগষ্ট	৪২৬
,,	২৫ ,,	৭৩৩
,,	২৯ সেপ্টেম্বর	৫৩
,,	,, ,,	১৭৯
,,	২৭ অক্টোবর	১৭২
,,	,, ,,	১৮২
,,	২৪ নবেম্বর	৮০৬
,,	১ ডিসেম্বর	৫২
,,	১৫ ,,	৫৮৪
১৮৩৮	৯ ফেব্রুআরি	১৯১
,,	২৩ ,,	৭৬। ৭৭
,,	,, ,,	৪২৫
,,	,, ,,	৬২৯
,,	,, ,,	৬৭৬
,,	,, ,,	৭৬৫
,,	২ মার্চ	৫৩
,,	,, ,,	১১১
,,	৫ জুন	৭২৩
,,	,, ,,	৭৭১
,,	৬ জুলাই	৫৩
,,	২০ ,,	১৮৮
,,	,, ,,	৩২৯
,,	১০ আগষ্ট	৮৮

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৩৮	১০ আগষ্ট	৩৫৭—৩৫৯
,,	,, ,,	৭৬৫
,,	২৪ ,,	৬৫৪
,,	,, ,,	৬৫৯
,,	৩১ ,,	৬৫
,,	,, ,,	১৬৭
,,	,, ,,	৬৬৭—৬৬৯
,,	৫ সেপ্টেম্বর	১১০
,,	২৮ ,,	১২০
,,	,, ,,	৬৩১। ৬৩৩
,,	,, ,,	৬৩৯—৬৪১
,,	৫ অক্টোবর	৩০৩
,,	১১ ,,	৩৪৭
,,	১৯ ,,	৫২
,,	২৩ নবেম্বর	৮৮
,,	,, ,,	১৯১
,,	৭ ডিসেম্বর	৫৪
,,	,, ,,	৮৩
,,	,, ,,	৩৭১
,,	,, ,,	৬৪২
,,	,, ,,	৬৭০
,,	,, ,,	৭০৬। ৭০৭
,,	,, ,,	৭১৬
,,	,, ,,	৭১৭
,,	,, ,,	৭১৮
,,	,, ,,	৭৮৭
১৮৩৯	১১ জানুআরি	৬১। ৬২
,,	,, ,,	৫৪৮
,,	,, ,,	৫৫৪
,,	,, ,,	৬৮১
,,	১৮ ,,	৬৯২
,,	২২ মার্চ	৭২৪
,,	৭ জুন	১৩৭
,,	,, ,,	৩২৬
,,	,, ,,	৬৭৩। ৬৭৪
,,	,, ,,	৬৭৬
,,	১৪ ,,	৬৪৩। ৬৪৪
,,	২৮ ,,	১৪৮
,,	,, ,,	৮০৬
,,	৫ জুলাই	১৯১। ১৯৩
,,	,, ,,	৭৯৭
,,	২ আগষ্ট	৩০৬
,,	২৩ ,,	৬৩৯
,,	,, ,,	৭২২
,,	১০ সেপ্টেম্বর	৬৫৪
,,	,, ,,	৭৬৫
,,	২০ ,,	১১২
,,	,, ,,	৫০০
,,	,, ,,	৩২৭
,,	,, ,,	৬৩৩
,,	,, ,,	৩৩৭। ৩৩৯

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৩৯	২০ সেপ্টেম্বর	.. ৭২৩
,,	১১ অক্টোবর	.. ১৬
,,	১৮ ,,	৭৭। ৭৮
,,	১ নবেম্বর	.. ১৯৩
,,	,, ,,	... ৪০৮
,,	১৫ ,,	৩৫৫। ৩৫৬
,,	১৬ ,,	৫২। ৫৩
,,	৬ ডিসেম্বর	১১৯। ১২১
১৮৪০	৬ জানুআরি	.. ৬৫৮
,,	২৪ ,,	. ৩৯
,,	৪ ফেব্রুআরি	. ২৮৩
,,	,, ,,	৩২৪
,,	৭ ,,	.. ১৬১
,,	১৪ ,,	১৯৩
,,	১৮ ,,	৯০
,,	৬ মার্চ	৪১
,,	,, ,,	৪৭। ৪৯
,,	৩ আপ্রিল	১৬৩। ১৬৪
,,	১০ ,,	. ৫২
,,	৮ মে	. ৩০১
,,	,, ,,	৩২৮
,,	,, ,,	৭০৩। ৭০৪
,,	১৫ ,,	. ৪২
,,	২৯ ,,	. ৩০৬
,,	১২ জুন	.. ৪০৯
,,	১৯ ,,	. ২১৪
,,	৩ জুলাই	. ৫৫
,,	৭ আগষ্ট	.. ৯৬
,,	১৪ ,,	৬৫১
,,	২৮ ,,	. ৩১৫
,,	,, ,,	. ৩৩১
,,	৪ সেপ্টেম্বর	. ৩৫৬
,,	,, ,,	. ৭০৬
,,	,, ,,	৭০৯
,,	১৮ ,,	৩৩৮
,,	,, ,,	৭২৬
,,	২ অক্টোবর	.. ৬৪৫
,,	২৭ ,,	. ৫১
,,	৩০ ,,	.. ৪৭
,,	২০ নবেম্বর	৯৪
,,	,, ,,	. ৭১৯
,,	১১ ডিসেম্বর	.. ১২২
,,	১৮ ,,	.. ১৩৩
,,	,, ,,	... ২১৬
১৮৪১	৮ জানুআরি	.. ৩২১
,,	১৫ ,,	.. ৩১১
,,	১২ ফেব্রুআরি	... ৪৩
,,	১ মার্চ	২৩০—২৩৪
,,	১২ ,,	... ৬৩২
,,	২৪ ,,	... ৫১
,,	,,	... ১২৫

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৪১	১ আপ্রিল	. ১২১
,,	,, ,,	৭৮৭
,,	১৬ ,,	৭৫১। ৭৫৪
,,	১৯ ,,	৩৫। ৩৬
,,	২১ মে	.. ৩৩৭
,,	৪ জুন	... ১৬১
,,	১৮ ,,	.. ২৭৫
,,	,, ,,	... ৩৬১
,,	১৬ জুলাই	.. ৭৮৯
,,	৬ আগষ্ট	. ৮৭
,,	১৩ ,,	৩১৪। ৩১৫
,,	,, ,,	৮০৬। ৮০৭
,,	২০ ,,	২১৫
,,	,, ,,	.. ৩২০
,,	,, ,,	... ৩৩২
,,	,, ,,	. ৩৩৬
,,	,, ,,	.. ৭৮৯
,,	২৫ ,,	. ৯৬
,,	২৪ সেপ্টেম্বর	.. ৭০৪
,,	৮ অক্টোবর	. ২৭৭
,,	১৯ নবেম্বর	.. ৫৩
,,	১৬ ,,	. ১২৫
,,	৩ ডিসেম্বর	.. ২২৯
,,	১৭ ,,	৩৪। ৩৫
,,	,, ,,	... ৬৫৬
,,	২৪ ,,	... ২৩৫
,,	,, ,,	.. ২৪৯
,,	,, ,,	৬৪৮
,,	৩১ ,,	১৫৭—১৬০
১৮৪২	৭ জানুআরি	১৬৬। ১৬৭
,,	,, ,,	৩৪৪। ৩৪৫
,,	,, ,,	. ৭৭৭
,,	,, ,,	... ৮০১
,,	১৮ ,,	.. ৩৩
,,	৪ ফেব্রুআরি	১১৬
,,	১১ ,,	১৬৮—২৭০
,,	,, ,,	৫২৯। ৬০০
,,	,, ,,	৬০৩। ৬০৪
,,	১৮ ,,	... ৭৮
,,	,, ,,	.. ৯০
,,	,, ,,	. ৩৪০
,,	,, ,,	... ৪৭৮
,,	২৫ ,,	... ১১১
,,	,, ,,	... ৭২৫
,,	১১ মার্চ	১১৫। ১১৬
,,	১৫ ,,	... ৬৯১
,,	১৮ ,,	... ৩৪৫
,,	১ আপ্রিল	.. ৬৫৩
,,	,, ,,	... ৭৫০
,,	১৫ ,,	... ৯৮
,,	,, ,,	... ২১০

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৪২	১২ আপ্রিল	৬৭৯। ৬৮০
,,	২৭ ,,	.. ১৮৬
,,	৬ মে	.. ৭৮৮
,,	১৭ ,,	.. ১১২
,,	১৯ জুন	৭০৯—৭১১
,,	১৪ ,,	... ৫৫
,,	,, ,,	.. ১৯৩
,,	১ জুলাই	... ৬৩৩
,,	,, ,,	৭৫৩। ৭৫৪
,,	৮ ,,	.. ৯৬
,,	,, ,,	.. ১২৫
,,	,, ,,	. ২৭০
,,	১৫ ,,	.. ২৩১
,,	,, ,,	... ২৩৪
,,	১২ ,,	.. ৫৫১
,,	,, ,,	... ৫৫৫
,,	,, ,,	.. ৬৯১
,,	১৭ ,,	... ৯০
,,	৯ সেপ্টেম্বর	... ৫৫
,,	১৬ ,,	... ৮৮
,,	,, ,,	.. ৩২৬
,,	,, ,,	... ৩৩৫
,,	১৮ ,,	... ১৪০
,,	১৪ অক্টোবর	... ২৪৬
,,	৪ নবেম্বর	.. ৩৫৯
,,	১৫ ,,	... ৩৬১
,,	২ ডিসেম্বর	.. ২৬
,,	,, ,,	১৩৪। ১৩৫
,,	,, ,,	... ৮১১
,,	২৩ ,,	... ৩২
,,	৩০ ,,	... ৯৬
১৮৪৩	২০ জানুআরি	... ১৩৭
,,	,, ,,	... ৬৮৬
,,	৩ ফেব্রুআরি	... ৩৪২
,,	৭ আপ্রিল	... ৩৫৫
,,	,, ,,	.. ৮০৩
,,	১৫ ,,	... ৫২
,,	২১ ,,	... ২৮৬
,,	২৭ ,,	... ১৩
,,	,, ,,	. ১৭
,,	,, ,,	... ৪৮
,,	২৮ ,,	.. ৭৭৩
,,	২ মে	১০৫। ১০৬
,,	৫ ,,	৩৬১—৩৬৩
,,	১৯ ,,	.. ৩৫৪
,,	,, ,,	. ৭২৬
,,	২৬ ,,	.. ৭২১
,,	১৬ জুন	.. ৭১৭
,,	১৪ জুলাই	৬৩৩। ৬৩৪
,,	,, ,,	... ৭৫৪
,,	৭ আগষ্ট	... ১৩৫

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৪৩	১১ আগষ্ট ...	৩১৮
"	" " ...	৩৯৯
"	" " ...	৭০৮
"	" " ...	৭১৩
"	২১ "	১৫৯। ১৬০
"	" "	৬৯০। ৬৯১
"	৬ সেপ্টেম্বর .	৬৭৩
"	৮ " ...	৪০
"	" " ...	২২৫
"	১৩ "	২৪৬। ২৪৭
"	" "	২৫৩। ২৫৪
"	" " ...	৬৫২
"	১৫ "	১৪২
"	১৪ অক্টোবর	৭১৮। ৭১৯
"	১৭ নবেম্বর ...	২৫
"	৮ " .	৭৮৮
"	২৯ ডিসেম্বর ...	৩৫৪
১৮৪৪	১৮ জানুআরি	২১৫। ২১৬
"	১৯ " ...	৯৪
"	২৬ " .	৭২০
"	৯ ফেব্রুআরি ..	৩৪৫
"	১ মার্চ ...	৪৮
"	" " ..	৬৩৭
"	১৫ " .	১২২
"	১৯ আপ্রিল ...	৩৫৬
"	২২ " ..	৪৮
"	১৪ মে ...	৩৬৩
"	২৪ "	১১৮
"	১৮ জুন ...	১৫৪
"	১৬ আগষ্ট ..	১৯২
"	" " .	২৯০
"	২৩ " ...	৩৭
"	" " ...	৫৪
"	৮ অক্টোবর .	৭০
"	" " ...	৪২৫
"	২৫ " ..	৪৫
"	৮ নবেম্বর ..	১৪৯
"	" " ..	৭১৭
১৮৪৫	৩ জানুআরি ..	১৩৫
"	" "	২৪৯। ২৫০
"	" " .	৫৮৩
"	১৭ "	৩৩১। ৩৪০
"	২৩ "	৩৫৯। ৩৬০
"	৩১ "	৫৪০—৫৪৩
"	১৪ ফেব্রুআরি ..	৫৮৩
"	২৮ "	২৯০। ২৯১
"	" " ...	৮২৬
"	২৮ মার্চ ...	৭৬১
"	৪ আপ্রিল ...	৬৭৬
"	১৫ "	৪৮। ৪৯
"	" " ...	২২৮

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৪৫	১৫ মে ...	৩৪০
"	২৩ " ...	৭৭৪
"	৩০ " ...	২২৯
"	৩ জুন ...	৫৮৬
"	৪ " ...	৮৯
"	১১ " ..	৬৩৬
"	১৭ "	৮৮। ৮৯
"	১ জুলাই ...	২৪৭
"	৩ " ...	৯০
"	২৫ " .	৫৫
"	" " ..	৯৩
"	" " ..	১২৪
"	" " .	৩৪৫
"	" " ..	৫৫৮
"	১৫ আগষ্ট	৯৭
"	" " ..	১৫৭
"	২৭ " .	২৫৪
"	" " .	৮৩১
"	৫ সেপ্টেম্বর	১৫
"	" "	৪৬। ৪৭
"	" "	২৫০। ২৫১
"	" "	৬৪৯। ৬৫০
"	১৪ নবেম্বর ...	৩৫১
"	১৭ "	১১৩। ১১৪
"	৫ ডিসেম্বর .	৩১১
"	১২ "	৫৩৮
১৮৪৬	৯ জানুআরি ...	৩৪০
"	২৩ "	৩০৫। ৩০৬
"	২৭ ফেব্রুআরি .	৫৩৮
"	২০ মার্চ	৭৭৩
"	১১ আপ্রিল ..	৯১
"	১৭ " .	২৯১
"	২৪ " .	৪০৯
"	৮ মে	৫৪৪। ৫৪৫
"	১৫ "	২৩৬—২৩৯
"	১৮ " ...	২৬৪
"	" " ..	৩২৩
"	৫ জুন ...	২৭০
"	১৭ জুলাই	১৩০। ১৩১
"	" "	২২৩
"	" "	৬৯৭—৭০২
"	" " ..	৭২৩
"	২ অক্টোবর	৪০৯। ৪১০
"	২৩ ডিসেম্বর ...	৫৮৩
"	২৬ "	২৩৯। ২৪০
"	" "	৬৫৭। ৬৫৮
"	" " ...	৮০০
১৮৪৭	১২ ফেব্রুআরি	২৯২—২৯৯
"	১৯ " ...	৪৮
"	" " ...	৪৫১
"	" " ...	৪৬০

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৪৭	১২ মার্চ ...	২৭৫
"	১৩ আপ্রিল ...	৬৩৩
"	১৪ মে ...	৭৩
"	২১ " ..	৭১১
"	৩ জুন ...	৩১৬
"	৪ " ...	২০৯
"	১৮ " .	৪১১
"	২ জুলাই ...	১৫৩
"	১১ " ...	৭০৫
"	২৩ " ..	২৭৫
"	৩০ " ...	৬৮
"	১৭ সেপ্টেম্বর ...	১৬১
"	৩০ " ..	১৯৪
"	১৬ নবেম্বর ..	২৫৮
১৮৪৮	১১ জানুআরি ...	৬২৪
"	২৫ " ..	২২৭
"	৯ মার্চ ..	৩৫৫
"	১৩ " ..	১০৮
"	২১ " ..	১১১
"	" " .	১৩৪
"	" " ..	১৫৪
"	৬ আপ্রিল ..	১৫৩
"	১০ " ...	১১৩
"	২৭ "	১৬৩। ১৬৪
"	১২ মে ..	৫৩২
"	১৯ " .	৭৫১
"	৫ জুন ..	৫৭০
"	৯ " ..	২৪০
"	" " ..	৪০১
"	" " ..	৭৩১
"	৪ জুলাই ...	১৩০
"	১৩ অক্টোবর	২৫৪—২৫৬
"	" "	৬৪৫। ৬৪৬
"	২০ " ..	৯১
"	" " ...	৮২৯
"	৮ ডিসেম্বর ..	১৫৪
"	১৫ "	১৬১। ১৬২
১৮৪৯	৫ জানুআরি ...	৮২৯
"	২ ফেব্রুআরি	৬২৭। ৬২৮
"	" " ...	৭২০
"	" " ...	৮৩০
"	১১ মে ...	৮৩১
"	৮ জুন ...	৮৩০
"	১৫ " ..	৮৩২

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরকুলর অর্ডর।

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৩০	২১ মে ...	৩৬৫
১৮৪০	২৮ ডাগষ্ট ...	৪৭৬
১৮৪১	২০ সেপ্টেম্বর ..	৭১৪
১৮৪২	২৭ আপ্রিল ...	৪৭৬

সাল	তারিখ		পৃষ্ঠা।
১৮৪২	২৭ আপ্রিল	...	৮০৯
,,	,, ,,	...	৮১৪
,,	১৮ মে	...	২২০
,,	২৭ জুন	...	৭৩৬
,,	১০ আগষ্ট	...	৩৭০
,,	,, ,,	...	৪২৬
,,	১৪ ডিসেম্বর	.	৪৭৬
১৮৪৩	৩ জানুআরি	.	৬৩৮
,,	১৪ জুলাই	..	১৫১
১৮৪৫	১৮ আপ্রিল	...	৮১০
,,	১০ জুন	.	৮১২
,,	৭ নবেম্বর	..	৮১১
১৮৪৬	১০ মার্চ	৪৫৬।	৪৫৭
,,	,, ,,	..	৪৮৮
,,	৩ আপ্রিল	..	৪৪৮
,,	১৩ জুলাই		৪৫৭
,,	,, ,,	..	৪৮৯
,,	৩ আগষ্ট	..	৫১০
,,	১২ ,,	৪৮১—	৪৮৫
১৮৪৭	২৯ মে	৪০৬।	৪০৭
,,	৯ জুলাই	.	৩৭১
১৮৪৮	৯ মার্চ	১৫১।	১৫২
,,	৩ জুন	..	৫৭৯
,,	৩০ ,,	৪৮৩—	৪৮৫
,,	১৩ নবেম্বর	.	১৫৩
১৮৪৯	২৭ জানুআরি	.	৮৩০
,,	১ মার্চ	..	৪২০
,,	৭ ,,	৮২৯।	৮৩০
,,	১৯ জুন	৮২১—	৮২৩
,,	১১ ,,	৮৩১।	৮৩২

সদর নিজামৎ আদালতের সরক্যুলব অর্ডর।

সাল	তারিখ		পৃষ্ঠা।
১৮৪১	১৮ জুন	..	২৭১
১৮৪২	১১ আগষ্ট	..	৫৮৪
১৮৪৩	২৪ নবেম্বর	..	৫৮৪
১৮৪৬	৯ জানুআরি	.	৮৩১
১৮৪৭	১২ মার্চ	..	২৮৩
,,	১৭ মে	..	২৮২
১৮৪৮	১২ মে	৩৬৯।	৩৭০
১৮৪৯	৭ মার্চ	.	৮৩১

গবর্ণমেণ্টের হুকুম ও বিজ্ঞাপন ও নির্দ্ধারণ।

হুকুম।

সাল	তারিখ		পৃষ্ঠা।
১৮৩১	১ নবেম্বর	৪৩।	৪৪
১৮৩৩	২৯ জানুআরি	..	৪৪
,,	,, ,,	৪৮।	৪৯
১৮৩৪	১৫ জানুআরি	...	৩২
,,			৭৮—৮৩

সাল	তারিখ		পৃষ্ঠা।
১৮৩৪	১৫ জানুআরি	...	৮৫
,,	,, ,,	..	৮৭
,,	,, ,,	...	১১২
,,	,, ,,	...	১৫৫
,,	,, ,,	..	২৪৪
,,	,, ,,	..	৭১৩
,,	১৪ জুলাই	৪৪।	৪৫
১৮৩৫	২৯ ডিসেম্বর		৪৫
১৮৩৬	৩০ জুলাই	২৮।	৩০
,,	,, ,,	..	৩৭
১৮৩৭	১১ জানুআরি	..	৭৯৭
,,	২ অক্টোবর	...	৪৪
১৮৩৯	১২ মার্চ	.	৪৯
১৮৪১	৯ নবেম্বর	.	৮০২
১৮৪৩	২৬ আপ্রিল	...	১৬৫
১৮৪৬	১৮ মার্চ	.	৭৭৩
	বিজ্ঞাপন।		
১৮৩৬	২০ ডিসেম্বর	...	১৭
১৮৪০	৪ আগষ্ট	..	৩০
১৮৪৫	১৮ জুন	...	১২৯
	নির্দ্ধারণ।		
১৮৩১	২১ নবেম্বর	...	৮০৮

সদর দেওয়ানী আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

সাল	তারিখ		পৃষ্ঠা।
১৮৩০	১৬ জুলাই	..	৭৯৯
১৮৩১	৪ মার্চ	..	৭৭৮
,,	১৫ আপ্রিল	..	৭৯৭
,,	১৮ নবেম্বর	..	৮০১
,,	২৫ ,,	..	৭৫০
১৮৩২	১৩ জুলাই	.	৭৯৪
,,	২৪ আগষ্ট	.	৮০২
১৮৩৩	১৩ ডিসেম্বর	...	৭৫২
১৮৩৪	১ জানুআরি	...	৭৯৯
,,	৩ ,,	..	৭৫৯
,,	১৮ ফেব্রুআরি	.	৭৫৮
,,	৩০ মে	...	৭৭৯
,,	৪ জুলাই	..	৭৮৬
,,	৮ আগষ্ট	..	৭৫৮
,,	৩ অক্টোবর	...	৭৪৮
,,	১৪ নবেম্বর	...	৭৪০
১৮৩৫	৯ জানুআরি	...	৭৫৮
,,	১৩ ফেব্রুআরি	...	৭৮৩
,,	২০ ,,	..	৭৪৪
,,	৪ সেপ্টেম্বর	..	৭৪৩
১৮৩৬	১২ ফেব্রুআরি	...	৮০৩
,,	২৭ মে	...	৭৮৩
,,	৭ জুন	...	৬৬৭
,,	,, ,,	...	৭৯৪
,,	১৭ ,,	...	৭৫৪

সাল	তারিখ		পৃষ্ঠা।
১৮৩৬	১৭ জুন	...	৭৫৭
,,	,, ,,	...	৭৭৫
,,	,, ,,	...	৮০২
,,	১১ নবেম্বর	...	৭৪৮
,,	৩ ডিসেম্বর	...	৭৪৮
,,	৩০ ,,	৭৯৪।	৭৯৫
১৮৩৭	১ সেপ্টেম্বর	...	৭৮৫
,,	২৯ ,,	...	৭৯৬
১৮৩৮	৯ নবেম্বর	...	৭৬৪
,,	২৮ ডিসেম্বর	...	৭৬৪
১৮৩৯	২৬ আপ্রিল	...	৭৮৬
১৮৪০	৩ জানুআরি	.	৭৮৫
,,	২৭ মার্চ	..	৭৫৮
,,	৩ আপ্রিল	..	৮০১
,,	১৫ মে	...	৭৬০
,,	২২ ,,	..	৭৫১
,,	২৮ ,,	...	৭৫৪
,,	২৯ ,,	...	৭৫১
,,	১৯ জুন	..	৭৬৪
,,	৩ জুলাই	...	৭৯৯
,,	২৮ আগষ্ট	১১৪।	১১৫
,,	৪ সেপ্টেম্বর	...	৭৫৭
,,	৩০ অক্টোবর	...	৭৫৪
,,	২০ নবেম্বর	...	৭৫৮
,,	,, ,,	...	৭৮৫
১৮৪১	১২ ফেব্রুআরি	...	৫৭৭
,,	,, ,,	...	৭৭০
,,	,, ,,	...	৮০১
,,	১৯ মার্চ	...	৭৪৬
,,	১৫ আপ্রিল	...	৭৯৭
,,	১৬ ,,	...	৭৫১
,,	৭ মে	...	৭৭৮
	১৪ ,,	...	৭৫৪
,,	৬ জুন	...	৮০২
,,	২৩ জুলাই	...	৭৮৪
,,	১০ আগষ্ট	..	৭৫১
,,	২৭ ,,	...	৮০৪
,,	২৪ সেপ্টেম্বর	...	৮০৩
,,	১৯ নবেম্বর	.	৮০১
,,	২৪ ডিসেম্বর	...	৭১৪
,,	৩১ ,,	. .	৭৮৪
১৮৪২	২১ জানুআরি	৭৫৫।	৭৫৬
,,	,, ,,	..	৭৫৯
,,	,, ,,	...	৭৭৪
,,	,, ,,	৭৮৬।	৭৮৭
,,	,, ,,	.	৮০১
,,	১৫ আপ্রিল	...	৭৮৪
,,	৬ মে	...	৭৯৯
,,	১৭ জুন	..	৭৯৩
,,	৮ জুলাই	..	৭৫৯
,,	,, ,,	...	৮০৩

সাল	তারিখ		পৃষ্ঠা।
১৮৪২	১৫ জুলাই	...	৭৫৮
,,	,, ,,	...	৭২৪
,,	৫ আগষ্ট	...	৭৪৯
,,	২১ অক্টোবর	...	৮২৭
,,	২৫ নবেম্বর	...	৭৭৮
,,	,, ,,	...	৭৯৭
,,	২ ডিসেম্বর	...	৭৯৯
১৮৪৩	৬ জানুআরি	..	৭৪৫
,,	২০ ,,	.	৭৪১
,,	২১ জুন	৭৫৭।	৭৫৮
১৮৪৪	৬ সেপ্টেম্বর	.	৮০৩
১৮৪৫	২৮ মার্চ	..	৭৮১
,,	৩১ ,,	.	৭৮৭
,,	১৩ মে	.	৭৭৮
,,	১১ জুলাই		৮০৪
,,	১২ ডিসেম্বর	.	৭৭৩
১৮৪৬	২৭ ফেব্রুআরি	...	৭৯৩
,,	,, ,,	.	৭৯৭
,,	১৩ মার্চ		৮০৪
,,	১৭ আপ্রিল	.	৭৬৫
,,	১৮ ,,		৭৬০
,,	২৯ মে	..	৭৬০
,,	১৭ জুলাই	.	৭৯৫

সাল	তারিখ		পৃষ্ঠা।
১৮৪৬	২৫ সেপ্টেম্বর	...	১৩১
,,	,, ,,	..	৭৫৯
,,	৬ নবেম্বর	..	৮০৭
,,	১০ ,,	..	৮০৪
,,	২৬ ডিসেম্বর		৭৫৮
১৮৪৭	১৪ ডিসেম্বর	..	৭৭৫

মুনসেফেরদের বিষয়ি বিধি।

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৪০	৪ আগষ্ট	৩১। ৩৩
১৮৪১	২০ আপ্রিল	৩৩—৩৫
,,	১০ ডিসেম্বর	৩১
১৮৪২	২০ মে	৩৬। ৩৭
,,	১৩ ডিসেম্বর	৩১

পেনস্যান ভোগিরদের বিষয়ি বিধি।

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৩১	৪ জানুআরি	১২৭—১৩০

গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন।

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৪৫	২৯ নবেম্বর ...	১০

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের পত্র।

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৪২	২৪ অক্টোবর	৮১৩। ৮১৪

জিলা চব্বিশপরগনার জজ সাহেবের বিজ্ঞাপন।

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৪৭	২৯ মার্চ ..	১৩১

সদর বোর্ডের বিজ্ঞাপন।

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৪৮	২৩ অক্টোবর	১৭৬। ১৭৭

স্পেসিয়ল কমিস্যানরের রিপোর্ট।

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৪১	১৬ জুন ..	৪২০
,,	১৪ জুলাই ..	৪২১

বিদ্যাধ্যাপনের কৌন্সেলের সরক্যুলর পত্র।

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৪১	১৮ মে ..	৩৬
মুর সাহেবের রিপোর্ট	...	৭৯৯

নজরী মোকদ্দমার রিপোর্টে আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্টেরদের নামের অক্ষরক্রমিক ফিরিস্তি।

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
১।	অচ্যুতানন্দ গোস্বামী। আ—হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ। রে। ১৮০৮। ২৯ আপ্রিল।	৫৮০
২।	অজিত সিংহ ওগযরহ। আ—হরলাল সিংহ ওগয়রহ। রে। ১৮১৯। ১৬ জুলাই। ...	৫৮৯
৩।	অজের সিংহ। আ—হাজি বেণায়। রে। ১৮৪১। ২৩ জুন।	৬১১
৪।	অদমান সিংহ ও নির্ম্মাণ সিংহ ওগযরহ। আ—জিলা পাটনার কালেক্টর ওগয়রহ। রে। ১৮৩৪। ২৯ জুলাই। ৬১৭।	৮২১
৫।	অন্নদাপ্রসাদ রায়। আ—মসম্মাৎ ভৈরবী দাসী। রে। ১৮৪২। ২১ জুন।	৪২১
৬।	অমানি তেওয়ারী। আ—রায় রঘুবংশ সহায় ওগযরহ রে। ১৮২৪। ৫ জুন। ...	৬১৬
৭।	অমৃত জান বিবি। আ—সব জান বিবি ওগয়রহ। রে। ১৮৩৭। ১১ সেপ্টেম্বর। ...	৩০৭
৮।	অমৃতরাম চৌধুরী ও মতিরাম চৌধুরী ও বালকৃষ্ণ চৌধুরী ও মসম্মাৎ অমানু বাই। আ—কিশোরী বাই ও ভগবান চৌধুরী। রে। ১৮১১। ২৭ ফেব্রুআরি।	১৯৫
৯।	অলবক সিংহ। আ—ব্রজপাল দাস ওগয়রহ। রে। ১৮২৪। ১ ডিসেম্বর। ২৫৭।	৬০৯
১০।	আগন্দ রায়। আ—রঘুনাথ সহায়। রে। ১৮৩৫। ১৪ জুলাই।	২৭৯
১১।	আছিলাল ও সছিরাম। আ—বিবি বাসরে ওগয়রহ। রে। ১৮৪৬। ৮ জুন। ...	৭১১
১২।	আনন্দবেহারী লাল ও পুরেন্দ্র মেহ্‌ত্‌। আ—শিবচরণ তেওয়ারী। রে। ১৮৪১। ৫ অক্টোবর।	৬৯২। ৬৯৬
১৩।	আনন্দিরাম চক্রবর্ত্তী। আ—হয়দর আলী। রে। ১৮৪১। ৩০ মার্চ।	৪৯৪
১৪।	আবিএটিক টের ষ্টিফানুস। আ—খাজা মিকাএল আরাটুন। রে। ১৮২০। ৮ ফেব্রুআরি।	৫৯৪
১৫।	আবিএটিক টের ষ্টিফানুস। আ—খাজা আরাটুন টের ষ্টিফানুসের স্ত্রী আনা বিবি। রে। ১৮০৮। ২০ আগষ্ট।	৫৯৪
১৬।	আমির হুসেন ও নুবউদ্দীন। আ—আবদুল ওয়াবাব। রে। ১৮৪৭। ২৬ জুলাই। ...	১২৭
১৭।	আযমান বিবি যোত্রহীন। আ—ইবরাহিম খাঁ। রে। ১৮৩৩। ৯ মে। ...	৬৩৫
১৮।	আযমান পাঁড়ে ওগয়রহ। আ—নবরত্নকুণ্ডার। রে। ১৮২১। ২০ ফেব্রুআরি।	৫৬৭
১৯।	আলিমচাঁদ ধর। আ—বিজয়গোবিন্দ বড়াল ও মসম্মাৎ আনন্দময়ী ওগযরহ। রে। ১৮৩৮। ২৬ মার্চ।	৭৮১
২০।	আশুতোষ দে ও প্রমথনাথ দে। আ—ভৈরবচন্দ্র বসু। রে। ১৮৩৭। ২১ সেপ্টেম্বর।	৫২২। ৫২৫
২১।	আশুতোষ দে ও প্রমথনাথ দে। আ—মিস জুলিয়া গ্রেগরি। রে। ১৮৪২। ৫ জানুআরি।	৬৫
২২।	আসমান সিংহ ও ফুলেল সিংহ ও কুঞ্জবেহারী সিংহ। আ—পরমেশ্বরী সহায়। রে। ১৮২৬। ২৯ আগষ্ট।	৫৫৮
২৩।	আসেম উদ্দীন। আ—মুনশী মনিরুদ্দীন ও মহম্মদ ও রামলোচন বিশ্বাস। রে। ১৮৪৬। ২৮ ফেব্রুআরি।	৬১
২৪।	ই কে হিউম সাহেব। আ—আব বন সাহেব। রে। ১৮৪০। ৬ জুন।	৭০
২৫।	ইবরাহিম খাঁ। আ—সায়দ মহম্মদ আরব ও সাইমাহুম্নিস্‌সা। রে। ১৮৩১। ১৯ সেপ্টেম্বর।	৩০৮
২৬।	ইমদাদ আলী। আ—কাদরবক্স। রে। ১৮৩৩। ২৪ আপ্রিল।	৬৩৫
২৭।	ইমামবক্স খাঁ। আ—নওয়াব দেলাওর জঙ্গ। রে। ১৮০৭। ২২ জুন। .. ... ১৯৮।	৫৯২
২৮।	ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ। আ—নীলকমল পাল চৌধুরী। রে। ১৮৪৬। ১৬ জানুআরি।	৭৪৮
২৯।	ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা। আ—বিমলা দেবী। রে। ১৮৪৬। ৭ ফেব্রুআরি। ... ... ২৫২।	৬৪৯
৩০।	ঈশ্বরচাঁদ রায়। আ—রামচাঁদ মুখুয্যা। রে। ১৮০৭। ১১ ডিসেম্বর।	৬২৪
৩১।	ঈশ্বরীপ্রসাদ ও মাম্মাৎ পানা। আ—হরবংশ লাল। রে। ১৮২২। ১০ ডিসেম্বর। ...	৬০৯

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
৩২।	উডিন সাহেব। আ—আবুল খাইর মহম্মদ আলী। রে। ১৮৩৫। ৭ জানুআরি। ...	৪৭২
৩৩।	উদয়চাঁদ চাটুয্যা। আ—পামর কোম্পানি। রে। ১৮২০। ১৪ ফেব্রুআরি।	১৫০
৩৪।	উদান সিংহ ও রোশন আলি। আ—মনেবী খাঁ ও ওমরাও সিংহ ও মীর নজীবুল্লা। রে। ১৮১৩। ১৫ সেপ্টেম্বর। .. .	৫২৯
৩৫।	উদিতনারায়ণ সিংহ। আ—কাশীনাথ। রে। ১৮০৭। ২৪ এপ্রিল। . ৬০৫।	৬১৫
১৬।	উমাচরণ বাঁড়ুয্য। আ—লক্ষ্মীনারায়ণ। রে। ১৮২৭। ৩ অক্টোবর।	৬১১
৩৭।	উমেদ। আ—সাযদ আলীর পুত্র খয়রাৎ আলী। রে। ১৮২৩। ৭ আগষ্ট। ..	৬১৫
৩৮।	উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরী ও মসম্মাৎ উজ্জ্বলমণি দাসী। আ—ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরী ও জয়নারায়ণ পাল চৌধুরী ও গঙ্গানারায়ণ পাল চৌধুরী। রে। ১৮৪১। ১৮ জানুআরি।	৪৯০
৩৯।	এলিযট মাকনাটন সাহেব। আ—জগমোহন বিশ্বাস ও গুরুপ্রসাদ বিশ্বাস। রে। ১৮৪০ ২৪ আগষ্ট।	২৭৭
৪০।	ওজিউন্নিস্‌সা খানম। আ—রোশন আরা খানম। রে। ১৮০৫। ৩০ অক্টোবর। ...	৬০৬
৪১।	ওয়াটসন্। আ—রাজা কৃষ্ণচাঁদ ও কুমার রামচাঁদ। রে। ১৮৩৭। ১ মে।	৬২৩
৪২।	ওযাটসন কোং। আ—প্রসন্ননাথ রায় ও শঙ্করী দাসী। রে। ১৮৪৭। ১৬ আগষ্ট। .	১১৮
৪৩।	ওয়াসিক আলি খাঁ। আ—গবর্ণমেণ্ট। রে। ১৮৩৪। ২৯ নবেম্বর।	৭৪৮
৪৪।	ঔদান সিংহ ও তেজ সিংহ। আ—কান্তচাঁদ পাঁড়ে ও গোপালচাঁদ। রে। ১৮২৩। ২৩ জানুআরি।	৫৫২
৪৫।	কতবি বেগম। আ—কালব আলি ওগয়রহ। রে। ১৮৩১। ৩১ মে।	২০৩
৪৬।	কমললোচন ঘোষ। আ—ভাগীরথী দেবী। রে। ১৮৪৮। ৫ ফেব্রুআরি।	৫৮
৪৭।	কমলাকান্ত মুখুয্যা। আ—রামমোহন গোঁসাই ও হরিচরণ গুপ্ত ও মাণিকরাম গুপ্ত। রে। ১৮১৯। ২১ ডিসেম্বর।	৫১১
৪৮।	কর্ত্তাদাস মহন্ত। আ—লেখরাজ। রে। ১৮৩৩। ৫ ফেব্রুআরি।	৭৭৯
৪৯।	কর্ত্তাদাস মহন্ত। আ—লেখরাজ ওগররহ। রে। ১৮৩৩। ৫ ফেব্রুআরি।	৭৭৬
৫০।	কর্ত্তারায় ও ভবনাম রায়। আ—আফজল আলী। রে। ১৮২০। ৮ জানুআরি। ...	৫৬১
৫১।	কর্ত্তা সিংহের পুত্র বাবু রামসহায় সিংহ ও ঠাকুরদয়াল সিংহ ও শিবশঙ্কর সিংহ ও গৌরবক্রস সিংহ। আ—চন্দন সিংহ ও ছত্রধারী সিংহ। রে। ১৮৩১। ৫ মার্চ। ...	৭৪৮
৫২।	কাচিক মাকর্টিক। আ—আবাটুন হাবাপিট আরাটুন ওগয়রহ। রে। ১৮৪৪। ১৫ মে।	২০৫
৫৩।	কানাইলাল। আ—নির্ম্মল পুবি। রে। ১৮৩১। ১৯ মে।	৫৭৫
৫৪।	কানাইলাল ঠাকুর। আ—রাসমণি দাসী। রে। ১৮৪৬। ১৫ জুলাই।	৫৫২
৫৫।	কালিদাস নেউগী। আ—দয়ানাথ রায। রে। ১৮৪৭। ১০ আগষ্ট।	৪৬৮
৫৬।	কালিদাস রায়ের বিধবা ব্রজেশ্বরী। আ—বৃন্দাবনচন্দ্র রায় এবং কৃষ্ণলোচন রায়ের স্বত্ত্ববাধিকারিবা। রে। ১৮৩২। ১৭ জানুআরি।	৩০৮
৫৭।	কালীকৃষ্ণ নাগ চৌধুরী। আ—বিশ্বম্ভর সেন। রে। ১৮৪৮। ১২ ফেব্রুআরি।	৫৭৪
৫৮।	কালীপ্রসাদ রায় ও দুর্গসুন্দর রায় ওগয়রহ। আ—দিগম্বর রায়। রে। ১৮১৭। ২৮ মে।	৫৮২
৫৯।	কালীশঙ্কর পাল। আ—মসম্মাৎ ফুলমালা। রে। ১৮৪৮। ২৫ মার্চ।	২০০
৬০।	কাশীনাথ চৌধুরীর পক্ষে প্রাণনাথ চৌধুরী। আ—চন্দ্রমণি দেবী। রে। ১৮৩৩। ২৫ সেপ্টেম্বর।	৭৪৫
৬১।	কাশীনাথ মুখুয্যা। আ—প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যা ওগয়রহ। রে। ১৮৪৩। ১৪ সেপ্টেম্বর। ...	৩০৭
৬২।	কাশীশরণ চক্রবর্ত্তী। আ—রামকৃষ্ণ গির। রে। ১৮২৬। ২৬ জানুআরি।	৬১৩
৬৩।	কিশোরমণি দাসী। আ—শ্রীকণ্ঠ সেন ও ভৈরবচন্দ্র সেন ওগয়রহ। রে। ১৮৪২। ৪ জানুআরি।	২০০
৬৪।	কীর্ত্তিনারায়ণ দাস ওগয়রহ। আ—রাজকুমার রায় ওগয়রহ। রে। ১৮২৩। ১৩ মার্চ। ..	২০১
৬৫।	কীর্ত্তিনারায়ণ দেব। আ—গৌরীশঙ্কর দত্ত। রে। ১৮৩৫। ৭ ডিসেম্বর।	৬২০
৬৬।	কুমার ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। আ—রাধাকৃষ্ণ। রে। ১৮১৭। ৭ ফেব্রুআরি।	৩০৪
৬৭।	কুলদীপনারায়ণ। আ—রাজবংশি কুমার। রে। ১৮৪৭। ২০ সেপ্টেম্বর।	৫৭৯
৬৮।	কুমার সত্যচরণ ঘোষাল। আ—রঘুনাথ রায়। রে। ১৮৪৪। ৫ জুন।	৬২২
৬৯।	কৃপাসিন্ধু পাঠয়শী ও শ্রীগির ফরাজ ও বিট্টাধর ফরাজ এবং হলধর আচার্য্য। আ—কানাই আচার্য্য ও গোপবন্ধুরা, গুরু ও	*

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
	কাশীনাথ ব্রহ্ম। রে। ১৮৩৩। ৩১ ডিসেম্বর। ... ... ৩৫৩। ৫৫৮।	৭৭৫
৭০।	কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত চৌধুরী। আ—বীরবল ভাণ্ডারী ও জয়মণি ওগয়রহ। রে। ১৮৩২। ২৪ নবেম্বর।	৬২০
৭১।	কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরীর উত্তরাধিকারী নীলমণি পাল চৌধুরী ও কৃষ্ণগোবিন্দ পাল চৌধুরী। আ—রাজা বরদাকণ্ঠ রায়। বে। ১৮৩৭। ৪ জানুআরি।	১৯৭
৭২।	কৃষ্ণদত্ত শাহু। আ—কৃষ্ণপ্রসাদ ও বিষ্ণুপ্রসাদ ও উদয়রাম ও বিধাতা মাহতুম। বে। ১৮৩০। ১৫ জুন।	৫৭১
৭৩।	কৃষ্ণদাস। আ—দৃগ্‌গোপাল সিংহ। বে। ১৮২০ ৩১ জুলাই।	৫৬০
৭৪।	কৃষ্ণধন সরকার ও গৌরহরি সরকার ও মতিলাচন্দ্র সরকার। আ—মসম্মাৎ নজিবা বিবি ওরফে নিমুবিবি ও রাজা আনন্দচন্দ্র রায় ও রাধামোহন বাঁড়ুয্যা। বে। ১৮২৫। ১২ মার্চ।	১৯৬
৭৫।	কৃষ্ণপ্রসাদ বাঁড়ুয্যা। আ—রামচরণ পাড়ি। বে। ১৮৪১। ২১ জুলাই। ... ৫৭৩।	৬৫২
৭৬।	কৃষ্ণমোহন রায়। আ—রাজমোহন রায়। বে। ১৮৪৩। ২ ডিসেম্বর।	২৫৭
৭৭।	কেবলরাম দেব ও কালীকিঙ্কর দেব ও শম্ভুনাথ দেব ও জগন্নাথ দেব ও দেবচাঁদ দেব। আ—গোলোকনারায়ণ রায়। বে। ১৮৩১। ৫ মে।	৬২০
৭৮।	কোম্পানির এজেন্ট। আ—রায় নীলমণি মিত্র ও রায় প্রাণকৃষ্ণ মিত্র। রে। ১৮২৭। ২৮ মে।	৬১১
৭৯।	কৌলনাথ সিংহ। আ—জগরূপ সিংহ এবং অন্য তিন জন। রে। ১৮৩০। ২০ ফেব্রুআরি।	৭৮২
৮০।	খাজাবাগদেশ্বর। আ—গোলামহসন আলী ও রামলোচন কদ্রু। রে। ১৮৩২। ৩১ জুলাই। ... ... ৫৪৯।	৬৮৯
৮১।	খিদুলাল ক্ষত্রী। আ—রতন ক্ষত্রী। বে। ১৮৩০। ২ ফেব্রুআরি। ... ৫৫২।	৫৭৩
৮২।	খোসালী বিশ্বাস। আ—সেখ করিমউল্লা। বে। ১৮৪৭। ৩১ আগষ্ট।	৪৬৬
৮৩।	গঙ্গানারায়ণ মুখুয্যা। আ—ধনমণি দাসী। রে। ১৮৪৭। ১০ মে। ... ২৫২।	৬৪৯
৮৪।	গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ। আ—রাম পোদ্দার। রে। ১৮৪৯। ১৩ জুন।	৪৯৯
৮৫।	গঙ্গা শাহু। আ—ভুকিম মিশ্র। রে। ১৮৪২ ২৩ মার্চ।	২০১
৮৬।	গজপত রায়। আ—দিগম্বর সহায়। রে। ১৮৪৮। ১৭ জুন।...	৮১৬
৮৭।	গণেশ দত্ত। আ—রামদয়াল সিংহ। রে। ১৮৪৭। ৭ সেপ্টেম্বর।	৬৮৮
৮৮।	গদাধরপ্রসাদ। আ—মহারাজা তেজচাঁদ। রে। ১৮২৭। ৭ ডিসেম্বর। ... ২৬১।	৩০৯
৮৯।	গবর্ণমেণ্ট। আ—সেখ ফকিরউল্লা। বে। ১৮৩৭। ২০ জুন। .. . . ৬২৩।	৬২৪
৯০।	গবর্ণমেণ্টের উকীল। আ—রাজেশ্বরী দেবী। বে। ১৮১৫। ৩০ আগষ্ট। ... ৫৮। ১৯৫।	১৯৯
৯১।	গবর্ণমেণ্টের উকীল ও মীর আসরফআলী ও হাফিজউল্লা। আ—মসম্মাৎ কিশোরী। বে। ১৮১৫। ২৫ নবেম্বর। .. ... ১০৬।	৮২০
৯২।	গবর্ণমেণ্টের উকীল ও রামলোচন ঘোষ ওগয়রহ। আ—বাণেশ্বর নাগ। রে। ১৮১৬। ৩০ ডিসেম্বর।	৭৭৭
৯৩।	গবর্ণমেণ্ট ও প্রাণকৃষ্ণ আইচ ও কৃষ্ণমঙ্গল আইচ। আ—মসম্মাৎ রাজকুমারী ওগয়রহ। রে। ১৮১৭। ৬ মে।	৬৬
৯৪।	গাব্রিএল আবিএটিক টের স্টিফানুস। আ—গাসপর মালকম গাসপর। রে। ১৮৪১। ৩০ নবেম্বর।	৬১১
৯৫।	গাসপর মালকম গাসপর। আ—এডমণ্ড কেণ্ট হিউম। বে। ১৮৪১। ৩০ নবেম্বর। ...	৫২৪
৯৬।	গিরিধারী লাল। আ—মসম্মাৎ কাদিরা ওরফে বিবি ইসমৎ। রে। ১৮৩৭। ২৪ জুন। ...	৪৭৩
৯৭।	গুরুচরণ পরামাণিক ও সাধুচরণ পরামাণিক। আ—উদয়নারায়ণ মণ্ডল। বে। ১৮৪০। ২৮ জানুআরি।	৬৮৯
৯৮।	গুরুপ্রসাদ পোদ্দার। আ—কমলাকান্ত বসু। রে। ১৮৩৬। ৫ ফেব্রুআরি। ... ২০০।	৫৫১
৯৯।	গুরুপ্রসাদ বসু। আ—বিষ্ণুচরণ হেবা। বে। ১৮১১। ৩১ জুলাই।	৬২০
১০০।	গোকুলচন্দ্র গুহ। আ—রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল। বে। ১৮৩১। ৫ ডিসেম্বর। ..	১০১
১০১।	গোকুলপ্রসাদ। আ—সংসারীমল। রে। ১৮২৭। ১৩ নবেম্বর। ... ... ৩০৮।	৬১৫
১০২।	গোপালকৃষ্ণের পুত্র গৌরচন্দ্র। আ—হুলাসী শা। রে। ১৮৪৮। ২৭ আপ্রিল।... ...	৬০৯
১০৩।	গোপালদাস। আ—শঙ্করপুরী। বে। ১৮০৭। ২৯ জুন।	৬০৮
১০৪।	গোপাললাল। আ—রাজা তরলনারায়ণ সিংহ। রে। ১৮২৬। ২৫ সেপ্টেম্বর।	৫৬০

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
১০৫।	গোপাললালওগয়রহ। আ—মহারাজা পীতাম্বর সিংহ। বে। ১৮২০। ২৮ নবেম্বর। ...	৫৭২
১০৬।	গোপালসহায়ের পিতা নওয়াব রায। আ—ভগবতী কুমার ও কুলবন্ত সিংহের বিধবা ও ব্রজ সিংহ এবং অন্যেরা। রে। ১৮৩৮। ৩০ জানুআরি।	১২৭
১০৭।	গোপীচরণ বড়াল। আ—মসম্মাৎ লক্ষ্মীশ্বরী দেবী ও রাও রাম সিংহ। বে। ১৮২১। ৫ জুন।	৬১২
১০৮।	গোপীনাথ কুণ্ড ও ভারত কুণ্ড। আ—লক্ষ্মণ বকশী ওগয়রহ। বে। ১৮৪৪। ২২ আগষ্ট।	৬৫১
১০৯।	গোপীনাথ রায় ও রঘুদেব। আ—রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার। বে। ১৮০৮। ৫ ফেব্রুআরি।	৬২৪
১১০।	গোপীমোহন ঠাকুর ও লাড়লিমোহন ঠাকুর। আ—রামতনু বসু। বে। ১৮১২। ৩০ জুন।	৫৫৮
১১১।	গোবর্দ্ধনদাস। আ—এয়াকিবআলী। রে। ১৮২৭। ৫ সেপ্টেম্বর।	৫৫৬
১১২।	গোবিন্দচাঁদ। আ—নন্দানন্দ সিংহ। বে। ১৮১৯। ১০ আগষ্ট।	৬৮৮
১১৩।	গোবিন্দ মিশ্র ও ঈশ্বরী দত্ত পাউড়ি। আ—সীতারাম উপাধ্যায়। রে। ১৮৪৮। ১১ মার্চ।	৬২৩
১১৪।	গোরক্ষপুরের কালেক্টর। আ—মহারাজা ছত্রধারী সাহি। বে। ১৮৪২। ৭ ফেব্রুআরি।	৪৪২
১১৫।	গোরক্ষপুরের কালেক্টর। আ—তুরন্ত গির ও শ্রদ্ধা গির। বে। ১৮২৪। ১৭ মে। ..	৮২০
১১৬।	গোলাম আনবিয়া খাঁ। আ—মচিলাল। রে। ১৮২০। ৬ জানুআরি।	৬০৮
১১৭।	গোলাম আহমদ খাঁ। আ—মনোহর দাস। বে। ১৮০৯। ২৯ নবেম্বর।	৫৫৬
১১৮।	গোলামহসন আলী। আ—জৈনাব বিবি। রে। ১৮০১। ২০ জুলাই। ... ৩০৯।	৬১৯
১১৯।	গোলোকনাথ রায় ও কালীপ্রসাদ রায়। আ—মিরবাজ। বে। ১৮১২। ১৭ মার্চ।	৫৬৩
১২০।	গোলোকনাথ রায় চৌধুরী। আ—ভৈরবনাথ চৌধুরী। রে। ১৮৪২। ২৯ মার্চ। ..	৬২২
১২১।	গৌরকিশোর আচার্য্য। আ—শিবরকশ সিংহ। বে। ১৮১৩। ১৯ মে।	৫১১
১২২।	গৌরকিশোর দত্ত। আ—কৃষ্ণকিঙ্কর সরকার। রে। ১৮৪৭। ২৭ মে।	৩১৬
১২৩।	গৌরচন্দ্র পাল ওগয়রহ। আ—খাজা আলীম উল্লা। রে। ১৮৪২। ২৫ আগষ্ট। ...	৬২৩
১২৪।	গৌরচন্দ্র পোদ্দার। আ—চন্দ্রকলা। রে। ১৮৪৪। ৮ ফেব্রুআরি।	৬০৬
১২৫।	গৌরসরদার। আ—গোপীদত্ত। রে। ১৮১৮। ৩০ নবেম্বর।	৬০৫
১২৬।	গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও সাহেবরাম দাস। আ—কালীপ্রসাদ চৌধুরী ও জয়কৃষ্ণ চৌধুরী। বে। ১৮৩৬। ৫ ফেব্রুআরি।	৩৫৩
১২৭।	গৌরীশঙ্কর। আ—বৈজনাথ। বে। ১৮০৭। ১৮ ডিসেম্বর।	৩০৭
১২৮।	চতুর্ভুজ রামানুজ দাস। আ—মহন্ত হরনারায়ণ দাস ও হরবংশ সহায় ও রঘুবংশ সহায়। বে। ১৮৪১। ১৩ ফেব্রুআরি।	৬১৮
১২৯।	চন্দন কুমারী। আ—শিব রতন সিংহ ওগয়রহ। বে। ১৮২৩। ২২ ডিসেম্বর। ..	২৭৯
১৩০।	চব্বিশপরগনার নিমকের এজেন্ট। আ—চন্দ্রশেখর রায় ও রামচন্দ্র রায় ও বিশ্বনাথ দাস ও কালিদাস রায়। বে। ১৮৪০। ২৭ জানুআরি।	৬১৭
১৩১।	চব্বিশপরগনার নিমকের এজেন্ট। আ—মৌলবী গোলাম যাহিয়া ও বিশ্বনাথ দে। রে। ১৮৩৭। ২৭ ফেব্রুআরি।	৬১৭
১৩২।	চাটিগাঁর কালেক্টর। আ—মসম্মাৎ মল্লকা বানু। বে। ১৮৪১। ২ ফেব্রুআরি। ৫৯২।	৬২২
১৩৩।	চিন্তামন অবস্থি। আ—রামকুমার ওগয়রহ। বে। ১৮৪৪। ১৭ জুলাই।	৬০৯
১৩৪।	চৈতন্য চৌধুরী। আ—বীরসিংহ মাতুন। বে। ১৮২৭। ২১ আগষ্ট।	৬১৬
১৩৫।	চৌধুরী ইনায়ৎ উল্লা। আ—আলেকজাণ্ডর কোম্পানি। রে। ১৮৩৪। ২০ জানুআরি।	২৫৭
১৩৬।	ছিদাম মণ্ডল। আ—বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত। রে। ১৮৪৬। ২৫ নবেম্বর।	৪৯১
১৩৭।	ছিদিলাল। আ—বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ। রে। ১৮৪১। ৬ অক্টোবর।	৬২২
১৩৮।	ছিদি সিংহ। আ—হনুমান সিংহ ও গুরুদয়াল সিংহ। বে। ১৮৪৭। ১২ আগষ্ট। ..	১১৭
১৩৯।	ছোটিলাল। আ—প্রভুনাবায়ণ। বে। ১৮০৯। ২৭ নবেম্বর।	৫৫৮
১৪০।	জওয়াহির সিংহ। আ—চন্দ্রনারায়ণ রায় ও রাধামাধব ঘোষ। রে। ১৮২১। ২৬ মার্চ।	৫৮১
১৪১।	জগচ্চন্দ্র সেন ও শারদাপ্রসাদ সেন। আ—রকশবানন্দ ওগয়রহ। রে। ১৮১৪। ১২ সেপ্টেম্বর। ... ... ৫৫৯।	৬৩৫
১৪২।	জগৎরাম। আ—ইনায়ৎউল্লা। রে। ১৮০৭। ২৪ জুলাই।	৬০৮

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
১৪৩।	জগন্নাথপ্রসাদ সরকার। আ—রাধানাথ সরকার ওগয়রহ। রে। ১৮১৮। ১৬ নবেম্বর।	৭১৫
১৪৪।	জগন্নাথ সিংহ ও প্রেম সিংহ। আ—সায়দ আবদুল্লা। রে। ১৮৪২। ৩ মে।	৬২৩
১৪৫।	জগমোহন মল্লিক। আ—ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য। রে। ১৮৪৮। ৮ মার্চ।	৬৩৬
১৪৬।	জগমোহন সেন। আ—সায়দ উদ্দীন খাঁ। রে। ১৮৪৮। ১১ মার্চ।	৪১৭
১৪৭।	জগরাজ শাহু। আ—রামুশাহু ও রসিকদাস। রে। ১৮০৫। ১২ সেপ্টেম্বর। ...	৬০৮। ৬০৯
১৪৮।	জগুদাস। আ—হেমনারায়ণ সিংহ। রে। ১৮৪০। ২ ডিসেম্বর।	২৬৪। ৫৫৭
১৪৯।	জনমেজয় বাঁড়ুয্যা। আ—সোণামণি দাসী। রে। ১৮৪৭। ২৬ জুন।	২৫৮
১৫০।	জবা চৌধুরী। আ—প্রতাপনারায়ণ সিংহ। রে। ১৮৪৮। ৬ জানুআরি।	৪৫৪
১৫১।	জমীরুদ্দীন ও মসম্মাৎ জৈনব বানু। আ—রামমোহন মল্লিক। রে। ১৮২১। ১৯ সেপ্টেম্বর ... ... ৭০।	৫৭৪
১৫২।	জয়নারায়ণ মুখুয্যা। আ—বলরাম রায়। রে। ১৮২৫। ১৫ জুলাই।	৬০৮
১৫৩।	জয়ন্তীরাম মিশ্র ও রামরত্ন মিশ্র ও শিবদীন মিশ্র ও কাশীনাথ মিশ্র। আ—রাজা মহীপাল সিংহ ও বাবু ফতে বাহাদুর সিংহ। রে। ১৮১৯। ৮ নবেম্বর।	৬১৬
১৫৪।	জয়শঙ্করচাঁদ। আ—জমীরুদ্দীন ও মহম্মদ বেজা। রে। ১৮৪৭। ১ সেপ্টেম্বর। ...	৫৬৮
১৫৫।	জরাওর সিংহ ও অজের সিংহ ও সুফল সিংহ। আ—জোর সিংহ ও দেশী সিংহ ও কর্ত্তা সিংহ। রে। ১৮২৫। ২১ জুলাই। ...	১২৯
১৫৬।	জান আটকিনসন সাহেব। আ—জি এবান্স সাহেব। রে। ১৮৩৬। ৩০ জুন।	৩১০
১৫৭।	জান বক্লি সাহেব। আ—রামসুন্দর ঘোষ। রে। ১৮১০। ১৭ নবেম্বর।	৫৪৮। ৬৭৭
১৫৮।	জিতনদাস। আ—লালকুদু প্রতাপ সিংহ। রে। ১৮২১। ১৮ জুন।	৫৫১
১৫৯।	জিলা চাটিগাঁর কালেক্টর। আ—কৃষ্ণকিশোর। রে। ১৮৩৩। ৩০ সেপ্টেম্বর। ...	৭৭৪
১৬০।	জিলা হুগলীর এজেন্টেরা। আ—কৃষ্ণানন্দ দত্তী। রে। ১৮৪৮। ২৮ মার্চ।	৫৯৩
১৬১।	জীবন সরাফ। আ—রাবর্ট বেনফিল্ড পেন। রে। ১৮৩০। ৬ জানুআরি। ...	৬০৬। ৬১৭
১৬২।	জে এচ হিঞ্চ। আ—সি সনিঙ্গসেন। রে। ১৮১২। ২০ জুন।	৬০৫
১৬৩।	জে কায়রোস। আ—খুদিজা সুলতান বেগম। রে। ১৮০৭। ২০ জুলাই।	৫৫৮। ৬১২
১৬৪।	জেম্‌স মবিস সাহেব। আ—জান কলিস সাহেব। রে। ১৮২১। ২৬ নবেম্বর।	৬০৫
১৬৫।	জোয়ানা ফর্নাণ্ডেস। আ—ডোমিঙ্গ ডিসিলবা ও আণ্টনি লিবরা। রে। ১৮১৭। ১২ ফেব্রুআরি। ... ৩০৪। ৫৯৩। ৫৯৪। ৫৯৫।	৬২৩
১৬৬।	টি হু সাহেব। আ—পিটর মাবক্সিস সাহেব। রে। ১৮২৭। ১০ জুলাই।	৫৯৫। ৬১৬
১৬৭।	ঠাকুর শিবনাথ শাহী দেবের বিধবা ঠাকুরাণী মসম্মাৎ রূপনাথ কুঙার। আ—মহারাজা জগন্নাথ শাহী দেব। রে। ১৮৩৬। ৩ ডিসেম্বর।	৬২০
১৬৮।	ডিমুজা সাহেব। আ—লেপ্টেনেণ্ট বটন সাহেব। রে। ১৮২৭। ২১ ফেব্রুআরি।	৫
১৬৯।	ডুরাণ্ড সাহেব। আ—জুলিয়ান বয়লার্ড সাহেব। রে। ১৮৩২। ১৫ ফেব্রুআরি।	৫৯৪
১৭০।	ডেবিড মল্লিক ফেবিড়ন বেগলাব। আ—নজলুম বিবিহইতে কারাপিট সারকিসের কন্যা বিবি ডাসকুব ওযানিস কাচিক। রে। ১৮৪২। ২৮ জানুআরি।	৫৯৪। ৫৯৫
১৭১।	ডোমন সিংহ। আ—অসুব খাঁ চৌধুরী। রে। ১৮৪১। ৩ জুলাই।	২১৪। ২৯১
১৭২।	ঢাকাব কালেক্টব। আ—জি লাম সাহেব। রে। ১৮৪৮। ৯ মার্চ।	৬৪১। ৮২১
১৭৩।	তবীব শা। আ—বদরউদ্দীন। রে। ১৮২২। ১৪ জুলাই।	২০৩। ৬৭০। ৭৮২
১৭৪।	তহফা দেবী। আ—পৃথ্বীচাঁদ রায়। রে। ১৮২২। ২০ জানুআরি।	৩০৭
১৭৫।	তারাচাঁদ দেশমুখ। আ—রমণী দাসী। রে। ১৮৪৭। ১৪ জুন।	২৫৯
১৭৬।	তারাচাঁদ ভট্টাচার্য্য। আ—রামজী দত্ত। রে। ১৮৪৫। ১৯ আপ্রিল।	৩০৭। ৭৪৫
১৭৭।	তারামণি চৌধুরাণী। আ—গৌরকিশোর নাগ। রে। ১৮৪৭। ১০ জুন।	৪৬৬
১৭৮।	তিতু রাম হালদার। আ—আসরফ খাঁর বিধবা পানু। রে। ১৮৪১। ১৭ জুন। ...	৬২২
১৭৯।	তীকু মেহতুন। আ—তুলসী সিংহ। রে। ১৮৪৮। ১৯ ফেব্রুআরি।	৬২৩
১৮০।	তেজচাঁদ। আ—জগমোহন রায়। রে। ১৮০৮। ১৬ সেপ্টেম্বর।	২৭৯। ৬১২

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
১৮১।	থুতিমজা ও ধরাদবজা। আ—বাবু কীর্ত্তি সিংহ। রে। ১৮৩৫। ১৯ ফেব্রুআরি।	২৭৭
১৮২।	দয়াল সিংহ। আ—বক্তাওর পাঁড়ে। রে। ১৮৪৭। ১৩ জুলাই।	৩১০
১৮৩।	দলজিৎ সিংহ। আ—শিব মনুক সিংহ। বে। ১৮০২। ৭ সেপ্টেম্বর। ... ... ৩০৪।	৩০৮
১৮৪।	দিনাজপুরের কালেক্টর ও কৃষ্ণকান্ত রায়। আ—গৌরচাঁদ শর্ম্মা। বে। ১৮০৭। ২৩ জানুআরি।	৮২১
১৮৫।	দুর্গা দত্ত। আ—দুর্গগোপাল সিংহ। বে। ১৮৪২ ২৪ মার্চ।	৩৩৬
১৮৬।	দুর্গাদাস রায়ের সং সাবাধ্যক্ষ ভৈরবচন্দ্র বসু। আ—জোসেফ তামস। বে। ১৮৩৬। ৪ আগষ্ট।	৬২১
১৮৭।	দুর্গাপ্রসাদ বসু। আ—চব্বিশ পরগনার কালেক্টর সাহেব। বে। ১৮০৬। ১৮ আগষ্ট ..	৬৬
১৮৮।	দেওয়ান রামনাথ সিংহ। আ—ঠাকুরদাস। রে। ১৮৪৬। ৩ আপ্রিল।	৫৫০
১৮৯।	দেবনাথ মজুমদার। আ—কৃষ্ণপ্রসাদ গুঁই। বে। ১৮২৩। ১৪ জানুআরি।	২৭৮
১৯০।	দেবীপ্রসাদ। আ—মাধব পাঠক ও মসম্মাৎ সূর্য্য। রে। ১৮৪৮। ৪ আপ্রিল। ...	৭৭৭
১৯১।	দেবীপ্রসাদ সেন। আ—ইন্দ্রজিৎ সেন ও শ্যামচাঁদ সেন ও শম্ভুচাঁদ সেন। বে। ১৮০৯। ১৯ মে।	৬৭৭
১৯২।	দ্বারকা দাস ও মতিচাঁদ। আ—রাজা ঝুলাল। রে। ১৮১০। ২০ আগষ্ট।	৫৮
১৯৩।	ধনঞ্জয় শা ও জয় শা। আ—হাসকালী মিত্র। রে। ১৮৪২। ২ জুন।	৫৪৯
১৯৪।	ধর্ম্মনারায়ণ ঘোষ ও তিলকচাঁদ ঘোষ। আ—লাডলিমোহন ঠাকুর ও গোপীমোহন ঠাকুর। রে। ১৮৩০। ৩০ আগষ্ট। .. .	৬৫২
১৯৫।	নওয়াব সায়েদ মহম্মদ আলী খাঁ। আ—নিগাবাবা বেগম ও নওয়াব সায়েদ মহম্মদ বেজা খাঁ ও নওয়াব সায়েদ মহম্মদ হুসেন খাঁ। বে। ১৮৪০। ১৮ জুন।	৭৮৩
১৯৬।	নন্দ সিংহ। আ—মীর জাফির শা। বে। ১৭২৪। ১০ আপ্রিল।	২৭৮
১৯৭।	নন্দকুমার পোদ্দার। আ—রাবিন্‌সন সাহেব। বে। ১৮৪১। ২ জুলাই।	৬৬
১৯৮।	নন্দরাম। আ—কাশী পাঁড়ে। বে। ১৮২৫। ৩০ জুন।	৬৭০। ৭৮২
১৯৯।	নবকিশোর বাঁড়ুয্যা। আ—হয়দরবক্স। রে। ১৮১৪। ৩০ আগষ্ট।	২০৮
২০০।	নবকুমার চৌধুরী। আ—কমলকৃষ্ণ শা। রে। ১৮৪১। ২৮ আপ্রিল।	৫৭২
২০১।	নবকুমার চৌধুরী। আ—হরচন্দ্র নাথ। রে। ১৮৪৭। ১৭ জুলাই।	৪৬৯
২০২।	নবকুমার চৌধুরী ও রামকুমার চৌধুরী। আ—জয়দেব নন্দী। বে। ১৮১৭। ১৪ আগষ্ট।	৭৭৬
২০৩।	নবকৃষ্ণ সেন। আ—কৃষ্ণমোহন সেন। রে। ১৮০৬। ১ সেপ্টেম্বর। ... ... ২৭৮।	৭৬২
২০৪।	নবীনকৃষ্ণ হালদার। আ—বিশ্বম্ভর শীল। রে। ১৮৩৭। ২৩ সেপ্টেম্বর।...	৭০
২০৫।	নরূপ নায়ক এবং অন্য ব্যক্তি। আ—ডোরিন্ড ক্লার্ক সাহেব। বে। ১৮২৩। ২৪ জুলাই। ...	৬০৯
২০৬।	নাদরউন্নিসা চৌধুরাণী। আ—প্রাণকুমার ব্রাহ্মণী। বে। ১৮৪৫। ১৬ মে।	৬৮৮
২০৭।	নিত্যানন্দ উপাধ্যায়। আ—লোকরমণ উপাধ্যায় ও গিরিজানন্দ উপাধ্যায় ও বীরভদ্র উপাধ্যায় ও ঈশ্বরীদত্ত উপাধ্যায়। বে। ১৮৩৪। ২২ ফেব্রুআরি। ... ... ১২৭।	৬৬৯
২০৮।	নীক সিংহ ও আলবক সিংহ। আ—অনুপম দাস ও গোবর্দ্ধন দাস। রে। ১৮১৫। ২২ মে।	৫৮০
২০৯।	নীলকান্ত ঘোষ ও শ্রীকান্ত ঘোষ। আ—শশিমণি দাসী। বে। ১৮১৯। ৯ আপ্রিল। ...	১৯৪
২১০।	নীলু মল্ল। আ—আনন্দচন্দ্র নাগ। বে। ১৮৪৮। ২৩ মে।	৪৮৮
২১১।	নোএল সাহেব। আ—মতিরাম। বে। ১৮০৫। ১৫ জুলাই।	৬০৮
২১২।	পদ্মচরণ মহাপাত্র ও রাসবেহারী ও জয়গোবিন্দ ও জগন্নাথ বিদ্যাধর। আ—রামলাল পাঁড়ে ও রামকুমার রায় ও চৈতন্যচরণ মিত্র। রে। ১৮১৬।১৯ নবেম্বর।	৫৭৪
২১৩।	পদ্মনাথ রায়। আ—রাণী জগদীশ্বরী। বে। ১৮০৬। ২ মে। ... ... ২৭৮। ৬০৬।	৬১৩
২১৪।	পদ্মলোচন দাস। আ—এসথর গেরিনিএর। বে। ১৮৪১। ২৫ আগষ্ট।	৭৩৭
২১৫।	পরমানন্দ মুখুয্যা। আ—ঠাকুরদাস ঘোষ ও গোপাল ঘোষ ও হংসেশ্বর ঘোষ ও দাসী বেওয়া। রে। ১৮৪৭। ৯ জুন।	৫৯২
২১৬।	পরশুনাথ চৌধুরী। আ—লালা বেহারীলাল। রে। ১৮৩৪। ২৮ ফেব্রুআরি। ৫৫২। ৫৭০। ৫৭৩। ৫৭৪।	৭৭৬
২১৭।	পরিক্ষিত সরকার ওগয়রহ। আ—পরমানন্দ রায় ওগয়রহ। রে। ১৮৪৭। ১৫ জুলাই।	৪৭৯

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
২১৮।	পদ্মনারায়ণ ও মোহনলাল ও শোহনলাল। আ—মসম্মাৎ সিলফুল। রে। ১৮২১। ৫ নবেম্বর।	২৯১
২১৯।	পাটনার কমর্স্যাল রেসিডেণ্ট সাহেব। আ—আদিত্য সিংহ ও শিবপ্রসাদ সিংহ। রে। ১৮০৫। ২৯ আপ্রিল।	৬১০
২২০।	পাদরি এচ লেপর্ড। আ—একনাথচন্দ্র পামিওটি। রে। ১৮৪৮। ৫ ফেব্রুআরি। ...	৬২১
২২১।	পীতাম্বর ঘোষ। আ—গরীবুল্লা। রে। ১৮০৬। ৩ অক্টোবর। ... ... ৭০। ৭১।	৫৬৩
২২২।	পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য। আ—রামজী বাঁড়ুয্যা। রে। ১৮০৭। ৩ জুলাই।	৭১
২২৩।	পূরণমল ও শালু শাহু। আ—খেদু শাহু ও রাজা হিতনারায়ণ। রে। ১৮৪৬। ২৮ নবেম্বর।	৬৭
২২৪।	পৃথ্বী সিংহ। আ—বিশ্বম্ভর শাহি ওগয়রহ। রে। ১৮২৪। ২৯ জানুআরি।	৫৬০
২২৫।	প্রতাপ সিংহ ডগার। আ—আনন্দরাম জানি। রে। ১৮৩৭। ২৭ আপ্রিল।	৩০৮
২২৬।	প্রভু রায। আ—ভিখন রায়। রে। ১৮৪৮। ২২ আপ্রিল।	৬১৮
২২৭।	প্রাণকৃষ্ণ গুপ্ত। আ—রাজকিশোর দেব। রে। ১৮৪৭। ২৪ জুন।	৬৪১
২২৮।	প্রাণকৃষ্ণ নেউগী ও বাসমণি। আ—সদরউদ্দীন চৌধুরী ও সরজুন্নিসা ওগয়রহ। রে। ১৮৩৩। ৯ সেপ্টেম্বর। .. ... ২০৩। ২০৪।	৭৭৬
২২৯।	প্রাণনাথ চৌধুরী। আ—যশোহরের কালেক্টর সাহেব। রে। ১৮৩৩। ১০ জানুআরি।	৬১৭
২৩০।	প্রাণনাথ চৌধুরী ওগয়রহ। আ—রাজা বরদাকণ্ঠ রায়। রে। ১৮৪২। ১৬ জুন।	১৯৭
২৩১।	প্রাণনাথ দাস। আ—কালীশঙ্কর ঘোষাল। রে। ১৮০১। ২৯ আগষ্ট। ... .. ১৯৮।	৬১১
২৩২।	প্রাণনাথ রায় ও শঙ্করী দাসী। আ—রাজা গোবিন্দচন্দ্র রায়। রে। ১৮৩০। ১৪ জুন।	৫৭১
২৩৩।	ফকিরউদ্দীন মহম্মদ। আ—ভগবতী দাসী। রে। ১৮৪৭। ১ সেপ্টেম্বর।	৭৭৭
২৩৪।	ফকিরচাঁদ মিত্র। আ—হিন্দুস্ ওয়াইট কোম্পানি। রে। ১৮৪৪। ২০ জানুআরি। ...	৫১৭। ৫২৫
২৩৫।	ফকিরচাঁদ সেন। আ—প্রাণকৃষ্ণ হালদার ও শ্রীনাথ বাবু। রে। ১৮৩৬। ২০ জুলাই। ...	৭৮২
২৩৬।	ফতেইয়াব খাঁ। আ—খাজাআবু মহম্মদ খাঁ। রে। ১৮২৬। ১৭ আপ্রিল।	৬৩। ৩০৩
২৩৭।	ফত্তে সিংহ। আ—বিক্রমাজিত সিংহ। রে। ১৮৪২। ৯ মার্চ।	৫৭৪
২৩৮।	ফিলিকস লোপেস। আ—চৌধুরী ভীম সিংহ। রে। ১৮৪১। ১১ সেপ্টেম্বর।	২০৫। ৫৬০
২৩৯।	ফ্রেজি ডগলস কোং ও খরকচাঁদ দোকড়। আ—মহেশরাম চৌধুরী। রে। ১৮২৯। ১৮ জানুআরি।	৬১৫
২৪০।	ফ্রান্সিস বোটেলো সাহেব। আ—পাদরি লাক্রো সাহেব ও গ্রেগরি হরক্রটস সাহেব। রে। ১৮৪৩। ২ ডিসেম্বর।	৫৯৫
২৪১।	ফ্রান্সিস রুস সাহেব। আ—আলেগজাণ্ডর হেগ সাহেব। রে। ১৮১৩। ২৬ জুন। ...	৫০৩
২৪২।	বংশীধর নন্দী। আ—মির্জা মহম্মদ সরিফ। রে। ১৮১৮। ১৫ সেপ্টেম্বর।	৬০১
২৪৩।	বক্তাওর সিংহের উত্তরাধিকারিরা লোহাওনলাল ও মহেন্দ্রনারায়ণ। আ—অজের রায়। রে। ১৮২০। ২৬ জুলাই।	২৮৯
২৪৪।	বখরাম সিংহ। আ—শিবসহায় সিংহ। রে। ১৮৪১। ২৮ ডিসেম্বর।	৫৫৪
২৪৫।	বরকতউন্নিসা বেগম। আ—সায়দ আহমদ হুসেন। রে। ১৮৪০। ১২ নবেম্বর। ...	৬৭
২৪৬।	বলদেব সরকার। আ—রাজা নরনারায়ণ রায়। রে। ১৮১৫। ৪ মার্চ।	৩০৪
২৪৭।	বলনাথ শাহু ও গোপীনাথ শাহু। আ—রাজা বদনমোহন সিংহ। রে। ১৮২০। ৭ আগষ্ট।	৫৪৯
২৪৮।	বলরাজ রায়। আ—প্রতাপ রায়। রে। ১৮১২। ১৭ মার্চ। ... .. ২০৫। ২৫৯।	৫৫৮
২৪৯।	বল্লুযার নিমকের এজেণ্ট। আ—চন্দ্রমণি ও জগদীশ মুখুয্যা। রে। ১৮৪৪। ২৪ মে। ...	২৫৮
২৫০।	বাকরগঞ্জের কালেকটর। আ—ইন্দ্রমণি চৌধুরাণী। রে। ১৮৪৮। ৯ মার্চ।	৮২১
২৫১।	বাজপেয়ী রাজা গঙ্গেশচন্দ্র। আ—সরূপচন্দ্র সরকার। রে। ১৮৪৩। ২৯ আগষ্ট। ১৪১।	১৮৯
২৫২।	বাবু অদ্বৈতনারায়ণ সিংহ। আ—জগমোহন দাস ও মনসুবর্ম্ম দাস। রে। ১৮৪৪। ৮ জানুআরি।	২২৪
২৫৩।	বাবু জানকীপ্রসাদ। আ—মহারাজা উদ্বন্তনারায়ণ সিংহ। রে। ১৮২৩। ১৯ ডিসেম্বর।	৫৫৬
২৫৪।	বাবু দেবকীনন্দন সিংহ। আ—জবরাজ রায়। রে। ১৮০৮। ১৯ ফেব্রুআরি।	৩০৮
২৫৫।	বাবু ব্রজনারায়ণ সিংহ। আ—রাজা টেকনারায়ণ সিংহ। রে। ১৮৩৬। ২৯ সেপ্টেম্বর।	৬১০
২৫৬।	বাবু মতিচাঁদ। আ—মুফ্তী আবদুল্লা ওগয়রহ। রে। ১৮২৩। ২৩ আগষ্ট।	৫৫১
২৫৭।	বাবু যদুনাথ। আ—প্রাণকৃষ্ণ হালদারের উকীল দ্বারকানাথ ঠাকুর। রে। ১৮৩৯। ১৬ মার্চ।	৬১১

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
২৫৮।	বাবু রাম ঘোষ। আ—কালীপ্রসাদ ঘোষ ও দেবনাথ ঘোষ। রে। ১৮২৫। ৯ ফেব্রুআরি।	৫৮০
২৫৯।	বাবু রামচাঁদ। আ—গোবিন্দ দাস। রে। ১৮২১। ১৯ নবেম্বর।	৫৫৫
২৬০।	বাবু রামদাস। আ—রাজা বণবাহাদুর শাহী ও বাবু কোলাহল সিংহ ও বাবু জয়লাল সিংহ। রে। ১৮২৫। ২৭ জানুআরি।	৭২০
২৬১।	বাবু শিবদাসনারায়ণ। আ—কনবলহাসকুঁয়ার গুণাযহহ। রে। ১৮২৩। ৫ জুলাই। ...	৭৮১
২৬২।	রামনদাস মুখোপাধ্যায়। আ—রাধানাথ মুখোপাধ্যায়। রে। ১৮৩২। ১৮ আপ্রিল।	৩৫৩
২৬৩।	বারাণসের কালেক্টর। আ—শিবনারায়ণ সিংহ ও ভুমণ সিংহ। রে। ১৮১৮। ২৫ সেপ্টেম্বর।	৬৬
২৬৪।	বারাণসের কালেক্টর ও ব্রজবল্লভ দাস ও খাঁ দাস। আ—কোষা গিব ও রাজ গির। রে। ১৮২১। ৪ আপ্রিল।	৮২০
২৬৫।	বার্কাতুন্নিসা বেগম ও নূরউলহসন খাঁ। আ—পাটনার কমর্স্যাল রেসিডেন্ট। রে। ১৮৩১। ১৯ আপ্রিল।	৫৪৮
২৬৬।	বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী। আ—মহারাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদ ও শিবশঙ্কর মুখুয্যা। রে। ১৮৪৪। ২৭ মার্চ।	১১৪
২৬৭।	বিবি জগন্। আ—হাকর আলী। রে। ১৮০৪। ৭ মে। ... ... ৫৫৯।	৫৬১
২৬৮।	বিবি পঙ্কমকুমারী। আ—মহারাজা গুরুনারায়ণ দেব। রে। ১৮৩৭। ২২ ফেব্রুআরি। ...	৬১০
২৬৯।	বিবি মরিয়ম হিউম তাঁহার মরণের পর এডমণ্ড কেন্ট হিউম। আ—ক্যাবাপিট আর্চবিশপ ও ডাক্তর জেকব। রে। ১৮৩৫। ২৬ আগষ্ট।	২৭৯
২৭০।	বিশ্বনাথ মিত্র ও শম্ভুচরণ মিত্র ও চণ্ডীচরণ। আ—কুমারখালির কমর্স্যল রেসিডেন্ট সাহেব। রে। ১৮১৬। ১১ জুলাই। ...	৬১১
২৭১।	বিশ্বম্ভর আঢ্য। আ—কালীম উদ্দীন ও খুস হাল মহম্মদ সাকদার। রে। ১৮৩১। ১৭ জানুআরি। ... ... ৫৫২।	৫৭৩
২৭২।	বিষ্ণুচরণ সিংহ। আ—দিগম্বরী দাসী। রে। ১৮৪১। ১৪ জানুআরি।	৫৮
২৭৩।	বিষ্ণুনাথ বিশ্বাস ও শম্ভুনাথ বিশ্বাস ও কাশীনাথ বিশ্বাস ও চণ্ডীনাথ বিশ্বাস। আ—মহারাজা গিরীশচন্দ্র দেব ও রাজা শ্রীশচন্দ্র রায়। রে। ১৮৪২। ২১ আপ্রিল।	৪৭২

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
২৭৪।	বীরেশ্বর দয়াল সিংহ। আ—জগনাথ সিংহ। রে। ১৮৩১। ৭ আপ্রিল।	৩০৭
২৭৫।	বুদ্ধ মেহতন। আ—রাধা বিবি। রে। ১৮৪৭। ২২ সেপ্টেম্বর।	৬৩৫
২৭৬।	বুনিয়াদ সিংহ। আ—গোলামআলী। রে। ১৮২৫। ৩ ডিসেম্বর।	৫৫৬
২৭৭।	বৃন্দাবন বসু। আ—বাবু জওয়াহীর সিংহ। রে। ১৮২৬। ১৩ মার্চ।	২০১
২৭৮।	বেচু উপাধ্যায় ও চিন্তামন উপাধ্যায়। আ—শামহম্মদী ও মসম্মাৎ ফতিমা ও মসম্মাৎ হালিনা। রে। ১৮৪৬। ২ নবেম্বর। ...	৬৩৬
২৭৯।	বেহাবীলাল। আ—মসম্মাৎ ফিকু ও মসম্মাৎ ফমিদা। রে। ১৮০৫। ১৮ ডিসেম্বর। ..	৫৬১
২৮০।	বেহাবীলাল। আ—মসম্মাৎ সুধন। রে। ১৮১৬। ১০ জুলাই।	৫৬৬
২৮১।	বৈজনাথ ঘটক। আ—ফকিরচাঁদ। রে। ১৮৩৬। ১৯ সেপ্টেম্বর। ... ... ৬৪।	৫৫৯
২৮২।	বৈজনাথ শাস্ত্র। আ—ঊজীর সিংহ। রে। ১৮০৬। ১ ডিসেম্বর।	৫৬৭
২৮৩।	বৈজনাথ সিংহ। আ—সাযদ হুসেন খাঁ। রে। ১৮১২। ৩ মার্চ।	১২৯
২৮৪।	বৈজনাথ সেন। আ—গোপীকান্ত রায় ওগরবহ। রে। ১৮৪৭। ১৯ আগষ্ট।	৬৩৫
২৮৫।	বৈদ্যনাথ ঘোষাল ও মহেশচন্দ্র বাঁড়ুয্যা। আ—আলেকজাণ্ডর ডেবরল সাহেব। রে। ১৮৪৪। ২৬ সেপ্টেম্বর।	৭০
২৮৬।	ব্রজনাথ বাবু। আ—রঘুনাথ ওঝা। রে। ১৮৩২। ৩০ আগষ্ট।	৩১০
২৮৭।	ব্রজপাল দাস। আ—অদ্বৈতনারায়ণ সিংহ। রে। ১৮৩২। ১৯ সেপ্টেম্বর।	২০৪
২৮৮।	ব্রজমোহন সেন ও রাজকিশোর সেন। আ—রামনরসিংহ রায়। রে। ১৮২৯। ১৯ মে।	৬১৪
২৮৯।	ব্রজরত্ন দাস। আ—জোয়াকিম গ্রেগরে পগোস। রে। ১৮৪২। ২৪ নবেম্বর। ...	৫৮২। ৫৯৫
২৯০।	ব্রজদেবনারায়ণ সিংহ। আ—হরশঙ্করনারায়ণ সিংহ। রে। ১৮২৯। ১২ ডিসেম্বর। ...	৮২০
২৯১।	ভগীরথ দাস। আ—বিষ্ণুপ্রিয়া বেওয়া। রে। ১৮৪৮। ৮ মার্চ।	২১৩
২৯২।	ভপ্ত সিংহ। আ—ডুণ্ডা সিংহ। রে। ১৮২৪। ৫ আপ্রিল।	১৭১
২৯৩।	ভবানীচরণ মিত্র। আ—জয়কৃষ্ণ মিত্র পরে গোপীমোহন বসু ও গোলোকচন্দ্র সিংহ। রে। ১৮৪৭। ২৪ জুলাই।	৫৭০

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
২৯৪।	ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ওগয়রহ। আ—মসম্মাৎ করুণাময়ী। রে। ১৮১৭। ৭ জুন।... ..	৬৬
২৯৫।	ভবানীবক্স। আ—ক্ষেত সিংহ। রে। ১৮২৩। ২০ জানুআরি।	২০০
২৯৬।	ভবানীসহায়। আ—আচার্য্য লাল। রে। ১৮২৩। ২৫ মার্চ।	৫৭১
২৯৭।	ভোগবাজ ঠাকুর (হরনাথ চৌধুরী গবহাজিব)। আ—ফতে চাবু সাবু। রে। ১৮৪৫। ১৭ ফেব্রুআরি।...	২২৪
২৯৮।	মখন লাল। আ—উজির আলী। রে। ১৮২৫। ১৪ মার্চ।	৫৬০
২৯৯।	মগনিবাম। আ—গোকুলদাস ও মহাবাণ দাস। বে। ১৮২৭। ১১ ডিসেম্বব।	৬০৯
৩০০।	মজফর আলী খাঁ। আ—ফকিবচাঁদ ও শিবকৃষ্ণ ও হবিলাল ও সেখ ওযাল্লী মহম্মদ। বে। ১৮২৫। ২২ মার্চ। ... ...'	৩৫০
৩০১।	মতি বাবু। আ—মোসেস খাচিক আবাকেল। বে। ১৮৩৬। ৬ মে। .. ... ৪৭৩।	৫৫০
৩০২।	মথুরানাথ মল্লিক। আ—মার্স্যাল কলিয়র সাহেব। বে। ১৮৩৯। ৩১ ডিসেম্বব। ...	৩১০
৩০৩।	মদনমোহন বায়। আ—মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুব ও বাজা লোচন বায় ও মাণিকবাম বন্দ্যোপাধ্যায়। রে। ১৮৩২। ৯ জানুআবি।	৫২৫
৩০৪।	মধুসূদন সান্যাল। আ—প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ও মসম্মাৎ গৌরমণি দাসী। বে। ১৮৩৬। ১ মার্চ। .. .. ৫২৫।	৬১১
৩০৫।	মনরূপ বায। আ—বামজী বাঁড়য্যা ও বেণিকান্ত বায। বে। ১৮০৬। ২২ ডিসেম্বব। ...	৭১
৩০৬।	মনসাবাম। আ—ধ্যান সিংহ ও সওয়াই সিংহ ও মহীপাল সিংহ। বে। ১৮২৫। ২১ মার্চ।	২৭৯
৩০৭।	মনিরুদ্দীন। আ—জয়শঙ্কব সান্যাল। বে। ১৮৩২। ২৭ আগষ্ট।	৩১০
৩০৮।	মনিরুদ্দন দারোগা। আ—হবিপ্রসাদ মণ্ডল। রে। ১৮৩৫। ২০ আগষ্ট।	৩১০
৩০৯।	মনোহরলাল। আ—রামনারাযণ ঘোষ। রে। ১৮২১। ১৬ জানুআবি। ... ৭১।	৬১২
৩১০।	মফীজুদ্দীন। আ—রামরতন রায়। রে। ১৮৪০। ৬ জুন।...	২১৯
৩১১।	মল্লিক আহমদ খাঁ। আ—পদ্ম সিংহ ওগয়রহ। রে। ১৮২২। ১১ জুন।	৬১২
৩১২।	মসনদ আলী। আ—খুরসীদ বেনু। রে। ১৮০১। ১৪ আগষ্ট।	২৭৮
৩১৩।	মসম্মাৎ আমত্ত উলহাদী ওগয়রহ। আ—সৈযদ আলীবক্স। রে। ১৮৪৩। ৫ জুন।...	৬২৩
৩১৪।	মসম্মাৎ উমা চৌধুরাণী ও গোপীনাথ রায়। আ—মসম্মাৎ ইন্দ্রমণি চৌধুরাণী ও রাধানাথ রায়। রে। ১৮৪৭। ১৫ জুলাই। ...	২১৭
৩১৫।	মসম্মাৎ ওম্মৎ ও অজুরা বেগম। আ—লুতফুল্লা খাঁ। বে। ১৮৪৭। ৩০ সেপ্টেম্বর। ...	২০৩
৩১৬।	মসম্মাৎ কাশীপ্রিয়া। আ—বলবাম বাবু। রে। ১৮৪৮। ২৩ মার্চ।	৫৫০
৩১৭।	মসম্মাৎ খানম জান। আ—মসম্মাৎ জান বিবি ও সেখ কম্মু ও বহমআলী ও বসীরন ও ওজীহন ও মীসরন। বে। ১৮২৭। ১৩ ফেব্রুআবি।	২৭৯
৩১৮।	মসম্মাৎ ছক্র। আ—মসম্মাৎ জসুসা। রে। ১৮২২। ২৮ মার্চ।	৬১৯
৩১৯।	মসম্মাৎ জযশ্রী কুমার। আ—ভগবন্ত নারাযণ সিংহ। রে। ১৮৪৭। ২৪ নবেম্বর। ...	৬১০
৩২০।	মসম্মাৎ জহুরুন্নিসা খানম। আ—বসিকলাল মিত্র। বে। ১৮৪০। ১৫ আগষ্ট। ...	৬১০
৩২১।	মসম্মাৎ দয়া ঈনাজে দেবী। আ—ভুলুযাব কালেক্টর ওগয়রহ। বে। ১৮৪৬। ৩ আগষ্ট।	৮২০
৩২২।	মসম্মাৎ নন্দকুড় বিবি। আ—ভীর কিশোর মাইতি। রে। ১৮১৯। ৭ মে।	৬২৯
৩২৩।	মসম্মাৎ বিবি ইমামন ও বেলাযৎ হুসেন ও মিরসাদত আলী। আ—মসম্মাৎ বিবি মজু ও দর্পণারায়ণ। রে। ১৮৪৭। ১৪ জুন। ৩০৮।	৬১৮
৩২৪।	মসম্মাৎ মখন। আ—মহন্ত রামপ্রসাদ। রে। ১৮০৮। ১৫ জুলাই।... ২৫৭। ৫৫৫। ৫৬০।	৬০৮
৩২৫।	মসম্মাৎ রব্বীকুড়। আ—জীবৎ রায়। বে। ১৮১৮। ১ আপ্রিল।	৩৫৩
৩২৬।	মসম্মাৎ রামধন দেবী। আ—কদ্রুনারায়ণ চৌধুরী। রে। ১৮৪১। ১০ ফেব্রুআবি। ...	৫৯৩
৩২৭।	মসম্মাৎ বামসোণা। আ—জর্জ চেষ্টর সাহেব। রে। ১৮২২। ২৭ আগষ্ট।	৬১৬
৩২৮।	মসম্মাৎ শীতল ভাও। আ—এমাম খাঁ ও মহম্মদী খাঁ। বে। ১৮১৮। ২৮ ফেব্রুআবি।	৬০৮
৩২৯।	মসম্মাৎ শ্যামাসুন্দরী ও ব্রজকিশোর সেন। আ—মির্জা আহমদ জান। বে। ১৮৪৫। ২৩ জুলাই।	১২৮
৩৩০।	মসম্মাৎ সমসুন্নিসা ও ফজল জৈনাব খাতুন ও নাদব হুসেন। আ—ভনু বিবি। রে। ১৮৩৬। ১ মার্চ।	১২৭

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
৩৩১।	মসম্মাৎ সবফান এবং অন্য জন। আ—সেখ গোলাম মহম্মদ ও মসম্মাৎ পেয়ারী ও মসম্মাত ইমামন। রে। ১৮৪৮। ১৩ মে। ...	৬২৪
৩৩২।	মসম্মাৎ সিদ্ধেশ্বরী দেবী ও গোলোকনারায়ণ রায় ও পল্টন তেওয়ারী। আ—জে পি ওয়াইজ সাহেব। রে। ১৮৪৩। ৩০ নবেম্বর।	৬২২
৩৩৩।	মসম্মাৎ সোগরা খাতুন। আ—আবদুল আলী ও জেবুন্নিসা। রে। ১৮৪৭। ১৬ জুন। ...	১৯৫
৩৩৪।	মসম্মাৎ হকীমন ওগয়রহ। আ—মীর কবির হুসেন। বে। ১৮৪২। ৩ আপ্রিল। ..	৭৮২
৩৩৫।	মহন্ত ওমরাও ভারতী। আ—হিম্মৎ সিংহ। রে। ১৮৩৫। ৩ জুন।	৫৫৯
৩৩৬।	মহন্ত গাঙ্গত গির। আ—রুমকরণ কুমারী ও পুনীত কুমারী ও অশ্বমেধকুমারী ও রাজা আদিত্যনারায়ণ সিংহ। বে। ১৮৩০। ১৪ জুন।	৬০৭
৩৩৭।	মহন্ত তিকম ভারতী। আ—সায়দ ইশান-আলী। রে। ১৮২৭। ১৬ জুলাই। ...	৫৬১
৩৩৮।	মহন্ত মধুসূদন দাস। আ—গোবর্দ্ধন দাস। বে। মহন্ত মধুসূদন দাস। আ—ভবানীশঙ্কর দাস। বে। ১৮৪৭। ১৮ সেপ্টেম্বর। ..	১৯৫
৩৩৯।	মহন্ত বণজিৎ গির। আ—কানাইলাল। বে। ১৮২১। ১১ ফেব্রুআরি। ... ৩০৯।	৫৪৯
৩৪০।	মহন্ত রামপ্রসাদ। আ—মহন্ত ওদানগির। বে। ১৮০৭। ৫ জুন।	৩০৭
৩৪১।	মহম্মদ জান চৌধুরী। আ—রামতনু দাস। রে। ১৮১৫। ২৯ আপ্রিল।	৫৫১। ৫৬৪
৩৪২।	মহম্মদ ফয়াজ। আ—সাজনা বিবি। বে। ১৮৪৭। ১১ আগষ্ট।	২৯১
৩৪৩।	মহম্মদ মথীর খাঁ ও মহম্মদ মঝীর খাঁ। আ—সায়দ আবদুল হাকিম ওগয়রহ। রে। ১৮৩২। ১৪ আগষ্ট।	৫৭৫
৩৪৪।	মহম্মদ য়াকুব। আ—ওয়াজীদন্নিসা। বে। ১৮৩৩। ২৮ জানুআরি।	২৭৯
৩৪৫।	মহম্মদ রেয়াজুদ্দীন। আ—আকবর আলী খাঁ। রে। ১৮০৮। ১৩ জুন। ... ... ২০৩।	৬০৭
৩৪৬।	মহম্মদ হুসেন। আ—মল্লিক নজিব হুসেন। রে। ১৮৪১। ২৩ সেপ্টেম্বর।	৬৫২
৩৪৭।	মহাতাপচাঁদ। আ—মীরদাদ আলী। রে। ১৮৩৩। ১৯ ফেব্রুআরি।	২০০
৩৪৮।	মহানন্দ চাটুয্যা। আ—গোবিন্দনাথ রায় ও হরদয়াল রায় ও বেণিমাধব রায়। রে। ১৮৪২। ১২ আপ্রিল।	৫৭৩
৩৪৯।	মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক। আ—রাজচন্দ্র ধর ওগয়রহ। রে। ১৮৪৬। ১৪ আপ্রিল।	৪৬৬
৩৫০।	মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক। আ—মসম্মাৎ হরিমালা। বে। ১৮৩৭। ২৮ মার্চ। ...	৬২০
৩৫১।	মহারাজা কোঙার বাসুদেব সিংহ। আ—মহারাজা রুদ্র সিংহ বাহাদুর। বে। ১৮৪৬। ২৭ ফেব্রুআরি।	৬২০
৩৫২।	মহারাজা গিরীশচন্দ্র বায। আ—বৈকুণ্ঠ পাল চৌধুরী ও কাশীনাথ পাল চৌধুরী। রে। ১৮১৩। ২৪ ফেব্রুআরি। ... ৫৬০।	৬১১
৩৫৩।	মহারাজাধিরাজ মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর। আ—ঈশানচন্দ্র বাঁড়ুয্যা। রে। ১৮৪৪। ৭ আগষ্ট।	৫২৫
৩৫৪।	মহারাজা বিশ্বনাথ রায়। আ—কবীমউল্লা চৌধুরী ও মুনশা এনায়ৎউল্লা। বে। ১৮১৩। ২১ জুলাই।	৫৬৩
৩৫৫।	মহারাজা মহেশ্বর বক্স সিংহ। আ—সৈয়দ ঔলাদ হুসেন। বে। ১৮৪৮। ৪ আপ্রিল।	৩৫০
৩৫৬।	মহারাণী কমলকুমারী। আ—শ্রীনাথ ওগয়রহ। বে। ১৮৪৭। ১৬ জুন।	১৪৭
৩৫৭।	মহারাণী বসন্তকুমারী। আ—মহারাণী কমলকুমারী। বে। ১৮৪৩। ২৯ ডিসেম্বর। ...	৬৭
৩৫৮।	মহীপত সিংহ। আ—বারাণসের কালেক্টর ও রাজা শিবলাল দোহে। বে। ১৮৩০। ২৯ মে।	১৯৯
৩৫৯।	মাকিনন সাহেব। আ—মহম্মদ তকী খাঁ ওগয়রহ। বে। ১৮৪৪। ১৫ জানুআরি। ...	৬২১
৩৬০।	মাণিকচাঁদ বাঁড়ুয্যা। আ—রাজা গুরুনারায়ণ। বে। ১৮০৬। ১৯ সেপ্টেম্বর। .. ২৪।	৬১৪
৩৬১।	মানসিংহ ও জালিম সিংহ। আ—দয়াবী দাসী ও কেবলা দাসী। বে। ১৮৪৪। ২৮ নবেম্বর।	৩৫০
৩৬২।	মবিনম বিবি ও কাথারিণী ও ইউজিনিয়া ওগয়রহ। আ—খাজা আবিএটিক টের স্টিফানুস। রে। ১৮৩১। ৭ ফেব্রুআরি। ...	১৯৮
৩৬৩।	মালিক যাকুব ও মালিক জামান্ ও মালিক আবজাল ওগয়রহ। আ—জগৎজীবন ধর ওগয়রহ। রে। ১৮৩২। ৩ আপ্রিল। ...	৭৭৭
৩৬৪।	মাহদা ও বৃন্দাবন। আ—কল্যাণী। রে। ১৮০৩। ১৪ মার্চ। ... ... ৬৬০।	৭৬২
৩৬৫।	মিত্রজিৎলাল। আ—বাবু সুন্দর শাহী। রে। ১৮৪৭। ২৩ সেপ্টেম্বর।	২৫৯

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
৩৬৬।	মীর আবদুল করিম। আ—ফকর উন্নিসা বেগম। রে। ১৮২০। ২ আগষ্ট।	৩০৯
৩৬৭।	মীর আলীমউল্লা। আ—আলীফ খাঁ। রে। ১৮০১। ৩০ সেপ্টেম্বর। ... ... ৫৬৩।	৬০৬
৩৬৮।	মীর নিজামুদ্দীন। আ—রামজী মল্ল। রে। ১৮১০। ৫ আপ্রিল।	৬০৫
৩৬৯।	মীর্জা করিমুল্লা বেগ। আ—বাবু হরকচাঁদ। রে। ১৮১৯। ৮ জানুআরি।	৬৭
৩৭০।	মীর্জা মহম্মদ আলী। আ—নওয়াব সৌলৎজঙ্গ। রে। ১৮২৬। ২৭ জুন।	৬১৬
৩৭১।	মীর্জা হসন আলী। আ—মীর্জা সবিফ। রে। ১৮১১। ৫ মার্চ।	৭১৫
৩৭২।	মুরশিদাবাদের কালেক্টর। আ—লালা সোহন লাল। রে। ১৮২১। ৩ জানুআরি। ...	৬১৬
৩৭৩।	মৃত্যুঞ্জয় মুখুয্যা। আ—মাণিকচন্দ্র দাস। রে। ১৮৪৮। ৫ ফেব্রুআরি।	৪৬৭
৩৭৪।	মৃত্যুঞ্জয় শাহা। আ—বাবু গোপাললাল ঠাকুর। রে। ১৮৪৫। ৩ ডিসেম্বর।	১২৮
৩৭৫।	মেওয়ালাল ও রামবক্স সিংহ ও শঙ্করদয়াল সিংহ। আ—সুলতান সিংহ ও রামসনীচি লাল। রে। ১৮৪৩। ২৫ জুলাই।	৬১৮
৩৭৬।	মেঘনাথ দাস। আ—পূর্ণিয়ার কালেক্টর সাহেব। রে। ১৮৩২। ২১ নবেম্বর। ...	১০৬
৩৭৭।	মেহরান্নিসা খানম। আ—মসম্মাৎ বদামুন রে। ১৮০৭। ২৫ মে। ... .. ১০৫।	৫৬২
৩৭৮।	মোহনগির মহন্ত। আ—রাধামোহন ঘটক। রে। ১৮২৬। ২৫ সেপ্টেম্বর।	৫২২
৩৭৯।	মৌলবী আবদুল্লা। আ—রমজু দাই। রে। ১৮৪৭। ৫ জুন।	৪৭৩
৩৮০।	যজ্ঞেশ্বর মুস্তফি। আ—শ্যামমোহন রায়। রে। ১৮০৭। ৩ আগষ্ট। ... .. ৩০৮।	৪২৬
৩৮১।	যশোহরের নিমকের এজেন্ট। আ—রাধামোহন ঘোষ চৌধুরী। রে। ১৮৩৬। ২২ ডিসেম্বর।	১২৭
৩৮২।	যুগলকিশোর। আ—রাধাকান্ত ঘোষ। রে। ১৮০৬। ১৮ আগষ্ট। ... ... ৫৪৮।	৬৪৭
৩৮৩।	রঘুনাথ বসু। আ—চাটিগাঁর নিমকের এজেন্ট। রে। ১৮৩২। ১০ ডিসেম্বর। ২৪৬।	৩৮৭
৩৮৪।	রঙ্গপুরের কালেক্টর। আ—গদাধর চৌধুরী। রে। ১৮৪৮। ২ মার্চ।	৫৮২
৩৮৫।	রজিয়া বেগম। আ—আক্কা মহম্মদ এবরাহিম। রে। ১৮০৬। ৮ আগষ্ট।	৬১৬
৩৮৬।	রতনমণি। আ—যুগলকিশোর রায়। রে। ১৮৪৭। ১৯ জুন।	৫৬৬
৩৮৭।	রতনমণি দাসী। আ—শঙ্করী দাসী। রে। ১৮৩৮। ২৮ মে।	১২৭
৩৮৮।	রসিকচন্দ্র নেউগী। আ—উমাচরণ বাঁড়ুয্যা ওগয়রহ। রে। ১৮৪১। ৮ আপ্রিল। ..	৭০
৩৮৯।	রহমখাঁ। আ—বিক্রমশাহী। রে। ১৮৪২। ১৪ জুন।	১২৭
৩৯০।	রাও রামশঙ্কর। আ—রাণী তারিণী দেবী। রে। ১৮২৬। ২৫ আপ্রিল। ... .. ৬৩।	৩০৩
৩৯১।	রাজকিশোর রায় ও মসম্মাৎ রুকণামযী। আ—ফয়জুদ্দীন ও আমীনুদ্দীন ও গোলাম নবি। রে। ১৮৩০। ১৯ জুলাই।	৫৫৬
৩৯২।	রাজকুমারী বিবি। আ—রায় বিজয়কৃষ্ণ। রে। ১৮৩১। ২২ জুন।	৬১৭
৩৯৩।	রাজচন্দ্র রায়। আ—রামহরি ঘোষাল। রে। ১৮২৩। ২৯ নবেম্বর।	৫৫৪
৩৯৪।	রাজা অবিমর্দ্দন শাহী ও পৃথীপতশাহী। আ—শিবদয়াল উপাধ্যায়। রে। ১৮২৬। ১০ জুলাই।	৬৬৭
৩৯৫।	রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল ও তাহার মৃত্যুর পর কুমার সত্যচরণ ঘোষাল। আ—নবকুমার রায়। রে। ১৮৪৪। ১৩ জানুআরি। ..	৪৮৯
৩৯৬।	রাজা কাশীনাথ রায় ও শিবচন্দ্র রায় ও রামচন্দ্র রায়। আ—নওয়াব দেলাওর জঙ্গ। রে। ১৮১১। ১২ মে। ... ... ৬০৭।	৬২৯
৩৯৭।	রাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক। আ—কুর্জন সাহেব। রে। ১৮৪৪। ২২ মে।	৪৭২
৩৯৮।	রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও কুমার রামচন্দ্র। আ—মহানন্দরায়। রে। ১৮৪১। ১৫ ফেব্রুআরি। ...	৫৭৪
৩৯৯।	রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর। আ—শঙ্করী দাসী। রে। ১৮৪৪। ১২ জুন।	৪৭১
৪০০।	রাজা গিরিশচন্দ্র রায়। আ—উমেশচন্দ্র রায়। রে। ১৮১৩। ১৬ মে।	৬০৭
৪০১।	রাজা গিরিশচন্দ্র রায়। আ—শম্ভুচন্দ্র রায়। রে। ১৮০৫। ৯ মে।	৬০৭
৪০২।	রাজা গিরিশচন্দ্র রায়। আ—সুন্দরবনের কমিস্যনর ও আন্ড্রু কেলসো সাহেব ও আনন্দময় বিশ্বাস। রে। ১৮৩২। ১৬ মে। ...	৪৭২
৪০৩।	রাজা গিরিশচন্দ্র রায়। আ—রাজা উমেশচন্দ্র রায়। রে। ১৮২৯। ২৯ জানুআরি। ..	৬০৭
৪০৪।	রাজা গোপালশরণ সিংহ। আ—মার্টিণ্ডেল সাহেব। রে। ১৮৪১। ২৭ সেপ্টেম্বর। ..	৫৭৩
৪০৫।	রাজা ছত্রসিংহ। আ—শা মহম্মদ আলী। রে। ১৮১৬। ৫ আপ্রিল।	২৭৮

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
৪০৬।	রাজা জয়প্রকাশ সিংহ। আ—বাবু সাহেব-জাদা সিংহ। রে। ১৮২০। ২৮ সেপ্টেম্বর।	৬১৬
৪০৭।	রাজা জয়প্রকাশ সিংহ। আ—যোগরাজ শাহু। রে। ১৮১১। ১০ সেপ্টেম্বর।	৬০৫। ৬১২
৪০৮।	রাজা তেওয়ারী। আ—গয়ানারায়ণ পাঁড়ে। রে। ১৮৪৮। ৮ আপ্রিল।	৩৫০
৪০৯।	রাজা বরদাকণ্ঠ রায়। আ—বনমালী বসু। রে। ১৮৩১। ১৯ আপ্রিল।	৫৬৬। ৫৭৫
৪১০।	রাজা বিজয়গোবিন্দ সিংহ ও রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল ও সত্যচরণ ঘোষাল। আ—জন ফুলার্টন সাহেব ও জোসায়স ডুপর আলেক-জাণ্ডর ও হেনরি আলেকজাণ্ডর সাহেব। বে। ১৮৩৮। ২৭ ফেব্রুআরি। . .	৬০৬
৪১১।	রাজা বিদ্যানন্দ সিংহ। আ—লক্ষ্মীদত্ত পাঁড়ে ওগয়রহ। বে। ১৮৪৪। ৩০ মে।	৫২৬
৪১২।	রাজা মোদিনারায়ণ সিংহ। আ—মসম্মাৎ মানকুমার ও টেককুমার। বে। ১৮৪৫। ২৬ আপ্রিল। ..	৬৫১
৪১৩।	রাজা রঘুনন্দন সিংহ ও যদুনন্দন সিংহ ও দেবকীনন্দন সিংহ। আ—মসম্মাৎ নূরত পাউডি। বে। ১৮৪১। ১৯ জানুআরি। .	৫৫৭
৪১৪।	রাজা রঘুনন্দন সিংহ। আ—রামদয়াল সিংহ। বে। ১৮২৪। ১৭ মে।	৫৫০
৪১৫।	রাজা রঘুনাথ সিংহ। আ—রাজা হরিহর সিংহ। বে। ১৮৪৩। ৮ জুন। . ..	৫৯০
৪১৬।	রাজা রাজকৃষ্ণ। আ—রামনারায়ণ। বে। ১৮০৭। ১০ আগস্ট।	৪৭৪
৪১৭।	রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর। আ—রামধন হাল-দার। রে। ১৮৪৮। ১১ ফেব্রুআরি। ...	৭৭৯
৪১৮।	রাজা রামকুমার। আ—গবর্ণমেণ্ট। বে। ১৮৪৪। ৬ মে।	৫৫৮
৪১৯।	রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায়। আ—মদনমোহন অধিকারী। রে। ১৮৪৫। ৫ মে। ...	৬২১
৪২০।	রাজা শ্যামসুন্দর মহেন্দ্র। আ—কৃষ্ণচন্দ্র ভূ-উর্দ্ধর রায়। বে। ১৮২৫। ২২ মার্চ। ...	১৯৫
৪২১।	রাজা সাহেবদিন খাঁ। আ—ব্রজরাজ সিংহ। রে। ১৮৩৬। ১১ জানুআরি।	৫৮১
৪২২।	রাজা ক্ষেত্র সিংহ। আ—গবর্ণমেণ্ট ও মহেন্দ্র-নারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ। রে। ১৮৩১। ১৯ জুলাই।	১৯৯
৪২৩।	রাজেন্দ্রনারায়ণ অধিকারী ও রামেন্দ্রনারায়ণ অধিকারী। আ—সায়দ আবদুল হাকিম ও সায়দ আহমদওগয়রহ। রে। ১৮৩৩। ১৯ জুলাই।	৬৭১। ৭৮১। ৭৮২
৪২৪।	রাণী ইন্দ্রাণী। আ—রামকুমার বর্ম্ম। রে। ১৮২৪। ২১ জুলাই।	২৭৯
৪২৫।	রাণী কমলকুমারী। আ—কাঙ্গালচন্দ্র মজুম-দার। রে। ১৮৪৪। ৫ ডিসেম্বর। ...	৪৮৮
৪২৬।	রাণী কৃষ্ণমণি। আ—বাটী সাহেব। বে। ১৮১৬। ২৯ আগস্ট।	৬১৭
৪২৭।	রাণী মুরাদন। আ—রূপকোঙার। বে। ১৮৪৪। ৩ অক্টোবর।	৬২৬
৪২৮।	রাণী জগদীশ্বরী। আ—পূর্ণচন্দ্র শ্রীমাল। বে। ১৮০৬। ১৭ জুন।	৫৫৯
৪২৯।	রাধাগোবিন্দ মিত্র। আ—ভৈরবচন্দ্র সিংহ। বে। ১৮৪৭। ২৭ আপ্রিল।	৩০৯
৪৩০।	রাধাচরণ মহাপাত্র। আ—গঙ্গানারায়ণ মহা-পাত্র। বে। ১৮১০। ৫ মার্চ।	১৯৯
৪৩১।	রাধাবিনোদ মিশ্র। আ—সেখ মসিয়ৎউল্ল। বে। ১৮৪৭। ৩ জুলাই।	৬১
৪৩২।	রাধামণি দেবী। আ—শ্যামচন্দ্র ও কঙ্কুচন্দ্র। বে। ১৮০৪। ২৭ সেপ্টেম্বর। .. ৩০৮।	৬১১
৪৩৩।	রাধামণি দেবী। আ—সূর্য্যমণি দেবী ও আন-ন্দচন্দ্র হালদার। রে। ১৮৩১। ৩১ মে। ...	৬৩৫
৪৩৪।	রাধামোহন ঘোষ চৌধুরী। আ—রামচাঁদ মুস্তফি। বে। ১৮৪৪। ২৬ সেপ্টেম্বর। ...	১৯৮
৪৩৫।	রাধামোহন শর্ম্মা চৌধুরী। আ—গঙ্গাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও রঙ্কাকর বিশ্বাস। রে। ১৮৪৩। ১৬ ডিসেম্বর।	৪৬৮
৪৩৬।	রানাকামশানা। আ—গৌর সিংহ ও সূর্য্য সিংহ বরকন্দাজ। রে। ১৮৪৫। ১৩ মার্চ।	৬২১
৪৩৭।	রামকিশোর কুণ্ড ও নন্দকিশোর কুণ্ড। আ—পশ্চিম নিমক চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ও বাবু মতিচাঁদ ও রাজকৃষ্ণ। রে। ১৮৩১। ১৩ ফেব্রুআরি।	৩৮৭। ৩৮৮
৪৩৮।	রামকেশব পাল। আ—আশারাম পাল। রে। ১৮৪৭। ১২ জুন।	৭৭৭
৪৩৯।	রামকুমার চক্রবর্ত্তী। আ—রামরাম ভট্টাচার্য্য। রে। ১৮৪০। ৩ ডিসেম্বর।	৫৫৭
৪৪০।	রামকুমার ন্যায়বাচস্পতি। আ—ভগবতী দেবী। রে। ১৮১৬। ৩১ জানুআরি। ...	৫৬৩
৪৪১।	রামকুমার ন্যায়বাচস্পতি। আ—শ্রীনাথ ভট্টা-চার্য্য ও বিষ্ণুনাথ ভট্টাচার্য্য ওগয়রহ। রে। ১৮১৫। ২৫ জানুআরি।	১৯৬
৪৪২।	রামগোপাল মুখুয্যা। আ—গোলাম দরবেস জওয়াব। রে। ১৮৪৭। ২৪ জুন।	৪৭৫
৪৪৩।	রামগোপাল শর্ম্মা তরপদার। আ—রামজান বিবি ও সর্ব্বান বিবি। রে। ১৮৩৭। ১৯ জুন।	৫৭২

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
৪৪৪।	রামগোবিন্দ সিংহ। আ—বেচারাম ঘোষ। রে। ১৮১৪। ১৩ আগষ্ট।	৫৭৫
৪৪৫।	রামগোলাম সিংহ। আ—কীর্ত্তি সিংহ ও গিরিবরধারী সিংহ ও কোলাহল সিংহ। রে। ১৮২৫। ১৯ জানুআরি।	৬১০
৪৪৬।	রামচরণ লাহা। আ—মসম্মাৎ তেজকুমার। রে। ১৮২৪। ২১ আপ্রিল।	১৯৪
৪৪৭।	রামতনু মণ্ডল। আ—গঙ্গানারায়ণ বাঁড়ুয্যা। রে। ১৮৪১। ১৬ জুন।	৪১৯
৪৪৮।	রামতারক সাবন্তওগযরহ। আ—গোলাম-আলী ও জাহেরুদ্দীন। রে। ১৮৪২। ১৪ সেপ্টেম্বর।	৬২১
৪৪৯।	রামদয়াল সিংহ। আ—মসম্মাৎ জয়কুমার ওগয়রহ। রে। ১৮৪৭। ১৫ মে।	৬০৬
৪৫০।	রামদুলাল মিশ্র ও মসম্মাৎ শুচিমণি। আ—রামমোহন সাবন্ত ও জগন্নাথ সাবন্ত ও রামকান্ত সাবন্ত ও বাণী কমলকুমারী। রে। ১৮২৭। ২৯ ডিসেম্বর।	৫২৫
৪৫১।	রামধন মজুলিয়া। আ—জয়রাম চাটুয্যা। রে। ১৮৪৭। ২১ আগষ্ট।	৫৫৮
৪৫২।	রামনারায়ণ দত্ত ও দুর্গাচরণ দত্ত। আ—সরূপচন্দ্র বসু। রে। ১৮৪৮। ৮ আপ্রিল।	৬২৪
৪৫৩।	রামনারায়ণ দত্ত ওগযরহ। আ—মসম্মাৎ সৎ-বংশী ওগযরহ। রে। ১৮২৪। ২৩ জুন। ..	২৭৯
৪৫৪।	রামনারায়ণ মিত্র। আ—কালিদাস রায় ওগযরহ। রে। ১৮২৪। ৪ ডিসেম্বর। .	৫৬২
৪৫৫।	রামনারায়ণ মিত্র। আ—কালীপ্রসাদ রায় ওগযরহ। রে। ১৮২৪। ২১ জুন।	৫৬০
৪৫৬।	রামনারায়ণ মুখুয্যা। আ—শম্ভুচন্দ্র মুখুয্যা। রে। ১৮৩৫। ১৪ আপ্রিল। .. ২০৭।	৪৭০
৪৫৭।	রামনারায়ণ রায়। আ—বেরাজুদ্দীন ও ফায়াজুদ্দীন ও মহম্মদ কাশিম। রে। ১৮২৭। ১৬ জানুআরি।	৪৭২
৪৫৮।	রামনারায়ণ সাবন্ত। আ—সরূপচন্দ্র দত্ত। রে। ১৮৪২। ১৭ মার্চ।	৫৫৭
৪৫৯।	রামপ্রসাদ অবস্থি। আ—উদাকর। রে। ১৮২৭। ১২ ডিসেম্বর।	৩১০
৪৬০।	রামবক্স রায়। আ—শিবরাম রায়। রে। ১৮৪৭। ৯ জুন।	২৫৮
৪৬১।	রামমাণিক মুদী। আ—জয়নারায়ণ। রে। ১৮৩৯। ২১ সেপ্টেম্বর। ... ৬০৭।	৬১৪
৪৬২।	রাম মুখুয্যা। আ—রামদুলাল চক্রবর্ত্তী ও প্রসন্নকৃষ্ণ মান্না ওগয়রহ। রে। ১৮৪৭। ৬ জুলাই।	২৫৯
৪৬৩।	রামমোহন সরকার। আ—জগমোহন সরকার। রে। ১৮১৬। ১৯ আগষ্ট। ...	৬৮৯
৪৬৪।	রামরতন রায়। আ—শম্ভুচন্দ্র রায় ও রামমোহন ঘোষাল ও আশুতোষ দে। রে। ১৮৪১। ২০ মে।	৫৭৩
৪৬৫।	রামরাম বেইশ। আ—ব্রজমোহন দত্ত। রে। ১৮৪৫। ২৬ মার্চ।	১৯২
৪৬৬।	রামলাল চৌধুরীর মাতা তারাসুন্দরী চৌধুরাণী। আ—লোকনাথ মৈত্রী। রে। ১৮৪৮। ৬ আপ্রিল।	৪৭৩
৪৬৭।	রামলোচন গুহ। আ—গুরুপ্রসাদ গুহ। রে। ১৮৪৭। ১১ আগষ্ট। ... ২১৯।	২৬০
৪৬৮।	রামলোচন প্রধান। আ—হরচন্দ্র চৌধুরী। রে। ১৮৩৬। ১৩ আগষ্ট।	৬২৩
৪৬৯।	রামশরণ। আ—সবুদ্ধ মিশ্র। রে। ১৮২০। ৮ জানুআরি।	৬৭৭
৪৭০।	রামসরূপ পাঁড়ে। আ—সেখ এমাদ আলী। রে। ১৮৪৭। ৫ জুলাই।	২৫৬
৪৭১।	রামসহায় চোবে। আ—এনায়ত আলী। রে। ১৮৪৩। ২২ আগষ্ট।	২৫৬
৪৭২।	রামহরি দত্ত। আ—ছিলটের কালেক্টর সাহেব। রে। ১৮৩৭। ২ মার্চ।	৬১৭
৪৭৩।	রামেন্দ্রদেব রায়। আ—রূপনারায়ণ ঘোষ ও পীতাম্বর ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বাঁড়ুয্যা। রে। ১৮১৪। ৫ আগষ্ট। ... ... ৭০। ৫৬৩।	৬১৪
৪৭৪।	রায় প্রাণকৃষ্ণ মিত্র। আ—মতিসুন্দরী। রে। ১৮৪২। ১৩ মার্চ।	৭১
৪৭৫।	রায় বালগোবিন্দ। আ—সেখ গোলামআলী। রে। ১৮০৫। ২৪ জুন। ... ... ৫৫১।	৫৫২
৪৭৬।	রায় রাধাগোবিন্দ সিংহ। আ—গোরাচন্দ্র গোস্বামী। রে। ১৮৩৩। ১৫ আপ্রিল। ৩০৯।	২৭৬
৪৭৭।	রায় শ্যামবল্লভ। আ—কৃষ্ণমণি দাসীর সৎসাবাধ্যক্ষ প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ। রে। ১৮৩০। ২৯ মার্চ।	৬৮৭
৪৭৮।	রায় হরনারায়ণ সিংহ ও আনন্দ সিংহ। আ—আদর সিংহ। রে। ১৮৩৫। ১৬ মার্চ।	৫৫৯
৪৭৯।	রায় হরিকৃষ্ণ। আ—রাজা পদ্মমিমল। রে। ১৮৪৭। ১৮ জানুআরি।	১২
৪৮০।	রিচার্ড বন সাহেব ও পিটর জেকব পাস সাহেব। আ—নিকলস ডিমেট্রিয়স এলায়স সাহেব। রে। ১৮৪৪। ১৮ জানুআরি। ...	৭০
৪৮১।	রূপচাঁদ। আ—ভগবান দত্ত। রে। ১৮৩০। ৪ আগষ্ট।	৬১৬
৪৮২।	রূপচাঁদ পরামাণিক ও রামপ্রসাদ পরামাণি-	

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
	কের উত্তরাধিকারিবা। আ—ভগবৎ ও শম্ভু-চন্দ্র পরামাণিক। রে। ১৮৩৪। ১২ মার্চ।	৭৮২
৪৮৩।	রূপচাঁদ শাহু ও মসম্মাৎ বিবি। আ—জীবন-লাল রায় ও অজিত রায় ও আশা রায় ও ধোরে রায় ওগয়রহ। বে। ১৮৩২। ৩১ জানুআরি।	১২৬। ৭৮২
৪৮৪।	রূপনারায়ণ সিংহ ও সালগ্রাম সিংহ। আ—বক্সী ভগবন্ত সিংহ ও তাহার মরণের পর মনোহর দাস ও বেচারাম। বে। ১৮৪২। ৪ আপ্রিল।	৬৩৫
৪৮৫।	রোসন খাতুন। আ—জান খাতুন। বে। ১৮২৪। ১০ নবেম্বর।	৬৩৫
৪৮৬।	রোসন খাতুন চৌধুরাণী। আ—ময়মুনসিংহের কালেক্টর ও রামজয় বাহা ওগয়রহ। বে। ১৮৪৬। ২৪ মার্চ।	৬১৪
৪৮৭।	লক্ষ্মণ দাস। আ—রূপচাঁদ। বে। ১৮৩১। ২৬ আপ্রিল।	৫৮১
৪৮৮।	লক্ষ্মণ দাস ওগয়রহ। আ—রূপচাঁদ ওগয়রহ। বে। ১৮১০। ৬ জানুআরি। ..	৬২৯
৪৮৯।	লক্ষ্মণপুরি। আ—জগ্যাহির গির। বে। ১৮২৬। ২৪ জানুআরি। .. .. ৫৫০।	৫৭২
৪৯০।	লক্ষ্মণমাণিক রায়। আ—মসম্মাৎ রুক্মিণী। বে। ১৮১২। ১০ সেপ্টেম্বর।	৬২৯
৪৯১।	লক্ষ্মীকান্ত রায়। আ—ব্রজনাথ রায়। বে। ১৮০৬। ২৫ আগষ্ট। .. .	৬১৪। ৬১৫
৪৯২।	লক্ষ্মীদাসী। আ—খাতিমা বিবি ও আলী আসগর আব্বাস ও আলী ফতেআলী। বে। ১৮১৩। ১৩ মার্চ।	৬২৪
৪৯৩।	লাডলিমোহন ঠাকুর। আ—ঈশ্বরচন্দ্র পাল। বে। ১৮২৩। ১৫ ডিসেম্বর। . ..	৬১
৪৯৪।	লালজি ওগয়রহ। আ—গোবিন্দরাম জানি। রে। ১৮৩৭। ২৩ মে।	৫৫৯
৪৯৫।	লাল পরমেশ্বরবক্স সিংহ। আ—রাজা উদয়ন্ত-প্রকাশ সিংহ। বে। ১৮৪১। ১৬ ফেব্রুআরি।	২০৮
৪৯৬।	লাল পাড়ে। আ—বাবু হরপ্রসাদনারায়ণ সিংহ। রে। ১৮৪৮। ১৩ আপ্রিল। .	৫৬৯
৪৯৭।	লালমণিকুমারী ও মতিকুমারী। আ—রাজা নিমাইনারায়ণ ও রাজা শঙ্করনারায়ণ। রে। ১৮৩৯। ১৬ আপ্রিল।	৬২১। ৬৬০
৪৯৮।	লাল রুদ্রপ্রতাপ সিংহ। আ—লাল খোকল সিংহ। রে। ১৮০৮। ২ সেপ্টেম্বর। ..	১৯৯
৪৯৯।	লালা গোপালনারায়ণ ও বাহাদুরলাল। আ—অজুহা সিংহ। রে। ১৮৩৫। ১১ আগষ্ট।	৬০৫
৫০০।	লালা গোবিন্দলাল। আ—শ্রীনারায়ণ রায় ও ললৎনারায়ণ রায়ের উত্তরাধিকারী। রে। ১৮১০। ৩১ জুলাই।	৪৭০
৫০১।	লালা মিত্রজিৎ সিংহ। আ—ব্রজবল্লভ দাস। বে। ১৮৪৩। ১৯ জানুআরি। .. .	৬০৯
৫০২।	লালুরাম দালাল। আ—সেখ মহম্মদ ইশমাএল। বে। ১৮৪১। ৭ সেপ্টেম্বর। ..	৬৩৪
৫০৩।	লোকনাথ চক্রবর্ত্তী। আ—কালীকিঙ্কর সেন। বে। ১৮১০। ৪ মে।	৫৯
৫০৪।	শঙ্করদত্ত ওঝা ও রুদ্রদত্ত ওঝা। আ—মসম্মাৎ সোনামেন ওজাহেন। বে। ১৮০৬। জুলাই। . .. ..২৭৮।	৬১৩
৫০৫।	শঙ্কর রায়। আ—সর্ব্বজিৎ রায় ও ঠাকুর রায়। বে। ১৮৪৭। ২৪ জুন।	১৯৯
৫০৬।	শঙ্কর দাসী। আ—প্রতাপচাঁদ রায়। বে। ১৮৪৭। ১৯ আগষ্ট।	৬২৭
৫০৭।	শম্ভুনাথ। আ—মসম্মাৎ আলোকমণি। বে। ১৮০৮। ১১ আপ্রিল।	৬০৬
৫০৮।	শা নওয়াজ খাঁ। আ—ডাক্তর ক্লেমণ্ট সাহেব। বে। ১৮৩৩। ১০ জানুআরি। ১৬১। ৩৪৮।	৭৭৬
৫০৯।	শিবগোলাম সিংহ। আ—সুলতান সিংহ। বে। ১৮৪১। ১১ জুন।	৭১৩
৫১০।	শিবদয়াল রায়। আ—ধনপত রায়। রে। ১৮০৬। ২৪ ফেব্রুআরি। .. ২৫৯।	৬১১
৫১১।	শিবদাস। আ—বিশ্বনাথ দোবে। রে। ১৮০৬। ১০ ফেব্রুআরি।	৫৫৯
৫১২।	শিবনাথ দত্ত ওগয়রহ। আ—হীরালাল ব্রজবাসী ওগয়রহ। বে। ১৮৪৬। ২১ জানুআরি।	২১১
৫১৩।	শিবনারায়ণ চৌধুরী ওগয়রহ। আ—কমলাকান্ত গোস্বামী ওগয়রহ। বে। ১৮১৭। ২৫ জানুআরি।	৪৭০
৫১৪।	শিবপ্রসাদ ও বেচন লাল। আ—বারাণসে গবর্ণমেণ্টের হাসিলের কালেক্টর। রে। ১৮২৪। ১৭ মে।	১৯৯
৫১৫।	শিবসহায় শাহু। আ—শ্রীকৃষ্ণ শাহী ও রামশরণ শাহী ও রঘুনন্দন শাহী। রে। ১৮৪২। ১৬ জুন।	৬২৩
৫১৬।	শীতলাদীন বাজপেয়ী ও দেবীদীন বাজপেয়ী। আ—দীনদয়াল তেওয়ারী ও দেবীদীন সুকল। রে। ১৮৩৮। ৩০ জুলাই।	৬১
৫১৭।	শোভনাথ মিশ্র। আ—গোয়েন্দা লাল ও ঝুমক লাল। রে। ১৮৪৪। ২৯ ফেব্রুআরি। ...	৪৬৬

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
৫১৮।	শ্যামচরণ সিংহের উত্তরাধিকারিরা। আ—অমর সিংহের উত্তরাধিকারী। রে। ১৮০৮। ৫ আগষ্ট।	৬১০
৫১৯।	শ্যাম দাস ও রঘুনাথ দাস। আ—নন্দকিশোর ও রাও শিবপ্রসাদের ভ্রাতা দেবীদয়াল। রে। ১৮৩১। ২১ ডিসেম্বর। ..	৬০৮
৫২০।	শ্যাম বিবি ওগয়রহ। আ—সোনা উল্লা। রে। ১৮১৬। ৪ আপ্রিল। . ..	৬৭১
৫২১।	শ্যাম রায় ও নরসিংহদেব রায়। আ—যশোহরের কালেক্টর ও শ্রীকৃষ্ণ কমলা প্রাণ। রে। ১৮০৮। ৫ জুলাই। . ..	৬১৫
৫২২।	শ্যামলাল ঠাকুর ও হরলাল ঠাকুর। আ—রাধামোহন ঘোষ। রে। ১৮৪১। ৬ অক্টোবর।	১৯৭
৫২৩।	শ্যামামোহন বসু। আ—রামনারায়ণ মুখুয্যা। রে। ১৮৪৭। ৭ আগষ্ট। . .	২৬০
৫২৪।	শ্রীকৃষ্ণ সরকার। আ—মাধবচন্দ্র ঘোষ ও রঘুনাথ হালদার। রে। ১৮৪৭। ১৪ জুলাই।	৬৪৭
৫২৫।	শ্রীনারায়ণ রায়। আ—ভায়া ঋ। রে। ১৮১১। ২৭ জুলাই। ... . ২৪৬। ২৭৮।	৩০৭
৫২৬।	সকিনা খাতুন। আ—গৌরীশঙ্কর ও প্রসাদ সেন ও মোহনচন্দ্র সেন ও বৈজনাথ রায় ও জগন্নাথ রায়। রে। ১৮৩৩। ৯ জুলাই।	৬১৮
৫২৭।	সকিনা খানম। আ—আলেকজাণ্ডর ইমলাক সাহেব। রে। ১৮৩৬। ৫ জুলাই। ...	২১৯
৫২৮।	সখাওত হুসেন। আ—ত্রিলোক সিংহ ওগয়রহ। রে। ১৮৩৪। ১৩ জানুআরি।	৭৮৪
৫২৯।	সতরঞ্জীর পাল। আ—হরিদাস বাবু। রে। ১৮৪১। ২১ জানুআরি। ...	৬৬৭
৫৩০।	সদর বোর্ড রেবিনিউ। আ—দিলাওর আলি ও অন্য জন। রে। ১৮৪৬। ৪ মার্চ। ..	৬৭
৫৩১।	সদর বোর্ড রেবিনিউ। আ—শিবপ্রসাদ মণ্ডল। রে। ১৮৪০। ১৪ আগষ্ট। ..	৫৮
৫৩২।	সদর বোর্ডের তরফে গবর্ণমেণ্টের উকীল। আ—রামলোচন ও রামপ্রসাদ। রে। ১৮৩৭। ২৪ আপ্রিল।	৪২৭
৫৩৩।	সনাতন মোদক। আ—গঙ্গাগোবিন্দ বিশ্বাস। রে। ১৮৪৮। ২৭ মে।	৬২১
৫৩৪।	সফদর হুসেন। আ—ইনায়ৎ হুসেন। রে। ১৮০৫। ২৫ নবেম্বর।	৬১৩। ৭৬১
৫৩৫।	সয়দানি সালেউন্নেসা চৌধুরাণী। আ—ভুবনমোহন লাহিড়ি ও আনন্দনাথ নেউগী। রে। ১৮২৫। ২১ সেপ্টেম্বর।	৬১২
৫৩৬।	সরূপচাঁদ দাস। আ—হেনরি মাসিক সাহেব। রে। ১৮১৩। ২৬ অক্টোবর।	৬১০
৫৩৭।	সরূপচাঁদ সরকার। আ—রাজা গিরীশচন্দ্র ও কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওগয়রহ। রে। ১৮৩১। ১৫ আগষ্ট।	৫৬৬। ৫৬৭
৫৩৮।	সরূপ সিংহ। আ—ধৌকল সিংহ ও উদ্ধন্ত সিংহ ও দিউপাল সিংহ ও গন্ধর্ব্ব সিংহ। রে। ১৮২৫। ২১ সেপ্টেম্বর।	২০১
৫৩৯।	সলিমুল্লা চৌধুরী। আ—প্রাণনাথ চৌধুরী। রে। ১৮৪৩। ১৮ সেপ্টেম্বর।	১০৬
৫৪০।	সাকরজান ও আউলম জান। আ—আহমদুল্লা। রে। ১৮০৬। ১ আগষ্ট।	৬০৬
৫৪১।	সাধুলাল ওগয়রহ। আ—নয়িমা বিবি ও ইনায়ত আহমদ। রে। ১৮২২। ১৮ জুন। ...	৫৬৭
৫৪২।	সায়দ আতর আলী ও মসম্মাৎ নাসিরান। আ—রায় নওয়াজী লাল। রে। ১৮৩০। ১ ফেব্রুআরি। ... .. . ৫৫১।	৫৬১
৫৪৩।	সাহেব জানখাতুন। আ—দিয়ানত বিবি। রে। ১৮২০। ৯ ফেব্রুআরি।	৩০৪
৫৪৪।	সিদ্ধনারায়ণ। আ—ফতেনারায়ণ। রে। ১৮০৫। ১৬ ডিসেম্বর।	১৯৯
৫৪৫।	সিয়াম বেগম ওগয়রহ। আ—গালিব জঙ্গ খাঁ ওগয়রহ। রে। ১৮২৪। ১৩ আপ্রিল। ...	৬৩
৫৪৬।	সুন্দরনারায়ণ ভূই। আ—ভরতচরণ সংপতি। রে। ১৮৪৪। ৩০ ডিসেম্বর। ...	৬২১
৫৪৭।	সূর্য্যনারায়ণ। আ—পামর কোম্পানির সাবেক কুঠীর আমিনি। রে। ১৮৩৩। ৫ মার্চ। . ... ৭০। ২৫৭।	২৭৮
৫৪৮।	সেখ আকবর আলি ও সেখ আসগর আলি। আ—সর্ব্বজিৎ সিংহ ও গৌরী দত্ত। রে। ১৮৩৬। ২৫ মে।	২১৪
৫৪৯।	সেখ আমিনুদ্দিনের দ্বারা আমদাতুন্নিসা ও সেখ ফরল হক। আ—সেখ অমাদুদ্দীন। রে। ১৮৩৩। ২২ জুলাই। . .	৬৪
৫৫০।	সেখ ইমান বক্‌শ। আ—সেখ ইনায়ৎ আলি। রে। ১৮৪৬। ১২ আগষ্ট। . ৪৬৬।	৫১১
৫৫১।	সেখ খাওয়াজ ও নাওয়াজ ও বোলাকি ও মাণিক মুআয়নুদ্দীন ও এমামুদ্দীন। আ—মহম্মদ সাবর। রে। ১৮৩০। ২৮ আগষ্ট।	৬১৯
৫৫২।	সেখ দাদু। আ—পূরণিয়ার কালেক্টর। রে। ১৮২৫। ২ জুলাই।	৩০৭
৫৫৩।	সেখ ধনুসালগর। আ—সেখ বুরহান। রে। ১৮৪৪। ১৯ সেপ্টেম্বর।	২৫৭
৫৫৪।	সেখ নবীবক্‌শ। আ—সেবক মেহতুন। রে। ১৮৪৮। ২৯ জানুআরি।	৪৭৬

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
৫৫৫।	সেখ ফজল হুসেন। আ—মির নিয়ামৎ আলী। বে। ১৮৪৭। ১৮ সেপ্টেম্বর।	২৫৯
৫৫৬।	সেখ বন্ধু। আ—গৌরীপ্রসাদ। রে। ১৮৪৮। ৭ মার্চ।	৪৭৮
৫৫৭।	সেখ ভকাবি। আ—ইমামবক্‌শ। রে। ১৮১১। ৫ নবেম্বর। ... ... ৩০৪।	৫৫৯
৫৫৮।	সেখ মহম্মদ আলী ও সেখ মবহমৎ আলী। আ—কাশীরাম। রে। ১৮০৫। ২২ মে। .	৫৬৭
৫৫৯।	সৈয়দ অর্শদ আলী খাঁ। আ—সৈয়দ ইমজাদ আলী। বে। ১৮৪১। ২৫ নবেম্বর।	৫৫৮
৫৬০।	সৈয়দ ইনায়ৎ আলী। আ—সেখ দিদার বক্‌শ ওগয়রহ। বে। ১৮৩৩। ১০ জানুআরি।	৫৬৮
৫৬১।	সৈয়দ কলন্দর আলী। আ—ধূমন বিবি। বে। ১৮২৬। ১৬ জানুআরি।	৭৭৪
৫৬২।	সৈয়দ খাদিম আলী। আ—দলজিৎ সিংহ ও ভোলা দত্ত। বে। ১৮১৮। ১৬ মার্চ।	৫৫২। ৫৭২
৫৬৩।	সৈয়দ শাহ মহম্মদ যাসিন। আ—সৈয়দ ইনায়ৎ হুসেন। বে। ১৮৪৬। ১৭ ডিসেম্বর।	৫৮। ২১৪
৫৬৪।	সৈয়দ সুজাৎ আলী। আ—মসম্মাৎ তোবারুন্নিসা বেগম ওগয়বহ। বে। ১৮৪৬। ৭ সেপ্টেম্বর।	৪০৫
৫৬৫।	সৈয়দ হুসেন বেজা। আ—অমীরউন্নিসা ও সৈয়দ ইনায়ৎ বেজা। রে। ১৮৪৭। ১২ জুন।	২০১
৫৬৬।	সোণারাম গাজর। আ—অভয়রাম গাজর। বে। ১৮৪৭। ১৩ আপ্রিল।	২১২
৫৬৭।	হরপ্রসাদ ঘোষ। আ—চন্দ্রকান্ত মুখুয্যা। বে। ১৮৪২। ১৫ জানুআরি। ...	৭০
৫৬৮।	হরলাল সিংহ। আ—জোবাবন সিংহ। রে। ১৮৩৭। ১৯ জুন।	৫৯০
৫৬৯।	হরশঙ্কর নারায়ণ সিংহ। আ—কৃষ্ণদেব নারায়ণ সিংহ। রে। ১৮৪২। ৩০ জুন। ৬৬৭।	৮২০
৫৭০।	হরসুন্দরী দাসী ও শালিকী রামদত্তের উত্তরাধিকারিরা। আ—কাশীনাথ বসুর উত্তরাধিকারিরা কালিদাস বসু ও বৈদ্যনাথ বসু এবং রাজা তেজচন্দ্র রায়। রে। ১৮৩০। ৩০ আগষ্ট।	৫২১
৫৭১।	হরিনাথ মল্লিকের পরে শ্রীনাথ মল্লিক। আ—অভয়চরণ নন্দী ও শিবচরণ নন্দী ও রামচরণ নন্দী। রে। ১৮৩০। ২০ ডিসেম্বর।	৫৫২। ৭৭৬
৫৭২।	হরিমোহন ঠাকুর। আ—রামনারায়ণ দেব। বে। ১৮০৮। ১২ সেপ্টেম্বর।	৪৭৪
৫৭৩।	হরিমোহন দাস। আ—প্রাণকৃষ্ণ রায়। বে। ১৮৪৭। ১৮ আগষ্ট।	৪৯৭। ৭৭২
৫৭৪।	হরিশ্চন্দ্র ধর। আ—গঙ্গাধর দাস ও রাধানাথ দাস ও হরনাথ। বে। ১৮৩৬। ২৬ জানুআরি।	৪৭২
৫৭৫।	হরিহর চৌধুরী ও ঘনশ্যাম চৌধুরী। আ—বঙ্গু বিবি। বে। ১৮১০। ২১ আগষ্ট। ...	৩০৪
৫৭৬।	হিদায়ৎ আলী ও কাদর আলী। আ—প্রেমসিংহ। বে। ১৮২৩। ২৯ জুলাই। ...	৫৬৭
৫৭৭।	হিদায়তুল্লাব উত্তরাধিকারিরা। আ—রূপচাঁদ রায় ও কমলল লোচন রায়ের উত্তরাধিকারিরা। রে। ১৮০৮। ৩ ডিসেম্বর। ...	৬১৫
৫৭৮।	হিম্মত সিংহ ও লক্ষ্মণ সিংহ। আ—বুলেলা রায়। বে। ১৮০৮। ১ আগষ্ট।	২৭৮
৫৭৯।	হেজর। আ—মহারাণী কমলকুমারী। বে। মহারাণী কমলকুমারী। আ—হেজর। রে। ১৮৪১। ২২ আপ্রিল।	৬২১
৫৮০।	হেনরি কৃষ্টন। আ—জেম্‌স পার্কর। রে। ১৮৪৫। ১৯ নবেম্বর।	২৫৮
৫৮১।	হেনরি কৌই। আ—রামরত্ন মেহতা ও আচম্বিত লাল মেহতা। বে। ১৮৪২। ১৫ সেপ্টেম্বর।	২৫৮। ২৭৮
৫৮২।	হুসেন আলী খাঁ ও নসরৎআলী খাঁ ও সুজাতআলী খাঁ। আ—মসম্মাৎ ফুল বাসকুড়। বে। ১৮২৫। ১২ জানুআরি।	৫৬৬

নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্টের তারিখক্রমে ফিরিস্তি।

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৭৯৪	১০ আপ্রিল	১৯৬*	১৭৮
১৮০১	২০ জুলাই	১১৮	৩০৯
,,	,, ,,	,,	৬১৯
,,	১৪ আগষ্ট	৩১২	১৭৮
,,	২৯ ,,	* ২৩১	১৯৮
,,	,, ,,	,,	৬১১
,,	৩০ সেপ্টেম্বর	৩৬৭	৫৬৩
,,	,, ,,	,,	৬০৬
১৮০২	৭ সেপ্টেম্বর	১৮৩	৩০৪
,,	,, ,,	,,	৩০৮
১৮০৩	১৪ মার্চ	৩৬৪	৬৬০
,,	,, ,,	,,	৭৬১
১৮০৪	৭ মে	২৬৭	৫৫৯
,,	,, ,,	,,	৫৬৩
,,	২৭ সেপ্টেম্বর	৪৩১	৩০৮
,,	,, ,,	,,	৬১১
১৮০৫	২৯ আপ্রিল	২১৯	৬১০
,,	৯ মে	৪০১	৬০৭
,,	২২ ,,	৫৫৮	৫৬৭
,,	২৪ জুন	৪৭৫	৫৫১
,,	,, ,,	,,	৫৫১
,,	১৫ জুলাই	২১১	৬০৮
,,	১২ সেপ্টেম্বর	১৪৭	৬০৮
,,	,, ,,	,,	৬০৯
,,	৩০ অক্টোবর	৪০	৬০৬
,,	২৫ নবেম্বর	৫৩৪	৬১৩
,,	,, ,,	,,	৭৬১
,,	১৬ ডিসেম্বর	৫৪৪	১৯৯
,,	১৮ ,,	২৭৯	৫৬১
১৮০৬	১০ ফেব্রুআরি	৫১১	৫৫৯
,,	২৪ ,,	৫১০	২৫৯
,,	,, ,,	,,	৬১২
,,	২ মে	২১৩	২৭৮
,,	,, ,,	,,	৬০৬
,,	,, ,,	,,	৬১৩
,,	১৭ জুন	৪২৮	৫৫৯
,,	জুলাই	৫০৪	২৭৮
,,	,,	,,	৬১৩
,,	১ আগষ্ট	৫৪০	৬০৬
,,	৮ ,,	৩৮৫	৬১৬
১৮০৬	১৮ আগষ্ট	১৮৭	৬৬
,	,, ,,	৩৮২	৫৪৮
,,	,, ,,	,,	৬৪৭
,,	২৫ ,,	৪৯১	৬১৪
,,	,, ,,	,,	৬১৫
,,	১ সেপ্টেম্বর	২০৩	২৭৮
,,	,, ,,	,,	৭৬২
,,	১৯ ,,	৩৬০	২৪
,,	,, ,,	,,	৬১৪
,,	৩ অক্টোবর	২২১	৭০
,,	,, ,,	,,	৭১
,,	,, ,,	,,	৫৬৩
,,	১ ডিসেম্বর	২৮২	৫৬৭
,,	২২ ,,	৩০৫	৭১
১৮০৭	২৩ জানুআরি	১৮৪	৮২১
,,	২৪ আপ্রিল	৩৫	৬০৫
,,	,, ,,	,,	৬১৫
,,	২৫ মে	৩৭৭	২০৫
,,	,, ,,	,,	৫৬১
,,	৫ জুন	৩৪০	৩০৭
,,	২২ ,,	২৭	১৯৮
,,	,, ,,	,,	৫৯২
,,	২৯ ,,	১০৩	৬০৮
,,	৩ জুলাই	২২২	৭১
,,	২০ ,,	১৬৩	৫৫৮
,,	,, ,,	,,	৬১১
,,	২৪ ,,	১৪২	৬০৮
,,	৩ আগষ্ট	৩৮০	৩০৮
,,	,, ,,	,,	৪৯৬
,,	১০ ,,	৪১৬	৪৭৪
,,	১১ ডিসেম্বর	৩০	৬২৪
,,	১৮ ,,	১১৭	৩০৭
১৮০৮	৫ ফেব্রুআরি	১০৯	৬২৪
,,	১৯ ,,	২৫৪	৩০৮
,,	১২ আপ্রিল	৫০৭	৬০৬
,,	২৯ ,,	১	৫৮০
,,	১৩ জুন	৩৪৫	২০৩
,,	,, ,,	,,	৬০৭
,,	৫ জুলাই	৫২১	৬১৫
,,	১৫ ,,	৩২৪	২৫৭
১৮০৮	১৫ জুলাই	৩২৪	৫৫৫
,,	,, ,,	,,	৫৬০
,,	,, ,,	,,	৬০৮
,,	১ আগষ্ট	৫৭৮	২৭৮
,,	৫ ,,	৫১৮	৬১০
,,	২ সেপ্টেম্বর	৪১৮	১২৯
,,	১১ ,,	৫৭২	৪৭৪
,,	১৬ ,,	১৮০	২৭৯
,,	,, ,,	,,	৬১১
,,	৩ ডিসেম্বর	৫৭৭	৬১৫
১৮০৯	১৯ মে	১৯১	৬৭৭
,,	২১ সেপ্টেম্বর	৪৬১	৬০৭
,,	,, ,,	,,	৬১৪
,,	২৭ নবেম্বর	১৩৯	৫৫৮
,,	২৯ ,,	১১৭	৫৫৬
১৮১০	৫ মার্চ	৪৩০	১২৯
,,	৫ আপ্রিল	৩৬৮	৬০৫
,,	৪ মে	৫০৩	৫৯
,,	৩১ জুলাই	৫০০	৪৭০
,,	২০ আগষ্ট	১৯২	৫৮
,,	২১ ,,	৫৭৫	৩০৪
,,	১৭ নবেম্বর	১৫৭	৫৪৮
,,	,, ,,	,,	৬৭৭
১৮১১	২৭ ফেব্রুআরি	৮	১৯৫
,,	৫ মার্চ	৩৭১	৭১৫
,,	৩১ জুলাই	৯৯	৬২০
,,	১০ সেপ্টেম্বর	৪০৭	৬০৫
,,	,, ,,	,,	৬১২
,,	৫ নবেম্বর	৫৫৭	৩০৪
,,	,, ,,	,,	৫৫১
১৮১২	৩ মার্চ	২৮৩	১৯৯
,,	১৭ ,,	১১৯	৫৬৩
,,	,, ,,	২৪৮	২০৫
,,	,, ,,	,,	২৫৯
,,	,, ,,	,,	৫৫৮
,,	১২ মে	৩৯৬	৬০৭
,,	,, ,,	,,	৬২৯
,,	২০ জুন	১৬২	৬০৫
,,	৩০ ,,	১১০	৫৫৮
,,	২৭ জুলাই	৫২৫	২৪৬

* নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্টের অক্ষরক্রমিক ফিরিস্তিতে এই নম্বর দেখিলে তাহার পার্শ্বের তারিখের মোকদ্দমায় যাহারা আপেলান্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্ট ছিল তাহাদের নাম পাওয়া যাইবেক।

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮১২	২৭ জুলাই	৫২৫	২৭৮
„	„ „	„	৩০৭
„	১০ সেপ্টেম্বর	৪৯০	৬১৯
১৮১৩	২৪ ফেব্রুআরি	৩৫২	৫৬০
„	„ „	„	৬১১
„	১৩ মার্চ	৪৯২	৬২৪
„	২৬ মে	৪০০	৬০৭
„	২৯ „	১১১	৫১১
„	২৬ জুন	২৪১	৫০৩
„	২১ জুলাই	৩৫৪	৫৬৩
„	১৫ সেপ্টেম্বর	৩৪	৫১৯
„	২৬ অক্টোবর	৫৩৬	৬১০
১৮১৪	৫ আগষ্ট	৪৭৩	৭০
„	„ „	„	৫৬৩
„	„ „	„	৬১৪
„	১৩ „	৪৪৪	৫৭৫
„	৩০ „	১১৯	২০৮
„	১২ সেপ্টেম্বর	১৪১	৫৫৯
„	„ „	„	৬৩৫
১৮১৫	৪ মার্চ	২৪৬	৩০৪
„	২৯ আপ্রিল	৩৪১	৫৫১
„	„ „	„	৫৬৪
„	২২ মে	২০৮	৫৮০
„	৩০ আগষ্ট	৯০	৫৮
„	„ „	„	১৯৫
„	„ „	„	১৯৯
„	২৫ নবেম্বর	২১	১০৬
„	„ „	„	৮২০
১৮১৬	৪ আপ্রিল	৫২০	৬৭১
„	৫ „	৪০৫	২৭৮
„	১৬ জুলাই	২৭০	৬১১
„	১৯ আগষ্ট	৪৬৩	৬৮৯
„	২৯ „	৪২৬	৬১৭
„	১৯ নবেম্বর	২১২	৫৭৪
„	৩০ ডিসেম্বর	৯২	৭৭৭
১৮১৭	২৫ জানুআরি	৫১৩	৪৭০
„	৭ ফেব্রুআরি	৬৬	৩০৪
„	১২ „	১৬৫	৩০৪
„	„ „	„	৫৯৩
„	„ „	„	৫৯৪
„	„ „	„	৫৯৫
„	„ „	„	৬২৩
„	৬ মে	৯৩	৬৬
„	২৮ „	৫৮	৫৮২
„	৭ জুন	২৯৪	৬৬
„	১৪ আগষ্ট	২০২	৭৭৬
১৮১৮	২৮ ফেব্রুআরি	৩২৮	৬০৮
„	১৬ মার্চ	৫৬২	৫৫২
„	„ „	„	৫৭২
„	১ আপ্রিল	৩২৫	৩৫৩
„	১৫ সেপ্টেম্বর	২৪২	৬০৯

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮১৮	২৫ সেপ্টেম্বর	২৬৩	৬৬
„	১৬ নবেম্বর	১৪৩	৭১৫
„	৩০ „	১২৫	৬০৫
১৮১৯	৮ জানুআরি	৩৬৯	৬৭
„	১৮ „	২৩৯	৬১৫
„	৯ আপ্রিল	১০৯	১২৪
„	৭ মে	৩২২	৬২৯
„	১৬ জুলাই	২	৫৮৯
„	২০ আগষ্ট	১১২	৬৮৮
„	৮ নবেম্বর	১৫৩	৬১৬
„	২১ ডিসেম্বর	৪৭	৫২১
১৮২০	৬ জানুআরি	১১৬	৬০৮
„	„ „	৪৮৮	৬২৯
„	৮ „	৪৬৯	৬৭৭
„	„ „	৫০	৫৬১
„	৮ ফেব্রুআরি	১৪	৫২৪
„	৯ „	৫৪৩	৩০৪
„	১৪ „	৩৩	১৫০
„	২৬ জুলাই	২৪৩	২৮৯
„	৩১ „	৭৩	৫৬০
„	২ আগষ্ট	৩৬৬	৩০৯
„	৭ „	২৪৭	৫৪৯
„	২৮ সেপ্টেম্বর	৪০৬	৬১৬
„	২৮ নবেম্বর	১০৫	৫৭২
১৮২১	৩ জানুআরি	৩৭২	৬১৬
„	১৬ „	৩০৯	৭১
„	„ „	„	৬১২
„	১২ ফেব্রুআরি	৩৩৯	৩০৯
„	„ „	„	৫৪৯
„	২০ „	১৮	৫৬৭
„	২৬ মার্চ	১৪০	৫৮১
„	৪ আপ্রিল	২৬৪	৮২০
„	৫ জুন	১০৭	৬১২
„	১৮ „	১৫৮	৫৫১
„	১৯ সেপ্টেম্বর	১৫১	৭০
„	„ „	„	৫৭৪
„	৫ নবেম্বর	২১৮	২৯১
„	১৯ „	২৫৯	৫৫৫
„	২৬ „	১৬৪	৬০৫
১৮২২	১০ জানুআরি	১৭৪	৬০৭
„	২৮ মার্চ	৩১৮	৬১৯
„	১১ জুন	৩১১	৬১২
„	১৮ „	৫৪১	৫৬৭
„	২৪ জুলাই	১৭৩	২০৩
„	„ „	„	৬৭০
„	„ „	„	৭৮১
„	২৭ আগষ্ট	৩২৭	৬১৬
„	১০ ডিসেম্বর	৩১	৬০৯
১৮২৩	১৪ জানুআরি	১৮৯	২৭৮
„	২০ „	২৯৫	২০০
„	২৩ „	৪৪	৫৫২

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮২৩	১৩ মার্চ	৬৪	২০১
„	২৫ „	২৯৬	৫৭১
„	৫ জুলাই	২৬১	৭৮১
„	২৪ „	২০৫	৬০৯
„	২৯ „	৫৭৬	৫৬৭
„	৭ আগষ্ট	৩৭	৬১৫
„	২৩ „	২৫৬	৫৫১
„	২৯ নবেম্বর	৩৯৩	৫৫৪
„	১৫ ডিসেম্বর	৪৯৩	৬১
„	১৯ „	২৫৩	৫৫৬
„	২২ „	১২৯	২৭৯
১৮২৪	২৯ জানুআরি	২২৪	৫৬০
„	৫ আপ্রিল	১৯২	১৭১
„	১৩ „	৫৪৫	৬৩
„	২১ „	৫৪৬	১৯৪
„	১৭ মে	৫১৪	১৯৯
„	„ „	৪১৪	৫৫০
„	„ „	১১৫	৮২০
„	৫ জুন	৬	৬১৬
„	২১ „	৪৫৫	৫৬০
„	২৩ „	৪৫৩	১৭৯
„	২১ জুলাই	৪১৪	২৭৯
„	১০ নবেম্বর	৪৮৫	৬৩৫
„	১ ডিসেম্বর	৯	২৫৭
„	„ „	„	৬০৯
„	৪ „	৪৫৪	৫৬২
১৮২৫	১২ জানুআরি	৫৮২	৫৬৬
„	১৯ „	৪৪৫	৬১০
„	২৫ „	৪৪১	১৯৬
„	২৭ „	২৬০	৭২০
„	৯ ফেব্রুআরি	২৫৮	৫৮০
„	১২ মার্চ	৭৪	১৯৬
„	১৪ „	২৯৮	৫৬০
„	২১ „	৩০৬	২৭৯
„	২২ „	৩০০	৩৫০
„	„ „	৪২০	১৯৫
„	৩০ জুন	১৯৮	৬৭০
„	„ „	„	৭৮২
„	২ জুলাই	৫৫২	৩০৭
„	১৫ „	১৫২	৬০৮
„	২১ „	১৫৫	১৯৯
„	২১ সেপ্টেম্বর	৫৩৫	৬১২
„	„ „	৫৩৮	২০১
„	৩ ডিসেম্বর	২৭৬	৫৫৬
১৮২৬	১৬ জানুআরি	৫৬১	৭৭৪
„	২৪ „	৪৮৯	৫৫০
„	„ „	„	৫৭২
„	২৬ „	৬২	৬১৩
„	৩১ „	৪৬০	৫৬৩
„	১৩ মার্চ	২৭৭	২০১
„	১৭ আপ্রিল	২৩৬	৬৩

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮২৬	১৭ আপ্রিল	২৩৬	৩৮৩
„	২৫ „	৩৯০	৬৩
„	„ „	„	৩০৩
„	২৭ জুন	৩৭০	৬১৬
„	১০ জুলাই	২৮০	৫৬৬
„	„ „	৩৯৪	৬৬৭
„	২৯ আগষ্ট	২২	৫৫৮
„	২৫ সেপ্টেম্বর	১০৪	৫৬০
„	„ „	৩৭৮	৫১১
১৮২৭	১৬ জানুআরি	৪৫৭	৪৭২
„	১৩ ফেব্রুআরি	৩১৭	১৭৯
„	২৩ „	১৬৮	৫
„	১৮ মে	৭৮	৬১১
„	১০ জুলাই	১৬৬	৫৯৫
„	„ „	„	৬১৬
„	১৬ „	৩৩৭	৫৬১
„	২১ আগষ্ট	১৩৪	৬১৬
„	৫ সেপ্টেম্বর	১১১	৫৫৬
„	৩ অক্টোবর	৩৬	৬১১
„	১৩ নবেম্বর	১০১	৩০৮
„	„ „	„	৬১৫
„	৭ ডিসেম্বর	৮৮	২৬১
„	„ „	„	৩০৯
„	১১ „	২৯৯	৬০৯
„	১২ „	৪৫৯	৩১০
„	২৯ „	৪৫০	৫১৫
১৮২৯	২৯ জানুআরি	৪০৩	৬০৭
„	১৯ মে	২৮৮	৬১৪
„	১১ ডিসেম্বর	২৯০	৮১০
১৮৩০	৬ জানুআরি	১৬১	৬০৬
„	„ „	„	৬১৭
„	১ ফেব্রুআরি	৫৪২	৫৫১
„	„ „	„	৫৬২
„	২ „	৮১	৫৫২
„	„ „	„	৫৭৩
„	২০ „	৭৯	৭৮১
„	২৯ মার্চ	৪৭৭	৬৮৭
„	২৯ মে	৩৫৮	১৯৯
„	১৪ জুন	২৩২	৫৭১
„	„ „	৩৩৬	৬০৭
„	১৫ „	৭২	৫৭১
„	১৯ জুলাই	৩৯১	৫৫৬
„	৪ আগষ্ট	৪৮১	৬১৬
„	২৮ „	৫৫১	৬১৯
„	৩০ „	১৯৪	৬৫২
„	„ „	৫৭০	৫২১
„	২০ ডিসেম্বর	৫৭১	৫৫২
„	„ „	„	৭৭১
১৮৩১	১৭ জানুআরি	২৭১	৫৫২
„	„ „	„	৫৭৩
„	৭ ফেব্রুআরি	৩৬২	১৯৮

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮৩১	২৩ ফেব্রুআরি	৪৩৭	৩৮৭
„	„ „	„	৩৮৮
„	৫ মার্চ	৫১	৭৪৮
„	৭ আপ্রিল	২৭৪	৩০৭
„	১৯ „	২৬৫	৫৪৮
„	„ „	৪০৯	৫৬৬
„	„ „	„	৫৭৫
„	২৬ „	৪৮৭	৫৮১
„	১৯ মে	৫৩	৫৭৫
„	৩১ „	৪৫	২০৩
„	„ „	৪৩৩	৬৩৫
„	২২ জুন	৩৯২	৬১৭
„	১৯ জুলাই	৪২২	১৯৯
„	১৫ আগষ্ট	৫৩৭	৫৬৬
„	„ „	„	৫৬৭
„	১৯ সেপ্টেম্বর	২৫	৩০৮
„	৫ ডিসেম্বর	১০০	২০১
„	২১ „	৫১৯	৬০৮
১৮৩২	৯ জানুআরি	৩০৩	৫২৫
„	১৭ „	৫৬	৩০৮
„	৩১ „	৪৮৩	১৯৬
„	„ „	„	৭৮২
„	১৫ ফেব্রুআরি	১৬৯	৫৯৪
„	„ „	„	৫৯৫
„	৩ আপ্রিল	৩৬৩	৭৭৭
„	১৮ „	২৬২	৩৫৩
„	৫ মে	৭৭	৬১০
„	১৬ „	৪০২	৪৭২
„	৩১ জুলাই	৮০	৫৪৯
„	„ „	„	৬৮৯
„	১৪ আগষ্ট	৩৪৩	৫৭৫
„	২৭ „	৩০৭	৩১০
„	৩০ „	২৮৬	৩১০
„	১৯ সেপ্টেম্বর	২৮৭	২০৪
„	২২ নবেম্বর	৩৭৬	১০৬
„	১৪ „	৭০	৬২০
„	১০ ডিসেম্বর	৩৮৩	১৪৬
„	„ „	„	৩৮৭
১৮৩৩	১০ জানুআরি	২২৯	৬১৭
„	„ „	৫০৭	৭৭৬
„	„ „	৫০৮	১৬১
„	„ „	„	৩৪৮
„	„ „	„	৭৭৬
„	„ „	৫৬০	৫৬৮
„	২৮ „	৩৪৪	২৭৯
„	৫ ফেব্রুআরি	৪৮	৭৭৯
„	„ „	৪৯	৭৭৬
„	১৯ „	৩৪৭	২০০
„	৫ মার্চ	৫৪৭	৭০
„	„ „	„	২৫৭
„	„ „	„	২৭৮

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮৩৩	১৫ আপ্রিল	৪৭৬	৩০৯
„	„ „	৪৭৬	৭৭৬
„	২৪ „	২৬	৬৩৫
„	৯ মে	১৭	৬৩৫
„	৯ জুলাই	৫২৬	৬১৮
„	১৯ „	৪২৩	৬৭১
„	„ „	„	৭৮১
„	„ „	„	৭৮২
„	২১ „	৫৪৯	৬৪
„	৯ সেপ্টেম্বর	২২৮	২০৩
„	„ „	„	২০৪
„	„ „	„	৭৭৬
„	২৫ „	৬০	৭৪৫
„	৩০ „	১৫৯	৭৭৪
„	৩১ ডিসেম্বর	৬৯	৩৫৩
„	„ „	„	৫৫৮
„	„ „	„	৭৭৫
১৮৩৪	১৩ জানুআরি	৫২৮	৭৮৪
„	১০ „	১৩৫	২৫৭
„	২২ ফেব্রুআরি	২০৭	১৯৭
„	„ „	„	৬৬৯
„	২৮ „	২১৬	৫৫২
„	„ „	„	৫৭০
„	„ „	„	৫৭৩
„	„ „	„	৫৭৪
„	„ „	„	৭৭৬
„	১২ মার্চ	৪৮২	৭৮২
„	২৯ জুলাই	৪	৬১৭
„	„ „	„	৮১১
„	২৯ নবেম্বর	৪৩	৭৪৮
১৮৩৫	৭ জানুআরি	৩২	৪৭২
	১৯ ফেব্রুআরি	১৮১	২৭৭
„	১৩ মার্চ	৪৭৮	৫৫৯
„	১৪ আপ্রিল	৪৫৬	২০৭
„	„ „		৪৭০
„	৩ জুন	৩৩৫	৫৫৯
„	১৪ জুলাই	১০	২৭৯
„	১১ আগষ্ট	৪২৯	৬০৫
„	২০ „	৩০৮	৩১০
„	২৬ „	২৬৯	২৭৯
„	৭ ডিসেম্বর	৬৫	৬২০
১৮৩৬	১১ জানুআরি	৪২১	৫৮১
„	২৬ „	৫৭৪	৪৭২
„	৫ ফেব্রুআরি	৯৮	২০০
„	„ „	„	৫৫৬
„	„ „	১১৬	৩৫৩
„	১ মার্চ	৩০৪	৫২৫
„	„ „	„	৬১১
„	„ „	৩৩০	১৯৭
„	৬ মে	৩০১	৪৭৩
„	„ „	„	৫৫০

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮৩৬	২৫ মে	৫৪৮	২১৪
”	৩০ জুন	১৫৬	৩১০
”	৫ জুলাই	৫২৭	২১৯
”	২০ ”	২৩৫	৭৮২
”	৪ আগষ্ট	১৮৬	৬২১
”	১২ ”	৪০*	১২৬
”	১৩ ”	৪৬৮	৬২৩
”	৯ সেপ্টেম্বর	৪০*	১২৬
”	১৯ ”	২৮১	৬৪
”	” ”	”	৫৫৯
”	২৯ ”	২৫৫	৬১০
”	৩ ডিসেম্বর	১৬৭	৬২০
”	২২ ”	৩৮১	১২৭
১৮৩৭	৪ জানুআরি	৭১	১২৭
”	২২ ফেব্রুআরি	২৬৮	৬২০
”	১৭ ”	১৩১	৬১৭
”	২ মার্চ	৪৭২	৬১৭
”	২৮ ”	৩৫০	৬২০
”	২৪ আপ্রিল	৫৩২	৪২৭
”	২৭ ”	২২৫	৩০৮
”	১ মে	৪১	৬২৩
”	২৩ ”	৪১৪	৫৫৯
”	১৯ জুন	৪৪৩	৫৭২
”	” ”	৫৬৮	৫৯০
”	২০ ”	৮৯	৬২৩
”	” ”	”	৬২৪
”	২৪ ”	২৬	৪৭৩
”	১২ সেপ্টেম্বর	৭	৩০৭
”	২১ ”	২০	৫২২
”	” ”	”	৫২৫
”	২৩ ”	২০৪	৭০
১৮৩৮	৩০ জানুআরি	১০৬	১২৭
”	২৭ ফেব্রুআরি	৪১০	৬০৬
”	১৬ মার্চ	১৯	৭৮১
”	২৮ মে	৩৮৭	১২৭
”	৩০ জুলাই	৫১৬	৬১
”	১০ আগষ্ট	১৫	৫২৪
১৮৩৯	১৬ মার্চ	২৫৭	৬১১
”	১৬ আপ্রিল	৪২৭	৬২১
”	” ”	”	৬৬০
”	৩১ ডিসেম্বর	৩০২	৩১০
১৮৪০	২৭ জানুআরি	১১০	৬১৭
”	২৮ ”	২৭	৬৮৯
”	” ”	”	৫২৫
”	৬ জুন	১৪	৭০
”	” ”	৩১০	১১৯
”	১৮ ”	১৯৫	৭৮
”	১৪ আগষ্ট	৫৩১	৫৮
”	১৫ ”	৩২০	৬১০
”	২৪ ”	৩৯	২৭৭
”	১২ নবেম্বর	২৪৫	৬৭

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮৪০	২ ডিসেম্বর	১৪৮	২৬৪
”	” ”	১৪৮	৫৫৭
”	৩ ”	৪৩৯	৫৫৭
১৮৪১	১৪ জানুআরি	২৭২	৫৮
”	১৮ ”	৩৮	৪৯০
”	১৯ ”	৪১৩	৫৫৭
”	২১ ”	৫২৯	৬৬৭
”	১ ফেব্রুআরি	১৩২	৫৯১
”	” ”	”	৬১১
”	১০ ”	৩২৬	৫৯৩
”	১৩ ”	১১৮	৬১৮
”	১৫ ”	৩৯৮	৫৭৪
”	১৬ ”	৪৯৫	২০৮
”	৩০ মার্চ	১৩	৪৯৪
”	৮ আপ্রিল	৩৮৮	৭০
”	২২ ”	৫৭৯	৬১১
”	২৮ ”	২০০	৫৭২
”	২০ মে	৪৬৪	৫৭৩
”	১২ জুন	৫০৯	৭১৩
”	১৬ ”	৪৪৭	৪১৯
”	১৭ ”	১৭৮	৬১১
”	২৩ ”	৩	৬২২
”	১ জুলাই	১২৭	৬৬
”	৩ ”	১৭১	২১৪
”	” ”	”	২২১
”	১১ ”	৭৫	৫৭৩
”	” ”	”	৬৫২
”	২৫ আগষ্ট	২১৪	৭৩৭
”	৭ সেপ্টেম্বর	৫০২	৬৩৪
”	১১ ”	২৩৮	২০৫
”	” ”	”	৫৬০
”	২৩ ”	৩৪৬	৬৫২
”	২৭ ”	৪০৪	৫৭৩
”	৫ অক্টোবর	১২	৬৯২
”	” ”	”	৬৯৬
”	৬ ”	১৩৭	৬২১
”	” ”	৫২২	১২৭
”	২৫ নবেম্বর	৫৫৯	৫৫৮
”	৩০ ”	৯৪	৬২২
”	” ”	৯৫	৫৯৪
”	১৮ ডিসেম্বর	২৪৪	৫৫৪
১৮৪২	৪ জানুআরি	৬৩	২০০
”	৫	২১	৬৫
”	১৫ ”	৫৬৭	৭০
”	২৮ ”	১৭০	৫৯৪
”	৭ ফেব্রুআরি	১১৪	৪৪২
”	৯ মার্চ	২৩৭	৫৭৪
”	১৩ ”	৪৭৪	৭১
”	১৭ ”	৪৫৮	৫৫৭
”	২৩ ”	৮৫	২০১
”	২৪ ”	১৮৫	৩৩৬

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮৪২	২৯ মার্চ	১২০	৬২২
”	৩ আপ্রিল	৩৩৪	৭৮২
”	৪ ”	৪৮৪	৬৩৫
”	১২ ”	৩৪৮	৫৭৩
”	২১ ”	২৭৩	৪৭২
”	৩ মে	১৪৪	৬২৩
”	২ জুন	১২৩	৫৪৯
”	১৪ ”	৩৮৯	১২৭
”	১৬ ”	২৩০	১২৭
”	” ”	৫১৫	৬২৩
”	২১ ”	৫	৪২১
”	৩০ ”	৫৬৯	৬৬৭
”	” ”	”	৮২০
”	২৫ আগষ্ট	১২৩	৬২৩
”	১৪ সেপ্টেম্বর	৪৪৮	৬২১
”	১৫ ”	৫৮১	২৫৮
”	” ”	”	২৭৮
”	২৪ নবেম্বর	২৮৯	৫৮২
”	” ”	”	৫৯৫
১৮৪৩	১৯ জানুআরি	৫০১	৬০৯
”	৫ জুন	৩১৩	৬২৩
”	৮ ”	৪১৫	৫৯০
”	২৫ জুলাই	৩৭৫	১১৮
”	১২ আগষ্ট	৪৭১	২৫৬
”	২৯ ”	২৫১	১৪১
”	” ”	”	২৮৯
”	১৪ সেপ্টেম্বর	৬১	৩০৭
”	১৮ ”	৫৩৯	১০৬
”	৩০ নবেম্বর	৩৩২	৬২২
”	২ ডিসেম্বর	৭৬	২৫৭
”	” ”	২৪০	৫৯৫
”	১৬ ”	৪৩৫	৪৬৮
”	২৯ ”	৩৫৭	৬৭
১৮৪৪	৮ জানুআরি	২৫২	২২৪
”	১৩ ”	৩৯৫	৪৮৯
”	১৫ ”	৩৫৯	৬২১
”	১৮ ”	৪৮০	৭০
”	২০ ”	২৩৪	৫১৭
”	” ”	”	৫২৫
”	৮ ফেব্রুআরি	১২৪	৬০৬
”	২৯ ”	৫১৭	৪৬৬
”	২৭ মার্চ	২৬৬	২২৪
”	৬ মে	৪১৮	৫৫৮
”	১৫ ”	৫২	২০৫
”	২২ ”	৩৯৭	৪৭২
”	২৪ ”	২৪৯	২৫৮
”	৩০ ”	৪১১	৫২৬
”	৫ জুন	৬৮	৬২২
”	১২ ”	৩৯৯	৪৭২
”	১৭ জুলাই	১৩৩	৬০৯
”	৭ আগষ্ট	৩৫৩	৫২৫

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮৪৪	২২ আগষ্ট	১০৮	৬৫১
,,	১৯ সেপ্টেম্বর	৫৫৩	২৫৭
,,	২৬ ,,	২৮৫	৭০
,,	,, ,,	৪৩৪	১১৮
,,	৩ অক্টোবর	৪২৭	৬২৬
,,	২৮ নবেম্বর	৩৬১	৩৫০
,,	৫ ডিসেম্বর	৪২৫	৪৮৮
,,	৩০ ,,	৫৪৬	৬২২
১৮৪৫	১৭ ফেব্রুআরি	২৯৭	২২৪
,,	১৩ মার্চ	৪৩৬	৬২১
,,	২৬ ,,	৪৬৫	১৯২
,,	১৯ আপ্রিল	১৭৬	৩০৭
,,	,, ,,	,,	৭৪৫
,,	২৬ ,,	৪১২	৬৫১
,,	৫ মে	৪১৯	৬২১
,,	১৬ ,,	২০৬	৬৮৮
,,	২৩ জুলাই	৩১৯	১৯৮
,,	১৯ নবেম্বর	৫৮০	২৫৮
,,	৩ ডিসেম্বর	৩৭৪	১৯৮
১৮৪৬	১৬ জানুআরি	২৮	৭৪৮
,,	২১ ,,	৫১২	২১২
,,	৭ ফেব্রুআরি	২৯	২৫২
,,	,, ,,	,,	৬৪৯
,,	২৭ ,,	৩৫১	৬২০
,,	২৮ ,,	২৩	৬১
,,	৪ মার্চ	৫৩০	৬৭
,,	১৪ ,,	৪৮৬	৬১৪
,,	৩ আপ্রিল	১৮৮	৫৫০
,,	১৪ ,,	৩৪৯	৪৬৬
,,	৮ জুন	১১	৭১১
,,	১৩ ,,	৮৪	৪৯৯
,,	১৫ জুলাই	৫৪	৫৫২
,,	৩ আগষ্ট	৩২১	৮২০
,,	১২ ,,	৫৫০	৪৬৬
,,	,, ,,	,,	৫১১
,,	৭ সেপ্টেম্বর	৫৬৪	৪০৫
,,	২ নবেম্বর	২৭৮	৬৩৬
,,	২৫ ,,	১৩৬	৪৯১
,,	২৮ ,,	২২৩	৬৭
,,	১৭ ডিসেম্বর	৫৬৩	৫৮
,,	,, ,,	,,	২১৪
১৮৪৭	১৮ জানুআরি	৪৭৯	৬২
,,	১৩ আপ্রিল	৫৬৬	২৯২
,,	২৭ ,,	৪২৯	৩০৯
১৮৪৭	১০ মে	৮৩	২৫২
,,	,, ,,	৮৩	৬৪৯
,,	১৫ ,,	৪৪৯	৬০৬
,,	২৭ ,,	১২২	৩১৬
,,	৫ জুন	৩৭৯	৪৭৩
,,	৯ ,,	২১৫	৫৯১
,,	,, ,,	৪৬০	২৫৮
,,	১০ ,,	১৭৭	৪৬৬
,,	১২ ,,	৫৬৫	২০১
,,	,, ,,	৪৩৮	৭৭৭
,,	১৪ ,,	১৭৫	২৫৯
,,	,, ,,	৩২৩	৩০৮
,,	১৬ ,,	,,	৬১৮
,,	,, ,,	৫২৩	৬৪৭
,,	,, ,,	৩৩৩	১৯৫
,,	১৯ ,,	৩৫৬	১৪৭
,,	,, ,,	৩৮৬	৫৬৬
,,	২৪ ,,	২১৭	৬৪১
,,	,, ,,	৪৪২	৪৭৫
,,	২৬ ,,	৫০৫	১৯৯
,,	৩ জুলাই	১৪৯	২৫৮
,,	৫ ,,	৪৩১	৬২
,,	৬ ,,	৪৭০	২৫৬
,,	১৩ ,,	৪৬২	২৫৯
,,	১৪ ,,	১৮২	৩১০
,,	১৫ ,,	৫২৪	৬৪৭
,,	,, ,,	২১৭	৪৭৯
,,	১৭ ,,	৩১৪	২১৭
,,	২৪ ,,	২০১	৪৬৯
,,	২৬ ,,	২৯৩	৫৭০
,,	৭ আগষ্ট	১৬	১৯৭
,,	১০ ,,	৫২৩	২৬০
,,	১১ ,,	৫৫	৪৬৮
,,	১২ ,,	৩৪২	২৯১
,,	,, ,,	৪৬৭	২১৯
,,	১৬ ,,	,,	২৬০
,,	১৯ ,,	১৩৮	২১৭
,,	২১ ,,	৪২	১৯৮
,,	৩১ ,,	৫৭৩	৪৯৭
১৮৪৭	১ সেপ্টেম্বর	১৫৪	৫৬৮
,,	,, ,,	২৩৩	৭৭৭
,,	৭ ,,	৮৭	৬৮৮
,,	১৮ ,,	৩৩৮	১৯৫
,,	,, ,,	৫৫৫	২৫৯
,,	২০ ,,	৬৭	৫৭৯
,,	২২ ,,	২৭৫	৬৩৫
,,	২৩ ,,	৩৬৫	২৫৯
,,	৩০ ,,	৩১৫	২০৩
,,	২৪ নবেম্বর	৩১৯	৬১০
১৮৪৮	৬ জানুআরি	১৫০	৪৫৪
,,	২৯ ,,	৫৫৪	৪৭৬
,,	৫ ফেব্রুআরি	৪৬	৫৮
,,	,, ,,	২২০	৬২১
,,	,, ,,	৩৭৩	৪৬৭
,,	৮ ,,	?	৮২০
,,	১২ ,,	?	৩১০
,,	,, ,,	৫৭	৫৭৪
,,	,, ,,	৪১৭	৭৭৯
,,	১৯ ,,	১৭৯	৬২৩
,,	২ মার্চ	৩৮৪	৫৮২
,,	৭ ,,	৫৫৬	৪৭৮
,,	৮ ,,	১৪৫	৬৩৬
,,	,, ,,	২৯১	২১৩
,,	৯ ,,	১৭২	৬৪১
,,	,, ,,	,,	৮২১
,,	,, ,,	২৫০	৮২১
,,	১১ ,,	১১৩	৬২৩
,,	,, ,,	১৪৬	৪১৭
,,	২৩ ,,	৩১৬	৫৫০
,,	২৫ ,,	৫৯	২০০
,,	২৮ ,,	১৬০	৫৯৩
,,	৪ আপ্রিল	১৯০	৭৭৭
,,	,, ,,	৩৫৫	৩৫০
,,	৬ ,,	৪৬৬	৪৭৩
,,	৮ ,,	৪০৮	৩৫০
,,	,, ,,	৪৫২	৬২৫
,,	১৩ ,,	৪৯৬	৫৬৯
,,	২২ ,,	২২৬	৬১৮
,,	২৭ ,,	১০২	৬০৯
,,	১৩ মে	৩৩১	৬২৪
,,	২৩ ,,	২১০	৪৮৮
,,	২৭ ,,	৫৩৩	৬২১
,,	১৭ জুন	৮৬	৮১৬

সারাসরী মোকদ্দমার রিপোর্টের দরখাস্তকারিদের নামের অক্ষরক্রমিক ফিরিস্তি।

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
১।	অধীন সিংহ। দ—১৮৪২। ২৫ জুলাই। .	৫৫৬
২।	অমৃত লাল। দ—১৮৪১। ২৩ জুন। .	৬৭৬
৩।	আনন্দময়ী এগয়বহ। দ—১৮৪৭। ১০ মার্চ।	৭০৮
৪।	আবদুল মজীদ। দ—১৮৪৬। ১৭ মার্চ। .	৫৯
৫।	আর এফ স্মিথ সাহেব। দ—১৮৪৪। ১১ ফেব্রুআরি।	১৪৯
৬।	আবাটুন ওগয়বহ। দ—১৮৪১। ৬ অক্টোবর।	৩৮৮
৭।	আলী আসন। দ—১৮৪৭। ১ মার্চ। ..	৪০১
৮।	আহ্লাদমণি। দ—১৮৪৬। ১ সেপ্টেম্বর। .	৫৯৯
৯।	ইতর খাঁ। দ—১৮৪১। ১৩ আপ্রিল। .	৪১৩
১০।	ঈশানকিশোর আচার্য্য। দ—১৮৪১। ৯ মে।	৫৮০
১১।	ঈশ্বরচন্দ্র ঠাকুর। দ—১৮৪৮। ৭ মার্চ।	৬৭
১২।	ঈশ্বরচন্দ্র পালচৌধুরী। দ—১৮৪২। ১০ মে।	৩৫১
১৩।	ঈশ্বরী দত্ত। দ—১৮৪১। ১৩ ডিসেম্বর। .	১৬০
১৪।	উমাকান্ত গুহ ওগয়বহ। দ—১৮৪১। ১ আগষ্ট। . . . ১৫১।	৬৪৯
১৫।	উমানন্দ দত্ত ও গৌরীদত্ত। দ—১৮৪৮। ২৮ মার্চ	৬৮৯
১৬।	উলিয়ম্‌স সাহেব। দ—১৮৪৪। ১৩ ফেব্রুআরি।	৭৩০
১৭।	এ এচ আবাটুন। দ—১৮৪৫। ২১ আপ্রিল।	২২১
১৮।	এ এচ আবাটুন। দ—১৮৪৫। ৫ মে। .	২২১
১৯।	এডমণ্ড কেন্ট হিউম সাহেব। দ—১৮৩৪। ২১ নবেম্বর। . . ২২৩।	৪০৩
২০।	ওডেন্ডা সাহেব। আ—পেযারীলাল মণ্ডল ওগয়বহ। বে। ১৮৪৪। ৭ সেপ্টেম্বর। ..	৬০৪
২১।	ওমরাও নায়ক। দ—১৮৪৮। ৩ ফেব্রুআরি। .	৩৫১
২২।	ওয়াজিদন্নিসা। দ—১৮৩৮। ১০ ডিসেম্বর। .	৬৯৩
২৩।	ঔদান সিংহ। দ—১৮৪১। ১৩ ফেব্রুআরি। ..	৬৭১
২৪।	কমলকিশোর গুহ। দ—১৮৪৫। ২ জুন। ...	২১৯
২৫।	কালীকান্ত বিদ্যাবাচস্পতি। দ—১৮৪৮। ১৮ মার্চ।	৩৫০
২৬।	কালীতারা মজুমদার এবং অন্য জন। দ—১৮৪৭। ১ জুন।	৫৯২

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
২৭।	কালীশঙ্কর বক্সী। দ—১৮৪৫। ১৮ মার্চ। ২৫১।	৬৪৯
২৮।	কাশীকান্ত আচার্য্য। দ—১৮৪২। ২৪ মে। ..	২৫৩
২৯।	কাশীচন্দ্র মুস্তোফী। দ—১৮৩৭। ২৮ জানুআরি।	৫৭৬
৩০।	কাশীনাথ বাঁড়ুয্যা। আ—ব্রজমোহন মিত্র ও কাফীলুদ্দীন। বে। ১৮৪০। ২৫ মে।	৭৮১
৩১।	কুঞ্জবেহারী সিংহ ও রামচরণ সিংহ ওগয়বহ। দ—১৮৪৮। ৫ জুন।	৫৯৭
৩২।	কুনকুন সিংহ। দ—১৮৪৩। ২৯ মে। .	৬৩৮
৩৩।	কৃষ্ণকান্ত নায়ক। দ—১৮৪১। ২০ আপ্রিল।	৭০৫
৩৪।	কৃষ্ণকান্ত হিজ্জড়া। দ—১৮৪১। ৫ অক্টোবর।	৪২১
৩৫।	কৃষ্ণকিশোর রায়। দ—১৮৪১। ১৫ জানুআরি।	৭২০
৩৬।	কৃষ্ণদয়াল সিংহ। দ—১৮৪১। ২৬ আপ্রিল।	৬৮৯
৩৭।	কৃষ্ণমোহন মিত্র ওগয়বহ। দ—১৮৪৭। ৩১ জুলাই। ... . ২৫১।	৬৪৯
৩৮।	কৃষ্ণমোহন রায়। দ—১৮৪০। ১৫ জানুআরি।	১৪৯
৩৯।	কেমিকান্ত চাটুয্যা। দ—১৮৪৮। ২৫ মার্চ। ...	৫১৬
৪০।	খাজা আকরাম নেকোস পগোস। দ—১৮৩৯। ১৮ মে।	৭১১
৪১।	গিদন ঠাকুর এবং অন্য জন। দ—১৮৪৭। ২১ জুন।	৬১৫
৪২।	গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ। দ—১৮৪২। ১৩ সেপ্টেম্বর।	৭০৪
৪৩।	গঙ্গাপ্রসাদ দত্ত। দ—১৮৪৩। ২৪ আপ্রিল। .	৭১১
৪৪।	গঙ্গাসাগর সরকার। দ—১৮৪৫। ১৬ ডিসেম্বর।	২১৩
৪৫।	গণশারাম দোহে। দ—১৮৪৫। ১৯ ফেব্রুআরি।	২৫৬
৪৬।	গবর্ণমেণ্ট। দ—১৮৪৭। ৩০ জানুআরি। ...	৪০৯
৪৭।	গবর্ণমেণ্ট। দ—১৮৪৭। ১১ আপ্রিল। ...	১৮৬
৪৮।	গবর্ণমেণ্টের উকীল। দ—১৮৪২। ৯ আগষ্ট।	১০৩
৪৯।	গিরিধারিপ্রসাদ। দ—১৮৪৮। ১১ জানুআরি।	২১৭
৫০।	গোঁসাইভঞ্জন গির। দ—১৮৪৮। ৩০ ডিসেম্বর।	৮৩০
৫১।	গোপালকৃষ্ণ দাস। দ—১৮৪১। ১৫ জুন। ...	৭১৭
৫২।	গোপীকান্ত মিশ্র। দ—১৮৪৮। ১৯ ফেব্রুআরি।	৫৯

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
৫৩।	গোপীনাথ শা ও রামনারায়ণ শা। দ—১৮৪৩। ২৫ ফেব্রুআরি।	৬২৬
৫৪।	গোবিন্দচন্দ্র রায়। দ—১৮৪০। ১৬ আপ্রিল।	৪৭৫
৫৫।	গোবিন্দপ্রসাদ খাঁ এবং অন্য জন। দ—১৮৪৮। ১২ জুন।	২২৩
৫৬।	গোলোকচন্দ্র রায়। দ—১৮৪৩। ১৭ আপ্রিল।	৬৪৯
৫৭।	গোলোকনাথ বসু। দ—১৮৪২। ২৭ ডিসেম্বর।	৭২১
৫৮।	গোলোকনাথ বসুর বিধবা মসম্মাৎ অন্নপূর্ণা দাসী। দ—১৮৪৯। ১৮ জুন।	৮৩২
৫৯।	গে বমণি দাসী। দ—১৮৪২। ৬ ডিসেম্বর।	৬৯৪
৬০।	গৌরমোহন দাস। দ—১৮৪৬। ১৪ জুলাই।	৬৬
৬১।	গৌরমোহন শা। দ—১৮৪৫। ১৭ নবেম্বর।	৬৫৩
৬২।	গৌর সহায। আ—হনূমানপ্রসাদ। বে। ১৮৪২। ১৩ জুলাই।	৭৭৪
৬৩।	গৌরসুন্দরী গোঁসাই। দ—১৮৩৬। ১২ সেপ্টেম্বর।	২২৫
৬৪।	গৌরীচরণ মুখুয্যা। আ—অভয়চরণ মুখুয্যা। বে। ১৮৪৪। ১৬ জানুআরি।	৬০৪
৬৫।	চণ্ডীচরণ মজুমদার। দ—১৮৪১। ২৮ জুন।	৫৭২
৬৬।	চণ্ডীচরণ মুখুয্যা। দ—১৮৪১। ২০ সেপ্টেম্বর।	৬৩৪
৬৭।	চণ্ডীমাধব চক্রবর্ত্তী। দ—১৮৪৮। ২২ মার্চ।	৫৭৯
৬৮।	চতুর্ভাম তেওযারী। দ—১৮৪৬। ৭ সেপ্টেম্বর।	৪০২
৬৯।	চন্দ্রকুমার চাটুয্যা নাবালগের পক্ষে টর্ণি বিষ্ণুপ্রসাদ নন্দী। দ—১৮৪৯। ২৬ মার্চ। ..	৮৩২
৭০।	চন্দ্রনাথ চাটুয্যা। দ—১৮৪২। ২৭ ডিসেম্বর।	৭০৯
৭১।	চন্দ্রনাথ শর্ম্মা লস্কর। দ—১৮৪১। ২৫ মার্চ।	৭১২
৭২।	চন্দ্রশেখর বসু ওগযরহ। দ—১৮৪৭। ১১ সেপ্টেম্বর।	৫৯৬
৭৩।	চব্বিশপরগনার নিমকের এজেন্ট। দ—১৮৪৬। ১৪ জুলাই।	১৫৩
৭৪।	চাটিগাঁর নিমকের এজেন্ট। দ—১৮৪৩। ১৬ জানুআরি।	৭২৫
৭৫।	চিন্তামন আবস্তি। দ—১৮৪৪। ৮ জুলাই। ২৪৬।	২৫২
৭৬।	চুনিলাল সেন। দ—১৮৪২। ১৮ আপ্রিল। .	২২৪
৭৭।	চুনিলাল সেন। দ—১৮৪৭। ১০ মার্চ। .	৭০৯
৭৮।	চৈতনচরণ সেন। দ—১৮৪৩। ১১ জুলাই। ..	৬৮৭
৭৯।	চৌধুরী দৌলত সিংহ। দ—১৮৪৮। ৪ সেপ্টেম্বর।	৭১২
৮০।	চৌধুরী সাহেব সিংহ। আ—তিলকধারী সিংহ। বে। ১৮৪২। ৬ জুলাই।	৬৬০
৮১।	জগচ্চন্দ্র বাঁড়ুয্যা ও গোবিন্দচন্দ্র বাঁড়ুয্যা। আ—ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তোফী। বে। ১৮৩৯। ২৮ নবেম্বর।	৪৮৯
৮২।	জগন্নাথ মুকল। দ—১৮৩৮। ১০ মে। ...	৫৮১
৮৩।	জগমোহন মল্লিক। দ—১৮৪৯। ১৩ ফেব্রুআরি।	৪৬৬
৮৪।	জগমোহন মাজি। দ—১৮৪৪। ২২ আপ্রিল।	৩৯৯
৮৫।	জনবর দাস। দ—১৮৪৩। ৫ ডিসেম্বর। ...	১৪৫
৮৬।	জযকৃষ্ণ মুখুয্যা ও বাজকৃষ্ণ মুখুয্যা। দ—১৮৪৮। ২০ জানুআরি।	৪২৩
৮৭।	জযগোপাল পাল চৌধুরী। দ—১৮৪৭। ১৬ মার্চ।	২২৮
৮৮।	জর্জ্জ জোসেফ জর্ডন সাহেব। দ—১৮৪০। ২২ জুন।	৫৮৭
৮৯।	জান কাল্‌ডব সাহেব। দ—১৮৪৩। ১০ জানুআরি।	২১১
৯০।	জান কাল্‌ডব সাহেব। দ—১৮৪৩। ১১ আপ্রিল।	৬২৭
৯১।	জান স্মিথসন ট্রেন সাহেব। দ—১৮৪২। ১৪ আপ্রিল।	৫৭৬
৯২।	জাহাজীয ডিপার্টমেণ্টের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট। দ—১৮৪৬। ৮ জুন।	২৯০
৯৩।	জিলা মযমুনসিংহের কালেক্‌টর। দ—১৮৪৪। ১১ মার্চ।	৭১৮
৯৪।	জে পি ওযাইজ সাহেব। দ—১৮৪২। ২৮ সেপ্টেম্বর।	৭৮১
৯৫।	জেম্‌স কোযেল সাহেব। দ—১৮৪৮। ১ ফেব্রুআরি।	৫১০
৯৬।	জেম্‌স ফবলৎ সাহেব। দ—১৮৪৮। ৩১ জানুআরি।	৫১৬
৯৭।	ঝোমাবী বিবি। দ—১৮৪২। ৩১ জানুআরি। .. ২১৬। ৬৮৮।	৭৫০
৯৮।	ডবলিউ জি বোস সাহেব। দ—১৮৪৭। ১৫ ফেব্রুআরি।	১৫০
৯৯।	ডি এচ কবল্স। দ—১৮৪৭। ২ অক্টোবর।	২১৩
১০০।	ডি এস কোহেন। দ—১৮৪৭। ৯ আগষ্ট। ...	৩৮২
১০১।	তাবিণী দেবী। দ—১৮৪৬। ৩ নবেম্বর। ...	২৬১
১০২।	তাবিণীপ্রসাদ ন্যাযবত্ন ভট্টাচার্য্য। দ—১৮৪০। ১৯ জুন।	১০৬
১০৩।	তাহির মহম্মদ। দ—১৮৩৯। ৬ মার্চ। ...	৬২৮
১০৪।	থিওডোর ডিকেন্স সাহেব। দ—১৮৪০। ২২ জুন।	৫৮২
১০৫।	দয়াময়ী চৌধুরাণী ও জগদম্বা চৌধুরাণী। দ—১৮৪৯। ৩ আপ্রিল।	৬২৬
১০৬।	দক্ষিণা দাসী। দ—১৮৩৫। ২ জুন। ...	৫৫৪
১০৭।	দুর্য্যোধন শাহা ও অভয়মণি শাহা। আ—১৮৪০ ১১ আগষ্ট।	২৬১

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
১০৮।	দেলাওর আলী খাঁ। দ—১৮৪২। ১৫ মার্চ।	৬৮৭
১০৯।	দৌলত রায়। দ—১৮৪৮। ১ মার্চ। ...	৪৭৬
১১০।	দ্বারকা দাস। দ—১৮৪৭। ১ জুন। ...	৬৮। ৫৮২
১১১।	ধন খাঁ। দ—১৮৪০। ২২ জুলাই।	৬৭
১১২।	নওসেরালী খাঁ। দ—১৮৪৭। ১১ জানুআরি।	৩৯৯
১১৩।	নন্দকিশোর শা। দ—১৮৪১। ২০ আপ্রিল।	৬৩৪
১১৪।	নবকৃষ্ণ পোদ্দার। দ—১৮৪৬। ১৭ মার্চ। ..	৩৮৭
১১৫।	নাবালগ শ্রীরাজা গদাধরনারায়ণ ভঞ্জের মাতা ও অছি মসমাৎ কমলা দে। দ—১৮৪৯। ৩ জানুআরি।	৪৪৪
১১৬।	নাদর বিবি। দ—১৮৪২। ২৭ ডিসেম্বর। ...	৭১২
১১৭।	নীলকমল পালচৌধুরী। দ—১৮৪৩। ১৩ জুন।	৬৪০
১১৮।	নীলমণি দত্ত। দ—১৮৪৬। ১৯ নবেম্বর।	৬৬। ২৮২
১১৯।	নীলমাধব ঘোষ। আ—কৃষ্ণচন্দ্র দাস। বে। ১৮৩৯। ১৮ মে।	২১০
১২০।	নীলমাধব শর্ম্ম চৌধুরী। দ—১৮৪২। ১০ জানুআরি।	২২৮
১২১।	পঞ্চানন রায়। দ—১৮৩৫। ২৬ জুন। ...	৫২৩
১২২।	পঞ্চানন রায়। দ—১৮৪৬। ২৪ মার্চ। .	২১৭
১২৩।	পদ্মলোচন মল্লিক। দ ১৮৪১। ৬ আপ্রিল।	৬১৮
১২৪।	পিট্‌রুস নিকলস পগোস। দ—১৮৩৬। ৪ জুন।	২৬
১২৫।	পিট্‌রুস নিকোস পগোস। দ—১৮৩৫। ৪ আপ্রিল।	৫৮৯
১২৬।	পিট্‌রুস নিকোস পগোস এবং সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর। দ—১৮৪০। ৯ আপ্রিল। ...	৭৬১
১২৭।	পিডিংটন সাহেব। দ—১৮৪২। ২৪ মে। ...	৬২৯
১২৮।	পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী। দ— ১৮৪১। ১১ মে। ...	৭১১
১২৯।	পূরণিয়ার কালেক্টর। দ—১৮৪৭। ১৫ জুন।	৪৭৭
১৩০।	প্যারমণি দেবী ও ভগবতী দেবী। দ—১৮৩৬। ২৭ সেপ্টেম্বর।	৫২৩
১৩১।	প্রাণকৃষ্ণ গুপ্ত। দ—১৮৪৬। ১৭ আগষ্ট। ..	৬৫১
১৩২।	ফজলুন্নিসা। দ—১৮৪১। ১৫ জুলাই। ...	৫৭১
১৩৩।	ফাতিমা খানম। দ—১৮৪৮। ২৭ মে। ...	৫৯৭
১৩৪।	ফ্রেচর আলেকজাণ্ডর কোম্পানি। দ—১৮৪৮। ১ আগষ্ট।	৬২৫
১৩৫।	বংশী দাস অধিকারী দ—১৮৪১। ৩১ মে।	২১৭
১৩৬।	বক্‌সু বাই। আ—তেজসিংহ। রে। ১৮৪০। ১৩ জুন।	৬৬৩
১৩৭।	বনওয়ারী লাল। দ—১৮৪৮। ২৬ ডিসেম্বর।	৪৪২
১৩৮।	বনওয়ারী লাল। দ—১৮৪৫। ১৩ সেপ্টেম্বর।	২৪৬
১৩৯।	বনমালী বসু। আ—রাজা বরদাকান্ত রায়। বে। ১৮৪১। ১০ ফেব্রুআরি।	৭৮২

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
১৪০।	বর্দ্ধমানের রাজা। দ—১৮৪১। ৭ সেপ্টেম্বর।	২৫৬
১৪১।	বর্দ্ধমানের রাজা মহাবাজা মহতাবচাঁদ। দ—১৮৪০। ২৯ ডিসেম্বর।	৮৬
১৪২।	বলনাথ শাস্ত। দ—১৮৪২। ১ আগষ্ট। ...	১৩৩
১৪৩।	বলরাম দাস। দ—১৮৪৭। ২২ নবেম্বর। ...	৬৭১
১৪৪।	বলুআর নিমক চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট। দ—১৮৪৫। ১২ মে।	৩২১
১৪৫।	বাবু গোপাললাল ঠাকুর। দ—১৮৪০। ৮ সেপ্টেম্বর।	৫৭০
১৪৬।	বাবু তিলকধারী সিংহ। আ—মনুলাল। বে। ১৮৪৮। ২২ ফেব্রুআরি।	৭০৩
১৪৭।	বাবু বীর সিংহ। দ—১৮৪৬। ২ মার্চ। ...	৬৯৫
১৪৮।	বাবু বাসবেহারী। দ—১৮৪২। ২১ নবেম্বর।	৬৮৫
১৪৯।	বামনদাস মুখোপাধ্যায়। দ—১৮৪৫। ৩ জুলাই। ...	৫৮৮
১৫০।	বিজয়গোবিন্দ বড়াল ওগয়রহ। দ—১৮৩৪। ৩০ ডিসেম্বর।	৫৯৩
১৫১।	বিপিনবেহারী ঘোষ। দ—১৮৪৭। ২৭ সেপ্টেম্বর।	২২৩
১৫২।	বিপ্রদাস ওগয়রহ। দ—১৮৪৭। ২১ সেপ্টেম্বর।	২১৭
১৫৩।	বিবি তাকি সবার। দ—১৮৪৭। ৫ জুলাই। ...	৩০৯
১৫৪।	বিবি সাবুরী। দ—১৮৪২। ১ ফেব্রুআরি। ...	৭০৪
১৫৫।	বিমলা দেবী চৌধুরাণী ও কাশীকান্ত আচার্য্য। দ—১৮৪১। ১৫ জানুআরি।	১২১
১৫৬।	বিশ্বনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ। দ—১৮৪৭। ১১ মে।	৩৮৯
১৫৭।	বিষ্ণুদয়াল সিংহ। দ—১৮৪৮। ১২ আগষ্ট।	১৪৯
১৫৮।	বিষ্ণুসুন্দরী দেবী। দ—১৮৪৫। ২১ আপ্রিল।	২৪৭
১৫৯।	বীর নরসিংহ মল্লিক ওগয়রহ। দ—১৮৪৮। ২১ আপ্রিল।	৭৭৬
১৬০।	বুধুই সিংহ। দ—১৮৪৮। ৭ মার্চ। ..	৬১
১৬১।	বেগমা জান। দ—১৮৪১। ১৩ সেপ্টেম্বর। ...	৭০৯
১৬২।	বেগলাব। দ—১৮৪১। ২৬ মে।	৬৮৭
১৬৩।	বৈকুণ্ঠনাথ রায় ওগয়রহ। দ—১৮৪৭। ১৪ আগষ্ট।	৫৫৭
১৬৪।	বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক। দ—১৮৪৯। ৬ মার্চ। ...	৬৮২
১৬৫।	বৈজনাথ। দ—১৮৪২। ১৩ জুন। ...	৪১২
১৬৬।	বৈজনাথ বসু। দ—১৮৪৫। ২২ আপ্রিল।	৫৯৩। ৬০৪
১৬৭।	ব্রজনাথ সেন। দ—১৮৪৭। ২১ সেপ্টেম্বর।	২৪৬
১৬৮।	ব্রজময়ী গুপ্তী। দ—১৮৪৮। ১৭ জানুআরি।	৬০৪
১৬৯।	ভগবতী দাসী। দ—১৮৪৬। ১৮ আগষ্ট। ...	২১৭
১৭০।	ভগবতী দাসী। দ—১৮৪৭। ১৪ আগষ্ট। ...	৫৮৮
১৭১।	ভগবান দত্ত সিংহ। আ—মেরজা আহমদ হুসেন। রে। ১৮৪১। ২০ আপ্রিল। ...	৫৭৪

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
১৭২।	ভবানীপ্রসাদ রায়। দ—১৮৪৬। ১ সেপ্টেম্বর।	৭২১
১৭৩।	ভরতচন্দ্র মজুমদার ওগয়রহ। দ—১৮৪৮। ২২ মার্চ।	৩০৯
১৭৪।	ভুবনময়ী দেবী। দ—১৮৪৭। ৫ আপ্রিল। ...	৬৮৭
১৭৫।	ভুবনময়ী দেবী চৌধুরাণী। দ—১৮৪৫। ২২ সেপ্টেম্বর।	২৬০
১৭৬।	ভোলানাথ বাবু। দ—১৮৪২। ২০ জুন। ...	১৯৫
১৭৭।	ভোলানাথ বাবু। দ—১৮৪৪। ৮ জানুআরি।	২৪৭
১৭৮।	ভৈরবচন্দ্র বসু। আ—জোসেফ নিকলসন তামস। রে। গুরুদাস রায়। দ—১৮৩৯। ২৯ জানুআরি। ... ... ৩১০।	৫৮০
১৭৯।	মতিলাল। দ—১৮৪৮। ১২ জুন।	৭০৮
১৮০।	মথুরমোহন মিত্র। আ—বৃন্দাবনচন্দ্র অধিকারী। রে। ১৮৪৬। ২৬ অক্টোবর। ...	৫১৯
১৮১।	মফিজ উদ্দীন চৌধুরী। দ—১৮৪১। '১৪ মার্চ।	৭১৩
১৮২।	মদনমোহন মজুমদার। দ—১৮৪২। ৫ জানুআরি।	৬৭১
১৮৩।	মদারি খাঁ। দ—১৮৪৬। ১৫ সেপ্টেম্বর। ২৭৫।	২৮৩
১৮৪।	মদুসা কুণ্ডার। দ—১৮৪৩। ২৫ আপ্রিল। ..	৫৭৪
১৮৫।	মধুবন দাস। দ—১৮৪৬। ১৪ ডিসেম্বর। ...	৫৮৩
১৮৬।	মধুসূদন সান্যাল। আ—বামমণি দাসী। রে। ১৮৪২। ২৯ সেপ্টেম্বর।	৭৯৩
১৮৭।	মধুসূদন হালদার। দ—১৮৪১। ১৯ মে। ..	৬৮৫
১৮৮।	মহন্ত নারায়ণ দাস। দ—১৮৪৮। ১৯ জুন। ৬৮৪।	৭৭৫
১৮৯।	মহম্মদ এওবাজ। দ—১৮৪২। ১৩ জানুআরি।	৬৭১
১৯০।	মহম্মদ কাজীম ওগয়রহ। দ—১৮৪৮। ১৯ জুন।	৬৫১
১৯১।	মহম্মদ হুসেন। দ—১৮৪২। ৭ নবেম্বর। ...	২৭০
১৯২।	মসম্মাৎ আফজল সুলতান। দ—১৮৪৩। ১১ সেপ্টেম্বর।	৪০১
১৯৩।	মসম্মাৎ ইন্দ্রজিৎ কুওর। দ—১৮৪২। ২ মে।	২৬১
১৯৪।	মসম্মাৎ উজীরউন্নিসা। দ—১৮৪৮। ১০ জানুআরি।	৬৯৩
১৯৫।	মসম্মাৎ উম্মত উল রবকত ওগয়রহ। দ—১৮৪৮। ৩ ফেব্রুআরি।	৫৫৭
১৯৬।	মসম্মাৎ এমাম বাদী। দ—১৮৫৫। ২৪ নবেম্বর।	২৫২
১৯৭।	মসম্মাৎ জুবেদাখানম। আ—লৎফুন্নিসা বেগম ওগয়রহ। রে। ১৮৪৭। ১১ মে। ...২৫২।	৬৪৯
১৯৮।	মসম্মাৎ পার্ব্বতী দাসী ওগয়রহ। দ—১৮৪৭। ২৫ মে।	২২৬
১৯৯।	মসম্মাৎ পুতিবেগম। দ—১৮৪০। ১৭ জুন।	৫৯২
২০০।	মসম্মাৎ বামাসুন্দরী দেবী। দ—১৮৪৮। ১১ সেপ্টেম্বর।	৫৯৬
২০১।	মসম্মাৎ বিমলা দেবী চৌধুরাণী। দ—১৮৪২। ২১ মার্চ।	৭২৫
২০২।	মসম্মাৎ বাজফুন্নিসা। দ—১৮৪১। ১৩ মার্চ।	৫৫৬
২০৩।	মসম্মাৎ সরমৎউন্নিসা ওগয়রহ। দ—১৮৪৭। ২৬ আপ্রিল।	৮২৮
২০৪।	মসম্মাৎ হরসুন্দরী গুপ্তী। দ—১৮৪৬। ২৭ জানুআরি।	৭১১
২০৫।	মহারাজ ছত্রধারী শাহী বাহাদুর। দ—১৮৪৭। ২৭ ডিসেম্বর।	৬৫৪
২০৬।	মহারাজাধিরাজ রাজা মহতাবচন্দ্র বাহাদুর। দ—১৮৪৮। ৩১ জানুআরি।	৮২৮
২০৭।	মহারাজা হিতনারায়ণ সিংহ। দ—১৮৪৮। ২১ আগষ্ট।	২২৩
২০৮।	মহেন্দ্রনারায়ণ রায় ওগয়রহ। দ—১৮৪৮। ১০ জানুআরি।	৫০৯
২০৯।	মহেশচন্দ্র কর চৌধুরী ওগয়রহ। দ—১৮৪৭। ৯ ডিসেম্বর।	৬৬৯
২১০।	মাধবী দাসী। দ—১৮৪৩। ৪ জুলাই। ...	১৩৯
২১১।	মান বিবি ওগয়রহ। দ—১৮৪৪। ১০ ডিসেম্বর।	২১৭
২১২।	মির্জা হুসেন। দ—১৮৩৬। ৪ আপ্রিল। ...	৬৮৫
২১৩।	মুনশী ফজলুল করীম ও মুনশী বজলুল রহীম। দ—১৮৪৯। ৩ আপ্রিল।	৮৩০
২১৪।	মৃত্যুঞ্জয় বসু। দ—১৮৩৭। ১৩ মার্চ। ..	৫৮০
২১৫।	মেহেরচাঁদ মিশ্র। দ—১৮৪৬। ৩ সেপ্টেম্বর।	৬৯১
২১৬।	যদুনাথ সান্যাল। দ—১৮৪৬। ২৮ ফেব্রুআরি।	২২৪
২১৭।	যশোহর জিলার নিমক চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট। দ—১৮৪২। ৬ ডিসেম্বর।	৩৮৮
২১৮।	যশোহরের নিমক চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট। দ—১৮৪৩। ১১ মে।	৩৮৯
২১৯।	যাদবরাম শর্ম্মা। আ—রামচরণ কর। রে। ১৮৪১। ১৫ জুলাই।	৭৮৪
২২০।	যুগলনাথ পরামানিক। দ—১৮৪২। ১৯ জুলাই।	১৩৮
২২১।	রমণী দাসী ওগয়রহ। দ—১৮৪৮। ২০ জানুআরি।	৫৯৩
২২২।	রসিকলাল দত্ত। দ—১৮৩৫। ৩ জুন।	৭৭৫
২২৩।	রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। দ—১৮৪২। ১৮ আপ্রিল। ...	৬৭১
২২৪।	রাজা কৃষ্ণশর্ম্মা। দ—১৮৪৬। ১৬ সেপ্টেম্বর।	১৩৯
২২৫।	রাজা দাওর উজামান। দ—১৮৪২। ২৭ সেপ্টেম্বর।	৬৮১
২২৬।	রাজা মতিলাল উপাধ্যায়। আ—জগন্নাথ গর্গ। রে। ১৮৪০। ১১ সেপ্টেম্বর।	৭৯৬
২২৭।	রাজা মহেশ্বর বক্স সিংহ। দ—১৮৪৪। ২ সেপ্টেম্বর।	৭৩৪

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
২২৮।	রাজা মিত্রজিৎ সিংহ। আ—কুঙর হেতনারায়ণ সিংহ। রে। ১৮৪০। ১৬ নবেম্বর। ..	৩০৭
২২৯।	ঐ ঐ। ১৮৪১। ১৬ জুন।	৩০৭
২৩০।	রাজা রঘুনন্দন সিংহ। দ—১৮৪২। ১৩ আগষ্ট।	৭৮৩
২৩১।	রাজা রাজগঙ্গাধর। দ—১৮৩৫। ৫ ফেব্রুআরি।	৪২৬
২৩২।	রাজা রাজনারায়ণ রায়। দ—১৮৪৩। ১৮ জুলাই।	৩৮৯
২৩৩।	রাণী ইন্দ্রাণী। দ—১৮৩১। ২২ জুন। .	১৪৮
২৩৪।	রাণী কমলকুমারী। দ—১৮৪২। ১০ জানুআরি।... . . .	৭০৫
২৩৫। *	রাণী ভুবনময়ী দেবী। দ—১৮৪৭। ২৫ মে।	৫৮৯
২৩৬।	রাণী ভুবনময়ী দেবী। দ—১৮৪৭। ৫ অক্টোবর।	৬২৫
২৩৭।	রাণী সূর্য্যমণি দেবী। দ—১৮৪৭। ৯ ফেব্রুআরি।	৬৮৮
২৩৮।	রাধা বিবি। দ—১৮৪৬। ২০ জুলাই। .	৬৫১
২৩৯।	রাধামাধব রায়। দ—১৮৪৭। ২১ জুন।	৫৯২
২৪০।	রাধামোহন ঘোষ চৌধুরী। দ—১৮৪৬। ১০ ফেব্রুআরি।	৫৫৬
২৪১।	রামকিশোর শর্ম্মা। দ—১৮৪৩। ১৩ মার্চ। .	৬৫২
২৪২।	রামকুমার চৌধুরী। দ—১৮৩৫। ১৯ আগষ্ট।	৮২৮
২৪৩।	রামকুমার বাঁড়ুয্যা। আ—বলুয়ার নিমকের এজেণ্ট। রে। ১৮৪৪। ২০ সেপ্টেম্বর।	৫১৯
২৪৪।	রামগোপাল ঘোষ। দ—১৮৪৪। ৮ জানুআরি।	৩১৪
২৪৫।	রামগোপাল জীবন। দ—১৮৪০। ৯ ডিসেম্বর।	২২৫
২৪৬।	রামগোপাল শর্ম্মা ওগযরহ। দ—১৮৪৮। ১৪ আপ্রিল।	৬০৭
২৪৭।	রামচন্দ্র পোদ্দার। দ—১৮৪৮। ৩ ফেব্রুআরি।	৭০৮
২৪৮।	রামচন্দ্র বসু। দ—১৮৪৩। ৩ জুলাই। .	৬৪৯
২৪৯।	রামচাদ অধিকারী। দ—১৮৪২। ১৮ আপ্রিল। .	৫৯২
২৫০।	রামদাস বসু। দ—১৮৪২। ১৮ জানুআরি।	৬৮৮
২৫১।	রামদুলাল লস্কর। দ—১৮৪১। ১৯ আপ্রিল।	২১২
২৫২।	রমানাথ চাটুয্যা। দ—১৮৪১। ১৩ জুলাই।	৩৮৮
২৫৩।	রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। দ—১৮৪৫। ১০ ফেব্রুআরি।	৪২২
২৫৪।	রামনারায়ণ মুখুয্যা। দ—১৮৪২। ১৪ আপ্রিল।	৭২৫
২৫৫।	রামরতন রায়। দ—১৮৪৬। ১৬ মার্চ। .	২১২
২৫৬।	রামরতন রায। দ—১৮৪৭। ২ আগষ্ট।	৮২৮
২৫৭।	রামরাম ব্যাপারী। দ—১৮৩৫। ২৭ জানুআরি।	৩৯১
২৫৮।	রামলাল। দ—১৮৪৭। ১৮ মে।	৭২০

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
২৫৯।	রামসহায় রাজপেযী। দ—১৮৪১। ২২ মার্চ।	৭২১
২৬০।	রামসহায় সিংহ ওগয়রহ। দ—১৮৪৭। ৮ ফেব্রুআরি।	৬৮৮
২৬১।	রামসুন্দর বাঁড়ুয্যা। দ—১৮৪০। ২০ জানুআরি।...	২২২
২৬২।	রায় মুকুন্দকিশোর। দ—১৮৪১। ৩০ জুন।	৬৯৬
২৬৩।	রায় রামবল্লভ। দ—১৮৪৩। ২৬ ডিসেম্বর।...	৫৭৫
২৬৪।	রায় শ্রীকৃষ্ণ। দ—১৮৪৬। ৩ মার্চ। ...	৭০৮
২৬৫।	রায় হরিকৃষ্ণ। দ—১৮৪৫। ৩ ফেব্রুআরি।..	২৪৫
২৬৬।	লক্ষ্মীনারায়ণ পাল। দ—১৮৩৭। ১৮ সেপ্টেম্বর।	৭৩২
২৬৭।	লক্ষ্মীনারায়ণ বড়াল। দ—১৮৪১। ১৪ জুন।	২১২
২৬৮।	লাম সাহেব ও ওযাইজ সাহেব ও ঈশ্বরচন্দ্র রায়। দ—১৮৪২। ২৫ আপ্রিল।	৬১০
২৬৯।	লালমোহন বসু। দ—১৮৩৯। ২ জুলাই। ..	১০৭
২৭০।	লালুন্নিসা বেগম ও দৌলত খাতুন। দ—১৮৪৫। ১৫ ডিসেম্বর।	৪০২
২৭১।	শা বেহারি লাল ও শা গোবিন্দ লালের মোক্তার লালা হরনারায়ণ। দ—১৮৩৪। ৫ নবেম্বর।	২২৪
২৭২।	শম্ভুনাথ রায়। দ—১৮৪৭। ১৭ মার্চ। ...	৬২৬
২৭৩।	শা আহমদ আলী। দ—১৮৪০। ২৬ ডিসেম্বর।	৬১৮
২৭৪।	শিবচন্দ্র কর। দ—১৮৪৭। ১৭ জুলাই। ..	৫৭৯
২৭৫।	শিবপ্রসাদ দত্ত। দ—১৮৪১। ৭ সেপ্টেম্বর। ৬৮৫।	৭১২
২৭৬।	শিবসুন্দরী দেবী। দ—১৮৪৩। ১৭ জানুআরি।	৬৯২
২৭৭।	শ্যামলাল ঝা ওগযরহ। দ—১৮৪৮। ২০ নবেম্বর।	৬২৭
২৭৮।	শ্যামাসুন্দরী। দ—১৮৪৬। ১৫ জুন। ...	২৪৭
২৭৯।	শ্যামাসুন্দরী দাসী। দ—১৮৪৫। ৯ ডিসেম্বর।	২১৩
২৮০।	শ্রীনাথ মল্লিক। দ—১৮৪২। ২১ নবেম্বর। .	৩৮৮
২৮১।	শ্রীমতী দাসী। দ—১৮৪৮। ২০ জানুআরি।	৭০৮
২৮২।	সদর বোর্ড বেবিনিউ। দ—১৮৪৫। ১২ আগষ্ট।	৭২৮
২৮৩।	সধুলাল। দ—১৮৪৩। ৩০ অক্টোবর। ...	৬৯৮
২৮৪।	সফায়ৎউল্লা। দ—১৮৪৮। ৫ জুন। ...	৫৯০
২৮৫।	সমসুন্নেসা খানম। আ—রায়জান খানম ও সাযদাৎ আলি। রে। ১৮৩৯। ১৫ আগষ্ট	৭৯৪
২৮৬।	সবাজউন্নিসা খানম। দ—১৮৩৯। ৬ আপ্রিল।	৬৮৫
২৮৭।	সালিহে খাতুন ও কামলে খাতুন। দ—১৮৪৮। ১৮ জানুআরি।	৬৮৭
২৮৮।	সাহেব প্রহ্লাদ সেন। আ—চতুরিন্না কবমর্দ্দন সিংহ ওগয়রহ। রে। ১৮৪৪। ২৬ ফেব্রুআরি।	২৬২। ২৭০

নম্বর।		পৃষ্ঠা।
২৮৯।	সুন্দর শাহী। দ—১৮৪৭। ৬ জুলাই। ..	২২৪
২৯০।	সুবে পৃথ্বীলাল ঝা ও অন্য দুই জন। দ—১৮৪৯। ১৬ মে।	৮৩১
২৯১।	সেখ অসদুল্লা। দ—১৮৪৪। ২৮ মে। ...	১৩৬
২৯২।	সেখ বরকত হুসেন। দ—১৮৪২। ২১ মার্চ। . .. . ১৪১।	৬২৩
২৯৩।	সেখ সুপন। দ—১৮৪১। ৪ মে। . ..	৬১৮
২৯৪।	সেখ হাদি আলী। দ—১৮৪৫। ১৮ ফেব্রুআরি।	৩৫০
২৯৫।	সেখ হুসেন বক্স। দ—১৮৩৯। ৯ আপ্রিল।	৭১৫
২৯৬।	সৈয়দ আকবর আলি খাঁ। দ—১৮৪১। ১৪ মার্চ।	১১৭
২৯৭।	সৈয়দ আবদুল হাফিজ। দ—১৮৪১। ৩০ মে।	৪০১
২৯৮।	সৈয়দ আবদুল্লা। দ—১৮৪৪। ৮ জুলাই।	৬৮৪
২৯৯।	সৈয়দ ইলায়ৎ হুসেন। দ—১৮৪১। ১৩ আপ্রিল। . . .	৫২৬
৩০০।	সৈয়দ কবীর হুসেন। দ—১৮৪৪। ১৯ জুলাই। . . .	৭৩৪
৩০১।	সৈয়দ কেরামৎ আলী। দ—১৮৪৭। ৯ আগষ্ট। .	৬৭১
৩০২।	সৈয়দ খায়রাৎ হুসেন। দ—১৮৪১। ১৫ আগষ্ট। .	৩৪৯
৩০৩।	সৈয়দ মহম্মদ আলী খাঁ। আ—নাগর আরা বেগম। বে। ১৮৪০। ২৯ জন।	৭২৩
৩০৪।	সৈয়দ মহম্মদ বেজা ও অন্য জন। দ—১৮৫৭। ৫ জুলাই।	৬০১
৩০৫।	সৈয়দ মেহদী আলী। দ—১৮৪৭। জুলাই। .. . . ৬৮১।	৭২৪
৩০৬।	সৈয়দ মেহদী আলী খাঁ ওগয়রহ। দ—১৮৪৭। ১৯ জুলাই।	৪০১
৩০৭।	সৈয়দ মৌলা বক্শ। দ—১৮৪৩। ১০ আপ্রিল।	৪০৪
৩০৮।	সোণামণি দাসী। দ—১৮৩৬। ২২ সেপ্টেম্বর।	২৬০
৩০৯।	হরগোবিন্দ ঘোষ। দ—১৮৪৭। ১৭ জুলাই।	৬৭
৩১০।	হরচন্দ্র চৌধুরী। দ—১৮৪১। ৩১ আগষ্ট। . .	২২৩
৩১১।	হরচন্দ্র লাহিড়ি। দ—১৮৪৬। ২৫ আগষ্ট। ...	৪০৫
৩১২।	হরচন্দ্র লাহিড়ি। দ—১৮৪৭। ২৬ জুলাই। ..	৪০৩
৩১৩।	হরিশ্চন্দ্র বসু। দ—১৮৪৬। ২৭ অক্টোবর। . ৩০৯।	৬৮৭
৩১৪।	হরিশ্চন্দ্র বাঁড়ুয্যা। দ—১৮৪১। ১৪ আপ্রিল।	৬৮৭
৩১৫।	হামিদ রসুল। দ—১৮৪৭। ২৬ জুলাই। .	৬৮৩
৩১৬।	হায়াতন্নেসা। দ—১৮৩৯। ১৪ আগষ্ট। .	৬২৬
৩১৭।	হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ড। দ—১৮৪৫। ১২ আগষ্ট। . .	৩৯০
৩১৮।	হীরা শাহ। দ—১৮৪১। ২৩ আগষ্ট।	৬৮৭
৩১৯।	হুলাসরাম দেব ও নন্দরাম দেব। দ—১৮৪২। ৫ জানুআরি। .	৬৮৫

মুৎফরক্কা মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩১০।	রায় হরিকৃষ্ণ ওগয়রহ। দ—১৮৪৮। ১৮ জুলাই।	১১
৩১১।	অভয়চরণ মুখুয্যা। দ—১৮৪৮। ২৪ জুলাই।	১৭

সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্টের তারিখক্রমে ফিরিস্তি।

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮৩৪	৫ নবেম্বর	২৭১	২২৪
„	২১ „	১১	২২৩
„	„ „	„	৪০৩
„	৩০ ডিসেম্বর	১৫০	৫৯৩
১৮৩৫	২৭ জানুআরি	২৫৭	৩৯১
„	৫ ফেব্রুআরি	২৩১	৪২৬
„	৪ আপ্রিল	১৭৫	৫৮৯
„	২ জুন	১০৬	৫৫৪
„	৩ „	২২২	৭৭৫
„	১৬ „	১২১	৫৯৩
„	১৯ আগষ্ট	২৪২	৮১৮
১৮৩৬	৪ আপ্রিল	২১২	৬৮৫
„	৪ জুন	১২৪	২৬
„	২২ „	২৩৩	১৪৮
„	১২ সেপ্টেম্বর	৬৩	২২৫
„	২২ „	৩০৮	২৬০
„	২৭ „	১৩০	৫৯৩
১৮৩৭	২৮ জানুআরি	১৯	৫৭৬
„	১৩ মার্চ	২১৪	৫৮০
„	১৮ সেপ্টেম্বর	২৬৬	৭৩০
১৮৩৮	১০ মে	৮২	৫৮১
„	১০ ডিসেম্বর	২২	৬৯৩
১৮৩৯	২৯ জানুআরি	১৭৮	৩১০
„	„ „	„	৫৮০
„	৬ মার্চ	১০৩	১৯৮
„	৬ আপ্রিল	২৮৬	৬৮৫
„	৯ „	২৯৫	৭১৫
„	১৮ মে	৪০	৭৩২
„	„ „	১১৯	২১০
„	২ জুলাই	২৬৯	১০৭
„	১৪ আগষ্ট	৩১৬	৬৯৬
„	১৫ „	২৮৫	৭১৪
„	২৮ নবেম্বর	৮১	৪৮৯
১৮৪০	১৫ জানুআরি	৩৮	১৪৯
„	২০ „	২৬১	২২২
„	৯ আপ্রিল	১২৬	৭৬২
„	১৬ „	৫৬	৪৭৫
„	২৫ মে	৩০	৭৮১
„	১৩ জুন	১৩৬	৬৬৩
„	১৭ „	১৯৯	৫৯২

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮৪০	১৯ জুন	১০২	১০৬
„	২২ „	৮৮	৫৮৭
„	„ „	১০৪	৫৮২
„	২৯ „	৩০৩	৭৯৩
„	২২ জুলাই	১১৯	৬৭
„	১১ আগষ্ট	১০৭	২৬১
„	৮ সেপ্টেম্বর	১৪৫	৫৭০
„	১১ „	২২৬	৭৯৬
„	১৬ নবেম্বর	২২৮	৩০৭
„	৯ ডিসেম্বর	২৪৫	২২৫
„	২৬ „	১৭৩	৬১৮
„	২৯ „	১৪১	৮৬
১৮৪১	১৫ জানুআরি	৩৫	৭২৭
„	„ „	১৫৫	১২১
„	১০ ফেব্রুআরি	১৩৯	৭৮২
„	১৩ „	১৩	৬৭১
„	১৩ মার্চ	২০২	৫৫৬
„	২৫ „	২৫৯	৭২১
„	৬ আপ্রিল	৭১	৭১২
„	১৪ „	১২৩	৬১৮
„	১৯ „	৩১৪	৬৮৭
„	২০ „	২৫১	২১২
„	„ „	৩৩	৭০৫
„	„ „	১১৩	৬৩৪
„	„ „	১৭১	৬৭৪
„	২৬ „	৩৬	৬৮৯
„	৪ মে	২৯৩	৬১৮
„	১১ „	১২৮	৭২১
„	১৯ „	১৮৭	৬৮৫
„	২৬ „	১৬২	৬৮৭
„	৩১ „	১৩৫	২১৭
„	১৪ জুন	২৬৭	২১২
„	১৫ „	৫১	৭২৭
„	১৬ „	২২৯	৩০৭
„	২৩ „	২	৬৭৬
„	২৮ „	৬৫	৫৭২
„	৩০ „	২৬২	৬৯৬
„	১৩ জুলাই	২৫২	৩৮৮
„	১৫ „	১৩২	৫৭১
„	„ „	২১৯	৭৮৪

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮৪১	২৩ আগষ্ট	৩১৮	৬৮৭
„	৩১ „	৩১০	২২৩
„	৭ সেপ্টেম্বর	১৪০	২৫৬
„	„ „	২৭৫	৬৮৫
„	„ „	„	৭১২
„	১৩ „	১৬১	৭০৯
„	২০ „	৬৬	৬৩৪
„	৫ অক্টোবর	৩৪	৪২১
„	৬ „	৬	৩৮৮
„	১৩ ডিসেম্বর	৫৩	১৬০
১৮৪২	৫ জানুআরি	১৮২	৬৭২
„	„ „	৩১৯	৬৮৫
„	১০ „	১২০	২২৮
„	„ „	২৩৪	৭০৫
„	১৩ „	১৮৯	৬৭১
„	১৮ „	২৫০	৬৮৮
„	৩১ „	৯৭	২১৬
„	„ „	„	৬৮৮
„	„ „	„	৭৫০
„	১ ফেব্রুআরি	১৫৪	৭০৪
„	৪ মার্চ	২৯৬	২১৭
„	„ „	১৮১	৭১৩
„	১৫ „	১০৮	৬৮৭
„	২১ „	২০১	৭২৫
„	২২ „	২৯২	১৪১
„	„ „	„	৬৯৩
„	১৩ আপ্রিল	৯	৪১৩
„	„ „	২৯৯	৫২৬
„	১৪ „	৯১	৫৭৬
„	„ „	২৫৪	৭২৫
„	১৮ „	৭৬	২২৪
„	„ „	২২৩	৬৭১
„	„ „	২৪৯	৫৯২
„	২৫ „	২৬৮	৬১০
„	২ মে	১৯৩	২৬১
„	৯ „	১০	৫৮০
„	১০ „	১২	৩৫১
„	২৪ „	২৮	১৭৩
„	„ „	১২৭	৬২৯
„	৩০ „	২৯৭	৪৭১

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮৪২	১৩ জুন	১৬৫	৪১২
,,	২০ ,,	১৭৬	১২৫
,,	৬ জুলাই	৮০	৬৬০
,,	১৩ ,,	৬২	৭৭৪
,,	১৯ ,,	২২০	৬৩৮
,,	২৫ ,,	১	৫৫৬
,,	১ আগষ্ট	১৪২	১৩৩
,,	২ ,,	১৪	২৫২
,,	,, ,,	,,	৬৪৯
,,	৯ ,,	৪৮	১০৩
,,	১৫ ,,	৩০২	৩৪৯
,,	২৩ ,,	২৩০	৭৮৩
,,	১৩ সেপ্টেম্বর	৪২	৭০৪
,,	২৭ ,,	২২৫	৬৮১
,,	২৮ ,,	৯৪	৭৮১
,,	২৯ ,,	১৮৬	৭২৩
,,	৭ নবেম্বর	১৯১	২৭০
,,	২১ ,,	১৪৮	৬৮৫
,,	,, ,,	২৮০	৩৮৮
,,	৬ ডিসেম্বর	৫৯	৬৯১
,,	,, ,,	২১৭	৩৮৮
,,	২৭ ,,	৫৭	৭২১
,,	,, ,,	৭০	৭০৯
,,	,, ,,	১১৬	৭১২
১৮৪৩	১০ জানুআরি	৮৯	২২২
,,	১৬ ,,	৭৪	৭২৫
,,	১৭ ,,	২৭৬	৬৯১
,,	২৫ ফেব্রুআরি	৫৩	৬৯৬
,,	১৩ মার্চ	২৪১	৬৫১
,,	১০ আপ্রিল	৩০৭	৪০৪
,,	১১ ,,	৯০	৬২৭
,,	১৭ ,,	৫৬	৬৪৯
,,	২৪ ,,	৪৩	৭১২
,,	২৫ ,,	১৮৪	৫৭৪
,,	১৬ মে	২১৮	৩৮৯
,,	২৯ ,,	৩২	৬৩৮
,,	১৩ জুন	১১৭	৬৪০
,,	৩ জুলাই	২৪৮	৬৪৯
,,	৪ ,,	২১০	১৩৯
,,	১১ ,,	৭৮	৬৮৭
,,	১৮ ,,	২৩২	৩৮৯
,,	১১ সেপ্টেম্বর	১৯২	৪০২
,,	৩০ অক্টোবর	২৮১	৬৯৮
,,	৫ ডিসেম্বর	৮৫	১৪৫
,,	২৬ ,,	২৬৩	৫৭৫
৮৪৪	৮ জানুআরি	১৭৭	২৪৭
,,	,, ,,	২৪৪	৩১৪
,,	১৬ ,,	৬৪	৬০৪
,,	১২ ফেব্রুআরি	৫	১৪৯
,,	১৩ ,,	১৬	৭৩০
,,	২৬ ,,	২৮৮	২৬২

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮৪৪	২৬ ফেব্রুআরি	২৮৮	২৭০
,,	১১ মার্চ	৯৩	৭১৮
,,	১১ আপ্রিল	৮৪	৩৯৯
,,	২৮ মে	২৯১	১৩৬
,,	৮ জুলাই	৭৫	২৪৬
,,	,, ,,	,,	২৫২
,,	,, ,,	২৯৮	৬৮৪
,,	২৯ ,,	৩০০	৭৩৪
,,	২ সেপ্টেম্বর	২২৭	৭৩৪
,,	৭ ,,	২০	৬০৪
,,	২০ ,,	২৪৩	৫১৯
,,	১০ ডিসেম্বর	১১১	২১৭
১৮৪৫	৩ ফেব্রুআরি	২৬৫	২৪৫
,,	১০ ,,	২৫৩	৪২২
,,	১৮ ,,	২৯৪	৩৫০
,,	১৯ ,,	৪৫	২৫৬
,,	১৮ মার্চ	২৭	২৫২
,,	,, ,,	,,	৬৪৯
,,	২১ আপ্রিল	১৭	২২২
,,	,, ,,	১৫৮	২৪৭
,,	২২ ,,	১৬৬	৫৯৩
,,	,, ,,	,,	৬০৪
,,	৫ মে	১৮	২২২
,,	১১ ,,	১৪৪	৩৯১
,,	২ জুন	২৪	২১৯
,,	৩ জুলাই	১৪৯	৫৮৮
,,	১২ আগষ্ট	২৮২	৭২৮
,,	,, ,,	৩১৭	৩৯০
,,	২২ সেপ্টেম্বর	১৭৫	২৬০
,,	১৩ ,,	১৩৮	২৪৬
,,	১৭ নবেম্বর	৩১	৬৫৩
,,	২৪ ,,	১৯৬	২৫২
,,	৯ ডিসেম্বর	২৭৯	২১৩
,,	১৫ ,,	২৭০	৪০২
,,	১৬ ,,	৪৪	২১৩
১৮৪৬	২৭ জানুআরি	২০৪	৭১১
,,	১০ ফেব্রুআরি	২৪০	৫৫৬
,,	২৮ ,,	২১৬	২২৪
,,	২ মার্চ	১৪৭	৬৯৫
,,	৩ ,,	২৬৪	৭০৮
,,	১৬ ,,	২৫৫	২১২
,,	১৭ ,,	৪	৫৯
,,	,, ,,	১১৪	৩৮৭
,,	২৪ ,,	১১২	২১৭
,,	৮ জুন	৯২	২৯০
,,	১৫ ,,	২৭৮	২৪৭
,,	১৪ জুলাই	৬০	৬৬
,,	,, ,,	৭৩	১৫৩
,,	২০ ,,	২৩৮	৬৫১
,,	১৭ আগষ্ট	১৩১	৬৫১
,,	১৮ ,,	১৬৯	২১৭

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮৪৬	২৫ আগষ্ট	৩১১	৪০৫
,,	১ সেপ্টেম্বর	৮	৫২৯
,,	,, ,,	১৭২	৭২১
,,	৩ ,,	২১৫	৬৯২
,,	৭ ,,	৬৮	৪০২
,,	১৫ ,,	১৮৩	২৭৫
,,	,, ,,	,,	২৮৩
,,	১৬ ,,	১২৪	১৩৯
,,	২৬ অক্টোবর	১৮০	৫১৯
,,	১৭ ,,	৩১৩	৩০৯
,,	,, ,,	,,	৬৮৭
,,	৩ নবেম্বর	১০১	২৬১
,,	১৯ ,,	১১৮	৬৬
,,	,, ,,	,,	১৮১
,,	১৪ ডিসেম্বর	১৮৫	৫৮৩
১৮৪৭	১১ জানুআরি	৯১২	৩২৯
,,	৩০ ,,	৪৬	৪০৯
,,	৮ ফেব্রুআরি	২৬০	৬৮৮
,,	৯ ,,	২৩৭	৬৮৮
,,	১৫ ,,	৯৮	১৫০
,,	১ মার্চ	৭	৪০১
,,	১০ ,,	৩	৭০৮
,,	,, ,,	৭৭	৭০৯
,,	১৬ ,,	৮৭	২২৮
,,	১৭ ,,	২৭১	৬৯৬
,,	৫ আপ্রিল	১৭৪	৬৮৭
,,	১৩ ,,	৪৭	১৮৬
,,	২৬ ,,	২০৩	৮১৮
,,	১১ মে	১৫৬	৩৮৯
,,	,, ,,	১৯৭	২৫২
,,	,, ,,	,,	৬৪৯
,,	১৮ ,,	২৫৮	৭১০
,,	২৫ ,,	১৯৮	২১৬
,,	,, ,,	২৩৫	৫৮৯
,,	১ জুন	২৬	৫৯২
,,	,, ,,	১১০	৬৮
,,	,, ,,	,,	৫৮৯
,,	১৫ ,,	১১৯	৪৭৭
,,	১১ ,,	৪১	৬২৫
,,	,, ,,	২৩৯	৫৯২
,,	৫ জুলাই	১৫৩	৩০৯
,,	,, ,,	৩০৪	৬০১
,,	,, ,,	৩০৫	৬৮১
,,	,, ,,	,,	৭১৪
,,	৬ ,,	২৮৯	১১৪
,,	১৭ ,,	২৭৪	৫৭৯
,,	,, ,,	৩০৯	৬৭
,,	১৯ ,,	৩০৬	৪০১
,,	২৬ ,,	৩১২	৪০৩
,,	,, ,,	৩১৫	৬৮৩
,,	৩১ ,,	৩৭	২৫২

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮৪৭	৩১ জুলাই	৩৭	৬৪৯
”	২ আগষ্ট	২৫৬	৮২৮
”	৯ ”	১০০	৩৮২
”	” ”	৩০১	৬৭১
”	১৪ ”	১৬৩	৫৫৭
”	” ”	১৭০	৫৮৮
”	১১ সেপ্টেম্বর	৭১	৫৯৬
”	২১ ”	১৫১	১১৭
”	” ”	১৬৭	১৪৬
”	২৭ ”	১৫১	১১৩
”	২ অক্টোবর	৯৯	১১৩
”	৫ ”	১৩৬	৬১৫
”	২২ নবেম্বর	১৪৩	৬৭১
”	৯ ডিসেম্বর	২০৯	৬৬৯
”	২৭ ”	২০৫	৬৫৪
১৮৪৮	১০ জানুআরি	১৯৪	৬৯৩
”	” ”	২০৮	৫০৯
”	১১ ”	৪৯	২১৭
”	১৭ ”	১৬৮	৬০৪
”	১৮ ”	২৮৭	৬৮৭
”	২০ ”	৮৬	৪২৩
”	” ”	১১১	৫৯৩
”	” ”	২৮১	৭০৮

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮৪৮	৩১ জানুআরি	৯৬	৫১৬
”	” ”	২০৬	৮০৮
”	১ ফেব্রুআরি	৯৫	৫১০
”	৩ ”	১১	৩৫১
”	” ”	১৯৫	৫৫৭
”	” ”	২৪৭	৭০৮
”	১৯ ”	৫১	৫৯
”	২২ ”	১৪৬	৭০৩
”	১ মার্চ	১০৯	৪৭৬
”	৭ ”	১১	৬৭
”	” ”	১৬০	৬১
”	১৮ ”	২৫	৩৫০
”	২২ ”	৬৭	৫৭৯
”	” ”	১৭৩	৩০৯
”	২৫ ”	৩৯	৫১৬
”	২৮ ”	১৫	৬৮৯
”	২১ আপ্রিল	১৫৯	৭৭৬
”	২৪ ”	১৪৬	৬১৭
”	২৭ মে	১৩৩	৫৯৭
”	৫ জুন	৩১	৫৯৭
”	” ”	১৮৪	৫৯০
”	১২ ”	৫৫	২১৩
”	” ”	১৭৯	৭০৮

সাল	তারিখ	নম্বর	পৃষ্ঠা।
১৮৪৮	১৯ জুন	১৮৮	৬৮৪
”	” ”	”	৭৭৫
”	” ”	১৯০	৬৫১
”	১ আগষ্ট	১৩৪	৬৯৫
”	১২ ”	১৫৭	১৪৯
”	১১ ”	১০৭	১১৩
”	৪ সেপ্টেম্বর	৭৯	৭১২
”	১১ ”	২০০	৫৯৬
”	১০ নবেম্বর	১৭৭	৬১৭
”	১৬ ডিসেম্বর	১৩৭	৪৪২
”	৩০ ”	৫০	৮৩০
১৮৪৯	৩ জানুআরি	১১৫	৪৪৪
”	১৩ ফেব্রুআরি	৮৩	৪৬৬
”	৬ মাচ	১৬৪	৬৮১
”	১৬ ”	৬৯	৮৩২
”	৩ আপ্রিল	১০৫	৬৯৬
”	” ”	১১৩	৮৩০
”	১৬ মে	২৯১	৮৩১
”	১৮ জুন	০৫৮	৮৩২

মুৎফরকা মোকদ্দমার রিপোর্ট

১৮৪৮	১৮ জুলাই	৩২০	৬১
”	২৪ ”	৩২১	৬১৭

প্রথম অধ্যায়।

দেওয়ানী আদালতের সংস্থাপন ও এলাকা।

১ ধারা।

আইন গ্রন্থক্রমে রচনা করিবার নিয়ম।

১। শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার সুবেজাৎ বাঙ্গালাওগযরহের চির মঙ্গলের নিমিত্তে আবশ্যক এই যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে সমস্ত লোকের মনসন্তুষ্টি ও স্বত্বাধিকার স্থিরতর রহিবার অর্থে যে সকল আইন জারী করিবেন সে সকল আইন গ্রন্থক্রমে রচনা করিয়া এদেশি অক্ষর ও ভাষায় তরজমা ও ছাপা করা যায এবং যেং হেতুতে একং আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহা সেইং আইনের শিরনামায লেখা যায ও সেই সমস্ত ছাপাহওযা আইনেব মতে কার্য্যকরণ সকল আদালতের জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য হয় উপরের লিখনমত আইন সংগ্রহ হইলে সকল লোকেবদের স্বত্বাধিকাবিত্ব এবং লভ্যাধিকারিত্বের স্থৈর্য্য যেং আইনেতে অবলম্বন করে তাহা প্রত্যেক জন জানিতে পারে এবং ঐ আইনেব প্রতিকূলাচরণের প্রতিকার অবিলম্বে হইবার পথ জানিতে পাবে এবং আদালতের সাহেবেরা আইনের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও অর্থানুসারে কার্য্য করিতে পারেন ও উত্তর কালের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইহা বিবেচনাকরণের পথ হয় যে কোন আইনের তাৎপর্য্য সিদ্ধ হইল কি না এবং আবশ্যক হইলে অনুভবানুসারে ঐ আইনের যেরূপ মতান্তর করণ কি সুধরণ উপযুক্ত বোধ হয় তাহা করিতে পাবেন ও উপযুক্ত বিবেচনাকরণব্যতিরেকে নূতন আইন নির্দ্দিষ্ট ও চলিত আইন রদ হইবেক না এবং উত্তর কালে দেশের মঙ্গলের হ্রাস বৃদ্ধি হওনরূপ কার্য্য আপন মূল কারণের সহিত যে সম্বন্ধ রাখে তাহা সর্ব্বদা বুঝা যাইতে পারিবেক অতএব শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুব কৌন্সেলে নীচের লিখনানুসারে হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ১ ধা।

২। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের যে সকল হুকুমে যেং আইন আদালতসকলের ও টাক্সের ও সায়েরাতের হাসিল মাসুলের ও মালগুজারী তহসীলের ও সমস্ত ভূম্যধিকাবী ও চাসি প্রজাবর্গের স্বত্বাধিকারের ও পাট্টাদির ও শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী বিলাযতে পাঠাইবার দ্রব্য সামগ্রীর ও লবণের ও আফীনেব ব্যাপারের অর্থে এবং সরকারের অধিকার এদেশী ও ভিন্নাধিকার দেশান্তবি যে সকল লোক জিলা ও শহরের আদালতের তাবে আছে তাহারদিগের স্বত্বাধিকার স্থিরের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইবেক কর্ত্তব্য যে তাহা সমস্তই আদালতের কৌন্সেলের সিরিশ্তায় লেখা যায ও সেই কৌন্সেলে তাহার আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়া নীচের লিখনানুসারে ছাপা ও জারী হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ২ ধা।

৩। যে সনে যত আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহাতে একাদিক্রমে অঙ্ক চিহ্ন অর্থাৎ নম্বরবিলি করা যাইবেক। আরম্ভতে যে বৎসরের প্রথমে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহাব অঙ্ক প্রথম আইন করা যাইবেক তদনন্তর যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার অঙ্ক উত্তরং গণনাক্রমে বিলি করিযা লেখা যাইবেক। এবং যে সনে যে আইন জারী হইবেক তাঁহার অঙ্ক চিহ্ন সেই আইনের প্রতিসকার কপালে এই আইনের নিদর্শনে লিখিতে হইবেক ইতি। —১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ৩ ধা।

৪। যে বিষযার্থে যে আইন জারী হইবেক তাহার মর্ম্মের বিবরণ যত সংক্ষেপ হইতে পারে তত সংক্ষেপেই সেই আইনের শিরনামায় এই আইনের নিদর্শনে লেখা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ৪ ধা।

৫। প্রত্যেক আইন নির্দ্দিষ্টহওনের হেতুজ্ঞাপনার্থে হেতুবাদ তাহার পূর্ব্বে লেখা যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

৬। নূতন কোন আইনের দ্বারা পূর্ব্বের কোন আইন রদ করিতে কি স্থধরিতে হইলে ঐ রদকরণ কি স্থধরণের হেতু বেওরা করিযা ঐ নূতন আইনের হেতুবাদে লেখা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

৭। এক২ আইন একাদি সংখ্যার অঙ্কনিদর্শনে ধারা বিলিক্রমে লেখা যাইবেক। এবং তাহার প্রথম ধারার সংজ্ঞা হেতুবাদ হইবেক। আর কোন ধারার মধ্যবর্ত্তি বিশেষ২ বৃত্তান্ত থাকিলে তাহার সংজ্ঞা প্রকরণ হইবেক ও সেই প্রকরণের অঙ্ক চিহ্ন এই আইনের ৫ পঞ্চম ধারার মধ্যবর্ত্ত্যনুসারে লেখা যাইবেক ইতি। —১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ৬ ধা।

৮। যদি এক আইন তৈযারের কারণ তাহাতে এই আইনের ৫ ধারার ২ দ্বিতীয প্রকরণের কিম্বা পঞ্চম ধারার অথবা এই আইনের আকারের অন্য আইনের কোন ধারার প্রকরণের কিম্বা ধারার অথবা সেই অন্য আইনসমুদযের প্রস্তাব লিখন কর্ত্তব্য হয় তবে সে প্রস্তাব নীচের লিখিত ক্রৌলক্রমে লেখা যাইবেক ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণ। ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের ৫ ধারা। ১৭৯৩ সালের ৪১ আইন। ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ৭ ধা।

৯। সকল ধারা ও প্রকরণ লিখনের পাশে তাহার সার কথা চুম্বকে লেখা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ৮ ধা।

১০। যত বড় দীর্ঘ ও প্রস্থের কাগজে এই আইন ছাপা হইবেক তত বড় কাগজেই সকল আইন ছাপা করা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ৯ ধা।

১১। যে সনের মধ্যে যত আইন জারী হয সেই সনের শেষে তাহার এক ফিরিস্তি তৈযার করিযা একত্র জিল্দবন্দী করা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ১০ ধা।

১২। শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের তরফ ছাপাখানার সাহেবের কর্ত্তব্য যে প্রতিসন যত আইন ছাপা ও জারী হইবেক তাহার নকল ১০০ এক শত প্রস্থ প্রস্তুত রাখেন। এবং সন আখিরীতে উপরের ধারার লিখনক্রমে তৈয়ার করা ফিরিস্তি পাইলে তাহার এক২ ফিরিস্তি সেই এক২ প্রস্থ আইনের উপর কেতাবের জিল্দের ন্যাযে জিল্দবন্দী করান্ এবং তদনুসারে তাহার পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষার তরজমার তত প্রস্থ নকল পৃথক্২ জিল্দ বাঁধিয়া মৌজুদ রাখেন। তদ্ভিন্ন যত ইঙ্গরেজী আইন এবং তাহার তরজমা পারসী ও বাঙ্গলা আইন শ্রীযুত গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের হুকুমমতে যাবদীয আদালতের ও বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড ত্রেডের ও ভূমির মালগুজারীর ও মাসুলের কালেক্টর ও বাণিজ্যের কুঠীসকলের ও নিমক মহালের সাহেবদিগকে এবং সরকারী অন্য২ আমলা ও ব্যক্ত্যন্তর যাহাকে২ দেওয়া উচিত হয তত্তই তাঁহারদিগেরে দেওযা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ১১ ধা।

১৩। ১১ একাদশ ধারাক্রমে প্রতিসন যে এক২ শত প্রস্থ আইন ফিরিস্তিসমেত জিল্দবন্দী হইয়া প্রস্তুত থাকিবেক তাহার মধ্যের ইঙ্গরেজী অক্ষর ও ভাষাতে ছাপা হওযা ১০ জিল্দ কোর্ট ডৈরেক্টর্স অর্থাৎ বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের নিকটে সনের মধ্যে অগ্রে যে২ জাহাজ বিলায়তে যাইবেক তাহার এক২ জাহাজে পাঁচ২ জিল্দ করিয়া দুই জাহাজে পাঠান যাইবেক। বাকী ৯০ নব্বই জিল্দ ঐ শ্রীযুতের হুকুমক্রমে সমস্ত আদালতের ও বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড ত্রেডের ও রাজস্বের কালেক্টর ও বাণিজ্যের মহাজনী কুঠীর ও নিমক মহালের সাহেবদিগের এবং সরকারী অন্য২ আমলা ও ব্যক্ত্যন্তরদিগেরে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ১২ ধা।

১৪। সমস্ত দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের ও ফৌজদারী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে জিল্দবান্ধা যে সকল আইন পাঠান যাইবেক সেই সকল আইনের অনুসারেই যে সকল মোকদ্দমার বিচার ও

নিষ্পত্তি তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য তাহা করিবেন ও তদ্ভিন্ন কোন আইনের মতে করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ১৩ ধা।

১৫। যাহার যে খ্যাতি ও যে সামগ্রীর যে নাম ইঙ্গরেজী এক আইনে যে মতে লেখা যাইবেক তাহার প্রস্তাব অন্য আইনে লিখন কর্ত্তব্য হইলে তাহাতেও সেই খ্যাতি ও নাম সাব্যস্ত রাখিয়া সেই মতেই লিখিতে হইবেক এইহেতুক যে স্বত্বাধিকারের ও ধনসম্পত্তির ও পাট্টাদির স্বত্বাধিকারিত্বের ও কাগজপত্রের ও আদালতের হুকুমের ও দপ্তরখানা কাছারীর ও আমলাদিগের প্রস্তাব গ্রন্থানুসারে যেং রচিত আইনে করিতে হইবেক তাহা সকল আইনে একমতেই লেখা থাকিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ১৪ ধা।

১৬। সরকারের তরফ তরজমানবীস কিম্বা শ্রীযুত গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমে তরজমা করিবার ভারার্পণহওযা অন্য বক্তিতে সকল আইনের পাশের লিখিত সার কথাসুদ্ধা তাহার তরজমা পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় করিবেন। এবং যে নম্বরের যে আইন যে সনে জারী হয সেই নম্বরের অঙ্ক চিহ্ন ও সেই সনের নিদর্শন সেই আইনের প্রতিসকার কপালে এবং মধ্যেং ধারা ও প্রকরণের নম্বর ইঙ্গরেজী আইনের মত তরজমাতে লিখিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ১৫ ধা।

১৭। যাহার যে খ্যাতি ও যে সামগ্রীর যে নাম তাহা যে প্রকারে লিখিবার হুকুম ১৪ চতুর্দশ ধারায আছে সেই প্রকারেই তবজমানবীস লিখিবেন তাহাতে যদি কাহারো খ্যাতি কিম্বা কোন সামগ্রীর নাম লিখিলে সকল লোকে বুঝিতে না পারে ও পূর্ব্বের তরজমাকরা কোন আইনে সেই খ্যাতি কিম্বা নাম ভাষাক্রমে না লেখা গিযা থাকে এমত জানেন তবে যে আইনের যে স্থানে প্রথম সেই খ্যাতি কিম্বা নাম লিখিতে হয় সেই স্থানে আদৌ সেই খ্যাতি অথবা নাম লিখিয়া পশ্চাৎ সেই শব্দ এমত ভাষা করিয়া লিখিবেন যে তাহা সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। —১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ১৬ ধা।

১৮। আইন ছাপা করিতে যে অশুদ্ধ হয় তাহা তরজমানবীস শুদ্ধ করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ১৭ ধা।

১৯। তরজমানবীসের কর্ত্তব্য যে দেশ ব্যাপিযা যে ভাষার চলন না থাকে সে ভাষায় তরজমা না করিয়া যথাসাধ্যে আইনের মর্ম্ম স্থির রাখিয়া দেশের চলিত ভাষায তবজমা করেন এবং প্রতিশব্দে ও অক্ষরেং তরজমাও না করেন এইহেতুক যে তাহা করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেক না ইতি।— ১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ১৮ ধা।

২০। ১ ধারার হুকুম প্রণিধান করিতে যদি ভ্রম হয় তবে তাহার বেওরা অন্য ধারায় বোধ হইতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ১৯ ধা।

২১। যে বিষয়ের যে আইন নূতন জারী হয় তাহার অর্থ যদি সে বিষয়ের পূর্ব্বের জারীহওয়া আইনসমুদযের কিম্বা তাহাব মধ্যের কোন মর্ম্মের অর্থের সহিত না মিলে তবে জানিবেন যে পূর্ব্বের জারীহওয়া আইনের যেপর্য্যন্ত নূতন আইনের অর্থের সহিত মিলন না হয পূর্ব্বের আইনের সেইপর্য্যন্তই পরিবর্ত্ত হইল ইতি। —১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ২০ ধা।

২২। যদি কোন নূতন আইনের দ্বাবা পূর্ব্বের কোন আইনের পরিবর্ত্ত হইযা পশ্চাৎ সেই নূতন আইন গ্রাহ্য না হয় তবে জানিবেন যে সেই পূর্ব্বের আইন সাব্যস্ত হইযা নূতন আইনের পরিবর্ত্ত হইল ইহাতে সে সংবাদের ইশ্তিহার দিবার আবশ্যক হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪১ আ। ২১ ধা।

২ ধারা।

আইন প্রস্তাব করিবার নিয়ম।

২৩। সকল জিলা ও শহর আজীমাবাদ ও শহর জাঁহাঙ্গীরনগর ও শহর মুরশিদাবাদের আদালতের সাহেবেরা আপনং মোতালক সকল কার্য্য সুন্দররূপে হইবার নক্শা সেইং জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা ও ফৌজদারীর সাহেবের পদক্রমে এবং মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপনং এলাকার সকল কার্য্য সুন্দররূপে হইবার নক্শা সেইং এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজ সাহেবের পদক্রমে আর সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের জজ সাহেবেরা

আপনারদিগের মোতালক সকল কার্য্য সুন্দররূপে হইবার নক্‌শা নীচের লিখনানুসারে শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে গুজরাইতে পারিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২০ আ। ২ ধা।

২৪। সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ ও ফৌজদারীর সাহেবেরা আপনারদিগের মোতালক সকল কার্য্য সুন্দররূপে হইবার নিমিত্তে যে নক্‌শা শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে গুজরাণ ভাল জানেন তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ৪১ একচত্বারিংশৎ আইন ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে আইন জারী করিবার নক্‌শার মতে হইয়াছে সেই মতে দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর যে বিষয়ের কার্য্যের নক্‌শা হয় তৈয়ার করিয়া সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজ সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।- ১৭৯৩ সা। ২০ আ। ৩ ধা।

২৫। ঐ মতে যে যে কার্য্যের নক্‌শা তৈয়ার হয় তাহা জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের রেজিষ্টর সাহেব কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট সাহেব খাস করিয়া তাহার উপর দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর মোহর করিয়া আপন২ দস্তখতে সেই২ এলাকার মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নামে শিরনামা লিখিয়া মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজ সাহেবদিগের নিকটে সেই নক্‌শা পাঠাইবার কারণ তাহারদিগের নামে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবের যে হুকুম লিখন হইয়া থাকে তাহার নকলসমেত চালান করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২০ আ। ৪ ধা।

২৬। সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতের জজ সাহেবদিগের নিকটে মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতহইতে রোয়দাদের নকলওগয়রহ যে যে কাগজপত্র পঁহুছে তাহা ঐ সাহেবেরা শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন তাহাতে যদি সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতের জজ সাহেবেরা সেই নক্‌শা সমুদয় কিম্বা তাহার মধ্যে কিছু নামঞ্জুর ও মঞ্জুর করেন তাহার বেওরা পত্রান্তরে লিখিয়া সেই সকল নক্‌শাসমেত পাঠাইয়া দিবেন ও যদি সেই সকল নক্‌শার মধ্যে কোন নক্‌শা নামঞ্জুর করিয়া আপনারদিগের পরামর্শক্রমে মতান্তরে নক্‌শা তৈয়ারকরণ উচিত জানেন তবে তদনুসারেই নক্‌শা তৈয়ার করিয়া তাহা এবং পত্রান্তরে মঞ্জুর ও নামঞ্জুরের বিবরণ লিখিয়া একত্র পাঠাইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২০ আ। ৯ ধা।

২৭। মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ অথবা ফৌজদারীর সাহেবদিগের পাঠান যে নক্‌শা মঞ্জুর ও নামঞ্জুর করেন অথবা আলাহিদা নক্‌শা তৈয়ার করেন তাহার বৃত্তান্ত কোন প্রকারে সেই জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবদিগকে জানাইবেন না সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতহইতে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ অথবা ফৌজদারীর সাহেবদিগের পাঠান যে নক্‌শা পান তাহাতে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের মঞ্জুর ও নামঞ্জুর করণের বৃত্তান্ত সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ অথবা ফৌজদারীর সাহেবের স্থানে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন কিন্তু মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের মারফতে সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন না সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ অথবা ফৌজদারীর সাহেবের স্থানে যে সওয়াল করিবেন তাহার জওয়াব লইয়া সেই বিষয়ের অন্য২ কাগজপত্র সমেত শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে গুজরাইবেন এবং সদর দেওয়ানী আদালত অথবা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে সেই নক্‌শা কিম্বা অন্য নক্‌শার যে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন তাহা জিজ্ঞাসিতে পারিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২০ আ। ১০ ধা।

২৮। সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজ সাহেবদিগের স্থানহইতে যে নক্‌শা ও কাগজপত্র পান্ তাহা শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে গুজরাইবেন তাহাতে যদি তাঁহারা সেই নক্‌শা সমুদয় নামঞ্জুর কিম্বা তাহার মধ্যে কিছু মঞ্জুর করেন তবে যেহেতুক যাহা নামঞ্জুর কিম্বা মঞ্জুর করেন তাহার বেওরা পৃথক্‌ করিয়া লিখিবেন ও যদি সেই নক্‌শা সমুদয় নামঞ্জুর করিয়া মতান্তরে নক্‌শা তৈয়ার করণের পরামর্শ হয় তবে তাহা করিয়া

মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের পাঠান নক্‌শা ও কাগজপত্র যাহা পাইয়া থাকেন তাহাসমেত সেই নামঞ্জুর করণের বেওরা পৃথক্ করিয়া লিখিয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরে গুজরাইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২০ আ। ১২ ধা।

২৯। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে যে সকল নক্‌শা পাঠান সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা বিহিত জানেন সে সকল নক্‌শা তাঁহারা নির্দ্ধারিত নক্‌শাক্রমে তৈয়ার করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২০ আ। ১৪ ধা।

৩০। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে এই আইনের অনুসারে যে সকল নক্‌শা উপস্থিত হয় তাহা ঐ শ্রীযুত মঞ্জুর কিম্বা নামঞ্জুর যাহা করিতে হয় করিবেন এবং ঐ শ্রীযুতের হজুরে অন্য যে নক্‌শা তৈয়ার করণ উচিত হয় তাহা করিয়া জারী করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ২০ আ। ১৫ ধা।

[কোর্ট আপীল ও দায়েরসায়েরী আদালত রহিত হইয়াছে এইপ্রযুক্ত তাঁহারদের দ্বারা আইনের নূতন নক্‌শা তৈয়ার করণের বিষয়ে উক্ত আইনে যে সকল বিধান আছে তাহা সাধ্যপর্য্যন্ত বাদ দেওয়া গেল। জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের আইনের নূতন নক্‌শা তৈয়ার করিতে হইলে একেবারে সদর আদালতে তাহা গুজরাইবেন।]

৩ ধারা।

আইন জারীকরণ এবং দোষ খণ্ডনের পরামর্শ।

৩১। আপনকার গত ৬ সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র এবং তাহার সঙ্গে যে কাগজপত্র পাঠান গিয়াছিল তাহা সদর দেওয়ানী আদালত পাঠ করিয়াছেন তাহাতে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে কোন্ তারিখঅবধি আইন জারীহওয়া গণ্য করিতে হইবেক কি ইঙ্গরেজীর নকল পঁহুছনের কি তাহার পারসীর তরজমা পঁহুছনের তারিখঅবধি।

তাহার উত্তরস্বরূপ সদর আদালত ইহা জ্ঞাত করিতেছেন যে এই বিষয়ে গত ১৪ আগষ্ট তারিখের প্রধান সেক্রেটারী সাহেবের পত্রে গবর্ণমেণ্টের যে হুকুম তোমার নিকটে পাঠান গিয়াছিল তদনুসারে কার্য্য করিবা অর্থাৎ যে তারিখে কোন আইনের ইঙ্গরেজীর নকল তোমার নিকটে পঁহুছে সেই তারিখঅবধি ঐ আইন জারী হইয়াছে জানিবা।—১৮৩৩ সালের ৭ জুনের সরকুলর অর্ডর।

৩২। হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে জারীকরা কোন আইন কোন রাজধানীর যে কোন গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ছাপা হইয়াছে ঐ গেজেট কোন আদালতে গুজারাইলে তাহার দ্বারা ঐ আইন জারী হওনের প্রমাণ হইবেক ইতি।—১৮৩৫ সা। ১০ আ।

৩৩। ধার্য্য হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের যে আইনে কোন আক্‌ট পার্লিমেণ্ট অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ড দেশের পার্লিমেণ্টের করা আইনের বিষয়ে উল্লেখ আছে সেই আইন যে তারিখে প্রকাশ হয় কেবল সেই তারিখঅবধি ঐ আক্‌ট পার্লিমেণ্ট এ দেশে চলন হয়।—সদর দেওয়ানী আদালতের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৮২৭ সাল ২৩ ফেব্রুআরি। ৪ বালম ২২৫ পৃষ্ঠা।

৩৪। যে সকল ইউরোপীয় কার্য্যকারক এই প্রদেশের মধ্যে ভাবি রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদের জানা কর্ত্তব্য যে গবর্ণমেণ্টের এমত ইচ্ছা ও অপেক্ষা আছে যে যখন দেশের অমঙ্গল হইতে পারে এমত কোন বিষয় আইনের সামান্য নিয়মে অথবা আইনের কার্য্যেতে তাঁহারা দেখেন তখন যে কার্য্যকারকের সিবিশতায় সেই অমঙ্গলের বিষয় থাকে তাঁহার সঙ্গে লিখনপঠন করিয়া যদ্যপি তাঁহারদের এমত বোধ হয় যে তাহার প্রতিকার করণের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগ করা উচিত তবে তাঁহারা তাহার প্রতিকারের বিষয়ের প্রস্তাব করিবেন এবং ঐ অমঙ্গলের বিষয় আমার এলাকার মধ্যে নহে ইহা বলিয়া প্রস্তাব করিতে ক্ষান্ত হইবেন না।—১৮২৫ সালের ২২ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।

৩৫। সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে আইন ও আইনের তরজমা যে তারিখে তোমার কাছারীতে পঁহুছে সেই তারিখ তুমি ঐ আইন ও আইনের তরজমার প্রত্যেক নকলের উপর টুকিয়া রাখিবা এবং তাহাতে তোমার পদোপলক্ষের দস্তখৎ করিবা।—১৮৩০ সালের ১৬ জুলাইর ৫৬৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালতের সংস্থাপন।

[বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা।]

৩৬। সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যার সকল জিলায ও শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদে দেওয়ানী সমস্ত মোকদ্দমার প্রথম বিচার ও নিষ্পত্তির জন্যে যে সকল দেওয়ানী আদালত নির্দ্ধারিত হইল সে সকল দেওয়ানী আদালত সেই সকল জিলা ও শহরের নামে নীচের লিখনানুসারে খ্যাত হইবেক ইতি।

সকল জিলাব দেওয়ানী আদালতহায়ের তফসীল।

যে যে জিলায় দেওযানী আদালত নির্দ্ধারিত হইল সেই২ জিলার নাম।	যে যে নামে জিলার দেওয়ানী আদালত খ্যাত হইবেক সেই২ নাম।
নদীয়া	জিলা নদীযার দেওযানী আদালত
বীরভূম	জিলা বীবভূমের দেওয়ানী আদালত
বর্দ্ধমান	জিলা বর্দ্ধমানের দেওযানী আদালত
মেদিনীপুর	জিলা মেদিনীপুরের দেওয়ানী আদালত
চব্বিশপরগনা	জিলা চব্বিশপরগনার দেওযানী আদালত
যশোহর	জিলা যশোহরের দেওয়ানী আদালত
মুরশিদাবাদ	জিলা মুরশিদাবাদের দেওযানী আদালত
ভাগলপুর	জিলা ভাগলপুরেব দেওয়ানী আদালত
রাজশাহী	জিলা রাজশাহীর দেওযানী আদালত
পূবণিয়া	জিলা পূরণিযার দেওযানী আদালত
দিনাজপুর	জিলা দিনাজপুরের দেওযানী আদালত
রঙ্গপুর	জিলা রঙ্গপুরের দেওযানী আদালত
কোচবেহার	জিলা কোচবেহারের দেওয়ানী আদালত
সিলহট্ট	জিলা সিলহট্টের দেওয়ানী আদালত
ঢাকাজলালপুর	জিলা ঢাকাজলালপুরের দেওয়ানী আদালত
ময়মুনসিংহ	জিলা ময়মুনসিংহের দেওয়ানী আদালত
ত্রিপুরা	জিলা ত্রিপুরার দেওয়ানী আদালত
চট্টগ্রাম	জিলা চট্টগ্রামের দেওয়ানী আদালত
নিজবেহাব	জিলা নিজবেহারের দেওয়ানী আদালত
শাহাবাদ	জিলা শাহাবাদের দেওয়ানী আদালত
সারণ	জিলা সারণের দেওয়ানী আদালত
তীরখ	জিলা তীরখের দেওয়ানী আদালত
রামগড়	জিলা রামগড়ের দেওয়ানী আদালত

সকল শহরেব দেওয়ানী আদালতহায়ের তফসীল।

যে শহরে দেওয়ানী আদালত নির্দ্ধারিত হইল সেই২ শহরের নাম।	যে যে নামে শহরের দেওয়ানী আদালত খ্যাত হইবেক সেই২ নাম।
শহর মুরশিদাবাদ।	শহর মুরশিদাবাদের দেওয়ানী আদালত।
শহর ঢাকা ডাকে জাঁহাঙ্গীর নগর।	শহর জাঁহাঙ্গীর নগরের দেওয়ানী আদালত।
শহর পাটনা ডাকে আজীমাবাদ।	শহর আজীমাবাদের দেওয়ানী আদালত।

—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ২ ধা।

৩৭। যে জিলার সীমাসরহদ্দ যেপর্য্যন্ত এইক্ষণে অবধারিত আছে ও পশ্চাৎ নির্দ্ধারিত হয় সেই সীমাসরহদ্দপর্য্যন্ত সে জিলার আদালতের আজ্ঞাশক্তি অর্থাৎ হুকুমৎ চলিবেক কিন্তু জিলা মুরশিদাবাদ ও জিলা ঢাকা জলালপুর ও জিলা নিজবেহারের আদালতের হুকুমৎ শহর মুরশিদাবাদ ও শহর জাঁহাঙ্গীর নগর ও শহর আজীমাবাদের আদালতের এলাকায় চলিবেক না। ঐ একং শহরের আদালতের যে সীমাসরহদ্দ এইক্ষণে নির্দ্ধারিত আছে পশ্চাৎ যে নির্দ্ধার্য্য হয় সেইপর্য্যন্ত ঐ একং শহরের আদালতের হুকুমৎ চলিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ৪ ধা।

৩৮। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩। ৫। ৯ আইনের যেং ধারা ও চলিত যেং আইনের যেং ধারানুসারে মুরশিদাবাদের জিলার আদালত স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সে সমস্ত ধারারহিত ও রদ হইল এবং এই ধারানুসারে মুরশিদাবাদের জিলার আদালত উঠিয়া তাহার তাবে সমস্ত মহাল শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর যে প্রকার আজ্ঞা করেন তদনুসারে মুরশিদাবাদ শহরের জজ সাহেব ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এবং জিলা বীরভূমের জজ সাহেবের ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের তাবে হইবেক ইতি।—১৮০৬ সা। ১ আ। ২ ধা।

৩৯। ওলন্দেজের যেং কুঠী ও তৎসম্পর্কীয় ভূমি কালিকাপুর ও ঢাকাতে ছিল তাহা স্থানানুসারে শহর মুরশিদাবাদের ও শহর ঢাকার অধিকারের শামিল হইবেক এবং পলতা ও বালেশ্বরের কুঠী ও তৎসম্পর্কীয় ভূমি স্থানানুসারে জিলা চব্বিশপরগনা ও জিলা কটকের অধিকারের শামিল হইবেক ও ওলন্দেজের যে কুঠী ও তৎসম্পর্কীয় ভূমি শহর পাটনাতে ছিল তাহা শহর পাটনার অধিকারের শামিল হইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ১৮ আ। ২০ ধা। ২ প্র।

৪০। এইক্ষণে যে জিলা বর্দ্ধমান আছে তাহা অংশ করিয়া ২ দুই জিলা করা যাইবেক ইহাতে তাহার উত্তরাংশের নাম জিলা বর্দ্ধমান থাকিবেক ও দক্ষিণাংশের নাম জিলা হুগলী হইবেক আর ঐ দুই জিলার সীমাসরহদ্দের নিরূপণ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে করা যাইবেক এবং ঐ একং জিলায় একং দেওযানী আদালত নির্দ্দিষ্ট হইবেক ও ঐ একং দেওযানী আদালতের জজ সাহেবের শক্তি অন্যং জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের শক্ত্যনুরূপ হইবেক আর উত্তরাংশে যে জিলা থাকিবেক তাহার নাম জিলা বর্দ্ধমানের দেওযানী আদালত ও দক্ষিণাংশে যে জিলা রহিবেক তাহার নাম জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালত হইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৬ আ। ৭ ধা।

৪১। চুঁচড়া শহর জিলা হুগলীর অধিকারের শামিল ও মধ্যগত হইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ১৮ আ। ২ ধা। ১ প্র।

৪২। দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করণার্থে কলিকাতার নিকট ও সন্নিকট স্থানে পুনর্ব্বার এক নূতন দেওয়ানী আদালত নির্দ্দিষ্ট হইবেক ও পূর্ব্বমতে চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালত নামে ঐ আদালত খ্যাত ও নামলব্ধ হইবেক ইতি। ১৮০৬ সা। ৭ আ। ২ ধা।

৪৩। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১৪ আইন এই ধারাক্রমে রদ হইল ইতি।—১৮৩২ সা। ৮ আ। ২ ধা।

৪৪। চিৎপুর ও মাণিকতলা ও তাজিরহাট ও নওহাজারী ও শালিখিয়ার থানা চব্বিশপরগনা জিলার শামিল হইয়া যে সমুদয় এলাকা এই প্রকারে নিরূপিত হইবেক তাহা চব্বিশপরগনা জিলানামে খ্যাত হইবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৮ আ। ৩ ধা।

৪৫। এই ধারানুসারে মোকাম বাকরগঞ্জের কমিস্যনর সাহেবের কমিস্যনরী কার্য্য মৌকুফ ও বরখাস্ত হইয়া সুন্দরবনসমেত যে সকল মহাল এইক্ষণে জিলা ঢাকা জলালপুরের আদালতের শামিলে আছে তাহা দুই জিলাক্রমে অংশ হইবেক ও তাহার উত্তরাংশ জিলা ঢাকা জলালপুর সংজ্ঞায় ও দক্ষিণাংশ জিলা বাকরগঞ্জ নামে খ্যাত হইবেক ও এই দুই জিলার সীমাসরহদ্দের নিরূপণ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে হইবেক এবং একং জিলায় একং দেওয়ানী আদালত নির্দ্দিষ্ট হইয়া একং সাহেবের তাবে থাকিবেক তাহাতে অন্যং আদালতের সাহেবদিগের যে ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতের ব্যাপার চালাইবার অর্থে অর্পিত আছে সেই ক্ষমতা এ সাহেবদিগেরেও অর্পণ হইবেক ইতি।—১৭৯৭ সা। ৭ আ। ২ ধা।

৪৬। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ ও ৯ আইন এবং ১৭৯৭ সালের ৭ আইনে ঢাকা শহর ও ঢাকা

জলালপুর জিলার এলাকা স্বতন্ত্র২ করণের বিষয়ে যে২ হুকুম আছে ঐ২ হুকুম রদ হইল ইতি।—১৮৩৩ সা। ৫ আ। ২ ধা।

৪৭। এক্ষণে ঢাকা শহর ও ঢাকা জলালপুর জিলার অন্তঃপাতি যে২ স্থান আছে তাহা লইয়া এক জিলা হইবেক এবং তাহা ঢাকা জিলা নামে খ্যাত হইবেক ইতি।—১৮৩৩ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

৪৮। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ আইন এবং ১৮০৫ সালের ১৮ আইনের অথবা অন্য কোন আইনের যে কোন ভাগে রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলা স্থাপনবিষয়ে যে২ হুকুম আছে তাহা রদ হইল এবং রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলার দেওয়ানী আদালত মৌকুফ হইল ইতি।—১৮৩৩ সা। ১৩ আ। ২ ধা।

৪৯। শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এই আইনক্রমে রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলার অন্তঃপাতি যে সকল প্রদেশ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরলের এজেণ্ট সাহেবের তাবে রাখা যায় নাহি তাহা যে জিলার শামিল করা উচিত বোধ হয় সেই জিলার শামিল করিতে পারেন এবং সময়ক্রমে এজেণ্ট সাহেবের তাবে রাখা এলাকা অথবা তাহার নিকটবর্ত্তি অন্য২ জিলার সীমার যেরূপ ফেরফার করা উচিত বোধ হয় সেইরূপ করিতে পারেন ইতি।—১৮৩৩ সা। ১৩ আ। ৭ ধা।

৫০। দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিবার নিমিত্তে জিলা কটকে এক দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হইবেক।—১৮০৫ সা। ১৪ আ। ৩ ধা।

[বারাণস।]

৫১। শহর বারাণস ও জিলা মির্জাপুর ও জিলা গাজীপুর ও জিলা জোয়ানপুরে দেওয়ানী মোকদ্দমা-সকলের প্রথম বিচার ও নিষ্পত্তি কারণ একং আদালত ধার্য্য হইবেক ও সেই একং আদালত যে যে স্থানে বসিবেক সেই২ স্থানের নামে খ্যাত হইবেক।- ১৭৯৫ সা। ৭ আ। ২ ধা। ১ প্র।

[অযোধ্যা প্রদেশ।]

৫২। নীচের লিখিত নানা জিলাতে আদালত নির্দ্দিষ্ট হইবেক এবং যে জিলাতে যে আদালত নির্দ্দিষ্ট হয় সেই জিলার নামে ঐ আদালত খ্যাত হইবেক। মুরাদাবাদ ও বরেলী ও এতাবা ও ফরক্কাবাদ ও কানপুর এবং আলাহাবাদ ও গোরখপুর।—১৮০৩ সা। ২ আ। ২ ধা।

৫৩। এই আইনের হেতুবাদের লিখিত তারিখঅবধি জিলা আলাহাবাদের ও কানপুরের যে২ স্থান নীচের লিখিত থানার সরহদ্দের মধ্যগত আছে তাহা অর্থাৎ জিলা আলাহাবাদের থানা কড়া ও হতকড়ি ও ইসুয়া ও ফতেপুর ও গাজীপুর ও কৃষ্ণপুর এবং জিলা কানপুরের থানা বিন্দকী ও খজুয়া ও কোড়া জাহানাবাদ ও আমোলী জিলা ফতেপুর নামেতে খ্যাত হইয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারীর ভিন্ন এক সরহদ্দ নির্দ্দিষ্ট হইবেক ইতি। -১৮২৬ সা। ৬ আ। ২ ধা। ১ প্র।

[দোআব বুন্দেলখণ্ডপ্রভৃতি।]

৫৪। উপরের ধারার নির্দ্দিষ্ট দেশ ও স্থান ৫ জিলাতে নির্দ্ধারিত হইয়া নীচের লিখিত নামে খ্যাত হইবেক।

আলীগড় জিলা।

শাহারণপুর জিলার উত্তরাংশ।

শাহারণপুর জিলার দক্ষিণাংশ।

আগরা জিলা।

বুন্দেলখণ্ড জিলা।—১৮০৫ সা। ৮ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

৫৫। দিল্লীশহর এবং যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরের যে সকল জয়করা দেশের রাজস্ব শ্রীলশ্রীযুত শাহা আলমকে দেওয়া গিয়াছে হুকুম হইল যে তাহা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের ১৮০৩ সালের ১ আইনের নির্দ্দিষ্টমতে ছাপা-হওয়া ও জারীহওয়া কোন আইন অথবা হুকুমের তাবে নহে।—১৮০৫ সা। ৮ আ। ৪ ধা।

৫৬। ৩ ধারার (৫৪ নম্বর) লিখিত নানা জিলাতে দেওয়ানী মোকদ্দমার প্রথম বিচার করণের নিমিত্তে আদালত নির্দ্দিষ্ট হইবেক এবং ঐ সকল আদালত যে২ জিলাতে নির্দ্দিষ্ট হয় সেই২ জিলার নামে খ্যাত হইবেক।—১৮০৫ সা। ৮ আ। ৫ ধা।

৫৭।- গোবর্দ্ধন পরগনা জিলা আগরার শামিল হইল এবং ঐ জিলার কর্ত্তৃত্বের নিমিত্তে যে২ আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই২ আইন নীচের লিখিত ধারাসকলেতে যে২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে তাহাব্যতিরেকে এই আইন জারী হওনের তারিখঅবধি ঐ পরগনাতে প্রবল হইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ৫ আ। ২ ধা।

৫৮। এই ধারার দ্বারা মাহোবা পরগনার শামিল খুণ্ডে এলাকা এবং যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরে চুরকী পরগনার শামিল কতক গ্রাম বুন্দেলখণ্ড জিলার শামিল করা গিয়াছে এবং ঐ জিলার মধ্যে কার্য্য চালাইবার নিমিত্তে যে সকল হুকুম এবং আইন জারী হইয়াছে তাহা ঐ এলাকা এবং গ্রামে নীচের লিখিত ধারার বর্জ্জিত বিষয়ব্যতিরেকে অন্যান্য বিষয়ে চলিবেক এবং প্রবল হইবেক।—১৮১৮ সা। ২ আ। ২ ধা।

৫৯। সোঁক ও সনসা ও শাহার পরগনা জিলা আগরার শামিল করা গিযাছে।—১৮০৬ সা। ১২ আ। ২ ধা।

৬০। কালীঙ্গরের সাবেক কিল্লাদারের জাযগীরের যে সকল ভূমি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে দত্ত হইয়াছে তাহা এই ধারাক্রমে বুন্দেলখণ্ড জিলার শামিল করা গিয়াছে।—১৮১২ সা। ২২ আ। ৩ ধা।

৬১। ১৮১৮ সালের ৩০ জুন তারিখঅবধি এবং তাহার পরে শাহারণপুরের উত্তরাংশ স্বতন্ত্র এক দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আদালতের তাবে থাকিবেক এবং দত্ত ও জয়করা দেশের অন্যান্য জিলার জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা আইনানুসারে যে সকল ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইযাছেন সেই সকল ক্ষমতানুসারে ঐ অংশের জজ এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব কার্য্য করিবেন।- ১৮১৮ সা। ৪ আ। ২ ধা। ১ প্র।

৬২। এই কালাবধি শাহারণপুরের উত্তরাংশ শাহারনপুর জিলা নামে খ্যাত হইবেক এবং তাহার দক্ষিণাংশ মীরট জিলা নামে খ্যাত হইবেক।—১৮১৮ সা। ৪ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৬৩। দেবাদূন নামে যে সকল দেশ এপর্য্যন্ত গড়ওযালের ভুক্ত ছিল তাহা জিলা শাহারণপুরের শামিল করা যাইবেক এবং পোলীস ও ফৌজদারীর মোতালক সমস্ত কার্য্যেতে ঐ দেশ শাহারণপুরের উত্তরাংশের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাবে বোধ হইবেক এবং দেওয়ানীব মোতালক সকল কার্য্যেতে ঐ জিলার দেওয়ানী আদালতের তাবে বোধ হইবেক। ইহাব দ্বারা হুকুম হইল যে দত্ত এবং জযকরা দেশের মধ্যে কার্য্য চালাইবার নিমিত্তে যে সকল আইন ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইযাছে তাহা নীচের লিখিত ধারার বর্জ্জিত বিষয়ব্যতিরেকে অন্যান্য বিষয়ে দেরাদূনে সম্পূর্ণরূপে চলিবেক এবং প্রবল হইবেক।—১৮১৭ সা। ৪ আ। ২ ধা।

৬৪। এই আইনের তারিখঅবধি এবং তাহার পরে দেওযানী ও ফৌজদারী আদালতের হুকুম এবং কোন আইন উপরের লিখিত ভূমিতে চলিবেক না (অর্থাৎ কানপুর জিলাতে বেথুর নগরের নিকটবর্ত্তি যে সকল ভূমি গবর্ণমেণ্ট মৌরুসী জাযগীরস্বরূপ শ্রীযুক্ত মহারাজা বাজীরাওকে দিযাছেন তাহাব উপর) ঐ ভূমির সীমা-সরহদ্দ অতিস্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া কানপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সিরিশ্তায দাখিল হইয়াছে।—১৮৩২ সা। ১ আ। ২ ধা।

৬৫। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১ অক্টোবর তারিখের পর শ্রীযুত নওযাব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হজুর কৌন্সেলের এক হুকুমের দ্বারা বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন কোন স্থানে নূতন জিলা স্থাপন এবং বর্ত্তমান জিলার সীমা পরিবর্ত্ত করিতে পারেন ইতি।—১৮৩৬ সা। ২১ আ।

৬৬। যেহেতুক ১৮৪৫ সালের ২২ ফেব্রুআরি তারিখে শ্রীলশ্রীযুত ডেন্মার্কের বাদশাহের ও শ্রীযুত অনরবিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের মধ্যে এক বন্দোবস্ত কলিকাতায় সম্পন্ন ও সহী হইয়াছিল।

এবং যেহেতুক ঐ বন্দোবস্তের ১ দফাতে শ্রীলশ্রীযুক্ত ডেন্মার্কের বাদশাহ ঐ বন্দোবস্তের মধ্যের লিখিত কতক টাকার জন্যে ভারতবর্ষের দ্বীপের মধ্যে ডেন্মার্কীযেরদের বসতি স্থান এবং তাহার মধ্যের সকল সরকারী এমারৎ এবং শ্রীযুত বাদশাহের সম্পত্তি হস্তান্তর করিযা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

এবং যেহেতুক উক্ত বন্দোবস্তের ৪ দফায় এমত লিখিত ছিল যে ঐং বসতি স্থানের যে ইউরোপীয় এবং এদেশীয় লোকেরা ঐ বসতির মধ্যে বাস করিতে থাকেন তাঁহারা ভারতবর্ষস্থ ইঙ্গলণ্ডীযেরদের সাধারণ আইনের আশ্রয়ে থাকিবেন এবং ভারতবর্ষস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের মধ্যে ব্যক্তিসকলের স্বত্ব অথবা সম্পত্তির স্বত্ব যেরূপে রক্ষা পাইতেছে সেইরূপে ইহার পূর্ব্বে ডেন্মার্ক গবর্ণমেণ্টের অধীনে ঐং প্রজারদের যে ধর্ম্মবিষয়ি বা

নিজবিষয়ি ভোগকরা স্বত্ব বা প্রাপ্ত স্বত্ব ছিল তাহা রক্ষা পাইবেক। এবং ঐ বন্দোবস্ত আমলে আইসন সময়ে ঐ শহরস্থ ডেন্মার্কের আদালতে যে সকল মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছিল এবং উপস্থিত ছিল শহরের অবস্থার বৈলক্ষণ্য বুঝিয়া যথাসাধ্য পূর্ব্বকার চলিত আইনানুসারে তাহার নির্ব্বাহ ও নিষ্পত্তি হইবেক। এবং ঐ বন্দোবস্ত হওনের পর সকল আপীলী মোকদ্দমার বিষয়েও পূর্ব্বোক্ত আইন খাটিবেক কিন্তু ডেন্মার্কীয়েরদের আমলে যে সকল নালিশ অথবা মোকদ্দমা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি ও ডিক্রী হইয়াছিল এবং সেই সময়ের চলিত আপীলের বিধির অনুসারে যে নালিশ অথবা মোকদ্দমার উপর উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে আপীল হয় নাহি এমত নালিশ অথবা মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য বোধ হইবেক না এবং যেং মোকদ্দমা ক্ষমতাপন্ন আদালতে ইহার পূর্ব্বে চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইয়াছিল সেইং মোকদ্দমা বন্দোবস্ত সম্পন্ন হওনের পর দরখাস্তের দ্বারা বা নালিশের দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে উপস্থিত করিতে নিষেধ হইল।

এবং যেহেতুক পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্তঅনুসারে ফ্রিড্রিক্স নগর নামে সামান্যতঃ বিখ্যাত ৬০ বিঘা ভূমি লইয়া যে ফ্রিড্রিক্স নগর অর্থাৎ শ্রীরামপুর শহর আছে তাহা এবং ডিহী শ্রীরামপুর ও আকনা ও পেয়ারাপুর এবং তৎসম্পর্কীয় সমস্ত সরকারী এমারৎ ও বাদশাহের বিষয় আঠার শত পয়তাল্লিশ সালের দশম অক্টোবর তারিখে শ্রীযুক্ত ডেন্মার্কের বাদশাহ কোম্পানি বাহাদুরকে অর্পণ করিলেন।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ শহর ও ডিহীর যে ইউরোপীয় ও এদেশীয় লোকেরা ঐং স্থানে বসতি করিতে থাকেন তাঁহারা ভারতবর্ষস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সাধারণ আইনের আশ্রিত হইলেন এবং ভারতবর্ষস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের মধ্যে ব্যক্তিসকলের স্বত্ব অথবা সম্পত্তির স্বত্ব যেরূপে রক্ষা পাইতেছে সেইরূপে ইহার পূর্ব্বে ডেন্মার্ক গবর্ণমেণ্টের অধীনে তাঁহারদের ধর্ম্মবিষয়ি বা নিজবিষয়ি যে স্বত্ব বা প্রাপ্ত স্বত্ব ছিল তাহা রক্ষা পাইবেক।

এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে এই বন্দোবস্ত আমলে আইসনসময়ে ঐ শহরস্থ ডেন্মার্কের আদালতে যে সকল মোকদ্দমা আরম্ভ হইযাছিল এবং উপস্থিত ছিল শহরের অবস্থার বৈলক্ষণ্য বুঝিয়া যথাসাধ্য পূর্ব্বকার চলিত আইনানুসারে তাহার নির্ব্বাহ ও নিষ্পত্তি হইবেক এবং ঐ বন্দোবস্ত হওনের পর সকল আপীলী মোকদ্দমার বিষয়েও পূর্ব্বোক্ত আইন খাটিবেক। কিন্তু ডেন্মার্কীযেরদের আমলে যে সকল নালিশ অথবা মোকদ্দমা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি ও ডিক্রী হইযছিল এবং সেই সময়ের চলিত আপীলের বিধির অনুসারে যে নালিশ অথবা মোকদ্দমার উপর উপযুক্ত মিযাদের মধ্যে আপীল হয নাহি এমত নালিশ অথবা মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য বোধ হইবেক না এবং যেং মোকদ্দমা ক্ষমতাপন্ন আদালতে ইহার পূর্ব্বে চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইয়াছে সেইং মোকদ্দমা বন্দোবস্ত সম্পন্ন হওনের পর দরখাস্তের দ্বারা বা নালিশের দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে উপস্থিত করিতে নিষেধ হইল।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত ফ্রিড্রিক্স নগর অর্থাৎ শ্রীরামপুর শহর এবং ডিহী শ্রীরামপুর ও আকনা ও পেয়ারাপুর বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিযম রাজধানীর অধীন দেশের শামিল হইল।

এবং যেহেতুক ১৮৩৬ সালের ২১ আইনে হুকুম হইযাছিল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কৌন্সেলের হুকুমক্রমে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন কোন স্থানে নূতন জিলা বসাইতে পারেন এবং বর্ত্তমান জিলার সীমার ফেরফার করিতে পারেন।

এবং যেহেতুক উক্ত ফ্রিড্রিক্স নগর অর্থাৎ শ্রীরামপুর শহরে এবং পূর্ব্বোক্ত ডিহী শ্রীরামপুর ও আকনা ও পেয়ারাপুরে আদালতের কার্য্যনির্ব্বাহের সুগমের নিমিত্তে জিলা হুগলীর সীমা বাড়াইতে এবং ঐ জিলার মধ্যে ঐং স্থান ভুক্তন করিতে উপযুক্ত বোধ হইয়াছে অতএব পশ্চাৎ লিখিত কৌন্সেলের হুকুম ভারতবর্ষের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে অদ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা হুগলীর সীমার মতান্তর হয় এবং ফ্রিড্রিক্স নগর অর্থাৎ শ্রীরামপুর শহর এবং ডিহী শ্রীরামপুর ও আকনা ও পেয়ারাপুর জিলা হুগলীর শামিল হয়।—১৮৪৫ সালের ২১ নবেম্বরের বিজ্ঞাপন।

৬৭। যেহেতুক ১৮৪৫ সালের ২২ ফেব্রুআরি তারিখে শ্রীলশ্রীযুত ডেন্মার্কের বাদশাহের ও শ্রীযুত

অনরবিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের মধ্যে এক বন্দোবস্ত কলিকাতায় সম্পন্ন হইয়া তাহাতে সহী হইয়াছিল।

এবং যেহেতুক ঐ বন্দোবস্তের ২ দফার ৩ ধারানুসারে বালেশ্বরে যে আঠার বিঘা দুই কাটা বারো ছটাকের এক খণ্ড রাইয়তী ভূমিতে পূর্ব্বে কুঠী ছিল ও ইহার পূর্ব্বে ফ্রিড্রিক্স নগর অর্থাৎ শ্রীরামপুর নামে ডেন্মার্কীয়েরদের বসতিস্থানের কর্তৃত্বাধীনে ছিল তাহা ভারতবর্ষে ডেন্মার্কীয়েরদের অন্য সকল বসতির ও ডেন্মার্ক দেশের শ্রীযুক্ত বাদশাহের অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে আঠার শত পঁয়তাল্লিশ সালের দশম অক্টোবর তারিখে কোম্পানি বাহাদুরের প্রতি অর্পণ হইয়াছিল।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বালেশ্বরে উক্ত খণ্ড ভূমির যে নিবাসিরা ঐ স্থানে বসতি করিতে থাকেন তাঁহারা ভারতবর্ষস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সাধারণ আইনের আশ্রিত হইলেন এবং ভারতবর্ষস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের মধ্যে ব্যক্তিসকলের স্বত্ব অথবা সম্পত্তির স্বত্ব যেরূপে রক্ষা পাইতেছে সেইরূপে ইহার পূর্ব্বে ডেন্মার্ক গবর্ণমেণ্টের অধীনে তাঁহারদের ধর্ম্মবিষয়ি বা নিজবিষয়ি যে স্বত্ব বা তাঁহারা যে স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা রক্ষা পাইবেক।

এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে এই বন্দোবস্ত আমলে আইসনসময়ে উক্ত খণ্ড ভূমির নিবাসিরদের সম্পর্কীয় ডেন্মার্কের আদালতে যে সকল মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছিল এবং উপস্থিত ছিল বিষয়ের অবস্থার বৈলক্ষণ্য বুঝিয়া যথাসাধ্য পূর্ব্বকার চলিত আইনানুসারে তাহার নির্ব্বাহ ও নিষ্পত্তি হইবেক এবং ঐ বন্দোবস্ত হওনের পর সকল আপীলী মোকদ্দমার বিষয়েও সেই নিয়ম খাটিবেক। কিন্তু ডেন্মার্কীয়েরদের আমলে যে সকল নালিশ অথবা মোকদ্দমা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি ও ডিক্রী হইয়াছিল এবং সেই সময়ের চলিত আপীলের বিধির অনুসারে যে নালিশ অথবা মোকদ্দমার উপর উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে আপীল হয় নাই এমত নালিশ অথবা মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য বোধ হইবেক না। এবং যে২ মোকদ্দমা ক্ষমতাবিশিষ্ট আদালতে ইহার পূর্ব্বে চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইয়াছে সেই২ মোকদ্দমা বন্দোবস্ত সম্পন্ন হওনের পর দরখাস্তের দ্বারা বা নালিশের দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে উপস্থিত করিতে নিষেধ হইল।

এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে বালেশ্বরের উক্ত খণ্ড রাইয়তী ভূমি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের শামিল হইল।

এবং যেহেতুক ১৮৩৬ সালের ১১ আইনে হুকুম হইয়াছিল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কৌন্সেলের হুকুমক্রমে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন কোন স্থানে নূতন জিলা বসাইতে পারেন এবং বর্ত্তমান জিলার সীমার ফেরফার করিতে পারেন।

এবং যেহেতুক বালেশ্বরের উক্ত খণ্ড ভূমির শামিলে আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহের সুগমের নিমিত্তে জিলা কটকের সীমা বাড়াইতে এবং ঐ জিলার মধ্যে ঐ স্থান ভুক্তন করিতে উপযুক্ত বোধ হইয়াছে অতএব পশ্চাৎ লিখিত কৌন্সেলের হুকুম ভারতবর্ষের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে অদ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা কটকের সীমার মতান্তর হয় এবং বালেশ্বরে যে এক খণ্ড ভূমিতে পূর্ব্বে ডেন্মার্কের গবর্ণমেণ্টের কুঠী ছিল ও ফ্রিড্রিক্স নগর অর্থাৎ শ্রীরামপুর নামে ডেন্মার্কের শহরের অধীন ছিল তাহা জিলা কটকের শামিল হয় '—১৮৪৬ সালের ২৮ ফেব্রুআরি তারিখের অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন।

৬৮। কর্ত্তব্য এই যে প্রত্যেক জিলা ও শহরের আদালতের মোহর ১৫ পৌনে দুই বুরুল অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ প্রশস্তে গোল হয় ও তাহাতে সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যার সকল জিলা ও শহর মুরশিদাবাদ ও শহর জাহাঙ্গীর নগরের আদালতের সমস্ত মোহর পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারের সকল জিলা ও শহর আজীমাবাদের আদালতের সমস্ত মোহর পারসী ও নাগরী অক্ষর ও শব্দে নীচের লিখিত পাঠে খোদান যায়। পাঠ এই যে মোহর আদালতে দেওয়ানী অমুক জিলা কিম্বা অমুক শহর। আর যে আদালতের যে মোহর তাহা সেই আদালতের জজ সাহেবের সন্নিকটে থাকে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ৬ ধা।

৬৯। এক২ জিলা ও এক২ শহরের আদালতের ভার এক২ জজ সাহেবকে হইবেক সেই২ জজ সাহেব আপন২ ভারের কার্য্য করিতে প্রবর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে কিম্বা

অন্য যাঁহার সাক্ষাৎ সুকৃতি করিতে তথাকার হুকুম হয় তথায় নীচের লিখনানুসারে সুকৃতি করিবেন। সুকৃতির বেওরা এই যে লিখিতং শ্রী অমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যারম্ভাগে আমি অমুক জিলা কিম্বা অমুক শহরের দেওয়ানী আদালতের জজের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সুকৃতি করিতেছি যে আমি আপন ভারের আদালতের সমস্ত কার্য্য সাবধানে ও আপন বুদ্ধিসাধ্যে সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতপ্রস্তাবে ও বিনাপক্ষপাতে এবং শ্রীযুত গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে যে সকল আইন জারী হইযাছে ও পশ্চাৎ যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হয তদনুসারে করিব ও আমার এলাকার আদালতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে অথবা পশ্চাৎ উপস্থিত হয কিম্বা নিষ্পত্তি পায তাহাতে ভেট কিম্বা নিদর্শনী অর্থাৎ নওগাৎ কিম্বা নজরে কিছু টাকা কিম্বা সামগ্রী স্বহস্তে কিম্বা পরহস্তে লইব না এবং আপন তাবের চাকর লোকাদি কাহাকেও আপন জ্ঞাতসারে লইতে দিব না এবং আমার মোতালক আদালতে যে টাকা জমা কিম্বা খরচ হয তাহার হিসাব যথার্থক্রমে সরকারে দাখিল করিব আর বিলাযতে নিজের টাকা পাঠাইবার কারণ শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকারে চক্রান্তে গোপন কিম্বা অগোপনে কিছু জিনিস খরীদ করিব না বরং মহাজনী কোন বিষযেও লিপ্ত হইব না আর আমার পদের কার্য্যের প্রতি হজুরের হুকুমমতে যে লাভপ্রসক্তি রহিবেক তদ্ভিন্ন কিছু লাভ করিব না এতদর্থে সুকৃতিপত্র লিখিযা দিলাম ইতি। ১৭৯৩ সা। ৩ আ। ৩ ধা।

৭০। যখন কোন জিলা বা শহরের আদালতের জজ সাহেবের নিকটে এত দেওযানী মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে যে শীঘ্র তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে অধিক জজ সাহেবের সহায়তা ও নিযুক্ত হওনের আবশ্যক হয় তখন শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সদর দেওযানী আদালতের জজ সাহেবদিগের পরামর্শক্রমে অথবা ঐ শ্রীযুতের বিবেচনাতে উচিত বোধ হইলে তাঁহারদিগের পরামর্শ না লইযা আবশ্যকমতে কোন জিলা বা শহরের আদালতে এক কি তাহাহইতে অধিক জজ সাহেব নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐ সাহেবদিগের নাম ঐ জিলা বা শহরের আদালতের আডিস্যানাল অর্থাৎ অতিরিক্ত জজ হইবেক এবং জিলা বা শহরের আদালতের জজ সাহেবদিগের যে প্রকার শপথ ও দস্তখৎ করিতে হুকুম আছে ঐ জজ সাহেবেরা স্বং পদের কার্য্যে নিযুক্ত হওনের পূর্ব্বে ঐ প্রকার শপথ ও দস্তখৎ করিবেন ইতি।—১৮৩৩ সা। ৮ আ। ২ ধা। ১ প্র।

৭১। যে অতিরিক্ত জজ সাহেবেরা এইরূপে নিযুক্ত হন শ্রীযুত নওযাব গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে জিলা বা শহরের আদালতের জজ সাহেবদিগের যে সকল কার্য্য ঐ অতিরিক্ত জজ সাহেবদিগের প্রতি সমর্পণ করিবেন তাঁহারা জিলা বা শহরের জজ সাহেবদিগের যে ক্ষমতা আছে ঐ ক্ষমতানুসারে সর্ব্ব প্রকারে ঐ সকল কার্য্য নিষ্পত্তি করিবেন এবং জিলা বা শহরের জজ সাহেবদিগের উপদেশের নিমিত্তে যে সকল হুকুম কি আইন আছে সেই সকল হুকুম বা আইন ঐ অতিরিক্ত জজ সাহেবদিগের প্রতি খাটিবেক ইতি।—১৮৩৩ সা। ৮ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৭২। যে জিলা ও শহরের আদালতের কাছারী যে স্থানে নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই স্থানে বড় এক কোঠায় সেই জিলা ও শহরের জজ সাহেব সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন বরং কার্য্যের গৌরবার্থে অধিক দিন আদালত করিতে বসিবেন। ইহাতে যে সময় উপরের লিখনানুসারে সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন জজ সাহেবের শারীরিক পীড়া কিম্বা কারণান্তরপ্রযুক্ত বৈঠক না হয় সে সময় যে হেতুতে সেই বৈঠক না হয় তাহার বেওরা ঐ সপ্তাহ অতীত হইলে লিখিয়া সদর দেওযানী আদালতে পাঠাইবেন কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ২৩ ত্রযোবিংশতি ধারার মতে যে সময় সদর দেওযানী আদালতের হুকুমে আদালত মৌকুফ হয় সে সময় তথায় এমত সংবাদ দিবার গুণ নাই। এবং আদালতের দিবস দরবারের সময়ছাড়া অন্য সময়ে আদালতের কোন হুকুম কিম্বা কোন মোকদ্দমার ডিক্রী অথবা কোন উত্তর প্রত্যুত্তর না শুনেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ৫ ধা।

৭৩। শ্রীযুত কোর্ট ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা আপনারদের এই ইচ্ছা জানাইয়াছেন যে জিলার জজ সাহেবেরা আপনারদের কাছারীতে যত দিবস নিতান্ত বৈঠক করিযাছেন তাহা সাময়িক কৈফিয়তের মধ্যে লেখা থাকে অতএব সদর আদালতের আজ্ঞাক্রমে তোমাকে হুকুম করিতেছি যে দেওযানী আদালতে তুমি যত দিন বৈঠক করিয়াছ এবং ফৌজদারী আদালতে যত দিন বৈঠক করিয়াছ তাহা তোমার দেওযানী কার্য্যের মাসিক কৈফিয়তে লেখ। পুনশ্চ মাসের মধ্যে রবিবার অথবা পর্ব্ব কি সোপ্তাহপ্রযুক্ত তোমার কাছারী যত দিন বন্দ ছিল তাহাও টুকিয়া রাখ।—১৮২৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

৭৪। গত মাসের ১৬ তারিখে জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী আমার নিকটে যে পত্র লেখেন তাহার

১৭ দফার নীচের লিখিত চুম্বক সদর দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞাক্রমে তোমার বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে পাঠাইয়া এই আদেশ করিতেছি যে ঐ পত্রের অনুসারে তাহার মধ্যে যে ব্যবহারের বিষয় লেখা আছে তাহা তোমার অধীন আদালত-সম্পর্কীয় সকল কার্য্যকারককে অতিশক্তরূপে নিষেধ করিবা।

সেই চুম্বক এই। উক্ত সকল দফার মধ্যে যে বিষয়মাত্র মন্তব্য তাহা ১৩ দফার লিখিত ব্যবহার অর্থাৎ আদালত ও কালেক্টরীসম্পর্কীয় কার্য্যকারকেরা আপনং নিজ বাটীতে সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন এই বিষয়ে দায়েরসায়েরীর কমিসানর সাহেবদিগকে এবং তাঁহারদের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে চেতাইতে সদর আদালতের যে অভিপ্রায় আছে তাহাতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। এইরূপ ব্যবহার না করিতে প্রবিন্সাল ও জিলা আদালতের জজ সাহেবদিগকে ফলতঃ আদালতসম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যকারককে অতিশক্তরূপে আজ্ঞা দিতে হইবেক।—১৮১৯ সালের ৩ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।

৫ ধারা।

জিলা ও শহরের জজ। ছুটীর ও তদারক করণার্থ ভ্রমণ করিবার বিষয়ি বিধি।

৭৫। যে কালে কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেব কোন কারণে আপন কর্ম্মস্থানহইতে স্থানান্তরে যাইবার বাসনা করেন সে কালে কর্ত্তব্য যে আপনার বিদায় চাহিবার নিদর্শনে এক দরখাস্ত লিখিয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠান্। ইহাতে পীড়ার সময়ছাড়া সময়ান্তরে যাবৎ ঐ হজুরের হুকুম বিদায়ার্থে না পান তাবৎ আপন স্থান না ছাড়েন্ আর উচিত যে সে দরখাস্তে আপন বিদায়ের কারণ এবং যত দিনের জন্যে বিদায় চাহেন তাহা লিখেন অধিকন্তু কর্ত্তব্য যে দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারীর ব্যাপার তাঁহার অসাক্ষাৎ চলিবার নিমিত্তে ঐ হজুরের বিশেষ হুকুম না হইয়া থাকিলে রেজিষ্টর সাহেব কিম্বা রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য যে সাহেব তথায় উপস্থিত থাকেন তাঁহারদিগের যাঁহার প্রতি সে কর্ম্ম চালাইবার ভার দিতে হয় তাহারও সঙ্কেত সে দরখাস্তে রাখেন ইতি।—১৭৯৬ সা। ৪ আ। ২ ধা।

৭৬। গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে সদর আদালত আদেশ করিতেছেন যে নীচের লিখিত বিষয়ে যে সকল পত্রাদি ইহার পূর্ব্বে সদর আদালতে পাঠান যাইত তাহা ইহার পর জুডিসিয়ল সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাইবা। জজ সাহেবেরদের এবং প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীনেরদের ছুটী পাইবার দরখাস্ত।—১৮৪৩ সালের ২৭ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

৭৭। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ঐ দরখাস্ত পঁহুছিলে যদি দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবকে বিদায় দেন তবে তৎকালে তাঁহার কার্য্য করিবার জন্যে তথায় রেজিষ্টর সাহেব কিম্বা রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্টের অগ্রগণ্য যে সাহেব উপস্থিত থাকেন তাঁহার প্রতি ভার দেওয়া কর্ত্তব্য হইলে তাহাই অবধারিত করিবেন অথবা অন্য কোন সাহেবকে সে ভার দেওয়া বিহিত জানেন তাঁহাকে পৃথক সনন্দ দিয়া পাঠাইবেন কিম্বা তাহার বিলম্ব না সহিলে দেওয়ানী আদালতের অথবা ফৌজদারীর কার্য্যের আবশ্যকতা প্রযুক্ত উদ্যোগান্তর করিবেন ও তৎকালে সেই আদালতের জজ কিম্বা রেজিষ্টর অথবা রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্ট কিম্বা অন্য যে সাহেব নিযুক্ত হন তাহাকে যেং বিষয় অবগত করাইতে হয় তাহা করাইবেন এবং সেই সময়েই সে সাহেব বিদায়ের সংবাদ সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের এবং যে মফঃসল আপীল আদালতের অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতের মোতালক সে জিলা কিম্বা শহর হয় তথাকার সাহেবদিগেরে জানাইবেন ইতি।—১৭৯৬ সা। ৪ আ। ৩ ধা।

৭৮। কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ অথবা ফৌজদারীর সাহেব বিদায়ের হুকুম পাইয়া বাঞ্ছিত স্থানে যাইবার কালে ও গিয়া পুনরাগমনের সময়ে কর্ত্তব্য যে সে সমাচার লিখিয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এবং সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের স্থানে আরও যে মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতের মোতালক হন তথাকার সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন ইতি।—১৭৯৬ সা। ৪ আ। ৪ ধা।

৭৯। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা এমত পরামর্শ দিয়াছেন যে জিলা ও শহরের জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা

উত্তর কালে ছুটীর দরখাস্ত করিলে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে তাঁহারদের সমক্ষে যে২ কার্য্য উপস্থিত থাকে তাহার এক কৈফিয়ৎ দরখাস্তে লেখেন। এই পরামর্শে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সম্পূর্ণ সম্মত আছেন। অধিকন্তু শ্রীযুতের ইচ্ছা আছে যে রেজিষ্টর সাহেবেরা সেইরূপ দরখাস্ত করিলে তাঁহারদের বিষয়েও সেই বিধি চলে অর্থাৎ জজ সাহেবেরা ঐ রেজিষ্টর সাহেবেরদের দরখাস্ত গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবার সময়ে তাহারদের সম্মুখে যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্য উপস্থিত থাকে তাহার এক কৈফিয়ৎ পাঠান।—১৮১১ সালের ৪ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৮০। গত ৩ অক্টোবর তারিখের সরক্যুলর অর্ডর মতান্তর হইল এবং তোমাকে এক্ষণে জ্ঞাত করিতেছি যে তোমার সিবিল্ শ্তার কার্য্যের ভার যে হুকুমক্রমে অন্যের প্রতি অর্পণ কর তাহার নকল আর পাঠাইবার আবশ্যক নাহি কিন্তু এইরূপ ভারার্পণের হুকুম এবং সেই হুকুমের তারিখ এবং ঐ ভার গ্রহণকারি ব্যক্তির প্রতি যে২ প্রকার ক্ষমতার্পণ হয় এই সকল বিষয় তোমার পত্রের মধ্যে লিখিবা।—১৮৩৪ সালের ৫ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৮১। যে দেওয়ানীর কার্য্যকারকেরা সম্প্রতি আপনারদের কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারদের স্থানে সদর আদালত পত্রের উত্তর এবং পূর্ব্বে দেয় সাময়িক কৈফিয়ৎ তলবকরাতে তাঁহারদের মধ্যে কেহ২ এই গুজর করিয়াছেন যে রোয়দাদের অনুসন্ধান লইতে আমারদের অদ্যাপি অবকাশ হয় নাই এবং ঐ উত্তর ও কৈফিয়ৎ যে পাঠান যায় নাহি ইহা অবগত ছিলাম না অতএব সদর আদালত এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে সকল জজ ও কমিস্যনর ও মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপন২ পদের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিলে যে সকল পত্রের উত্তর পাঠান যায় নাহি এবং যে সকল সাময়িক রিপোর্ট ও কৈফিয়ৎ পাঠাইবার সময় অতীত হইলেও তাহা পাঠান যায় নাহি তাহার ফর্দ্দ তাঁহারদের কর্ম্মের ভার গ্রহণকারি সাহেবদিগকে দেন।—১৮৩৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৮২। সকল আদালতকে ইহা জ্ঞাত করিতে হুকুম হইল যে ছুটীর বিষয়ি গত ১৮ আপ্রিল তারিখের এবং গত মাসের ১৯ তারিখের গবর্ণমেণ্টের হুকুম আডিটর সাহেব জ্ঞাবী করিতে পারেন এই নিমিত্তে শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে হুকুম করিতেছেন যে আদালতসম্পর্কীয় যে কার্য্যকারক ছুটী পান তিনি যে ব্যক্তির প্রতি আপনার কার্য্যের ভার অর্পণ করেন এবং যে ব্যক্তির স্থানহইতে ঐ কার্য্যের ভার পুনর্গ্রহণ করেন তাঁহার দস্তখৎকরা সর্টিফিকট আডিটর সাহেবের দফ্তরখানায় পাঠান এবং যে তারিখে তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং যে তারিখে কর্ম্ম পুনর্গ্রহণ করেন তাহা ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে লেখেন।—১৮০৯ সালের ৩১ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

৮৩। যাঁহারা আদালতসম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হন তাহারদের স্ব২ কর্ম্মস্থানে পঁহুছনের বিলম্ব নিবারণের কোন সদুপায় করিবার নিমিত্তে শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে বিবেচনা করিয়া হুকুম দিতেছেন যে ঐ প্রকার কোন ব্যক্তি অর্থাৎ কোন প্রবিন্সাল অথবা জিলা কি শহরের জজ অথবা মাজিষ্ট্রেট কি রেজিষ্টর সাহেব কি নানা আদালতের আসিষ্টাণ্ট যে স্থানে নিযুক্ত হন তথায় উপযুক্ত সময়ের মধ্যে যদি না পঁহুছেন তবে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা তাহার সম্বাদ গবর্ণমেণ্টে দিবেন কিন্তু যে স্থানহইতে তিনি গমন করেন তাহার দূরত্ব বিবেচনা করিয়া অথবা তাহার পর যিনি তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হন তাহাকে কর্ম্মার্পণ করিতে যদি কিছু বিলম্ব হয় তাহার বিষয়েও বিবেচনা করিয়া সম্বাদ দিবেন।—১৮১১ সালের ১৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৮৪। যে আদালত ঐ সম্বাদ পাঠান্ সেই আদালত তাহার সঙ্গে আপনারদের অভিপ্রায়ও লিখিয়া পাঠাইবেন। ঐ সমাচার পাইলে গবর্ণমেণ্ট এই বিবেচনা করিবেন যে আপনার কর্ম্মস্থানে পঁহুছিতে যে ব্যক্তি এই প্রকার অনাবশ্যক বিলম্ব করিয়াছেন তাঁহার বেতন ১৭৯৭ সালের ২০ নবেম্বর তারিখের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিধানক্রমে কর্ত্তন করা উচিত কি না অথবা যেরূপ হুকুম দেওয়া বিহিত বোধ হয় সেইমত হুকুম দিবেন। -১৮০৬ সালের ১৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৮৫। পুনশ্চ শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে এই হুকুম করিয়াছেন যে আদালত ও রাজস্ব ও তেজারতের কর্ম্মে নিযুক্ত সমস্ত লোক কোন সময়ে আপনারদের কর্ম্মস্থানহইতে স্থানান্তরে গমনের অনুমতি পাইলেই পূর্ব্বোক্ত হুকুম সেই বিষয়েও খাটিবেক এবং ঐ প্রকার কোন ব্যক্তি যদি ছুটীর মিয়াদের মধ্যে আপনার কর্ম্মস্থানে পঁহুছনের ত্রুটি করেন তবে সদর আদালত ও বোর্ডের সাহেবেরা তাহার সম্বাদ গবর্ণমেণ্টে দিবেন।—১৮০৬ সালের ১৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৮৬। বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের সদর দেওয়ানী আদালত গবর্ণমেণ্টের স্থানে এই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন যে আবশ্যক বোধ হইলে তাঁহারা আপনারদের বিবেচনামতে দেওয়ানীর জজ সাহেবদিগকে আপন২ জিলার সীমাসরহদ্দের মধ্যে তদারক করণার্থ ভ্রমণ করিতে হুকুম দিতে পারেন। অতএব তাঁহারা এই বিষয় সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইয়া হুকুম করিতেছেন যে কোন দেওয়ানীর জজ সাহেব যখন আপনার অধীন মফঃসলে প্রত্যেক অথবা কোন এক আদালত দৃষ্টি করিতে উচিত বোধ করেন তখন তিনি সদর আদালতে তদ্বিষয়ক রিপোর্ট করিবেন তাহার মধ্যে যে বিবেচনা অথবা যে বিষয় প্রযুক্ত তিনি সেই-

রূপ ভ্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন এবং সেইরূপ ভ্রমণের অভিপ্রায় এবং অনুমান কত কাল তাঁহার আপন মোকামে অনুপস্থান থাকনের সম্ভাবনা এই সকল বিষয় স্পষ্ট লিখিবেন। সদর আদালত এইরূপ কোন দরখাস্ত পাইলে সামান্যতঃ তাহাতে অনুমতি দিতে ক্ষমত হইবেন কিন্তু জজ সাহেবের জানা কর্ত্তব্য যে তাঁহার তদারকের পরিভ্রমণ সমাপ্ত হইলে মুনসেফেরদের আচার ব্যবহার ও যোগ্যতা এবং তাঁহারদের কর্ম্ম চালাওনের প্রকার এবং তাঁহারদের কাছারীর অবস্থা এই সকল বিষয় বিবেচনা করিতে তাঁহার যেপর্য্যন্ত উপায় হইয়াছিল সেইপর্য্যন্ত তাহার এক সম্পূর্ণ রিপোর্ট লিখিতে হইবেক।—১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

৮৭। দেওয়ানীর জজ সাহেবেরা যখন উক্ত প্রকার কোন দরখাস্ত পাঠান্ তখন তাহার নিম্নে আপনং আদালতে উপস্থিতথাকা জাবেতামত এবং মুৎফরক্কা কার্য্যের এক কৈফিয়ৎ এবং ঐ দরখাস্তের তারিখের সময়ে যত অপরাধী সোপর্দ্দ হইয়াছিল এবং যত ফৌজদারীবিষয়ক আপীল তাঁহারদের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ছিল তাহার সংখ্যার এক কৈফিয়ৎ লিখিবেন।—১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

৬ ধারা।

জিলা ও শহরের জজ। জজী কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্টের কর্ত্তব্য কার্য্য।

৮৮। যে কালে কোন দেওয়ানী আদালতের অথবা ফৌজদারীর সাহেবের কার্য্যের ভার ৺ ইচ্ছায় তাঁহার মরণ কিম্বা পীড়াপ্রযুক্ত অথবা কারখান্তরে তথায় উপস্থিতথাকা রেজিষ্টর সাহেব কিম্বা রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্টের অগ্রগণ্য কোন সাহেবের প্রতি পড়ে সে কালে তাহাতে এই আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে কিছু হুকুম শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে না হইয়া থাকিলে সেই রেজিষ্টর সাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ হজুরের হুকুম হইবার কারণ তাহার বেওরা লিখিয়া অতিশীঘ্র ঐ হজুরে পাঠান্। এবং ঐ হজুরের হুকুম না হইবাপর্য্যন্ত কেবল আপনং ভারের কার্য্য করেন এতদ্ভিন্ন মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালত অথবা সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের পাঠান হুকুমক্রমে যেং কর্ম্ম সেই দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবের অবশ্যকর্ত্তব্য হয় তাহা করিতে মনোযোগী হন আর বিরোধ ও বিসম্বাদ না হইবার এবং অপর যে সকল ব্যাপারের বিরাম হইতে পারে না তাহাও করিতে মনোনিবেশ রাখেন ইতি।—১৭৯৬ সা। ৪ আ। ৫ ধা।

৮৯। যখন কোন জিলা বা শহরের সিবিল ও সেশন জজ সাহেবের মৃত্যু বা পীড়া কি অন্য কোন বিপৎপ্রযুক্ত তাঁহার চলিত কর্ম্মের ভার ঐ আদালতে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সাহেবের প্রতি পড়ে অথবা যখন কোন কমিস্যনর বা কালেক্টর কি মাজিষ্ট্রেট বা অন্য কোন চিহ্নিত ইউরোপীয় কার্য্যকারকের আসিষ্টাণ্ট সাহেব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির আজ্ঞাক্রমে জজ অথবা সেশন জজ সাহেবের কাছারীর চলিত কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি গবর্ণমেণ্টের দ্বারা জজের সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হন তখন ঐ আসিষ্টাণ্ট অথবা অন্য কার্য্যকারক জজের যেং ক্ষমতা পশ্চাৎ লিখিত কার্য্য করণের নিমিত্তে আবশ্যক হয় কেবল সেই ক্ষমতা গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের হুকুমনামা কি পরওয়ানা অগৌণে জারী করণ এবং নিজামৎ আদালতের দণ্ডাজ্ঞাক্রমে ওয়ারণ্ট বাহির করণ এবং ঐ ওয়ারণ্টের বিতীর্ণ করণ এবং ঐ নিজামৎ আদালতে ফৌজদারী মোকদ্দমার কাগজপত্র প্রেরণ করণ এবং অন্য জিলা বা শহরের আদালতের হুকুম জারীকরণ অথবা অন্য যে সকল ব্যাপারের বিরাম হইতে পারে না তাহা করণ।— ১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ১ বিধি।

৯০। আলাহাবাদের সদর আদালতের জজ সাহেবদিগের সম্মতিক্রমে কলিকাতার সদর আদালত রেপ্টন সাহেবকে ইহা জ্ঞাত করিতে প্রস্তাব করিতেছেন যে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে জজ সাহেবের ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্টের উচিত কর্ম্মের নিণয় করণের যে নিয়ম ১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরি তারিখে হয় তাহার ১ দফার শেষ কথার অনুসারে যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছিল তাহা জারী করা স্থগিত করিতে পারেন কিন্তু যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী হইল তাহার স্থানে নিয়মিত জামিন লইতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ১৯ আগষ্টের ১০৩৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৯১। ঐ আসিষ্টাণ্ট অথবা অন্য কার্য্যকারক যে কোন প্রকার নূতন দেওয়ানী মোকদ্দমা আইনমতে উপস্থিত হয় তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন এবং তাহার মধ্যে যে মোকদ্দমা অধীন আদালতে বিচার্য্য তাহা ঐ আদালতে অর্পণ করিতে পারেন এবং যেং মোকদ্দমা কেবল জজ সাহেবের বিচার্য্য তাহার বিষয়ে আসামীর নামে এত্তেলা অথবা তলবচিঠী জারী করিতে পারেন এবং তাহার জওয়াব লইতে পারেন এবং জজ সাহেব পূর্ব্বে যে হুকুম দিয়াছিলেন তদনুসারে উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদের উকীল স্বীয় দস্তাবেজ অথবা ইসমনবীসী গুজরাইতে চাহে তাহা লইতে পারেন কিন্তু ইহার অধিক কিছু করিতে পারেন না। তবে যদি কোন গতিকে ঐ প্রকার মোকদ্দমার সাক্ষি বা সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে অত্যাবশ্যক বোধ হয়

তবে জিলা এবং শহরের জজ সাহেবেরদের কার্য্যের বিষয়ে যে সাধারণ বিধি আছে তদনুসারে ঐ সাক্ষিদের জোবানবন্দী লইতে পারেন্ বা লইতে হুকুম দিতে পারেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ বিধি।

৯২। পুনশ্চ বন্ধকীর বাবতে অথবা উকীলের বসুমের যে টাকা উভয় বিবাদী আমানৎ করিতে চাহে তাহা ঐ আসিষ্টাণ্ট অথবা অন্য কার্য্যকারক লইতে পাবেন এবং উকীলদিগকে অথবা অন্য ব্যক্তিদিগকে যে টাকা দেওন বিষয়ে পূর্ব্বে জজ সাহেব হুকুম দিয়াছিলেন সেই টাকা তাহারদিগকে দেওয়াইতে পাবেন। এবং যে সবাসবী তদারকের বিষয়ে তগৌণে মনোযোগ ও হুকুম করা উচিত তাহা আইনমতে করিতে পাবেন। এবং যাহারা যোত্রহীনরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে চাহে তাহারদের যোত্রহীনতার বিষয়ে এবং জজ সাহেব বা অন্য ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা পূর্ব্বে যে জামিন লইতে হুকুম দিয়াছিলেন তাহার মাতবরীর বিষয়ে সবাসবী বিচার করিতে পাবেন এবং ডিক্রী জারীক্রমে কিম্বা আদালতের অন্য হুকুমক্রমে ক্রোকহওয়া সম্পত্তি নীলামের বিষয়ে জজ সাহেব পূর্ব্বে যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহা জারী করিতে পাবেন অথবা ঐ নীলামের বিষয়ে যে আপত্তি হয় অথবা সম্পত্তির বিষয়ে যে দাওয়া হয় তাহার তহকীক করত ঐ সম্পত্তির নীলাম স্থগিত করিতে পাবেন কিন্তু যদি ঐ সম্পত্তি শীঘ্র নষ্ট হইতে না পারে তবে ঐ আসিষ্টাণ্ট অথবা অন্য কার্য্যকারক ঐরূপ তদারক করিতে পাবেন না অথবা ঐ সম্পত্তি নীলাম করণের বিষয়ে হুকুম দিতে পাবেন না।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ বিধি।

৯৩। সদর আদালতের হুকুমক্রমে তোমাকে জ্ঞাত করিতেছি যে সম্পত্তি নীলামের বিষয়ে জজ সাহেব যদি পূর্ব্বে হুকুম দিয়া থাকেন তবে উক্ত প্রকার আসিষ্টাণ্ট বা অন্য কার্য্যকারক ঐ নীলামের আপত্তি বিষয়ের দরখাস্ত পাঠ করিয়া সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক তাহা স্থগিত করিতে উচিত বোধ করিলে সেই হুকুম জারী করা স্থগিত করিতে পাবেন কিন্তু ঐ দরখাস্তের মধ্যে যে কথা অথবা দাওয়া লেখা থাকে তাহার সত্যাসত্যতা নিশ্চয় করণের নিমিত্তে তদারক করিতে তাঁহার ক্ষমতা নাহি। তোমার পত্রের শেষ দফার বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা এই হুকুম করিতেছেন যে কোন সবাসবী আপীলের দরখাস্ত হইলে সেই মোকদ্দমার দোষগুণ তদারক করিতে তোমার ক্ষমতা নাহি তোমার উচিত যে ঐ দরখাস্ত দেওনের তারিখ বহীতে লেখ এবং নূতন জজ সাহেবের না পঁহুছনপর্য্যন্ত তাহা যত্নেস্থানে রাখ অধিকন্তু যে টাকা আমানৎ হইয়াছিল তাহা দেওনের বিষয়ে তোমার কার্য্যের ভার গ্রহণ করণের পূর্ব্বে যদি জজ সাহেব কোন হুকুম না দিয়াছিলেন অথবা যদি এই সদর আদালত কিম্বা যে আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে টাকা আমানৎ হইয়াছিল সেই আদালত বিশেষ হুকুম না দেন তবে তুমি সেই টাকা দিতে পার না।—১৮৩১ সালের ৮ জানুআরির ৯৯৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৯৪। যে আসিষ্টাণ্ট অথবা অন্য কার্য্যকারক এইরূপ জজের চলিত কর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন তিনি চলিত বিধানানুসারে সদর দেওয়ানী অথবা নিজামৎ আদালতের কি গবর্ণমেণ্টের নিকটে যে কৈফিয়ৎ অথবা রিপোর্ট সিবিল ও সেশন জজ সাহেবের পাঠাওনের হুকুম ছিল তাহা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ বিধি।

৯৫। সিবিল ও সেশন জজ সাহেবেরদের কাছারীর চলিত কর্ম্মের ভার যাঁহার প্রতি অর্পণ হয় তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ণয় করণের বিধি ১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির ১৩১ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে লেখা আছে ঐ সরক্যুলর অর্ডরের অতিরিক্ত নীচের লিখিত বিধান তোমাকে জ্ঞাত করিতে হুকুম পাইয়াছি।

সদর আদালত এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে জজের চলিত কর্ম্মের ভার যাঁহার প্রতি অর্পণ হয় তিনি অত্যাবশ্যক হইলে আদালতের উকীলদিগকে এবং সামান্যতঃ সিবিল ও সেশন জজ সাহেবের সিরিশ্তার আমলাদিগকে কিছু কালের নিমিত্তে ছুটী দিতে পাবেন অতএব উত্তর কালে যখন এমত আবশ্যক হয় যে তাহাতে বিলম্ব সহে না কেবল সেই স্থলে কিছু কালের নিমিত্তে ছুটী দিতে পারেন। অতএব উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের পঞ্চম বিধির ন্যায় এই হুকুম তাহাতে সংযোগ করিবা এবং তোমার কাছারীর চলিত কর্ম্মের ভার যখন কোন ব্যক্তির প্রতি অর্পণ হয় তখন তাঁহাকে এই হুকুমের মর্ম্ম জানাইবা।—১৮৩৯ সালের ১১ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

৯৬। সদর আদালত তোমাকে জ্ঞাত করিতে হুকুম দিয়াছেন যে দেওয়ানীর জজ সাহেবের কাছারীর কর্ম্মের ভার কোন আসিষ্টাণ্টের প্রতি অর্পণ হইলে ঐ আসিষ্টাণ্ট দেওয়ানী হুকুমের বাধকতার বিষয়ে যাহারদের নামে নালিশ হয় তাহারদিগকে তলব করিতে পাবেন এবং ঐ মোকদ্দমায় ফরিয়াদী ও আসামীর সাক্ষিদের জোবানবন্দী লইতে পারেন এবং যদ্যপি ঐ নালিশ সাব্যস্ত হইয়াছে বোধ করেন তবে জজ সাহেবের না পঁহুছনপর্য্যন্ত অপরাধিদের স্থানে জামিন লইতে পারেন। পরে ১৭৯৯ সালের ৯ আইনের ৩ ধারার বিধির অনুসারে জজ সাহেব তদ্বিষয়ে চূড়ান্ত হুকুম দিবেন।—১৮৩৭ সালের ১৬ মার্চের ১০৮০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭ ধারা।

জিলা ও শহরের জজ। তাঁহারদের পদসম্পর্কীয় আচরণের রিপোর্ট।

৯৭। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রত্যেক জজ সাহেবের জিলা আদালতের ডিক্রীর উপর কোন আপীল শুনিতে হইলে মোকদ্দমা হইতে২ যদি তাহাতে এমত কোন বিষয় দেখা যায় যে তাহার দ্বারা অধস্থ আদালতের দোষগুণ বুঝা যায় তবে তাহা টুকিয়া রাখিবেন এবং আপীলের শেষ হইলে যখন সদরের কোন জজ সাহেবের এমত বোধ হয় যে ঐ জিলা আদালতের কার্য্য অতিউত্তমরূপে অথবা অতিমন্দরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে তখন তাহা টুকিয়া রাখিবেন এবং সদর আদালতের সাহেবসমূহ ইঙ্গরেজী বৈঠকে একত্র হইলে তাহার বিবেচনা করিবেন। সদর আদালতের সাহেবেরা আপনারদের বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করণার্থ এবং প্রত্যেক জিলার জজ সাহেব যেরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে তাঁহারা আপনারদের ঐক্যহওয়া অভিপ্রায় জ্ঞাপন করণার্থ ঐ টোকা লিপি লইয়া যেরূপ ব্যবহার করা ভাল হয় তাহা তাঁহারাই নির্দ্ধার্য্য করিবেন। —১৮৩৬ সালের ২০ ডিসেম্বরের গবর্ণমেণ্টের এত্তেলা।

৯৮। যদি সদর দেওয়ানী আদালতের এইমত বোধ হয় যে কোন জিলার মধ্যে দেওয়ানী কার্য্য এইমত মন্দ হইতেছে যে লোকেরদের মঙ্গলের নিমিত্তে তাহার অগোচরে প্রতিকার করণের আবশ্যক আছে তবে তাহারা ঐ জিলার বিষয়ে এক বিশেষ রিপোর্ট করিবেন। কিন্তু যদি ঐ অপকার তাদৃশ ভারী না হয় তবে ঐ সদর আদালতের উচিত যে তাঁহারদের অধীন কোন জিলার দেওয়ানী কার্য্যে দোষ অনুভব করিলে তাহার বিষয় আপনারদের বার্ষিক রিপোর্টের মধ্যে লেখেন।—১৮৩৬ সালের ২০ ডিসেম্বরের গবর্ণমেণ্টের এত্তেলা।

৯৯। সদর দেওয়ানী আদালত বার্ষিক যে রিপোর্ট করিয়া থাকেন তাহাতে প্রত্যেক জিলার জজ সাহেব যত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন এবং যত মুৎফরকা হুকুম দিয়াছেন এবং যত দিন ফৌজদারী কর্ম্মেতে বসিয়াছেন এই সম্বাদ লেখা গিয়া থাকে। এক্ষণে হুকুম হইল যে তদতিরিক্ত উত্তর কালে ঐ রিপোর্টের মধ্যে যত নিষ্পত্তি এবং মুৎফরকা হুকুমের উপর যত নম্বরী বা খাস আপীলের দরখাস্ত হইয়াছে তাহার সংখ্যা এবং প্রত্যেক জজ সাহেবের নিষ্পত্তির উপর সম্বৎসরের মধ্যে যে আপীল হইয়াছে তাহার বিস্তার সদর আদালতের নিষ্পত্তি এবং দেওয়ানী কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে প্রত্যেক জন জজ সাহেব যত দিন বৈঠক করিলেন তাহাও লেখা যায়।—১৮৩৬ সালের ২০ ডিসেম্বরের গবর্ণমেণ্টের এত্তেলা।

৮ ধারা।

জিলা ও শহরের জজ। তাঁহারদের ও অন্যান্য সরকারী কার্য্যকারকেরদের পদসম্পর্কীয় দোষের তহকীক।

১০০। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন দেশের যখন কোন সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কিম্বা কোন সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা অথবা পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা বোধ করেন যে আপন২ কর্ত্তৃত্বাধীনে যে২ কর্ম্মকারক গবর্ণমেণ্টের অনুমতিব্যতিরেকে তফাৎ হইতে পারেন না এমত কোন কার্য্যকারকের আপনার ভারের কার্য্যের বিষয়ে কোন অপরাধ হইলে সেই অপরাধের সত্যতার বিষয়ে জাবেতা ও রীতিমতে অনুসন্ধান করণের কোন উপযুক্ত হেতু আছে তখন তাঁহারা যে২ নিদর্শনপত্রের দ্বারা সেইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন সেই২ নিদর্শনপত্র এবং যে নালিশের রীতিমত বিচার করিতে প্রস্তাব করেন তাহা বিশেষ২ দফায় লিখিয়া বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্ণর্ সাহেব বাহাদুরের কি উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর্ বাহাদুরের অথবা উত্তরপশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য কোন সাহেবের অর্থাৎ ঐ২ সাহেবেরা যাহার অধীনে থাকেন ঐ কর্ত্তৃকারি সাহেবের হুকুম ও বিবেচনা পাওনার্থে তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন ইতি।— ১৮৩৯ সা। ২ আ। ২ ধা।

১০১। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উপরের লিখিতমত কোন নালিশ কি এত্তেলা একেবারে কোন সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে কিম্বা কোন সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের সম্মীপে কিম্বা পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে দেওয়া যাইতে পারে এবং তাঁহারা ফরিয়াদী বা সম্বাদদায়ক ব্যক্তিকে শপথ করাইয়া কি শপথহইতে মুক্ত হওনের অধিকার থাকিলে তাহার স্থানে মুকুতিপত্র লেখাইয়া লইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবেন এবং যে২ বিষয় স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হওন তাঁহারা আবশ্যক বোধ করেন সেই২ বিষয় অপরাধি ব্যক্তিকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে অথবা উত্তর দিতে

হুকুম করিতে পারেন এবং তদ্বিষয়ে অন্য যে২ অনুসন্ধান লওন উচিত বোধ হয় তাহা শপথ বা সুকৃতিপূর্ব্বক লইতে পারেন ইতি।—১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ৩ ধা।

১০২। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের অথবা কালেক্টর সাহেবের এলাকার মধ্যে উপরের উক্ত প্রকার কোন কার্য্য হইলে তাহার বিষয়ি নালিশ কি এত্তেলা ঐ২ এলাকার জজপ্রভৃতির নিকটে করা যাইতে পারে এবং তাঁহারা ঐ ফরিয়াদী বা এত্তেলাদেওনিয়া ব্যক্তিকে শপথ করাইয়া কিম্বা শপথহইতে মুক্ত হওনের অধিকার থাকিলে তাহার স্থানে সুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবেন এবং অপবাদি ব্যক্তি যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত কি সদর বোর্ড রেবিনিউর অথবা পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের অধীনে থাকে তাঁহারদের নিকটে ঐ জোবানবন্দী পাঠাইতে হইবেক ইতি।—১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ৪ ধা।

১০৩। এবং এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইল যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের কিম্বা উক্ত কোন বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে ঐরূপ কোন নালিশ হইলে কি এত্তেলা দেওয়া গেলে যদি নালিশকরণিয়া ব্যক্তি শপথপূর্ব্বক অথবা শপথহইতে মুক্ত হওনের অধিকার থাকিলে সুকৃতিপূর্ব্বক এমত জ্ঞাপন না করে যে নালিশের আমূল ক্রিয়া নিতান্ত সত্য বিশ্বাস করে তবে ঐ আদালত বা বোর্ড ঐ নালিশ বা এত্তেলাক্রমে কার্য্য করিবেন না ইতি।—১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ৫ ধা।

১০৪। আরো এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইল যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কি উক্ত কোন বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে উপরের লিখিত প্রকার নালিশ হইলে বা এত্তেলা করা গেলে তাঁহারা যদি তাহার বিষয়ে অধিক অনুসন্ধান করণের বিশিষ্ট কারণ না দেখেন তবে তাহা ডিসমিস করিতে পারেন আরো নির্দ্দিষ্ট হইল যে যখন ঐ সাহেবেরা এমত কোন নালিশ বা এত্তেলা ডিসমিস করেন তখন তাঁহারা এই আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে তাহা ও তৎসম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।—১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ৬ ধা।

১০৫। এবং এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইল যে ঐ সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কি উক্ত কোন বোর্ডের সাহেবেরা উপরের লিখিত বিষয়ের বিচার করণের কোন সময়ে ঐ নালিশ বা এত্তেলা করণিয়া ব্যক্তিকে ঐ নালিশের শেষ না হওয়াপর্য্যন্ত হাজির হইয়া মোকদ্দমা চালাইবার বিষয়ে আপনারদের বিবেচনা মতে যে জামিন উচিত বোধ হয় এমত জামিন দিতে হুকুম করিতে পারেন ও ঐ জামিন দিতে হুকুম হইলে যেপর্য্যন্ত তাহা না দেওয়া যায় সেইপর্য্যন্ত মোকদ্দমার সমস্ত কার্য্য মুলতবী থাকিবেক ইতি।—১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ৭ ধা।

১০৬। তথাচ এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালত বা কোন বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে কার্য্যের অনুষ্ঠান সময়ে কি অন্য কোন সময়ে যে কার্য্যের বিবরণ তাঁহারদের নিকটে আসিয়া থাকে বা রিপোর্ট হয় তাহাতে যদি এই আইনের ২ ধারার লিখিত কোন কার্য্যকারকের অপবাদকারি কোন বিষয় দৃষ্ট হয় তবে ঐ কার্য্যকারকের নামে কোন নালিশ বা এত্তেলা না হইলেও ঐ সাহেবেরা উপরের লিখিতমতে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেব বাহাদুরের কিম্বা উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর বাহাদুরের অথবা উত্তরপশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবের নিকটে অর্পণ করণের নিমিত্তে তাঁহারা যেমত উচিত বোধ করেন সেইমত তদ্বিষয়ে কার্য্য করিবেন কিম্বা উপরের উক্তমতে শপথ করাইয়া বা সুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইয়া তদারক করিবেন এবং এমত স্থলে রোয়দাদক্রমে দৃষ্টহওয়া কোন ব্যাপারের বিষয়ে কার্য্য করণ কি তদারক করণের পূর্ব্বে তাহার সত্যতার বিষয়ে শপথকরাওণ বা সুকৃতিপত্র লওনের আবশ্যক হইবেক না ইতি।—১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ৮ ধা।

১০৭। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদ্যপি বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেব অথবা উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেব কিম্বা উত্তরপশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব এই আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট যে বিষয় অর্পণ হয় তাহাতে দৃষ্টি করিয়া যদি অর্পণকারি সাহেবদিগের সহিত একবাক্য হন অথবা যদ্যপি শ্রীযুত গবরনর সাহেব কি শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেব কিম্বা রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব পূর্ব্বের লিখিত আদালত অথবা বোর্ডের অধীন না থাকা কার্য্যকারকেরদের

বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকার যে সম্বাদ প্রাপ্ত হন তাহার বিবেচনা করিয়া ঐ কার্য্যকারকের নামে নালিশ উপস্থিত করিতে উচিত বোধ করেন তবে ঐ শ্রীযুত অর্পিত বিষয়ের যথার্থ তহকীক ও তদন্ত দাঁড়ামতে করিবার নিমিত্তে এক কি ততোধিক সাহেবকে কমিস্যানরী কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ইতি।—১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ৯ ধা।

১০৮। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত কোন কমিস্যানর নিযুক্ত হইলে ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব কি উত্তরপশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব এই হুকুম করিবেন যে ঐ কমিস্যানর সাহেব উক্ত কোন আদালতের বা বোর্ডের সাহেবদিগের তাবে থাকিয়া কিম্বা গবর্ণমেণ্টের নিজ তাবে থাকিয়া কার্য্য করিবেন। এবং উক্তমত নিযুক্তহওয়া সমস্ত কমিস্যানর যেং গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীন থাকেন্ সেইং গবর্ণমেণ্টের স্থানে এই বিষয়ে যেং হুকুম পাইবেন তাহার মতে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ১০ ধা।

১০৯। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত প্রকারে নিযুক্তহওয়া এক বা ততোধিক কমিস্যানর সাহেব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে নীচের লিখিত শপথ করিবেন। আমি অমুক অমুক কার্য্যের বিষয়ি কমিস্যানর (এই স্থানে কমিস্যানের তাৎপর্য্য লিখিতে হইবেক) ধর্ম্মতঃ শপথ করিতেছি যে আমার প্রতি যে কার্য্যের ভারার্পণ হইয়াছে তাহা আপন যথাসাধ্য ও বুদ্ধি ও বিবেচনাতে নির্ভয়ে ও অটল অন্তঃকরণে ও গণতা বিনা বিশ্বস্ত ও অপক্ষপাতরূপে নির্ব্বাহ করিব। ঈশ্বর আমার এমত সাহায্য করুন ইতি।—১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ১১ ধা।

১১০। বিধান হইল যে ১৮৩৯ সালের ২৬ আইনানুসারে যে কমিস্যানর নিযুক্ত হন তিনি যদি শপথ করাওণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে ঐ আইনের ১১ ধারার নির্দ্দিষ্ট শপথ না করেন তবে তাহার সকল কার্য্য বেআইনী ও বাতিল হইবেক।—১৮৩৯ সালের ১০ ডিসেম্বরের ১১৮৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১১১। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ নালিশের বিচার করণার্থে যখন বিশেষ কমিস্যানর সাহেবদিগকে তাহা অর্পণ হইবেক তখন উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব কি ঐ দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব এই বিষয়ে হুকুম দিবেন যে মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করণের ভার ফরিয়াদীর প্রতি থাকিবেক কি সরকারের তরফহইতে করা যাইবেক। যদ্যপি সরকারের তরফহইতে করিতে হয় তবে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ কি ঐ দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব সরকারের তরফে মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্তে যে এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে উচিত বোধ করেন তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।—১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ১২ ধা।

১১২। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে যে কমিস্যানর সাহেবেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারদের উচিত যে নালিশ কি দাওয়ার আরজী এবং যে সকল কাগজের দৃষ্টে ঐ আরজী প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা লওনের পর অপরাদি ব্যক্তির স্থানে নালিশের জওয়াব তলব করেন ও ফরিয়াদী কি অপরাদি ব্যক্তিরা যে সাক্ষিদিগকে মানে তাহারদিগের শপথ অথবা সুকৃতিক্রমে জোবানবন্দী লইবেন এবং নালিশের কি নালিশের জওয়াবের প্রমাণের জন্যে অন্য যে কোন দস্তাবেজ দাখিল করে তাহা লন্ আর যদি উভয়ের মানিত সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীতে ও দাখিলকরা দস্তাবেজের দ্বারা অন্যং সাক্ষির সন্ধান পাওয়া যায় ও মোকদ্দমার বৃত্তান্ত নিশ্চয় বুঝা যাওনের কারণ অথবা নালিশ সত্য কি মিথ্যা কি কতক সত্য কি কতক মিথ্যা ইহা প্রকাশ হওনের যদ্যপি আবশ্যক হয় তবে নূতন সাক্ষি তলব করিয়া লন্ ইতি। ১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ১৩ ধা।

১১৩। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উপরের ধারায় লিখিত কর্ম্মাদি কিম্বা অন্য যেং কর্ম্মের ভার এই আইনানুসারে কমিস্যানর সাহেবদিগকে দেওয়া গেল তাহা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করণের কারণ ঐ কমিস্যানর সাহেবদিগকে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের তুল্য ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক। কিন্তু যে জিলা কি শহরের এলাকার মধ্যে কমিস্যানর সাহেবদিগের বৈঠক হইবেক সেই জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবের দ্বারা সাক্ষিইত্যাদি লোককে আনাইবার কারণ তলবচিঠী বা অন্য কোন বলবৎ হুকুমনামা পাঠাইতে হইবেক এবং যে সাক্ষির অথবা যে ব্যক্তির উপর তলবচিঠী জারী করিতে হয় সেই ব্যক্তি যে জিলা বা শহরের আদালতের ব্যাপ্যাধিকারে বাস করে সেই আদালতের সাহেবের দ্বারা তাহা জারী হইবেক ইতি।—১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ১৪ ধা।

১১৪। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নালিশ ও জওয়াবের পক্ষের সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর আসামীর সম্ভ্রম ও মান রক্ষা করণার্থে যদি তাহার মনে কোন কথা বা বিবেচনার উদয় হয় তবে তাহা লিখিয়া দাখিল করিতে পারে। এবং ফরিয়াদী অথবা যে ব্যক্তি সরকারহইতে নালিশ নির্ব্বাহ করণের কার্য্যে নিযুক্ত হন তিনিও ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে আপনার বিবেচনাতে যে কথা বিহিত বোধ হয় তাহা লিখিয়া দাখিল করিতে পারেন ইতি।— ১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা।

১১৫। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনর যখন সরকারের নিজ ভাবে থাকিয়া কার্য্য করিতে হুকুম পাইয়াছেন তখন মোকদ্দমার সমস্ত কার্য্য সাঙ্গ হইলে যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র ঐ এক বা ততোধিক কমিস্যনর যে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকেন তাহার নিকটে এবং অন্যং গতিকে কর্ত্তৃত্বকারি আদালত বা বোর্ডের নিকটে কমিস্যনসম্বন্ধীয় সমস্ত রুবকারীর কাগজ এবং ইঙ্গরেজী ভাষায় যে কাগজ না থাকে তাহার তরজমা এবং উকীলেরদের সওয়াল ও জওয়াবের ও সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর চুম্বক ও সেই মোকদ্দমার ভাব ও মর্ম্ম যাহা আপনারা বুঝিয়া থাকেন তাহা পাঠাইবেন ইতি।—১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ১৬ ধা।

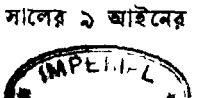
১১৬। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেব অথবা উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেব কি ঐ দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব অথবা কর্ত্তৃত্বকারি আদালত বা বোর্ডের সাহেবদিগের এই ক্ষমতা আছে যে ঐ কমিস্যনর সাহেবের কৈফিয়ৎ দৃষ্টি করিয়া ঐ কমিস্যনর সাহেব বা সাহেবদিগকে নূতন সাক্ষিদের জোবানবন্দী লইতে অথবা বিচারিত হওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে তাহার বা তাহারদের কৈফিয়ৎ আরো স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হুকুম করিতে পারেন এবং কমিস্যনর সাহেব বা সাহেবদিগকে ঐরূপ নূতন সাক্ষ্য লইতে এবং কৈফিয়ৎ আরো স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া লইতে ক্ষমতা ও আজ্ঞা দেওয়া গেল ইতি। —১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ১৭ ধা।

১১৭। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত এক বা ততোধিক কমিস্যনর সাহেবের রিপোর্ট যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে অথবা বোর্ডে পূর্ব্বোক্তমতে অর্পিত হয় তাহা উপযুক্তমতে বিবেচনা করিয়া এবং যে নূতন সাক্ষি বা স্পষ্ট বিবরণ তাহারা চাহেন তাহা পাইলে পর মোকদ্দমার যে কাগজপত্র ও রুবকারী তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকে তথায় জ্ঞাপন করিবেন এবং আসামীর নামে যে কোন নালিশ সাব্যস্ত হইয়াছে এবং ঐ নালিশের যাহাং সাব্যস্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে তাঁহারদের বিবেচনা জ্ঞাপন করিবেন ইতি।—১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ১৮ ধা।

১১৮। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন এই আইনের বিধির অনুসারে কোন বিশেষ কমিস্যনর নিযুক্ত হন তখন শ্রীযুত গবরনর সাহেব অথবা উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেব কি উত্তরপশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব মোকদ্দমার ভাব ও বিষয়ের দৃষ্টে অপরাদি ব্যক্তিকে আপন ভারের কার্য্যহইতে স্থগিত করা কি না করা নিশ্চয় করিবেন এবং যদি স্থগিতকরা নিশ্চয় হয় তবে তাঁহার পদের বেতন তিনি পাইবেন কি না ইহাও নিশ্চয় করিবেন ইতি।—১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ১৯ ধা।

১১৯। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেব অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেব কি উত্তরপশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব এই আইনের ১৬ এবং ১৮ ধারাক্রমে তাঁহার নিকটে পাঠান সম্বাদ ও কৈফিয়ৎ বিবেচনা করিয়া ন্যায় ও বিচার্য্য মতে এবং এপ্রকার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যে ক্ষমতা রাখেন তাহার অনুযায়ি যে হুকুম দেওয়া বিহিত হয় তাহা দিবেন। এবং যদি সরকারের পক্ষহইতে আসামীর নামে তাহার বিচারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আদালতে নালিশ উপস্থিত করা তাঁহার উচিত বোধ হয় তবে সরকারের উকীলদিগকে ঐ কর্ম্মের বিষয়ে আবশ্যক হুকুম দিবেন কিন্তু এমত মোকদ্দমার মিছিলেতে যে রোয়দাদ রাখা যায় কি সরকার যে হুকুম ও নিষ্পত্তি করেন তাহার প্রতি দৃষ্টি করণভিন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির সর্ব্বদা এমত ক্ষমতা আছে যে সরকারী কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করিলে আদালতের নির্দ্দিষ্ট রীতিক্রমে তাহার প্রতিকার চেষ্টা সর্ব্বদা করেন ইতি।—১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ২০ ধা।

১২০। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের তাৎপর্য্য এমত নহে যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারার লিখিত প্রধান সদর আমীন ও অন্য সদর আমীনদিগের তগীর কিম্বা সম্পেণ্ড করণবিষয়ক বিধি অথবা ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ২৫ ধারার লিখিত ডেপুটী কালেক্টর-



দিগের তগীর করণবিষয়ক বিধি রদ হয। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্ণর্ সাহেবের অথবা উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর্ সাহেবের কি ঐ দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবের এমত ক্ষমতা হইল যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারার এবং ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ২৫ ধারার লিখিত বিষয় তাঁহার নিকটে অর্পণ হইলে কোন প্রধান সদর আমীন ও অন্য সদর আমীন কিম্বা ডেপুটী কালেক্টরের সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে কোন অপরাধ হইলে যেমত উচিত বোধ করেন সেইমত তাহার জাবেতা ও রীতিমতে এই আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে এবং এই আইনের বিধির অনুসারে অনুসন্ধান করণার্থে এক বা ততোধিক কমিশ্যনর নিযুক্ত করেন ইতি।—১৮৩৯ সা। ২৬ আ। ২১ ধা।

৯ ধারা।

জিলা ও শহরের জজ। তাঁহারদের নিজ ভৃত্যারদিগকে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত করণ অথবা সরকারী চাকরকে তাঁহারদের নিজ কার্য্যে নিযুক্তকরণ নিষেধ।

১২১। দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতের সিরিশ্তায নিযুক্তহওয়া সরকারের সমস্ত কার্য্যকারক সাহেবদিগকে স্বয়ং কি অন্যের দ্বারা আপনারদিগের নিজের কোন প্রকার চাকরের প্রতি কিম্বা সরকারের আমলা নিযুক্ত করণের বিষয়ে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে উপযুক্তরূপে নিযুক্ত কি নাম নবীসীহওয়া সরকারী আমলাব্যতিরেকে অন্য কোন জনের প্রতি আপনারদিগের পদসম্পর্কীয় সরকারী কোন কার্য্য নির্ব্বাহের ভার কি যে জন সরকারী যে কোন কার্য্যে উপযুক্তরূপে নিযুক্ত না হইয়া থাকে তাহাকে সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করণের ভার দিতে নিষেধ করা যাইতেছে যদি দেন তবে কর্ম্মচ্যুত হওনরূপ দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৮ আ। ২ ধা। ১ প্র।

১২২। উক্ত আইনে যে নিষেধ আছে তাহা আদালতের রীতিমতে নিযুক্তহওয়া আমলাভিন্ন অন্য সকল প্রকার ব্যক্তির বিষয়ে খাটে। আদালতে নিযুক্তহওয়া আমলাছাড়া অন্য কেহ আইনমতে আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহ করণার্থে নিযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু সদর আদালতের বিবেচনায় ঐ আইনের এমত অর্থ করণের আবশ্যক নাই যে আদালতের রীতিমতে নিযুক্তহওয়া আমলাভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতিক্রমে সাধারণ লোকেরদের নিমিত্তে এবং তাঁহারদের খরচে কোন আদালতে দাখিলহওয়া কোন কাগজপত্রের নকল লইতে পারেন না।—১৮২৫ সালের ১১ নবেম্বরের ৪০৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২৩। ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২৫ আইনের ১২ পারার যেং কথাক্রমে এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ৮ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণক্রমে এই অভিপ্রায় জানা গেল যে তাহাতে কালেকটর সাহেবেরদের ও আদালতের সকল সাহেবের প্রতি নিষেধ আছে যে সরকারী কোন কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্তে সরকারী কর্ম্মকারক নিযুক্ত করণের বিষয়ে যেং হুকুম চলিত আছে তদনুসারে উপযুক্তরূপে নিযুক্ত কি বাচনীকরা সরকারী কার্য্যকারকব্যতিরেকে অন্য কোন জনকে কর্ম্মের ভার না দেন। এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে ঐ হুকুম কাগজপত্র এবং রোযদাদ ইত্যাদির নকল করণার্থে কি তদ্রূপ অন্য কোন কর্ম্মকরণার্থে যেং লোক নিযুক্ত হয তাহাতে তাহারদের সহিত সম্পর্ক রাখে না যেহেতুক ঐ সকল কর্ম্ম উপযুক্তরূপে করণের জওয়াব দেওনের ভার ঐ কার্য্যকারক সাহেবেরদের উপর রহিল কিন্তু ঐ শেষোক্ত প্রকরণ এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ আইন ও ১৭৯৫ সালের ৫ আইনের* যেং হুকুমের দ্বারা কালেক্টর সাহেবদিগকে ও আদালতের সাহেবদিগকে নিজে কি অন্যের দ্বারা আপনং নিজ চাকরকে কর্ম্ম দিতে নিষেধ আছে তাহা প্রবল থাকিবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ৩ আ। ৬ ধা।

১২৪। ঐমত আদালতের সম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যকারক সাহেবদিগকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে জজ কি মাজিষ্ট্রেট কি আদালতের সিরিশ্তায নিযুক্তথাকা সরকারী অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের হজুরে হাজির থাকনের পেয়াদাইত্যাদি ক্ষুদ্র চাকরব্যতিরেকে আপনং সিরিশ্তাতে নিযুক্ত থাকা সরকারী কোন আমলাকে আপনারদের নিজের কোন কার্য্য করণের কি নিজ কার্য্যসম্পর্কীয় কোন কর্ম্মের ভার না দেন দিলে উপরের লিখিত দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৮ আ। ২ ধা। ২ প্র।

১২৫। আদালতের সিরিশ্তাসম্পর্কীয় সরকারের কোন কার্য্যকারক সাহেবের এদেশীয় আমলালোকের

* এই দুই আইনের বিধান কেবল কালেক্টর সাহেবেরদের বিষয়ে খাটে।

মধ্যে কোন পদে নিযুক্তথাকা কোন কর্ম্মকারক উপরের প্রকরণের নিষেধানুসারে ঐ পদে নিযুক্ত থাকনের অযোগ্য হইলে তৎক্ষণে তাহাকে ঐ পদচ্যুত করা যাইবেক এবং চলিত আইনের লিখিত হুকুমানুসারে অন্য কোন জনকে ঐ পদে নিযুক্ত করা যাইবেক ও এই হুকুমমত কার্য্যকরণেতে ত্রুটি হইলে যিনি ঐ ত্রুটি করেন তিনি উপরের ধারার লিখিত দণ্ডের যোগ্য হইবেন ইতি।- ১৮২৫ সা। ৮ আ। ৩ ধা।

১২৬। যে জজ সাহেবেরা কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা কি আদালতের কর্ম্মকারি অন্য সাহেবেরা ইহার পরে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৯ আইনের কি চলিত আর কোন আইনের হুকুমানুসারে কোন আমলা কোন পদে নিযুক্ত করণের নিমিত্ত তাহার নাম মফঃসল আপীল ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে যখন লিখিয়া পাঠান তখন ঐ নাম লিখিবার কর্ত্তা জজ কি মাজিষ্ট্রেট কি অন্য কর্ম্মকারি সাহেবের আবশ্যক যে চলিত আইনানুসারে তাহাতে যেং বেওরা লিখিতে হয় তাহার অতিরিক্ত ইহাও স্পষ্ট করিয়া লিখেন যে যাহার নাম লিখিয়া পাঠান যাইতেছে সে জন এই আইনানুসারে ঐ পদে নিযুক্ত হওনের অযোগ্য নহে এবং ঐ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এইং হুকুমমত আচরণ হইবাতে সর্ব্বদা মনোযোগ রাখেন এবং কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা করণেতে ত্রুটি করিলে তাহার বেওরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের জ্ঞাপন ও হুকুম হওনার্থে সদর দেওয়ানী আদালতের কি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে রিপোর্ট করেন ইতি। -১৮২৫ সা। ৮ আ। ৪ ধা।

১০ ধারা।

জিলা ও শহরের জজ। তাহারদের পদোপলক্ষে যাঁহারা বশীভূত তাঁহারদিগকে কর্জ্জ দিতে বা তাহারদের স্থানে কর্জ্জ করিতে নিষেধের কথা।

১২৭। কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অবধারিত চাকর যেং সাহেবেরা সরকারী কার্য্যের যে কোন সিরিশতার যে কোন পদে নিযুক্ত হন তাঁহারদিগকে আপনারদিগের এদেশীয় আমলালোকের স্থানে কিম্বা তাঁহারদিগের তাবে থাকিয়া যাঁহারা সরকারী কার্য্য করেন তাঁহারদিগের অধীন কোন আমলার স্থানে কিম্বা এদেশীয় ঐ আমলা লোকের জানাশুনা জামিন কি মোখ্তার কি কুটুম্ব কি সম্পর্কীয় কি অধীন কোন লোকের স্থানে এবং এদেশীয় ঐ আমলা লোক যে লোকের চাকর কি মোখ্তার কি জামিন কি অধীন ছিল জানা যায় এমন কোন লোকেরও স্থানে কর্জ্জ লইতে কিম্বা আর কোন প্রকারে ঋণী হইতে নিষেধ করা যাইতেছে যদি ঐ সাহেবেরা এই নিষিদ্ধ কর্ম্ম করেন তবে আপনং পদচ্যুত হওনরূপ দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেন ইতি।--১৮২৩ সা। ৭ আ। ২ ধা। ১ প্র।

১২৮। কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের যেং অবধারিত চাকর সাহেবেরা সরকারী কার্য্যের যে কোন পদে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারদিগকে আপনারদিগের পদের অধীন কোন কর্ম্মাধ্যক্ষ কি রক্ষণাবেক্ষণকারী কি অজি অর্থাৎ উইলপত্রের নিয়মনির্ব্বাহক কিম্বা আমীন অথবা সজাওল কিম্বা গোমাশতা অথবা ইজারদার কিম্বা মতওল্লী অথবা তাঁহারদের নিকটে সরকারের কোন কার্য্যকারিত্বপ্রযুক্ত যাহারদিগের কোন প্রকারে জওয়াব দিতে হয় তাহারদের স্থানে কিম্বা তাহারদিগের জানাশুনা জামিন কি মোখ্তার কি কুটুম্ব কি সম্পর্কীয় কি অধীন কোন লোকের স্থানে কর্জ্জ লইতে কিম্বা আর কোন প্রকারে ঋণী হইতে ঐ মত নিষেধ করা যাইতেছে যদি ঐ সাহেবেরা ঐ নিষিদ্ধ কর্ম্ম করেন তবে উপরের লিখিত দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেন ইতি।—১৮২৩ সা। ৭ আ। ২ ধা। ২ প্র।

১২৯। জিলা ও শহরের আদালতের সমস্ত জজ সাহেব ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগকে ও ভূমির মালগুজারী তহসীলের সমস্ত কালেক্টর সাহেব ও ডেপুটী কালেক্টর সাহেব ও ঐ কালেক্টর সাহেবদিগের কি তাঁহারদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের সমস্ত আসিষ্টাণ্ট সাহেবকে আপনং হুকুমতের তাবে জিলা কি শহরের কিম্বা পরগনার কোন জমীদারের কিম্বা তালুকদারের কিম্বা প্রজার কি অন্য যে কোন লোক তথায় স্থাবর বস্তু রাখে কিম্বা বাস করে অথবা তেজারতের কুঠী রাখে তাহারদিগের স্থানে টাকা কর্জ্জ করিতে কিম্বা কোন প্রকারে দেনদার হইতে নিষেধ করা যাইতেছে যদি তাঁহারা ঐ নিষিদ্ধ কর্ম্ম করেন তবে আপন পদচ্যুত হওনরূপ দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেন ইতি।—১৮২৩ সা। ৭ আ। ৩ ধা।

১৩০। কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অবধারিত চাকর কোন সাহেবকে উপরের লিখিত হুকুমের অন্যথা করিয়া টাকা কর্জ্জ দিতে কিম্বা আর কোন প্রকারে তাঁহারদিগের মহাজন হইতে সমস্ত লোককে নিষেধ করা যাইতেছে যদি এই নিষেধ না মানিয়া কোন ব্যক্তি সরকারের ঐমত কোন কার্য্যকারককে টাকা কর্জ্জ দেয় কিম্বা আর কোনরূপে তাঁহার মহাজন হয় তবে সে ব্যক্তি আইনের অন্যমতে তাহার যত টাকার মহাজন হইয়া থাকে তত টাকা ঐ ব্যক্তির সরকারে দণ্ড দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৭ আ। ৪ ধা।

১৩১। সরকারের যে কোন কার্য্যকারক সাহেব এক্ষণে ঋণগ্রস্ত আছেন যদি তিনি এই আইন জারী-হওনের তারিখহইতে এক বৎসরের অন্তে উপরের লিখিত ধারানুসারে যে সকল লোকের স্থানে কর্জ্জ লইতে নিষেধ করা গিয়াছে তাহারদিগের নিকটে ঋণী থাকেন তবে ঐ সাহেবের এ বিষয়ের সম্বাদ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দিতে হইবেক যদি এ সম্বাদ না দেওয়া যায় তবে এই আইন জারী হওনের পরে কর্জ্জ লইতে যে দণ্ড হইত সেই দণ্ড ঐ সাহেবের হইবেক ইতি। ১৮২৩ সা। ৭ আ। ৫ ধা।

১৩২। ঐ মত সরকারের অবধারিত চাকর যে কোন সাহেব ইহার পরে যে কোন পদেতে নিযুক্ত হইবেন ঐ পদস্থ হইলে যে লোকদিগের স্থানে কর্জ্জ লইতে নিষেধ করা গিয়াছে যদি ঐ নিয়োগের কালে ঐ মত কোন লোকের নিকটে ঋণী থাকেন তবে ঐ সাহেবের আপন প্রাপ্ত পদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে আপন ঋণী থাকনের সম্বাদ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দিতে হইবেক তাহা না দিলে তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হওনের পরে ঐ কর্জ্জ লইলে যে দণ্ড হইত সেই দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেন ইতি।—১৮২৩ সা। ৭ আ। ৬ ধা।

১৩৩। এই আইনানুসারে যে২ দণ্ড করা যায় তাহা উসুল করণের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিশেষ হুকুমমতে নালিশ করা যাইবেক এবং সরকারী মোকদ্দমার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্বানসর্ অর্থাৎ অধ্যক্ষ ও প্রযোজক সাহেবের দ্বারা কিম্বা ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে অন্য যে সাহেব সরকারহইতে নিযুক্ত হন তাঁহার দ্বারা ঐং মোকদ্দমার নির্ব্বাহ করা যাইবেক। যে জিলা কি শহরে ঐ কর্জ্জ দেওয়া লওয়া হইয়া থাকে কিম্বা ঐ মহাজন বাস করে অথবা স্থাবর কি অস্থাবর বস্তু রাখে সেই জিলা কি শহরের আদালতে ঐ নালিশ করা যাইবেক। জিলা কি শহরের আদালতে প্রথমত উপস্থিতহওয়া অন্যং মোকদ্দমার নিষ্পত্তির উপর যেমতে আপীল হয় সেইমতে এমত মোকদ্দমারো আপীল হইতে পারিবেক এবং আদালতের অন্যং ডিক্রীর হুকুমমত কার্য্য করণের নিমিত্তে আইনেতে যাহাং লেখা গিয়াছে তদনুসারে এই আইনমতে হওয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তির কার্য্য করা যাইবেক ইতি। ১৮২৩ সা। ৭ আ। ৮ ধা।

১৩৪। জানা কর্ত্তব্য যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের ও সরকারের মালগুজারীর ও মাসুলের কালেক্টর সাহেবদিগের ও নিমক ও আফীন তৈয়ারকরণের মোশুারকার সাহেবদিগের প্রত্যেকের প্রতি নিষেধ আছে যে আপনারদিগের নিজের কোন কর্জ্জা মহাজনকে আপনং সিরিশ-তার আমলার মধ্যে মোকরর না করেন অতএব বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড ট্রেড ও বোর্ড কমিস্যনর ও আপীল আদালতের ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের উচিত হইবেক যে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৮ আই-নেতে তাঁহারদিগের হুজুরে যে রিপোর্ট পাঠাইবার হুকুম লেখা আছে তাঁহারদিগের তারে ঐ সাহেবদিগের তরফহইতে সেই রিপোর্ট এই মজমুনে যে সিরিশতার মধ্যে কোন কর্ম্ম খালী হইয়াছে সেই কর্ম্মে অমুক ব্যক্তি-কে আপনকারদিগের মঞ্জুরী হইলে নিযুক্ত করিব তাহা পাইলে পর এ বিষয়ের তহকীক ও অনুসন্ধান করেন যে সেই ব্যক্তি সেই সাহেবের নিজের কর্জ্জা মহাজন বটে কি না ও ঐ সাহেবদিগের উচিত যে উপরের লিখিত কথা স্পষ্ট জানা যাইবার সন্ধানানুসন্ধানের বিষয়ে যে সাহেব রিপোর্ট পাঠাইয়া থাকেন কেবল তাঁহার লিখাতেই ক্ষান্ত না হইয়া এই আইনের লিখিত হুকুম ব্যর্থ ও বিফল না হইতে পারিবার জন্যে যে প্রকার করা আবশ্যক হয় তাহা করেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২১ আ। ২ ধা।

১৩৫। উপরের ধারার লিখিত যে দাঁড়াসকল উপরের লিখিত ঐ কার্য্যকারক সাহেবদিগের কর্জ্জা মহাজন লোক তাঁহারদিগের সিরিশ্তার আমলার মধ্যে নিযুক্ত হওনের নিষেধের বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইল সেই সকল দাঁড়া তাঁহারদিগের সম্পর্ক ও তাবেদার অর্থাৎ ব্যাপ্য লোকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক অতএব এই ধারানুসারে এ

হুকুমও আছে যে যেমন কর্জ্জী মহাজনদিগের অর্থে ঐ সাহেবদিগের কোনহ সাহেবের সিরিশ্‌তার আমলার মধ্যে নিযুক্ত হওনের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিষেধ আছে তাহারদিগের সম্পর্ক ও তাবেদার অর্থাৎ ব্যাপ্য লোকদিগের অর্থেও সেই মত নিষেধের হুকুম আছে ইতি।—১৮১৪ সা। ২১ আ। ৩ ধা।

১৩৬। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২১ আইনের হুকুম যেরূপ এই আইনেতে বিস্তার করা গেল তাহার বিরুদ্ধে এদেশীয় কোন ব্যক্তি যদি কোন কর্ম্মে আপনাকে নিযুক্ত করায় কিম্বা জানিয়া শুনিয়া ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে কোন প্রকারে কোন কর্ম্ম গ্রহণ করে তবে সে ব্যক্তি যে কর্ম্মেতে নিযুক্ত হয় সেই কর্ম্মের এক বৎসরের মাহিয়ানা যত টাকা হয় তাহার দশগুণ সরকারেতে ঐ ব্যক্তির দণ্ড হইবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৭ আ। ৭ ধা।

১৩৭। সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ ও ফৌজদারীর সাহেবেরা এবং সমস্ত মফঃসল আপীল আদালতের এবং সাদের ও সায়েরী আদালতের জজ সাহেবেরা এবং ঐ সকল আদালতের রেজিষ্টর সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অন্যং চিহ্নিত চাকর সাহেবলোক এবং সকল জিলার কালেক্‌টর সাহেবেরা ও তাহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে সরকারের মালগুজার কোন ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও শামিলাৎ তালুকদার ও কটকিনাদার ও প্রজাবর্গ ও মালজামিনদিগেরে কিছু কর্জ্জ না দেন ইহাতে যদি বারং নিষেধ হুকুম না মানিয়া ঐ সকল লোকের কাহাকেও কর্জ্জ দিয়া থাকেন অথবা পশ্চাৎ দেন তবে কোন আদালতের বিচারক্রমে তাহা কদাচ পাইবেন না। —১৭৯৩ সা। ৩৮ আ। ২ ধা।

১৩৮। রামগড় নিবাসি ভূম্যধিকারি বেল্‌সাণ্ডেনের স্থানে এক খত লওয়া গিয়াছিল কিন্তু তাহা চক্রান্তে জিলার কালেক্‌টর সাহেবের দেওয়ানের সম্পর্কে হওয়াতে বিশেষ আইনের বিরুদ্ধ হইল আরো সেই খত অনুপযুক্তমতে প্রবৃত্তির দ্বারা পাওয়া গিয়াছিল অতএব ঐ খত বাতিল ও ব্যর্থ হইল। সদর আদালতের ১৮০১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের নয়রী রিপোর্ট। প্রথম বালম ১৬৫ পৃষ্ঠা।

১১ পারা।

জিলা ও শহরের জজ। ফরিয়াদী ও আসামীর সঙ্গে এবং অন্য আদালতের সঙ্গে লিখনপঠন।

১৩৯। সকল জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে তাহারদিগের আদালতের উপস্থিত অথবা সম্পর্কীয় মোকদ্দমার উভয় পক্ষের সহিত পত্রাদি লিখনপঠন না করেন যে কালে ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা অন্য কাহারো কোন বিষয় আদালতে জাহিরকরণ আবশ্যক হয় সে কালে তাহা লিখিয়া সেই ব্যক্তি আপনি আদালতে রুজু হইয়া অথবা আদালতের উকীলের দ্বারা দাখিল করে ও যে কাগজ আদালতে দেয় তাহার উপর জজ সাহেবেরা শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের আইনের মতে যে হুকুম লিখিতে উচিত জানেন তাহা লিখিয়া তাহার নকল আদালতের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতে সেই বিষয়ি ব্যক্তি কিম্বা তাহার উকীলের স্থানে দেন। ১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১৯ ধা।

১৪০। আর সকল জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবদিগেরে ইহাও নিষেধ আছে যে মফঃসল আপীল আদালতে [এক্ষণে সদর আদালতে] যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে কিম্বা যে বিষয়ের নিমিত্তে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের সহিত পত্রাদি লিখিবার নিশ্চয় হুকুম না থাকে তাহাতে পত্রাদি না লিখেন কিন্তু সকল জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যে কালে কোন মফঃসল আপীল আদালতে [এক্ষণে সদর আদালতে] উপস্থিত মোকদ্দমার কিছু বিষয় সেই মফঃসল আপীল আদালতের সংবাদক্রমে অথবা বিনা সংবাদে তথায় সমাচার দেওয়া আবশ্যক হয় তাহা আপনং আদালতের মোহর ও স্বাক্ষরী পত্রের দ্বারা সমাচার দিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১৯ ধা।

১৪১। সদর দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞাক্রমে তোমাকে জ্ঞাত করিতেছি যে ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১৩ ধারাক্রমে তোমার আদালতে [অর্থাৎ মফঃসল আপীল আদালতে] এবং তোমার এলাকার জিলা ও শহরের আদালতে উভয় বিবাদি এবং সাক্ষিদের প্রতি যে সমস্ত হুকুম এবং মোকদ্দমাঘটিত ঐ আদালতের ডিক্রী ও হুকুম পাঠাইতে হয় তাহা দেশীয় ভাষায় লিখিয়া ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রিসেপ্টের মধ্যে করিয়া পাঠাইতে তাঁহারা নিশ্চয় করিয়াছেন অতএব এই আদালতের সঙ্গে তোমার যখন কিছু লিখনপঠন করিতে হয় তখন তুমি তদনুরূপ কার্য্য করিবা এবং যখন এই আদালতে তোমার কিছু জানাইতে হয়

অথবা আদালতের কোন হুকুমের রিটর্ণ করিতে হয় তখন তোমার ফারসী ভাষার রুবকারীর এক নকল অথবা চুম্বক ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিত এক সার্টিফিকট অথবা রিটর্ণের মধ্যে দিবা এবং যাহা বিজ্ঞাপন করিতে হয় তাহা এবং আদালতের হুকুম জারীকরণেতে যাহা হইয়াছে তাহার বেওরা ঐ রুবকারীর মধ্যে লেখা থাকিবেক এবং জিলা বা শহরের আদালতের কার্য্যের বিবরণ এবং যে কোন আসল দলীলদস্তাবেজের আবশ্যক থাকে তাহা তাহার সঙ্গে পাঠাইবা কিন্তু আদালতের বিশেষ হুকুম না হইলে তাহার ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা পাঠাইবা না। আরো আমার প্রতি লিখিবার হুকুম হইয়াছে যে আদালতসকলের যে রাজে চিঠী কোন বিশেষ মোকদ্দমা অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না তাহা পূর্ব্বের ন্যায় ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিতে হইবেক।—১৮০১ সালের ২০ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

১৪২। সদর দেওয়ানী আদালত আরো হুকুম করিতেছেন যে ১৮০১ সালের ২০ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর এবং এই বিজ্ঞাপনের নকল তোমার এলাকার জজ সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইবা এবং তাহারদিগকে এমত হুকুম দিবা যে তোমার অর্থাৎ প্রবিন্সাল আদালতে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে তাঁহারদের যে সার্টিফিকট অথবা রিটর্ণ করিতে হয় এবং কাগজ-পত্র অথবা সম্বাদ পাইবার নিমিত্ত কি অন্য কোন কারণে অন্য কোন আদালতে অথবা কালেক্টর সাহেবের অথবা সরকারের অন্য কোন ইউরোপীয় কার্য্যকারকের নিকটে দরখাস্ত করিতে হয় তাহারা তাহা সেইরূপে করিবেন। এইমত গতিকে ঐ দরখাস্তের স্থূলাংশ রুবকারীর যে ভাগে থাকে সেই ভাগের ফারসী* ভাষায় লিখিত নকল কিম্বা চুম্বক ইঙ্গরেজী ভাষায় অতি সংক্ষেপ এক পত্রের মধ্যে দিবেন এবং ঐ দরখাস্তের অনুসারে কার্য্যকরণের বিষয়ে প্রার্থনা করিবেন। অথবা যে বিষয়ে ঐ আদালত সরকারের কোন ইউরোপীয় কার্য্যকারকের নিকটে হুকুম এবং প্রিসেপ্ট পাঠাইবার ক্ষমতা রাখেন বা আজ্ঞাপ্রাপ্ত হন তাহা যদি এইমত বিষয় হয় তবে ঐ হুকুমের ফারসী* ভাষার এক নকল অথবা রুবকারীর যে ভাগে তাহা থাকে তাহার নকল আদালতের মোহর ও জজ বা রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতে এক ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিত প্রিসেপ্টের মধ্যে দিয়া পাঠাইবেন এবং এইমত হুকুম দিবেন যে ঐরূপ প্রেরিত হুকুম নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে জারী হয় অথবা যদি ঐ হুকুম নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে জারী না হয় তবে জারী না হওনের যাতবর কারণ জানাইবেন। ১৮০৩ সালের ১২ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৪৩। সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে যখন জিলা এবং শহরের জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা মফঃসল আপীল আদালত বা সাদেরসামেরী আদালত তাঁহারদের অভিপ্রায় অথবা হুকুম জানিবার অথবা সম্বাদ পাইবার জন্যে তাঁহারদের নিকটে মুৎফরবক্কা বিষয়ের কোন রুবকারী অর্পণ করেন তখন ঐ সদর দেওয়ানী অথবা নিজামৎ আদালতের অভিপ্রায় পাইবার নিমিত্তে যে মোকদ্দমা অথবা যে বিষয় বা বিষয়সকল অর্পণ হয় তাহার এক কৈফিয়ৎ ঐ রুবকারীর সঙ্গে পাঠান পত্রের মধ্যে নিয়ত লিখিতে হইবেক। অতএব তোমার এলাকার জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে হুকুম করিবা যে এই বিধির অনুসারে কার্য্য করেন এবং যখন এমত কোন বিষয় তোমার আদালতে উপস্থিত হয় তখন এই হুকুমানুসারে কার্য্য করিবা।- ১৮১২ সালের ২৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

১৪৪। গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর দফ্তরে এবং এই সদর দেওয়ানী আদালতে এবং মফঃসলের কোন২ দফ্তরের পত্রের নম্বর করণের যে ব্যবহার আছে তাহা সর্ব্বত্র চলন নাই কিন্তু যেখানে চলন আছে সেখানে তাহাতে অনেক উপকার হইয়াছে এবং সাবেক পত্রের উল্লেখ করিতে হইলে ঐ পত্রের মর্ম্মসকল পুনর্ব্বার লিখিতে হয় না। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে ইহার পর বৎসরের আরম্ভাবধি তোমার দফ্তরহইতে যে সকল পত্র পাঠান যাইবেক তাহাতে বৎসরের আরম্ভাবধি শেষপর্য্যন্ত একাদিক্রমে নম্বর করিবা।—১৮৩৫ সালের ২৭ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৪৫। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হুকুম করিতেছেন যে উত্তর কালে গবর্ণমেণ্টের যে সকল কার্য্যকারক আপনারদের পত্রের মধ্যে পূর্ব্বে প্রাপ্তহওয়া পত্রের কোন নম্বরী দফার বিষয় লেখেন তাঁহারা সেই দফার মর্ম্ম সংক্ষেপরূপে আপনার পত্রের এক পার্শ্বে লিখেন।

প্রত্যেক পত্র সাধ্যপর্য্যন্ত এইমত লেখা উচিত যে তাহার অর্থ জানিবার নিমিত্তে অন্য কাগজপত্র দেখিবার আবশ্যক না থাকে। এবং কখন২ যাঁহার নিকটে পত্র লেখা যায় তাঁহার কাছে যে পত্রের দফা দেখিতে লেখা যায় সেই পত্র না থাকাতে সরকারী কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত ও বিলম্ব হইতে পারে।—১৮৪৩ সালের ১৭ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৪৬। যে সকল জিলার মধ্যে ১৮৩১ সালের ৫ আইন চলন হইয়াছে সেই জিলার আদালতের সাধারণ পত্র এবং সিরিশ্তার সাময়িক বেওরা প্রবিন্সাল আদালতের দ্বারা না হইয়া একেবারে গবর্ণমেণ্টে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবা।—১৮৩২ সালের ২ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

১৪৭। আদালতের কোন সাহেবের নিকটহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের ১৭

* ফারসী ভাষা উঠিয়া গিয়াছে।

দশম ধারানুসারে কোন মোকদ্দমা কিম্বা অন্য কোন প্রকার লিখন পত্র শ্রীযুত নওয়াব নাজেম বাহাদুরের নিকট পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে নিজামৎসম্পর্কীয় সাহেবের দ্বারা পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮০৫ সা। ১৯ আ। ২ ধা।

১৪৮। কোন ব্যক্তির প্রতি টাকা দেয় হইলে সুপ্রিম কোর্টের এক জন উকীল এক পত্র জিলার জজ সাহেবের নিকট লিখিয়া ঐ টাকা দিতে নিষেধ করিলেন। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ঐ পত্রপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তিকে ঐ টাকা দেওয়া জজ সাহেব রহিত করিতে পারেন না।—১৮৩৬ সালের ৪ জুনের সবাসবী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১২ ধারা।

প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন এবং মুনসেফের পদের নিমিত্ত নাম লিখন।

১৪৯। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে হুকুম করিতেছেন যে উত্তর কালে প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীনেরদের পদের নিমিত্ত অথবা একটিংরূপে কিছু কালের নিমিত্ত নিযুক্তকরণের বিষয়ে কোন ব্যক্তির নাম লিখিয়া পাঠাইতে হইলে তুমি যথাসাধ্য নীচের লিখিত বিধির অনুসারে কার্য্য করিবা।—১৮৩৩ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৫০। যদ্যপি কমিসনর এবং জজ সাহেব পরামর্শ করিয়া একি ব্যক্তির নাম লিখিতে সম্মত হন তবে জজ সাহেব এক কৈফিয়ৎ প্রস্তুত করিয়া কমিসনর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। পরে কমিসনর সাহেবের মন্তব্য কথার ঘরে ঐ কমিসনর সাহেব আপনার অভিপ্রায় লিখিয়া কৈফিয়তে দস্তখৎ করিবেন এবং তাহা গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠাইবেন।—১৮৩৩ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৫১। যদ্যপি জজ ও কমিসনর সাহেব একি ব্যক্তির নাম লিখনবিষয়ে ঐক্য না হন্ তবে জজ সাহেব কমিসনর সাহেবের নিকটে কৈফিয়ৎ পাঠাইবেন এবং তিনি কমিসনর সাহেবের মন্তব্য কথার ঘরের মধ্যে ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আপনার যে আপত্তি থাকে তাহা লিখিবেন এবং তাহা জজ সাহেবের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইবেন। এবং কমিসনর সাহেব যে ব্যক্তিকে পসন্দ করিয়াছেন তাহার বিষয়ে এক কৈফিয়ৎ জজ সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। যদ্যপি জজ সাহেব পুনর্ব্বার বিবেচনা করিয়া কমিসনর সাহেবের লিখিত ব্যক্তিকে উত্তম বোধ করেন্ তবে তিনি কমিসনর সাহেবের কৈফিয়তের মধ্যে জজ সাহেবের মন্তব্য কথার ঘরের মধ্যে আপন সম্মতি লিখিয়া দস্তখৎ করিবেন এবং তাহা গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠাইবেন কিন্তু যদি তথাপি জজ সাহেব আপনার লিখিত ব্যক্তিকে উপযুক্ত বোধ করেন তবে তিনি কমিসনর সাহেবের কৈফিয়তের মধ্যে আপনার ঐ কথা লিখিবেন এবং কমিসনর সাহেবের লিখিত ব্যক্তির বিষয়ে তাহার যে আপত্তি থাকে তাহাও লিখিবেন এবং ঐ কৈফিয়ৎ কমিসনর সাহেবের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইবেন। যদি কমিসনর সাহেব তাহা পাইয়া আপনার লিখিত ব্যক্তিকে নিতান্ত যোগ্য বোধ করেন্ তবে তিনি উভয় কৈফিয়ৎ গবর্ণমেণ্টের হুকুমের নিমিত্তে তথায় পাঠাইবেন।—১৮৩৩ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৫২। যে ব্যক্তির নাম এইরূপে লেখা যায় তাঁহার যে জিলায় নিযুক্ত হওনের কল্প আছে সেই জিলা কি অন্য কোন জিলার সরকারী আমলার এবং কোন২ আমলার অথবা মান্য বা বিশিষ্ট ব্যক্তির অথবা ভাবি সম্পত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার কোন কুটুম্বতা কি সম্পর্ক আছে কি না এবং যে জিলায় ইহার পূর্ব্বে তিনি কার্য্য করিয়াছেন অথবা বাস করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কিপর্য্যন্ত মর্য্যাদা ছিল এই সকল বৃত্তান্ত ঐ কৈফিয়তের ১১ সংখ্যক ঘরে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৫৩। যে ব্যক্তির নাম লিখিত হইয়াছে তাঁহার আচার ব্যবহার ও কর্ম্মযোগ্যতার বিষয় কমিসনর সাহেব ও জজ সাহেবের জানিবার যে২ সুযোগ ছিল তাহা ঐ কৈফিয়তের ১২ ও ১৩ সংখ্যক ঘরে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

১৫৪। গবর্ণমেণ্টের ঐকমত ইচ্ছা আছে যে কর্ম্মযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহারা সারল্য ও সদাচারিতা বিষয়ে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ এমত ব্যক্তিদিগকে জজ ও কমিসনর সাহেব অনুসন্ধান করিয়া মনোনীত করেন।—১৮৩৩ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

১৫৫। গত জুন মাসের ২০ তারিখের সদর আদালতের সরক্যুলর অর্ডরের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের যে হুকুম প্রকাশ হইল তাহাতে বিধান হইয়াছিল যে "দেওয়ানী বিচারকের পদাকাঙ্ক্ষিরা কোন বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত নহেন ইহা আপনারদের দরখাস্তের মধ্যে লিখিবেন" ঐ হুকুমের উপলক্ষে এক্ষণে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩৩ সালের ১৪ জুন তারিখের ৮৮ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের নিরূপিত পাঠানুসারে উত্তর কালে মুনসেফী কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদের কৈফিয়তের ১১ ঘর

জজ সাহেবেরা কিঞ্চিৎ মতান্তর করিয়া তাহার শিরোভাগে নীচের লিখিত যে কথা আছে* তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া ইহা লিখিবেন। "নামাঙ্কিত হওয়া ব্যক্তি কোন আইনের দ্বারা অযোগ্য নহেন এবং বাণিজ্যেতে কিম্বা তেজারতী ব্যাপারে লিপ্ত নহেন" এবং ঐ মতান্তরহওয়া শিরোভাগের অনুসারে যে বৃত্তান্ত লিখিতে হয় তাহা সেই ঘরে লিখিবেন।—১৮৪২ সালের ২ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

১৫৬। গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে সদর আদালত আদেশ করিতেছেন যে নীচের লিখিত বিষয়ে যে সকল পত্রাদি ইহার পূর্ব্বে সদর আদালতে পাঠান যাইত তাহা ইহার পর জুডিসিয়ল সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাইবা। মুনসেফঅপেক্ষা উচ্চপদস্থ অভিজ্ঞিত বিচারকেরদের কর্ম্মে নিযুক্ত করণ এবং উচ্চ পদ দেওন এবং এক স্থানহইতে অন্য স্থানে নিযুক্ত করণ। প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও প্রথম শ্রেণীর মুনসেফেরদের পদ শূন্য হইলে তাহার সম্বাদ একেবারে গবর্ণমেণ্টকে এই অভিপ্রায়ে দিতে হইবেক যে ঐ২ পদে অন্য ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করণার্থ যে সকল বৃত্তান্ত পাইবার আবশ্যক তাহা অগৌণে গবর্ণমেণ্টের নিকটে পঁহুছে। এবং প্রথম শ্রেণীর মুনসেফেরদের পদ শূন্য হইলে তাহাতে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এই নিমিত্তে ঐ শূন্য পদের এক রিপোর্ট এই সদর আদালতেও করিতে হইবেক। -১৮৪৩ সালের ২৭ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৩ ধারা।

প্রধান সদর আমীনের নিযোগ।

১৫৭। শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ক্ষমতা আছে যে কোন জিলা কিম্বা শহরের এলাকার মধ্যে এক কিম্বা ততোধিক প্রধান সদর আমীন নীচের লিখিত ক্ষমতার সহিত নিযুক্ত করেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৭ ধা। ১ প্র।

১৫৮। এদেশীয় সমস্ত লোক যে কোন জাতীয় বা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হন সকলেই প্রধান সদর আমীনের পদ পাইবার যোগ্য হইবেন এবং ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে বাচনীকরা লোকসকল শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নিযুক্ত হইবেন্ আর তাহার সনদ জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীর দস্তখতে সরকারহইতে পাইবেন ইতি। ১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৭ ধা। ২ প্র।

১৫৯। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৬ সালের ৩১ মার্চ তারিখের পরঅবধি কোন ব্যক্তি আপনার জন্মস্থান বা বংশপ্রযুক্ত বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম বাঙ্গধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন বা মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইবার অযোগ্য হইবেক না। -১৮৩৬ সা। ৮ আ। ১ ধা।

১৬০। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের যে প্রত্যেক ব্রিটনীয় জাত প্রজা অথবা ব্রিটনীয় জাত প্রজার সন্তান প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফের কর্ম্মে নিযুক্ত হন্ সেই ব্যক্তি ঐ প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফের কর্ম্মের উপলক্ষে যে সকল কর্ম্ম করেন তাহার বিষয়ে ব্রিটনীয় জাত প্রজা না হইলে দেওয়ানী ও ফৌজদারী যে নালিশের যোগ্য হইতেন এবং যে আদালতের এলাকার অধীন হইতেন সেই নালিশের যোগ্য এবং সেই আদালতের অধীন হইবেন ইতি।—১৮৩৬ সা। ৮ আ। ২ ধা।

১৬১। শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে মাসিক বেতন নির্দ্ধার্য্য করিবেন তাহা প্রধান সদর আমীনেরা পাইবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৭ ধা। ৩ প্র।

১৬২। যে ব্যক্তি প্রধান সদর আমীনী পদে নিযুক্ত হইবেন তিনি আপন কর্ম্ম স্থানে বসিবার পূর্ব্বে যে জিলা কিম্বা শহরে নিযুক্ত হইবেন সেই জিলা কি শহরের জজ সাহেবের সমক্ষে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৮ আইনের ২ ধারার লিখনানুসারে সুকৃতিপত্র লিখিয়া দিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৭ ধা। ৪ প্র।

১৬৩। উপরের প্রকরণের লিখিত আমলাদিগের চলিত আইনের মতে তাহারদিগের এখনপর্য্যন্ত যে হলফ্ করিতে হইতেছে তাহার বদলে যে আদালতে কি অন্য সিরিশ্তায় তাহারা মোকরর হইবেক সেই আদা-

* নামাঙ্কিত ব্যক্তি কোন আইনের দ্বারা অযোগ্য নহেন। ও সাধারণ মন্তব্য কথা।

লতের কি সিরিশতার জজ সাহেব কিম্বা বোর্ডের সাহেবদিগের কিম্বা কালেক্টর সাহেবদিগের অথবা তেজারতের কুঠীর মোথ্তারকার সাহেবদিগের কি আফীন কি নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের কিম্বা তাহারা অন্য যেং সাহেবের তাবে হয় তাঁহারদিগের সাক্ষাৎ মোকরবী অর্থাৎ নিরূপিত হলফের মজমূনে কিন্তু এই প্রভেদে যে হলফনামার হলফ শব্দের স্থানে একরার শব্দ দিয়া হলফনামা লিখিয়া দাখিল করিতে হইবেক ও যে ব্যক্তি ইহা করিবেক তাহার আপন লিখিয়া দেওয়া হলফনামার সত্যতার নিমিত্তে কোরান কি গঙ্গাজল স্পর্শকরণের কিছু আবশ্যক হইবেক না ইতি।—১৮১৭ সা। ১৮ আ। ২৩ধা। ২ প্র।

সুকৃতির দেওরা এই যে।

লিখিতং শ্রীঅমুকস' সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের অথবা অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের কিম্বা অমুক এলাকার দায়ের ও সায়েরের কিম্বা অমুক জিলা অথবা অমুক শহরের দেওয়ানী আদালতের সিরিশ্তাদারী (কিম্বা অন্য প্রধান আমলার কিম্বা মুনশীগিরী কিম্বা মুহুরিরগিরী কিম্বা নাজিরী) কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সুকৃতি করিতেছি যেআমি আপন মোতালকের সকল কার্য্য বুদ্ধিসাধ্যে সাবধানে প্রকৃতপ্রস্তাবে করিব এ আদালতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে ও উপস্থিত হয় ও নিষ্পত্তি হইযাছে তাহাতে আমি স্বহস্তে কিম্বা পরহস্তে কোন প্রকারে কাহারো স্থানে চক্রান্তে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস নজর অথবা সওগাৎ লইব না এবং আমার জ্ঞাতসারে আমার চাকর ও আমার তাবে লোক কাহাকেও এ আদালতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে ও উপস্থিত হয় ও নিষ্পত্তি হইযাছে তাহাতে তাহারদিগের নিজহস্তে কিম্বা অন্যের দ্বারা কোন প্রকারে কাহারো স্থানে গোপন কিম্বা অগোপনে কিছু নজর টাকা ও জিনিস ভেট লইতে দিব না এবং আমার এ কার্য্যের প্রতি যে প্রাপ্তি হইবার হুকুম হজুরহইতে হইয়াছে ও পশ্চাৎ যাহা হয় তাহা সেওযায় কোন মতে চক্রান্তে কিছু লাভ করিব না এতদর্থে সুকৃতি করিয়া সুকৃতিপত্র লিখিযা দিলাম ইতি। —১৭৯৩ সা। ১৩ আ। ৪ ধা।

১৬৪। গত মাসের ২২ তারিখের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিতেছেন যে পিতলের মোহর প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে নির্দ্দিষ্ট কথা খোদিত করিয়া তোমার জিলার প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনদিগকে দিবা এবং তাহার ব্যয় তোমার বাজে খরচের মধ্যে লিখিবা।—১৮৩৩ সালের ৮ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

১৬৫। ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ২ আইনের ১১ পারা এবং ১৮২৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের লিখিত হুকুম জিলা বা শহরের আদালতের মোকামভিন্ন অন্য কোন স্থানে থাকা প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের অথবা কোন মাজিস্ট্রেটী বা জাইণ্ট মাজিস্ট্রেটী বা কালেক্টরী অথবা ডেপুটী কালেক্টরী সরহদ্দের এলাকার মধ্যের প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের উপর খাটিবেক ইতি। ১৮৩২ সা। ৭ আ। ১৭ ধা।

১৬৬। কোন প্রধান সদর আমীনী পদ শূন্য হইলে সদর দেওয়ানী আদালত ঐ পদের নিমিত্তে যে তিন জন সদর আমীন তাঁহারদের বোধে অন্যাপেক্ষা যোগ্য হন্ তাঁহারদের নাম লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠাইবেন।—১৮৩৬ সালের ৩০ জুলাইর গবর্ণমেণ্টের অর্ডরের ৪ দফা।

১৬৭। এই পত্রের ২ দফার শেষে যে রূপ হুকুম আছে সেইরূপ যাঁহার যেমন যোগ্যতা তেমন একাদিক্রমে সাধ্যপর্য্যন্ত তাঁহারদের নাম লিখিতে হইবেক অথবা যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যোগ্যতা সমান হয় তবে { } এই প্রকার চিহ্নের মধ্যে তাঁহারদের নাম লিখিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ৩০ জুলাইর গবর্ণমেণ্টের অর্ডরের ৫ দফা।

১৬৮। যে ব্যক্তি সদর আমীনী কর্ম্ম না করিয়া থাকেন তিনি প্রধান সদর আমীনী কার্য্যে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না।—১৮৩৬ সালের ৩০ জুলাইর গবর্ণমেণ্টের অর্ডরের নোট।

১৬৯। এই সুযোগে তুমি সকল প্রধান সদর আমীনকে জানাইবা যে যে প্রধান সদর আমীনেরদের সদাচার ও ব্যবহার এবং কার্য্য বিশেষ রিপোর্ট হওনের যোগ্য এমত সমস্ত প্রধান সদর আমীনের নাম এক বিশেষ রিপোর্টে লিখিত হইযা প্রতিবৎসরে সদর আদালতের দ্বারা বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্ণর্ সাহেবের নিকটে দেওয়া যাইবেক।—১৮৩৬ সালের ৭ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর কেবল বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে চলিত।

১৭০। সদর আমীন অথবা প্রধান সদর আমীন যে কোন জিলার লোকের অনেক টাকা ধারেন এমত জিলাতে তাঁহারদিগকে নিযুক্ত করা উচিত নহে।—১৮৩২ সালের ২৬ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

১৪ ধারা।

প্রধান সদর আমীনের নামে নালিশ।

১৭১। প্রধান সদর আমীনেরা আপনং ভাবের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে ঘুষ লইলে কি জবরদস্তী করিয়া কিছু লইলে কিম্বা অন্য কোন মন্দ কর্ম্ম করিলে ফৌজদারী আদালতে নালিশের যোগ্য হইবেন আর দায়েরসায়েরী আদালতে তাঁহারদের অপরাধ প্রমাণ হইলে মোকদ্দমার ভাব ও প্রকার বুঝিয়া জরীমানা ও কয়েদের হুকুম হইতে পারিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন প্রধান সদর আমীনহইতে কর্ম্মের নির্ব্বাহ কি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কেবল সিরিশতায় হওয়াতে কোন কসুর হয় কিম্বা তাহাতে কিছু চুকভুল হয় তবে আদালতে তাহার ধরাধর ও আপত্তি হইতে পারিবেক না বরং প্রধান সদর আমীনদিগের নামে ঘুষ লওনের কিম্বা জবরদস্তী করিয়া কিছু লওনের কিম্বা আপনারদিগের পাওয়া ক্ষমতা দৌরাত্ম্যক্রমে কি হুকুমের অন্য মতে করণের নালিশ হইলে যাবৎ সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যদ্বারা জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের ঐ নালিশ সত্য অনুভব না হয় তাবৎ তাহারদিগকে আদালতে তলব ও হাজির করিতে পারিবেন না ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৬ ধা। ৫ প্র।

১৫ ধারা।

সদর আমীন নিযুক্ত করণ।

১৭২। যে জিলা ও শহরে এই আইন জারী হইবেক সেখানকার সদর আমীনসকলের বর্ত্তমান সিরিশ্তা জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবের সহিত একত্র হইয়া শুধরিবেন ও উত্তর কালে মুনসেফদিগের মত ঐ সদর আমীনের বাচনী ও সংখ্যা শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমানুসারে নির্দ্ধার্য্য হইবেক এদেশীয় সর্ব্বজাতীয় লোক যে মতাবলম্বী হউক সকলেই এই পদ পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি। - ১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৩ ধা।

[এই পদ এইক্ষণ সকল লোকেই পাইতে পারেন। এই অধ্যায়ের ১৫৯ নম্বরী বিধান দেখ।]

১৭৩। যে সকল ব্যক্তিরা উত্তর কালে সদর আমীনী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগকেও ঐ মত সনদ দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৬৫ ধা। ২ প্র।

[১৮৩১ সালের ৫ আইন জারীহওনের পরে গবর্ণমেণ্ট সদর আমীনেরদের নিযুক্ত হইবার হুকুম দিয়াছেন।]

১৭৪। যে কোন ব্যক্তি সদর আমীনী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেক তাহার কর্ত্তব্য যে আপন কর্ম্মে প্রবৃত্তহওনের পূর্ব্বে এই আইনের শেষের লেখা ৮ নম্বরের শরওযামতে যে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের অধিকারে সদর আমীনী করিতে থাকিবেক সেই জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরে দিব্য করে কিন্তু জজ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যে কোন প্রকারেতে কোন সদর আমীনের দিব্য মাফ করা উচিত বুঝেন্ তাহাতে দিব্যের বদলে তাহার স্থানে দিব্যের পাঠে একরারনামা লেখাইয়া লন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৬৬ ধা।

যাহারা সদর আমীনী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের দিব্যের পাঠ এই যে আমি অমুক যেহেতুক আমি অমুক জিলা কি শহরেতে সদর আমীনী কর্ম্মে মোকরর হইলাম অতএব দিব্য করিতেছি যে আমার নিকটে আমার বিচার ও নিষ্পত্তির যোগ্য যে সকল মোকদ্দমা আইসে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি কিম্বা আমার ভারসম্পর্কীয় অন্যং কর্ম্মের নির্ব্বাহ আপন বিবেচনা ও বুদ্ধিসাধ্যে ও বিনা পক্ষপাতে করিব এবং নিষ্পত্তির নিমিত্তে আমার নিকটে সোপর্দ্দহওয়া কোন মোকদ্দমাতে কিছু নগদ টাকা কি জিনিস কি বস্তু স্পষ্টক্রমে কি চক্রান্তে লইব না ও আপন জ্ঞাতসারে অন্যেরেও লইতে দিব না বরং আমার কার্য্যোপদেশের কারণ যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মতে কার্য্য করিতে কোন প্রকারে কিছু ত্রুটি করিব না ও আমার প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্মের নির্ব্বাহ সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মক্রমে ও যথার্থরূপে করিব ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। আপেণ্ডিক্সের ৮ নম্বর।

১৭৫। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে সকল মুনসেফ এই আইনানুসারে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের বিষয় যে সকল হুকুম এই আইনের ৯ ও ১০ ধারাতে লেখা গিয়াছে সে সকল হুকুম সদর আমীনদিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও সদর আমীনদিগকে হুকুম আছে যে জিলা কি শহরের সদর মোকামের মধ্যে

যে স্থান জজ সাহেব বিহিত বুঝেন ও তথায় সদর আমীনী কাছারী নির্দ্দিষ্ট করিবার হুকুম দেন সেই স্থানে আপনারদিগের কাছারী নির্দ্দিষ্ট করেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৬৭ ধা।

১৭৬। ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ২ আইনের ১১ ধারা এবং ১৮২৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের লিখিত হুকুম জিলা বা শহরের আদালতের মোকামভিন্ন অন্য কোন স্থানে থাকা প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের অথবা কোন মাজিষ্ট্রেটী বা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটী বা কালেক্টরী অথবা ডেপুটী কালেক্টরী সরহদ্দের এলাকার মধ্যের প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের উপর খাটিবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ১৭ ধা।

১৭৭। গত মাসের ২২ তারিখের গবর্ণমেণ্টের হুকুমানুসারে সদর আদালত পিতলের মোহর প্রস্তুত করিতে এবং তাহার উপর কথা খুদিতে এবং তোমার জিলার প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনদিগকে তাহা দিতে হুকুম করিতেছেন তাহার ব্যয় বাজে খরচের মধ্যে লিখিবা।—১৮৩৩ সালের ৮ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

১৭৮। সদর আমীনের মৃত্যু বা কর্ম্মহইতে অবসর হওনপ্রযুক্ত কি অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত তাহার পদ খালী হইলে সদর দেওয়ানী আদালত নানা জিলার ইসমনবীসীর মধ্যহইতে বাছিয়া যে তিন জন মুনসেফকে অন্যেরদের অপেক্ষা ঐ খালী কর্ম্ম পাইবার যোগ্য বোধ করেন তাহারদের কোন এক জনের বিষয়ে অন্য যে কোন বৃত্তান্ত জানিবার আবশ্যক হয় তাহা তলব করিয়া এবং আপনারদের আদালতের বোযদাদ অনুসন্ধান করিয়া ঐ তিন জনের নাম লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার নিমিত্তে তথায় পাঠাইবেন।—১৮৩৬ সালের ৩০ জুলাইর গবর্ণমেণ্টের অর্ডরের ৩ দফা।

১৭৯। উক্ত কালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সদর আমীনী পদে নিযুক্ত হইবার যে তিন জন মুনসেফের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেন ঐ ব্যক্তিছাড়া কেহ মুনসেফী পদ পাইবেন না এবং সদর আদালতের ঐরূপ পরামর্শ দেওনের পূর্ব্বে যে মুনসেফ বারো মাসপর্য্যন্ত মুনসেফী কর্ম্ম করেন নাই তিনি ঐ সদর আমীনী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।—১৮৪০ সালের ৪ আগষ্টের গবর্ণমেণ্টের বিধানের ১১ দফা।

১৮০। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের এবং ১৮২১ সালের ২ আইনের এবং চলিত অন্য যে কোন আইনের লিখিত যে২ কথাক্রমে সদর আমীনেরা প্রথমতঃ কি আপীলরূপে উপস্থিত হওয়া যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করে কিম্বা তাহারদিগের নিকটে রাজীনামা দাখিল হওনের দ্বারা যে সকল মোকদ্দমার রফা হয় তাহার নালিশী আরজী দেওনের সময়ে দাখিলহওয়া রসুমের কিম্বা তাহার বদলে ইষ্টাম্পের মূল্যের যে টাকা ঐ কার্য্যের বেতনস্বরূপ পাইতে পারিত তাহা এই প্রকরণের দ্বারা রদ হইল এবং ঐ সকল কথা ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ৩০ আপ্রিলের পরে প্রবল থাকিবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ১৩ আ। ২ ধা। ১ প্র।

১৮১। ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের মে মাসের ১ তারিখঅবধি সদর আমীনেরা উপরের উক্ত রসুমের কি তাহার বদলে ইষ্টাম্পের মূল্যের টাকার পরিবর্ত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলেতে তাহারদিগের প্রত্যেক জনের নিমিত্তে যে২ মাহিয়ানা নিরূপণ করেন তাহা পাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১৩ আ। ২ ধা। ২ প্র।

১৮২। জিলা ও শহরের আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী আপন২ ভারোপলক্ষে সদর আমীন হইবেন না কিন্তু অন্য লোকের ন্যায় ঐ কর্ম্মের যোগ্য হইবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৪ ধা। ২ প্র।

[পণ্ডিতেরা ও মৌলবীরা ইমতিহান না দিয়া মুনসেফী পদে নিযুক্ত হইতে পারেন। এবং তাহারদের বিশেষ গুণ থাকিলে সদর আমীনী পদে নিযুক্ত হইতে পারেন। এই অধ্যায়ের ২৩০ নম্বরী বিধান দেখ।]

১৮৩। সদর আদালতের সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন যে জিলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত মুনসেফ ঐ জিলার সদর মোকামে অর্থাৎ প্রথম ভাগে তাহার নিয়মিত মুনসেফী কার্য্যের অতিরিক্ত ঐ জিলার সদর আমীনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে নিযুক্ত হন্। ঐ পরামর্শের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেব যে পত্র লেখেন তাহার চুম্বক সদর আদালতের হুকুমক্রমে তোমার নিকটে পাঠাইতেছি। ঐ পরামর্শেতে গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইয়াছেন অতএব তোমার জিলার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত মুনসেফকে অগ্রেতে বাছিয়া তাঁহাকে জিলার সদর আমীনী এবং জিলার সদর মোকামের মুনসেফী পদে নিযুক্তহওনের বিষয়ে কমিস্যনর সাহেবের মারফৎ নিরূপিত পাঠানুসারে গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই পরামর্শের পত্র লিখিয়া অর্পণ করিবা। কোন ব্যক্তিকে এই পদে নিযুক্ত করণের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইলে তুমি ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারানুসারে ৩০০৲ অবধি ১০০০৲ টাকাপর্য্যন্ত মূল্যের যে সকল মোকদ্দমা অন্য কোন আদালতে উপস্থিত থাকে তাহা ঐ বিচারককে আপন সদর আমীনী পদের উপলক্ষে অর্পণ করিবা। ৩০০৲ টাকার

অনূর্দ্ধ যে মোকদ্দমার হেতু তাঁহার এলাকার সীমার মধ্যে হইয়া থাকে এমত মোকদ্দমা তিনি সদর মোকামের মুনসেফী পদের উপলক্ষে সুতরাং শুনিয়া বিচার করিবেন।

পুনশ্চ তোমাকে জানাইতেছি যে এই নিয়মের প্রধান অভিপ্রায় এই যে ৩০০৲ টাকাঅবধি ১০০০৲ টাকাপর্য্যন্তের যে সকল মোকদ্দমা এক্ষণে তোমার আদালতের প্রধান সদর আমীনের নথীতে রাখা আবশ্যক তাহা তথাহইতে উঠান যায় ইহা হইলে ঐ প্রধান সদর আমীন তোমার জিলায় মুলতবীথাকা আপীলের নিষ্পত্তিবিষয়ে তোমার অধিক সাহায্য করিতে পারিবেন। অতএব তুমি মনোযোগ করিয়া ১০০০৲ টাকার অনূর্দ্ধ সকল মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নথীহইতে উঠাইয়া মুনসেফ অথবা সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করিবা। কিন্তু যদি অর্পণ না করণের কোন বিশেষ হেতু থাকে তবে অর্পণ করিবা না। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে এই আজ্ঞানুসারে কার্য্য সমাপ্ত হইলে তাহার বিষয়ের এক রিপোর্ট করিবা এবং যত মোকদ্দমা এইরূপে সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইয়াছে তাহার সংখ্যা এবং সদর আদালতে অন্য যে কোন কথা তুমি জানাইতে উচিত বোধ কর তাহা ঐ রিপোর্টের মধ্যে লিখিবা।—১৮৩৫ সালের ৩ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর কেবল বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে চলিত।

১৬ ধারা।

সদর আমীন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে তাঁহারদের নামে নালিশ।

১৮৪। যদি মুনসেফেরা মুনসেফী কর্ম্মকরণেতে রেশ্বৎ অর্থাৎ ঘুষ লয় কি জবরদস্তী করিয়া কিছু লয় কিম্বা তাহারদিগকে দেওয়া ক্ষমতার কার্য্য দৌরাত্ম্যক্রমে ও হুকুমের অন্যথামতে করে তবে ইহার নালিশ তাহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ও আদালতের জজ সাহেবের হজুরে ঐ নালিশের কথা প্রমাণ হইলে আদালতের সাহেব ঐ মুনসেফের স্থানহইতে যত দণ্ড ও আদালতের খরচা উচিত বুঝেন তাহা ফরিয়াদীকে দেওয়ান ইতি। —১৮১৪ সা। ২৩ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

১৮৫। মুনসেফেরা আপনং ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে রেশ্বৎ অর্থাৎ ঘুস লইলে কি জবরদস্তী করিয়া কিছু লইলে কিম্বা অন্য কোন মন্দ কর্ম্ম করিলে ফৌজদারীহইতে শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবেক ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে অপরাধ প্রমাণ হইলে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া তাহারদিগের উপর জরীমানা ও কয়েদের হুকুম হইতে পারিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন মুনসেফহইতে কর্ম্মের নির্ব্বাহ কি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কেবল নিরিশ্তায় হওয়াতে কোন কসুর হয় কিম্বা তাহাহইতে কিছু চুকভুল হয় তবে আদালতে তাহার ধরাধর ও আপত্তি হইতে পারিবেক না বরং মুনসেফদিগের নামে রেশ্বৎ অর্থাৎ ঘুষ লওনের কি জবরদস্তী করিয়া কিছু লওনের কিম্বা আপনারদিগের পাওয়া ক্ষমতার কার্য্য দৌরাত্ম্যক্রমে কি হুকুমের অন্যমতে করণের নালিশ হইলে যাবৎ সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য দ্বারা কি অন্য কোন বিশিষ্ট প্রমাণেতে আদালতের সাহেবের ঐ নালিশ সত্য অনুভব না হয় তাবৎ তাহারদিগকে আদালতে তলব ও হাজির করিতে পারিবেন না ইতি। —১৮১৪ সা। ২৩ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

১৮৬। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে সকল মুনসেফ এই আইনানুসারে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের বিষয়ে যে সকল হুকুম এই আইনের ৯ ও ১০ ধারাতে লেখা গিয়াছে সে সকল হুকুম সদর আমীনদিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৬৭ ধা।

১৮৭। যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণে হুকুম আছে যে "মুনসেফেরদিগহইতে আপনং ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের মধ্যে কর্ম্মহইতে তগীর কি সস্পেণ্ড না হইতে পারিবার মত আরং প্রকার বিরুদ্ধাচরণ ও শৈথিল্য হইলে জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ২০৲ কুড়ি টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা তাহারদিগের স্থানে লন্ ও এমতং গতিকের বিষয়েতে জজ সাহেব যে হুকুম দিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক।" এবং যেহেতুক ঐ আইনের ৬৭ ধারানুসারে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই হুকুম হইয়াছিল যে ঐ বিধান যেমন মুনসেফের বিষয়ে খাটে তেমনি সদর আমীনের বিষয়েও খাটান যায়। এবং যেহেতুক মুনসেফেরদের ও সদর আমীনেরদের পূর্ব্বাপেক্ষা বিচারকরণসম্পর্কীয় যে উচ্চ পদ এক্ষণে হইয়াছে তদ্দৃষ্টে ঐ বিধান তাঁহারদের বিষয়ে উপযুক্তমতে আর খাটে না। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ঐ আইনের ৬৭ ধারার যে ভাগে লেখে যে ঐ প্রকরণ সদর আমীনের বিষয়ে খাটে সেই ভাগ রদ হইল ইতি।—১৮৪৭ সা। ১২ আ।

[১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরি তারিখের যে সকল গবর্ণমেণ্টের অর্ডর এই কেতাবের মধ্যে এই চিহ্ন [ ] পূর্ব্বে ও পরে দিয়া ছাপা হইয়াছে তাহা কোন আইনের অন্তর্গত হয় নাহি কিন্তু উভয় বিবাদির এবং আদালতের লোকেরদের তাহা জানিবার আবশ্যক বোধ হওয়াতে তাহা দেওয়া গেল।]

[১৮৮। সদর আদালতের পত্রের মর্ম্মানুসারে মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনের বেশ্বৎ অর্থাৎ ঘুষ লওন কিম্বা জবরদস্তী করিয়া কিছু লওন কি তাঁহারদিগকে দেওয়া ক্ষমতার কার্য্য দেখাক্যক্রমে ও হুকুমের অন্যথা-মতে করণের যে অপরাধ সাব্যস্ত হইলে অপরাধি ব্যক্তির দণ্ড ও ফরিয়াদীকে আদালতের খরচা দিতে হইত এমত অপ-রাধের মোকদ্দমা জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক এবং তিনি তাহার বিচার করিবেন পরে সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার উপর আপীল হইতে পারে।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির গবর্ণমেণ্টের ৭ নম্বরী অর্ডর।]

১৭ ধারা।

মুনসেফ। তাঁহারদের ইমতিহান ও নিযুক্তহওন ও এলাকার বিষয়ের বিধি।

মুনসেফী কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদের ইমতিহানের নিমিত্তে বিধান।

১৮৯। উত্তর পশ্চিম দেশের যে তিন জিলা এবং বাঙ্গলা দেশের যে চারি জিলা ঐ দেশের ও বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেব মনোনীত করিবেন তাহাতে ইমতিহানলওনের এক২ প্রদেশীয় কমিটি নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাতে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিতে উচিত বোধ করেন তাঁহারা এবং সামান্যতঃ নীচের লিখিত কার্য্যকারকেরা নিযুক্ত হইবেন।

১। বিশেষতঃ যে এলাকার মধ্যে ঐ জিলা থাকে তাহার কমিস্যনর সাহেব।

২। জিলার জজ সাহেব।

৩। মাজিস্ট্রেট সাহেব।

৪। ঐ জিলার প্রধান সদর আমীন বা প্রধান সদর আমীনসকল।—মুনসেফের কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরদের ইমতিহানের বিষয়ি ১৮৪০ সালের ৪ আগস্টের বিধির ১ দফা।

১৯০। মুনসেফী কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিদিগের প্রতি হুকুম হইল যে যে প্রদেশের মধ্যে তাঁহারা ইমতিহান দিতে ইচ্ছা করেন সেই প্রদেশের কোন এক জিলার জজ সাহেবের নিকটে ইমতিহান দেওনের অন্যূন দুই মাস পূর্ব্বে আপনারদের ইমতি-হান দেওনের দরখাস্ত পাঠান্ কিন্তু যে জজ সাহেব উক্ত কমিটির মেম্বর তাঁহার নিকটে দরখাস্ত দিতে হইবেক না। ঐ ঐ ২ দফা।

১৯১। ১৮৪০ সালের ৪ আগাস্ট তারিখের গবর্ণমেণ্টের বিধির দ্বিতীয় প্রকরণের উপলক্ষে সদর আদালতের আজ্ঞা ক্রমে তোমাকে হুকুম করিতেছি যে মুনসেফের পদাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরা আচার ব্যবহারের সার্টিফিকটের নিমিত্ত যে দরখাস্ত করেন তাহা পাইবার তারিখ টুকিয়া রাখিবা।—১৮৪১ সালের ১০ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৯২। দরখাস্তকরণিয়ার আচরণের বিষয়ে এমত কিছু অপবাদ নাহি যে তাহাতে তিনি ইমতিহান দেওনের অযোগ্য ইহা নিশ্চয়করণার্থে জজ সাহেব যেমত উচিত বুঝেন সেইমত অনুসন্ধান করিবেন পরে ঐ দরখাস্তের উপর লিখিবেন যে দরখাস্ত-করণিয়া ব্যক্তির ইমতিহান লওয়া যাইতে পারে।—১৮৪০ সালের ৪ আগস্টের ইমতিহানবিষয়ি বিধির ৩ দফা।

১৯৩। সদর আদালতের সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে জানাইতেছেন যে উত্তর কালে মুনসেফর পদাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদের ইমতিহান বৎসরের মধ্যে একবার অর্থাৎ বৎসরের আরম্ভে হইবেক।—১৮৪২ সালের ২৩ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৯৪। সময়ে২ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যেরূপ নির্দ্দিষ্ট করিবেন সেইরূপে কমিটি ইমতিহান লইবেন।—১৮৪০ সালের ৪ আগস্টের ইমতিহানবিষয়ি বিধির ৫ দফা।

১৯৫। ইমতিহান সমাপ্ত হইলে পর যে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদিগকে কমিটি উপযুক্ত বোধ করেন তাঁহারদিগকে সদর দে-ওয়ানী আদালতের নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে মুনসেফী কর্ম্মের যোগ্যতার পত্র দিবেন এবং ঐরূপ কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদের ইসম-নবীসীতে উপযুক্তমতে দস্তখৎ করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন।—ঐ ঐ ৬ দফা।

১৯৬। যে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরা এরূপ যোগ্যতার পত্র পান তাঁহারা দরখাস্ত করিলে শূন্য মুনসেফী কর্ম্ম তাঁহারদিগকে দিবার নিমিত্তে জিলার জজ ও কমিস্যনর সাহেবেরা পরামর্শ দিতে পারেন এবং যে কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরা এরূপ যোগ্য-

তাব পত্র না পাইয়া থাকেন তাঁহাবদেব অপেক্ষা পত্রপ্রাপ্ত ব্যক্তিবা সদব আদালতেব দ্বাবা শূন্য মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্তহওনের যোগ্য হইবেন।—১৮৪০ সালেব ৪ আগষ্টেব ইমতিহানবিষযি বিধিব ৭ দফা।

১৯৭। যদ্যপি কোন জিলাব জজ সাহেব যোগ্যতাব পত্রপ্রাপ্ত কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি কোন ব্যক্তিব স্থানে দরখাস্ত না পাওযাতে শূন্য মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত হওনেব নিমিত্তে যোগ্যতাব পত্র না পাওযা কর্ম্মেব আকাঙ্ক্ষি কোন ব্যক্তিব নাম লিখিয়া সদব দেওয়ানী আদালতে পাঠান্ তবে সদব দেওযানী আদালতেব সাহেবেবা ইমতিহানে উত্তীর্ণ ব্যক্তিবদের ইসমনবীসীর মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ শূন্য পদ গ্রহণ কবিতে সম্মত তাঁহাকে ঐ শূন্য পদে নিযুক্ত কবিবেন কিন্তু ঐ ইসমনবীসীব লিখিত কোন ব্যক্তি কর্ম্ম লইতে সম্মত কি না এই বিষয় অনুসন্ধান কবণের নিমিত্তে ঐ সদব আদালতেব সাহেবেবা শূন্য পদে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত কবিতে বিলম্ব কবিবেন না। যখন জজ সাহেবেব দ্বারা নামাঙ্কিত ব্যক্তিব বিষয় সদব দেওযানী আদালতেব সাহেবেবা বিবেচনা কবিতে বৈসেন তখন ইসমনবীসীব লিখিত কোন ব্যক্তিব দবখাস্ত যদি তাঁহাবদেব নিকটে না পঁহুছিয়া থাকে তবে তাঁহাবা অন্য কোন আপত্তি না থাকিলে কর্ম্মেব আকাঙ্ক্ষি যে ব্যক্তিব নিমিত্তে জিলাব জজ সাহেব পবামর্শ দিযাছিলেন তাঁহাকে কিঞ্চিৎ কালেব নিমিত্তে নিযুক্ত কবিবেন কিন্তু নীচেব লিখিত বিধানানুসাবে ঐ ব্যক্তিব সময়ক্রমে এক যোগ্যতাব পত্র পাওনেব আবশ্যক আছে।— ঐ ঐ ৮ দফা।

১৯৮। যে ব্যক্তি যোগ্যতাব পত্র না পাইয়া থাকেন তিনি যদি উপরেব উক্ত বিধানানুসাবে উত্তব কালে মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত হন তবে নিযুক্তহওনেব তাবিখেব ছয মাসেব পবে প্রদেশীয কমিটি যে প্রথম ইমতিহান লইবেন তাহাতে তিনি ইমতিহান দেওনেব নিমিত্তে হাজিব হইবেন এবং যদি সেই সময়ে তিনি যোগ্যতাব পত্র পাইতে না পাবেন তবে তাঁহাব সেই পদ শূন্য হইল জ্ঞান কবিতে হইবেক। ঐ ঐ ৯ দফা।

১৯৯। এই বিধানসকল জাবী হইলে পব যদ্যপি কোন জিলাব জজ সাহেব কোন কার্য্যপ্রযুক্ত অথবা যে এজহাব বীতিমতে তাঁহাকে দেওযা যায ত-প্রযুক্ত বিলক্ষণ বিশিষ্ট হেতুতে বোধ কবেন যে তাঁহাব অধীন ইমতিহান না হওযা কোন মুনসেফ আপনাব পদেব কর্ম্ম উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ কবিতে পাবেন না তবে ঐ জজ সাহেব কমিস্যনব সাহেবেব সহিত একবাক্য হইযা ঐ মুনসেফকে প্রদেশীয কমিটিব আগামি বৈঠকে ইমতিহান দেওনেব নিমিত্তে হাজিব হইতে হুকুম কবিতে পাবেন। এবং যদি কোন মুনসেফ এইমত হুকুম পাইযা ইমতিহান দেওনে অসম্মত হন অথবা ইমতিহান দিযা যোগ্যতাব পত্র না পান তবে তিনি কর্ম্মচ্যুত হইবেন এবং তৎপবে যোগ্যতাব পত্র না পাওযাপর্য্যন্ত পুনর্ব্বাব মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন না।— ঐ ঐ ১০ দফা।

২০০। সদব দেওযানী আদালত হুকুম কবিতেছেন যে ১৮৪০ সালেব ৪ আগষ্ট তাবিখে কর্ত্তৃস্থকাবি গবর্ণমেণ্ট যে বিধি জাবী কবিলেন তাহাব ১০ ধাবাক্রমে যখন জজ সাহেবেবা মুনসেফেবদিগকে প্রদেশীয কমিটিব নিকটে ইমতিহান দেওনেব নিমিত্তে যাইতে হুকুম কবেন তখন তাহাবা ঐ কমিটিব নিকটে ছযমাসীয ইমতিহানেব পনেব দিন পূর্ব্বে তাহাব সংবাদ দিবেন। —১৮৪১ সালেব ১৮ জানুআবিব সবক্যালেব অর্ডব।

২০১। ইমতিহান কতৃক জোবানীতে লওযা যাইবেক এবং আব কতৃক যে জিজ্ঞাসা পূর্ব্বে প্রস্তুত কবা গিযাছে তাহাব লিখিত উত্তবেব দ্বাবা হইবেক। মুনসেফী কর্ম্মেব আকাঙ্ক্ষিবদেব ইমতিহানেব বিষযি ১৮৪১ সালেব ২০ আপ্রিলেব বিধিব ১ দফা।

২০২। সদব দেওযানী আদালতেব সাহেবেবা আইন দেখিযা এবং দেওযানী আদালতেব কার্য্যসাধনেব নিমিত্তে যে বিধান হইযাছে তাহা দেখিযা ঐ জিজ্ঞাসা প্রস্তুত কবিবেন এবং ইমতিহান আবম্ভ হইবেক এই বিষয়েব নিযামিত বিপোর্ট ইমতিহানলওনিযা কমিটিব স্থানহইতে প্রাপ্ত হইলে তাঁহাবদেব নিকটে তাহা পাঠাইবেন। ঐ ঐ ২ দফা।

২০৩। কর্ম্মেব আকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিবা কোন পুস্তক না দেখিযা এবং যাহাতে ঐ বিষযেব জ্ঞানপ্রাপ্ত হইতে পাবেন এমত কিছু না দেখিযা ইমতিহানলওনিযা কমিটিব দুই জন মেম্বেবেব সমক্ষে ঐ জিজ্ঞাসাব উত্তব লিখিবেন ঐ দুই জন মেম্বেবে এক জন ঐ জিলাব জজ কিম্বা ঐ এলাকাব কমিস্যনব হইবেন। কিন্তু তাহাব পব ঐ কমিটিব সমস্ত ব্যক্তি কর্ম্মেব আকাঙ্ক্ষিবদেব উত্তব বিবেচনা কবিযা তাঁহাবদেব কর্ম্মেব যোগ্যতাব বিষযেব বিপোর্ট কবিবেন। কর্ম্মেব আকাঙ্ক্ষিবা আপনাবদেব ইচ্ছামতে যে কোন ভাষায উত্তব লিখিতে পাবেন। কিন্তু যদি ঐ কর্ম্মেব আকাঙ্ক্ষি ব্যক্তি অন্যান্য বিষযে মুনসেফী কর্ম্মেব উপযুক্ত বোধ হন তথাপি এই দেশেব সামান্য চলিত ভাষায তাঁহাব উপযুক্ত জ্ঞান আছে কি না এই বিষয কমিটিব নিশ্চয কবিযা জ্ঞাত হওনের আবশ্যক।—ঐ ঐ ৩ দফা।

২০৪। কর্ম্মেব আকাঙ্ক্ষিবা ঐ জিজ্ঞাসাব উত্তব লিখিযা দিলে পব মুনসেফেব দ্বাবা যে কোন এক মোকদ্দমাব দোষগুণ বিবেচনাপূর্ব্বক নিষ্পত্তি হইযাছে তাহাব সমুদয় কাগজপত্র এক জন মুহুবীব কর্ম্মেব আকাঙ্ক্ষি প্রত্যেক ব্যক্তিব নিকটে এক২ করিযা পাঠ করিবেক কেবল তাহার চূড়ান্ত ডিক্রী পাঠ কবিবেক না। পবে কর্ম্মেব আকাঙ্ক্ষি ব্যক্তি উভয় বিবাদির বিরোধি বিষয়ে এবং আইনমতে ও উভয় পক্ষেব নিমিত্তে যে বিশেষ বিধান আছে তাহা দৃষ্টে ঐ মোকদ্দমাব যেরূপ নিষ্পত্তি করা উচিত তদ্বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় যে ভাষায ইচ্ছা হয সেই ভাষায লিখিবেন। পরে ঐ কমিটিব সমস্ত

ব্যক্তি ঐরূপ লিখিত অভিপ্রায় বিচার করিয়া কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও আইনবিষয়ক জ্ঞান নিশ্চয় অবধারণ করিবেন।—মুনসেফী কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষিদের ইমতিহানের বিষয়ি ১৮৪১ সালের ২০ আপ্রিলের বিধির ৪ দফা।

২০৫। ইমতিহান সমাপ্ত হইলে পর কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিদের ঐ লিখিত জিজ্ঞাসার উত্তর সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান যাইবেক।—ঐ ঐ ৫ দফা।

২০৬। ইমতিহানলওনিয়া কমিটির সমস্ত ব্যক্তির বৈঠকে জোবানী ইমতিহান লওয়া যাইবেক এবং তাঁহারা এতদ্দেশীয় বিচারকেরদের আদালতের মূল বিধান ও তাহার যেপর্য্যন্ত এলাকা ও তাহার ক্ষমতা ও কর্ম্মসাধনের রীতির বিষয় আইনহইতে কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক২ করিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন।—ঐ ঐ ৬ দফা।

২০৭। ইমতিহান সমাপ্ত হইলে পর কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি যে ব্যক্তিদিগকে কমিটি কর্ম্মের যোগ্য বোধ করেন তাঁহারদিগকে সদর আদালতের প্রস্তুতকরা পাঠানুসারে গবর্ণমেণ্টের বিধানের ৬ বিধিমতে মুনসেফী কর্ম্মের যোগ্যতার পত্র দিবেন এবং সেই সময়ে ঐ কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিদের নামের এক ইসমনবীসী রীতিমতে দস্তখৎ করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন।—ঐ ঐ ৭ দফা।

২০৮। সদর দেওয়ানী আদালতহইতে যে জিজ্ঞাসা পাঠান যায় তাহার সমুদয়ের ঠিক উত্তর কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি যে ব্যক্তিরা দেন কেবল তাঁহারদিগকে মফঃসলের কমিটি যোগ্যতার পত্র দিবেন। কিন্তু যদি মফঃসলের কমিটি এইমত বোধ করেন যে কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি কোন ব্যক্তি সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর না দিয়াও কোন বিশেষ হেতুতে মুনসেফী কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ত তবে ঐ কর্ম্মাকাঙ্ক্ষির লিখিত উত্তর এবং যে কারণে তাহাকে যোগ্যতার পত্র দিতে উচিত বোধ করেন তাহা লিখিয়া রাজধানীর প্রধান কমিটির বিবেচনা করণের নিমিত্তে পাঠাইবেন। এবং কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি ঐ ব্যক্তি যোগ্যতার পত্র পাইতে পারেন কি না ইহা ঐ কমিটির সাহেবেরা নিশ্চয় করিবেন। কিন্তু এই বিধি রাজধানীর কমিটির সাহেবরদের উপর খাটিবেক না তাঁহারদের পূর্ব্বের মত ক্ষমতা থাকিবেক।—ঐ ঐ ৮ দফা।

২০৯। যখন কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি কোন ব্যক্তিকে যোগ্যতার পত্র দেওনবিষয়ে কমিটির ব্যক্তিদের অর্দ্ধাংশ সম্মত এবং অর্দ্ধাংশ অসম্মত হন্ তখন উভয় মতের এইরূপ সমান সংখ্যাপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তি কর্ম্মের অযোগ্য বোধ হইবেন।—ঐ ঐ ৯ দফা।

২১০। কমিটির কোন মেম্বরের সঙ্গে কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি কোন ব্যক্তির কোন প্রকারে কুটুম্বতা থাকিলে তিনি তাহার বিষয়ে সম্মতি জানাইতে পারিবেন না।—ঐ ঐ ১০ দফা।

২১১। কমিটির এক বৈঠকে কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি যে ব্যক্তি অগ্রাহ্য হন তাহার প্রথম ইমতিহান হওনসময়ে যে প্রকার জ্ঞান দৃষ্ট হইল তাহা কমিটি বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার তাহার ইমতিহান লওনের নিমিত্তে অন্য যে কোন মিয়াদ নিরূপণ করিবেন সেই মিয়াদ অতীত হইলে ঐ ব্যক্তি পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া ইমতিহান দিতে পারেন। কিন্তু কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি এইমত ব্যক্তিরদের দ্বিতীয়বার ইমতিহান হওনের পূর্ব্বে জিলার জজ সাহেবের স্থানে নূতন সর্টিফিকট লইতে হইবেক।—ঐ ঐ ১১ দফা।

২১২। কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি কোন ব্যক্তি জিলার জজ সাহেবের নিকটে সর্টিফিকট পাইবার দরখাস্ত করিলে ঐ জজ সাহেব তাঁহার আত্মীয় অন্যরঙ্গের বিশিষ্টতা ও তাহার সদাচার ও উপযুক্ত জ্ঞান থাকন বিষয়ে উচিতমতে অনুসন্ধান করিয়া তাহার দরখাস্তের উপর লিখিবেন যে ঐ দরখাস্তকরণিয়ার ইমতিহান হইতে পারে। কিন্তু উক্ত বিষয় অনুসন্ধান করিলে পর তাহাতে জজ সাহেব যদি অসন্তুষ্ট হন্ কিম্বা ঐ ব্যক্তি স্বীয় বিশিষ্টতা ও সদাচরণ ও সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ দিতে না পারেন তবে জজ সাহেব তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিবেন না।—ঐ ঐ ১২ দফা।

২১৩। জজ সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকট যে২ কথা লেখা থাকিবেক তাহা এই২। "আমি এই পত্রের দ্বারা জানাইতেছি যে এই সর্টিফিকটপ্রাপ্ত অমুক ব্যক্তি বিশিষ্টতা ও সদাচরণ প্রযুক্ত মুনসেফী পদ পাওনের যোগ্য ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া জানিয়াছি এবং আমি যে অনুসন্ধান করিয়াছি তাহার দ্বারা আমার নিশ্চয় বোধ হইয়াছে যে তাহার পূর্ব্ব কালের আচরণ ও সাধারণ জ্ঞান প্রযুক্ত তিনি মুনসেফী কর্ম্মের নিমিত্তে ইমতিহান দেওনের যোগ্য।"—ঐ ঐ ১৩ দফা।

২১৪। মুনসেফী কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদের ইমতিহান লইবার বিষয়ে শ্রীযুত গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর ১৮৪০ সালের ৪ আগষ্ট তারিখে যে বিধি করেন তাহার ৩ দফাতে জিলার জজ সাহেবদিগকে হুকুম দেওয়া গিয়াছিল যে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরা ইমতিহান দেওনের উপযুক্ত কি না ইহার এক সর্টিফিকট লিখিয়া দেন। কিন্তু দৃষ্ট হইল যে ঐ কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিদিগকে উপযুক্তার সর্টিফিকট উত্তমরূপে বিবেচনা না করিয়া দেওয়া যাইত তাহাতে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্ণর্ সাহেবের ১৮৪১ সালের ২০ আপ্রিল তারিখের বিধির ১১ দফাতে ঐ সর্টিফিকট লিখিবার এক বিশেষ পাঠ নিরূপণ হইল এবং জিলার জজ সাহেবের যে২ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হয় তাহাও তাহার পূর্ব্ব দফাতে লিখিত হইল।—১৮৪১ সালের ১৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১১৫। এক্ষণে মুনসেফী কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিবদের যে প্রকার সদাচারিতা ও জ্ঞান থাকা আবশ্যক তদ্বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে যে প্রস্তাব করিযাছেন তাহা তোমাবদিগকে জ্ঞাত করিতে আবশ্যক বোধ হইল। এবং সর্টিফিকটের দরখাস্ত মঞ্জুর এবং নামঞ্জুর করণসময়ে তুমি তাহাতে দৃষ্টি বাখিবা সেই প্রস্তাব এই।

পূর্ব্বকার সর্টিফিকটের মধ্যে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিবদের আচার ব্যবহারের বিষযে কেবল ইহা লিখিবার হুকুম ছিল যে তাঁহারা দোষরহিত এবং ঐ সর্টিফিকটের কথাও এলোমেলো ছিল* কিন্তু সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে উত্তর কালে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিবদের তদপেক্ষা উত্তম আচার ব্যবহার থাকনের আবশ্যক আছে এবং ঐ সাহেবেরা ভরসা করেন যে এই বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেবও সম্মত হইবেন। অতএব তাঁহারা এই পরামর্শ দেন যে জিলার জজ সাহেবদিগকে এমত হুকুম করা যায যে তাঁহারা উত্তর কালে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিবদের ভদ্রাভদ্রতা ও অবস্থার বিষযে বিশেষ অনুসন্ধান করেন। এবং যাঁহাবদের আপনং সাধারণ মান্যতা ও বুদ্ধিপ্রযুক্ত মুনসেফী কর্ম্ম প্রশংসিতরূপে করণের সম্ভাবনা আছে এবং মুনসেফী কর্ম্ম উত্তমরূপে করিলে সম্প্রতিকার বিধ্যনুসারে যে উচ্চ পদে লোকেরা মনোনীত হওনের যোগ্য হন সেই উচ্চ পদের কর্ম্ম প্রশংসিতরূপে নির্ব্বাহ করণের সম্ভাবনা আছে কেবল এমত ব্যক্তিবদিগকে জজ সাহেবেরা সর্টিফিকট দেন। এই বিষযে জিলার জজ সাহেবেরদের বিলক্ষণ মনোযোগ থাকিলে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিবদের জ্ঞান ও উপযুক্ততাভিন্ন অন্য কোন বিষযে পরীক্ষক কমিটির সাহেবেরদের মনোযোগ করণের আবশ্যক থাকিবেক না এবং সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে কেবল ঐ২ বিষয পরীক্ষক কমিটির সাহেবেরদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।—১৮৪১ সালের ১৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১১৬। পরে এই সর্টিফিকট সদর দেওযানী আদালতে পাঠান যাইবেক এবং ঐ আদালতের সাহেবেরা তাহাতে কোন আপত্তি না দেখিলে নীচের লিখিতমতে লিখিবেন। "সদর দেওযানী আদালতের সাহেবেরা এই সর্টিফিকট দৃষ্টি করিয়া কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি এই ব্যক্তির ইমতিহান হওনের কিছু আপত্তি দেখেন না।

অমুক রেজিষ্টর।"

—মুনসেফী কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিবদের ইমতিহান বিষযি ১৮৪১ সালের ২০ আপ্রিলের বিধির ১৩ দফা।

১১৭। কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি কোন ব্যক্তি কমিটির সাক্ষাৎ উপস্থিত হইলে ঐ কমিটি তাহার কোন আচরণহেতুক ইমতিহান হওনের যদি কোন আপত্তি দেখেন তবে তাহারা তাহার ইমতিহান লইবেন না এবং আপনারদের ঐ আপত্তি সর্টিফিকটের উপর লিখিযা সদর দেওযানী আদালতে পাঠাইবেন এবং ঐ আদালতের সাহেবেরা আবশ্যকমতে অন্য হুকুম দিবেন কি অতিরিক্ত কোন অনুসন্ধান যদি আবশ্যক বোধ হয় তাহা করিবেন। ঐ ঐ ১৪ দফা।

১১৮। মুনসেফী কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিবদের কোন ব্যক্তিরা পরীক্ষক কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা জ্ঞাত করিলে এবং ইমতিহান দেওনবিষযে আপনারদের যোগ্যতার এক সর্টিফিকট পাইবার ইচ্ছা করিলে তাঁহারদিগকে যে দরখাস্ত ও সর্টিফিকট দেওযা যাইবেক তাহার পাঠের ৫০ খান সদর আদালতের হুকুমক্রমে তোমার নিকটে পাঠাইতেছি। তুমি অবগত হইবা যে এই পাঠ ইঙ্গরেজী ভাষাতে পূর্ণ করিযা লিখিতে হইবেক এবং উচিতমতে পূর্ণ হইলে নানা পরীক্ষক কমিটির নিকটে পাঠাইবার নিমিত্তে এই সদর আদালতে পাঠাইবা।—১৮৪১ সালের ১৯ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

* যে সর্টিফিকটের পাঠ বদ হইযাছে তাহার বিষয় এই স্থলে লেখা আছে।

অমুক স্থাননিবাসি অমুক ব্যক্তির দরখাস্ত।

অমুক স্থাননিবাসি অমুক ব্যক্তির দরখাস্ত।

আমি মুনসেফী পদাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হইতে ইচ্ছা করিতেছি এইহেতুক প্রার্থনা করি যে উপযুক্ত অনুসন্ধান করিলে পর আপনি ১৮৪০ সালের ৪ আগষ্ট তারিখের অথচ ঐ মাসের ১৫ তারিখের গেজেটে প্রকাশিত ঐ পদাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিদের ইমতিহান লওনার্থ হুকুমের নির্দ্দিষ্টমতে এক সর্টিফিকট আমাকে দেন

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
দরখাস্তকারির ও তাহার পিতার নাম।	বয়ঃক্রম।	ধর্ম্ম ও জাতি।	বাসস্থান অর্থাৎ নগর বা গ্রাম ও পরগনা ও জিলা।	ইহার পূর্ব্বে সরকারের যে কর্ম্ম করিয়াছে তাহা।	ঐ পদাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তির যে ভূমি বা অন্য সম্পত্তি থাকে তাহা এবং সে স্থানে আছে তাহার লেখা।	কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তি কাহাকে কর্ত্তৃ দিয়াছে বা কাহারো স্থানে কর্ত্তৃ লইয়াছে কি না এবং তাহার মহাজন অথবা খাতকের বাসস্থান।	জজ সাহেবের সর্টিফিকট।
							আমি ইহার দ্বারা জ্ঞাপন করিতেছি যে এই সর্টিফিকটধারক মান্য এবং সদাচারী অতএব মুনসেফের কর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে অতি-যোগ্য আছেন এবং আমি যে অনুসন্ধান করিয়াছি তদ্দ্বারা নিশ্চয় বোধ করি যে তাঁহার পূর্ব্বকার আচরণ ও সাধারণ জ্ঞান-যুক্ত তিনি মুনসেফী কর্ম্মের নিমিত্ত ইমতিহান দেওনের যোগ্য বটেন।

জিলা ——

১৮ – সালের —— সদর আদালতের মন্তব্য কথা। ——— জজ।

—১৮৪১ সালের ১৯ আপ্রিলের সরকালর অর্ডর।

২১৯। নানা জিলার জজ সাহেবেরা যে প্রকারে সর্টিফিকট দেন সেই প্রকারে কলিকাতার প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং পাটনা ও মুরশিদাবাদ ও ঢাকা এবং চব্বিশপরগনার জজ সাহেবেরদের প্রতি মুনসেফী কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিদিগকে সর্টিফিকট দিতে ক্ষমতা হইল।– ১৮৪২ সালের ১০ মের বিধির ১ দফা।

২২০। বিদ্যাধ্যাপনের কৌন্সেলের অধীন নানা বিদ্যালয় ও কালেজের অধ্যক্ষেরা সেইরূপে আপন২ বিদ্যালয় ও কালেজের প্রকৃত ছাত্রেরদিগকে সর্টিফিকট দিতে ক্ষমতা পাইয়াছেন। যে জিলার মধ্যে ঐ বিদ্যালয় অথবা কালেজ থাকে তাহার জজ সাহেব ঐ কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তি ইমতিহান দেওনের যোগ্য এই বিষয় নিশ্চয় অবগত হইলে ঐ সর্টিফিকটে দস্তখৎ করিবেন। —১৮৪১ সালের ১০ মের বিধির ২ দফা।

২২১। যদি কালেজের কোন অধ্যক্ষ না থাকেন তবে প্রত্যেক কমিটির শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেব উক্ত দফার নির্দ্দিষ্ট সর্টিফিকট দিবেন।– বিদ্যাধ্যাপনের কৌন্সেলের ১৮৪২ সালের ১৮ মের ১২ নম্বরী সরকুলর পত্র।

২২২। শেষ ঘরে সামান্যমতে যে মন্তব্য কথা লেখা থাকে তদতিরিক্ত জজ সাহেবেরা কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদের আচার ব্যবহার ও মান্যতার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া যাহা অবগত হন তাহা এবং তাঁহারদের বংশ ও পরিবারের বিষয়ে যে কোন বৃত্তান্ত লেখা উচিত বোধ হয় তাহা সর্টিফিকটের মধ্যে লিখিবেন।—১৮৪২ সালের ২০ মের বিধির ৩ দফা।

২২৩। সর্টিফিকটদেওনিয়া কার্য্যকারকেরদের এলাকার মধ্যে যে ব্যক্তিরা বাস করে অথবা কোন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে কেবল তাহারদিগকে তাঁহারা সর্টিফিকট দিতে পারেন্।—১৮৪২ সালের ২০ মের বিধির ৪ দফা।

২২৪। ২১ বৎসরবয়স্ক না হইলে কোন ব্যক্তি ইমতিহান দিবার যোগ্য হইবেক না।—১৮৪২ সালের ২০ মের বিধির ৫ দফা।

২২৫। পূর্ব্বে যাঁহারদের ইমতিহান হইয়াছে তাঁহারদিগকে জজ সাহেবেরা পুনর্ব্বার সর্টিফিকট দিলে তাঁহারদের যতবার ইমতিহান হইয়াছিল তাহার সংখ্যা ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে লিখিবেন এবং সদর আদালতের সাহেবেরা তাহা বিবেচনা করিয়া কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার ইমতিহান দিতে অনুমতি দিবেন বা না দিবেন।—১৮৪২ সালের ২০ মের বিধির ৬ দফা।

২২৬। এইক্ষণে যেরূপ হইতেছে সেইরূপে ছয়মাসীয় ইমতিহানের পূর্ব্ব দুই মাস থাকিতে সর্টিফিকট দেওয়া যাইবেক না এবং ঐ ইমতিহান হইবার নিমিত্তে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি যত ব্যক্তির নাম রেজিষ্টর হইয়াছে তাহার রিপোর্ট পাটনা ও মুরশিদাবাদ ও ঢাকা এবং চব্বিশপরগনার জজ সাহেবেরা ইমতিহানের এক মাস পূর্ব্বে সদর আদালতে করিবেন।—১৮৪২ সালের ২০ মের বিধির ৭ দফা।

২২৭। যোগ্যতার পত্রপ্রাপ্ত কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরদের ফর্দ্দে যাঁহারদের নাম অগ্রে লেখা থাকে তাহারা কোন মোকামে মোক্তর হইলে যদি তথায় যাইতে স্বীকৃত না হন তবে তাঁহারদের নাম ফর্দ্দের শেষে লেখা যাইবেক এবং তৎক্রমে তাঁহারা মোক্তর হইবেন।— ১৮৪২ সালের ২০ মের বিধির ৮ দফা।

১৮ ধারা।

মুনসেফ। তাঁহারদের নিযুক্তহওন এবং এলাকার বিষয়ি বিধি।

২২৮। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬ ও ৭ ধারা এবং ১৮২১ সালের ২ আইনের ২ ধারার লিখিত হুকুমসকল শুধরিবাতে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যানর সাহেবের সহিত একত্র হইয়া যে জিলা ও শহরে এই আইন জারী হইবেক তাহার সম্পর্কীয় মুনসেফদিগের বর্ত্তমান সিরিশতা শুধরিবেন এবং ঐ মুনসেফদিগের বাচনী ও সংখ্যা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞানুসারে হইবেক এদেশীয় সর্ব্বজাতীয় লোক যে কোন মতাবলম্বী হউক সকলেই এই পদ পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।— ১৮৩১ সা। ৫ আ। ৩ ধা। [এই অধ্যায়ের ১৫৯ নম্বরী বিধি দেখ।]

২২৯। বর্ত্তমান নিয়মক্রমে জিলার জজ সাহেবেরা যে কমিস্যানর সাহেবের এলাকার মধ্যে থাকেন তাঁহার দ্বারা মুনসেফী পদ পাইবার নিমিত্তে সকল ব্যক্তির নাম লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন।— ১৮৩৬ সালের ৩০ জুলাইর গবর্ণমেণ্টের অর্ডরের ১ ধারা।

২৩০। গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা জানাইতেছেন যে উত্তর কালে জিলার আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীরা ইমতিহান না দিয়া মুনসেফী পদে নিযুক্ত হইতে পারেন এবং বিশেষ গুণ ও নৈপুণ্য এবং বহুকালের অনুশীলন থাকিলে তাহারা সদর আমীনী পদেও নিযুক্ত হইতে পারেন।—১৮৪৪ সালের ২৩ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৩১। এই আইন পাইলে পর জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে মুনসেফদিগের এলাকা অর্থাৎ অধিকার অভেদে পোলীসের এলাকার সমান হয় তাহারদিগের ইসমনবীসীর নূতন ফর্দ্দ প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে তাহারদিগের মঞ্জুরীর কারণ পাঠাইয়া দেন এবং যেং কসবা কি গ্রাম একং মুনসেফের অধিকারের মধ্যস্থলে হওন কি অন্য বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত একং মুনসেফের কাছারীহওনের যোগ্য বোধ হয় সে সকল কসবা ও গ্রামের ইসমনবীসীর ফর্দ্দ ঐ সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন ইতি।— ১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৬ ধা। ১ প্র।

২৩২। যে সকল মুনসেফী এলাকা অর্থাৎ অধিকার যে সকল পোলীসের অধিকারের সমান সেইং মুনসেফী এলাকা সেইং পোলীসের অধিকারের নামের মত নামে বিখ্যাত হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

২৩৩। প্রবিন্সাল কোর্টের [সদর দেওয়ানী আদালতের] সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে পোলীসের দুই এলাকা অর্থাৎ অধিকার সম্যক্ কিম্বা ইহাহইতে অধিক এক মুনসেফী এলাকার শামিল করেন এবং ঐ সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি ও ক্ষমতা আছে যে কোন স্থানের গতিক বুঝিয়া কিম্বা অন্য কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত যদি উচিত জানেন তবে ঐ সকল সিরিশ্তার কোন সিরিশ্তা মৌকুফ করেন এবং ঐ সাহেবদিগকে অনুমতি আছে যে মুনসেফী কাছারী এক্ষণে যে সকল কসবা কিম্বা গ্রামে আছে সেখানহইতে ঐ মুনসেফী এলাকার মধ্যে অন্য

যে কসবা কিম্বা গ্রাম কাছারী করিবার নিমিত্তে বিহিত বোধ হয় তথায় লইযা যাইবার কারণ হুকুম দেন্ ইতি। —১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৭ ধা।

২৩৪। মুনসেফেবদের সংখ্যা ন্যূন করণের বিষযে সদব আদালতে যে ক্ষমতা ইহার পূর্ব্বে অর্পণ হইযাছিল তদনুসারে তাঁহারা বাবস্থার কার্য্য করিযাছেন। কিন্তু ঐ মুনসেফেবদের মধ্যে যাঁহাবা যোগ্য বোধ হন তাঁহারদিগকে সদব আদালতের সাহেবেরা কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পাবেন এ নিমিত্তে তাঁহারা হুকুম করিতেছেন যে যে সকল মুনসেফ ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে নিযুক্ত হইযা বিনাদোষে কেবল তাঁহাবদের মুনসেফী এলাকা মৌকুফ হওযাতে কর্ম্মচ্যুত হইযাছেন তাহাবদের এক ইসমনবীসী তাঁহাবদের বৃত্তান্তসমেত লিখিযা পাঠাইবা। ঐ প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতা ও আচার ব্যবহার ও পূর্ব্বের করা কার্য্যের বিষযে তোমার যে বিবেচনা হয তাহা ঐ কৈফিযতের এক সবে লিখিতে হইবেক। পবে ঐ কৈফিযৎ কমিস্যনর সাহেবের মারফতে পাঠাইবা এবং তিনি তাহাতে আপনার অভিপ্রায় লিখিবেন।- ১৮৩৪ সালের ২১ নবেম্বরের সবক্যুলর অর্ডর।

২৩৫। যদি কোন থানার সীমাসবহদ্দের মধ্যে দেওয়ানী আদালতসম্পর্কীয কর্ম্মকার্য্যের বাহুল্য এত হয় যে তাহার নির্ব্বাহ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬ ধারার লিখনমতে এক মুনসেফহইতে সুন্দররূপে হইতে পারে না তবে প্রবিন্সাল কোর্ট [সদর দেওযানী আদালতের] সাহেবদিগের জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের রিপোর্ট করণেতে আর যত মুনসেফের প্রযোজন হয তাহা নিযুক্ত করিতে ক্ষমতা থাকিবেক ইতি। —১৮২১ সা। ২ আ। ২ ধা।

২৩৬। সদব আদালত তোমার বর্ত্তমান মাসের ১০ তারিখের পত্র পাইযা এই উত্তর দিতেছেন যে কমিস্যনর সাহেবের মারফতে ঐ সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা না করিযা কোন জিলার জজ সাহেব মুনসেফকে এক এলাকাহইতে অন্য এলাকায স্থাপিত করিতে পারেন না।— ১৮৩৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরের ৮৩১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৩৭। গবর্ণমেণ্টের হুকুমানুসারে সদর আদালতের সাহেবেরা আদেশ করিতেছেন যে তুমি পিতলের মোহর দেড় বুকল লয়া দেড় বুকল চৌড়া প্রস্তুত করিযা তোমার এলাকার মুনসফদিগকে দিবা তাহার উপর জিলার চলিত ভাষানুসারে হয পারসী নতুবা বাঙ্গলা অথবা নাগরী অক্ষরে উপযুক্ত কথা ক্ষোদিত করাইবা। তাহার ব্যয় তোমার বাজে খরচের হিসাবের মধ্যে লিখিবা। ১৮৩৬ সালের ৮ জানুআরির সবক্যুলর অর্ডর।

২৩৮। গত ৮ জানুআরি তারিখের সবক্যুলর অর্ডর মতান্বর হইযা এই হুকুম হইযাছে যে তোমার জিলার নানা মুনসেফের নিমিত্তে যে মোহর প্রস্তুত করিতে হুকুম হইযাছিল তাহার উপর পারসী কিম্বা বাঙ্গলা অথবা নাগরী অক্ষরে যে কথা থাকিবেক তাহাতে "থানা" এই কথা না দিযা যে সদর মোকামে মুনসেফেরা সামান্যতঃ বাস করেন অথবা যে স্থানের নামেতে তাঁহারদের মুনসেফী প্রসিদ্ধ আছে তাহা লেখা থাকিবেক। - ১৮৩৬ সালের ১৫ আপ্রিলের সবক্যুলর অর্ডর।

২৩৯। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ও ১৮২১ সালের ২ আইনের কিম্বা চলিত অন্য কোন আইনের যেং স্থলের হুকুমানুসারে মুনসেফেরা মোকদ্দমার বিচার করিবার বেতনের নিমিত্তে নালিশের রসুম কিম্বা ঐ রসুমের বদলে ইষ্টাম্পকাগজের নিরূপিত মূল্য লইতে ক্ষমতা রাখে তাহা রদ হইল আর যে জিলা কিম্বা শহরে এই আইন জারী হইবেক এই আইন জারী হওনের তারিখঅবধি সেই জিলা কিম্বা শহরে ঐ হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১২ ধা। ১ প্র।

২৪০। যে তারিখে কোন জিলা কিম্বা শহরে এই আইন জারী হইবার হুকুম হইবেক সেই তারিখঅবধি পূর্ব্বের লিখিত রসুম ও মেহনতানার বদলে শ্রীযুত নওযাব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট করিবেন মুনসেফেরা তাহাই পাইবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১২ ধা। ২ প্র।

২৪১। নূতন নিযম [অর্থাৎ ১৮৩১ সালের ৫ আইন] অনুসারে যে মুনসেফেরা নিযুক্ত হন তাঁহারা আপনং পদের ভার গ্রহণ করণের তারিখঅবধি মাহিয়ান পাইবেন।—১৮৩২ সালের ২০ জুলাইর সবক্যুলর অর্ডর।

২৪২। কোন ব্যক্তির মুনসেফী পদে নিযুক্তহওয়া যাবৎ সদর দেওযানী আদালতের দ্বারা মঞ্জুর না হয তাবৎ আইনমতে তিনি মুনসেফের কোন কার্য্য করিতে পারেন না। এই বিধি অন্যথা করিয়া তিনি যে কোন ফয়সলা বা হুকুম দেন তাহা মিথ্যা ও বাতিল।—১৮৩৫ সালের ৬ নবেম্বরের সবক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৪৩। জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উত্তর কালে যাহারা মুনসেফী কর্ম্মে মোকরর হইবেক তাহারদিগকে এই আইনের শেষেতে লেখা ১ প্রথম নম্বরের শরওয়ামতে একং সনদ দেন ও প্রত্যেক মুনসেফের কর্ত্তব্য যে আপনং কর্ম্মে হাত দিবার পূর্ব্বে এই আইনের শেষের লেখা ২ দ্বিতীয় নম্বরের শরওয়ামতে

হলফ অর্থাৎ দিব্য করিয়া হলফনামাতে দস্তখৎ করে কিন্তু জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যদি উচিত বুঝেন তবে ঐ মুনসেফের হলফ মাফ করিয়া তাহার বদলে হলফের মজমুনে একরারনামা লেখাইয়া তাহাতে তাহার দস্তখৎ করাইয়া লন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ১১ ধা।

[১৮৩১ সালের ৫ আইন জারী হওনঅবধি মুনসেফেরা সদর দেওয়ানী আদালতের স্থানে সামান্যতঃ সনদ পাইয়া থাকেন্।]

২৪৪। যে২ ব্যক্তিরা মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের হলফের পাঠ এই যে আমি অমুক যেহেতুক আমি অমুক স্থানের মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম অতএব দিব্য করিতেছি যে আমার নিকটে আমার বিচার ও নিষ্পত্তির যোগ্য যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি কিম্বা আমার ভারসম্বন্ধীয় অন্য২ কর্ম্মের নির্ব্বাহ আপন বিবেচনা ও বুদ্ধিসাধ্যে ও বিনাপক্ষপাতে করিব এবং নিষ্পত্তির কারণ আমার নিকটে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাতে কি আমার ভারসম্বন্ধীয় অন্য কোন কর্ম্ম করণেতে ক্রমাগতক্রমে কি চক্রান্তে কিছু নগদ টাকা কি কোন জিনিস কি বস্তু আপনি লইব না ও জানিয়া শুনিয়া অন্য কোন ব্যক্তিকেও লইতে দিব না এবং আমার কার্য্যোপদেশের কারণ যে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মতে কার্য্য করিতে কোন প্রকারে কিছু ত্রুটি করিব না ও আমার প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্মের নির্ব্বাহ সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মক্রমে ও যথার্থরূপে করিব ইতি। ১৮১৪ সা। ২৩ আ। আপেণ্ডিক্সের ২ নম্বর।

২৪৫। জজ সাহেব উপরের ধারার লেখা হুকুমমতে যখন কোন মুনসেফকে সনদ দেন তখন তাঁহার কর্ত্তব্য যে সেই সনদের এক নকল ও আপন মোহর ও দস্তখতে সেই মুনসেফকে দেন যে সেই মুনসেফ সে নকল আপন কাছারীতে লোকদিগের দৃষ্টিহ ওনের স্থানে লট্কাইয়া দেয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ১২ ধা।

২৪৬। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর ১ মে তারিখঅবধি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের মধ্যের যে আইনের বা আইনের কোন অংশের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বা কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে আপনং পদের উপলক্ষে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোক্হওয়া সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই আইনের ঐ প্রকার ক্ষমতা দেওনবিষয়ক কথা রদ হইবেক ইতি। – ১৮৩৯ সা। ১ আ। ১ ধা।

২৪৭। ১৮১৩ সালের ৩ জানুর ৩১ নম্বরী সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডরে এমত হুকুম ছিল যে ক্রোকী দ্রব্য নীলাম করণের কার্য্যে নিযুক্তহওয়া মুনসেফেরা জমীদারের তরফ মোখ্তারের ন্যায় নিযুক্ত হইয়া বাকীদার রাইয়তের সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারেন। এক্ষণে হুকুমানুসারে তোমাকে জানাইতেছি যে ১৮৩৯ সালের ১ আইনের দ্বারা ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয় করণের ক্ষমতা মুনসেফেরদের রহিত হইয়াছে সেইপ্রযুক্ত এবং বর্ত্তমান রীতির দ্বারা অনেক বিষয়ের ফেরফার হওয়াতে মুনসেফেরা ঐ সরক্যুলর অর্ডরের নির্দ্ধারিত ক্ষমতানুসারে আর কার্য্য করিতে পারিবেন না। অতএব তোমার প্রতি এই হুকুম হইল যে তোমার এলাকার সমস্ত মুনসেফকে ঐ সরক্যুলর অর্ডরের অনুসারি জমীদারের মোখ্তারস্বরূপে কার্য্য করিতে নিষেধ কর এবং ঐ সরক্যুলর অর্ডরের যে ভাগের দ্বারা এরূপ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল তাহা রদ হইয়াছে বোধ করিবা।—১৮৪০ সালের ২৪ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

১৯ ধারা।

মুনসেফ। তাঁহারদের নামে দেওয়ানী ও ফৌজদারী নালিশ।

২৪৮। যদি মুনসেফী মুনসেফী কর্ম্ম করণেতে রেশ্বৎ অর্থাৎ ঘুষ লয় কি জবরদস্তী করিয়া কিছু লয় কিম্বা তাহারদিগকে দেওয় ক্ষমতার কার্য্য দৌরাত্ম্যক্রমে ও হুকুমের অন্যথামতে করে তবে ইহার নালিশ তাহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ও আদালতের জজ সাহেবের হজুরে ঐ নালিশের কথা প্রমাণ হইলে আদালতের সাহেব ঐ মুনসেফের স্থানহইতে যত দণ্ড ও আদালতের খরচা উচিত বুঝেন তাহা ফরিয়াদীকে দেওয়ান ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

২৪৯। মুনসেফেরা আপনং ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে রেশ্বৎ অর্থাৎ ঘুষ লইলে কি জবরদস্তী করিয়া কিছু লইলে কিম্বা অন্য কোন মন্দ কর্ম্ম করিলে ফৌজদারীহইতে শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবেক ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে অপরাধ প্রমাণ হইলে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া তাহারদিগের উপর জরী-

মানা ও কয়েদের হুকুম হইতে পারিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন মুনসেফহইতে কর্ম্মের নির্ব্বাহ কি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কেবল সিরিশ্তায় হওয়াতে কোন কসুর হয় কিম্বা তাহাহইতে কিছু চুকভুল হয় তবে আদালতে তাহার ধরাধর ও আপত্তি হইতে পারিবেক না বরং মুনসেফদিগের নামে বেশ্বৎ অর্থাৎ ঘুষ লওনের কি জবরদস্তী করিয়া কিছু লওনের কিম্বা আপনারদিগের পাওয়া ক্ষমতার কার্য্য দৌরাত্ম্যক্রমে কি হুকুমের অন্য মতে করণের নালিশ হইলে যাবৎ সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যদ্বারা কি অন্য কোন বিশিষ্ট প্রমাণেতে আদালতের সাহেবের ঐ নালিশ সত্য অনুভব না হয় তাবৎ তাহারদিগকে আদালতে তলব ও হাজির করিতে পারিবেন না ইতি। —১৮১৪ সা। ২৩ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

২৫০। তোমার গত মাসের ১১ তারিখের পত্রের এই উত্তর দিতে সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১০ ধারার ১ প্রকরণের উপলক্ষে মুনসেফের প্রতি ঘুষ লওন বা জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনের নালিশ প্রথমতঃ দেওয়ানীর জজ সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক। তিনি যে সকল তহকীক করণের আবশ্যক হয় তাহা করিয়া ফৌজদারী আদালতে তাহার নামে নালিশ করিতে অনুমতি দিবেন বা না দিবেন। যদ্যপি অনুমতি দেন তবে অন্য২ অপরাধের ন্যায় ফরিয়াদী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে নালিশ করিবেক এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার নিষ্পত্তি করিবেন।—১৮৩৩ সালের ১২ আপ্রিলের ৭৮১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫১। সদর আদালত বোধ করেন যে মুনসেফেরদের নামে কারস্থার অনিশ্চিত এবং অমূলক নানা নালিশ হইয়া থাকে তাহার এইমাত্র অভিপ্রায় যে ঐ মুনসেফেরদের মধ্যে যাঁহারা কোন কারণপ্রযুক্ত অন্যেরদের বৈরক্তি জন্মাইয়া থাকেন তাঁহারদের বিষয়ে শোরে এবং অবিশ্বাস জন্মে এবং নালিশকরণিয়া ব্যক্তিরা আপনারদের ইষ্ট এইরূপে সিদ্ধ করিলে জানিয়া শুনিয়া গরহাজির হয় এবং নালিশের আর কোন প্রকারে তদবীর করে না। কিন্তু এক পক্ষে সরকারের মঙ্গলার্থ পক্ষান্তরে নালিশগ্রস্থ মুনসেফের প্রতি যাথার্থ্য প্রতিপালনের নিমিত্তে উচিত হয় যে আপনার পদের কার্য্যের বিষয়ে যে অপরাধ হইয়াছে তাহা খণ্ডন করিবার উপায় তাঁহাকে দেওয়া যায় এবং এইমত কার্য্যকারকেরদের নামে মিথ্যা এবং ব্যামোহদায়ক নালিশ করিতে সাধারণ লোকেরদের ভয় জন্মে। অতএব ১৮৩৯ সালের ১৬ আইনের ৭ ধারায় যে মূল বিধান ব্যক্ত হইয়াছে তাহার প্রতি নানা জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের মনোযোগ করিতে সদর আদালত হুকুম করিতেছেন। উক্ত আইন যদ্যপি কেবল গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা তগীরহওনের অযোগ্য কার্য্যকারকেরদের সরকারী কর্ম্মে অপরাধের তজবীজের বিষয়ে খাটে তথাপি ঐ ৭ ধারার লিখিত মূল বিধান সাধারণ বিষয়েও খাটিতে পারে এবং তাহা উপকারজনক ও মুনসেফেরদের নামে নালিশের সত্যাসত্যতার তজবীজ করণের বিষয়েও ব্যবহার করিলে ভাল হয়। অতএব সদর আদালতের সাহেবেরদের ইচ্ছা আছে যে মুনসেফেরদের নামে নালিশ হইলে যে জজ সাহেবের নিকটে নালিশ হয় তিনি যদি বোধ করেন যে ফরিয়াদী দুষমনি অথবা ব্যামোহ দিবার নিমিত্তে নালিশ করিতেছে তবে তিনি আপন বিবেচনামতে ফরিয়াদীর স্থানে মোকদ্দমার তজবীজ সমাপ্ত না হওয়াপর্য্যন্ত হাজির থাকিবার নিমিত্তে জামিনী তলব করেন।- ১৮৪৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৫২। সদর আদালত আরো হুকুম করিতেছেন যে যথার্থ কর্ম্ম হওনের নিমিত্তে জজ সাহেব উচিত বোধ করিলে ঐ মুনসেফের নামে ঘুষইত্যাদির বিষয়ে নালিশ করিতে এবং সরকারের পক্ষে ঐ ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাইতে সরকারী উকীলকে হুকুম দিবার বিষয়ে জজ সাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহা উক্ত বিধির দ্বারা রহিত হয় নাহি।—১৮৩৩ সালের ১২ আপ্রিলের ৭৮১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫৩। তোমার গত ১৪ নবেম্বর তারিখের পত্রের এই উত্তর সদর আদালতের সাহেবেরা দিতেছেন যে মুনসেফের নামে যে সকল দোষ ও অপরাধের বিষয়ে অপবাদ হয় তাহার বিষয় তহকীক করিয়া যদ্যপি সেই সকল অপবাদ সত্য বোধ হয় তবে তোমার উচিত যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১০ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি সেই বিষয় অর্পণ করিয়া সরকারী উকীলকে সরকারের তরফহইতে নালিশ চালাইতে হুকুম দেও এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব আইনমতে তাহার নিষ্পত্তি করিবেন।—১৮৩৭ সালের ২৭ জানুআরির ১০১৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫৪। ১৭৯৩ সালের ৪০ আইনের ৮ ধারা ও অন্যান্য আইনের যে বিধানে লেখে যে এদেশীয় সমন্দদার ও সদর আমীন ও মুনসেফ সকল বেশ্বৎ লইলে অথবা তাঁহারদের দেওয়া ক্ষমতার কার্য্য দৌরাত্ম্যক্রমে কি হুকুমের অন্যথামতে করিলে তাঁহারদের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে সেই বিধানের এইমত অভিপ্রায় নহে যে মোকদ্দমার ভাব ও বৃত্তান্তে দৃষ্টি করিয়া আবশ্যক বোধ হইলে তাঁহারদের নামে ফৌজদারীতে নালিশ হইতে পারে না।—১৮১০ সালের ১১ আগষ্টের ৬৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০ ধারা।

এক্‌টিং মুনসেফ।

২৫৫। যখন মুনসেফের মৃত্যুহওয়াতে বা ছুটীহওয়াতে কিম্বা কর্ম্মে ইস্তাফা দেওয়াতে অথবা সস্পেণ্ড হওয়াতে জজ সাহেবের এইমত বোধ হয় যে তাঁহার পদে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে এবং তাহার বিষয়ে সদর আদালতের অনুমতি পাইতে যে সময় লাগে তাহাতে মুনসেফী কার্য্য নির্ব্বাহকরণের নিমিত্তে কোন ব্যক্তি না থাকিলে বিঘ্ন হইবেক তবে তাঁহার পদের চলিত কর্ম্মের ভার গ্রহণার্থে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন। এইরূপে নিযুক্তহওয়া ব্যক্তি জজ এবং উপরিস্থ আদালতের যে হুকুম কিম্বা আজ্ঞার বিরাম হইতে পারে না কিন্তু অগৌণে তাহা জারী না করিলে নয় এমত হুকুম জারী করণার্থ মুনসেফের যে ক্ষমতা আছে তাহামাত্র গ্রহণ করিবেন এবং আইনমতে যে কোন প্রকার নূতন দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহা তিনি লইতে পারেন এবং পূর্ব্বকার মুনসেফের দেওয়া হুকুমানুসারে আসামীকে এত্তেলা অথবা তলবচিঠী দিতে পারেন এবং তাহার উত্তর লইতে পারেন এবং উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদের উকীল যে কোন দলীলদস্তাবেজ অথবা সাক্ষির ইসমনবীসী গুজরাইতে চাহে তাহা লইতে পারেন কিন্তু এই মোকদ্দমায় তিনি আর কোন কার্য্য করিবেন না। এবং যদি সাক্ষি বা সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়া অত্যাবশ্যক হয় তবে তাহার সম্বাদ জজ সাহেবের নিকটে অগৌণে দিবেন এবং জজ সাহেব উচিত বোধ করিলে মুনসেফেরদের কার্য্যের বিষয়ে যে সাধারণ বিধি আছে তদনুসারে ঐ সাক্ষি বা সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে তাহাকে হুকুম দিবেন। ১৮৩৫ সালের ৬ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৫৬। এবং ডিক্রী জারী করণের বাবতে যে ব্যক্তিরা যে টাকা আমানৎ করিতে চাহে তাহা এক্‌টিং মুনসেফ লইতে পারেন এবং উভয় বিবাদী অথবা ডিক্রীদারকে জজ সাহেব অথবা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারক যে টাকা দিতে পূর্ব্বে হুকুম করিয়াছিলেন সেই টাকা তাহারদিগকে দিতে পারেন। এবং জজ সাহেব অথবা অন্য ক্ষমতাপন্ন কার্য্যকারক যে কোন সরাসরী তহকীক করিতে তাঁহাকে বিশেষ হুকুম দেন তাহা আইনানুসারে তিনি করিতে পারেন।— ১৮৩৫ সালের ৬ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৫৭। যে ব্যক্তি এইরূপে মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত হন তিনি মুনসেফের যে অর্দ্ধেক মাহিয়ানা ১৮৩৩ সালের ২৯ জানুআরির গবর্ণমেণ্টের হুকুমের ৭ দফায় এক্‌টিং মুনসেফেরদিগকে দিবার হুকুম আছে তাহাই পাইবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২৫৮। সদর আদালতের আজ্ঞাক্রমে এই বিষয় শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর সাহেবকে জ্ঞাত করণার্থে আদেশ করিতেছি যে পশ্চাৎ লিখিত বিধিক্রমে* যে ব্যক্তি মুনসেফের আদালতের চলিত কর্ম্ম করণের ভারপ্রাপ্ত হন তিনি ঐ মুনসেফের অর্দ্ধেক বেতন পান এবং যে ব্যক্তি মুনসেফের ছুটীপ্রযুক্ত বর্ত্তমান না থাকনসময়ে অথবা মুনসেফের সস্পেণ্ড হওনের সময়ে তাঁহার পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন তিনিও সেই বেতন পান। এই আদালত ঐ দুই কর্ম্মের পরিশ্রম ও ঝুঁকীতে দৃষ্টি করিয়া বেতনের ঐ নিয়ম অযথার্থ বোধ করেন অতএব তাহারা এই পরামর্শ দেন যে এক্‌টিং মুনসেফের বেতন এক্ষণকার ন্যায় সম্পূর্ণ বেতনের আর্দ্ধেক অর্থাৎ মাসে ৫০৲ টাকা করিয়া ধার্য্য থাকে কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল মুনসেফের চলিত কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হন তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনসেফের বেতনের সিকী অর্থাৎ মাসে ২৫৲ টাকা করিয়া দেওয়া যায় যেহেতুক আদালতের সাহেবেরা ইহা প্রচুর বোধ করেন।

প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের বিষয়ে এক্ষণে যে নিয়ম চলন আছে সদর আদালত তাহা পরিবর্ত্ত করিতে পরামর্শ দেন না যেহেতুক ঐ কার্য্যকারকেরা কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে অবর্ত্তমান হইলে যাঁহারা তাঁহারদের কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাঁহারা আদালতের কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ প্রধান সদর আমীনের এওজে সদর আমীন এক্‌টিংরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন এবং সদর আমীনের এওজে মুনসেফ এক্‌টিংরূপে কর্ম্ম করিয়া থাকেন অতএব যাঁহারা মুনসেফের আদালতে সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ ক্ষমতানুসারে এক্‌টিংরূপে কার্য্য করেন তাহারদের দশার ন্যায় ঐ এক্‌টিংরূপে কার্য্যকারকেরদের দশা নয়।

এই বিষয়ে সদর আদালতের প্রতি বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের উত্তর। তোমার এই মাসের ৭ তারিখের ৩৭৫ নম্বরী পত্র প্রাপ্ত হওয়া গেল এবং তাহার উত্তরস্বরূপ সদর আদালতকে ইহা জ্ঞাপন করিতে আমি তোমাকে আদেশ করিতে হুকুম পাইয়াছি যে মুনসেফের আদালতের চলিত কর্ম্মের ভার যে ব্যক্তিরদের প্রতি হয় তাঁহারদের মাহিয়ানা মাসে ৫০৲ টাকা-

---

* ১৮৩৩ সালের ২৯ জানুআরির গবর্ণমেণ্টের হুকুমের ৬ দফা। ১৮৩৫ সালের ৬ নবেম্বরের ১৫৬ নম্বরী সদর আদালতের সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

অবধি ২৫৲ টাকাপর্য্যন্ত ন্যূন করিতে আদালতের সাহেবেরা যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেব একবাক্য হইয়া উচিত বোধ করেন।—১৮৪০ সালের ৬ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

২১ ধারা।

মুনসেফেরদের এক স্থানহইতে অন্য স্থানে গমন।

২৫৯। সদর আদালতের সাহেবেরা রবিবারভিন্ন প্রতিদিন পাঁচ ক্রোশ গমনের সাধারণ নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন এবং স্থানান্তরে বিচারকেরদের গমনের নিমিত্তে যে সকল বন্দোবস্ত করণের আবশ্যক তাহা নির্ব্বাহ করণের নিমিত্তে আর এক সপ্তাহ দেওয়া গেল। এতদ্দেশীয় লোকেরা সামান্যতঃ প্রতিদিন ঐ নিয়মাপেক্ষা অধিক গমন করিয়া থাকেন অতএব যে সময় এইক্ষণে দেওয়া গেল তাহা প্রচুর বোধ হয়।—১৮৪০ সালের ১৫ মের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৬০। অতএব ঐ এক সপ্তাহ এবং উক্ত নিয়মানুসারে হিসাব করিয়া যত দিন হয় সেই কাল তাঁহারদিগকে এক স্থানহইতে অপর স্থানে গমনার্থ দেওয়া গেল। যদ্যপি ঐ কর্ম্মকারক তদপেক্ষা অধিক কাল বিলম্ব করেন তবে তিনি অনুমতিব্যতিরেকে গরহাজির আছেন এমত জ্ঞান করা যাইবেক এবং নিয়মাতিরিক্ত যত দিন বিলম্ব করেন তাহার বেতন পাইবেন না।—১৮৪০ সালের ১৫ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৬১। যে কার্য্যকারক এইরূপে এক জিলাহইতে অন্য জিলাতে নিযুক্ত হন তিনি যে জিলাতে গমন করিতেছেন তাঁহার কর্ত্তৃত্বকারি সাহেবের স্থানে যদি নিয়মের অতিরিক্ত ছুটী পান তবে যাত্রার যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অধিক যত দিন ক্ষেপণ করেন তত দিন রীতিমতে তাঁহার বেতন কাটা যাইবেক।—১৮৪০ সালের ১৫ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২২ ধারা।

বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত জজ। তাঁহারদের অযোগ্যতা ও সস্পেণ্ড ও তগীর হওন।

২৬২। সদর আমীনের তগীরের বিষয়ের চলিত হুকুম শুধরিবাতে এই হুকুম হইল যে সকল বিষয়ে অযোগ্যতার সম্পূর্ণ ও বিহিত প্রমাণের আবশ্যক হইবেক না কিন্তু যখন জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের বিবেচনায় এমত বোধ হইবেক যে আপন এলাকার প্রধান সদর আমীন কিম্বা সদর আমীন গাফিলী ও অক্ষমতা কি প্রকাশরূপে ঘুষলওন কিম্বা অন্য বড় মন্দাচরণ করণপ্রযুক্ত কর্ম্মেতে অযোগ্য বটে তখন তিনি সেই এলাকার রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপন মতের হেতু জানাইবেন আর যদি ঐ কমিস্যনর সাহেব জজ সাহেবের মতে ঐক্য হন তবে তাঁহারা একত্র হইয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বিবেচনা ও হুকুমের নিমিত্তে জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীর দ্বারা ইহার কৈফিয়ৎ পাঠাইবেন এবং শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা আছে যে যদি তাঁহারদের মতের হেতু বিলক্ষণ বোধ হয় তবে এমত প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীনের তগীরের হুকুম শীঘ্র দেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাব্যতিরেকে কর্ম্মহইতে তগীর হইবেন না ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৬ ধা। ১ প্র।

২৬৩। যে সকল মুনসেফ এই আইনক্রমে মোকরর হইবেক তাহারদিগের প্রতি উপরের লিখিত হুকুমসকল খাটিবেক ইহাব্যতিরেকে মুনসেফের তগীরের বিষয়ের কোন রিপোর্ট করিতে হইলে তাহা সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক এবং উপরের লিখিত প্রকরণানুসারে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের বিষয়ে যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মুনসেফের বিষয়ে পাইলেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৬ ধা। ২ প্র।

২৬৪। এবং জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেব অত্যাবশ্যক বুঝিলে সেই এলাকার কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আগামি কোন কৈফিয়ৎ না পাঠাইয়া আপন এলাকার কোন প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন কিম্বা মুনসেফকে সস্পেণ্ড করিতে পারিবেন আর যে বিষয়ে ঐ এলাকার কমিস্যনর সাহেব ঐ প্রধান সদর আমীনপ্রভৃতির তগীরের যাথার্থ্যের নিমিত্তে যদি জজ সাহেবের সহিত অনৈক্য হন তবে জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে তিনি ঐ বিষয়ে আপন মতের সহিত কমিস্যনর সাহেবের অসম্মতিপত্রের এক নকল বিষয় বুঝিয়া শ্রীযুত নওয়াব

গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৬ ধা। ৩ প্র।

২৬৫। এবং রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেব ঐ বিষয়ের হেতু লিখিয়া মুনসেফ কি সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের তগীরের নিমিত্তে অনুরোধ করিতে পারিবেন কিন্তু এমত প্রত্যেক অনুরোধ জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের মারফতে পূর্ব্বে পাঠাইবেন এবং ঐ জজ সাহেবের সম্মতি কি অসম্মতি ঐ অনুরোধের সহিত বিষয় বুঝিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৬ ধা। ৪ প্র।

২৬৬। মুনসেফদিগকে সস্পেণ্ড করণের বিষয়ে জজ ও কমিস্যনর সাহেবেরদের পরস্পর যে ক্ষমতা আছে তাহা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারার ৩ এবং ৪ প্রকরণে স্পষ্ট লেখা আছে ঐ ধারার ৩ প্রকরণের দ্বারা জজ সাহেব অত্যাবশ্যক বুঝিলে তাঁহাকে সস্পেণ্ড করিতে পারেন। ঐ ধারার ৪ প্রকরণে লেখে যে কমিস্যনর সাহেব মুনসেফকে তগীর করিতে অনুরোধ করিতে পারেন কিন্তু কমিস্যনর সাহেবের ঐ অনুরোধ জজ সাহেবের মারফতে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইতে হইবেক অতএব আইনের দ্বারা মুনসেফকে সস্পেণ্ড করণের ক্ষমতা কমিস্যনর সাহেবকে দেওয়া যায় নাহি এবং যদ্যপি কমিস্যনর সাহেব এইরূপে মুনসেফকে সস্পেণ্ড করিয়া থাকেন তবে তিনি আপনার ক্ষমতার অতিরিক্ত কর্ম্ম করিয়াছেন। যদ্যপি কলিকাতার সদর আদালত ঐ পরামর্শেতে সম্মত হন তবে তাহা কমিস্যনর সাহেব ও সেশন জজ সাহেবকে জ্ঞাত করা যাইবেক। তাহাতে ১৮৩৪ সালের ৭ নবেম্বরে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালত আইনের ঐ অর্থে সম্মত হইলেন।—উত্তর পশ্চিম দেশের ১৮৩৪ সালের ১০ অক্টোবরের ২০৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬৭। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওনের নিমিত্তে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরদের গাফিলী বা অক্ষমতা কি ঘুষ অথবা অন্য কোন মন্দাচরণ করণপ্রযুক্ত তাঁহারদের অযোগ্যতা জানা গেলেই তাঁহারদিগকে কর্ম্মহইতে অবসর করা অত্যাবশ্যক এবং শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে বোধ করেন যে ঐ বিচারকেরদের আচার ব্যবহারের বিষয়ে তাঁহারদের প্রতিবাসিবদের যে মত আছে তাহা জানিবার নিমিত্তে যদি জজ ও কমিস্যনর সাহেবেরা উপযুক্ত উদ্যোগ করেন তবে সেই অযোগ্যতা ঐ সাহেবেরদের গোপন থাকিতে পারে না।—১৮৩৩ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

২৬৮। যখন কোন জজ সাহেবের মুনসেফকে সস্পেণ্ড করিতে হয় তখন ১০ দিনের মধ্যে তাহার বিষয়ের এক বিশেষ রিপোর্ট সদর আদালতে দিবেন এবং তাহার তদারক সমাপ্ত হইলে যাহা জ্ঞাত হইয়াছেন তাহার রিপোর্ট করিবেন। যদ্যপি মুনসেফ ঐ মাসের শেষপর্য্যন্ত সস্পেণ্ড থাকেন তবে যে কারণে তদারক সমাপ্ত হয় নাহি তাহার বেওরা ঐ মাসের নম্বরী মোকদ্দমার দেওয়ানী কৈফিয়তে লিখিতে হইবেক। এবং যাবৎ তিনি চূড়ান্তরূপে তগীর না হন অথবা কর্ম্মে পুনর্ব্বার মোকরর না হন তাবৎ প্রতিমাসে তদারক সমাপ্ত না হইবার কারণ জানাইতে হইবেক এবং যে মাসে তিনি এইরূপে তগীর বা পুনরায় মোকরর হন সেই মাসের কৈফিয়তে তাহা লিখিতে হইবেক। এবং সেই বিষয়ের এক বিশেষ রিপোর্ট সদর আদালতে গুজরাইতে হইবেক।—১৮৩৫ সালের ৬ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

২৬৯। গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞানুসারে তোমাকে জানাইতেছি যে কোন মুনসেফ বা সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীন স্বীয় কর্ম্মহইতে সস্পেণ্ড হইলে যদি তিনি পুনর্ব্বার ঐ কর্ম্মে মোকরর হন তবে তাঁহার বেতনের কিছু কর্ত্তন হইবেক না। তাঁহার সস্পেণ্ড হওনসময়ে যে ব্যক্তি তাঁহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন তিনি ১৮৩৩ সালের ২৯ জানুআরি তারিখের বিধির অনুসারে গরহাজির কার্য্যকারকেরদের কর্ম্ম নির্ব্বাহকারিরদের বেতন পাইবেন এবং ঐ টাকা গবর্ণমেণ্টের উপরি খরচে পড়িবেক।—১৮৪১ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৭০। ঐ সস্পেণ্ডহওয়া মুনসেফ কি সদর আমীন বা প্রধান সদর আমীন যদি কর্ম্মহইতে তগীর হন তবে যে ব্যক্তি তাঁহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন তিনি ঐ কর্ম্ম গ্রহণ করণের তারিখঅবধি ঐ তগীরহওয়া কর্ম্মকারকের সমুদয় বেতন পাইবেন।—১৮৪১ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৩ ধারা।

বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত জজ। মাহিয়ানা ও সিরিশ্‌তাইত্যাদির খরচ।

২৭১। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১২ ধারার ২ প্রকরণের দ্বারা গবর্ণমেণ্টে যে ক্ষমতা অর্পণ হইল তদনুসারে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের নিযুক্ত মুনসেফেরদের মাহিয়ানা সিরিশ্‌তাসমেতে মাসে ১০০৲ সনাৎ টাকা ধার্য্য হইল এবং কাগজপ্রভৃতির নিমিত্তে সনাৎ ১০৲ টাকা।—১৮৩১ সালের ১ নবেম্বরের গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

২৭২। সদর আমীনের মাহিয়ানা মাসে২ ২৫০৲ শত সনাৎ টাকা ধার্য্য হইল এবং তাঁহারদের সিরিশ্‌তা ও কাগজ-প্রভৃতির নিমিত্তে সনাৎ ৫০৲ টাকা।—১৮৩১ সালের ১ নবেম্বরের গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

২৭৩। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৭ ধারার ৩ প্রকরণের দ্বারা গবর্ণমেণ্টে যে ক্ষমতা অর্পণ হইল তদনুসারে প্রধান সদর আমীনের মাহিয়ানা ৪০০৲ শত সনাৎ টাকা মাসে২ ধার্য্য হইল এবং সিরিশ্‌তা ও কাগজপ্রভৃতির নিমিত্তে ১০০৲ শত সনাৎ টাকা।—১৮৩১ সালের ১ নবেম্বরের গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

[উক্ত তিন বিধি তৎপরে নীচের লিখিত বিধির দ্বারা মতান্তর হইল।]

২৭৪। ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে নিযুক্ত বিচারকেরদের নিজ মাহিয়ানা ও সিরিশ্‌তার খরচ ১৮৩১ সালের ১ নবেম্বরে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে তাহা মতান্তর করিয়া এক্ষণে হুকুম করিতেছেন যে এক্ষণকার প্রধান সদর আমীনের চারি অংশের এক অংশের ব্যক্তিরদের এবং এক্ষণকার মুনসেফের চারি অংশের এক অংশের ব্যক্তিরদের নিজ মাহিয়ানা নীচের লিখিতমতে বৃদ্ধি হয়।* জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যে২ ব্যক্তির যোগ্যতা ও কার্য্যদক্ষতার বিষয়ের রিপোর্ট করেন সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ঐ রিপোর্ট মঞ্জুর করিলে ঐ ব্যক্তিরদিগকে গবর্ণমেণ্ট পসন্দ করিয়া বেশী মাহিয়ানা দিবেন।—১৮৩৭ সালের ২ অক্টোবরের গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

২৭৫। অধিকন্তু প্রধান সদর আমীন ও সদর অমীন ও মুনসেফদিগকে সিরিশ্‌তা ও কাগজপ্রভৃতির খরচের নিমিত্ত যে টাকা ধার্য্য আছে তাহা শ্রীযুত হুজুর কৌন্সেলে সম্প্রতি লিখিত কারানুসারে বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং যে মুনসেফেরা এই বিজ্ঞাপনের প্রথম দফানুসারে উপরের শ্রেণীস্থ নিযুক্ত না হন তাহারদের নিজ মাহিয়ানা ১০০৲ শত টাকা ধার্য্য করিয়াছেন।—১৮৩৭ সালের ২ অক্টোবরের গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

২৭৬। প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরা যে তারিখঅবধি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন সেই তারিখঅবধি তাঁহারদের মাহিয়ানা চলিবেক।—১৮৩৩ সালের ২৯ জানুআরির গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

২৪ ধারা।

বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত জজ। তাঁহারদের এলাকার মধ্যে কর্জ্জ দেওন বা কর্জ্জ লওনের বিষয়।

২৭৭। প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন এবং মুনসেফদিগকে নিষেধ হইল যে আপনারদের কোন মহাজনকে অথবা ঐ মহাজনের কোন কুটুম্ব কি তাহার অধীন কোন লোক কি তাহার জামিনকে আপনারদের সিরিশ্‌তায় মোকরর না করেন কিম্বা আপনারদের সিরিশ্‌তায় না রাখেন এবং কোন জমীদার বা তালুকদার কি রাইয়ত কি যে শহরে অথবা জিলায় কি প্রদেশে তাঁহারদের ক্ষমতা থাকে তথায় যে কোন লোক দ্বারের বন্ধ রাখে কিম্বা বাস করে অথবা তেজারতের কুঠী রাখে তাঁহারদের স্থানে টাকা কর্জ্জ না করেন কি কোন প্রকারে দেনদার না হন যদি তাঁহারা এই নিষেধের কর্ম্ম করেন তবে কর্ম্মচ্যুত হওনের দণ্ডের যোগ্য হইবেন। -১৮৩৪ সালের ১৪ জুলাইর গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

২৭৮। যে কোন প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফ এক্ষণে ঋণী আছেন যদি তিনি এই হুকুম জারীহওনের তারিখহইতে এক বৎসরের পর উপরের লিখিত হুকুমানুসারে যে সকল লোকের স্থানে কর্জ্জ লইতে নিষেধ করা গিয়াছে তাঁহারদের নিকটে ঋণী থাকেন তবে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন হইলে তাঁহার উচিত যে গবর্ণমেণ্টকে জানাইবার নিমিত্তে ঐ বিষয়ের সম্বাদ যে জিলা বা শহরের জজ সাহেবের অধীন থাকেন তাঁহাকে জানান্। যদি তিনি মুনসেফ হন তবে

	এক্ষণকার মাহিয়ানা।	উত্তর কালের মাহিয়ানা।
*প্রধান সদর আমীনের। নিজ মাহিয়ানা	৪০০৲	৬০০৲
মুনসেফের। ঐ	১০০৲	১৫০৲
†প্রধান সদর আমীনের।—সিরিশ্‌তা ও কাগজপ্রভৃতি। ...	১০০৲	১৫০৲
সদর আমীনের। ঐ ঐ	৫০৲	৮০৲
মুনসেফের। ঐ ঐ	১০‡৲	৪০৲

‡ মাসে২ এই দশ টাকা কেবল কাগজপ্রভৃতির নিমিত্তে ছিল। পূর্ব্বে মুনসেফেরদিগকে যে ১০০৲ শত টাকা মাহিয়ানা দেওয়া যাইত তাহাহইতে তাঁহারদের সিরিশ্‌তার খরচও দিতে হইত।

এ বিষয়ের সম্বাদ সদর দেওয়ানী আদালতে দিবেন। যদি এই সম্বাদ না দেওয়া যায় তবে এই আইন জারীহওনের পরে কর্জ লইলে যে দণ্ড হইত সেই দণ্ড তাঁহার হইবেক।—১৮৩৪ সালের ১৪ জুলাইর গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

২৭৯। এইরূপে যে কোন ব্যক্তি প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফের কর্ম্মের প্রার্থনা করেন তিনি ঐ পদে নিযুক্ত থাকনসময়ে যে লোকদিগের স্থানে কর্জ লইতে নিষেধ আছে ঐমত লোকের নিকটে ঐ কর্ম্মের বিষয় দরখাস্ত-করণের সময়ে ঋণী থাকেন তবে তাঁহার উচিত যে দরখাস্ত করণের সময়ে ঐ বিষয়ের সম্বাদ উপরের লিখিতমতে উপরিস্থ কার্য্যকারকদিগকে জানাইবার নিমিত্তে ঐ শহর বা প্রদেশের জজ সাহেবকে জানান্। এবং এইমত না করিলে যদ্যপি তিনি সেই পদে নিযুক্ত হন তবে ঐ পদে নিযুক্ত হওনের পরে ঐ কর্জ হইলে যে দণ্ড হইত সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেন।—১৮৩৪ সালের ১৪ জুলাইর গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

২৮০। প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফ এবং এই রাজধানীর কোন জিলা বা শহরের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত কি মৌলবীদিগকে তেজারতী কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হওনের নিষেধ হইল সেই ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হইলেই তাঁহারা কর্ম্মচ্যুত হইবেন।—১৮৩৫ সালের ২৯ ডিসেম্বরের গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

২৮১। যদি কোন প্রধান সদর আমীন অথবা উপরের লিখিত কোন কর্ম্মকারক এইক্ষণে কোন তেজারতী কর্ম্মে প্রবর্ত্ত আছেন অথবা যদি এমত কোন তেজারতের ব্যাপার উত্তরাধিকারিস্বরূপে তাঁহাকে অর্শে তবে তাঁহার উচিত যে এক মাসের মধ্যে তাহার সম্বাদ জিলা বা শহরের জজ সাহেবকে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবকে দেন্ এবং যত শীঘ্র হইতে পারে ঐ তেজারতের কর্ম্মের শেষ করেন্। যদ্যপি এক বৎসরের মধ্যে ঐ কারবার বন্দ করিতে না পারেন্ তবে হয় আপনার কর্ম্মে ইস্তাফা দিবেন নতুবা তাহার সমাচার জজ অথবা রেজিষ্টর সাহেবকে দিবেন এবং যদি ঐ কর্ম্মকারককে মঞ্জুর করণের ভার গবর্ণমেণ্টে থাকে তবে ঐ জজ সাহেব তাহার সম্বাদ গবর্ণমেণ্টে দিবেন কি যদি তাঁহাকে মঞ্জুর করণের ভার সদর দেওয়ানী আদালতে থাকে তবে তথায় দিবেন। এবং ঐ জজ অথবা রেজিষ্টর সাহেব ঐ কর্ম্মকারককে আপনার তেজারতী কর্ম্ম বন্দ করিবার নিমিত্ত অধিক মিয়াদ দেওনের বিষয়ে আপনার পরামর্শ লিখিবেন। যদি উক্ত কোন কর্ম্মকারক ঐ হুকুমের মতাচরণ না করেন তবে এই হুকুম জারী হওনের পর তেজারতী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহার যে দণ্ড হইত সেই দণ্ড তাঁহার হইবেক।—১৮৩৫ সালের ২৯ ডিসেম্বরের গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

২৮২। উপরের উক্ত কোন কর্ম্মকারকেরা কর্ম্মের প্রার্থনা করণ সময়ে আপনারদের দরখাস্তের মধ্যে তেজারতের কর্ম্মে প্রবৃত্ত নহি এই কথা লিখিবেন এবং তাঁহারা সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে পর যদ্যপি দৃষ্ট হয় যে তাঁহারা দরখাস্ত করণের সময়ে ঐ ব্যাপারে প্রবৃত্ত ছিলেন তবে তাহারা কর্ম্মচ্যুত হওনের যোগ্য হইবেন।—১৮৩৫ সালের ২৯ ডিসেম্বরের গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

২৮৩। গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৭৯৩ সালের ৩৮ আইনের ২ ধারার যে বিধানে সরকারী কার্য্যকারকেরদের এলাকার মধ্যনিবাসি ব্যক্তিদিগকে টাকা কর্জ দিতে ঐ কার্য্যকারকেরদের প্রতি নিষেধ আছে সেই বিধান অচিহ্নিত বিচারকেরদের প্রতিও খাটিবেক। ১৮৪৪ সালের ২৫ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৫ পারা।

বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত জজ। তাঁহারদের ভূমি সম্পত্তির অধিকার।

২৮৪। তোমার সিরিশ্তার বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যে কি আমলার কর্ম্মে বা পোলীসসংক্রান্ত কর্ম্মে কোন এদেশীয় কর্ম্মকারক উত্তর কালে মোকরর হইলে সেই সময়ে তাহার যে ভূমি সম্পত্তি থাকে তাহার এক তফসীল তলব করিবা এবং তাঁহাকে বুঝাইবা যে তাহার পর যদি তিনি সেইরূপ কোন সম্পত্তি পান তবে তাঁহার উচিত যে তাহা প্রাপ্তহওনের তারিখের পর এক মাসের মধ্যে সেই বিষয় তোমাকে জ্ঞাত করেন। যদ্যপি তিনি ইহা না করেন অথবা যদি তাহার পরে দৃষ্ট হয় যে তফসীল দাখিল করণের সময়ে তাঁহার যে ভূমি সম্পত্তি ছিল তাহার কোন ভাগ জানিয়া শুনিয়া তফসীলের মধ্যে লিখিতে ত্রুটি করিলেন তবে তিনি কর্ম্মহইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেন।—১৮৩৫ সালের ২৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৮৫। এইরূপ যে সকল তফসীল তোমার আদালতে দাখিল হয় তাহা অগৌণে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের রোয়দাদে লিখিবার নিমিত্তে তাঁহার কাছারীতে পাঠাইবা।—১৮৩৫ সালের ২৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৮৬। যাঁহারা এক্ষণে কর্ম্মে মোকরর আছেন তাঁহারদের বিষয়ে উক্ত বিধি খাটে এমত জ্ঞান করিবা এবং তোমার সিরিশ্তায় এইক্ষণে যে আমলারা নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগকে সেইরূপ তফসীল দাখিল করিতে হুকুম দিবা এবং জানিয়া-শুনিয়া কিছু ছাপাইয়া রাখিলে যে প্রকার দণ্ড হইবেক তাহা তাঁহারদিগকে বুঝাইবা।—১৮৩৫ সালের ২৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২৮৭। গত ২৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের অনুক্রমে সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে ঐ সরক্যুলর অর্ডরে যে তফসীলের বিষয়ের হুকুম আছে তাহার মধ্যে যে ভূমিতে সরকারী আমলার মালিকী স্বত্ব আছে কেবল তাহা লিখিতে হইবেক এমত নহে কিন্তু তাঁহার অন্য যে ভূমি কি অন্য যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহার পাট্টা যে প্রকার হউক সে সকল তাহাতে লিখিবেন এবং ঐ পাট্টা কি২ প্রকার তাহা ঐ তফসীলের মধ্যে লিখিবেন।—১৮৩৫ সালের ৩ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

২৮৮। সরকারী আমলা যে জিলায় নিযুক্ত হন সেই জিলার কালেক্টরী কাছারীতে ঐ তফসীল রেজিষ্টরী হইবেক পরে ঐ ভূম্যাদি যে জিলাতে থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে তাহার নকল পাঠাইতে হইবেক।—১৮৩৫ সালের ৩ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

২৮৯। বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের ১৮৪২ সালের ২৩ ফেব্রুআরি তারিখের ১ নম্বরী পত্রের নীচের লিখিত চুম্বক অর্থাৎ ৫৩ দফা* জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের এবং তাঁহারদের অধীন বিচারকেরদের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে প্রকাশ করিতেছেন এবং সেই বিষয়েতে পশ্চাৎ লিখিত হুকুম জানাইতেছেন।—১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৯০। উক্ত শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের পত্রের নির্দ্দিষ্ট বিধি এইপর্য্যন্ত আদালতসম্পর্কীয় সিরিশ্তায় জারী হয় নাই এবং সেই বিধির দ্বারা যাঁহারদের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাঁহারদের আহওয়াল ও চরিত্র ও কার্য্যের বিষয় বিবেচনা না করিয়া যদ্যপি তাহা সাধারণমতে বর্ত্তমান কর্ম্মকারিবদের বিষয়ে খাটান যায় তবে অনাবশ্যকমতে অতিকঠিন ব্যবহার বোধ হইতে পারে। অতএব এক্ষণে আদালতসম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত যে বিচারকেরদের দখলে পৈতৃক কি খরীদা অথবা অন্য প্রকারে প্রাপ্ত ভূমি সম্পত্তি থাকে তাঁহারদের বিষয়ে এই বিধি খাটাইতে সদর আদালতের বাঞ্ছা অথবা অভিপ্রায় নহে। কেবল যে গতিকে কোন ব্যক্তির এমত বহুল ভূমি সম্পত্তি আছে যে তৎপ্রযুক্ত সেই স্থানে তাঁহার অতিশয় বাধকতা থাকে এবং আপনার শ্রেষ্ঠ বিষয় রক্ষা করণার্থ যে কার্য্যের দ্বারা তাঁহার সরকারী কর্ম্মে অন্যমনস্কতা হইতে পারে এবং অপক্ষপাত ও নিরপেক্ষা মতে তাহা নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম এমত কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে অথবা এইমত দ্বৈধ কর্ম্ম বা ব্যাপারের অংশী হইতে পারেন সেই২ গতিকে এই বিধি খাটান উচিত। ঐ ব্যক্তিরদিগকে কর্ম্মে থাকিতে দিলে যে অপকার ও ক্লেশ হইবেক তাহা কে না দেখিতে পাবেন। অতএব এইমত গতিকে দেওয়ানীর জজ সাহেবেরদের উচিত যে তাহার সকল বৃত্তান্ত সদর আদালতে জানান্ এবং যদি সেই বিচারক এইমত ব্যক্তি হন যে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা বরতরফ হইতে পারেন না তবে সেই সকল বৃত্তান্ত গবর্ণমেণ্টের হুকুম পাইবার নিমিত্তে তথায় অর্পণ হইবেক। —১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৯১। পুনশ্চ বর্ত্তমান বিচারকেরদের বিষয়ে সদর আদালত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়া হুকুম করিতেছেন যে শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের নির্দ্দিষ্ট বিধির ভাব প্রতিপালন হয় এবং ঐ২ ব্যক্তিরা অর্থাৎ প্রধান সদর আমীন কিম্বা সদর আমীন অথবা মুনসেফেরা যে জিলার মধ্যে নিযুক্ত থাকেন সেই জিলার সীমার মধ্যে খরীদের দ্বারা অথবা ইজারা বা দান কি বন্ধকপ্রভৃতি অন্য উপায়ের দ্বারা ভূমি সম্পত্তি লইতে অথবা কোন প্রকার বাণিজ্য কর্ম্ম করিতে পারিবেন না এমত জ্ঞান করিতে হইবেক। দেওয়ানীর জজ সাহেবেরদের প্রতি হুকুম হইল যে এই নিষেধক বিধির উল্লঙ্ঘনের বিষয় তাঁহারদের জ্ঞাতসার হইবামাত্র তাঁহারা তাহা সদর আদালতে জানান্।—১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৯২। উত্তর কালে এই সাধারণ নিয়ম হইল যে যে২ ব্যক্তির পৈতৃক বা খরীদা কি অন্য প্রকারে প্রাপ্ত ভূমি সম্পত্তি থাকে অথবা যাঁহারা বাণিজ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছেন যে জিলার মধ্যে তাঁহারদের সেই সম্পত্তি থাকে সেই জিলার মধ্যে বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইবার অযোগ্য বোধ হইবেন। কিন্তু যদি সেই ভূমি এইমত অল্প হয় যে দেওয়ানীর জজ সাহেবেরদের বিবেচনায় সেই জিলার মধ্যে তাঁহারদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করাতে কোন আপত্তি নাই তবে ঐ জজ সাহেবেরা তাঁহারদের নামাঙ্কিত করিতে ভীত হইবেন না যেহেতুক এই২ গতিকে সদর দেওয়ানী আদালতেরদিগকে আপন২ বিবেচনামতে কার্য্য করিতে অনুমতি দেওয়া গিয়াছে।—১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

---

* "কোন জিলাতে দেওয়ানী ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন কার্য্যকারক আপনার নামে বা বেনামে ভূমির অধিকারী হইবেন না কিম্বা তাহার সম্পর্কে কোন প্রকার বাণিজ্যে লিপ্ত হইবেন না এই বিষয়ে যে বিধান আছে তাহার নিত্য প্রতিপালনের হুকুম দিতেছি।"

২৯৩। নীচের লিখিত সরক্যুলর অর্ডরের হুকুম প্রতিপালন করাইলে পূর্ব্বোক্ত বিধির উল্লঙ্ঘনের নিষেধ করা দুঃসাধ্য হইবেক না।* ১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

২৬ ধারা।

বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত জজ। উচ্চ পদ পাইবার বিষয়ের দরখাস্ত।

২৯৪। ১৮৩৬ সালের ৩০ জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত বিধিতে এদেশীয় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিচারকেরদের আপনং গুণ ও যোগ্যতার অনুসারে উচ্চ পদ পাইবার বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে। তথাপি শূন্যহওয়া পদে নিযুক্ত হওনবিষয়ে আসল প্রশংসাপত্রসমেত অনেক দরখাস্ত অন্যের দ্বারা ব্যতিরিক্ত একেবারে এই আদালতে দেওয়া গিয়াছে সে আসল প্রশংসাপত্র দরখাস্তকরণিয়াদিগকে ফিরিয়া দিতে হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তদ্বিষয়ের নীচের লিখিত হুকুম প্রকাশ করিতে আদালতের উচিত বোধ হইয়াছে এবং তাহা তোমার অধীন আদালতের কার্য্যকারকদিগকে জ্ঞাপন করিতে হুকুম দিতেছি।—১৮৪০ সালের ৬ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৯৫। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যে বিধি করিয়াছেন তদনুসারে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এদেশীয় বিচারকেরদের পূর্ব্বের সরকারী কার্য্য ও গুণ ও যোগ্যতার রিকার্ড এই দফ্তরখানাতে রাখা যাইতেছে। এবং জিলার কর্ত্তৃকারি সাহেবেরদের প্রতি এমত শক্ত হুকুম হইয়াছে যে তাঁহারদের বার্ষিক দেওয়ানী বিষয়ের রিপোর্টে ঐ বিচারকেরদের মধ্যে যাঁহারা সদুৎসবে অধিক উদ্যোগ করিয়াছেন এবং যাঁহারদের করা নিষ্পত্তি ও সাধারণ রীতি আচরণ তুষ্টিকর বোধ হইয়াছে তাঁহারদের নাম লিখিয়া এই আদালতে জ্ঞাপন করেন। পরে এদেশীয় কোন সম্প্রদায়ের বিচারকেরদের কোন পদ শূন্য হইলে ঐ প্রত্যেক কার্য্যকারকের দাওয়া সূক্ষ্ম বিবেচনা হইয়া তদনুসারে কর্ম্ম করা যাইতেছে।—১৮৪০ সালের ৬ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৯৬। যদ্যপি এই রীত্যনুসারে কার্য্যকরণেতে এদেশীয় বিচারকেরদের নিজে আপনারদের দাওয়ার প্রস্তাব করা অনাবশ্যক তথাপি এমত জ্ঞান করিতে হইবেক যে ঐরূপ প্রত্যেক কার্য্যকারক যাহাতে আপনার উপকার হইতে পারে বোধ করেন এমত আরজী উপস্থিত কার্য্যকারক সাহেবদিগের নিকটে অবশ্যই করিতে পারেন এবং তাহারা তোমার দফ্তরখানার দ্বারা ঐরূপ যে কোন আরজী সদর আদালতের বিজ্ঞাপন ও বিবেচনার নিমিত্তে অর্পণ করিতে চাহেন তাহা তুমি অবশ্য পাঠাইবা।—১৮৪০ সালের ৬ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৯৭। এই আদালতের সাহেবেরা আরো নিশ্চয় করিয়াছেন যে যে মুনসেফেরা ও অন্য কার্য্যকারকেরা প্রাচীন নিয়মের পরিবর্ত্ত হওয়াতে অথবা যে স্থানে কালের পদেতে তাহারা নিযুক্ত হইয়া থাকেন তাহা রহিত হওয়াতে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন এবং আপনারদের ইচ্ছা অথবা প্রত্যাশা এই আদালতে জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছুক হন তাঁহারদের বিষয়ে আদালতের সাহেবেরা তত্ত্বল্য অনুগ্রহ করিবেন। ১৮৪০ সালের ৬ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২৯৮। কিন্তু উত্তর কালে এদেশীয় বিচারক যে কোন আরজী পাঠান্ তাহার উত্তর দেওয়া যাইবেক না ঐ আরজীর সঙ্গে যে সকল কাগজপত্র প্রেরিত হয় সেই ব্যক্তির প্রস্তাবিত রীতি ও ব্যবহার অনুসারে দরখাস্ত না করিলে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না।—১৮৪০ সালের ৬ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

২৯৯। বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেবের হুকুমক্রমে আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি যে কোন এতদ্দেশীয় বিচারক অথবা তোমার আদালতে নিযুক্ত কোন আমলারদের পূর্ব্বের কর্ম্মের বিষয়ি কোন দরখাস্ত গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠাইবা না যেহেতুক শ্রীযুত গবরনর সাহেবের ইচ্ছা যে গবর্ণমেণ্টের নিকটে যে সকল ব্যক্তি আপনারদের দাওয়া বিশেষরূপে জানাইতে চাহেন তাঁহারা স্বয়ং তাহা সরকারী ডাকের দ্বারা প্রেরণ করেন। ১৮৪০ সালের ৩০ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩০০। কিন্তু এই হুকুমের দ্বারা ১৮৩৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখের ২১৫ নম্বরী [এই অধ্যায়ের ৩৩৫ নম্বরী বিধি দেখ] এবং ১৮৪০ সালের ৬ মার্চ তারিখের ৯০৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর [উপরের লিখিত ২৯৪—২৯৮ নম্বরী বিধি] রদ হইল তুমি এমত জ্ঞান করিবা না।—১৮৪০ সালের ৩০ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

---

* সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৫ সালের ২৭ ফেব্রুআরি তারিখের ১৩৫ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর। এবং উত্তরপশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৫ সালের ১০ আপ্রিল তারিখের এবং বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখের ১৪৪ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর।

উত্তরপশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৫ সালের ২৯ মে তারিখের এবং বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ৩ জুলাই তারিখের ১৪৮ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর।

২৭ ধারা।

বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত জজ। ছুটী ও মাহিয়ানা কাটন।

৩০১। প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরা আপনারদের নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে ছুটী চাহিলে জিলার জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন এবং তিনি উচিত বোধ করিলে ছুটী দিতে অসম্মত হইতে পারেন। কিন্তু যদি জজ সাহেব বোধ করেন যে ছুটী দেওয়া উচিত তবে ঐ দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন এবং আপনি এক পত্র লিখিয়া ঐ দরখাস্তের কারণ এবং যে হেতুতে তিনি ছুটী দিবার বিষয়ে পরামর্শ দেন তাহা জানাইবেন এবং দরখাস্তকারির আদালতে কত কার্য্য উপস্থিত আছে তাহার এক কৈফিয়ৎ তাহার সঙ্গে পাঠাইবেন। অত্যাবশ্যক হইলে জজ সাহেব আপনি তৎক্ষণাৎ ছুটী দিতে পারেন্ কিন্তু তাহার সম্বাদ সদর দেওয়ানী আদালতে দিতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ২৯ জানুআরির গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৩০২। সদর আদালতের সাহেবেরা মুনসেফেরদের স্থানে তাঁহারদের নিজ কর্ম্মোপলক্ষে ছুটী পাইবার দরখাস্ত বার২ পাইয়াছেন তাহাতে সম্মত হইলে সরকারী কার্য্যের অনেক বিঘ্ন জন্মে যেহেতুক যে কার্য্যকারকেরা অল্প কাল স্থানান্তর হন্ তাঁহারদের কার্য্য চালাইবার বন্দোবস্ত করা দুঃসাধ্য। অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা আপনারদের এই অভিপ্রায় জানান উচিত বোধ করেন্ যে মুনসেফেরদের কোন নিজ কর্ম্মোপলক্ষে কর্ম্মস্থানহইতে কিঞ্চিৎ কাল যাইবার আবশ্যক হইলে আদালতের নিরূপিত বন্দের যে দিনে এবং সামান্য পর্ব্বের যে দিনে দেওয়ানী আদালত বন্দ রাখিলে সাধারণ লোকেরদের কোন ক্লেশ না হয় সেই২ পর্ব্বের দিনে তাঁহারা ছুটী লইতে পারেন্। অন্যান্য সময়ে উক্ত প্রকার ছুটীর দরখাস্ত হইলে যে গতিকে না হইলে নয় কেবল সেই গতিকে সদর আদালতের সাহেবেরা তাহা মঞ্জুর করিবেন।—১৮৪৭ সালের ১৯ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৩০৩। গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে সদর আদালত আদেশ করিতেছেন যে নীচের লিখিত বিষয়ে যে সকল পত্রাদি ইহার পূর্ব্বে সদর আদালতে পাঠান যাইত তাহা ইহার পর জুডিসিয়ল সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাইবা। জজ সাহেবেরদের এবং প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীনেরদের ছুটী পাইবার দরখাস্ত। ১৮৪৩ সালের ২৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩০৪। গত বৎসরের ২৭ আপ্রিল তারিখের ৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের বিরুদ্ধে নানা স্থানের কার্য্যকারক সাহেবেরা দশহরা ও মহরমের বন্দের সময়ে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরদের ছুটীর বিষয়ের রিপোর্ট সদর দেওয়ানী আদালতে বারম্বার করাতে ঐ সদর আদালত সেই অর্ডরের বিধি প্রতি তোমারদিগকে মনোযোগ করাইয়া হুকুম করিতেছেন যে এই মত সকল রিপোর্ট উনর কালে গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠাইতে হইবেক।—১৮৪৪ সালের ১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০৫। সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে সিবিল জজ সাহেবেরা যখন মুনসেফেরদের ছুটী পাইবার দরখাস্ত সদর আদালতে পাঠান্ তখন তাঁহারা নিম্নত লিখিবেন যে দরখাস্তকারি ব্যক্তি ইহার পূর্ব্বে আপনার কর্ম্মহইতে স্থানান্তর হওনঅবধি কত কাল গত হইয়াছে। এই সম্বাদ পাইলে সদর আদালতের সাহেবেরা তাঁহাকে পুনরায় ছুটী দেওয়া উচিত কি না এই বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবেন।—১৮৪৪ সালের ২২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০৬। ছুটীর নিমিত্তে মুনসেফেরদের দরখাস্তের বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা হুকুম দিবেন।—১৮৩৩ সালের ২৯ জানুআরির গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৩০৭। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে জ্ঞাত করা গিয়াছে যে কএক জন মুনসেফ অনুমতি না পাইয়া আপন২ মোকাম ছাড়িয়া গিয়াছেন। এবং বারম্বার ছুটীর বিষয়ে তাঁহারদের দরখাস্ত এইমত বিলম্বে আদালতে পঁহুছিয়াছে যে প্রার্থিত ছুটী যে দিনে আরম্ভ হয় সেই দিনের পূর্ব্বে ঐ দরখাস্তের বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরদের হুকুম তথায় পঁহুছিতে পারে না। অতএব তাঁহারা হুকুম করিতেছেন যে হঠাৎ ও ভারি পীড়া না হইলে মুনসেফেরা বিনানুমতিতে আপনারদের মোকাম ছাড়িতে পারিবেন না। যদ্যপি হঠাৎ ও ভারি পীড়াপ্রযুক্ত মুনসেফ আপন মোকামে আশঙ্কা বিনা থাকিতে পারেন না তবে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিতে পারেন এবং জজ সাহেবকে তাহার সম্বাদ দিবেন কিন্তু এইমত প্রত্যেক গতিকে যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র চিকিৎসকের সার্টিফিকট দাখিল করিবেন তাহাতে এই লেখা থাকিবেক যে অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া মুনসেফ তৎক্ষণাৎ আপন মোকাম না ছাড়িলে তাঁহার স্বাস্থ্যহওয়া দুঃসাধ্য হইত কি না। এবং জজ সাহেব ঐ২ সর্টিফিকটের বিষয় সদর আদালতের হুকুম পাইবার নিমিত্তে ঐ সর্টিফিকট তথায় পাঠাইবেন এবং ঐ পীড়িত মুনসেফকে যত কাল ছুটী দেওয়া তাঁহার পরামর্শ হয় তাহা তিনি জানাইবেন এবং মুনসেফের অনুপস্থান সময়ে তাঁহার কাছারীর কার্য্য নির্ব্বাহ করণের যে উপায় করিতে হয় তাহার পরামর্শ দিবেন।—১৮৪৫ সালের ২৫ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০৮। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আরো হুকুম করিতেছেন যে যদ্যপি এইমত হঠাৎ আবশ্যকতা না হয় যে দিন থাকিতে দরখাস্ত দেওয়া অসাধ্য তবে জজ সাহেবেরদের নিকটে ছুটী পাইবার যে দরখাস্ত এইমত সম্পূর্ণ মিয়াদের মধ্যে না দেওয়া যায় যে প্রার্থিত ছুটী আরম্ভ হওনের তারিখের পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরদের হুকুম পঁহুছিতে পারে এবং মুনসেফকে জ্ঞাত করা যাইতে পারে সেই২ প্রকার দরখাস্ত তাঁহারা সদর আদালতে পাঠাইবেন না। হঠাৎ যে আবশ্যকতার বিষয় উপরে উল্লেখ হইয়াছিল যদি তাহা জন্মে তবে জজ সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনায় প্রার্থিত ছুটী দিতে পারেন এবং সদর আদালতে তাহা জানাইবেন।—১৮৪৫ সালের ২৫ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০৯। উক্ত গতিকভিন্ন যে মুনসেফেরা বিনানুমতিতে আপনারদের মোকাম ছাড়েন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তগীর হওনের যোগ্য হইবেন। কিন্তু এই সরক্যুলর অর্ডরের এইমত অভিপ্রায় জ্ঞান করিতে হইবেক না যে মহরম ও দশহরার বন্দের সময়ে মুনসেফদিগের এবং অন্যেরদিগের ছুটীর বিষয়ে যে বিধান চলন আছে তাহার কিছু ব্যাঘাত হইয়াছে।—১৮৪৫ সালের ২৫ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৩১০। যদি কোন প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফ অনুমতি পাইয়া আপনার কর্ম্ম স্থানহইতে গমন করেন তবে যাবৎ গরহাজির থাকেন তাবৎ তাঁহার মাহিয়ানার অর্দ্ধেক কাটা যাইবেক।—১৮৩৩ সালের ২৯ জানুআরির গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৩১১। যদ্যপি কোন প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন অথবা মুনসেফ এক মাসের অধিক গরহাজির থাকেন এবং যদি তাঁহার নথীর দৃষ্টে বোধ হয় যে তাঁহার গরহাজির থাকন সময়ে তাঁহার কাছারীর কার্য্য নির্ব্বাহার্থে কোন উপায় করিতে আবশ্যক হয় তবে ঐ গরহাজির ব্যক্তির এওজে যিনি নিযুক্ত হন তিনি যত কাল ঐ কর্ম্মে মোকরর থাকেন তত কাল ঐ পদের নির্দ্ধারিত মাহিয়ানার অর্দ্ধেক পাইবেন এবং সিরিশ্তা ও কাগজপ্রভৃতির নিমিত্তে যে টাকা দেওয়া যায় তাহা সমুদয় পাইবেন। এবং যে ব্যক্তির পদ তিনি সেই সময়ে নির্দ্ধারিত মাহিয়ানার অর্দ্ধেকের বেশী পাইবেন না।—১৮৩৩ সালের ২৯ জানুআরির গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৩১২। কোন ব্যক্তি মুনসেফের কাছারীর চলিত কর্ম্ম চালাইতে হুকুম পাইলে ঐ মুনসেফের মাহিয়ানার সিকী অর্থাৎ ২৫৲ টাকা করিয়া পাইবেন।—১৮৪০ সালের ৬ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

৩১৩। কোন প্রধান সদর আমীন ও মুনসেফদিগকে যে বেশী মাহিয়ানা ১৮৩৭ সালের ২ অক্টোবরের গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে তাঁহারদের যোগ্যতা ও উত্তম কার্য্যের নিমিত্তে নিরূপণ হইয়াছে তাহা তাঁহারদের নিজ বেতন জ্ঞান করিতে হইবেক এবং তাঁহারদের গরহাজির কালে তাঁহারদের এওজে যাঁহারা কর্ম্ম করেন তাঁহারা ঐ বেশী মাহিয়ানার কোন অংশ পাইবেন না। যখন কোন প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন অথবা মুনসেফ ছুটী পাইয়া আপনার কর্ম্মস্থানহইতে গমন করেন তখন তাঁহারদের সিরিশ্তার আমলাবদের নির্দ্ধারিত মাহিয়ানার কিছু কাটা যাইবেক না।—১৮৩৯ সালের ১২ মার্চের গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

২৮ ধারা।

কাছারী বন্দ। মহরম ও দশহরা প্রভৃতি পরব।

৩১৪। সদর দেওয়ানী আদালত বোধ করেন যে যে হিন্দু ও মুসলমানেরদের পরব আদালতের এদেশীয় আমলা ও উকীলেরদের পালন করিবার কোন বিধি নাহি অথবা আবশ্যক নাই এমত পরবের সময়ে আদালত কখন২ বন্দ হইয়া থাকে। অতএব পশ্চাৎ লিখিত যে নির্দ্ধারিত পরবের ফর্দ্দ কতক বৎসর হইল সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীরদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঐ আদালতের সাহেবেরা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা তোমার বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত তোমার নিকটে পাঠান যাইতেছে তাহাতে লিখিত পরব বিনা সদর দেওয়ানী আদালত বন্দ হয় না।—১৮১৬ সালের ৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

[হিন্দু ও মুসলমানেরদের পরবের তালিকা বৎসরে২ বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হয়।]

৩১৫। সদর আদালত অবগত আছেন যে হিন্দুরদের পরবের প্রতিপালনের বিষয়ে দেশের সর্ব্বত্র সমান ব্যবহার নাহি কিন্তু তাঁহারদের ইচ্ছা আছে যে স্থানবিশেষের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যেপর্য্যন্ত হইতে পারে সেইপর্য্যন্ত তোমার নিকটে এক্ষণে পাঠান উক্ত ফর্দ্দের অনুসারে আদালত বন্দ কর এবং যথাসাধ্য বন্দের দিন কমাইবার বিষয়ে মনোযোগ রাখ।—১৮১৬ সালের ৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৩১৬। গত ৬ আপ্রিলের সদর দেওয়ানী আদালতের যে সরক্যুলর অর্ডরে হিন্দু ও মুসলমানেরদের পরবের ফর্দ্দ

ছিল তাহা দেখিয়া কেহ বোধ করিয়াছেন যে দশহরা ও মহরমের নিয়মিত কালে দেওয়ানী আদালত বন্দ করিতে নিষেধ হইয়াছে। অতএব সদর আদালত তোমাকে জানাইতেছেন যে ১৭৯৮ সালের ৩ আইনের ২ ধারার আদালত বন্দ করিবার যে নিয়ম হইয়াছিল অর্থাৎ দশহরাতে ৩০ দিন মহরমের সময় ১৫ দিন তাহাতে কিছু মতান্তর করণ ঐ সরক্যুলর অর্ডরের অভিপ্রায় ছিল না।—১৮১৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩১৭। মফঃসল আদালত যে২ পরবের সময় বন্দ করিতে হইবেক তাহা এই সদর আদালতের সরক্যুলর অর্ডরে অনেক কাল পূর্ব্বে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল এক্ষণে ঐ হুকুম আলগা হইয়াছে অথবা তাহা ভোলা গিয়াছে অতএব মাজিস্ট্রেট সাহেব এবং অন্য২ আদালতের কার্য্যকারককে তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিতে হুকুম দিবা এবং ১৮১৬ সালের ৬ আপ্রিল তারিখের সদর আদালতের সরক্যুলর অর্ডরে দেশীয় লোকেরদের ধর্ম্মপালনের নিমিত্ত যে পরবের আবশ্যক বোধ হইয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাহার অতিরিক্ত আর কোন দিবসে ছুটী দিবেন না।—১৮৩০ সালের ১৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২২ দফা।

৩১৮। নানা আদালতের উকীলেরা ও আমলারা দশহরা ও মহরমের বন্দে নির্দ্দিষ্ট এক মাস ও পনের দিনের অধিক কালপর্য্যন্ত গরহাজির থাকনপ্রযুক্ত জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালত অনেকবার ঐ দুই বন্দের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের অধিক কালপর্য্যন্ত বন্দ থাকে এবং সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে মফঃসলের দেওয়ানী আদালত রীতিমতে না খুলিবার বিষয়ে প্রচুর হেতু নাহি যেহেতুক সদর আদালতের আমলা ও উকীলেরদের কএক জন যদিও অতিদূরে বাস করেন তথাপি তাঁহারা ঠিক বন্দের শেষে ফিরিয়া আইসেন। অতএব তোমাকে আদেশ করিতেছি যে তুমি আপন এলাকার সকল জজ ও মাজিস্ট্রেট সাহেবদিগকে হুকুম কর যে তাঁহারা উত্তর কালে আপন২ আদালতের আমলারদিগকে ও উকীলদিগকে ঐ প্রত্যেক বন্দের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলেই অর্থাৎ ১৭৯৮ সালের ৩ আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে দশহরার বন্দে ৩০ দিন এবং মহরমের বন্দে ১৫ দিন অতীত হইলেই হাজির হইতে হুকুম দেন। আরো তুমি আপন আদালতের আমলারদিগকে ও উকীলদিগকে এই বিধিমতে কার্য্য করিতে হুকুম দেওনের বিষয়ে মনোযোগী হইবা।—১৮১৫ সালের ৩০ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩১৯। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নিরূপিত সময়ের শেষে এদেশীয় আমলা ও উকীলেরদের ফিরিয়া আসিবার বিষয়ে ১৮১৫ সালের ৩০ নবেম্বর তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে যে হুকুম ছিল তাহা বলবৎ থাকিবেক এবং সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে তাহা নিত্য প্রতিপালনে ত্রুটি না হয়।—১৮১৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩২০। এলাকাসকলের মফঃসল আপীল আদালত এবং জিলা ও শহর সকলের দেওয়ানী আদালত প্রতিবৎসর ইঙ্গরেজী সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে হিন্দু ধর্ম্মের পর্ব্ব দুর্গোৎসবের যোগে তৎপর্ব্বারম্ভের পূর্ব্ব দশ দিন থাকিতে সাসন গণনার এক মাস অর্থাৎ ৩০ ত্রিশ দিবসপর্য্যন্ত এবং মুসলমানী ধর্ম্মের যে পরব মহরমের দিনের নৈত্য চান্দ্র মাসের গণনাহেতুক হইতে পারে না তাহার কালে সেই পরব আরম্ভের অগ্রে পাঁচ দিন রহিতে পনের দিবসঅবধি বন্দ থাকিবেক। ইহাতে যদি দুর্গোৎসব ও মহরম দুই পর্ব্ব এক কালে হয় তবে এক২ পর্ব্বের কারণ পৃথক২ সময় নিরূপণে ঐ আদালতসকল বন্দ থাকিবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু যদি ঐ আদালতসকল দুর্গোৎসবের যোগে বন্দ থাকিবার মিয়াদের সন্ধিতে মহরম উদয় পায় কিম্বা মহরমের কালে বন্দ করিবার মুদ্দতের সন্ধিতে দুর্গোৎসব উপস্থিত হয় তবে সে সময়ে ঐ দুই পর্ব্ব সাঙ্গের নৈমিত্তিক নিরূপিত কাল মিয়াদ গত না হইবাপর্য্যন্ত ঐ আদালতসকল বন্দ রহিবেক ইতি।—১৭৯৮ সা। ৩ আ। ২ ধা।

৩২১। ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ২ ধারা ও ১৮০৫ সালের ৮ অষ্টম আইনের ১৩ ধারার লিখনানুসারে জিলা ও শহরের ও মফঃসল আপীল আদালতের কাছারী বন্দ হওনের যে দুই মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছিল এক্ষণে অনেক মোকদ্দমা মুলতবী অর্থাৎ যবেস্তবে থাকাতে কিম্বা অন্য কোন হেতুতে আদালত বন্দ হওনের সেই দুই মিয়াদ কিম্বা তাহার এক মিয়াদ মৌকুফ করা যদি কোন আদালতে উচিত হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ২ আইনের লিখিত হুকুমের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আদালত খুলিয়া দিবার হুকুম দেন ইতি।—১৮০৬ সা। ১ আ। ১০ ধা।

৩২২। ১৭৯৮ সালের ৩ আইনের ২ ধারাতে হুকুম আছে যে মহরমের ছুটী "সেই পরব আরম্ভের অগ্রে পাঁচ দিন রহিতে" হইবেক কেহ২ ঐ কথার এই অর্থ করিয়াছেন যে মহরমের প্রথম দিবসের পাঁচ দিন পূর্ব্বে আরম্ভ হইবেক কিন্তু শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে সদর আদালত তোমাকে জানাইতেছেন যে ঐ পরবের নিমিত্ত আদালত বন্দহওয়া মহরম মাসের প্রথম দিবসাবধি আরম্ভ হইয়া ১৫ দিনপর্য্যন্ত থাকিবেক।—১৮০৩ সালের ৩১ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৩২৩। ১৭৯৮ সালের ৩ আইনপ্রভৃতির নানা ভাগে হুকুম আছে যে আদালতের হিন্দু ও মুসলমান আমলারা আপনং গৃহেতে গমন করিতে পারেন্ এবং ঐ বন্দের সময়ে আপনং ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পাবেন্ এই নিমিত্তে মহরম ও দশহরার পরবের সময়ে দেওয়ানী আদালত বন্ধ হইবেক। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে উক্ত যে বিধান হইয়াছিল তাহার দ্বারা যে ঐ নিয়মের অন্যথা হইল সদর আদালত তাহাব এমত অর্থ করেন্ না। অতএব সদর আমীন এবং অন্যং কার্য্যকারকেরা পূর্ব্ববৎ জজ সাহেবের অনুমতিক্রমে সেই সময়ে আপনং গৃহে গমন করিতে পারেন্।—১৮৩৩ সালের ১০ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৩২৪। দেওয়ানী আদালতসকল মহরম ও দশহবার উৎসবসময়ে বন্দ হইয়া থাকে তাহাব বিশেষ অভিপ্রায় এই যে আমলা ও উকীলেরা স্বং বাটীতে গমন করিতে পাবেন অতএব তোমার অধীন অচিহ্নিত বিচারকেবা সেই সময়ে ছুটীর যে দরখাস্ত করেন তাহাতে সম্মত হইবাব ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া গেল কেবল যেং কর্ম্মকারকেরদিগকে তুমি ছুটী দিবা তাঁহারদের নাম এই সদর আদালতে রিপোর্ট করিবা। কিন্তু যখন ঐ আদালতেব বন্দেব অতিরিক্ত কালের বিষয়ে ছুটীর দবখাস্ত করা যায় তখন এক্ষণে যেরূপ হইতেছে সেইমত তুমি গত বৎসবের ৪ সেপ্টেম্বর তাবিখের সরক্যুলর অর্ডরক্রমে প্রধান সদব আমীন ও সদর আমীনদিগের দরখাস্ত মঞ্জুর করণের পূর্ব্বে তাহা এই সদর আদালত এবং গবর্ণমেণ্টের হুকুম পাইবাব নিমিত্ত পাঠাইবা।—১৮৪১ সালের ২৬ মার্চের সরক্যুলব অর্ডরেব ২ দফা।

৩২৫। গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় করিযাছেন যে উত্তর কালে প্রধান সদব আমীন ও মুনসেফেবা রীতিমতে অনুমতি পাইলে যদি সামান্যতঃ ঈশহবা ও মহরমের বন্দের সময়ে গবহাজিব হন তবে তাঁহারদের মাহিযানার কিছু কর্ত্তন হইবেক না। কিন্তু যখন তাঁহারা ঐ বন্দেব অতিবিক্ত কাল গবহাজিব থাকেন তখন ১৮৩৩ সালের ১ ফেব্রুআবি তাবিখের প্রকাশিত ঐ সালের ২৯ জানুআবি তাবিখের হুকুমেব নির্দ্দিষ্টমতে তাঁহাবদেব মাহিযানা কাটা যাইবেক অর্থাৎ ঐ বন্দের সময়সমেত যত কাল গবহাজির ছিলেন ঐ সকল সময়ের মাহিযানা কাটা যাইবেক।—১৮৩৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরেব সরক্যুলর অর্ডর।

৩২৬। উত্তর কালে যে কোন ব্যক্তি এইমত গতিকে গবহাজিব হন্ অর্থাৎ যে ব্যক্তি দশহরার ও মহবমের বন্দের নির্দ্দিষ্ট সময়েব ছুটী পাইযাছেন তাঁহাব মোকামে ফিরিযা আইসনেব পূর্ব্বে বা পবে যদি চিকিৎসকের সর্টিফিকট কিম্বা অন্য কোন উপাযেব দ্বাবা জিলার জজ সাহেবকে হৃদ্বোধ করাইতে পাবেন যে পীড়াপ্রযুক্ত নির্দ্ধারিত সময়েব মধ্যে ফিরিযা আসিতে পারেন না কি পারিলেন না তবে সেই ব্যক্তিব বেতন কর্ত্তন হইবেক না কিন্তু মিযাদের অতিরিক্ত তাঁহার গরহাজির থাকনের উপযুক্ত কাবণ জজ সাহেবের হৃদযঙ্গম করিতে না পারিলে তাঁহার মিযাদের অতিরিক্ত কালপর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত মাহিয়ানা কাটা যাইবেক কিন্তু তাহার ছুটীপর্য্যন্তের মাহিযানা কাটা যাইবেক না।—১৮৪০ সালের ২৭ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।*

৩২৭। মুনসেফেরা নির্দ্ধারিত পবরেব সময়ে জজ সাহেবের অনুমতি লইযা আপনারদের কর্ম্মস্থানহইতে স্থানান্তরে থাকিলে তাঁহারদের মাহিযানাব কিছু বাদ দেওযা যাইবেক না।—১৮৩৫ সালের ২২ মের ৯৫৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

---

* যে স্থলে গরহাজির বিচারকেবা আপনাবদেব সমুদয মাহিযানা পাইবেন এবং যে স্থলে তাঁহারদের মাহিয়ানা কাটা যাইবেক তাহা স্পষ্টকরণার্থ উক্ত বিধিসকলের সাব নীচে লেখা যাইতেছে।

মহবম ও দশহরাব সময়ে ছুটী পাইযা গবহাজির হইলে—মাহিযানা বন্দ হইবেক না।

অন্য সময় ছুটী পাইযা গরহাজির হইলে—মাহিযানার অর্দ্ধেক কাটা যাইবেক।

আদালত বন্দের সময়ে এবং তাহাহইতে অধিক কাল ছুটী পাইযা গরহাজির হইলে—যে অধিক কাল গরহাজির থাকেন তাহার নিমিত্তে অর্দ্ধেক মাহিযানা কাটা যাইবেক।

আদালত বন্দে যে ছুটী পাইযাছিলেন তাহাহইতে অধিক কাল গরহাজির থাকিলে কিন্তু পীড়াইত্যাদির কোন চিকিৎসকের সর্টিফিকট বা অন্য প্রমাণ দিলে—উপরের ন্যায।

আদালত বন্দে যে ছুটী পাইযাছিলেন তদতিরিক্ত কাল গবহাজির থাকিলে কিন্তু চিকিৎসকের সর্টিফিকটপ্রভৃতি দেখাইতে না পারিলে—অতিরিক্ত কালের নিমিত্তে সমুদয মাহিযানা কাটা যাইবেক।

বিনানুমতিতে গরহাজির হইলে—সমস্ত মাহিয়ানা কাটা যাইবেক।

২৯ ধারা।

বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত জজ। লিখনপঠন।

৩২৮। মুনসেফেরদের নিকটে আদালতের কার্য্যের বিষয়ে পত্রাদি লিখনের এক্ষণে যেরূপ ব্যবহার চলিতেছে তাহা সদর দেওয়ানী আদালত বিবেচনা করিয়া বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেবের অনুমতিক্রমে হুকুম করিতেছেন যে ১৮৩২ সালের ৩০ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফায় যে বিধান আছে তাহা মুনসেফেরদের বিষয়েও খাটিবেক এবং উত্তর কালে আদালতের বিষয়ি কোন বিজ্ঞাপন তাঁহারদের নিকটে করিতে হইলে এক্ষণকার ব্যবহারের ন্যায় পরওয়ানা ও আরজীর দ্বারা না হইয়া রুবকারীর দ্বারা করা যাইবেক।—১৮৩৮ সালের ১৯ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩২৯। সদর আদালত এইমত বিধান করিয়াছেন যে একি জিলার মুনসেফেরা তাঁহারদের আপন২ আদালতের কার্য্যের বিষয়ে পরস্পর লিখনপঠন করিতে হইলে জজ সাহেবের দ্বারা পত্রাদি না পাঠাইয়া একেবারে রুবকারীর দ্বারা তাঁহারদের নিকটে পাঠাইবেন অতএব উত্তর কালে এইরূপ ব্যবহার করিতে তোমার অধীন মুনসেফেরদিগকে হুকুম দিবা।—১৮৪০ সালের ১০ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৩০। সদর আমীন ও মুনসেফেরা বিলায়তের সনদপ্রাপ্ত অর্থাৎ চিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের নিকটে আপনারদের পত্রাদি পূর্ব্ববৎ ইউরোপীয় জজ সাহেবের মারফতে একেবারে পাঠাইবেন কিন্তু ঐরূপ কার্য্যকারকেরা যদি তাঁহারদের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমার সম্পর্কীয় হন তবে একেবারে ঐ কর্ম্মকারকের নিকটে পত্রাদি পাঠাইবেন।—১৮৩৭ সালের ১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৩১। নানা আদালত ও কালেক্টরী সম্পর্কীয় কার্য্যকারকেরদের প্রতি মুনসেফেরদের আদেশ পাঠাওনের বিষয়ে এক্ষণে যে ব্যবহার চলিতেছে তাহা সদর আদালত বিবেচনা করিয়াছেন এবং সেই বিষয়ে তাঁহারদিগকে যাহা২ বিজ্ঞাপন করা গিয়াছে তাহার দ্বারা তাঁহারা বোধ করেন যে মুনসেফ যে জিলার জজ সাহেবের অধীন সেই জজ সাহেবের দ্বারা ঐ সকল আদেশ পাঠাওনের রীতিতে কোন উপকার নাই বরং তাহাতে উভয় আদালতের কর্ম্মের ব্যাঘাত হইতেছে অতএব সদর আদালত উত্তর কালের জন্যে এমত গতিকে পশ্চাৎ লিখিত বিধান করিতেছেন। ১৮৩৯ সালের ১৬ নবেম্বর তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা রদ হইল এবং ঐ সরক্যুলর অর্ডরের অবশিষ্ট দফার বিধি মুনসেফের আদালতে চলন হইল কেবল এই বিষয় বর্জ্জিত থাকিল যে উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকারকের কিম্বা ব্যক্তিরদের নিকটে অথবা ১৮৪২ সালের ৫ জুলাই তারিখের ২৩৫৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের লিখনমতে মৌলবী বা পণ্ডিতেরদের নিকটে যখন মুনসেফের কোন আদেশ অথবা দরখাস্ত সরকারী ডাকের দ্বারা প্রেরণ করিতে হয় তখন তিনি ঐ আদেশ অথবা দরখাস্ত একটী খোলা খামের মধ্যে দিয়া জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং জজ সাহেব ডাক ঘরের নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাতে মোহর করিবেন ও বিনামাসুলে পাঠাওনের নিমিত্ত আপনার নাম দস্তখৎ করিবেন এবং তাহা ডাকের দ্বারা পাঠাইবেন।—১৮৪৩ সালের ১৫ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৩২। গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী এবং সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব এবং সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেব এবং নানা বাজার দরবারে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রেসিডেণ্ট সাহেব এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেবসকল এবং যুদ্ধসম্পর্কীয় সকল সেনাপতি সাহেবভিন্ন সরকারের অন্য সকল চিহ্নিত চাকরের সঙ্গে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরা একেবারে রুবকারীর দ্বারা লিখনপঠন করিবেন কিন্তু ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের বিধি অনুসারে ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ যে মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হয় তাহার বিষয়ে লিখনপঠন হইলে ঐ প্রধান সদর আমীন তাহা একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন।—১৮৩৯ সালের ১৬ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৩৩। উক্ত দ্বিতীয় ধারায় প্রথম যে তিন সরকারী কর্ম্মকারক বর্জ্জিত আছেন তাঁহারদের সঙ্গে এবং সৈন্যসম্পর্কীয় সাহেবেরদের সঙ্গে লিখনপঠন করিতে হইলে এক্ষণকার ব্যবহারের ন্যায় কার্য্য হইবেক।—১৮৩৯ সালের ১৬ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩৩৪। প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীনের আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমার কোন বিষয়ে যখন তাঁহারদের নানা রাজার দরবারে ইঙ্গলণ্ডীয় রেসিডেণ্টের অথবা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের এজেণ্টের নিকটে কোন বিষয় জানাইতে হয় তখন ঐ প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন যে বিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন তাহার উর্দ্দু ভাষায় এক কৈফিয়ত লিখিয়া যে জজ সাহেবের তাবে থাকেন সেই জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন কিন্তু ঐ কৈফিয়তের মধ্যে কোন প্রকার দরখাস্ত করিবেন না। পরে জজ সাহেব ঐ কৈফিয়ৎ পাইলে তাহা রেসিডেণ্ট সাহেব অথবা এজেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং ঐ জিজ্ঞাসার মর্ম্মানুসারে যে হুকুম বা দরখাস্ত করা উচিত বোধ হয় তাহা এক ইঙ্গরেজী পত্রেতে লিখিয়া তাহার সঙ্গে পাঠাই-

বেন এবং রেসিডেন্ট সাহেব অথবা এজেন্ট সাহেব তাহার বিষয়ে যাহা বিহিত হয় তাহাই করিবেন।—১৮৩৯ সালের ১৬ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৩৩৫। বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত বিচারকেরা আপনারদের সরকারী কার্য্যের সম্পর্কে নানা বিষয়ে ডাকের দ্বারা সদর আদালতে পত্র লিখিয়া থাকেন তাহাতে ঐ আদালতের অনেক ক্লেশ হয় অতএব তুমি তাঁহারদিগকে হুকুম দিবা যে সদর আদালতে তাঁহারা যে বিষয় জানাইতে চাহেন তাহা নিয়ত তোমার মারফতে গুজরাইবেন। এই বিধির অভিপ্রায় এই যে এদেশীয় বিচারকেরা যাহা জিজ্ঞাসা করেন তাহার বিষয়ে আবশ্যক বোধ হইলে তুমি আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাত করিতে পার। কিন্তু এদেশীয় বিচারকদিগকে তুমি বুঝাইয়া দিবা যে, জিলার জজ সাহেবের হুকুমের উপর যখন তাঁহারা আপীল করিতে চাহেন তখন তাহার বিষয়ে উক্ত বিধান খাটিবেক না। ঐ প্রকার আপীল তাঁহারা পূর্ব্ববৎ রীতিমতে ইষ্টাম্পকাগজের উপর লিখিয়া কোন সনদী উকীল অথবা মোখ্তারকারের মারফতে গুজরাইবেন।—১৮৩৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৩৬। ইউরোপীয় চিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের এবং প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরদের মধ্যে দেশীয় ভাষায় কাছারীসম্পর্কীয় কার্য্যের বিষয়ে লিখনপঠন করিতে হইলে সদর আমীনেরদের বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় পরওয়ানা ও আরজীর দ্বারা না করিয়া রেজিষ্টর ও আসিষ্টান্ট সাহেবের বিষয়ে পূর্ব্বে যে ব্যবহার হইয়াছিল তদনুসারে রুবকারীর দ্বারা করিতে হইবেক এবং উত্তর কালে এইরূপ ব্যবহার করিবা।—১৮৩১ সালের ১৯ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৩৭। এদেশীয় সর্ব্বপ্রকার বিচারকেরা দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে একেবারে লিখনপঠন করিবেন।—১৮৩৯ সালের ১৬ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

৩৩৮। এই সকল হুকুম এদেশীয় বিচারকদিগকে দেওনের সময়ে তাঁহারদিগকে বিশেষরূপে জানাইবা যে এদেশীয় মান্য ব্যক্তিরদের নিকটে আদালতসম্পর্কীয় লিখনপঠন করিতে হইলে তাঁহারা উপযুক্ত সমাদরপূর্ব্বক পত্র লিখিবেন এবং জিলার ইউরোপীয় জজ সাহেব সেই২ স্থলে তাঁহারদের নিকটে যে পাঠ ও নিয়মানুসারে পত্র লিখিয়া থাকেন তদনুসারে তাঁহারাও লিখিবেন। এবং এদেশীয় মান্য লোকেরা সেইরূপে এদেশীয় বিচারকদিগকে উপযুক্তমতে সমাদর করিবেন এবং পত্রাদি লিখিতে হইলে ১৮৩৮ সালের ৬ জুলাইর ৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের পাঠানুসারে পত্রের শিরনামা লিখিবেন।—১৮৩৯ সালের ১৬ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

৩৩৯। সম্প্রতি শ্রীযুত গবরনর সাহেবের জ্ঞাতসার হইয়াছে যে এক জন সরকারী কর্ম্মকারক এদেশীয় অতিমান্য মহাশয়ের নিকটে অতি অনুচিতমতে শিরনামা দিয়াছেন অতএব আমি তোমাকে এই আদেশ করিতে হুকুম পাইয়াছি যে তুমি অতি সাবধান হইয়া এদেশীয় মহাশয়েরদিগের বিশেষতঃ যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য তাঁহারদিগের মর্য্যাদার তুল্য অতি-সমাদর করিয়া সরকারী পত্র লিখিবা।- ১৮৪১ সালের ১৯ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০ ধারা।

বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত জজ। অতিরিক্ত বিধি।

৩৪০। প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরা সিবিশ্তা ও কাগজপ্রভৃতির নিমিত্তে যাহা পাইবেন তাহা গত বৎসরের ২ অক্টোবর তারিখে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ধার্য্য করিয়া দিলেন ঐ ধার্য্যহওয়া বিষয়ে এক্ষণে সদর আদালতের হুকুমক্রমে তোমাকে জানাইতেছি যে ঐ টাকা কেবল সেই২ বিষয়ে ব্যয় হয় গবর্ণমেণ্টের এমত ইচ্ছা আছে। অতএব তোমার জিলায় তোমার অধীন বিচারকদিগকে ইহা জানাইয়া হুকুম দিবা যে ঐ টাকা যে২ রূপে তাঁহারা ব্যয় করিতে মনস্থ করেন তাহার এক কৈফিয়ৎ অগৌণে তোমার নিকটে গুজরাইয়া দেন্ এবং ঐ কৈফিয়ৎ শুধরিয়া কাগজের নিমিত্ত যথার্থ আন্দাজ করিয়া যত টাকা ব্যয় করণ আবশ্যক বোধ হয় তাহাহইতে অধিক কৈফিয়তের মধ্যে না লেখা যায় এই বিষয়ে মনোযোগ করিবা।—১৮৩৮ সালের ২ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৪১। প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠান পত্রাদির শিরনামাতে কিছু ফেরফার করিতে গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দিয়াছেন অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে এদেশীয় বিচারকেরদের সঙ্গে সরকারী কার্য্যকারকেরদের লিখনপঠন করিতে হইলে উত্তর কালে নীচের লিখিত পাঠ লইয়া ব্যবহার করিবেন।- ১৮৩৮ সালের ৬ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

প্রধান সদর আমীন।

	পাঠ।	খ্যাতি।
খ্রীষ্টীয়ান	Sir.	Esquire.
মুসলমান	سوالمرتبت معالی منزلت سلمہ اللہ تعالی	خان بهادر
হিন্দু	ایضاً	رای بهادر

সদর আমীন।

	পাঠ।	খ্যাতি।
খ্রীষ্টীয়ান	Sir.	Esquire.
মুসলমান	رفعت وعوالی منزلت سلمہ	خان
হিন্দু	ایضاً	رای

মুনসেফ।

	পাঠ।	খ্যাতি।
খ্রীষ্টীয়ান	Sir.	Esquire.
মুসলমান	بعافیت باشند	دولت و امانت پناہ
হিন্দু	ایضاً	ایضاً

৩৪২। বার্ষিক কৈফিয়ৎ গুজরাণের সময়ে জিলার জজ সাহেবেরা কখন২ আপন২ জিলায় হাজির থাকেন না কখন২ বা দেশান্তরে যান এইপ্রযুক্ত এদেশীয় বিচারকেরদের সাধারণ আচারব্যবহার ও যোগ্যতার ও গুণের বিষয়ে কোন বিশেষ সম্বাদ না পাওয়াতে বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করণেতে অনেক ক্লেশ হইতেছে অতএব জিলা ও শহরের জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে এইরূপ সম্বাদের অভাব উত্তর কালে না হয় এনিমিত্তে তাঁহারা আপনারদের কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিলে ঐ কর্ম্মগ্রহীতার নিমিত্তে এবং অবশেষে সদর আদালত ও গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরদের বিষয়ে তাঁহারদের যে বিবেচনা হইয়াছে তাহা লিখিয়া রাখেন।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৪৩। বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর সাহেব সদর আদালতের পরামর্শেতে একবাক্য হইয়া এই স্থির করিয়াছেন যে উত্তর কালে জিলা আদালতের ব্যবস্থাদায়ক মৌলবীর সেই পদ থাকিতে তিনি এদেশীয় বিচারকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন না।—১৮৩৬ সালের ৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৩৪৪। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ৫ ফেব্রুআরি তারিখের ১৬৬ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে এইপর্য্যন্ত মতান্তর হইল যে আদালতের মৌলবীর এবং মুনসেফের কর্ম্ম এক জনকে দিলে দেওয়ানী আদালতের কার্য্যের বিলম্ব অথবা অন্য প্রকারে সরকারী কর্ম্মের ব্যাঘাত হইবেক না এমত বোধ হইলে সদর আদালত আপন বিবেচনামতে আদালতের মৌলবীকে জিলা আদালতের সদর মোকামে মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন। এবং সদর আদালত যখন জিলা আদালতের মৌলবীকে সদর আমীনী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেন তখন সেইরূপ বিবেচনা করিয়া পরামর্শ দিবেন।—১৮৪৪ সালের ২৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৪৫। উক্ত সরক্যুলর অর্ডর এবং অন্য২ সরক্যুলর অর্ডরে এমত হুকুম আছে যে জজ সাহেব এবং অন্যান্য বিচারকেরা যখন মাসের মধ্যে পশ্চাৎ লিখিত* সংখ্যার মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি না করেন তখন যে কারণে তত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না তাহা লিখিয়া জানান। তাহাতে কেহ২ বোধ করিয়াছেন যে যত মোকদ্দমা বিচারকেরদের নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহার ঊর্দ্ধ সংখ্যা সেই। কিন্তু এইটা ভ্রমমাত্র যেহেতুক ঐ হুকুমের অভিপ্রায় যে ঐ সংখ্যাহইতে কম মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন না এবং প্রত্যেক বিচারকের উচিত যে মোকদ্দমার দোষগুণ সম্পূর্ণরূপে তহকীক

---

* যে প্রধান সদর আমীনের নথীতে কোন প্রথম উপস্থিত মোকদ্দমা আছে তাঁহারদের বিচার্য্য। ২০
যে প্রধান সদর আমীনের নথীতে আসল মোকদ্দমার আপীল থাকে তাঁহারদের বিচার্য্য। ২৫
সদর আমীন। ২০
মুনসেফ ২৫

করিয়া ঐ সংখ্যাহইতে যত অধিক নিষ্পত্তি করিতে পারেন তাহা করেন। কিন্তু যখন ঐ লিখিত সংখ্যাহইতে কম মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন তখন তাহার কারণ লিখিবেন। এবং কর্ত্তৃস্থকারি কর্ম্মকারকের উচিত যে ঐ সকল কারণ মাসিক দেওয়ানী কৈফিয়তের মধ্যে লেখেন এবং প্রত্যেক স্থলে তাঁহারা উপযুক্তমত তদারক করিয়া ঐ লিখিত কারণ মাতবর কি না ইহা স্পষ্ট করিয়া লেখেন এবং ঐ অধস্থ বিচারকেরদের ত্রুটি বা অমনোযোগ দেখা গেলে তাহারা উপদেশ দিয়া তাঁহারদিগকে চেতান এবং তাঁহারদের উপদেশ পাইয়া যদি অধস্থ বিচারকেরা মনোযোগ ও উদ্যোগ না করেন তবে তাহার সম্বাদ সদর আদালতে দেন।—১৮৩৩ সালের ২৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৩৪৬। এদেশীয় বিচারকের আদালতের নথীতে নম্বরী অল্প মোকদ্দমা থাকিলে যদি সেই মোকদ্দমা সম্পর্কে তাঁহারা কহেন যে নিষ্পত্তির উপযুক্ত আর কোন মোকদ্দমা প্রস্তুত ছিল না এইপ্রযুক্ত নির্দ্ধারিত সংখ্যার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিলাম না। এই ওজর গ্রাহ্য বটে কিন্তু তাহার দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে এই ওজর যে বিচারকেরা করেন তাঁহারদের কাছারীর মুৎফরক্কা কার্য্য নিষ্পত্তি করণার্থ তাঁহারদের অধিক অবকাশ ছিল অতএব সদর আদালতের এই অপেক্ষা আছে যে উক্ত কারণপ্রযুক্ত তাঁহারা যখন নম্বরী মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত সংখ্যা নিষ্পত্তি করিতে পারেন না তখন তাঁহারা মুৎফরক্কার অধিক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের দ্বারা সংখ্যা সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন ইহা না করিলে তাঁহারদের ঐ ওজর গ্রাহ্য হইবেক না।—১৮৩৫ সালের ৬ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৪৭। সদর দেওয়ানী আদালত সম্প্রতি অবগত হইয়াছেন যে সরক্যুলর অর্ডরে যত মোকদ্দমা মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করণের হুকুম আছে এবং যত মোকদ্দমা ঐ আদালতের দ্বারা নিষ্পত্তি হওনের অপেক্ষা সদর আদালত রাখেন তাহার সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দেওনের নিমিত্ত প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরা যে মোকদ্দমার আসামী উপস্থিত নাই এবং যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরা অতিসহজ তাহা বাচিয়া লইয়া নথীর সংখ্যা অথবা মোকদ্দমা উপস্থিত করণের তারিখের বিষয়ে দৃষ্টি না করিয়া নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন অতএব তোমাকে মনোযোগ করাইতে হুকুম পাইয়াছি যে এমত অনুচিত ব্যবহার তোমার জিলার মধ্যে হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিবা সদ্যপি হইয়া থাকে তবে তাহা অতিশক্তরূপে নিবারণ করিবা এবং যে ক্রমে মোকদ্দমা নথীর শামিল করা গিয়াছে তৎক্রমে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে এদেশীয় বিচারকদিগকে হুকুম দিবা।—১৮৪০ সালের ৩ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৩৪৮। সদর আদালতের সাহেবেরা অবগত হইয়াছেন যে এদেশীয় বিচারকেরদের মধ্যে কেহ২ আপনারদের কাছারীর কাগজপত্রসকল ইঙ্গরেজী অক্ষরে সহী করেন এবং কখন২ আপনারদের নাম সম্পূর্ণরূপে না লিখিয়া নামের কেবল প্রথম অক্ষর লেখেন অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা ঐ ব্যবহারের নিষেধ করিতেছেন এবং হুকুম করেন যে বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত অর্থাৎ দেশীয় সমস্ত বিচারক আদালতের দলীলদস্তাবেজে আপনারদের নাম আপনারদের ভাষার অক্ষরে লিখিবেন এবং আপনারদের নামের কেবল প্রথম অক্ষর না লিখিয়া সম্পূর্ণরূপে লিখিবেন।—১৮৪২ সালের ২৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৪৯। গত জুন মাসের ২৪ তারিখের সরক্যুলর অর্ডর মতান্তর করিয়া সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত বিচারকেরা স্বেচ্ছামতে ইঙ্গরেজী কিম্বা অন্য কোন অক্ষরে আপনারদের নাম দস্তখৎ করিতে পারেন কিন্তু তাঁহারা আপনারদের নামের কেবল প্রথম অক্ষর না লিখিয়া সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ নাম দস্তখৎ করিবেন এবং নানা সময়ে নানা অক্ষরে না লিখিয়া সর্ব্বদাই একি অক্ষরে আপনারদের নাম দস্তখৎ করিবেন।—১৮৪২ সালের ৯ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৫০। গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান মাসের ৯ তারিখের হুকুমক্রমে দেশীয় ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের শ্রীযুত ছোট সেক্রেটারী সাহেবের গত মাসের ২৮ তারিখের ৪৫৯ নম্বরী পত্রের নীচের লিখিত নকল সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে। তাহাতে হুকুম হইল যে সরকারের সকল চাকর সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে গমনাগমন করিলে তাঁহারদের পারাণী পয়সা দিতে হইবেক না।

তোমার গত মাসের ২৮ তারিখের ৯৮১ নম্বরী পত্র এবং তাহার সঙ্গে প্রেরিত অন্যান্য কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার উত্তরে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর সাহেবের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে জানাইতে হুকুম পাইয়াছি যে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডাম্পিয়র সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা হুজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর মঞ্জুর করিয়া হুকুম করিতেছেন যে সরকারের সকল চাকর যে এলাকায় নিযুক্ত আছেন সেই এলাকার মধ্যে সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে গমনাগমন কালে তাঁহারদের পারাণী পয়সা দিতে হইবেক না এবং এই বিধির অর্থানুসারে যে কোন চাকর পয়সা দেওনহইতে মুক্ত হইবার যোগ্য নহেন তিনি এই বিধির অভিপ্রায়ানুসারে মুক্ত হইবার দাওয়া করিলে আপনার সেই দাওয়া বিশেষ বিবেচনা ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে যে সিরিশ্‌তায় নিযুক্ত আছেন সেই সিরিশ্‌তায় অর্পণ করিবেন।—১৮৪৫ সালের ২৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৩৫১। এদেশি আমলারা সেই সকল কার্য্যের পর্য্যবসানের নিমিত্তে ও কাগজপত্র তরজমা ও নকল করিবার কারণ এবং আদালতের সকল রোয়দাদের কাগজপত্র বিলি করিয়া রাখিবার জন্যে রেজিষ্টর সাহেবদিগের পুষ্টিপূরকতা করিবেন আর রেজিষ্টর সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা ও এদেশি আমলা লোক উপরের লিখনানুসারে সমস্ত কার্য্য জজ সাহেবদিগের হুকুমমাফিক করিবেন আর সকল আদালতের এদেশি আমলাদিগেরে এই নিষেধ আছে যে যে সকল মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত থাকে কিম্বা উপস্থিত হয় অথবা উপস্থিত হইবার হেতু থাকে উপরের কথিতছাড়া তাহার কোন বিষয়ে গোপন অথবা অগোপনে হস্ত নিক্ষেপ না করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৩ আ। ৮ ধা।

৩৫২। ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ৮ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১২ আইন ও ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ১১ ধারাক্রমে এদেশীয় যে আমলারদিগকে জজ সাহেবের আদালতে উপস্থিত থাকা কোন মোকদ্দমায় গোপনে কি অগোপনে হস্ত নিক্ষেপ করণের নিষেধ আছে ঐ আমলারদের মধ্যে সদর আমীনেরা ও মুনসেফেরা গণ্য নহেন।—১৮২৯ সালের ২১ আগষ্টের ৫২০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১ ধারা।

যে২ ব্যক্তিরা দেওযানী আদালতের অধীন।

৩৫৩। হুকুম হইল যে ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহ তৃতীয় জর্জের জলুসের ৫৩ সালে পার্লিমেণ্টের যে আইন ভারতবর্ষে পুনর্মিয়াদের মধ্যে চার্টর অর্থাৎ কোম্পানির সনদের লেখা কোম্পানির কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা স্থির রাখণ ও সুবিচারিত আইন সকল প্রস্তুত ও জারীকরণ ও ঐ সনদের লেখা দেশসকলের চতুঃসীমার মধ্যে তেজারৎসম্পর্কীয় আমদানী ও রফ্তানীর কার্য্যসকলের শৃঙ্খলাকরণের বিষয়ে জারী হইয়াছিল ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১ জুন তারিখঅবধি তাহার ১০৭ প্রকরণ জারী ও চলন থাকিবেক না ইতি।—১৮৩৬ সা। ১১ আ। ১ ধা।

৩৫৪। হুকুম হইল যে উপরের লিখিত ধারার উক্ত তারিখঅবধি কোন ব্যক্তি উপরের লেখা দেশসকলেতে বংশ ও বাসস্থান দৃষ্টে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় নীচের লিখিত আদালতসকলের ক্ষমতাহইতে বহির্ভূত হইবেন না।—ফোর্ট উলিয়মের প্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় বাঙ্গলা দেশের সদর দেওয়ানী আদালত। জিলা ও শহরের আদালতসকল। প্রধান সদর আমীনের আদালত। সদর আমীনের আদালত।—১৮৩৬ সা। ১১ আ। ২ ধা।

৩৫৫। যে মোকদ্দমাতে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা এবং ইউরোপজাত অন্য বিদেশীয়েরা অথবা আমেরিকা দেশীয় লোকেরা লিপ্ত থাকেন সেই মোকদ্দমা ১৮৩৬ সালের ১১ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে উপস্থিত হইলে তাহা আইনমতে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইতে পারে কি না এই বিষয়ে সন্দেহহওযাতে সদর আদালত এই হুকুম করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৮ ধারার ১ প্রকরণের যে ভাগে ঐ প্রকার মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরদের শুনিতে নিষেধ হইয়াছিল তাহা ১৮৩৬ সালের ১১ আইনের বিধির দ্বারা রদ হইয়াছে অতএব সেই প্রকার মোকদ্দমা ঐ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে বা পরে উপস্থিত হইলে ঐ বিচারকেরদের শুননির যোগ্য অন্য মোকদ্দমার বিষয়ে যে বিধি খাটে সেই বিধির অনুসারে তাহারদের নিকটে অর্পণ হওয়া বা না হওয়া স্থির হইবেক।—১৮৩৬ সালের ২৬ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৫৬। উক্ত আইনে এইমত হুকুম আছে যে কোন ব্যক্তি আপনার জন্মস্থান অথবা বংশপ্রযুক্ত কোন২ আদালতের এলাকাছাড়া হইবেন না কিন্তু আপনার পদের উপলক্ষে যে ব্যক্তি ঐ২ আদালতের এলাকাছাড়া ছিলেন তিনি ঐ আইনানুসারে ঐ আদালতের অধীন হন নাহি অতএব যে আদালতসম্পর্কীয় কার্য্যকারকেরা আপনারদের পদসম্পর্কে যে ক্ষতিকরণের বিষয়ে অভিযোগ হইযাছিল সেই ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে যদ্যপি ঐ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে তাঁহারা ঐ আইনের নির্দ্ধারিত আদালতে দেওয়ানী নালিশের যোগ্য ছিলেন না তবে ঐ আইন জারীহওনের পর তাঁহারদের নামে সেই আদালতে নালিশ গ্রাহ্য হইতে পারে না।—১৮৩৬ সালের ১০ অক্টোবরের ১০৫১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২ ধারা।

দেওয়ানী আদালতের এলাকা। দেওয়ানী আদালতে যেং বিষয়ের বিচার হইতে পারে তাহা।

৩৫৭। বিনাসম্পর্কে প্রাপ্তব্য ও উত্তরাধিকারিত্ব অর্থাৎ হকদারী ও ওয়ারিসীর ও স্থাবর ও অস্থাবরের দাওয়ার মোকদ্দমা ও ভূমির রাজস্ব ও সরকারের মালগুজারী ও কর্জ্জ ও হিসাব ও কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ চুক্তি ও সরাকতী ও নিকা ও বিবাহ ও জাত্যাংশ ও বিবাহের মর্য্যাদা ও ক্ষতিপূরণআদি যাবদীয় দেওয়ানী মোকদ্দমার যে সকল আসামী ৭ সপ্তম ধারায় লিখিত লোকদিগের মধ্যের হয় সে সকল মোকদ্দমা সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে এই মতে হইতে পারিবেক যে ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা যে জিলা কিম্বা শহরে সেই ভূম্যাদি বস্তু থাকে সেই জিলা কিম্বা শহরে ও অন্যং মোকদ্দমার হেতু যে জিলা কিম্বা শহরে হয় সে সকল মোকদ্দমার আসামী নালিশের সময়ে সেই জিলা কিম্বা শহরে অথবা তাহার সীমাতে বসত করিলে সে সকল মোকদ্দমা সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতে হইতে পারিবেক ইতি। —১৭৯৩ সা। ৩ আ। ৮ ধা।

৩৫৮। জানিবেন যে কালেক্টর সাহেব পাট্টা মঞ্জুরকরণের বিষয়ে যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫৮ ধারায় নির্দ্দিষ্ট আছে সে হুকুম কেবল পাট্টার নক্‌শা মঞ্জুর করিবার কারণেই কালেক্টর সাহেবের প্রতি লেখা গিয়াছে ও তদনুসারে কাহারো স্থানে প্রজালোকে পাট্টা লইলে যদি তাহার নিরিখের বিষয়ে কিছু আপত্তি জন্মে তবে সেমতে মালগুজারী নগদ কিম্বা জিনিসে দিতে হইলে সে আপত্তির নিষ্পত্তি সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে সেই পরগনার শরেমাফিক সেই রকম ভূমির জমার নিরিখদৃষ্টে হইবেক ইতি। ১৭৯৪ সা। ৪ আ। ৬ ধা।

৩৫৯। জানিবেন যে উপরের লিখিত ধারার হুকুম কেবল ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫৮ ধারার মতে প্রথম পাট্টা লইবার বিষয়েই নহে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের মতে কোন পাট্টার মিয়াদ গেলে কিম্বা কোন পাট্টা রদ হইলে দুসরা পাট্টা লইবার বিষয়েও ঐ হুকুম কাফী ও অটল রহিবেক ইতি। —১৭৯৪ সা। ৪ আ। ৭ ধা।

[৩৫৮ নম্বরী লিখিত বিধানের প্রথম পদ ১৮১১ সালের ৫ আইনের ৩ ধারামতে রদ হইল। ঐ বিধির অন্য ভাগ ও ৩৫৯ নম্বরের বিধান সুতরাং কেবল পাট্টার নিরিখের বিষয়ে নম্বরী মোকদ্দমায় খাটে।]

৩৬০। উপরের লিখনানুসারে যদি ভূম্যধিকারিগণের ও প্রজাদি মালগুজারদিগের কেহ কাহার নামে কখন আপন স্বত্বাধিকারের সংক্রান্ত মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে তবে তৎকালে তথাকার জজ সাহেব সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি উভয়তঃ হওয়া একরার লিখনাদি কাগজপত্রদৃষ্টে কিম্বা শরা কি শাস্ত্রমতেইবা অথবা আইনক্রমে কিম্বা সে স্থানের আদ্যোপান্তের চলন সামান্য কি বিশেষ দাঁড়ার অনুসারে করিবেন।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৮ প্র।

৩৬১। গোপালনামক ফরিয়াদী কহিল যে আমি রামের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি এবং আলাহাবাদের মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ করিল তাহাতে মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ কন্যা গোপালকে দিতে রামকে হুকুম করিলেন। পরে বারাণসের দায়েরসায়েরী আদালত ঐ মোকদ্দমা ফৌজদারী আদালতে বিচার্য্য নহে বোধ করিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুম রদ করিলেন এবং কহিলেন যে ফরিয়াদী চাহিলে দেওয়ানী আদালতে নম্বরী মোকদ্দমা করিয়া আপনার বিবাহের প্রমাণ দিবার বিষয়ে নালিশ করিতে পারে। তৎপরে মাজিস্ট্রেট সাহেব সেই বিষয় নিজামৎ আদালতে অর্পণ করিলেন এবং ঐ আদালত দায়েরসায়েরী আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া ১৮১৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখে এই বিধান করিলেন যে বিবাহের বিষয়ের সমস্ত মোকদ্দমার বা নালিশের বিচার কেবল দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে।—১৮১৪ সালের ৩১ মার্চের ১৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৬২। যে ব্যক্তি স্ত্রীকে অপহরণের বিষয়ে ফৌজদারী আদালতের হুকুমক্রমে দণ্ড পাইয়াছে সেই ব্যক্তির নামে ঐ কর্ম্মের ক্ষতির টাকা পাইবার বিষয়ে আইনমতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে কি না এই বিষয়ে আপনি অনুগ্রহ করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের মত জিজ্ঞাসা করিবেন। তাহাতে সদর আদালতের সাহেবেরা এই উত্তর করিলেন যে এই জিজ্ঞাসা যে মোকদ্দমার বিষয়ে হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া আমরা বোধ করি যে ফরিয়াদীর স্ত্রীকে অপহরণ করণের বিষয়ে ফৌজদারী আদালত আসামীর জরীমানা ও কয়েদের দণ্ড করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ দণ্ড হওয়াপ্রযুক্ত স্বামির যে টাকা

ক্ষতি হইয়াছিল কহে তাহা পাইবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে ফৌজদারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞা প্রতিবন্ধক হইবেক না।—১৮৩৯ সালের ১ নবেম্বরের ১২৫১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৬৩। রামদাস নদীর তীরস্থ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আপনার কতক মাল লইয়া যাইবার নিমিত্তে নৌকা যোগাইতে কৃষ্ণদেবের সঙ্গে এক বন্দোবস্ত করিল এবং অন্য দুই জন তাহার জামিন হইল। তৎপরে কৃষ্ণদেব নৌকাহইতে মাল নামাইয়া আপনার বন্দোবস্তক্রমে তাহা আর লইয়া যাইতে অস্বীকার করিল অতএব জিজ্ঞাসা হইতেছে যে কৃষ্ণদেব কারিগর না হওয়াতে ১৮১৯ সালের ৭ আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা এই বিষয়ে দণ্ডের যোগ্য হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে এই প্রকার মোকদ্দমায় ১৮১৯ সালের ৭ আইনের বিধি খাটে না ঐ বন্দোবস্ত যুদ্ধ দেওয়ানীবিষয়ক বন্দোবস্ত বোধ হইতেছে এবং তাহা প্রতিপালন করণার্থ জামিন লওয়া গিয়াছিল অতএব যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে তাহার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করা কর্ত্তব্য।—১৮৩৭ সালের ১২ মের ১০৮৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৬৪। দশসনী বন্দোবস্তের শামিল ভূমির উপর সরকারের যে দাওয়া থাকে তাহার বিচার দেওয়ানী আদালতে হইবেক এবং যদি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ আদালতের ডিক্রী না হয় তবে সেই ব্যক্তি আইনমতে সেই প্রকার ভূমিহইতে বেদখল হইতে পারে না। এই প্রকার এক মোকদ্দমায় উক্ত নিয়মের প্রতিপালন না হওয়াতে সরকারের খরচা দিবার ডিক্রী হইল এবং যে ফরিয়াদীরা বেআইনীতে আপনারদের ভূমিহইতে বেদখল হইয়াছিল তাহারদিগকে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের মিয়াদের বিষয়ে যে আইন আছে তাহার সম্পূর্ণ উপকার দেওয়া গেল। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৫ সালের ৩০ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৫১ পৃষ্ঠা।

৩৬৫। এক জন বিদেশে টাকা কর্জ করিল এবং তৎপরে পাটনা শহরে আসিয়া বাস করিল সেই কর্জের বাবৎ ঐ শহরের আদালতে নালিশ হইল তাহাতে ঐ আসামী ওজর করিল যে এই প্রকার মোকদ্দমায় ঐ আদালতের কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত আসামীর ঐ ওজর না মানিয়া এই নির্দ্ধারণ করিলেন যে ঐ ব্যক্তি এই প্রকার কর্জের বিষয়ে পাটনা শহরের আদালতের এলাকায় অধীন আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১০ সালের ১০ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৩০৬ পৃষ্ঠা।

৩৬৬। কতক ভূমির বিষয়ে এই বিবাদ হইল যে তাহা এক জমীদারীর অন্তর্গত কি ১৮১৮ সালের ৩ আইনানুসারে নিযুক্ত স্পেসিয়ল কমিসানর সাহেবের ডিক্রীমতে যে মহাল বাজেয়াফ্ত হওনের হুকুম হইয়াছিল সেই মহালের অন্তর্গত। কিন্তু রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা কোন ভূমি বাজেয়াফ্তওয়া মহালের অন্তর্গত বলিয়া কহে তবে কেবল তৎপ্রযুক্ত আদৌ দেওয়ানী আদালতের সেই বিষয় বিবেচনা করিতে নিবারণ হয় না। -মন্তব্য কথা। এই মোকদ্দমা বাস্তবিক কেবল সীমানার বিরোধের বিষয়ে ছিল এবং তাহা অবশ্য দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য করিতে হইত কিন্তু স্পেসিয়ল কমিসানর সাহেবের ডিক্রী অন্যথা করা যাইতে পারে না এবং তাঁহার ডিক্রীর অনুসারে ভূমির সীমানার বিষয়ের নিষ্পত্তি হইত। -সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ১৪ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৯৭ পৃষ্ঠা।

৩৬৭। ভূমির উপর মালগুজারী ধার্য্যকরণের স্বত্বের বিষয়ে রাজস্বাস্থা আদালত ডিক্রী করিলে সেই ভূমির মালিকী স্বত্বের বিষয়ের বিচার করিতে দেওয়ানী আদালতের নিষেধ নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ১৭ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৮৬ পৃষ্ঠা।

৩৬৮। যদি বাদিপ্রতিবাদী কলিকাতার মধ্যে বাণিজ্য করে কিন্তু জিলার মধ্যে বাস করে এবং মোকদ্দমার কারণ কলিকাতায় জন্মিল তবে এই প্রকার মোকদ্দমা জিলার আদালত বিচার করিতে পারেন। -সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১৪ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১ পৃষ্ঠা।

৩৬৯। আসামীরদের মধ্যে এক জন কলিকাতায় যোত্রহীন আদালতের দ্বারা মুক্তি পাইল তৎপ্রযুক্ত অন্যান্য আসামীরদের নামে নালিশ গ্রাহ্য করিতে জিলার আদালতের নিবারণ নাই। ঐ ঐ।

৩৭০। সদর নিজামৎ আদালতের নিকটে আমার এই জিজ্ঞাসা আছে যে রামজী আপনার ভূমির উপর একটা বাঁধ করিয়াছিল কৃষ্ণদাস এই প্রমাণ দিল যে ঐ বাঁধেতে আমার ক্ষতি হইতেছে অতএব মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ বাঁধ ভাঙ্গিতে হুকুম দিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে এইপ্রকার মোকদ্দমা ফৌজদারী আদালতের বিচার্য্য বোধ না হইয়া বরং দেওয়ানী আদালতের এলাকার অধীন। কিন্তু কখন২ এইমত হইতে পারে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণার্থ অথবা ফরিয়াদীর সম্পত্তির ভাবি ক্ষতি নিবারণার্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক ও উচিত হয় কিন্তু যে কর্ম্মের বিষয়ে নালিশ হয় তাহা যদি অল্প কাল পূর্ব্বে না হইয়া থাকে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।—১৮৩৭ সালের ২৬ মের ১০৯১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭১। ১৮৩০ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখের সদর নিজামৎ আদালত যে সরক্যুলর অর্ডর করিলেন তাহার দ্বারা হাট

উঠাইয়া লইবার জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের বাধা নাহি।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ৫ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৩ ধারা।

দেওয়ানী আদালতের এলাকা। বিশেষং মোকদ্দমা যেং আদালতে উপস্থিত করিতে হয়।

৩৭২। যদি কোন ব্যক্তি কলিকাতায় দেনদার হয় এবং তাহার কর্জের প্রমাণ অর্থাৎ দোকানের বিল কিম্বা খৎ অথবা নোট কি রসীদ কলিকাতায় লেখা যায় তবে এপ্রকার কর্জের বাবৎ নালিশ ১৮০৩ সালের ১ আইনের ৫ ধারার অনুসারে তোমার জিলাতে অর্থাৎ কানপুর জিলাতে করা যাইতে পারে না। কিন্তু যদি মোকদ্দমার হেতু তোমার জিলাতে হইয়া থাকে অথবা মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময়ে আসামী তোমার জিলায় বসতি করিল তবে ঐ মোকদ্দমা তোমার জিলাতে উপস্থিত করা যাইতে পারে। আসামী যে তোমার জিলাতে মধ্যে২ গমন করিয়া থাকে অথবা তোমার জিলার মধ্যে তাহার সম্পত্তি আছে ইহা বলিয়া সে ব্যক্তি তোমার এলাকার অধীন হয় না।— ১৮৩৩ সালের ৫ জুলাইর ৭৯৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭৩। রাজশাহীর জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে নদীয়া জিলার মধ্যস্থিত এক মোকররী মহালের সরবরাহকার অতিরিক্ত খাজানা আদায় করিয়াছিল যদ্যপি ঐ টাকা পাইবার জন্যে তাহার নামে মোকদ্দমা করা যায় তবে সেই মোকদ্দমা আসামীর বাসস্থান অর্থাৎ রাজশাহীতে উপস্থিত ও বিচার করিতে হয় কি নদীয়া জিলার মধ্যে। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত ১৮১১ সালের ৪ জানুআরি তারিখে এই উত্তর করিলেন যে ঐ মোকদ্দমা নদীয়া জিলার মধ্যে উপস্থিত করিয়া বিচার করিতে হয় যেহেতুক ভূমি নদীয়া জিলার মধ্যে এবং যদি সেই বিষয়ের তহকীক সরেজমীনে করিতে হয় তবে যে জিলার মধ্যে ভূমি থাকে সেই জিলার আদালতের হুকুমক্রমে ঐ তহকীক করণ সুগম এবং উচিত হয়।— ১৮১১ সালের ৪ জানুআরির ৭৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭৪। রঙ্গপুর জিলার এক ইজারার খাজানার বাবৎ নালিশ হইল কিন্তু ফরিয়াদী এবং আসামী উভয়ে মুরশিদাবাদ জিলায় বাস করে তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এই মোকদ্দমার বিচার রঙ্গপুর জিলাতে করিতে হয়। ১৮৩৪ সালের ২১ ফেব্রুআরির ৮৭১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭৫। খাজানার বাবৎ এক মোকদ্দমা হয় ইজারা অথবা অন্য স্থাবর সম্পত্তি এক জিলাতে আছে এবং ভূম্যধিকারী অন্য জিলাতে বাস করে এবং ইজারদার তৃতীয় জিলাতে থাকে তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এই প্রকার মোকদ্দমা হয় যে জিলাতে টাকা দেওয়া গিয়াছিল সেই জিলাতে অথবা মোকদ্দমা উপস্থিত সময়ে আসামী যে জিলাতে বাস করিতেছিল সেই জিলাতে হইতে পারে। ১৮৩৪ সালের ২১ ফেব্রুআরির ৮৭১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭৬। ভূমির লাভের কিম্বা খাজানার বাবৎ যে মোকদ্দমা হয় তাহা যে জিলাতে আসামীরা বাস করে সেই জিলাতে না হইয়া ভূমি যে জিলাতে আছে সেই জিলাতে উপস্থিত করিতে হয়। সদর আদালতের ১৮৪৮ সালের ১৯ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৭৭। জিলা ফরক্কাবাদের জজ সাহেব জানাইলেন যে দেবকীনন্দন এবং লাবারাম ফরিয়াদী এবং নন্দরাম আসামী সকলেই চকরাই গ্রামে বাস করে ঐ গ্রাম ফরক্কাবাদের কালেক্টর সাহেবের অধীন কিন্তু মৈনপুরীর দেওয়ানীর জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে। ২। ফরিয়াদীরা ৪৭৲ টাকার খাজানার বাবৎ ফরক্কাবাদের কালেক্টর সাহেবের নিকটে আসামীর নামে সরাসরী নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইল। ৩। নন্দরাম এক্ষণে দরখাস্ত করিতেছে যে কালেক্টর সাহেবের ঐ সরাসরী ডিক্রী অন্যথা করিবার নিমিত্তে আমি দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে চাহি কিন্তু জিলা ফরক্কাবাদের চিরস্থায়ী স্থানের মুনসেফ কহেন যে উভয় বিবাদির মধ্যে কেহ আমার এলাকার মধ্যে বাস করে না এবং মোকদ্দমার হেতুও আমার এলাকার মধ্যে জন্মে নাই অতএব আমি মোকদ্দমার বিচার করিতে পারি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে মৈনপুরী জিলার মধ্যে ঐ মোকদ্দমার হেতু হয় অতএব মৈনপুরী জিলার মুনসেফ তাহার বিচার করিবেন। ফরক্কাবাদের জিলার দেওয়ানীর কর্ম্মকারকেরদের চকরাই গ্রামে কিছু কর্তৃত্ব নাই এবং তাঁহারা ফরিয়াদীর দাওয়ার বিচার করিতে পারেন না।—১৮৩৪ সালের ৫ ডিসেম্বরের ৯৯৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭৮। স্ত্রী আপন স্বামির সঙ্গে থাকিতে অস্বীকার করিলে স্ত্রীর বাটী যে জিলাতে আছে সেই জিলাতে স্বামির মোকদ্দমা করিতে হইবেক যে জিলাতে বিবাহ হইয়াছিল তাহাতে হইবেক না।—সদর আদালতের ১৮৪৬ সালের ১৭ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭৮ পৃষ্ঠা।

৩৭৯। ফরিয়াদী অন্য জিলা স্থিত ভূমি কটকওয়ালাক্রমে বন্ধক লইয়া বাকরগঞ্জনিবাসি আসামীকে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল। ঐ কর্জের মিয়াদ শেষ হইলে ফরিয়াদী ঐ টাকার বাবৎ বাকরগঞ্জের আদালতে নালিশ করিল এবং তাহার

পক্ষে ডিক্রী হইল। তাহার পরে প্রবিন্সাল আদালত কহিলেন যে যে জিলার মধ্যে ভূমি আছে কেবল সেই জিলাতে এই প্রকার মোকদ্দমার শুননি হইতে পারে অতএব ঐ ডিক্রী অন্যথা করিলেন। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে এই মোকদ্দমা বিশেষরূপে টাকার জন্যে হইতেছে অতএব সম্পষ্টতঃ বাকরগঞ্জ জিলায় তাহার বিচার হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১০ সালের ৪ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম। ৩০১ পৃষ্ঠা। *

৩৮০। সদর দেওয়ানী আদালতে এই দুই জিজ্ঞাসা করা গেল যে এক ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশের যে জিলার মধ্যে মোকদ্দমার কারণ উপস্থিত হইল সেই জিলার আদালতে বাঙ্গলা দেশীয় লোক রাম দাসের ও কৃষ্ণ দাসের ও গোপাল দাসের নামে নালিশ করিল। যে জিলার আদালতে নালিশ করা গেল তাহার এলাকার সীমার মধ্যে প্রথমোক্ত দুই ব্যক্তি বাস করে কিন্তু উক্ত তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ গোপাল দাস কলিকাতা শহরের মধ্যে বাস করে এবং তাহার কোন মোখ্তার নাই। অতএব আমার প্রথম জিজ্ঞাসা এই যে ঐ তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই প্রকার মোকদ্দমা জিলার আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে কি না। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা এই যে তাহা যদি জিলার আদালতের গ্রাহ্য হয় তবে মোকদ্দমার জওয়াব দিতে ১৮০৬ সালের ১ আইনের ১ ধারার ৩ প্রকরণোক্ত যে এত্তেলা দিবার হুকুম আছে সেই এত্তেলা কাহার মারফতে এবং কি প্রকারে গোপাল দাসের উপর জারী করিতে হইবেক এবং যদি সেই এত্তেলা জারী করা অসাধ্য হয় তবে এইমত গতিকে যে ঘোষণা দিবার হুকুম আছে সেই ঘোষণা কিরূপে দিতে হইবেক। প্রথম জিজ্ঞাসার বিষয়ে সদর আদালত এই উত্তর করিলেন যে ঐ প্রকার মোকদ্দমা জিলার আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার এই উত্তর দিলেন যে ঐ এত্তেলা কি ঘোষণা এক পেয়াদার দ্বারা সদর আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং ঐ সাহেব এই আদালতের নাজিরকে সেই পেয়াদার দ্বারা তাহা জারী করিতে হুকুম দিবেন। ১৮২৮ সালের ১৮ জুলাই তারিখের সদর আদালতের পত্রে সেই আদালতের শহর কলিকাতায় হুকুম জারী করণের যে অক্ষমতার বিষয় লেখা আছে তাহা কেবল আসামীকে গ্রেফ্তার করণ অথবা ডিক্রীওয়া টাকা আদায় করণ ইত্যাদি বিষয়ে খাটে এবং আসামীকে সম্বাদ দেওনার্থ যে হুকুম বাহির হয় তাহার বিষয়ে খাটে না। সেইরূপ এত্তেলা এই আদালত জারী করিয়া আসিতেছেন। যদি আসামী হাজির না হয় তবে জিলার জজ সাহেব মোকদ্দমার একতরফা ডিক্রী করিবেন এবং যদি তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তবে শহর কলিকাতার সীমার বাহিরে ঐ আসামীর যে কোন সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহার উপর তাহা জারী করিবেন। এবং যদি তৎপরে আসামী এই ওজর করে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের বিষয় আমি কিছু জ্ঞাত ছিলাম না তবে সেই ওজরের প্রমাণ হইলে ডিক্রীর পুনর্বিচারের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।—১৮৩২ সালের ৫ অক্টোবরের ৭২১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৮১। দৃষ্ট হইতেছে যে যে ভূমির উপস্বত্বের বাকীর দাবীর এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে তাহা ত্রিপুরা জিলার মধ্যে আছে কিন্তু সেই জিলার মধ্যে আসামীদের কোন সম্পত্তি নাই। তাহারদের সকল সম্পত্তি হুগলী জিলার মধ্যে এবং তাহারা হুগলী জিলার মধ্যে বাস করে এবং ঐ জিলা কলিকাতার প্রবিন্সাল আদালতের কর্তৃত্বাধীন। যে কবুলিয়তের উপর এই দাওয়া হইয়াছে সেই কবুলিয়তে সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে কলিকাতা শহরে সহী হইয়াছিল। ফরিয়াদীর নালিশী আরজী তাহার দাওয়ার সংখ্যাদৃষ্টে ৭৫০৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখিত হইয়াছে এবং তাহা ১৮২৬ সালের ১ আগষ্ট তারিখে এই আদালতে দাখিল হইয়াছিল। জওয়ার ৪৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পের উপর লেখা আছে। তাহাতে সদর আদালত হুকুম করিলেন যে এই মোকদ্দমা টাকার বিষয়ে হইতেছে এবং আসামীসকল হুগলী জিলার মধ্যে বাস করিতেছে অতএব মোকদ্দমার শুননি হুগলী জিলার আদালতে হইতে পারে।—১৮৩১ সালের ১৩ নবেম্বরের ৭৩৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৮২। মুরশিদাবাদ জিলার আদালতে ১৩ মৌজার ইজারার বিষয়ে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল তন্মধ্যে ৬১ মৌজা বীরভূমের মধ্যস্থিত এবং কেবল ২ দুই মৌজা মুরশিদাবাদের শামিল। কিন্তু যদ্যপি উক্ত ৬১ মৌজা ফৌজদারী বিষয়ে বীরভূমের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন তথাপি সেই মৌজার রাজস্ব মুরশিদাবাদের কালেক্টরীতে দাখিল হইতেছে এবং ঐপ্রযুক্ত সেই মোকদ্দমা মুরশিদাবাদের শহরের আদালতে গ্রাহ্য হইয়াছিল। কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের এবং বিশেষতঃ তাহার ৮ ধারার কথা বিবেচনা করিলে ঐ সকল মৌজার রাজস্ব মুরশিদাবাদের খাজানাখানায় দাখিল হওনপ্রযুক্ত সেই মোকদ্দমার শুননি সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে হওয়া অনুপযুক্ত বোধ হয় অতএব এই বিষয়ে আমার কি কর্তব্য ইহাতে সদর আদালতের হুকুম প্রার্থনা করিতেছি। তাহাতে সদর আদালত হুকুম করিলেন যে যে২ মৌজা এই মোকদ্দমার

---

* ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ৮ ধারাতে হুকুম আছে যে "যাবদীয় দেওয়ানী মোকদ্দমার যে সকল আসামী আদালতের তাবে থাকে সে সকল মোকদ্দমা সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে এই মতে হইতে পারিবেক যে ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা যে জিলা কিম্বা শহরে সেই ভূম্যাদি বস্তু থাকে সেই জিলা কিম্বা শহরে ও অন্যং মোকদ্দমার হেতু যে জিলা কিম্বা শহরে হয় সে সকল মোকদ্দমার আসামী নালিশের সময়ে সেই জিলা কিম্বা শহরে অথবা তাহার সীমাতে বসত করিলে সে সকল মোকদ্দমা সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতে হইতে পারিবেক।"

কারণ হইতেছে তাহার অধিকাংশ বীরভূমের দেওয়ানী আদালতের এলাকার মধ্যস্থিত অতএব ঐ মোকদ্দমার ঐ বীরভূমের আদালতে বিচার করা উচিত।—১৮৩৫ সালের ৩১ জুলাইর ৯৬৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৮৩। ভিন্ন জিলায় স্থিত দুই মহালের সীমার বিষয়ে এক বিরোধ হইল তাহাতে বিধান হইল যে এক আদালত সেই বিষয়ে সরাসরী ফয়সলা করিলে তৎপ্রযুক্ত ঐ বিরোধি ভূমি কেবল তাহার এলাকার মধ্যে আছে এমত বোধ করিতে হইবেক না এবং পরাজিত ব্যক্তি যে জিলার মধ্যে ঐ ভূমি আছে কহে সেই জিলাতে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ৮ ধারানুসারে নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে ঐ সরাসরী ফয়সলার দ্বারা কোন ব্যাঘাত নাহি।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৩ সালের ১৫ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ২৮২ পৃষ্ঠা।

৩৮৪। যদি এক জিলানিবাসি কোন ব্যক্তি অন্য জিলাস্থিত এক বাণিজ্যের কুঠীর নিকটে কতক দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করে এবং ঐ জিনিস শেষোক্ত জিলার মধ্যে বিক্রয় হয় এবং তাহার উপস্বত্ব যাহার নিকটে জিনিস পাঠান গেল তাহার পাওনা টাকার পরিশোধার্থ জিনিস প্রেরণকারক ব্যক্তির নামে জমা হয় এবং এই বিষয়ে যদি মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তবে যাহার নিকটে জিনিস পাঠান গিয়াছিল সেই ব্যক্তি যে জিলার মধ্যে বাস করে সেই জিলার আদালতে তাহা করিতে হইবেক এবং জিনিস প্রেরণকারি ব্যক্তির জিলার আদালতে করিতে হইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৮ সালের ৩০ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২৩৭ পৃষ্ঠা।

৩৮৫। যে সম্পত্তির স্বত্বের বিষয়ে বিরোধ আছে এইমত সম্পত্তির এক অংশের বিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত হইল তাহাতে ধার্য্য হইল যে এইমত মোকদ্দমা যে আদালতে হইতে পারে তাহা স্বত্বের মূল্যদৃষ্টে নির্ণয় করিতে হইবেক এবং দাবীর অংশের মূল্যদৃষ্টে করিতে হইবেক না। এই মোকদ্দমায় মুনসেফের এলাকার বিষয়ে যে মূল নিয়মানুসারে সদর আদালত নিষ্পত্তি করিলেন তাহা ইহার পূর্ব্বে ১৮৩২ সালের ৩১ আগষ্ট তারিখের দ্বিতীয় বালমের ১৬ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।—*সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ২৮ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।* ৭ বালম ২৫৫ পৃষ্ঠা।

৩৮৬। আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তির যে নীলাম হয় তাহা অন্যথা করণের মোকদ্দমা যে জিলাতে ঐ সম্পত্তি আছে সেই জিলাতে উপস্থিত করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ৭ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৮৭। মৈনপুরীনিবাসি এক জন নীলকর সাহেব কানপুরনিবাসি বেণিমাধবকে টাকা দাদন করিয়া ফরক্কাবাদে স্থিত ঐ নীলকর সাহেবের অন্য কুঠীতে কতক নীল দাখিল করণের বিষয়ে তমঃসুক ও বন্দোবস্তপত্র লেখাইয়া লইলেন। ঐ তমঃসুক আনন্দচন্দ্রের বসতবাটীতে লেখা গেল ও দাদনী টাকা সেখানে দেওয়া গেল। কিন্তু ঐ বেণিমাধব বন্দোবস্ত প্রতিপালন করিল না এবং জিজ্ঞাসা হইল যে এই বিষয়ের নালিশ কোন্ জিলাতে করিতে হইবেক তাহাতে নির্দ্ধারণ হইল যে মোকদ্দমার কারণ মৈনপুরীতে হইল এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময়ে বেণিমাধব কানপুরে বাস করিতেছিল অতএব মৈনপুরীতে কিম্বা কানপুরে বেণিমাধবের নামে নালিশ হইতে পারে। ফরক্কাবাদে নীল দাখিল না করাপ্রযুক্ত আইনানুসারে ঐ মোকদ্দমা ঐ জিলার আদালতে হইতে পারে না।—১৮৩৪ সালের ২৮ ফেব্রুআরির ৮৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৪ ধারা।

দেওয়ানী আদালতের এলাকা। ভিন্ন জমীদারীর অথবা ভিন্ন২ জিলাস্থিত জমীদারীর বিষয়ের মোকদ্দমা।

৩৮৮। যে পৈতৃক সম্পত্তির বিষয়ে নালিশ হয় তাহা যদ্যপি স্বতন্ত্র২ মহালের অংশ হয় অথবা তাহা যদি ভিন্ন২ জিলার মধ্যে থাকে তবে এই হেতুতে ঐ উত্তরাধিকারিত্বের দাওয়া একি বিষয়ের হইলে আইনমতে ভিন্ন২ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে কি না এই বিষয়ের জিজ্ঞাসা হওয়াতে সদর আদালত এই বিধান করিলেন যে চলিত আইনের মর্ম্ম ও অর্থানুসারে উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্বের যে মোকদ্দমা হয় সেই মোকদ্দমার হেতু একি হইলে সমুদয় দাওয়ার বিষয়ের একেবারে নালিশ করিতে হইবেক এবং যদি ঐ সম্পত্তি দুই বা ততোধিক জিলায় থাকে তবে যে জিলার মধ্যে তাহার অধিকাংশ থাকে সেই জিলার মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক।—১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩৮৯। এই পত্রের প্রথম দফাতে উক্ত যে বিধান হইল তাহার এই মত অর্থ করিতে হইবেক না যে যে ব্যক্তিরদের সেই সম্পত্তির উপর দাওয়া থাকে তাহারা ঐ নালিশের অংশী না হইয়া থাকিলে তাহারদের স্বত্বের কিছু হানি হইয়াছে।—১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৩৯০। যদি ঐ সম্পত্তি একি জিলার সরহদ্দের মধ্যে কিন্তু নানা মুনসেফের এলাকার মধ্যে থাকে এবং আইনমতে মুনসেফেরা যত মূল্যের মোকদ্দমা শুনিতে পারেন ঐ সমুদয় সম্পত্তির মূল্য অথবা সংখ্যা যদ্যপি তদপেক্ষা অধিক না হয় তবে যে মুনসেফের আদালতে উক্ত বিধির অনুসারে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তিনি নালিশের দরখাস্তের বিষয়ে হুকুম

দেওনের পূর্ব্বে যে জজ সাহেবের তাবে থাকেন তাঁহার নিকটে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার অনুমতির প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু যদ্যপি ঐ সম্পত্তি ভিন্ন২ জিলার মধ্যে থাকে তবে ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে কার্য্য করণের অনুমতি জজ সাহেবের মারফতে সদর দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবেক। এবং শেষোক্ত প্রকার যে মোকদ্দমা প্রথমতঃ জজ সাহেবের আদালতে উপস্থিত করা যায় তদ্বিষয়েও তিনি সেইরূপ করিবেন।—১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৯১। যখন ঐ সম্পত্তির কতক অংশ কলিকাতার সদর আদালতের এলাকার মধ্যে এবং কতক অংশ আলাহাবাদের সদর আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে তখন যে জজ সাহেবের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাঁহার উচিত যে ঐ বিষয়ের দরখাস্ত যে সদর দেওয়ানী আদালতের তাবে থাকেন তথায় করেন এবং ঐ সদর দেওয়ানী আদালত অন্য সদর দেওয়ানী আদালতের সঙ্গে লিখনপঠন করিয়া মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্ত যেরূপ বিহিত হয় সেইরূপ হুকুম দিবেন।—১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩৯২। সদর আদালতের সাহেবেরা উপরের উক্তমতে আইনের অর্থ নানা কারণপ্রযুক্ত করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই২ মুখ্য কারণ যে ইহার বিপরীত ব্যবহার করিলে যে জমীদারীর বিষয়ে মোকদ্দমা করণের একি কারণ আছে সেই জমীদারীর নানা অংশের বিষয়ে প্রায় একি কালে নানা আদালতে বিপরীত ফলসলা হইতে পারে। এবং আরো ঐ প্রকার দাওয়া শুনিবার বিষয়ে আদালতের যে ক্ষমতা আছে তাহা একেবারে অন্যথা হয় এবং কোন২ স্থলে সেই বিষয়ে আসামীর এই সদর আদালতে আপীল করণের এবং কখন২ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল করণের যে অধিকার আছে তাহা লোপ হইয়া তাহার ভারি ক্ষতি হইতে পারে।—১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৩৯৩। উত্তরাধিকারিত্বের দাওয়া ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরি তারিখের ১৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের অনুসারে ডিসমিস হইল যেহেতুক যে সম্পত্তির বিষয়ে দাওয়া হইল তাহা পূর্ব্বকার মোকদ্দমার অন্তঃপাতি করা উচিত ছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৮ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৮৭ পৃষ্ঠা।

৩৯৪। ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরি তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফার বিরুদ্ধে দাওয়ার বিভাগ হইয়াছিল তাহাতে যে ডিক্রী হইল তাহা অন্যথা করা গেল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ৩ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৫০ পৃষ্ঠা।

৩৯৫। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে কোন এক জমীদারী বা তালুক বা ভূমি সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারির যে পৈতৃক স্বত্ব আছে কেবল তাহার বিষয়ে সেই ব্যক্তি প্রথমে দাওয়া করিয়া অন্য জমীদারীর কোন অংশে তাহার যে স্বত্ব থাকে তাহার বিষয়ে তৎপরে নালিশ করিতে তাহার ক্ষমতা আছে কি না এবং পৈতৃক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে উত্তরাধিকারিবদের যে দাওয়া থাকে সেই তাবৎ দাওয়া একি মোকদ্দমায় তাহারদের উপস্থিত করিতে হইবেক কি তাহারা এক সময়ে স্থাবর বস্তুর বিষয়ে অন্য সময়ে অস্থাবর বস্তুর বিষয়ে নালিশ করিতে পারে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে যে নালিশ হয় তাহাতে সেই নালিশের হেতুর সম্পর্কে যত দাওয়া থাকে সেই সমুদয় দাওয়া এক কালে উপস্থিত করিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ৫ আগষ্টের ১০৪০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৯৬। মোকদ্দমার উভয় পক্ষীয় ব্যক্তি যদি ভূমি আপনারদের ভিন্ন জিলার অন্তঃপাতি বলিয়া দাওয়া করে তবে ঐ মোকদ্দমার বিচার কোন্ জিলাতে হইবেক এই বিষয় সদর দেওয়ানী আদালতে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ১৮ জুলাইর মুৎফরক্কা মোকদ্দমার রিপোর্ট।

[এই পুস্তকের ৩ অধ্যায়ের ২ ধারাতে যে সকল বিধি আছে তাহা এই ধারার লিখিত বিধির বিষয়সম্পর্কীয়। পাঠক মহাশয়েরা তাহা দৃষ্টি করিবেন।]

৩৫ ধারা।

দেওয়ানী আদালতের এলাকা। দেওয়ানী আদালত যে মোকদ্দমা শুনিতে পারেন্ না তাহা।

৩৯৭। কোন ইউরোপীয় কিম্বা এদেশীয় বিচারকের যে মোকদ্দমাতে উভয় বিবাদির কেহ তাঁহার মহাজন হয় এমত মোকদ্দমার বিচার করিতে নিষেধ হইল।—১৮৩২ সালের ২৬ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৯৮। সাবেক আদালতের সাহেবকে যে মোকদ্দমার বিচারের ভার ছিল সে সাহেবের বিচারে সে মোকদ্দমা পূর্ব্বে নিষ্পত্তি হইয়াছে এমত আদালতের ডিক্রী কিম্বা আদালতের দপ্তরের নিদর্শনক্রমে জানা গেলে জিলা কিম্বা শহরের কোন আদালতে সে মোকদ্দমা শুনা যাইবেক না। কিন্তু সাবেক আদালতের সাহেবের কর্তৃত্বেতে কিছু সন্দেহ জন্মিলে হালের আদালতের সাহেব সেই সন্দেহের বেওরাসংবাদ সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া তথাকার হুকুমের অপেক্ষায় থাকিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১৬ ধা।

৩২৯। আনন্দ দাস এক মৌজা ফিরিয়া পাইবার জন্যে বেণিমাধবের নামে নালিশ করিল বন্দোবস্তের সময়ে বেণিমাধব কারসাজী করিয়া অযথার্থমতে ঐ মৌজা আপনার তালুকের শামিল করাইল। তাহাতে আদালত ঐ মৌজার আনন্দ দাসের পক্ষে ডিক্রী করিয়া হুকুম করিলেন যে তাহা বেণিমাধবের মহালহইতে পৃথক করা যায় এবং কালেক্টর সাহেব স্বতন্ত্র করিয়া তাহার উপর মালগুজারী ধার্য্য করেন। কিন্তু বেণিমাধব ঐ ডিক্রীর উপর আপীল করিল এবং তাহা জারী স্থগিত হইল এবং আপীল উপস্থিত থাকিতে বেণিমাধবের সমস্ত তালুক মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইল এবং খরীদার অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে ঐ বিরোধি মৌজারও দখল পাইল তাহাতে বেণিমাধব আপীল চালাইতে ক্ষান্ত হইল এবং তাহা ডিসমিস হইল। কিন্তু পরিশেষে বেণিমাধব দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিলে ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইল এবং তৎপরে আনন্দ দাস ঐ মোকদ্দমার তৃতীয় ব্যক্তিস্বরূপ উপস্থিত হইয়া ঐ মৌজার দাওয়া করিল তাহাতে বেণিমাধবের নামে নয়রী মোকদ্দমা করিতে তাহার প্রতি হুকুম হইল। অতএব আমার সহকারী অন্যান্য জজ সাহেবেরদের এই বিষয়ে মত জানিতে চাহি যে এই গতিকে বেণিমাধবের বিরুদ্ধে আনন্দ দাস যে ডিক্রী পাইয়াছিল তাহা চূড়ান্ত কি না এবং বেণিমাধবের মহালের নীলাম অসিদ্ধ হইলে ঐ ডিক্রী জারীকরা উচিত ছিল কি না এবং আনন্দ দাসের পক্ষে ক্ষমতাবিশিষ্ট আদালতের দ্বারা যাহা ডিক্রী হইয়াছিল এবং সেই ডিক্রীর উপর আপীল বেণিমাধবের ত্রুটিপ্রযুক্ত ডিসমিস হইয়াছিল সেই বিষয়ে আপনার স্বত্ব স্থাপনের জন্যে তাহার নূতন মোকদ্দমা করিতে হুকুম দেওয়া উচিত ছিল কি না। এই মোকদ্দমার সম্পর্কে আমি জজ সাহেবেরদের মত অন্য এক বিষয়েও প্রার্থনা করি তাহা এই। আনন্দ দাস উক্ত হুকুমক্রমে ঐ মৌজা ফিরিয়া পাইবার জন্যে বেণিমাধবের নামে নালিশ করিলে সদর আমীন তাহার পক্ষে ডিক্রী করিলেন এবং বেণিমাধব তাহার উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল করিলে দুষ্ট হইল যে আনন্দ দাসের মোকদ্দমা আরম্ভ হওনের পর এবং ঐ যে মৌজা বেণিমাধবের দখলে থাকন সময়ে ঐ বেণিমাধব সেই মৌজার মালিক আপনাকে ধার্য্যকরণার্থ আনন্দ দাসের নামে নালিশ করিয়াছিল। অতএব জিজ্ঞাস্য করি যে জিলার জজ সাহেব সুদ্ধ বেণিমাধবের নালিশী আরজী দৃষ্টে এবং তাহা নিষ্পত্তি না করিয়া আনন্দ দাসকে উপস্থিত হইয়া ঐ মোকদ্দমার জওয়াব দিতে নিয়মিত এত্তেলা না দিয়া ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার বিধির অনুসারে বেণিমাধবের মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে ক্ষমতাপন্ন ছিলেন কি না। এই বিষয়ে উক্ত ধারার যে কথা অর্শে তাহা এই "সাবেক আদালতের সাহেবকে যে মোকদ্দমার বিচারের ভার ছিল সে সাহেবের বিচারে সে মোকদ্দমা পূর্ব্বে নিষ্পত্তি হইয়াছে এমত আদালতের ডিক্রী কিম্বা আদালতের দফতরের নিদর্শনক্রমে জানা গেলে জিলা কি শহরের কোন আদালতে সে মোকদ্দমা শুনা যাইবেক না।" তাহাতে প্রথম জিজ্ঞাস্যের বিষয়ে সদর আদালত এই উত্তর করিলেন যে আনন্দ দাসের পক্ষে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহা চূড়ান্ত এবং তাহা জারী করা উচিত ছিল। দ্বিতীয় বিষয়ে পশ্চিম দেশের আদালতের অভিপ্রায় পাইবার নিমিত্ত তথায় অর্পণ হইল।

তাহাতে পশ্চিম দেশের সদর আদালত উত্তর করিলেন যে যে বিষয়ে কলিকাতার সদর আদালত এই পশ্চিম দেশের সদর আদালতের অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা এই যে জজ সাহেবের সম্মুখে বেণিমাধবের দাওয়া উপস্থিত হইলে যদ্যপি জজ সাহেবের দৃষ্ট হয় যে নালিশের সেই হেতুতে আনন্দ দাস ইহার পূর্ব্বে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল এবং সদর আমীন ফরিয়াদীর পক্ষে তাহা ডিক্রী করিয়াছিলেন এবং ঐ ডিক্রীর উপর আপীল সেই সময়ে জজ সাহেবের আদালতে ছিল এমত স্থলে বেণিমাধবের নালিশের বিষয়ে জজ সাহেবের কি কর্ত্তব্য। তাহাতে পশ্চিম দেশের সদর আদালত কহিলেন যে জজ সাহেবের কাছারীর বোয়াদাদের দ্বারা তিনি এই প্রমাণ পাইয়াছিলেন যে আনন্দ দাস ইহার পূর্ব্বে সেই বিষয়ের মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল অতএব কলিকাতার সদর আদালতের জজ সাহেবের অধিকাংশের সঙ্গে একপরামর্শ হইয়া তাঁহারা কহিতেছেন যে জজ সাহেব সে সম্বাদ পাইয়াছিলেন তৎক্রমে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার লিখিত বিধানানুসারে তিনি আসামীকে হাজির হইয়া জওয়াব দিতে হুকুম না করিয়াও বেণিমাধবের মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে পারেন।—১৮৩৬ সালের ৫ ফেব্রুআরির ৯২৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪০০। উত্তরাধিকারিত্বের দাওয়ার বিষয়ে এক জন নালিশ করিল এবং তাহার নালিশ ডিসমিস হইল। "যদি সেই ব্যক্তি সেই হেতুতে অন্য ব্যক্তিরদের নামে অন্য সংখ্যক টাকার বাবৎ নালিশ করে তবে আদালতে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না।—সদর আদালতের ১৮২৪ সালের ১৩ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৩৩৫ পৃষ্ঠা।

৪০১। পূর্ব্বকার করা চূড়ান্ত ডিক্রীর হুকুমের বিরুদ্ধে সেই সম্পত্তির বিষয়ে আদালত নূতন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। প্রথম ডিক্রীর দোষ গুণ তাঁহারা বিবেচনা করিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৬ সালের ২৫ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১৪৬ পৃষ্ঠা।

৪০২। যে কোন কর্ম্মকারকের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল এমত কর্ম্মকারকের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আইনের বিরুদ্ধে হইয়াছিল কিম্বা তাহা অযথারূপে হইয়াছিল কথিত হইলে ঐ চূড়ান্ত ডিক্রীর দোষগুণ আদালতেরা পুনরায় বিবেচনা করিতে পারেন না। যে ডিক্রীর বিষয়ে এই হুকুম হইল তাহা ১৭৭৭ সালে পাটনার কৌন্সেলের সাহেবদিগের এবং ১৭৯৬ সালে পাটনার

লেন যে তাঁহারা পারেন না। যেহেতুক যথার্থ শাসনের এইরূপ বিফলতা করণের প্রবৃত্তি যদি দেওয়া যায় তবে সর্ব্ব সাধারণের অপকার আছে। এবং ঐ আইনের শেষ ধারাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে নালিশ করণ বা না করণের অনুমতি দেওনের কেবল এইমাত্র অভিপ্রায় ছিল যে অপরাধি ব্যক্তির প্রতি কৃপা প্রকাশকরণ অথবা ফরিয়াদীর সময় না হরণ ও ক্লেশ না দেওন।—১৮২০ সালের ৭ জুলাইর ৩১৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪১৬। ১৮১৯ সালের ৭ আইনের ৬ ধারাক্রমে কোন চাকরের মাহিয়ানা দেওনের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সরাসরী ফয়সলা করিলে তাহা অন্যথা করিবার জন্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে না এবং সেই বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম জারী স্থগিত করিতে দেওয়ানী আদালত পরওয়ানা বাহির করিতে পারেন না। ১৮৩৮ সালের ১৩ জুলাইর ১১৫৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪১৭। বিধান হইল যে ফৌজদারী মোকদ্দমাতে যে খরচা হয় তাহা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালত গ্রাহ্য করিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৪০ পৃষ্ঠা।

৪১৮। কালেক্টর সাহেব জালসাজীর যে নালিশ ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত করেন তাহা স্থগিত করণের জন্যে দেওয়ানী আদালত সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।—১৮৪৬ সালের ১৯ নবেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮৭ পৃষ্ঠা।

৪১৯। ছিলটের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে কালেক্টর সাহেব নীলামে ডাকনিয়া ব্যক্তির জরীমানা করিলে এবং ঐ জরীমানার টাকা ক্রোকের দ্বারা বা প্রকারান্তরে উসুল হইলে সেই ব্যক্তি ঐ জরীমানার টাকা ফিরিয়া পাইবার অর্থে কালেক্টর সাহেবের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে না। ১৮৩৯ সালের ১৫ ফেব্রুআরির ১২০১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪২০। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১০ ধারাক্রমে রেজিষ্টর সাহেব আপনার পদোপলক্ষে যে কোন কার্য্য করেন তাহার বিষয়ে তাঁহার নামে নালিশ হইলে কি কর্ত্তব্য। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১০ ধারাতে কিম্বা অন্য কোন আইনে এইমত কোন বিধান দুষ্ট হয় না যে রেজিষ্টর সাহেব আপনার পদোপলক্ষে যে কোন কার্য্য করেন তদ্বিষয়ে জিলা বা শহরের আদালতে মোকদ্দমা হইতে পারে। আরো যে বিশেষ আইনানুসারে বর্দ্ধমানের রেজিষ্টর সাহেব পত্তনি তালুক নীলাম করেন তাহার মধ্যে সেই প্রকার কোন বিধান নাই অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে সেই বিষয়ে ঐ রেজিষ্টর সাহেবের নামে নালিশ হইতে পারে না এবং নালিশ হইলে তাহা গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে।—১৮২৬ সালের ৮ ডিসেম্বরের ৪৪০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪২১। ১৭৯৩ সালের আইন হওনের পূর্ব্বে যে২ আইন চলন ছিল তাহার অনুসারে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা জমীদারী জব্দ করণের যে হুকুম করিলেন এবং গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিলেন সেই হুকুম ঐ সালের পরে স্থাপিত আদালত অন্যথা কিম্বা নতান্তর করিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৭ সালের ৬ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২৩৫ পৃষ্ঠা।

৪২২। সরকারী রাজস্বের কিছু ফেরফার করণের ক্ষমতা আইনের দ্বারা দেওয়ানী আদালতে অর্পণ হয় নাই সেই ক্ষমতা কেবল শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৭ সালের ৭ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১৪২ পৃষ্ঠা।

৪২৩। নীলামেতে এক জন এক জমীদারীর অংশ খরীদ করিয়াছিল এবং তৎপরে ইহা কহিয়া রাজস্ব কম করণের দাওয়া করিল যে নীলামের সময়ে ভূমির বৃদ্ধান্তের যে তালিকা দর্শান গিয়াছিল তাহাতে ভুল ছিল। তাহার ঐ দাওয়া এই হেতুতে নামঞ্জুর হইল যে এমত গতিকে সরকারী রাজস্বের ফেরফার করণের যে ক্ষমতা ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৯ ধারানুসারে কেবল গবর্ণমেণ্টে অর্পণ হইয়াছিল সেই ক্ষমতা আইনের দ্বারা দেওয়ানী আদালতের বিচারককে দেওয়া যায় নাহি।—১৮০৬ সালের ১৮ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৫৫ পৃষ্ঠা।

৪২৪। দেওয়ানী আদালত রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না অথবা জমীদারীর বন্দোবস্তের সম্পর্কের কোন বিষয়ে সরাসরীমতে হুকুম দিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১৭৮ পৃষ্ঠা।

৪২৫। যে সম্পত্তি রাজস্বের সিরিশ্তায় জামিনস্বরূপ বন্ধক দেওয়া গিয়াছে তাহার বিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলেও দেওয়ানী আদালত কালেক্টর সাহেবের দ্বারা তাহার নীলাম সরাসরীমতে স্থগিত করিতে পারেন না।—১৮৪৬ সালের ১৪ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮১ পৃষ্ঠা।

৪২৬। কালেক্টর সাহেব ভূমির যে নীলাম করেন তাহা দেওয়ানী আদালত সরাসরী হুকুমক্রমে অন্যথা করিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৯ সালের ৮ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২৮৪ পৃষ্ঠা।

৪২৭। সদর আদালত জানাইতেছেন যে পেন্সানের বিষয়ে সরকারের উপর যে সকল দাওয়া হয় তাহা ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের বিধানক্রমে কেবল কালেক্টর সাহেব বিচার করিতে পারেন এবং তাহার উপর বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরদের নিকটে এবং শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে আপীল হইতে পারে অতএব যে মোকদ্দমার কাগজপত্র এই গতিকে পাঠান গিয়াছে সেই মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে শুনানির যোগ্য নহে।—১৮১৬ সালের ১২ জানুআরির ২৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪২৮। দশসনী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে মহালের উৎপন্নহইতে যে তনখা দেওয়া যাইত তাহা পাইবার মোকদ্দমার দেওয়ানী আদালতে শুনানি হইতে পারে না।—১৮৪৮ সালের ৭ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৪২৯। যে পেন্স্যানের স্বত্ব রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের কিম্বা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা মঞ্জুর কিম্বা বহাল হয় নাই এইমত পেন্স্যান না দেওনের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ হইতে পারে না।—১৮২১ সালের ৬ জুলাইর ৩৪৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৩০। যে নালিশের বাস্তবিক কিন্তু অস্বীকৃত অভিপ্রায় রাজেস্বাফী আদালতের ডিক্রী অন্যথা করা এইমত নালিশ দেওয়ানী আদালতে শুনা যাইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ৪ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২৫৬ পৃষ্ঠা।

৪৩১। রাজেস্বাফী আদালতের যে হুকুমের দ্বারা এক রাজেস্বাফী মহালের সীমাসরহদ্দ নির্ণয় হইল সেই হুকুমেতে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে ক্ষতিগ্রস্থ বোধ করে তবে সেই ব্যক্তি প্রতিকারের জন্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে না।—১৮৪৭ সালের ১৭ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৪৩২। ফরিয়াদী বেহারের জিলার আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে যে কতক সরাসরী হুকুম হইয়াছিল তাহা অন্যথা করণার্থ পাটনা জিলাতে নালিশ করিল। তাহাতে বিধান হইল যে এই নালিশ প্রথমতঃ বিশেষ এলাকাসম্পর্কে বেদাঁড়াস্বরূপ হইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ ১১২৯ নম্বরী আইনের অর্থানুসারে সাধারণ এলাকাসম্পর্কেও বেদাঁড়া হইয়াছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ১২ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৩০৩ পৃষ্ঠা।

৪৩৩। কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে ওয়াসীলাৎ কিম্বা সুদ অথবা উভয় বিবাদির বিবেচ্য অন্য কোন বিষয়ে ডিক্রী জারীকরণ সময়ে যে কোন হুকুম দেওয়া যায় তাহা ডিক্রীকরণীয় আদালত যে বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়াছেন এ বিষয় সম্পর্কে সেই আদালতের অভিপ্রায় সিদ্ধকরণার্থ আবশ্যক হুকুম এমত জ্ঞান করিতে হইবেক এবং তাহা নূতন মোকদ্দমার কারণ জ্ঞান করিতে হইবেক না।—১৮৩৮ সালের ৯ ফেব্রুআরির ১১২৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৩৪। এক হাটের নিকটে অন্য এক নূতন হাট বসান গেলে পুরাতন হাটের বিঘ্ন হইবেক বলিয়া জিলার জজ সাহেব সরাসরীমতে ঐ হাট বসাইতে নিষেধ করিলেন। সদর দেওয়ানী আদালত ঐ হুকুম অন্যথা করিলেন।—১৮৪০ সালের ১১ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৬ পৃষ্ঠা।

৪৩৫। যে সম্পত্তি সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকার মধ্যে নহে এমত সম্পত্তির দলীলদস্তাবেজের দাওয়া সদর দেওয়ানী আদালতের শুনিবার যোগ্য নহে এবং তাহা অগ্রাহ্য হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৩ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৪৪ পৃষ্ঠা।

৪৩৬। উন্মাদ ব্যক্তির কেবল অস্থাবর সম্পত্তি হইলে তাহাতে দেওয়ানী আদালতের হস্তক্ষেপ করণের ক্ষমতা কোন আইনের দ্বারা দেওয়া যায় নাহি।—১৮৪১ সালের ৫ নবেম্বরের ১৩১১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৩৭। চৌধুরীরদের কার্য্যসম্পর্কীয় বসুমের দাওয়ার বিষয়ি মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে না। মন্তব্য কথা। ১৮৩৩ সালের ২৩ আগস্ট তারিখের ৮১৬ নম্বরী নিজামৎ আদালতের আইনের অর্থে লেখা ছিল যে মাজিস্ট্রেট সাহেবেরা নানা বাণিজ্য কর্ম্ম ও ব্যবসায়ের চৌধুরীবদিগকে তগীর করিতে পারেন। সদর নিজামৎ আদালত আইনের এই অর্থ এবং তাহার অভিপ্রায় পুনর্ব্বার বিবেচনা করিয়া বোধ করেন যে চৌধুরীর অবস্থা এবং এক পক্ষে বাণিজ্যকারী ও ব্যবসাদারেরদের সঙ্গে এবং পক্ষান্তরে সরকারের সঙ্গে ঐ চৌধুরীরদের যে সম্পর্ক আছে তাহা অযথার্থ বোধ করাতে ঐ আইনের অর্থ নিরূপণ হইল। চৌধুরী ব্যবসায়ের প্রধান ব্যক্তি এবং ঐ ব্যবসাদারেরা আপনং ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে মনোনীত করিয়া ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া থাকে সেই কর্ম্মেতে হস্তক্ষেপ করিতে সরকারের অধিকার নাই। এবং তিনি যখন ঐ

পদের শক্তিক্রমে গৃহিত কর্ম্ম করেন অথবা ঐ ব্যবসাদারেরদের নিতান্ত অমঙ্গল করেন তখন তাঁহাকে ঐ কর্ম্মহইতে তগীর করিবার ভার তাঁহারদের প্রতি আছে। অতএব নিজামৎ আদালত গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে হুকুম করিতেছেন যে ৮১৬ নম্বরী আইনের অর্থ বদ হয় এবং কোন বাণিজ্য কর্ম্ম বা ব্যবসায়ের চৌধুরীরদের মনোনীত করণ বা। [illegible] করণের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে মাজিষ্ট্রেটী পদসম্পর্কীয় কার্য্যকারকদিগকে নিষেধ করিতেছেন।- সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ২৮ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম। ১৮১ পৃষ্ঠা।

৪৩৮। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না পাইলে বিস্থা বিষয় বুঝিয়া এই আদালতের অনুমতি না পাইলে দেওয়ানীর কার্য্যকারক সাহেবেরদের সাধারণ বিষয়ের কোন ইস্তিহার দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।—১৮৪৭ সালের ৩০ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৪৩৯। যে গস্তিকে কর্ত্তা ব্যক্তিরা ১৭৯৯ সালের ৫ আইনানুসারে সম্পত্তির দখলের বিষয়ে হুকুম পাইয়াছিল এবং কিছু কালের জন্যে ঐ সম্পত্তি আপনারদের জামিনেরদের হাতে অর্পণ করিয়াছিল সেই গস্তিকে এই বিধান হইয়া যে কর্ত্তা ব্যক্তিরদের ও তাহারদের জামিনেরদের মধ্যে গচ্ছিত বিষয়ের উচিতমত সরবরাহ করণের বিষয়ে বিরোধ হইলে দেওয়ানী আদালত সরাসরীমতে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ১৮৪৭ সালের ১ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৪৪০। যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমার তদ্ভাবধারণ অর্থাৎ খবরদারী জিলা ও শহরের ফৌজদারীর সাহেবানের এবং দায়রের ও সায়েরের আদালতহাযের সাহেবানের ও নিজামৎ আদালতের সাহেবানের ও এইক্ষণে ফৌজদারী সকল মোকদ্দমার বিচারার্থে যে আদালত আছে ও পশ্চাৎ যে নির্দ্ধার্য্য হয় তথাকার সাহেবদিগের কর্ত্তব্য সে সকল মোকদ্দমার খবরদারী জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা কোন প্রকারে না করেন কিন্তু তাহার মর্ম্মে ইন্সরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ও ২১ একবিংশতি পারাত লিখনক্রমে আদালতকে অবজ্ঞা করিবার ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার মোকদ্দমার খবরদারী করিতে পারিবেন ইতি।- ১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১৮ পা।

৩১ পারা।

ইন্সল্বেন্সীর কোর্ট রিক্বেস্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের এলাকা।

৪৪১। হুদ্দাদার ও সিপাহীদিগের নামে ও এই আইনের ২ ধারার বেওরা করিয়া লেখা মত সঙ্গী ও সম্পর্কীয় লোকদিগের নামে ও সদর ও পল্টনী বাজারের সম্পর্কীয় লোকদিগের মধ্যে যাহারদিগের নাম ইন্সল্বেন্সীর বহীতে লেখা থাকে তাহারদিগের নামে ও হুদ্দাদার সাহেবদিগের চাকরবাকর লোকদিগের নামে কর্জ্জা ইত্যাদির দাওয়া যদি ঐ দাওয়া ২০০৲ শত টাকাহইতে অধিকের না হয় ও যে প্রকরণের দাওয়া সেই প্রকরণ হওনের সময়ে আসামী উপরের বেওরা করিয়া লেখা লোকদিগের মত হইয়া থাকে তবে কেবল কোর্ট মার্শাল আদালতে উপস্থিত ও বিচারহওনের যোগ্য হইবেক আর যদি ফরিয়াদী কিম্বা আসামী বিলায়তনিবাসি হুদ্দাদার সাহেব হন তবে কোর্ট মার্শাল আদালতের কর্ত্তারাও বিলায়তনিবাসি সাহেবদিগের মধ্যহইতে হইবেন ও আর সমস্ত প্রকারেতে এদেশীয় হুদ্দাদারদিগের মধ্যহইতে কএক জন কোর্ট মার্শাল আদালতের কর্ত্তা হইবেন এবং ঐ আদালতের কর্ম্ম চালাইবার ও কারকারী লেখাইবার নিমিত্তে বিলায়তনিবাসি এক সাহেব নিযুক্ত হইবেন ও ঐ কোর্ট মার্শালের সংগ্রহ যথাসাধ্য পাঁচ জনেতে হইবেক ও তিন জনের কমেতে কখন হইবেক না ও তাঁহারদিগের মধ্যহইতে এক জন প্রধান হইবেন ও পল্টনের ও মোকামের সরদার সাহেব লোকের কর্ত্তব্য যে প্রতিমাসেতে দরমাহা বাটিবার পূর্ব্বে যে দিন বিহিত হয় এক দিন ঐ কোর্ট মার্শালের সংগ্রহ করেন ও ঐ কোর্ট মার্শাল আদালতের কর্ত্তাদিগের প্রতি ক্ষমতা ও ভার থাকিবেক যে কর্জ্জা কিম্বা হুরমৎবহা কি অন্য ক্ষতিপূরণের কোন দাওয়া প্রমাণ হইলে বিশেষ কোন হুকুমব্যতিরিক্ত কেবল ঐ দাওয়ার টাকা আদায়ের হুকুম দেন কিম্বা যদি বিহিত বুঝেন তবে হাতের মালের কিম্বা আইন্দা মাসের মাহিয়ানাহইতে কতক কি তাহা সম্যক্ কাটিয়া লইয়া ফরিয়াদীকে দেওয়ান্ আর যদি বিশেষ কোন হুকুম ব্যতিরিক্ত কেবল দাওয়ার টাকা আদায় করণের হুকুম হয় আর শীঘ্র দিতে না পারে তবে আসামীর যে জিনিসপত্র কিল্লা কি ছাউনি কি লশ্করী বাজারের সীমার মধ্যে পাওয়া যায় তাহা আদালতের ফয়সলার হেতু বিবরণসম্বলিত সে স্থানের সরদার সাহেবের দস্তখতী হুকুমমতে ক্রোক্ হইয়া ঐ কর্জ্জা আদায়ের নিমিত্ত নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক আর ঐ সীমার মধ্যে যে জিনিসপত্র পাওয়া যায় তাহাতে ঐ কর্জ্জা আদায় হইতে যদি অকুলান হয় তবে আসামী গ্রেফ্তার হইয়া কিল্লা কি ছা-

উনি কিম্বা লশ্‌করী বাজারের সীমার মধ্যে যেখানে উচিত হয় সেই স্থানে দুই মাস মিয়াদ অতীত হওনের পূর্ব্বে টাকা না দিলে কয়েদ থাকিবেক আর যদি উত্তর কালে ঐ সীমার মধ্যে তাহার কোন জিনিস পাওয়া যায় তাহা সরদার সাহেবের হুকুমমতে ক্রোক্ হইয়া ঐ দাওয়ার টাকা আদায়ের কারণ নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক ইতি।—১৮১০ সা। ২০ আ। ২২ ধা।

৪৪২। ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ২০ আইনে এবং চলিত আর যে কোন আইনেতে এমত হুকুম আছে যে দুই শত টাকার অধিক নগদ দেনার ও অস্থাবর বস্তুর মূল্যের মোকদ্দমার বিচার সেনাসম্পর্কীয় আদালতে হইতে পারে ঐ হুকুম যে মোকদ্দমাতে আসামী ব্রিটনীয় প্রজা অথচ ইঙ্গলণ্ডের রাজাধিরাজ শ্রীলশ্রী চতুর্থ জর্জের অধিকারের চতুর্থ বৎসরের করা আক্ট পার্লিমেণ্টের ৮১ পত্রের ৫৭ ধারার বিবরিয়া লিখিত এতাবতা সৈন্য-সম্পর্কীয় জন হয় তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না কেননা ঐ আক্ট পার্লিমেণ্টের অন্যং কথার মধ্যে ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে কলিকাতা শহরের কোর্ট রিক্বেষ্টের সরহদ্দের বাহিরে যেং স্থানেতে এক্ষণে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারী সেনা আছে কি পরে পাঠান যাইবেক কিম্বা সে স্থানে ঐ কোম্পানি বাহাদুরের সেনাদিগের সহিত ইঙ্গলণ্ডের রাজাধিরাজের সেনারা একত্র থাকে ঐ স্থানে সনদী কি বেসনদী যে কোন সেনাপতি কি সেনা কি কোন থানা কি ছাউনিতে থাকা কোন কোর কি ডিটাচমেণ্টের সহিত দোকান রাখিতে অনুমতি প্রাপ্ত কোন জনেরদের কিম্বা ঐ আক্ট পার্লিমেণ্টের হুকুমের তাবে অন্য কোন জনের কিম্বা সৈন্যের ছাউনির সরহদ্দের মধ্যের নিবাসি অন্য কোন জনের উপর উপস্থিতহওয়া নগদ দেনার ও অস্থাবর বস্তুর মূল্যের যে মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা ৪০০৲ চারি শত টাকার অধিক না হয় ও ঐ মোকদ্দমার হেতুহওন কালে আসামী উপরের বিবরিয়া লিখনমত জন ছিল এমত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি সেনাপতিসমূহেতে সংগ্রহহওয়া কোর্ট রিক্বেষ্টেতে হইবেক অন্য কোন স্থানে হইতে পারিবেক না ইতি। ১৮২৫ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

৪৪৩। ৪০০৲ চারি শত টাকার অধিক না হয় এমত নগদ দেনার কি অস্থাবর বস্তুর মূল্যের দাওয়ার মোকদ্দমা ব্যতিরেকে অন্যং মোকদ্দমাতে ইউরোপীয় অথচ ব্রিটনীয় প্রজা সেনাপতি এবং সেনারা তৃতীয় জর্জের অধিকারের ৫৩ বৎসরের করা আক্ট পার্লিমেণ্টের ১৫৫ পত্রের ১০৭ ধারার হুকুমানুসারে আপনং থাকিবার স্থানের দেওয়ানী আদালতের তাবে এখনো থাকিবেন ইতি। ১৮২৫ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

৪৪৪। এই ধারার ১ প্রকরণের লিখিত তাৎপর্য্যের বহির্ভূত ইউরোপীয় অথচ ব্রিটনীয় প্রজাভিন্ন সেনাপতিদের কি সেনাদিগের কি ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ২০ আইনেতে বিশেষ করিয়া লিখিত সৈন্যসম্পর্কীয় লোকেরদের উপর নগদ দেনার কি অস্থাবর বস্তুর মূল্যের মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ ১৮১০ সালের ২০ আইনের ২২ ধারার হুকুম এখনো প্রবল থাকিবেক ইতি। ১৮২৫ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

৪৪৫। দৃষ্ট হইতেছে যে এই প্রকার মোকদ্দমার দুই প্রকার বিধি আছে প্রথম যে ইউরোপীয় অথচ ব্রিটনীয় প্রজা সৈন্যের বাজারে নিযুক্ত হওনরূপে রেজিষ্টর হইয়াছেন এবং ছাউনিতে বাস করেন তাহারদের এবং গোরা সিপাহী ও সেনাপতিপ্রভৃতির নিমিত্তে। দ্বিতীয় বিধি ইউরোপীয় বিদেশি লোকেরদের এবং দেশি সিপাহীদের এবং যে দেশি লোকেরা রেজিষ্টর হইয়াছে এবং ছাউনিতে বাস করে তাহারদের নিমিত্তে। প্রথম প্রকার ব্যক্তির বিষয়ে চতুর্থ জর্জের চতুর্থ বৎসরের আইনানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক এবং মোকদ্দমার সীমা ৪০০৲ টাকাপর্য্যন্ত জ্ঞান করিতে হইবেক। দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তির বিষয়ে ১৮১০ সালের ২০ আইনের ২২ ধারানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক এবং মোকদ্দমার সীমা ২০০৲ টাকাপর্য্যন্ত জ্ঞান করিতে হইবেক। এইক্ষণে সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করি আইনের এমত অর্থকরা যথার্থ কি না যদি যথার্থ হয় তবে ১৮১০ সালের ২০ আইনের ২৪ ধারানুসারে যাঁহারা কার্য্য না করেন তাহারদিগকে আর মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে নিষেধ করিব। তাহাতে সদর আদালতের সাহেবেরা জজ সাহেবকে কহিলেন যে আইনের ঐ অর্থই যথার্থ।—১৮১৯ সালের ১ মার্চের ৪৯৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৪৪৬। রাম ও গোপালের সৈন্যের ছাউনিতে দেনাদেনা আছে কিন্তু তাহারা তথায় বাস করে না। রাম গোপালের নামে যুদ্ধসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেষ্টে নালিশ করাতে তাহার পক্ষে ডিক্রী হয়। গোপাল কহে যে এই বিষয় ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে নহে তথাপি ডিক্রী জারী হয় পরে গোপালের ডিক্রীঅনুসারে যে টাকা দিতে হইয়াছিল তাহা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে রামের নামে নালিশ করে তাহাতে বিধান হইল যে এইপ্রকার মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালত আইনমতে শুনিতে পারেন না।—১৮৪১ সালের ১৯ মার্চের ১২৯১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭ ধারা।

কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের এলাকা।

৪৪৭। ধার্য্য হইল যে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতার বিষয়ে জিলার আদালত আপনার মত জানাইতে পারেন না এবং সুপ্রিম কোর্টের হুকুমানুসারে ঐ কোর্টে যে টাকা দাখিল করা গিয়াছে প্রমাণ হয় সেই টাকার বিষয়ের দাওয়া হইলে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারানুসারে জিলার আদালতে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ১৮ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৫০ পৃষ্ঠা।

৪৪৮। সুপ্রিম কোর্টে করা ডিক্রীর অর্থ করিতে কিম্বা তাহা জারী করণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের কোন ক্ষমতা নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৮৩ পৃষ্ঠা।

৪৪৯। মফঃসল আদালত যদ্যপি সুপ্রিম কোর্টের কোন ডিক্রীর স্পষ্টতঃ অন্যথা করিতে পারেন না তথাপি যে বিশেষ হেতু পূর্ব্বে উপস্থিত করা যায় নাই সেইপ্রকার হেতুক্রমে ডিক্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৪ সালের ৫ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১১০ পৃষ্ঠা।

৪৫০। যদ্যপি বন্ধকী বিষয়ের বিক্রয় সিদ্ধ করা ১৮১৬ সালের ১৭ আইনের বিরুদ্ধ হয় তথাপি বন্ধকদেওনিয়া ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছাক্রমে আপনাকে সুপ্রিম কোর্টের এলাকার অধীন রাখিয়াছে এবং ডিক্রী স্বীকার করণের বশ দিয়াছে তবে সেই বশ্যতানুসারে সুপ্রিম কোর্ট বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তির পক্ষে যে ডিক্রী করেন তাহা সদর দেওয়ানী আদালত মঞ্জুর রাখিবেন। এই মোকদ্দমাতে শ্রীযুত আডবোকেট জেনরল সাহেবের মত এই "আমার বোধ হয় যে জমিরুদ্দীন মুনশী যে জমীদারী বন্ধক দিয়াছে তাহার দখল পাইবার জন্যে বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তির মফঃসল আদালতে নালিশ করা উচিত হয় যেহেতুক জমীদারী উদ্ধার করণের স্বত্ব সুপ্রিম কোর্টে নিবৃত্ত হইয়াছে। জমিরুদ্দীন সুপ্রিম কোর্টের এলাকার অধীন নহে অতএব এ আদালতে তাহাকে বেদখল করণের কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে না।"—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১১১। ১১২ পৃষ্ঠা।

৪৫১। বন্দোবস্তক্রমে সুপ্রিম কোর্টের এলাকা স্বীকার করা গেলে তাহার দ্বারা মফঃসল আদালতের তদ্বিষয়ে এলাকা নিবারণ হয় না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ৫ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৭১ পৃষ্ঠা।

৪৫২। সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী জারীক্রমে কলিকাতাস্থ সরিফ সাহেবের নীলামে যে সম্পত্তি খরীদ হয় তাহার দখলের বিষয়ে নালিশ হইলে যে২ বিষয়ের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের করা ডিক্রীর যথার্থতার কলঙ্ক হয় বা সেই ডিক্রীজারীর হানি হইতে পারে এমত কোন বিষয়ে মফঃসল আদালতের বিচার করণের ক্ষমতা নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৮৭ পৃষ্ঠা।

৪৫৩। সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী জারীক্রমে কলিকাতাস্থ সরিফ সাহেবের দ্বারা যে নীলাম হয় তাহাতে খরীদ করা সম্পত্তির দখলের বিষয়ে নালিশ হইলে সুপ্রিম কোর্টের ঐ ডিক্রীর বা তাহা জারী করণের কার্য্যের দোষগুণের বিষয়ে মফঃসল আদালতের বিবেচনা করণের ক্ষমতা নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ১৫ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৭০ পৃষ্ঠা।

৪৫৪। আপেলাণ্ট কলিকাতার সরিফ সাহেবের নীলামে যে কতক ভূমি ক্রয় করিয়াছিল তাহার দখল পাইবার দাওয়া করিল। কিন্তু ঐ ভূমি পূর্ব্বে বন্ধক রাখা গিয়াছিল ও কটকওয়ালাক্রমে রেসপাণ্ডেণ্টকে বিক্রয় হইয়াছিল ইহার প্রমাণ হওয়াতে দাওয়াদারের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ৩ অক্টোবরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৬৭ পৃষ্ঠা।

৪৫৫। দানপত্রানুসারে দত্ত সম্পত্তির বিষয়ে কএক নাবালগের দাওয়াঘটিত এক নালিশ ঐ নাবালগেরদের সৎসারাধ্যক্ষ করিল এবং জিলার আদালত তাহার পক্ষে ডিক্রী করিলেন এবং জিলার আদালতের ঐ ডিক্রীর পরে সৎসারাধ্যক্ষ মরিল এবং মফঃসল আদালতের দ্বারা তাহার স্থলে আর কোন ব্যক্তি নিযুক্ত হইল না। ঐ দানপত্রের বিষয়ের মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইল তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত জিলার আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিয়া হুকুম করিলেন যে প্রস্তাবিত দাওয়ার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট যাহা নিষ্পত্তি করিবেন তাহা প্রবল থাকিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ৬ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২৮৯ পৃষ্ঠা।

৪৫৬। কতক ব্যক্তি এক বণ্ড অর্থাৎ খতে সাধারণে সহী করিয়াছিল তাহারদের মধ্যে এক ব্যক্তি ঐ আদালতের এলা-

কার অধীন ছিল এবং তাহার নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ হইল কিন্তু তৎপ্রযুক্ত বশে সহীকবণিয়া অন্য ব্যক্তিদের নামে মফঃসল আদালতে নালিশ করণের প্রতিবন্ধক হয় না।— সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ৮ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২৫ পৃষ্ঠা।

৪৫৭। ধার্য্য হইল যে সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে সেই ফরিয়াদীর সেই আসামীর বিরুদ্ধে সেই সম্পত্তির বাবতে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১১ ধারানুসারে কোন মোকদ্দমা হইতে পারে না।— সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ৩১ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৭৯ পৃষ্ঠা।

৪৫৮। সুপ্রিম কোর্টের হুকুমক্রমে কতক ভূমি ক্রোক হইয়াছিল এবং সরিফ সাহেবের নীলামেতে যে ব্যক্তি তাহা খরীদ করিল সেই ব্যক্তি ঐ ভূমির এক ভাগের বন্ধক এবং কটকওয়ালাক্রমে বিক্রয় অসিদ্ধ করণার্থ এই ওজর করিল যে ক্রোক থাকন সময়ে ঐ বন্ধক হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রমাণ হইল যে যে দাওয়াক্রমে ঐ ভূমি আদৌ ক্রোক হইয়াছিল তাহা-ছাড়া ভিন্ন দাওয়ার সম্পর্কে এবং ভিন্ন ডিক্রী জারীক্রমে সরিফ সাহেবের দ্বারা নীলাম হইল তাহাতে ঐ ওজর অগ্রাহ্য হইল। পুনশ্চ যে বন্ধকক্রমে সরিফ সাহেবের নীলামের পূর্ব্বে জিলার আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল সেই বন্ধকের সময়ে ঐ ভূমি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা আইনমত ক্রোক হইয়াছিল এমত প্রমাণ দেওয়া গেল না।— সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ৩ অক্টোবরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৬৭ পৃষ্ঠা।

৪৫৯। কিন্তু ভূম্যধিকারির জমীদারী সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা ক্রোক থাকন সময়ে ঐ জমীদার যদি এক মফঃসল তালুক খোশে বিক্রয় করে এবং তাহার জমীদারী তৎপরে নীলাম হয় তবে ঐ নীলামের খরীদারের স্বত্ব ঐ খোশ বিক্রয়ের দ্বারা অসিদ্ধ হইবেক না কিন্তু যদি ঐ নীলাম অসিদ্ধ হয় তবে ঐ জমীদার অথবা উত্তরাধিকারি কি তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরদের প্রতি ঐ খোশ বিক্রয় প্রবল থাকিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ২২ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৭২ পৃষ্ঠা এবং ১৮০৭ সালের ৩ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১২৫ পৃষ্ঠা।

৪৬০। কর্জের একভাগ সুপ্রিম কোর্টের হুকুমের দ্বারা আদায় হইয়াছিল তৎপরে ঐ মোকদ্দমা তথায় নিষ্পন্ন হইল এমত স্থলে দাওয়াদার অবশিষ্ট টাকার জন্যে মফঃসল আদালতে নালিশ করিতে পারে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে নালিশের খরচা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করিলে তাহা নামঞ্জুর হইবেক।— সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২১ সালের ১৬ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১৬ পৃষ্ঠা।

৩৮ ধারা।

মুনসেফেরা যে মোকদ্দমা শুনিতে পারেন ও না পারেন তাহা।

৪৬১। যে সকল ব্যক্তিরা মুনসেফী কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্তে নিযুক্ত হইবেক তাহারা এই আইনানুসারে নীচের লিখিত মোকদ্দমা শুনিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা পাইল যদি যে ভূমি কি অন্য স্থাবর বস্তু ঐ মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখে ঐ ভূমি কি ঐ স্থাবর বস্তু ঐ মুনসেফের এলাকাতে থাকে কিম্বা অন্য সমস্ত বিষয়ের নালিশের হেতু তাহার এলাকাতে হইয়া থাকে কিম্বা আসামী নালিশ আরম্ভ করিবার সময়ে তাহার এলাকার মধ্যে বাস করিয়া থাকে ইতি। ১৮৩১ সা। ৫ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

৪৬২। মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে ৩০০৲ তিন শত টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যা ও মূল্যের নগদ ও স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা গ্রাহ্য করে সদ্যপি প্রকৃত যৎকের নিমিত্তে মোকদ্দমা তাহাই সমুদয় দাওয়াতে লেখা থাকে এবং যদি সেই দাওয়া অপমান কি শারীরিক হানির সহিত সম্পর্ক না রাখে ইতি।— ১৮৩১ সা। ৫ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

৪৬৩। ৩০০৲ তিন শত টাকার অধিক না হয় এমত মূল্যের লাখেরাজ ভূমিভিন্ন অন্য ভূমির কি অন্য স্থাবর বস্তুর স্বত্বাধিকার কিম্বা ভোগদখলের দাওয়ার মোকদ্দমা মুনসেফেরা শুনিতে পারিবেক ইতি। ১৮৩১ সা। ৫ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

৪৬৪। ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণ রদ হইল ইতি। ১৮৪৩ সা। ৬ আ। ৬ ধা।

৪৬৫। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন

ব্যক্তি জন্মস্থানপ্রযুক্ত অথবা বংশপ্রযুক্ত কোন প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমায় মুনসেফের আদালতের এলাকার বহির্ভূত হইবেন না ইতি।—১৮৪৩ সা। ৬ আ। ৭ ধা।

৪৬৬। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ পারার ১। ২ এবং ৩ প্রকরণে স্থানবিশেষের এলাকার ও সম্পত্তির মূল্যের বিষয়ে যে নিষেধ আছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া মুনসেফেরা সর্ব্ব-প্রকার মোকদ্দমা লইতে ও বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন। কিন্তু যে মোকদ্দমায় কোন মুনসেফ স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন কুটুম্বেরা কি তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিরা অথবা তাঁহার আদালতের কোন উকীল বা আমলা এক পক্ষ হন সেই প্রকার মোকদ্দমার বিচার কোন মুনসেফ করিতে পারিবেন না ইতি।—১৮৪৩ সা। ৬ আ। ৮ ধা।

৪৬৭। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ধারাপ্রযুক্ত যে২ গতিকে কোন মুনসেফ স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন কুটুম্ব কি তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার আদালতের উকীল বা আমলা মোকদ্দমার এক পক্ষ হওয়াতে তিনি সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না সে২ গতিকে মুনসেফ তথাপি ঐ মোকদ্দমা লইতে পারেন এবং যে জিলার অধীন সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে পারেন পরে জজ সাহেব তাহা ঐ জিলার অন্য কোন মুনসেফের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে অর্পণ করিতে পারেন ইতি।—১৮৪৩ সা। ৬ আ। ৯ ধা।

৪৬৮। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার লিখিত যে২ প্রকার মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতা মুনসেফদিগকে অর্পণ করিতে ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের সাহেবেরদের মানস ছিল তাহা ১৮৪৩ সালের ৬ আইনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইল কিন্তু ঐ ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ২ এবং ৩ প্রকরণ সেই সময়ে রদ হয় নাই এইপ্রযুক্ত লাখেরাজ ভূমির স্বত্বাধিকার ও ভোগদখলের মোকদ্দমা মুনসেফেরা আইনমতে লইতে ও বিচার করিতে পারেন কি না এই বিষয়ে সন্দেহ জন্মিল অতএব উত্তর পশ্চিম দেশের এবং কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের সম্প্রতি পরস্পর লিখনপঠন হইয়াছে এবং তাহার ফল এক্ষণে কলিকাতাস্থ সদর আদালত সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করিতেছেন।—১৮৪৪ সালের ৮ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৪৬৯। উত্তরপশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের সম্মতিক্রমে বিধান হইল যে ১৮৪৩ সালের ৬ আইনের ৮ ধারার লিখিত কথানুসারে "অপমান কি শারীরিক হানির সহিত যে দাওয়া সম্পর্ক রাখে তাহার" এবং "লাখেরাজ ভূমির স্বত্বাধিকার ও ভোগদখলের দাওয়ার মোকদ্দমা" মুনসেফেরা আইনমতে লইয়া বিচার করিতে পারেন। কিন্তু "১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ১। ২। ৩ প্রকরণে তাঁহারদের বিশেষ এলাকার ও সম্পত্তির মূল্যের বিষয়ে যে নিষেধ আছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া" মোকদ্দমা লইবেন। —১৮৪৪ সালের ৮ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৪৭০। সদর আদালতের সাহেবেরা আরো হুকুম করিয়াছেন যে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার বিধানানুসারে লাখেরাজ ভূমির খাজানার বিষয়ি মোকদ্দমা মুনসেফেরদের এলাকার বহির্ভূত জ্ঞান করিবার যে সকল হেতু সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখের ২৫ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে লেখা আছে তাহা ১৮৪৩ সালের ৬ আইনের দ্বারা খাটো হয় নাই। অতএব পূর্ব্ববৎ সেই প্রকার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা মুনসেফেরদের নাই ইহা বোধ করিতে হইবেক।—১৮৪৪ সালের ৮ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৪৭১। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে রাইয়তের নামে যদি মুনসেফের আদালতে খাজানার বিষয়ে নালিশ হয় তবে "যে ভূমির খাজানার দাওয়া হয় সেই লাখেরাজ ভূমি" ইহা বলিয়া ঐ রাইয়ত সেই মোকদ্দমা মুনসেফের আদালতহইতে উঠাইয়া কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে দাখিল করিতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত কহিলেন যে সে ব্যক্তি পারে না। যেহেতুক ঐ ভূমি লাখেরাজ কি না এই বিষয়ে মুনসেফের আদালতে মোকদ্দমা হয় নাই কিন্তু যে বৎসরের খাজানার বিষয়ে নালিশ হয় তাহার পূর্ব্ব বৎসরে রাইয়ত সেই ভূমির খাজানা দিয়াছিল কি না এই বিষয়ের নালিশ হইল এবং মুনসেফ এই বিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্। এবং যদি প্রকৃতরূপে দস্তখৎহওয়া গ্রামের হিসাবের বহীর দ্বারা কিম্বা আইন-সিদ্ধ অন্য সাক্ষ্যের দ্বারা এমত প্রমাণ হয় যে রাইয়ত তাহার পূর্ব্ব বৎসরে খাজানা দিয়াছিল তবে যত খাজানা পাওনা বোধ হয় তত খাজানার ডিক্রী মুনসেফ করিতে পারেন্। এবং লাখেরাজরূপে সেই ভূমির ধার্য্যকরণের অধিকার রাইয়তের আছে কি না তাহা ঐ রাইয়ত ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে মোকদ্দমা করিয়া সাব্যস্ত করিবেক।—১৮৩২ সালের ২৫ মের ৬৯১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৭২। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত রাজ্যের মধ্যে যে কোন প্রকার ব্যক্তি হউন তিনি রাজ-

খের বাকী বা অসঙ্গত দাওয়ার বিষয়ের কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় জন্মস্থানপ্রযুক্ত অথবা বিশেষ বংশে জাত হওনপ্রযুক্ত মুনসেফের আদালতের এলাকার বর্জিত হইবেন না ইতি।—১৮৩১ সা। ৩ আ। ৩ ধা।

৪৭৩। মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে যে২ নালিশ জাবেতামত উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে যে ক্ষমতা মুনসেফেরা এক্ষণে রাখে তাহার অতিরিক্ত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে যে সকল মুনসেফ কোন২ জিলায় নিযুক্ত হইবেক তাহারদের ক্ষমতা আছে যে পেটাও রাইয়ত কি অন্য ব্যক্তিরা আপনারদিগের মালের ক্রোক এবং কয়েদ নিবারণের ইচ্ছা করিয়া নালিশ করিলে কিম্বা ঐ ক্রোক ও কয়েদের নিমিত্তে ক্ষতির দাওয়া করিলে ঐমত দাওয়া গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করে। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারায় কিম্বা অন্য কোন আইনে মুনসেফের প্রতি ক্ষতির মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে যে নিষেধ আছে তাহা এমত নালিশে খাটিবেক না ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১১ ধা।

৪৭৪। বিধান হইল যে সর্ব্বসুদ্ধ ৩০০৲ টাকার অধিক কোন খতের উপর ৩০০৲ টাকার ন্যূন কিস্তিবন্দীর বিষয়ে মোকদ্দমা হইলে এবং তাহাতে আসামী জওয়াব না দিলে মুনসেফ ঐ মোকদ্দমা শুনিতে পারেন। ৩০০৲ টাকার উর্দ্ধ কোন ইজারার বন্দোবস্ত বা পাট্টার উপর যদি ৩০০৲ টাকার ন্যূন বাকী খাজানার নিমিত্তে মোকদ্দমা হয় এবং তাহাতে আসামী জওয়াব না দেয় তবে মুনসেফ ঐ মোকদ্দমা শুনিতে পারেন।—১৮৪১ সালের ১৬ জুলাইর ১৩০৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৭৫। সদর দেওয়ানী আদালত জঙ্গল মহালের জজ সাহেবের ৯ তারিখের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে যে খতের টাকার সংখ্যাপ্রযুক্ত তাহার বিষয়ের মোকদ্দমা মুনসেফ শুনিতে পারেন না এমত খতের কিস্তীর বিষয়ে যদি নালিশ হয় এবং সেই কিস্তীর টাকার সংখ্যা মুনসেফের ক্ষমতার মধ্যে থাকে তবে মুনসেফ সেই মোকদ্দমা শুনিতে পারেন কি না।—১৮৩২ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৪৭৬। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে এমত কিস্তীর টাকার বিষয়ের মোকদ্দমা মুনসেফ শুনিতে পারেন কি না তাহা ঐ মোকদ্দমাতে যে জওয়াব দেওয়া যায় তাহাতেই প্রায় নিণয় হইবেক।—১৮৩২ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৪৭৭। যদি আসল খতের বিষয়ে বিরোধ হয় এবং তাহার মাতবরীর বিষয় নিশ্চয় করিতে হয় তবে যে টাকা লইয়া মোকদ্দমা হয় তাহা এবং সেই খৎঅনুসারে তৎপরে যত কিস্তীর দাওয়া হইতে পারে সেই সমুদয় টাকার মোট যদি মুনসেফের আইনমতে বিচার্য্য মোকদ্দমার মূল্যের মধ্যে না পড়ে তবে মুনসেফ তাহা শুনিতে পারেন না। যে খতের সংখ্যা ৩০০৲ টাকার অধিক হয় এইমত খতের আসল টাকার বাকী মায় সুদ পাইবার বিষয়ে যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় এবং যে টাকার দাওয়া হয় তাহা যদি মুনসেফের বিচার্য্য মোকদ্দমার মূল্যের মধ্যে পড়ে তবে মুনসেফ সেই মোকদ্দমা শুনিতে পারেন্ এবং সেই দাওয়ার টাকার উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে নালিশী আরজী লিখিতে হইবেক। যদি ঐ মোকদ্দমা মায় সুদ বা সুদ ছাড়া এক কিস্তী ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে উপস্থিত করা যায় এবং যদি সেই কিস্তীর সংখ্যা এবং তৎপরে সেই খৎঅনুসারে যত কিস্তীর দাওয়া হইতে পারে সেই সকলের মোট যদি মুনসেফের বিচার্য্য মোকদ্দমার মূল্যের মধ্যে পড়ে তবে মুনসেফ সেই মোকদ্দমা শুনিতে পারেন এবং যে কিস্তীর ও সুদের দাওয়া হয় এবং তৎপরে যে সকল কিস্তীর পাওনা হইবেক তাহার সংখ্যার মোটের তুল্য ইষ্টাম্প কাগজে নালিশের আরজী লিখিতে হইবেক।—১৮৪৭ সালের ১৪ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৪৭৮। যদি আসল খতের বিষয়ে বিবেচনা করিতে হয় এবং সেই খৎ প্রকৃত কি না ইহা যদি নিশ্চয় করিতে হয় তবে মুনসেফ ঐ মোকদ্দমা শুনিতে পারেন না কিন্তু যদি এইমাত্র জওয়াব দেওয়া যায় যে ঐ কিস্তীর টাকা দেওয়া গিয়াছে এবং এ কথা সত্য কি না যদি কেবল ইহার বিষয়ে বিবেচনা করিতে হয় তবে মুনসেফ ঐ মোকদ্দমা শুনিতে পারেন।—১৮৩২ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর

৪৭৯। দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের অতিরিক্ত মুনসেফের প্রতি যে২ কর্ম্মের ভার অর্পণ হইয়াছে তাহা ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। এবং ৫৫* ধারাতে নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার মধ্যে শেষ ধারাতে লেখে যে বাকী খাজানা আদায় করিবার নিমিত্তে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের বিষয়ে সেই কালের চলিত আইনের দ্বারা মুনসেফেরদের যে ক্ষমতা ছিল তাঁহারদের সেই ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু বাকীদারেরদিগকে গ্রেফ্তার করণের দরখাস্ত লইবার এবং তদনুসারে কার্য্য করিবার ক্ষমতার বিষয়ে ঐ ধারার মধ্যে কিছু লেখা নাহি। অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনানুসারে মুনসেফেরদের সেই ক্ষমতা নাহি। ফলতঃ সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণের আবশ্যকতা

* তাহার পর মুনসেফেরা সেই কর্ম্মহইতে মুক্ত হইয়াছেন।

আর প্রায় নাহি যেহেতুক ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের বিধান আমলে আনিবার নিমিত্তে ভূম্যধিকারিদের বাকীদারকে গ্রেফ্তার-করণের যে আবশ্যকতা ছিল তাহা ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার দ্বারা রহিত হইয়াছে।—১৮৩২ সালের ১৩ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৪৮০। বিধান হইল যে মুনসেফেরা উভয় বিবাদির সম্মতিক্রমে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির ১৩২০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৮১। সদর আদালতে ইহা জিজ্ঞাসা করা গেল যে অস্থাবর সম্পত্তির অন্যায় ক্রোক ও নীলামের টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া যদি সনন্দদারের আদালতে প্রথমে করা যায় এবং তাহা ঐ কর্ম্মকারকের শুনানির যোগ্য মোকদ্দমার সীমার মধ্যে হয় তবে ঐ সনন্দদার মুনসেফস্বরূপ সেই প্রকার দাওয়া লইতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩০ ধারার দ্বারা এদেশীয় সনন্দদারদিগকে সেই প্রকার মোকদ্দমা শুনিবার ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল।—১৮১২ সালের ২১ মের ১০৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৮২। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারানুসারে খাজানার বাকী যদি ৬৪৲ টাকার উর্দ্ধ না হয় তবে তাহা ফিরিয়া পাইবার যে সরাসরী নালিশ করা যায় তাহা মুনসেফ লইতে ও বিচার করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে খাজানার বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমার বিচার করিতে মুনসেফের ক্ষমতা নাই।—১৮২০ সালের ২২ ডিসেম্বরের ৩৩২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৮৩। সদর আদালত জিলার জজ সাহেবকে ইহা জানাইতেছেন যে তিনি যে মোকদ্দমার বিষয় উল্লেখ করিলেন তাহা যদি বাকী খাজানার বাবৎ অথবা মালগুজারী অন্যায়েতে তহসীলকরণের বাবৎ হয় তবে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির অনুসারে তাহা সরাসরী মোকদ্দমার ন্যায় কালেক্টর সাহেবের বিচার করিতে হইবেক এবং কালেক্টর সাহেব তাহা সরাসরীমতে বিচার না করিলে যদি সেই মোকদ্দমার মূল্য মুনসেফের বিচার্য্য মোকদ্দমার মূল্যের সীমার মধ্যে পড়ে তবে ঐ আইনের ৮ এবং ১১ ধারানুসারে মুনসেফেরা নম্বরী মোকদ্দমার ন্যায় তাহা বিচার করিতে পারেন কিন্তু সম্পূর্ণ মূল্যের সিকী মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে তাহার দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। জিলার জজ সাহেবের তৃতীয় জিজ্ঞাসার বিষয়ে সদর আদালত উত্তর করিতেছেন যে রাইয়ত এবং পাট্টাদার প্রজা অন্যায়রূপে তহসীলের বাবৎ যে নালিশ করে এবং জমীদার ও অন্যেরা আপনারদের হক পাওনার বাবৎ যে মোকদ্দমা করে সেই দুইপ্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে উক্ত বিধান তুল্যরূপে খাটে।—১৮৩২ সালের ৩১ আগষ্টের ৭১৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৮৪। সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে যদি ১৫০৲ টাকার বিষয় হয় এবং যদি একি দিবসে সেই সংখ্যক টাকার তিন বণ্ড দেওয়া গিয়াছিল তবে একি ফরিয়াদী ও আসামীর মধ্যে তিন আলাহিদা২ মোকদ্দমা মুনসেফ গ্রাহ্য ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে মুনসেফের এইমত মোকদ্দমা শুনিবার কোন নিষেধ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের কোন বিধানে কিম্বা অন্য কোন আইনে দৃষ্ট হয় না।—১৮২৮ সালের ২ মের ৪৮১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৮৫। সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে খোদকস্তা রাইয়তেরা বেদখল হওয়াতে নোকসানের বিষয়ে যে নালিশ করে এবং ক্ষেত্রে জলসেচনের নিষেধহওয়াতে তাহারদের যে নোকসান হয় তাহার বিষয়ে যে মোকদ্দমা করে তাহা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত নিষেধের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না যেহেতুক ঐ প্রকরণ কেবল শারীরিক হানির মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে এবং সম্পত্তির বিষয়ে যে নোকসান হইয়াছে তাহাতে খাটে না অতএব মুনসেফেরা এই প্রকার মোকদ্দমা শুনিতে পারেন। কিন্তু প্রথম প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে ১৮৩৩ সালের ১৫ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরে হুকুম আছে যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেব সেই প্রকার দাওয়া শুনিতে ও বিচার করিতে পারেন।—১৮৩৪ সালের ২৬ ডিসেম্বরের ৯১৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

[১৮৪৩ সালের ৬ আইনের ৮ ধারানুসারে মুনসেফেরা শারীরিক হানির বিষয়ি মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন।]

৪৮৬। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে কালেক্টর সাহেবের নাজির সরকারী রাজস্বের বাকীর নিমিত্তে যে অস্থাবর সম্পত্তি ও বাটী ক্রোক করিয়াছিলেন তাহা নীলাম করিতে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত না করিয়া কালেক্টর সাহেব মুনসেফের নামে পরওয়ানা দিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে কালেক্টর সাহেবের এমত কোন ক্ষমতা নাই।—১৮৩৪ সালের ২৮ নবেম্বরের ৯১৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৮৭। সদর আদালত বিধান করিলেন যে আসামী যদি মুনসেফের এলাকার মধ্যে বাস না করে তবে মুনসেফ নগদ টাকার কিম্বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তিবিষয়ক মোকদ্দমা শুনিতে পারেন না।—১৮২৭ সালের ১৫ জুনের ৪৫২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৮৮। যদি আসামী মুনসেফের এলাকার মধ্যে বাস করে না কিন্তু সেই এলাকার মধ্যে তাহার স্থাবর সম্পত্তি আছে তবে সেইপ্রযুক্ত ঐ সম্পত্তিসম্পর্কীয় মোকদ্দমায় ঐ আসামীর নামে মুনসেফের আদালতে নালিশ হইতে পারে। কিন্তু যে মোকদ্দমায় আসামী ও ফরিয়াদী উভয়ে অন্য রাজার দেশে বাস করে এবং মোকদ্দমার কারণও সেই অন্য রাজার দেশে জন্মিল এইমত মোকদ্দমা মুনসেফের শুননির যোগ্য নহে।—১৮৩৫ সালের ১০ জুলাইর ২৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৮৯। রামতনু পাল আমার আদালতে যে দরখাস্ত দিয়াছিল তাহার এক নকল সদর আদালতের বিবেচনার নিমিত্তে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে দরখাস্তকারী যে ভারি মোকদ্দমার বিষয় উল্লেখ করে তাহা আইনমতে মুনসেফ বিচার করিতে পারেন কি না। রামতনু কহে যে এইপর্য্যন্ত আমি সালিয়ানা ৩২৲ টাকার অধিক খাজানা দিই নাই কিন্তু গঙ্গাধর রায় জমীদার ২০৬৸০ টাকা সালিয়ানা খাজানার দাওয়া করিতেছেন অর্থাৎ তিনি চির কালের নিমিত্তে সালিয়ানা ১৭৫৲ টাকার অধিক খাজানার দাওয়া করেন এবং বাঙ্গলা দেশে যেরূপ সুদ চলন আছে তদনুসারে হিসাব করিলে আসল টাকা ১৫০০৲ অথবা ২০০০৲ টাকা হয়। আমার বোধ হয় এই প্রকার ভারি মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করিতে হয়। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ঐ মোকদ্দমা ৩০০৲ টাকার অনধিক মোকদ্দমা অতএব ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণানুসারে মুনসেফ তাহার বিচার করিতে পারেন।—১৮৩৩ সালের ২ আগষ্টের ৮১১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১ ধারা।

সদর আমীনেরা যে মোকদ্দমা শুনিতে পারেন তাহা।

৪৯০। জানান যাইতেছে যে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার লিখিত B তফসীলের ৮ নম্বরের লেখা হুকুমমত হিসাব করিয়া ১০০০৲ এক হাজার টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যা কি মূল্যের নগদ কি অস্থাবর বস্তুর কিম্বা ভূমি কিম্বা অন্য কোন স্থাবর বস্তুর স্বত্বাধিকার ও ভোগদখলের দাওয়ার যেং মোকদ্দমা আপন আদালতে প্রথমত উপস্থিত হইয়া থাকে কিম্বা উত্তর কালে হইবেক ঐং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে আপনার এলাকার অধীন কোন সদর আমীনকে সোপর্দ্দ করেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যেং মোকদ্দমাতে সদর আমীন আপনি কিম্বা তাহার কুটুম্ব কিম্বা আশ্রিত ব্যক্তিরা কিম্বা তাহার আদালতের উকীল কিম্বা আমলারা কিম্বা কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা কিম্বা ইউরোপীয় কোন ভিন্ন দেশীয় অথবা কোন আমেরিকা দেশীয় আসামী কিম্বা ফরিয়াদী হন্ সেই সকল মোকদ্দমা বিচার করিবার নিমিত্তে সদর আমীনের সমীপে সোপর্দ্দ করা যাইবেক না ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।

৪৯১। ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর ও মান্দ্রাজের এবং বোম্বাইর অধীন দেশের মধ্যে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন্ সেই সকল মোকদ্দমা সামান্যতঃ ঐং বিচারকের আদালতে উপস্থিত করা যাইবেক ইতি। ১৮৪৪ সা। ৯ আ। ১ ধা।

৪৯২। পরন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা কি শহরের জজ সাহেব উপযুক্ত হেতু দেখিলে যে আদালতে উক্ত প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতহইতে সেই মোকদ্দমা তলব করিয়া আপনিই তাহার বিচার করিতে পারেন অথবা মোকদ্দমার মূল্য বুঝিয়া আপনার অধীন অন্য যে কোন আদালতে তাহার বিচার হইতে পারে সেই আদালতে বিচারার্থ তাহা সোপর্দ্দ করিতে পারেন ইতি।—১৮৪৪ সা। ৯ আ। ২ ধা।

৪৯৩। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেবের আদালতের সম্বন্ধে যখন একের অধিক প্রধান সদর আমীন অথবা একের অধিক সদর আমীন নিযুক্ত থাকেন এবং তাঁহারদের কোন বিশেষ এলাকা নির্দ্দিষ্ট না থাকে তখন ঐ জজ সাহেবের উচিত যে যে কএক মুনসেফের এলাকার মধ্যে প্রত্যেক প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীনেরদের বিশেষ কর্তৃত্ব হইবেক তাহা সময়ক্রমে নিরূপণ করেন। এবং যে ভূমি বা অন্য প্রকার স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে মোকদ্দমা হয় তাহা যদ্যপি ঐ বিশেষ এলাকার মধ্যে থাকে অথবা অন্যান্য গতিকে যদ্যপি নালিশের হেতু সেই এলাকার মধ্যে হইয়া থাকে অথবা মোকদ্দমা আরম্ভ হওনের সময়ে সেই এলাকার মধ্যে যদি আসামী বাস করে তবে ঐ প্রত্যেক প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীন এই আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট সকল প্রকার মোকদ্দমা শুনিতে ও বিচার করিতে পারেন ইতি।—১৮৪৪ সা। ৯ আ। ৩ ধা।

৪৯৪। হুকুম হইল যে ১৮৩৬ সালের ১ জুন তারিখঅবধি কোন ব্যক্তি উপরের লেখা দেশসকলেতে বংশ ও বাসস্থানদৃষ্টে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় সদর আমীনের আদালতসকলের ক্ষমতাহইতে বহির্ভূত হইবেন না।—১৮৩৬ সা। ১১ আ। ২ ধা।

৪৯৫। এই আইনানুসারে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা প্রথমত উপস্থিত হওয়া যে মোকদ্দমা সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠাইবার ক্ষমতা পাইলেন সেই মোকদ্দমা আপন হাতে রাখিলে তাহার হেতু আপন রুবকারীতে লিখিয়া রাখিবেন ইতি। —১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৪ ধা।

৪৯৬। জজ সাহেবের প্রতি এইমত হুকুম হইল যে যে সকল মোকদ্দমাতে গবর্ণমেণ্ট অথবা তাঁহারদের কার্য্যকারকেরা বাদী বা প্রতিবাদী হন্ সেই সকল মোকদ্দমা সদর আমীনের বিচার্য্য হইলে তাঁহাকে অর্পণ করিবা। তাহার মধ্যে যে মোকদ্দমা তোমার আপন নথীতে রাখিবার কোন মাতবর কারণ দৃষ্ট হয় তাহা তোমার নথীতে রাখিতে পার। এই হুকুম পাইলে পর প্রথম যে মাসিক কৈফিয়ৎ তোমার পাঠাইতে হয় তাহাতে এই হুকুম যে প্রকার জারী হইয়াছে তাহার রিপোর্ট করিবা। ঐ রিপোর্ট করণের সময়ে যে সকল মোকদ্দমা তুমি আপনার নথীতে রাখিয়াছ তাহার এক ফর্দ্দ পাঠাইবা এবং তাহা রাখণের কারণ সংক্ষেপে লিখিয়া পাঠাইবা। সেইরূপে যে সকল প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমা তুমি আপনার নথীতে রাখিয়াছ তাহার ভাব এবং তাহা রাখিবার কারণ ১ নম্বরী মাসিক কৈফিয়তে সংক্ষেপে লিখিবা।—১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।

৪৯৭। বিধান হইল যে সদর আমীনেরা উভয় বিবাদির সম্মতিক্রমে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন।—১৮৪১ সালের ১১ ফেব্রুআরির ১৩২০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪০ ধারা।

প্রধান সদর আমীনেরা যে মোকদ্দমা শুনিতে পারেন্ তাহা।

৪৯৮। ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার লিখিত B তফসীলের ৮ নম্বরের লিখনক্রমে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যা ও মূল্যের নগদ কিম্বা অন্য অস্থাবর বস্তুর কি ভূমির কি অন্য স্থাবর বস্তুর স্বত্বাধিকার ও ভোগদখলের দাওয়ার যে২ মোকদ্দমা জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে প্রথমত উপস্থিত হইয়া থাকে কি উত্তর কালে হইবেক ঐ সকল মোকদ্দমা জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন কিন্তু যে মোকদ্দমাতে প্রধান সদর আমীন স্বয়ং কিম্বা তাঁহার কুটুম্ব কি আশ্রিত ব্যক্তি কি তাঁহার আদালতের উকীল কি আমলা কিম্বা ইউরোপীয় কোন ব্রিটিশ প্রজা অথবা ইউরোপীয় কোন ভিন্ন দেশীয় কিম্বা আমেরিকাদেশীয় আসামী কিম্বা ফরিয়াদী হন্ সে সকল মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠাইবেন না ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৮ ধা। ১ প্র।

৪৯৯। ১৮৪৪ সালের ৯ আইনের ১। ২। ৩ ধারা অর্থাৎ ৪৯১। ৪৯২। ৪৯৩ নম্বরী বিধান প্রধান সদর আমীনেরদের প্রতিও খাটে।

৫০০। হুকুম হইল যে ১৮৩৬ সালের ১ জুন তারিখঅবধি কোন ব্যক্তি উপরের লেখা দেশসকলেতে বংশ ও বাসস্থান দৃষ্টে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের আদালতসকলের ক্ষমতাহইতে বহির্ভূত হইবেন না।—১৮৩৬ সা। ১১ আ। ২ ধা।

৫০১। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ১ প্রকরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে যে মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের আদালতের কোন উকীল বা আমলা আসামী কি ফরিয়াদী হয় সেই মোকদ্দমা ঐ প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ হইতে পারে না তাহা রদ হইল ইতি।—১৮৩৮ সা। ২৭ আ। ১ ধা।

৫০২। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে স্থলে উপরের উক্ত প্রকরণক্রমে সদর আমীন আপনি অথবা তাঁহার কুটুম্ব বা তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তি মোকদ্দমায় আসামী বা ফরিয়াদী থাকনপ্রযুক্ত তাহা ঐ সদর আমীনকে অর্পণ হইতে পারে না এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমা অন্য কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন

বিচারককে অর্পণ করিতে পারেন্ না সেই স্থলে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন দেশের প্রত্যেক সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের এইমত ক্ষমতা হইল যে তাঁহারা আপনারদের আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের পদোপলক্ষে দস্তখতী হুকুমনামার দ্বারা ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের তাবে অন্য কোন জিলা বা শহরের আদালতে ঐ মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্তে অর্পণ করিতে হুকুম দেন এবং তাহা হইলে ঐ জিলা বা শহরের আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে যেমত হইত সেইমত ঐ জিলা বা শহরের আদালতের জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্তে অর্পণ করিতে পারেন ইতি।—১৮৩৮ সা। ২৭ আ। ২ ধা।

৫০৩। বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারা মতান্তর হইয়া এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ১৮৩৭ সালের ১ নবেম্বর তারিখঅবধি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন কোন দেশের কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেবের প্রতি যে বিষয় পাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই বিষয়ের সংখ্যা অথবা মূল্য অধিক হওনপ্রযুক্ত সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তির কারণ প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করিতে আর নিষেধ থাকিবেক না ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ১ ধা।

৫০৪। আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন উভয় সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আপনং রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতী হুকুমনামার দ্বারা ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেবদিগকে এমত হুকুম করিতে পারেন যে ঐ হুকুম প্রকাশ হওনের সময়ে ঐ জিলা বা শহরের জজ সাহেবের আদালতে যে কোন দেওয়ানীসম্পর্কীয় মুৎফরক্কা অথবা সারাসরী বিষয় উপস্থিত থাকে কিম্বা তাহার পর উপস্থিত করা যায় তাহা প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন এবং যে সকল মোকদ্দমা এইরূপে অর্পণ করা যায় তাহার বিষয় জিলা বা শহরের জজ সাহেবের নিষ্পত্তির নিমিত্তে আইনের মধ্যে যেং বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে সেইং বিধির অনুসারে ঐ প্রধান সদর আমীন তাহার নিষ্পত্তি করিবেন কিন্তু এইমত গতিকে ঐ প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর আপীল প্রথমতঃ জিলা বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইবেক তাহার পর খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৮ ধা।

[৪২৬ নম্বরী বিধানে লিখিত ১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর দেখ।]

৫০৫। বিধান হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে প্রধান সদর আমীন উভয় বিবাদির সম্মতিক্রমে মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন।—১৮৪১ সালের ২৬ মার্চের ১২৯২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫০৬। যে মোকদ্দমার দলীলদস্তাবেজ ইঙ্গরেজী ভাষায় থাকে যদি প্রধান সদর আমীন ঐ ইঙ্গরেজী ভাষা না বুঝেন তবে ঐ প্রকার মোকদ্দমা তাঁহাকে অর্পণ হইবেক না।—১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৫০৭। ১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফার যে ভাগে এমত হুকুম আছে যে যে মোকদ্দমার দলীলদস্তাবেজ ইঙ্গরেজী ভাষাতে থাকে যদি প্রধান সদর আমীন ঐ ইঙ্গরেজী ভাষা না বুঝেন তবে ঐ প্রকার মোকদ্দমা তাঁহাকে অর্পণ হইবেক না সদর দেওয়ানী আদালতের বোধে ঐ সরক্যুলর অর্ডরের ঐ ভাগ কিঞ্চিৎ মতান্তর করা উচিত অতএব উক্ত সরক্যুলরের চতুর্থ দফা মতান্তর হইয়া তোমার ও তোমার অধীন আদালতের উপদেশের নিমিত্তে নীচের লিখিত হুকুম দেওয়া যাইতেছে।—১৮৩৯ সালের ১৮ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৫০৮। দাওয়ার প্রমাণকরণার্থ ইঙ্গরেজী ভাষার দলীলদস্তাবেজ আছে এই কথা নালিশের আরজীতে থাকিলে কেবল সেইপ্রযুক্ত তোমার অর্থাৎ জজ সাহেবের সেই মোকদ্দমা আপনার নথীতে রাখণের আবশ্যক নাই বোধ করিবা। কিন্তু অন্যং মোকদ্দমার বিষয়ে যেরূপ হইতেছে সেইরূপে এইপ্রকার মোকদ্দমা চলিত আইনানুসারে যেং আদালতের বিচার্য্য সেইং আদালতে আদৌ অর্পণ করিবা।—১৮৩৯ সালের ১৮ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৫০৯। ঐ প্রকার মোকদ্দমা যদি টাকার সংখ্যাদৃষ্টে সদর আমীনকে অর্পণহওনের যোগ্য হয় তবে তাঁহাকে অর্পণ হইবেক। ঐ প্রকার মোকদ্দমা অর্পণ হইলে প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ এবং ১২ ধারামতে কার্য্য করিবেন এবং যদি উভয় বিবাদী ইঙ্গরেজী ভাষার কোন দলীলদস্তাবেজের প্রমাণ গুজরায় তবে ঐং বিচারকের উচিত যে তাহার সঙ্গে দেশ বুঝিয়া উর্দু কি বাঙ্গলা কি উড়্যা ভাষার এক তরজমা দাখিল করিতে ঐ বিবাদিকে হুকুম দেন এবং যদি সেইরূপ তরজমা না দাখিল হয় তবে সেই দলীল গ্রাহ্য হইবেক না। পরে যে আদালতে ঐ দলীলদস্তাবেজ দাখিল হয় তাঁহার উচিত যে তোমার আদালতে যেরূপ ও যে প্রকার সাবধান হইয়া দলীলদস্তাবেজ পাঠাইবার হুকুম আছে

সেইরূপে ঐ আসল কাগজ ও তাহার তরজমা তোমার বিবেচনা ও হুকুমের নিমিত্তে তোমার নিকটে পাঠান্।—১৮৩৯ সালের ১৮ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৫১০। ইঙ্গরেজী দস্তাবেজ ও তাহার তরজমা পাঠ করিলে পর ঐ ইঙ্গরেজী ভাষার লিপির ভাব ও যে ব্যাপারের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক তাহা বিবেচনা করিয়া আপনার বিবেচনামতে ঐ মোকদ্দমা হয় অধঃস্থ আদালতের বিচার করিতে অনুমতি দিবা কিম্বা আপনার নথীর শামিল করিবা। যদ্যপি ঐ মোকদ্দমাতে এমত জড়াও নানা বিষয় থাকে যে ইঙ্গরেজী ভাষা না জানিলে তাহার যথার্থ নিষ্পত্তিহওয়া ভার তবে তাহা অধঃস্থ আদালতহইতে উঠাইয়া লইয়া আপনি তাহার নিষ্পত্তি করিবা। কিন্তু যদি ঐ ইঙ্গরেজী লিপি কোন সহজ হিসাব বা বিল কি সেইরূপ অন্য কোন কাগজমাত্র হয় তবে তাহার তরজমা শুদ্ধ হইয়াছে ইহা নিশ্চয় করিবা সেই কাগজপত্র অধস্থ আদালতে পাঠাইয়া রীতিমতে মোকদ্দমার বিচার করিতে হুকুম দিবা পরন্তু যদি তরজমাতে কিছু ভুল দুষ্ট হয় তবে তাহা সংশোধনের বিষয়ে যথোচিত উদ্যোগ করিবা।—১৮৩৯ সালের ১৮ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৫১১। ১৮৩৯ সালের কলিকাতার সদর আদালতের ১৮ অক্টোবর তারিখের ৫৪ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর মতান্তর হইয়া সদর আদালত নীচের লিখিত হুকুম করিতেছেন।—১৮৪১ সালের ১৮ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৫১২। যে ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ভাষায় কোন দলীলদস্তাবেজ আদালতে গুজরায় তাহার এক উর্দু অথবা বাঙ্গলা ভাষার তরজমা ঐ ব্যক্তি আপন ইচ্ছাক্রমে দিতে পারে বা না পারে কিন্তু এতদ্দেশীয় যে বিচারকের সমক্ষে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তিনি যখন এমত বোধ করেন যে তাহার তরজমা দেওয়া উচিত তখন তাহাকে তরজমা দিতে হুকুম করিতে পারেন।—১৮৪২ সালের ১৮ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৫১৩। যদ্যপি ফরিয়াদী ও আসামী কোন তরজমা যথার্থ হওনের বিষয়ে স্বীকৃত হন অথবা যে বিষয়ে ঐ তরজমা শুদ্ধ হওনবিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহা যদি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের বিষয়ে আবশ্যক না হয় তবে ঐ তরজমার শুদ্ধতার বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক না।—১৮৪২ সালের ১৮ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৫১৪। কিন্তু এদেশীয় বিচারকেরা যদ্যপি কোন তরজমার শুদ্ধতার বিষয়ে সন্দেহ করেন এবং তদ্বিষয়ে জজ সাহেবের হুকুম পাইবার ইচ্ছা রাখেন তবে তাঁহারা সেই বিষয় জজ সাহেবের নিকটে অর্পণ করিতে পারেন।—১৮৪২ সালের ১৮ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৪১ ধারা।

জিলার জজ সাহেবের বিচার্য্য ও অবিচার্য্য মোকদ্দমা।

৫১৫। যে জিলা কিম্বা শহরে এই আইনের হুকুম জারী হইবেক সেই জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবের নিকটে উপরের লিখিত তারিখের পর সংখ্যা কি মূল্যের যে কোন দাওয়ার মোট ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার অধিক হয় তাহা প্রথমত উপস্থিত হইবেক চলিত আইনের লিখিত কোন হুকুম তাহার বিপরীত হইলেও তাহাতে নিষেধ হইবেক না ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৭ ধা। ৩ প্র।

[পূর্ব্ব পূর্ব্ব আইনের দ্বারা জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের ৫০০০৲ টাকার অনূর্দ্ধ মোকদ্দমা শুনিবার অধিকার ছিল তাঁহারদের ক্ষমতা কমাইতে উক্ত আইনের অভিপ্রায় নহে।]

৫১৬। ১৮১২ সালের ৪ আইনানুসারে যে২ মোকদ্দমা ভিন্নাধিকারি রাজাইত্যাদির পক্ষে সরকারের কার্য্যকারকের দ্বারা উপস্থিত করা যায় কি তাহার জওয়াব দেওয়া যায় সেই২ মোকদ্দমা জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা লইয়া বিচার করিবেন।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ৩ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম

৫১৭। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১০ এবং ৬৭ ধারানুসারে বেশ্বৎ বা জবরদস্তী করিয়া বা দৌরাত্ম্যক্রমে কিছু লওন ও তাঁহারদের ক্ষমতার বহির্ভূত কার্য্যকরণের বিষয়ে মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনের নামে যে নালিশ হইলে ফরিয়াদীকে নোকসানের টাকা ও আদালতের খরচা দেওয়াইতে অপরাধির প্রতি ডিক্রী দিতে হয় সেই নালিশ প্রথমতঃ জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক এবং তিনি তাহার বিচার করিবেন পরে তাহার উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ৭ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৫১৮। ১৭৯৩ সালের ১২ আইনের ৮ ধারা এবং ১৮২৭ সালের ৩ আইনের ২ ও ৩ ধারাক্রমে ঘুষগণ্ড অথবা জবর-

দস্তীতে টাকালওনের বিষয়ে জিলা ও শহরের আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীর নামে যে নালিশ হইলে অপরাধি ব্যক্তিকে টাকা ফিরিয়া দেওয়াইতে অথবা যে টাকা কি সম্পত্তি পাইয়াছে বা লইয়াছে তাহার মূল্য ফিরিয়া দেওয়াইতে এবং নগদ টাকা লইলে তাহার সালিয়ানা হারো টাকা সুদের হিসাবে সুদ দেওয়াইতে এবং আদালতের সম্পূর্ণ খরচা দিতে ডিক্রী হইত সেই প্রকার নালিশ জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইবেক এবং তিনি তাহার বিচার করিবেন এবং তাহার উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ৮ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৫১৯। ১৭৯৩ সালের ৩৯ আইনের ১১ ধারানুসারে কাজীরদের প্রতি আইনেতে যে কার্য্যকরণের হুকুম আছে সেই আইনের মতের ব্যতিক্রম কোন কার্য্য করিলে তাহার নালিশ জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের নিকটে করিতে হইবেক এবং তাঁহারা তাহার বিচার করিবেন পরে তাহার উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ৯ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৫২০। ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩৩ ধারানুসারে ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার কি কোন মালজামিন কি ভূমির কোন খরীদারের স্থানে কালেক্টর সাহেব আপনার লাভের জন্য যে কোন টাকার দাওয়া করেন অথবা আপনি বা অন্যের দ্বারা যে কোন টাকা গ্রহণ করেন বা লন অথবা আইনমতে সরকারের তরফে যে সকল টাকা তিনি লন কিম্বা দাওয়া করেন এইমত টাকার দাওয়াছাড়া আপনার কালেক্টরী কর্ম্মের উপলক্ষে যেং কার্য্য করেন অথবা আইনবিরুদ্ধ কি আইনে হুকুম না হওয়া যে সকল কার্য্য করেন এমত সকল বিষয়ের নালিশ হইলে জিলা ও শহরের জজ সাহেব তাহার বিচার করিবেন।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ১৭ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৪২ ধারা।

বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত বিচারকেরা যে সকল বিষয় শুনিতে পারেন তাহা।

৫২১। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৯ ধারা মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে ভূমির মালগুজারীর বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা অন্যথাকরণের নিমিত্তে জাবেতামত মোকদ্দমা মূল্য বুঝিয়া প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফের নিকটে উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ১০ ধা।

৫২২। ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ২১ এবং ৩৮ ধারানুসারে পোলীসের দারোগা কিম্বা তাঁহার তাবে কোন আমলা ঘুষ অথবা জবরদস্তী করিয়া বা দৌরাত্ম্যক্রমে টাকা লইলে অথবা পোলীসসম্পর্কীয় আইনের বিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করিলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নোকসানের বিষয়ে যে নালিশ করে তাহা বিষয় বুঝিয়া প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন অথবা মুনসেফেরদের দ্বারা শুননি হইবেক।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ১৪ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

[৫২৩ সংখ্যাবধি ৫২৭ পর্য্যন্ত পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমার বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত বিচারকের দ্বারা শুননি ও নিষ্পত্তি হইবেক কেবল যেং গতিকে সরকারের ইউরোপীয় কোন কার্য্যকারক তাহাতে লিপ্ত থাকেন তাহা বর্জ্জিত থাকিবেক।]

৫২৩। ১৭৯৩ সালের ১০ আইনের ৩৬ ধারানুসারে আইনের বিরুদ্ধ অথবা কোর্ট ওয়ার্ডসের হুকুমের বিরুদ্ধ কি কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীনে জমীদারী থাকন সময়ে বেইমানীর বিষয়ে ভূম্যধিকারী কালেক্টর সাহেব অথবা সৎসারাধ্যক্ষ কি নরবরাহকারের নামে যে নালিশ করে তাহা।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ১৮ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৫২৪। ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৬ এবং ২৪ ধারা এবং ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ৭ ও ৮ ধারাক্রমে মালগুজারী বাকী পড়িলে অথবা ডিক্রী জারী করিতে হইলে ভূমির তহসীলের কার্য্য করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেব যে আমীন ও তহসীলদারদিগকে নিযুক্ত করেন তাঁহারদের নামে টাকা তছরুফকরণের বিষয়ে অথবা জমীদারী কি ইজারার ক্ষতিকরণের বিষয়ে ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও মালজামিনেরা যে নালিশ করে তাহা।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ১৯ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৫২৫। ১৮১৪ সালের ২১ আইনের ১৩ ধারার ১ প্রকরণানুসারে কালেক্টর সাহেব জমীদারীর বাঁটওয়ারা করিবার নিমিত্তে যে আমীনকে নিযুক্ত করেন তাহার নামে রেশ্বৎপ্রভৃতির বিষয়ে যে নালিশ হয় তাহা।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ২০ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।]

৫২৬। ১৭৯৫ সালের ৬ আইনের ৭ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ২৭ আইনের ৭ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবের পে-

যাদা অর্থাৎ সওয়ারেরা বাকীদারের স্থানে নগদ টাকা কি খোরাকী বেআইনমতে লওনের অথবা সেই টাকা গ্রহণ করণের বিষয়ের যে নালিশে ঐ টাকার দ্বিগুণ জরীমানা হইত সেই প্রকার নালিশ।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ২১ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৫২৭। ১৮০০ সালের ২ আইনের ৯ ধারানুসারে চণ্ডালগড় ও গাজীপুর ও মীরজাপুরের প্রস্তরের খাইনে নিযুক্তহওয়া কর্ম্মকারক অথবা অন্য কোন ব্যক্তির নামে নিরূপিত মামুলঅপেক্ষা অধিক লওনের বিষয়ে যে নালিশ হয় কি ঐ আইনের কোন অংশ জারী করণের কার্য্যে নিযুক্ত কোন সরকারী কার্য্যকারক বা অন্য কোন ব্যক্তির নিজে কি অন্যের দ্বারা ঘুষ লওনের বিষয়ে যে নালিশ হয় তাহা। ঐ প্রকারে জবরদস্তী করিয়া টাকা লওন কিম্বা ঘুষ লওনের দণ্ড ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনানুসারে আদালতের এদেশীয় আমলারদের ঘুষ লওনের তুল্য হইবেক।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ২২ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৫২৮। যে মোকদ্দমাতে অন্য সদর আমীন এবং মুনসেফ কি তাঁহারদের আশ্রিত ব্যক্তি লিপ্ত থাকেন সেই মোকদ্দমা শুনিতে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের প্রতি নিষেধ নাহি।—১৮৩২ সালের ১৮ মের ৬৯২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৩ পারা।

বিলায়তের সনদঅপ্রাপ্ত বা প্রাপ্ত বিচারকেরা যে মোকদ্দমা শুনিতে পারেন তাহা।

৫২৯। ৫৩০অবধি ৫৩৩পর্য্যন্ত পশ্চাৎ লিখিত চারি দফায় যে মোকদ্দমা নির্দ্দিষ্ট আছে নালিশগ্রস্ত কর্ম্মকারক যে আদালতে নিযুক্ত থাকে সেই আদালতের দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক। কিন্তু সেই মোকদ্দমার টাকার সংখ্যা যদি ঐ আদালতের ক্ষমতার অধিক হয় তবে তাহা জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং তিনি যে আদালত তাহা নিষ্পত্তি করণের ক্ষমতা রাখেন সেই আদালতে তাহা অর্পণ করিবেন নতুবা তাহা আপনার নথীতে রাখিবেন। কিন্তু পোলীসের আমলাছাড়া ফৌজদারী আদালতের আমলারদের নামে যে নালিশ হয় তাহা আদৌ জজ সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক এবং তিনি আপনার বিবেচনামতে অধঃস্থ যে আদালত তাহার বিচার করিতে ক্ষমতা রাখেন তথায় অর্পণ করিবেন নতুবা আপনার নথীতে রাখিবেন।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৫৩০। ১৮১৪ সালের ১৭ আইনের ১২ ধারানুসারে উকীলেরা আইনের অন্যথা কোন কর্ম্ম করিলে কি আপন মক্কেলের মোকদ্দমার বিষয়ে কিছু কারসাজী কি প্রবঞ্চনা করিলে তাহাতে মক্কেলের যে ক্ষতি বা হানি হয় তাহার বিষয়ে উকীলের নামে যে নালিশ হয় তাহা।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ১০ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৫৩১। ১৮১৪ সালের ১৩ আইনের ১৫ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে মুনসেফের আদালতের উকীল আপনার ভারের কর্ম্ম করিতে বেইমানী কি বিধর্ম্মাচরণ অথবা কিছু বিরুদ্ধাচরণ জানিয়া শুনিয়া করে তদ্বিষয়ে তাহার নামে নালিশ।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ১১ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৫৩২। ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ৯ ধারা এবং ১৮২৭ সালের ৩ আইনের ২ ও ৩ ধারানুসারে ঘুষ অথবা জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনের বিষয়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের আমলারদের নামে যে নালিশ হয় তাহা। —১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ১২ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৫৩৩। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৫ ধারার ২ প্রকরণানুসারে জবরদস্তী করিয়া টাকা অথবা ঘুষ লওন কি মন্দাচরণের বিষয়ে প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীনেরদের আমলারদের নামে যে নালিশ হয় তাহা। অদ্যকার গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে ঐ আইনের সকল বিধি মুনসেফেরদের আমলারদের বিষয়ে খাটিবার হুকুম হইল।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ১৩ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৫৩৪। ১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে নীচের লিখিত সকল মোকদ্দমার অর্থাৎ যে মোকদ্দমার ঐ কর্ম্মকারকেরদের সম্মান ও সদাচরণের বিষয়ে অভিযোগ না থাকে সেই সকল মোকদ্দমা প্রথমতঃ জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিতে হইবেক এবং তিনি ১৮১৪ সালের ২ আইনের নিরূপিত জিজ্ঞাসা করণের পর সেই মোকদ্দমার বিচার আপনি করিতে পারেন অথবা আপনার অধীন যে আদালত সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতা রাখেন তাঁহার নিকটে অর্পণ করিতে পারেন। কিন্তু যে সকল মোকদ্দমার জওয়াব সরকারী উকীলের দিতে হয় সে সকল মোকদ্দমা সদর মোকামে অথবা যেখানে জজ সাহেব কাছারী করেন সেখানে করিতে হইবেক।

৫৩৫। ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১০ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেব অথবা নিমকের এজেণ্ট সাহেব কিম্বা হাসিলের

কালেক্টর সাহেব কি টাকশালের অধ্যক্ষ বা পরখাইর সাহেব এবং তাঁহারদের আসিষ্টাণ্ট সাহেব ও এদেশীয় আমলারা আইনবিরুদ্ধে আপনারদের সরকারী পদের উপলক্ষে যে কর্ম্ম করেন তাহার বিষয়ে তাঁহারদের নামে নালিশ।

৫৩৬। ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১১ ধারানুসারে সরকারের পূর্ব্বোক্ত যে কর্ম্মকারকেরা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের অথবা রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব কি সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেব কিম্বা হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের বিশেষ হুকুমানুসারে যে কার্য্য করিয়া থাকেন সেই কার্য্যেতে যাঁহারা আপনারদিগকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করেন তাঁহারা সরকারের নামে যে নালিশ করেন তাহা।

৫৩৭। ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ১২ এবং ২৯ ধারা ও ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ১১ ধারানুসারে যে ভূম্যধিকারী এবং ইজারদার ও তাঁহারদের মালজামিনের স্থানে মালগুজারীর বাকীর নিমিত্ত দাওয়া হয় তাহারা কয়েদ হইলে বা না হইলে ঐ দাওয়া যথার্থ কি না ইহা নিশ্চয় করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেব অথবা তহসীলদারের নামে যে নালিশ করে তাহা।

৫৩৮। ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ২৯ ধারানুসারে বাকীদার কয়েদ হইলে জজ সাহেবের নিকটে এমত দরখাস্ত করিতে পারে যে জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে সেই লোককে কি হেতুতে কয়েদ রাখেন এই প্রকার মোকদ্দমা।

৫৩৯। ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৪৬ ধারানুসারে অব্যাহতিপত্র সম্বন্ধে কি না ইহা নির্ণয় করণার্থ অথবা সরকারের কি কমিস্যনর সাহেবের বা সদর বোর্ড রেবিনিউর বিশেষ হুকুমানুসারে কালেক্টর সাহেব যে কর্ম্ম করেন তাহার বিষয়ে ভূম্যধিকারী কি ইজারদার অথবা তাহার মালজামিন সরকারের নামে যে নালিশ করে তাহা।

৫৪০। ১৮০১ সালের ১ আইনের ১০ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবেরা অনাবশ্যকমতে ভূম্যধিকারি এবং অন্যেরদিগকে হাজির করাইলে যে ক্ষতিগ্রস্তরা হয় তাহার বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ।

৫৪১। ১৭৯৩ সালের ২৪ আইনের ১৭ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবেরদের পেন্‌স্যন অর্থাৎ মুশাহেরা না দেওনের বিষয়ে তাঁহারদের নামে নালিশ।

৫৪২। ১৭৯৩ সালের ২৭ আইনের ১২ ধারানুসারে সায়েরাতের মজুরা না দেওনের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের কি সরকারের নামে যে নালিশ হয় তাহা।

৫৪৩। ১৮১০ সালের ১৯ আইনের ১৫ ধারানুসারে বেআইনীমতে কর্ম্ম করণের বিষয়ে লোকেল এজেণ্ট অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বকারি সাহেবের নামে নালিশ।

৫৪৪। ১৮১৭ সালের ৮ আইনের ১০ ধারা এবং ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৬ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেব বেআইনীমতে পত্তনি তালুকের যে নীলাম করিয়া থাকেন তাহা ব্যর্থ করিবার বিষয়ের নালিশ।

৫৪৫। ১৮২৮ সালের ৪ আইনের ২ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবেরা বন্দোবস্ত করণ বা শুধরণের সময়ে যে সরাসরী ডিক্রী করেন তাহার অন্যথাকরণের বিষয়ের মোকদ্দমা।

৫৪৬। ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ১৫। ১৬। ১৯ এবং ২১ ধারানুসারে ভূম্যধিকারী ও ইজারদার এবং মালজামিন রাজস্ববিষয়ক হুকুমের প্রতিবন্ধকতা করিলে তাহারদের নামে যে নালিশ হয় তাহা।

৫৪৭। জমীদারী কিম্বা তাহার কোন অংশের স্বত্ব এবং দখল পাইবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব এবং অন্যান্য ব্যক্তিরদের নামে নালিশ এবং কালেক্টরের রেজিষ্টরী বহীতে নামের খারিজদাখিল করণের বিষয়ের নালিশ।

৫৪৮। ১৭৯৩ সালের ২ আইনের ৯ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবের এদেশীয় আমলারা হুকুম না হওয়া কার্য্যকরাতে যে নোকসান হয় তাহার বিষয়ের নালিশ।

৫৪৯। ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারানুসারে নগদ টাকা কি কাগজপত্র বা হিসাব পাইবার নিমিত্ত সরকারের যে দাওয়া হয় তদ্বিষয়ে মৃত এদেশীয় আমলার উত্তরাধিকারির নামে কালেক্টর সাহেব যে নালিশ করেন তাহা।

৫৫০। ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ১৮। ১৯ এবং ২০ ধারানুসারে নগদ টাকা কি কাগজপত্র বা হিসাবের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব যে দাওয়া করেন তাহা যথার্থ নহে ইহার প্রমাণ দিবার বিষয়ে এদেশীয় আমলা অথবা তাহার মালজামিন কালেক্টর সাহেবের নামে যে নালিশ করে তাহা।

৫৫১। ১৭৯৫ সালের ৬ আইনের ৬ ধারানুসারে বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত তহসীলদারের নামে কালেক্টর সাহেব যে নালিশ করেন্ তাহা।

৫৫২। ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ১৪ ধারানুসারে দাদনী টাকা সুদ ও জরীমানা সমেত ফিরিয়া দিবার বিষয়ে বাকীদার পোস্তের চাসি লোকদিগের নামে আফীনের এজেন্ট সাহেব যে নালিশ করেন্ তাহা।

৫৫৩। ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ১৫ ধারানুসারে আফীনে জল মিশাইলে তাহার বিষয়ে যে সালিশী হয় তাহার অন্যথা করিবার বিষয়ের নালিশ।

৫৫৪। ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ১৬ ধারানুসারে অন্য দ্রব্য আফীনে মিশাল হইয়াছে বলিয়া আফীনের এজেন্ট অথবা তাঁহার আমলারা আফীন জব্দ করিলে তাঁহারদের নামে রাইয়তের নালিশ।

৫৫৫। ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ১৮ ধারানুসারে আফীনের এজেন্ট এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রকার এদেশীয় আমলারা আপনং ভারানুসারে যে কর্ম্ম করেন তাহার বিষয়ের নালিশ।

৫৫৬। ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ২৮ ধারানুসারে আফীনের চাস বা তৈয়ার কি স্থানান্তর বা ক্রয় বিক্রয় করণের কিম্বা আপন নিকটে রাখণের যে কোন বিষয়ে আইনে বিধি নাই সেই২ বিষয়ে আফীনের এজেন্ট অথবা সরকারী কোন কর্ম্মকারক কোন ব্যক্তির নামে যে নালিশ করেন অথবা কোন ব্যক্তি তাঁহারদের নামে যে নালিশ করে তাহা।

৫৫৭। ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৮ ধারানুসারে নিমকের এজেন্ট সাহেব কাহারো স্থানে জবরদস্তীতে নিমকের কার্য্যের সরবরাহ লইলে তাঁহার নামে মলঙ্গী ব্যাপারিপ্রভৃতি দাদনী টাকা মায নোকসান ও তহখরচ ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত যে নালিশ করে তাহা।

৫৫৮। ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৯ ও ১০ ধারানুসারে ঐ অপরাধের বিষয়ে নিমকের এজেন্টের চিহ্নিত অথবা অচিহ্নিত ইউরোপীয় আসিস্টান্ট এবং এদেশীয় আমলারদের নামে যে নালিশ হয় তাহা। এবং সে অপরাধের বিষয়ে গোমাশ্তার নামে যে নালিশ হয় তাহা।

৫৫৯। ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ১৩ ধারানুসারে নিমকবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে নিমকের এজেন্ট এবং তাঁহার চিহ্নিত অথবা অচিহ্নিত ইউরোপীয় আসিস্টান্ট এবং এদেশীয় আমলারদের নামে নালিশ।

৫৬০। ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ২১ ধারার ৯ প্রকরণানুসারে নিমকী এলাকাদার এদেশীয় লোকদিগের উপর তলবচিঠী কি দস্তক জারীকরণের সময়ে আইনানুসারে মতাচরণ না করিলে ঐ এজেন্ট এবং তাঁহার আসিস্টান্ট কি অচিহ্নিত ইউরোপীয় কি এদেশীয় আমলারদের নামে যে নালিশ হয় তাহা।

৫৬১। ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৭৩ ধারানুসারে নিমকের কার্য্যকারকভিন্ন সরকারের এদেশীয় যে কর্ম্মকারকেরদের নিমক ক্রোককরণের ক্ষমতা নাই তাঁহারদের দ্বারা নিমক ক্রোক হইলে অথবা তাঁহারদের ক্ষমতা থাকিলে যে লবণের সঙ্গে ছাড়চিঠী থাকে সেই লবণ ক্রোককরাতে যে নোকসান হয় তাহার বিষয়ের নালিশ।

৫৬২। ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৭৪ ধারানুসারে নিমকের এজেন্ট এবং নিমকচৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেন্টের আমলারা নিমক ক্রোক করিয়া তাহার রিপোর্ট না পাঠাইলে তাহারদের নামে যে নালিশ হয় তাহা।

৫৬৩। ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৮০ এবং ৮১ ধারাক্রমে লবণ মিশাল করা গিয়াছে বলিয়া বেআইনমতে ক্রোক হইলে যে নোকসান হয় তাহার বিষয়ে নিমকের কর্ম্মকারকেরদের নামে নালিশ। এবং জব্দ করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে হুকুম করেন তাহার অন্যথা করিশার নিমিত্ত নালিশ।

৫৬৪। ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৮২ ধারানুসারে নিমক মিশাল হইয়াছে বলিয়া অনুচিতমতে তাহা ক্রোক করণের খেসারৎ ধরিয়া সরকারী কর্ম্মকারকের নামে যে নালিশ হয় তাহা।

৫৬৫। ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৮২ ধারানুসারে নিমক পোখ্তান ও তৈয়ার ও স্থানান্তর ও ক্রয় বিক্রয় করণের এবং নিমক কাহারো নিকটে থাকনের সম্পর্কে যে২ বিষয়ে ১৮১৯ সালের ১০ আইনে কোন বিধান নাই সেই২ বিষয়ে নিমকের এজেন্ট ও নিমক চৌকীর সুপরিন্টেণ্ডেন্ট অথবা অন্য কোন সরকারী কর্ম্মকারকের এবং অন্য ব্যক্তিরদের মধ্যে পরস্পর যে মোকদ্দমা হয় তাহা।

৫৬৬। ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ৩ ও ২২ ধারা ও ১৮১২ সালের ২ আইনের ২০ ধারা এবং ১৮১৮ সালের ১৪ আইনের ২ ধারানুসারে চলনহওয়া টাকা লইতে এদেশীয় খাজানাখানার আমলারা অস্বীকৃত হইলে তাহারদের নামে নালিশ।

৫৬৭। ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২৩ ধারানুসারে হুকুম না হওয়া টাকা লওনের নিমিত্তে ঐ খাজানাখানার আমলাদিগের জরীমানা ও তগীর করণের মোকদ্দমা।

৫৬৮। ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২৮ ধারানুসারে টাকা মুদ্রিত করণবিষয়ক আইনের অন্যথাচরণ করিলে কালেক্টর সাহেব অথবা নিমকের এজেন্ট অথবা টাকশাল কি পরখাইত অধ্যক্ষ সাহেব কিম্বা তাঁহারদের আমলারদের নামে নোকসানের বিষয়ে যে নালিশ হয় তাহা।

৫৬৯। ১৮০৩ সালের ৪৫ আইনের ৫০ ধারানুসারে ঐ ধারার লিখিত কোন২ চলন টাকা না লওন বিষয়ে সরকারী কর্ম্মকারক এবং অন্যেরদিগকে তগীর করণ এবং নোকসান দেওনের বিষয়ের নালিশ।

৫৭০। ১৭৯৯ সালের ১ আইনের ৫ ধারানুসারে ছিলটের চুণের কারবারের বেআইনমতে জিনিস ক্রোক করিলে নোকসানের নিমিত্তে পোলীসের আমলা এবং গোয়েন্দার নামে যে নালিশ হয় তাহা।

৫৭১। ১৭৯৯ সালের ১ আইনের ৫ ধারানুসারে ঐ আইনের ৬ ধারার লিখিত বিনানুমতির দ্রব্য জব্দ করণের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে ফয়সলা দেন তাহার অন্যথা করণার্থ সরকারের নামে যে নালিশ হয় তাহা।

৫৭২। ১৮০০ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে বেআইনমতে জিনিস ক্রোক করণের বিষয়ে প্রস্তরের খাইন-সম্পর্কীয় কর্ম্মকারকেরদের এবং অন্যেরদের নামে যে নালিশ হয় তাহা।

৫৭৩। ১৮০০ সালের ১ আইনের ১২ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেব জিনিস জব্দ করণের যে হুকুম দেন তাহার অন্যথা করণের নিমিত্ত নালিশ।

৫৭৪। ১৮২৪ সালের ১ আইনের ৬ ও ৭ ধারানুসারে সরকারী কার্য্য অথবা নিমক পোখ্তানের নিমিত্ত যে ভূমির আবশ্যক হয় তাহার সম্পর্কে মজুরা অথবা নোকসানের বিষয়ে সালিস ব্যক্তির কিম্বা সরকারের নামে যে নালিশ হয় তাহা।

৫৭৫। ১৮২৪ সালের ১ আইনের ১২ ধারানুসারে যে ভূমি নিমক পোখ্তানের নিমিত্ত অযোগ্য হইয়াছে সেই ভূমি পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্ত সরকারের নামে যে নালিশ হয় তাহা।

৫৭৬। ১৮২৪ সালের ৮ আইনের ১৪ ধারানুসারে সেই আইনক্রমে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব এবং সুপরবাইজর অর্থাৎ নদীর তদারককারক এবং তাঁহার চাকরেরা যে২ কর্ম্ম করেন তাহার বিষয়ের নালিশ।

৪৪ ধারা।

মোকদ্দমার খারিজদাখিলকরণ।

৫৭৭। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলার ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে প্রত্যেক সদর দেওয়ানী আদালত ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরের পদসম্পর্কীয় দস্তখৎ করা হুকুমের দ্বারা ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন কোন জিলা বা শহরের আদালতে যে কোন মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হয় অথবা আপীল হয় তাহার বিচারকরণের ভার ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন অন্য কোন জিলা বা শহরের আদালতে অর্পণ করিতে আজ্ঞা দিতে পারেন ইতি।—১৮৩৭ সা। ৩ আ। ১ ধা।

৫৭৮। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ধারার দ্বারা যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তদনুসারে যখন উক্ত কোন এক সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমার বিচার এক আদালতহইতে উঠাইয়া অন্য আদালতে অর্পণ করেন তখন ঐরূপ অর্পণের কারণ আপনার রোয়দাদে লিখিয়া রাখিবেন ইতি।- ১৮৩৭ সা। ৩ আ। ২ ধা।

৫৭৯। যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি উপরের লিখিত হুকুমানুসারে মুনসেফের অধীনে হয় সেই সকল মোকদ্দমা সামান্যরূপে মুনসেফেরদের কাছারীতে উপস্থিত করিতে হইবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে জিলা কি শহরের আদালতের জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে মাতবর হেতু থাকিলে ঐ প্রকার মোকদ্দমা গ্রহণ করেন ও আপনি তাহার বিচার করেন কিম্বা আপনার অধীন কোন কাছারীতে বিচারের কারণ তাহা সমর্পণ করেন।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ৭ ধা।

৫৮০। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৭ ধারার বিধির অনুসারে যে মোকদ্দমা আইনমতে কোন মুনসেফের বিচার্য্য তাহা জিলা ও শহরের জজ সাহেব আপন ক্ষমতাক্রমে ঐ মুনসেফের নথীহইতে উঠাইয়া সেই শ্রেণীর কি তদপেক্ষা উচ্চ শ্রে-

নীয় বিচারককে অর্পণ করিতে পারেন কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে সদর আদালতের সাহেবেরা এই বিধান করিতেছেন যে জিলা ও শহরের জজ সাহেব মোকদ্দমার এইরূপ খারিজদাখিল করণের উত্তম ও বিশিষ্ট কারণ দেখিলে তাহা করিতে পারেন। কিন্তু সদর আদালত এই বিষয়ে অধস্থ আদালতের কার্য্যের উপর যথোচিত কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন এই নিমিত্ত হুকুম হইল যে জজ সাহেব যখন এইরূপে পোনের মোকদ্দমার অধিক এক বিচারকের নথীহইতে উঠাইয়া অন্য বিচারকের নথীতে রাখিতে উচিত বোধ করেন তখন তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সম্বাদ সদর আদালতে দেন। এইরূপে যে সকল মোকদ্দমা খারিজদাখিল হয় তাহা সুতরাং ১ নম্বরের এক ভাগের কৈফিয়তের মধ্যে B চিহ্নিত মন্তব্য কথার শ্রেণীর মধ্যে লিখিবেন।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৫৮১। জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে মুনসেফদিগের নিকটে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার কোন মোকদ্দমা বিহিত বুঝিলে আপনার সমক্ষে বিচার করেন কিম্বা আপন রেজিষ্টর সাহেবের সমক্ষে অথবা সদর আমীনের আদালতে বিচারের কারণ সোপর্দ্দ করেন কিম্বা এক মুনসেফের নিকটহইতে অন্য মুনসেফের নিকটে পাঠান ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৭ ধা। ১ প্র।

৫৮২। পরন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা কি শহরের জজ সাহেব উপযুক্ত হেতু দেখিলে যে আদালতে উক্ত প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতহইতে সেই মোকদ্দমা তলব করিয়া আপনিই তাহার বিচার করিতে পারেন অথবা মোকদ্দমার মূল্য বুঝিয়া আপনার অধীন অন্য যে কোন আদালতে তাহার বিচার হইতে পারে সেই আদালতে বিচারার্থ তাহা সোপর্দ্দ করিতে পারেন ইতি।—১৮৪৪ সা। ৯ আ। ২ ধারা।

৫৮৩। জজ সাহেবের পত্রের দ্বিতীয় দফার উত্তর সদর আদালতের সাহেবেরা এই দিতেছেন যে সম্প্রতিকার নিয়মেতে গবর্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় ছিল যে ৩০০৲ টাকার অনূর্দ্ধ মোকদ্দমা যে বিচারকেরা মাসে ১৫০৲ টাকা মাহিয়ানাপান এবং উভয় বিবাদির ঘরের নিকটে কাছারী করেন তাঁহারদের দ্বারা নিষ্পত্তি হয় অতএব এই প্রকার মোকদ্দমা সদর আমীনদিগকে অর্পণ করা নিতান্ত অনুচিত কেননা মুনসেফদিগকে নিযুক্ত করণের এই মুখ্য কারণ ছিল যে তাঁহারা এই প্রকার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন অতএব এপ্রকার মোকদ্দমা সদর আমীনদিগকে অর্পণ করিতে হইবেক না। পরন্তু ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৭ ধারা অদ্যপর্য্যন্ত বহাল আছে অতএব এই প্রকার মোকদ্দমা বিশেষ কারণ হইলে সদর আমীন অথবা প্রধান সদর আমীনদিগকে অর্পণ হইতে পারে কিন্তু তাঁহারদের নিকটে এ প্রকার মোকদ্দমা অর্পণ করণের কারণ প্রত্যেক গতিকে জজ সাহেব বিশেষ করিয়া লিখিবেন।—১৮৩৩ সালের ১৮ অক্টোবরের ৮৩৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৫ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের নওয়াব নাজিম।

৫৮৪। কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় যদি শ্রীযুত নওয়াব নাজিমের কথাক্রমে কিম্বা সে মোকদ্দমার আসামীর দরখাস্তমতে কি পূর্ব্বে কি সেই আসামীর তরফ দাওয়ার জওয়াব দাখিল হইবার সময়ে অথবা ফরিয়াদীর আরজীর অনুসারে জানা যায় যে সেই উভয় বিবাদী ঐ নওয়াব নাজিমের চাকর কিম্বা কুটুম্বস্বজনের মধ্যের হন অথবা সুবে বাঙ্গলার পূর্ব্বের নাজিমদিগের বেগমদিগের মধ্যের কিম্বা সন্তান ও গোষ্ঠীর মধ্যের বটেন তবে এমতে সে মোকদ্দমা তজবীজ কারণ ঐ নওয়াব নাজিমকে কিম্বা ঐ নওয়াব নাজিম আপন পক্ষে যাহাকে নির্দ্দিষ্ট করেন তাহাকে সমর্পণ হইবেক যদি উপরের লিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যের কেহ না হইয়া নওয়াব নাজিমের চাকরদিগের কাহারো নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে তবে আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন বিহিত বিধানক্রমে চাহেন সে মোকদ্দমা ঐ নওয়াব নাজিমকে সমর্পণ করেন অথবা অন্যং মোকদ্দমার মতে আপন নিকটে বিচার করেন কিন্তু জজ সাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে সকল সময়ে ও সমস্ত বিষয়ে যত পারেন ও বুঝেন ততই নওয়াব নাজিমের পূর্ব্ব সম্মান রক্ষা করিতে ও হক্ বহাল রাখিতে থাকেন কিন্তু জানিবেন যে সকল মোকদ্দমাতেই যদি ফরিয়াদী কিম্বা আসামী নওয়াব নাজিমের বিচারাপেক্ষা আদালতের বিচারকে উত্তম ও অত্যাবশ্যক জানে তবে জজ সাহেবের উচিত যে তাঁহারা উপরের লিখিত ব্যক্তিদিগের ন্যায় না হইলে যেরূপ সে মোকদ্দমার বিচারে মনোযোগী হইতেন সেইরূপে তাহার বিচার আপন সমক্ষে করেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ১০ ধা।

৫৮৫। শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর শহর মুরশিদাবাদস্থ এজেণ্ট সাহেবের কিম্বা যে কোন

নামেতে খ্যাত অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের তরফহইতে নিজামতের তৎকালীন কার্য্যের অধ্যক্ষতা করেন তাঁহারো ক্ষমতা আছে যে আপনি যেরূপে বিহিত বুঝেন সেইরূপে বাঙ্গলার নাজিম শ্রীযুত নওয়াব সাহেব বাহাদুরের তরফহইতে তাঁহার মোকদ্দমা সকল দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করেন এবং তাহার সওয়াল ও জওয়াবআদি কার্য্য করান ইতি।—১৮২৫ সা। ১৯ আ। ২ ধা।

৫৮৬। ঐ প্রকারে যদি বাঙ্গলার নাজিম শ্রীযুত নওয়াব সাহেব বাহাদুরের নামে কোন দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেবের নিকটে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে তদর্থে সামান্য এক সম্বাদপত্র পাঠান যাইবেক এবং ঐ সাহেব শ্রীযুত নওয়াব নাজিম বাহাদুরের তরফহইতে সে মোকদ্দমার জওয়াবআদি দিবেন ইতি। —১৮২৫ সা। ১৯ আ। ৩ ধা।

৫৮৭। সর্ব্বদা উচিত যে কোন প্রকারে শ্রীযুত নওয়াব নাজিম বাহাদুর কি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের স্থানে কোন মোকদ্দমাতে জামিনী তলব না করা যায় ও তাঁহারদিগের কাহারু বস্তু ক্রোকের হুকুম জারী করা না যায় কিন্তু যদি আদালতহইতে কোন খরচা কি ক্ষতিপূরণ কি অন্য কোন টাকা দিবার কিম্বা ভূমি ছাড়িয়া দিবার অর্থে হুকুম হয় ও তাহা ঐ এজেণ্ট সাহেবের উপর জারীকরণের পরে ঐ কার্য্য করিতে অনুচিত বিলম্ব হয় তবে আদালতের সাহেবদিগের এমত ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ হুকুম কি ডিক্রীর নকল ও তরজমা সরকারের পারসী সিরিশ্তার সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠান ও তাহা হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ টাকাআদি দেওয়া যাইবার বিষয়ে যেং হুকুমকরা উচিত তাহা করিবেন ইতি।— ১৮২৫ সা। ১৯ আ। ৪ ধা।

৫৮৮। ১৮২৫ সালের ১৯ আইনানুসারে যে মোকদ্দমাতে বাঙ্গলা দেশের নওয়াব নাজিমের তরফে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেব ফরিয়াদী কি আসামী হন্ সেই মোকদ্দমা জিলার জজ সাহেব লইয়া বিচার করিবেন।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ২ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৫৮৯। ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ১০ ধারানুসারে যে মোকদ্দমায় উভয় বিবাদী বাঙ্গলা দেশের নওয়াব নাজিমের চাকর কি কুটুম্ব হন্ অথবা পূর্ব্ব নওয়াব নাজিমের বেগম কি কন্যাসন্তান হন্ অথবা যে মোকদ্দমাতে ঐ প্রকার ব্যক্তি কেবল আসামী হন তাহা পূর্ব্বমৎ জজ সাহেবের আদালতে উপস্থিত করিতে হইবেক এবং ঐ প্রকার যে সকল মোকদ্দমা ঐ ১০ ধারানুসারে জজ সাহেব স্বয়ং নিষ্পত্তি করিতে পারেন তাহা তিনি বিচার হইবার নিমিত্ত প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীনকে অর্পণ করিতে পারেন।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ২ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৫৯০। মুরশিদাবাদে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১২ সালের ৪ আইনানুসারে শ্রীযুত নওয়াব নাজিমের পক্ষে মোকদ্দমা হইতে পারে কি না। তাহাতে উত্তর হইল যে গবর্ণমেণ্ট নওয়াব নাজিমকে স্বাধীন রাজার ন্যায় জ্ঞান করেন কি না এই বিবেচনায় ঐ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হইবেক এবং সদর আদালত পরামর্শ দিলেন যে এই বিষয় একেবারে গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।—১৮২৭ সালের ৮ আপ্রিলের ৩৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৬ ধারা।

স্বাধীন রাজা।

৫৯১। ১৮৩৫ সালের ২৭ মের শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের পত্রের চুম্বক। ৩৬ দফা। স্বাধীন রাজার প্রজারদের নামে যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমা হয় তাহাতে আমারদের আদালত অথবা আমারদের রাজকীয় কর্ম্মকারকেরদের হস্তক্ষেপ করণের বিষয়ে তোমরা যাহা নির্দ্ধার্য্য করিয়াছ তাহা যথার্থ বোধ হয় অর্থাৎ যে ব্যক্তির নামে দাওয়া হয় সেই ব্যক্তি যদি আমারদের রাজ্যের মধ্যে বাস না করে অথবা সম্পত্তি না রাখে তবে সেই ব্যক্তির রাজার নিকটে ফরিয়াদীর নালিশ করিতে হয়। এবং স্বাধীন রাজার উপর তাঁহারদের নিজ প্রজা বা অন্যেরা দেওয়ানী বিষয়ে যে দাওয়া করে অথবা ঐ স্বাধীন রাজা এবং তাঁহার দেশে বাসকারি বা সম্পত্তিরাখণিয়া ব্যক্তিরদের পরস্পর বিরোধ হইলে তাহাতে আমারদের কর্ম্মকারকেরদের যে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছ ইহা যথার্থ বোধ হয়। কখন২ ঐ বিদেশের রাজ্যের সাধারণ

বিশৃঙ্খল হওয়াতে তাহার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিলে নয় কিন্তু যদি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিতে কোন বিশেষ অঙ্গীকার না করা গিয়া থাকে তবে কোন বিশেষ ব্যক্তির বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।—১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

বর্দ্ধমানের রাজা।

৫৯২। বর্দ্ধমানের রাজা ইহা বলিয়া আদালতের এত্তেলা মানিলেন না যে পত্রের দ্বারা এ এত্তেলানামা জারী করণের যে রীতি আছে তাহা এইস্থলে প্রতিপালন হইল না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ এত্তেলা প্রতিপালন করা তাঁহার অবশ্য উচিত ছিল কিন্তু তাহা জারী করণের প্রকারের বিষয়ে তাঁহার যে আপত্তি ছিল তাহা তৎসময়ে তাঁহার জানান উচিত ছিল।—১৮৪০ সালের ২৯ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫১ পৃষ্ঠা।

৪৭ ধারা।

যে মোকদ্দমাতে এদেশীয় স্বাধীন রাজারা লিপ্ত হন তাহা।

৫৯৩। ভিন্নাধিকার দেশের নওয়াব ও রাজাইত্যাদি অতিপ্রধানেরদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি সরকারের শাসিত কোন দেশের মধ্যে কি ভিন্নাধিকার দেশেতেই বা থাকেন তিনি যদি ফরিয়াদীরূপে ভূমি কিম্বা অন্য২ বস্তুর নিমিত্তে যে কোন দাওয়া হজুরে আইনের তানুসারে দেওয়ানী আদালতে শুনা যাওনের সম্পর্ক রাখে তাহা উপস্থিত করিতে চাহেন তবে তাহাতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ ভূমিইত্যাদি পাওনের দাওয়াতে যে আদালতে ঐ বিরোধীয় বস্তুর হকীয়ৎ অর্থাৎ স্বত্বের বিচারহওনের সম্পর্ক থাকে সেই আদালতে সরকারী কার্য্যভারাক্রান্তদিগের দ্বারা নালিশের আরজী দেওয়ান ইতি।—১৮১২ সা। ৪ আ। ২ ধা। ১ প্র।

৫৯৪। জমীদারইত্যাদি লোকের মধ্যে কাহার তরফহইতে উপরের উক্ত যে কোন নওয়াব ও রাজাইত্যাদিকে মোকদ্দমার জওয়াব দিবার কারণ আদালতের কাছারীতে আইসনের ক্লেশ দেওয়া অনুপযুক্ত হয় তাঁহার নামে তাঁহার দখলে থাকা ভূমিইত্যাদি বস্তুর দাওয়াতে কোন দেওয়ানী আদালতে নালিশের আরজী দাখিল হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা থাকিবেক যে সেই মোকদ্দমার জওয়াব দিবার কারণ সরকারী কার্য্যভারাক্রান্তদিগের প্রতি হুকুম দেন ইতি।—১৮১২ সা। ৪ আ। ১২ ধা। ২ প্র।

৫৯৫। উপরের ধারানুসারে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে ও কোর্ট আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে ঐ২ আদালতে নিযুক্তথাকা সরকারী উকীলদিগের সহকারিতাক্রমে সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব ও কর্ম্মাদিকরণের ভার সরকারের মালগুজারীর কালেক্টর সাহেব লোকের প্রতি অর্পণ হইবেক ও ঐ সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব ও কর্ম্মাদি সুবেজাত বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেব লোকেরা ও বারাণসদেশ ও দত্ত ও জয়করা দেশসকলের মধ্যে বোর্ড কমিস্যানরের সাহেব লোকেরা যে গতিক ও প্রকারেতে করণের হুকুম দেন সেই মতে করিতে হইবেক অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ সকল মোকদ্দমার বিবরণ ও বৃত্তান্ত ও তাহার সওয়াল ও জওয়াবকরণের বিষয়ে যে হুকুম দেওয়া আবশ্যক বোধ হয় তাহা ঐ দুই বোর্ডের সাহেবদিগকে লিখিয়া পাঠান যাইবেক ইতি।- ১৮১২ সা। ৪ আ। ৩ ধা।

৫৯৬। যদি প্রথমতঃ বিচারের কি আপীলের কোন মোকদ্দমাতে এই আইনের লিখনক্রমে সরকার ফরিয়াদী কিম্বা আসামী থাকেন তবে তাহার ফয়সলা হইলে আদালতের সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে রীতিমতে ফরিয়াদী ও আসামীকে ঐ ফয়সলার যে২ নকল দিতে হয় তাহাভিন্ন ঐ ফয়সলার এক খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক কথা শীঘ্র ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া কৌন্সেলের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের জ্ঞাত হওনার্থে পাঠাইয়া দেন যে তাহা দেখিয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে সে বিষয়েতে কোন হুকুম করা আবশ্যক হইলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেব লোক কি বোর্ড কমিস্যানরের সাহেব লোকদিগকে লেখা যায় কিম্বা যে ব্যক্তির নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল কি তাহার জওয়াব দিতে হইয়াছিল তাঁহাকে সে মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সমাচার দেওয়া যায় ইতি।—১৮১২ সা। ৪ আ। ৪ ধা।

৫৯৭। ১৮১২ সালের ৪ আইনানুসারে যে মোকদ্দমা এদেশীয় স্বাধীন রাজারদের তরফে সরকারের কর্ম্মকারকের দ্বারা উপস্থিত করা যায় বা জওয়াব দেওয়া যায় তাহা বিলায়তের সনদপ্রাপ্ত জজ সাহেব লইয়া নিষ্পত্তি করিবেন।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ৩ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৪৮ ধারা।

আদালতের আমলাছাড়া অন্য ব্যক্তিরদের ঘুষ এবং জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনের প্রমাণ হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহা।

৫৯৮। আদালতের আমলাছাড়া কোন দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারীর জজ সাহেবের সহবাসী কিম্বা নিজের চাকর কেহ সে আদালতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে কিম্বা হয় অথবা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার এলাকার কাহারো স্থানে রেশ্বৎ কিম্বা জবরদস্তীতে কিছু টাকা অথবা জিনিস কোন প্রকারে চক্রান্তে কিম্বা অগোপনে লইলে তাহার এমত অপরাধ আদালতকে অবজ্ঞাকরণাপরাধের ন্যায় গণ্য হইবেক ও তাহাতে যে টাকা কিম্বা জিনিস লয় তাহার তিনগুণ তাহার স্থানে দণ্ড লওয়া যাইবেক কিম্বা সে কয়েদ হইবেক অথবা শারীরিক শাস্তি পাইবেক এই তিন বিধানের যাহা জজ সাহেব উচিত জানেন তাহাই করিবেন এবং সেই আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য এই যে তাঁহার সেই সহবাসী ও নিজের চাকরকে আপন নিকটহইতে দূর করেন্ এবং তাহাকে কখন শ্রীযুত কোম্পানির সরকারের কিম্বা আপনার কোন কার্য্যে কোন প্রকারে চক্রান্তে নিযুক্ত না করেন তাহাতে যদি সে আসামী নিয়মিত কালের মধ্যে সে মোকদ্দমার আপীল না করে কিম্বা সে মোকদ্দমা আপীলের উপযুক্ত না হয় অথবা আপীল হইয়া সেই আদালতের ডিক্রী আপীল আদালতে সাব্যস্ত হয় তবে যে আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি হয় তথাকার সাহেবেরা সেই শেষ নিষ্পত্তিপত্র অর্থাৎ ডিক্রীর নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে বিবেচনাপূর্ব্বক সে ডিক্রীর হুকুমের অতিরিক্ত আজ্ঞা করিবেন যে সে লোক পশ্চাৎ কখন শ্রীযুত কোম্পানির সরকারের কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার যোগ্য হইতে না পারে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৩ আ। ১১ ধা।

৫৯৯। ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ১১ ধারার নির্দ্দিষ্ট সকল মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন অথবা মুনসেফেরদের নিকটে অর্পণ হইবেক অর্থাৎ যাঁহার যেমত ক্ষমতা থাকে তদনুসারে তাঁহার নিকটে অর্পণ হইবেক। এইরূপ মোকদ্দমা লইবামাত্র জজ সাহেবের নিকটে তাহা পাঠাইতে হইবেক এবং জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে হয় আপনি তাহার বিচার করিবেন নতুবা প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন অথবা মুনসেফের নিকটে বিষয় বুঝিয়া অর্পণ করিবেন। এবং ঐ সকল মোকদ্দমা জজ সাহেবের দ্বারা বিচার হইলে তাহার উপর খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক এবং যদি অধস্থ আদালতের দ্বারা বিচার হয় তবে তাহার উপর নয়রী আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক। যদি কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতের জজ সাহেবের সেই চাকর বা আশ্রিত ব্যক্তি ঐ আদালতের আমলা না হইয়া আদালতে উপস্থিত অথবা নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার উভয় বিবাদির স্থানে স্বহস্তে বা পরহস্তে নগদ টাকা অথবা কোন বহুমূল্য দ্রব্য জবরদস্তী করিয়া কি কোন প্রকারে লয় তবে আদালতের অবজ্ঞার দোষে তাহার বিচার হইবেক এবং আদালতের বিবেচনামতে যত টাকা জবরদস্তী করিয়া বা অন্যমতে লইয়াছিল তাহার তিনগুণ জরীমানা দিবেক কি কয়েদ হইবেক।—১৫ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৬০০। বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত বিচারকেরদের চাকরেরদের বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বিধি খাটে।—১৬ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৪৯ ধারা।

বিবিধ বিধান।

৬০১। গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে আমি সদর আদালতের হুকুমানুসারে তোমাকে জানাইতেছি যে শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা এই আজ্ঞা করিয়াছেন যে জরীমানা এবং আমলারদের বেতন কর্ত্তনের দ্বারা যে টাকা পাওয়া যায়

তাহা সরকারী নানা দফ্তরে গচ্ছিত না থাকে কিন্তু ঐ প্রকার সমস্ত টাকা একেবারে সরকারের নামে জমা হইবেক এইমত হুকুম দিয়াছেন।—১৮৪১ সালের ৬ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৬০২। যে সকল দরখাস্ত ও জিজ্ঞাসা বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে হইত তাহা ১৮২৯ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ত রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবের নিকটে হইবেক।—১৮২৯ সালের ১৩ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

৬০৩। কালেক্টর সাহেবের প্রকাশহওয়া ভূমির নীলামের যে ইশ্তিহার এবং অন্যান্য যে এত্তেলা জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে লট্কাইতে আইনে হুকুম আছে তাহা জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত না করিয়া লট্কান যাইতে পারে কি না এই বিষয়ে আইনের মধ্যে কোন বিশেষ বিধান নাই এবং জিলা ও শহরের জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের যে এত্তেলা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ঘোষণা করিতে হয় তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক কি না এই দুই বিষয় জিজ্ঞাসা হওয়াতে সদর দেওয়ানী আদালত আপনারদের এই মত জানাইলেন যে কালেক্টর সাহেব নীলামের বিষয়ি যে ইশ্তিহার বা অন্য এত্তেলা দেন তাহা যদি জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে লট্কাইতে হয় তবে তাহার নিম্নে কালেক্টর সাহেব এইমত লিখিবেন যে দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে ইহা পাঠ করাইতে ও লট্কাইতে জজ সাহেবের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি পরে তাহাতে দস্তখৎ করিয়া তাহা এক খামের মধ্যে দিয়া জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন পরে জজ সাহেব তাহা লইবেন এবং জজ সাহেব অবর্ত্তমান থাকিলে রেজিষ্টর সাহেব তাহা লইবেন এবং তাহা পঁহুছনের তারিখ লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ও তৎক্ষণাৎ তাহা পাঠ করাইয়া আপনার কাছারীতে লট্কাইবেন। সদর আদালতের সাহেবেরা আরো বোধ করেন যে জজ এবং রেজিষ্টর অথবা মাজিষ্ট্রেট এবং তাঁহারদের আসিষ্টান্ট সাহেবের কোন ইশ্তিহার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে প্রকাশ করিতে হইলে সেই রূপে কার্য্য করিবেন এবং তাঁহারদের ইশ্তিহার খামের মধ্যে দিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং জজ কি রেজিষ্টর অথবা মাজিষ্ট্রেট কিম্বা আসিষ্টান্ট সাহেব উপরের লিখনানুসারে তাহাতে কথা লিখিবেন এবং কালেক্টর সাহেব অথবা তিনি বর্ত্তমান না থাকিলে তাঁহার আসিষ্টান্ট সাহেব তাহা পাইবার তারিখ লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং আপনার কাছারীতে তাহা পাঠ করাইয়া লট্কাইবেন।—১৮১৭ সালের ৯ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৬০৪। গবর্ণমেণ্টের হুকুমানুসারে তোমাকে অর্থাৎ জজ সাহেবকে জানাইতেছি যে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত ভূমি নীলামের যে ইশ্তিহার তোমার কাছারীতে পঁহুছে তাহা ঘোষণা করিতে কিছু বিলম্ব করিবা না।—১৮৩৮ সালের ১০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৬০৫। ১৮৩৮ সালের ১৬ মের ৩১ নম্বরী যে পত্র শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা লিখিলেন তাহার চুম্বক। আপনারা লিখিয়াছেন যে সরকারী প্রত্যেক কর্ম্মকারকের উচিত যে সরকারী জিনিস আপনার জিম্মায় লইতে দরখাস্ত হইলে তাহা আপনার জিম্মায় লন। আমারদের ভরসা যে তোমারদের এই হুকুম তোমরা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়াছ যেহেতুক যে গতিকের বিষয়ে আমরা এক্ষণে পত্র লিখিতেছি সেই গতিকে সরকারী জিনিস লইতে সকল কর্ম্মকারক অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।—১৮৩৮ সালের ২৩ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৬০৬। দেশীয় ব্যক্তি ও দেশীয় স্থানের নাম কখন ইঙ্গরেজী ভাষাতে অতি এলুযা মেলুযা করিয়া লেখা যায় অতএব সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিতেছেন যে তোমার সকল পত্র ও কৈফিয়তে আসল নাম যেরূপে লেখা যায় সেইরূপে তুমি যথাসাধ্য ইঙ্গরেজীতে তাহা লিখিবা।—১৮৩২ সালের ১৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৬০৭। হুকুম হইল যে দেওয়ানী আদালতের অধীন সকল সিরিশ্তায় যথাসাধ্য নূতন বাটখারা লইয়া ব্যবহার করিতে সকল কর্ম্মকারককে হুকুম দেওয়া যায়।—১৮৩৫ সালের ১ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৬০৮। গত জুলাই মাসের ৮ তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের অনুক্রমে সদর আদালতের সাহেবেরা জানিতে চাহেন যে এদেশীয় ভাষার গেজেট যে সকল দফ্তরে ও কাছারীতে পাঠান যাইতেছে সেই২ স্থানে তাহা সাবধানপূর্ব্বক গাঁথিয়া রাখা যাইতেছে এবং যাঁহারা ঐ গেজেট দেখিতে চাহেন কিম্বা তাহার মধ্যহইতে কোন কথার নকল করিয়া লইতে চাহেন তাঁহারা তাহা করিতে পারেন এই বিষয় তুমি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছ কি না। যদি তাহা নিশ্চয় না জান তবে সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবা।—১৮৪২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৬০৯। ১৮৪২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখের ৩৩৫৮ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের অনুক্রমে সদর আদালতের হুকুমানুসারে শাহারণপুরের একটিং জজ সাহেবের ৪ তারিখের পত্রের চুম্বক অর্থাৎ ৩ দফা তোমার বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে পাঠাইয়া আদেশ করিতেছি যে তাহার মধ্যের লিখিত নিয়ম অবিকলরূপে প্রতিপালন করিতে হইবেক। এবং অধীনস্থ দেওয়ানী আদালতের ব্যবহার সর্ব্বত্র একি প্রকার হইবার নিমিত্তে ইহা আবশ্যক আছে যে তাঁহারদের কার্য্যের রীতির বিষয়ে জারী-

হওয়া সরক্যুলর অর্ডর যে২ গেজেটে প্রকাশ হয় সেই২ গেজেট ক্রমশঃ গাঁথা যায় এবং অতিসাবধানরূপে বর্ষারে২ জেল্‌দ করা যায়। এবং ভরসা হয় যে এক্ষণে যে হুকুম দেওয়া গেল তদ্দ্বারা এই অতিবাঞ্ছনীয় বিষয় সিদ্ধ হইবেক।—১৮৪৫ সালের ১৭ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৬১০। তোমার অধীন আদালতসম্পর্কীয় কর্ম্মকারকদিগকে ইহা জ্ঞাত করিবা যে তাহারদের উপকারের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট যে সরকারী গেজেট দেন তাহা রক্ষা করণের বিষয়ে তাঁহারা নিজে দায়ী থাকিবেন এবং প্রতিবৎসরের শেষে গেজেটের যে২ ফর্দ্দ নষ্ট কি বিরূপ হইয়াছে কি খোআ গিয়াছে তজবীজক্রমে দুষ্ট হয় তাহার বদলে নূতন ফর্দ্দ তাঁহারদের আনাইতে হইবেক।—১৮৪৫ সালের ১৭ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৬১১। আমার বোধ হয় যে এই২ সরক্যুলর অর্ডর আগ্রার যে২ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হয় সেই২ গেজেট মুনসেফেরা নিয়মমত রাখেন না এবং তাহা গাঁথেন না অতএব আমি এই প্রস্তাব করিতেছি যে তাঁহারদের নিকটে যে২ গেজেট পাঠান গিয়াছে তাহা তাঁহারদের নিকটে নিতান্ত পঁহুছিয়াছে এমত এক রসীদ উত্তর কালে মাসে২ তাঁহারদের স্থানে লওয়া যায়। এবং উত্তর কালে বৎসরের শেষে তহসীলদারের প্রতি যেমত হুকুম আছে সেইমত তাঁহারদিগকেও বৎসরের গেজেট আমার নিকটে পাঠাইতে হুকুম দেওয়া যায়। তাহাতে ঐ নথী সম্পূর্ণ আছে কি না এবং গেজেট রীতিমত জেল্‌দ হইয়াছে কি না ইহা দেখিতে পাইব। অতএব ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্তে আমি পূর্ব্ব২ বৎসরের গেজেট তলব করিয়াছি।—শাহারণপুরের একটিং জজ সাহেবের ১৮৪৫ সালের ৪ জুন তারিখের পত্রের চুম্বক।

৬১২। শ্রীযুত হুজুর কৌন্সেলে হুকুম করিতেছেন যে যে স্থানে এবং যে সময়ে দেশীয় ব্যক্তিরদিগকে জুতাসুদ্ধ আসিতে ব্যবহার আছে সেই স্থানে এবং সেই সময়ে জুতা পরিতে তাঁহারদিগকে নিষেধ করিতে হইবেক না। এই ব্যবহারের বিষয়ে পুনরায় আপত্তি না হয় এবং সাধারণ ও বহু কালের নিয়ম অবিবেচনা করিয়া নিষেধ করণেতে যে অসন্তোষ নিয়ত জন্মে তাহা নিবারণ হয় এ নিমিত্তে শ্রীযুত হুজুর কৌন্সেলে হুকুম করিতেছেন যে এই হুকুম সকল আদালতের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে তথায় পাঠান যায় অতএব তোমার আদালতে তাহা জানাইতে সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন এবং তোমার এলাকার সকল আদালতকে তুমি তাহা জানাইবা।—১৮০২ সালের ২ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৬১৩। ডাকঘরের কার্য্য শুধরিবার নিমিত্তে যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে যে নূতন বিধান অল্প কালের মধ্যে পাঠাইবেন তাহার মধ্যে সদর আমীনেরদের কাছারীর কার্য্যের বিষয়ে প্রকৃতার্থ যে পত্র তাঁহারা লেখেন তাহা বিনামাসুলে পাঠাইবার নিয়ম হইবেক। এবং মুনসেফ ও আদালত এবং রাজস্বসংক্রান্ত এদেশীয় সকল কর্ম্মকারকের সরকারী কার্য্যের বিষয়ে ইউরোপীয় অথবা এদেশীয় কর্ম্মকারকেরদের নিকটে সেইরূপে পত্রাদি লিখিতে হইলে ঐ পত্র বিনা মাসুলে পাঠাইবার নিয়ম হইবেক কিন্তু কেবল তাঁহারদের স্ব২ জিলা বা এলাকার মধ্যে যে২ পত্র প্রেরিত হয় তাহার বিষয়ে এই নিয়ম চলিবেক। ১৮৩৬ সালের ১৬ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৬১৪। নিজামৎ আদালতে অর্পিত মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কারকারীপ্রভৃতি ডাকের দ্বারা পাঠাইবাতে সম্প্রতি তাহা নষ্ট হইয়াছে তাহাতে ডাকের কর্ত্তা সাহেবকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এই পরামর্শ দিলেন যে বর্ষাকালে যে সকল দরকারী কাগজপত্র পাঠাইতে হয় তাহা দুইখান মোমজামায় মুড়িয়া পাঠান যায়। যে সকল আসল দলীলদস্তাবেজ এবং অন্যান্য কাগজপত্রের বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান করিতে হয় এবং সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে বর্ষাকালে পাঠাইতে হয় তাহা নষ্ট না হওনের বিষয়ে যত্নকরা অত্যাবশ্যক অতএব তোমাকে হুকুম করা যাইতেছে যে উক্ত পরামর্শানুসারে উত্তর কালে কার্য্য করিবা। এবং তোমার অর্থাৎ মফঃসল আপীল আদালতের এলাকার নানা জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আরো হুকুম করিবা যে তোমার আদালতে অথবা নিজামৎ আদালতে কোন আসল কাগজপত্র বর্ষাকালে পাঠাইতে হইলে সেইরূপ ব্যবহার করেন।—১৮১৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৬১৫। সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত বারম্বার দেখিতেছেন যে নানা আদালতহইতে বর্ষাকালে তাঁহারদের নিকটে মোকদ্দমার যে সকল কাগজপত্র পাঠান যায় তাহা বৃষ্টির দ্বারা এমত নষ্ট হইয়াছে যে তাহা পড়া যায় না এবং অকর্ম্মণ্য হইয়াছে এবং যে মোমজামাতে তাহা মোড়া গিয়াছিল তাহা অতিউত্তম নহে। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে তোমার দপ্তরহইতে যে সকল কাগজপত্র পাঠান যায় তাহা যত উত্তম মোমজামা পাওয়া যায় তাহাতে মুড়িয়া পাঠাইবা এবং তোমার এলাকার নানা জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেইরূপ হুকুম দিবা।—১৮২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৬১৬। সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে ডাকবাঙ্গীর দ্বারা যে সকল পুলিন্দা তোমার পাঠাইতে হয় তাহা দুই তিন তক্তা শক্ত দেশীয় কাগজে এবং সামান্য কাপড়ে জড়াইয়া পাঠাইবা। সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে মোমজামাঅপেক্ষা সামান্য কাপড় ভাল যেহেতুক তপ্ত ডামর উপরে দেওয়াতে মোমজামার মোম গলিয়া পুলিন্দার মধ্যের কাগজ নষ্ট হইতে পারে।—১৮২৪ সালের ২১ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৬১৭। *ডাকের অধ্যক্ষ সাহেবের পত্রের চতুর্থ দফার মনোযোগ করিতে এবং পাঠান পুলিন্দা নিরূপিত ওজনাপেক্ষা অধিক না হইলে তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে সদর আদালত হুকুম করিতেছেন। ডাকের অধ্যক্ষ সাহেবের পত্র এই যে আমি পরামর্শ দিতেছি যে আদালতের কাগজপত্র ১৫৲ টাকার অনূর্দ্ধ ওজনের হইলে তাহা সামান্য ডাকের দ্বারা পুলিন্দা করিয়া ভিন্ন২ দিবসে যথাসাধ্য পাঠান যায় যেহেতুক তাহা হইলে ঐ কাগজপত্র প্রায় নষ্ট হইতে পারিবেক না এবং ডাকের চামড়ার থলীতে নির্ব্বিঘ্নে থাকিবেক এবং ডাকবাঙ্গীঅপেক্ষা অতিশীঘ্র পঁহুছিবেক।—১৮১৪ সালের ২১ মের সরকুলর অর্ডর।

৬১৮। এই দফরখানাতে কতক পুলিন্দার উভয় দিগ খোলা হইয়া পঁহুছিয়াছিল এবং তাহাতে সদর আদালতের আজ্ঞাক্রমে ডাকের একটিং অধ্যক্ষ সাহেবের নিকটে পত্র লেখা গিয়াছিল তাহাতে ১৩ তারিখে তিনি যে উত্তর দেন পশ্চাৎ লিখিত তাহার চুম্বক তোমার বিজ্ঞাপন ও তোমার কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে আমি পাঠাইতে হুকুম পাইয়াছি। উত্তর কালে সাধারণ ডাক বা ডাকবাঙ্গীর দ্বারা পুলিন্দা প্রেরণের বিষয়ে ডাকের একটিং অধ্যক্ষ সাহেব যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহার বিষয়ে মনোযোগ করিতে তোমার প্রতি হুকুম হইল। ডাকের একটিং অধ্যক্ষ সাহেবের পত্রের চুম্বক। এই অসাবধানতা উত্তর কালে আর না হয় এ নিমিত্ত এইমাত্র আবশ্যক যে জিলার মধ্যে যে কর্ম্মকারকেরা ডাকের দ্বারা পত্র প্রেরণ করেন তাঁহারা এই বিষয়ে মনোযোগী হন যে ডাকবাঙ্গীর দ্বারা প্রেরিত পুলিন্দাতে মোহর করণের পূর্ব্বে তাহার দুই দিগ উত্তমরূপে সেলাই করিয়া দেন যেহেতুক এইরূপে সাবধান না করিলে অথবা বাহিরে ফিতা না বাঁধিলে অনেক শত ক্রোশ ডাকের দ্বারা পুলিন্দা আইসনের যথাযথিতে টেঁকিবেক না। মফঃসলের ডাকের প্রত্যেক কলেক্টর আমি একটা সাধারণ পত্র লিখিতেছি যে যে পুলিন্দা উত্তমরূপে বন্ধ না হয় সেই পুলিন্দা উত্তর কালে না লন এবং ইহাতে আমার ভরসা হয় যে পুলিন্দা নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিবেক।—১৮৪০ সালের ১৮ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।

৬১৯। জিলা গোরক্ষপুরে মুনসেফের আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমার রোয়দাদের অধিকাংশ দগ্ধ হওয়াতে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব ঘটিয়াছে এইপ্রযুক্ত সদর দেওয়ানী আদালত জজ সাহেবেরদের প্রতি হুকুম করিতেছেন যে তাহাতে অগ্নি না লাগে অথবা অন্য কোন প্রকারে ক্ষতি না হয় এমত এক স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করা অত্যাবশ্যক। যে মোকদ্দমা ঐ অগ্নি আদালতের বিচারকেরা নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা মুনসেফ জজ সাহেবের কাছারীতে পাঠাইবার হুকুম আছে অতএব যে কাগজপত্রের বিষয়ে এক্ষণে হুকুম হইতেছে তাহা কেবল বিচারাধীন মোকদ্দমার কাগজপত্র।—১৮৪২ সালের ১৮ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।

৬২০। সরকারী কার্য্যকারকেরা আপনারদের কর্ম্মোপলক্ষে যে সকল পত্র পাঠান তাহা লা দিয়া বন্ধ করণের ব্যবহার রহিত করণের বিষয়ে শ্রীযুত প্রসীডেন্ট সাহেব বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে বিবেচনা হওয়াতে তিনি হুকুম করিয়াছেন যে উত্তর কালে বাঙ্গলা রাজধানীর সরকারী সমস্ত দফরখানার কার্য্যকারকেরা আপনারদের পত্রের খাম গোঁদ দিয়া আঁটিয়া দিবেন এবং লার ব্যবহার সাধ্যপর্য্যন্ত রহিত করিবেন। সিবিশতার মোহরে তেলকালীতে ছাপা যাইবেক। ১৮৪২ সালের ১৭ আগষ্টের সরকুলর অর্ডর।

৬২১। মুনসেফেরদের কাছারীর বিষয়ে গত মাসের ১৮ তারিখের ১১১৩ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুমের এবং তাহার মধ্যে যে লিখনপঠনের বিষয় উল্লেখ আছে তাহার নকল সদর দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞাক্রমে তোমার বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে পাঠাইতেছি। ১৮৪৫ সালের ৩ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।

৬২২। সরকারের খরচে মুনসেফেরদিগকে কাছারী দেওনের বিষয়ে পশ্চাৎ লিখিত পত্রের নকল সদর আদালতের সাহেবদিগকে জানাইবার নিমিত্তে তোমার নিকটে পাঠাইতেছি। গত মাসের ৩১ তারিখে ছোট সেক্রেটারী শ্রীযুত মেলবিল সাহেবের পত্রে যে অনুমতি দেওয়া গিয়াছে তাহা অগৌণে আমলে আনিবার নিমিত্তে জিলার জজ সাহেবের দ্বারা মুনসেফদিগকে ইহা জানাইতে সদর আদালতের প্রতি আদেশ হইয়াছে যে উপযুক্ত অনুসন্ধান করণের পর যদি জজ সাহেবেরদের এমত বোধ হয় যে এক্ষণকার কাছারীর যথার্থ মূল্য ৭৫৲ টাকা হবে ৭৫৲ টাকার অনধিক মূল্যে গবর্ণমেণ্ট ঐ কাছারী বর্ত্তমান অবস্থায় ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন অথবা যদ্যপি কাছারীর মালিকেরা কহে যে কাছারী প্রস্তুত করণে তদপেক্ষা কম টাকা ব্যয় হইয়াছে তবে সেই কম টাকায় গবর্ণমেণ্ট তাহা ক্রয় করিবেন। প্রত্যেক মুনসেফের কাছারীর বার্ষিক মেরামতের নিমিত্তে ৭৫৲ টাকার চারি ভাগের এক ভাগের অনধিক টাকা জজ সাহেবেরা ব্যয় করিতে এবং আপনারদের উপরি বিলের মধ্যে

---

* দেশীয় ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের শ্রীযুত সেক্রেটারীর প্রতি ১৮৪৫ সালের ২১ মে তারিখের ৮২৩ নম্বরী পত্র।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের শ্রীযুত ছোট সেক্রেটারী সাহেবের ৩১ মে তারিখের ৩২৯ নম্বরী পত্র।

লিখিতে অনুমতি পাইলেন এবং যদি দুই বৎসর অন্তর মেরামৎ হয় তবে ঐ ৭৫৲ টাকার অর্দ্ধেকের তুল্য টাকা দিতে পারিবেন এবং তদনুসারে বৎসর গণনা করিয়া টাকা দিবেন। যদ্যপি অগ্নি অথবা অন্য দৈব ঘটনাপ্রযুক্ত মুনসেফের কাছারীর সমস্ত সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় তবে সেই বিষয়ের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকটে করিতে হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে মুনসেফেরা কোন সরকারী ইমারতে অথবা আপনারদের নিজবাটীতে কাছারী করেন সেই মুনসেফেরদের বিষয়ে উক্ত হুকুম খাটিবেক না। যে মুনসেফেরা আপনারদের ঘরে কাছারী করেন তাঁহারা আপন২ বাটীছাড়া পৃথক নূতন কাছারী প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে ৭৫৲ টাকার অনধিক টাকা মফঃসলের খাজানাখানাহইতে লইতে পারেন। প্রত্যেক মুনসেফ আপন২ পদের ভার গ্রহণকরণ সময়ে যে অবস্থায় পূর্ব্ব মুনসেফের স্থানে কাছারী পাইলেন তাহার এক রিপোর্ট জজ সাহেবের নিকটে করিবেন।—১৮৪৫ সালের ৩ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।

৬২৩। গবর্ণমেণ্টের গত বৎসরের ১৮ জুন তারিখের ১১১৩ নম্বরী হুকুমের ৪ দফাতে মুনসেফদিগকে আপন২ বসত বাটীছাড়া নূতন কাছারী প্রস্তুত করণের নিমিত্তে জিলার খাজানাখানাহইতে ৭৫৲ টাকাপর্য্যন্ত লইতে অনুমতি হইয়াছিল কিন্তু সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে সকল মুনসেফ সেই টাকা লন নাই। অতএব তাঁহারা হুকুম করিতেছেন যে তোমার জিলার মধ্যে যে২ মুনসেফ কাছারী প্রস্তুত করেন নাই তাহারদের প্রতি তাহা অগৌণে প্রস্তুত করিতে হুকুম দেওয়া যায়।—১৮৪৬ সালের ১১ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।

৬২৪। জজ সাহেবেরা ইহার পূর্ব্বে আপনারদের সাজেশ্বরের অনুমতির দরখাস্ত প্রিন্সিয়াল আদালতের নিকটে করিতেন এক্ষণে সিবিল আডিটর সাহেবের অথবা একেবারে গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাঁহারা সেই দরখাস্ত করিবেন। ১৮৩২ সালের ১৩ জানুআরির ৬৬৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬২৫। সরকারী লিখনপঠনের পরিমাণ যাবৎপর্য্যন্ত হ্রাস করণের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের স্থানে যে হুকুম পাওয়া গিয়াছে তদনুসারে সদর আদালত আদেশ করিতেছেন যে অল্প প্রয়োজনীয় বিষয়ে এবং বিশেষতঃ যে সকল গতিকে কোন কার্য্যের রিপোর্টমাত্র করা যায় অথবা উপরিস্থ কার্য্যকারকেরদের অনুমতির প্রার্থনা হয় সেই২ গতিকে এক্ষণে সামান্যতঃ যেরূপ হইতেছে সেইরূপে একাদিক্রমে নানা অধীন কার্য্যকারকেরদের স্থানে প্রাপ্য সকল আসল পত্রাদি কিম্বা তাহার নকল আর পাঠান না যায় কিন্তু এক পত্রের দ্বারা অথবা এক লিপির পৃষ্ঠে লিখনের দ্বারা সেই বিষয় জ্ঞাত করা যায় এবং যে সকল গতিকে ইহা সাধ্য হয় সেই২ গতিকে এই নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক। যে গতিকে কোন আবশ্যক মূল নিয়ম লিপ্ত থাকে অথবা যে গতিকে বৃত্তান্তসকল অতি জড়িত থাকে এবং তাহার দ্বারা অতিবাহুল্য বাদানুবাদ জন্মিয়াছে এবং তাহা যথার্থমতে সংক্ষেপে জানান অসাধ্য সেই২ গতিকে সুতরাং সমস্ত কাগজপত্র পাঠাইতে হইবেক কিন্তু যেখানে এইরূপ না করিলে হয় সেইখানে সাধ্যপর্য্যন্ত তাহা না করা যায়।—১৮৪৮ সালের ১০ অকটোবরের সরকুলর অর্ডর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আদালতের আমলা ও পণ্ডিত ও মৌলবী এবং উকীল।

১ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালতের আমলা। তাহারদের নিযুক্তহওন ও ইশ্‌তাফা দেওন ও তগীরহওন।

১। জানিবেন যে এ আইনের অনুসারে কেহ চাকরীতে উত্তরাধিকারিতার দাওয়া করিতে পারিবেক না। এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরকেও নিষেধ নাই যে কখন কোন দফুর বহাল রাখিবার আবশ্যক না থাকিলে তাহা উঠাইয়া না দেন ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ২৪ ধা।

২। আদালতের এদেশীয় আমলা ও উকীলকে মোকরর বা তগীর করণের চূড়ান্ত হুকুম দেওনের ভার জজ সাহেবের প্রতি থাকিবেক এবং গবর্ণমেণ্ট অথবা সদর দেওয়ানী আদালত যে সকল হুকুম দিতে উচিত বোধ করেন তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া ঐ জজ সাহেবেরা কার্য্য করিবেন।—১৮৩১ সালের ২ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

৩। গত মাসের ২ তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফায় লেখা ছিল যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা দেশীয় যে আমলা ও উকীলদিগকে মোকরর এবং তগীর করেন তাহাতে সদর আদালতের সম্মতি পাইবার নিমিত্তে তথায় রিপোর্ট করিবেন এক্ষণে সেই নিয়ম মতান্তর হইয়া সদর আদালত হুকুম করিতেছেন সেইরূপ রিপোর্ট করা আবশ্যক নাই এবং জজ সাহেব ঐ প্রকার আমলা ও উকীলদিগকে আপন ক্ষমতাক্রমে মোকরর ও তগীর করিতে পারেন কিন্তু যদি সদর আদালত অথবা গবর্ণমেণ্ট কখন সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত বোধ করেন তবে তাঁহারদের হুকুমে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবেক। ১৮৩১ সালের ১৩ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৪। গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান মাসের ৯ তারিখের হুকুমক্রমে দেশীয় ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের শ্রীযুত ছোট সেক্রেটারী সাহেবের গত মাসের ২৮ তারিখের ৪৫৯ নম্বরী পত্রের নীচের লিখিত নকল সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে। তাহাতে হুকুম হইল যে সরকারের সকল চাকর সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে গমনাগমন করিলে তাঁহারদের পারাণী পয়সা দিতে হইবেক না। তোমার গত মাসের ২৮ তারিখের ৯৮১ নম্বরী পত্র এবং তাহার সঙ্গে প্রেরিত অন্যান্য কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার উত্তরে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর সাহেবের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে জানাইতে হুকুম পাইয়াছি যে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডাম্পিয়র সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর মঞ্জুর করিয়া হুকুম করিতেছেন যে সরকারের সকল চাকর যে এলাকায় নিযুক্ত আছেন সেই এলাকার মধ্যে সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে গমনাগমন কালে তাঁহারদের পারাণী পয়সা দিতে হইবেক না এবং এই বিধির অর্থানুসারে যে কোন চাকর পয়সা দেওনহইতে মুক্ত হইবার যোগ্য নহেন তিনি এই বিধির অভিপ্রায়ানুসারে মুক্ত হইবার দাওয়া করিলে আপনার সেই দাওয়া বিশেষ বিবেচনা ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে যে সিরিশ্‌তায় নিযুক্ত আছেন সেই সিরিশ্‌তায় অর্পণ করিবেন।—১৮৪৫ সালের ২৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৫। যদি কখন উক্ত কোন এলাকার সাহেবেরা আপন তাবে কোন প্রধান আমলাকে তস্য অযোগ্যতা কিম্বা অন্যায়কারিতা অথবা কুক্রিয়াসক্ততাহেতুক কিম্বা অন্য কোন ত্রুটিপ্রযুক্ত তগীরের যোগ্য ঠাহরেন তবে তৎকালে সেই তগীরের হেতু তাহাকে এত্তেলাক্রমে জানাইয়া জওয়াব তলব করিবেন ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ৬ ধা।

৬। আর যদি উপরের ধারায় উক্ত কোন আমলাকে (অর্থাৎ যে কার্য্যকারকেরদের মাসিক বেতন এবং খোরাকীইত্যাদি সুদ্ধ ১০৲ টাকা কি তাহার অধিক হয়) জিলা কি শহরের জজ সাহেব তগীরের যোগ্য বোধ করেন তবে তৎকালে ঐ সাহেব সেই তগীরের হেতু সে আমলাকে এত্তেলানামাক্রমে জানাইয়া জওয়াব লইবেন ইতি। ১৮০৪ সা। ৫ আ। ১৬ ধা।

৭। সমস্ত গবর্ণমেণ্টের বিচারকারি সাহেবদিগকে পূর্ব্বাবধি তাঁহারদিগের যাঁহার যে ভারানুসায়ি শপথ পত্রানুসারে এবং সরকারের হুজূরী সামান্য হুকুমের অনুক্রমে নিষেধ আছে যে তাঁহারা আপনারদিগের তাবে আমলাসকলের কাহার বেতনহইতে কোন প্রকারে কিছু লাভ না করেন এ আইনের অনুসারেও বারণ হইতেছে যে ভাগাভাগিক্রমে একের নির্দ্ধারিত বেতনহইতে কিছু কর্ত্তন করিয়া অন্যকে না দেন এবং যত জন আমলা নিযুক্ত থাকে তাহার কমী ও বেশী হুজুর কোন্সেলের বিনাহুকুমে না করেন ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ২৩ ধা।

৮। তোমার সিরিশ্তায় এদেশীয় যে সকল আমলা আছে তাহারদের নাম ও খ্যাতি ও মাহিয়ানার এক ফর্দ্দ তোমার কাছারীতে লট্কাইয়া রাখিবা।—১৮১৫ সালের ২১ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

৯। গবর্ণমেণ্ট অবগত হইয়াছেন যে এদেশীয় আমলারদের পদের যত বেতন সরকারহইতে নিরূপণ হইয়াছে তাহার কম বেতনে কোন২ আমলা নিযুক্ত হইয়াছেন এবং অবশিষ্ট টাকা সরকারে জমা হইয়াছে অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের স্থানে আজ্ঞা পাইয়া আপনারদের অধীন নানা কার্য্যকারক সাহেবকে জানাইতেছেন যে শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেব এই ব্যবহার অতিঅনুপযুক্ত বোধ করেন এবং তাহা পুনরায় কোন মতেই না করা যায় এমত হুকুম করিয়াছেন।—১৮৪৪ সালের ১৯ জানুআরির সাকুলর অর্ডর।

১০। এক্ষণে তোমার আদালতে যে সিরিশ্তাদার ও পেশকার ও নাজির নিযুক্ত আছেন তাহারদের নামের বিষয়ে ইহার সঙ্গে যে পাঠ প্রেরণ হইতেছে তদনুসারে এক কৈফিয়ৎ যত শীঘ্র হইতে পারে প্রস্তুত করিয়া পাঠাইবা আরো তোমাকে জ্ঞাত করিতেছি যে ঐ আমলারদের কর্ম্মচ্যুত বা ইশ্তাফা হইলে তাহার পর ১০ দিবসের মধ্যে সদর আদালতের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত উত্তর কালে তাহার রিপোর্ট করিবা এমত এই আদালতের ইচ্ছা আছে। উত্তর কালে যে কোন ব্যক্তিরা সেই২ পদে নিযুক্ত হন্ তাহারদের নাম ঐ পাঠানুসারে এবং তাহারদের নিযুক্তহওনের পর দশ দিবসের মধ্যে সদর আদালতে রিপোর্ট করিবা।

অমুক জিলার সিরিশ্তাদার ও পেশকার এবং নাজিরের নামপ্রভৃতির কৈফিয়ৎ।

আমলার নাম।	তাঁহার কর্ম্মের প্রকার।	যে সময়ে নিযুক্ত হন এবং যাহার দ্বারা।	সংক্রম	যত বৎসর সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাহা।	তাহার দখলে যে ভূমি আছে তাহার তালিকা।	গুণপ্রভৃতির বিষয়ে সাধারণ মন্তব্য কথা।
অমুক।	সিরিশ্তাদার	১৮১৫ সালে অমুক সাহেবের দ্বারা।	৪৫	২১	অমুক জিলাতে ৩৫০৲ টাকা জমার এক তালুক।	
	পেশ্কার।					
	নাজির।					

—১৮৪০ সালের ২০ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১১। দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর এদেশি সিরিশ্তাদার ও অন্য প্রধান আমলা ও মুন্শী ও মুহুরীর ও নাজিরেরা আপন২ কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে তাহারা যে যে আদালতের আমলা হয় তথাকার জজ সাহেবদিগের নিকটে আদালতের দিবসে নীচের লিখনানুসারে সুকৃতি করিবেক ইতি।

সুকৃতির বেওরা এই যে।

লিখিতং শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের অথবা অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের কিম্বা অমুক এলাকার দায়ের ও সায়েরের কিম্বা অমুক জিলা অথবা অমুক শহরের দেওয়ানী আদালতের সিরিশতাদারী (কিম্বা অন্য প্রধান আমলার কিম্বা মুন্‌শীগিরী কিম্বা মুহুরিরগিরী কিম্বা নাজিরী) কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সুকৃতি করিতেছি যে আমি আপন মোতালকের সকল কার্য্য বুদ্ধিসাধ্যে সাবধানে প্রকৃতপ্রস্তাবে করিব এ আদালতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে ও উপস্থিত হয় ও নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে আমি স্বহস্তে কিম্বা পরহস্তে কোন প্রকারে কাহারো স্থানে চক্রান্তে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস নজর অথবা সওগাৎ লইব না এবং আমার জ্ঞাতসারে আমার চাকর ও আমার তাবে লোক কাহাকেও এ আদালতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে ও উপস্থিত হয় ও নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে তাহারদিগের নিজহস্তে কিম্বা অন্যের দ্বারা কোন প্রকারে কাহারো স্থানে গোপনে কিম্বা অগোপনে কিছু নজর টাকা ও জিনিস ভেটী লইতে দিব না এবং আমার এ কার্য্যের প্রতি যে প্রাপ্তি হইবার হুকুম হজুরহইতে হইয়াছে ও পশ্চাৎ যাহা হয় তাহা সেওয়ায় কোনমতে চক্রান্তে কিছু লাভ করিব না এতদর্থে সুকৃতিপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। ১৭৯৩ সা। ১৩ আ। ৪ ধা।

১২। উপরের প্রকরণের লিখিত আমলাদিগের চলিত আইনের মতে তাহারদিগের এখনপর্য্যন্ত যে হলফ করিতে হইতেছে তাহার বদলে যে আদালতে কি অন্য সিরিশতায় তাহারা মোকরর হইবেক সেই আদালতের কি সিরিশতার জজ সাহেব কিম্বা বোর্ডের সাহেবদিগের কিম্বা কালেক্টর সাহেবদিগের অথবা তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবদিগের কি আর্ফান কি নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের কিম্বা তাহারা অন্য যেং সাহেবের তাবে হয় তাঁহারদিগের সাক্ষাৎ মোকরারী অর্থাৎ নিরূপিত হলফের মজমুনে কিন্তু এই প্রভেদে যে হলফনামার হলফ শব্দের স্থানে একরার শব্দ দিয়া হলফনামা লিখিয়া দাখিল করিতে হইবেক ও যে ব্যক্তি ইহা করিবেক তাহার আপন লিখিয়া দেওয়া হলফনামার সত্যতার নিমিত্তে কোরান কি গঙ্গাজল স্পর্শকরণের কিছু আবশ্যক হইবেক না ইতি। ১৮১৭ সা। ১৮ আ। ২ ধা। ২ প্র।

১৩। জজ সাহেবদিগের কি বোর্ডের সাহেবদিগের কিম্বা কালেক্টর সাহেবদিগের অথবা অন্য যে মোখ্তারকার সাহেবদিগের সাক্ষাৎ ঐ হলফনামা লেখা যাইবেক তাহারদিগের উচিত যে হলফনামার উপরে তাহা সত্য জানাইবার কারণ "এই হলফনামা আমার কি আমারদিগের সাক্ষাৎ লেখা গিয়া সকলের সাক্ষাৎ পড়া গেল" এই মজমুনে আপনং দস্তখৎ করেন এবং ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের তাবে আমলা লোক হলফনামার লিখিত মমুদয় নিয়মমত কার্য্য করণেতে কোন প্রকারে অন্য মত না করে ইহাতে অতি মনোযোগী ও সাবধান হন ইতি। ১৮১৭ সা। ১৮ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

১৪। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে চলিত সে সকল দাড়াতে এ হুকুম লেখা যায় যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কি অন্য সিরিশতার চাকর আমলাদিগের আপনং কর্ম্মে প্রবর্ত্তহওনের পূর্ব্বে আপনারদিগের প্রতি ভারহওয়া কর্ম্মকার্য্য প্রকৃত ও যথার্থরূপে ও চলিত আইনের মতে নির্ব্বাহ করিবার পাঠে হলফ করিতে হইবেক সেই সকল দাড়া উপরের লিখিত মত শুদ্ধরণক্রমে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের দফ্তরের এদেশীয় মহাফেজদিগের ও তহবীলদারদিগের সহিত তাহারদিগের প্রসঙ্গ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১২ আইনের ৪ ধারাতে ও ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ৯ ধারাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা না হইলেও সম্পর্ক রাখিবেক এবং সরকারের যে সকল আমলার প্রতি কোন মাতবর ভারের মোতালক কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহের জওয়াব করিবার ভার থাকে সে সমস্ত আমলা লোকেরও সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি। ১৮১৭ সা। ১৮ আ। ৩ ধা।

১৫। এই ধারানুসারে প্রকাশ করা যাইতেছে যে যদি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের কিম্বা সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের অন্যুনকরণে এদেশীয় কোন কার্য্যভারাক্রান্ত ব্যক্তির কর্ম্ম হইতে অবসর হইবার বিশিষ্ট হেতু গোচর হয় তবে এই আইনের মর্ম্ম তাহার হুকুম দেওনের নিষেধক হইবেক না এবং জানা কর্ত্তব্য যে চলিত আইনানুসারে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের প্রতি যে সকল ক্ষমতা আছে এই আইনের দাঁড়াসকলের কোন দাঁড়া তাহার নিবারক হইতে পারিবেক না ইতি।— ১৮০৯ সা। ৮ আ। ১৩ ধা।

১৬। সদর আদালতের হুকুমক্রমে আদেশ করিতেছি যে তোমার আদালতের যে আমলারা অন্যূন ১০৲ টাকা গ্রাহিয়ানা পাইয়া থাকে তাহারদের কোন ব্যক্তি যদি কুক্রিয়াকরণপ্রযুক্ত সরকারী কর্ম্মহইতে তগীর হয় তবে শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা সম্প্রতি যে হুকুম পাঠাইয়াছেন তাহার অনুসারে এই সিরিশ্‌তায় উক্ত প্রকার তগীরহওয়া ব্যক্তিরদের নামের এক রেজিষ্টর রাখিবার নিমিত্তে তুমি তাহার বিষয়ের রিপোর্ট নীচের লিখিত পাঠানুসারে করিবা।

পাঠ।

অমুক জিলার দেওয়ানী আদালতের যে আমলারা কুক্রিয়া করণপ্রযুক্ত তগীর হইয়াছে।

১	২	৩	৪	৫	৬
আমলার নাম।	তাহার পিতার নাম।	ঐ আমলা যে কর্ম্ম করিত।	তাহার তগীর হওনের কারণ।	তগীরহওনের তারিখ।	মন্তব্য কথা।

—১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৭। সরকারী কার্য্যের অনুপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তুমি কর্ম্মে নিযুক্ত না কর এনিমিত্তে প্রতিবৎসরে ঐ রেজিষ্টরের এক চুম্বক তোমার নিকটে পাঠান যাইবেক।— ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৮। যে আমলারা তগীর হইয়াছে তাহারা আপন২ নাম বদল করিয়া বা অন্য কোন প্রকার ছল করিয়া অন্যান্য জিলাতে চাকরী না পাইতে পারে এনিমিত্ত সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে গত ৮ জুলাই তারিখের তাহারদের ২৪৫৫ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের নিরূপিত পাঠের মধ্যে নূতন এক ঘর করা যাইবেক এবং তাহাতে ঐ তগীরহওয়া আমলার চেহারা লেখা যাইবেক।—১৮৪২ সালের ৩০ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৯। দুষ্কর্ম্মপ্রযুক্ত তগীরহওয়া সরকারী আমলারদের যে রেজিষ্টর এই আদালতহইতে তোমার নিকটে পাঠান যায় তাহা তোমার জিলার নানা কর্ম্মকারকদিগকে জানাইতে হইবেক তাহার অভিপ্রায় এই যে প্রত্যেক রেজিষ্টর লইয়া অন্যান্য সিরিশ্‌তার প্রধান কর্ম্মকারকেরা ব্যবহার করিতে পারেন।—১৮৪২ সালের ৩০ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২০। সদর দেওয়ানী আদালত প্রবিন্সাল আদালতের জজ সাহেবেরদের নিকটে লিখিলেন যে ঐ প্রবিন্সাল আদালতের আমলারদের কোন বিশেষ কুক্রিয়া প্রমাণ না হইলেও যদি তাহারা অপারগ অথবা বিশ্বাসের অযোগ্য বোধ হয় তবে তাহারা কর্ম্মহইতে তগীর হইতে পারে। পুনশ্চ কোন আমলার পদের আইনানুসারে যে লাভ হইতে পারে যদি তাহার তদপেক্ষা অধিক সম্পত্তি হয় এবং যদি সেই টাকা সঞ্চয়ের উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারে তবে তাহাই তাহাকে বিশ্বাসের অযোগ্য বোধ করণের মাতবর কারণ জ্ঞান হইবেক।— ১৮১৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের ৩০৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১। ১৮৪০ সালের ১১ ফেব্রুআরির শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের পত্রের চুম্বক।—এদেশীয় আমলারদের জামিন জবীমানা করণের বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে নানা সময়ে আমারদের আপত্তি শক্তরূপে তোমারদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছি যেহেতুক তাহাতে টাকার বিষয়ে তাহারদের ক্লেশ হয় এবং জবীমানার ক্ষতিপূরণ করিবার নিমিত্তে তাহারা অনুচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় অতএব যখন কোন আমলা আপনার পদের উচিত কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করে তখন সেই পদ একেবারে অন্য কোন বাধ্য ব্যক্তিকে অর্পণ করা জবীমানা করণাপেক্ষা আমারদের বিবেচনায় ভাল বোধ হয়।—১৮৪০ সালের ৭ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

২২। জজ সাহেবের কর্ম্মের লাঘব করিবার অভিপ্রায়ে তিনি এইপর্য্যন্ত যে কতক অনাবশ্যক কার্য্য করিতেন সেই কার্য্যের ভার জিলার জজের সিরিশ্‌তার প্রধান কেরাণির উপর অর্পণ করণের বিষয়ে কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে নীচের লিখিত বিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। জজ সাহেবদিগকে আপন২ বিবেচনাক্রমে আপনারদের প্রধান কেরাণিকে নীচের লিখিত কার্য্য করিতে হুকুম দিতে পারেন। জজ সাহেবের হুকুমক্রমে ইষ্টাম্প অথবা শাদা কাগজে মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগকে যে ডিক্রী বা অন্যান্য কাগজপত্রের নকল দেওয়া যায় তাহাতে দস্তখৎ করণ। জজ সাহেবের হুকুমক্রমে ফরকারীর যে নকল তৎস্থানীয় বা অন্য জিলার কার্য্যকারকেরদের নিকটে প্রেরণ হয় তাহাতে দস্তখৎ করণ। মোক্তারনামা ইঙ্গরেজী ভাষায় রেজিষ্টরী করণ এবং জজ সাহেবের দস্তখতের নিমিত্তে তাহা প্রস্তুতকরণ। এই কার্য্যেতে ভ্রম এবং কুব্যবহার না হয় এবিষয়ে সাবধান করা আবশ্যক অতএব হুকুম হইল যে জজ সাহেবের

বিবেচনাক্রমে যখন ঐ২ কর্ম্মের ভার প্রধান কেরাণির প্রতি অর্পণ হয় তখন যে কাগজ ঠিক হওনের বিষয়ে জজের আদালতে এদেশীয় প্রধান আমলা পূর্ব্বে সহীপূর্ব্বক জ্ঞাপন না করিয়াছেন তাহাতে তিনি কখন দস্তখৎ করিবেন না।—১৮৪১ সালের ১৫ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

১৩। তোমার পূর্ব্বে তোমার পদস্থ সাহেবের ১৮৪৪ সালের ১৯ আপ্রিল তারিখের ৫১৫ নম্বরী পত্রের বিষয় সদর আদালতের সাহেবদিগকে আদেশপূর্ব্বক জানাইতেছি যে গবর্ণমেণ্ট ১৮৩৯ সালের ২৯ আগষ্ট তারিখের হুকুম মতাস্তর করিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন যে আমলারদের যখন আপনারদের মনিবের সঙ্গে ডাকে কোন স্থানে যাইতে হয় তখন তাঁহারা মাইল প্রতি ।০ আনা করিয়া রাহাখরচ পাইবেন এবং যখন কোন স্থানে অবস্থিতি করেন তখন পূর্ব্বোক্ত হুকুমের নির্দ্দিষ্ট ছারানুসারে অর্থাৎ আপনারদের মাহিয়ানার দশ ভাগের তিন ভাগ পাইবেন। অন্যান্য বিষয়ে ১৮৩৯ সালের ২৯ আগষ্ট তারিখের হুকুম তেমনি থাকিবেক।—১৮৪৫ সালের ১৫ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

১৪। সদর নিজামৎ আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে এদেশীয় কোন ব্যক্তি যদি মন্দ অভিপ্রায়ে কোন সরকারী আমলাকে ঘুষ দেয় তদ্বিষয়ে তাহার নামে নালিশ হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর নিজামৎ আদালত উত্তর করিলেন যে ইঙ্গরেজী আইনের এবং মুসলমানের শরাঅনুসারে ঐ কর্ম্ম অবশ্য অপরাধের মধ্যে গণ্য করিতে হইবেক এবং যদ্যপি তাহার বিষয়ে কোম্পানি বাহাদুরের আইনে কোন বিশেষ উল্লেখ নাই তথাপি যে ব্যক্তি সেই অপরাধ করিয়াছে তাহার নামে অবশ্য ফৌজদারীতে নালিশ হইতে পারে।—১৮২৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের ৫১১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫। জজ সাহেবের কাজ্জারীর খাজাঞ্চীর পদ ১৮৪৭ সালের ১৮ মে তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের দ্বারা রহিত হইয়াছে।

২ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালতের আমলার দ্বারা ভূমি খরীদ বা ভোগদখল করণের বিষয়।

১৬। যে কারণে রাজস্বসম্পর্কীয় এদেশীয় আমলারদিগকে সরকারী নীলামে ভূমি খরীদ করিতে নিষেধ হইল সেই২ কারণ আদালতসম্পর্কীয় এদেশীয় আমলারদের বিষয়ে খাটিতে পারে কি না এই বিষয়ে শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেবের হজুর কৌন্সেলের সন্দেহ আছে অতএব সেই প্রকার আমলারদের বিষয়ে সেইরূপ নিষেধ করিতে শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে উচিত বোধ করেন না। পরন্তু ঐ আদালতসম্পর্কীয় আমলারা যে সকল ভূমি পান তাহার সরবরাহ করণেতে তাঁহারদের সরকারী পদের শক্তির অনুসারে কার্য্য না করেন এই বিষয়ে অতিসাবধান করা উচিত। অতএব শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে হুকুম করিতেছেন যে মফঃসল আপীল ও সদরেদ্দীনী আদালতের এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের আদালতের এদেশীয় সকল আমলার যে খেরাজী ও লাখেরাজ ভূমি কোন স্থানে থাকে তাহার বিষয়ে এই হুকুম পাইবার পর প্রতিবৎসরের ১ জানুআরিতে এক রিপোর্ট দাখিল করেন এবং মফঃসল আপীল ও জিলা এবং শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা আপন২ আমলার স্থানে যেরূপ রিপোর্ট পান তাহা যে জিলাতে ভূমি থাকে তাহার কালেক্টর সাহেবকে দেন। -১৮১১ সালের ২৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৭। গবর্ণমেণ্টের এই হুকুম পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে জারী হয় এই নিমিত্ত শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে হুকুম করিতেছেন যে তোমার অধীন কালেক্টর সাহেবেরা যদি কখন এমত সম্বাদ পান যে যে ভূমির রীতিমত তাহারদের নিকটে রিপোর্ট হয় নাই এমত ভূমি মফঃসল আপীল এবং জিলা ও শহরের আদালতের আমলারা রাখেন তবে তাহার সম্বাদ ঐ২ আদালতের সাহেবদিগকে দেন। -১৮১১ সালের ২৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৮। উক্ত প্রকার বিষয়ে কোন আইন করা গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক বোধ হইল না যেহেতুক আদালতের সিরিশতায় এদেশীয় আমলারদের যে ভূমি থাকে তাহার বিষয়ের যদি সম্বাদ দিতে ত্রুটি করেন অথবা ঐ ভূমির সরবরাহ করণেতে কোন অত্যাচার করেন তাঁহারা সুতরাং তগীরহওনের যোগ্য হইবেন।—১৮১১ সালের ২৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

২৯। উপরের লিখিত বিধি যেমন আদালতের আমলারদের প্রতি খাটে তেমনি আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীদের প্রতিও খাটে।—১৮১১ সালের ২৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

৩০। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এদেশীয় আমলারদের যে ভূমি থাকে তাহার বিষয়ে গত মাসের ৯ তারিখের (উপরের লিখিত) গবর্ণমেণ্টের হুকুম কিপর্য্যন্ত চলন হইবেক তাহার বিষয়ের জিজ্ঞাসা হওয়াতে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত তোমাকে জানাইতেছেন যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এদেশীয় আমলারদের এবং পোলীসের

আমলারদের স্বত্বাধিকারক্রমে কি ইজারাক্রমে অথবা অন্যপ্রকার পাট্টাক্রমে যে কোন ভূমি থাকে সেই সকল ভূমির বিষয়ে উক্ত হুকুম খাটিবেক এবং ইহা তোমার অধীন জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে জানাইতে হুকুম হইল। পুনশ্চ তোমাকে জানাইতেছি যে নানা দেওয়ানী আদালতে যে সকল উকীল নিযুক্ত আছেন তাঁহারদের বিষয়ে ঐ হুকুম খাটাইতে সদর আদালত উচিত বোধ করেন।—১৮১১ সালের ১৫ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৩১। তোমার সিরিশ্তার বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যে কি আমলার কর্ম্মে বা পোলীসসংক্রান্ত কর্ম্মে কোন এদেশীয় কর্ম্মকারক উত্তর কালে মোকরর হইলে সেই সময়ে তাহার যে ভূমি সম্পত্তি থাকে তাহার এক তফসীল তলব করিবা এবং তাঁহাকে বুঝাইবা যে তাহার পরে যদি তিনি সেইরূপ কোন সম্পত্তি পান তবে তাঁহার উচিত যে তাহা প্রাপ্তহওনের তারিখের পর এক মাসের মধ্যে সেই বিষয় তোমাকে জ্ঞাত করেন। যদ্যপি তিনি ইহা না করেন অথবা যদি তাহার পরে দুষ্ট হয় যে তফসীল দাখিল করণের সময়ে তাহার যে ভূমি সম্পত্তি ছিল তাহার কোন ভাগ জানিয়া শুনিয়া তফসীলের মধ্যে লিখিতে ত্রুটি করিলেন তবে তিনি কর্ম্মহইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেন।—১৮৩৫ সালের ২৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩২। এইরূপ যে সকল তফসীল তোমার আদালতে দাখিল হয় তাহা অগৌণে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের রোবরূবরে লিখিবার নিমিত্ত তাঁহার কাছারীতে পাঠাইবা।—১৮৩৫ সালের ২৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩৩। যাঁহারা এক্ষণে কর্ম্মে মোকরর আছেন তাঁহারদের বিষয়ে উক্ত বিধি খাটে এমত জ্ঞান করিবা এবং তোমার সিরিশ্তায় এইক্ষণে যে আমলারা নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগকে সেইরূপ তফসীল দাখিল করিতে হুকুম দিবা এবং জানিয়াশুনিয়া কিছু ছাপাইয়া রাখিলে যে প্রকার দণ্ড হইবেক তাহা তাঁহারদিগকে বুঝাইবা।—১৮৩৫ সালের ২৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৩৪। কথিত হইয়াছে যে এদেশীয় কোন২ বিচারকেরা যে২ জিলাতে নিযুক্ত আছেন সেই২ জিলায় তাঁহারদের ভারী জমীদারী আছে অতএব ১৮৩৫ সালের ২৭ ফেব্রুআরি তারিখের ১৩৫ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের বিধি বিপর্য্যস্ত জারী হইয়াছে তাহা সদর আদালতের সাহেবেরা অনুসন্ধান করিতে স্থির করিয়াছেন। এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা আদেশ করিতেছেন যে তোমার জিলার অচিহ্নিত বিচারকেরা এবং গত বৎসরের মধ্যে যে সকল অচিহ্নিত বিচারক বদলী হইয়া অন্যান্য জিলাতে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা ঐ সরক্যুলর অর্ডরের বিধানানুসারে যে সকল তফসীল কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে দাখিল করিয়াছেন তাহার নকল এই আদালতে পাঠাইবা এবং যদি তোমার বোধ হয় যে কোন তফসীলের মধ্যে ভূমি কম লেখা আছে তবে তাহা সদর আদালতে জানাইবা।—১৮৪২ সালের ১৫ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩৫। এদেশীয় কোন বিচারক যদি উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের বিধানানুসারে তফসীল দাখিল করিতে কসুর করিয়াছেন তবে তুমি ঐ বিচারকের স্থানে ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিবা এবং ঐ তফসীল এইক্ষণে তোমার নিকটে পাঠাইতে তাঁহারদিগকে হুকুম দিবা এবং পৈতৃক বিষয়ভিন্ন তাঁহারা অন্যান্য ভূমি যে তারিখে পাইয়াছেন তাহারও এক কৈফিয়ৎ লিখিতে হুকুম দিবা। ১৮৪২ সালের ১৫ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৬। তোমার আদালতের যে সকল আমলা এইক্ষণে মাসে কুড়ি টাকার অধিক বেতন পাইতেছে তাহারদের বিষয়ে উক্ত ১৩৫ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর খাটে অতএব তাহারদের বিষয়ে এই সরক্যুলর অর্ডরের হুকুমানুসারে কার্য্য করিবা।—১৮৪২ সালের ১৫ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩৭। সদর আদালতের গত ২৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের অনুক্রমে তোমাকে জানাইতেছি যে এদেশীয় যে আমলারা মাসে ২০৲ টাকার ন্যূন মাহিয়ানা পায় তাহারদের স্থানে ঐরূপ তফসীল তলব করণের আবশ্যক নাই।—১৮৩৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৮। ১। গত ২৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের অনুক্রমে সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে ঐ সরক্যুলর অর্ডরে যে তফসীলের বিষয়ের হুকুম আছে তাহার মধ্যে যে ভূমিতে সরকারী আমলার মালিকী স্বত্ব আছে কেবল তাহা লিখিতে হইবেক এমত নহে কিন্তু তাঁহার অন্য যে ভূমি কি অন্য যে স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহার পাট্টা যে প্রকার হউক সে সকল তাহাতে লিখিবেন এবং ঐ পাট্টা কি২ প্রকার তাহা ঐ তফসীলের মধ্যে লিখিবেন। ঐ আমলা যে সিরিশ্তার তাবে থাকে সেই সিরিশ্তায় ঐ তফসীল রেজিষ্টরী করা যাইবেক এবং তাহাতে লিখিত সম্পত্তি যে কালেক্টর সাহেবের এলাকায় থাকে তাঁহার নিকটে ঐ তফসীলের নকল পাঠান যাইবেক।— ১৮৩৫ সালের ৩ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৩ ধারা।

ঘুষ কি জবরদস্তী করিয়া টাকা লওন কি তছরুফ করণের নিমিত্তে জিলার আদালতের আমলার-দের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ।

৩৯। সকল দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর আমলা কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতছাড়া শ্রীযুত কোম্পানির সরকারের চিহ্নিত চাকর রেজিষ্টর সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টপ্রভৃতি সাহেব লোক ও এদেশি আমলাদিগের মধ্যে কেহ যদি কাহারো স্থানে রেশ্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস লন তবে যে আদালতের আমলা হন সেই আদালতে তাহার জওয়াব দিবেন ইহাতে যে কেহ এমত নালিশ করিবেক তাহার নালিশী আরজী জজ সাহেব লইবেন। ও সে নালিশ লইবার অগ্রে ফরিয়াদীর দাওয়া প্রমাণার্থে জজ সাহেব ফরিয়াদীকে তাহার জাত্যনুসারে সুকুতি করাইবেন তাহাতে যদি সে ফরিয়াদী বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত হয় ও তত্তুল্য লোককে সুকুতি করান আদালতের কর্ত্তব্য না হয় তবে এমত বিষয়ে নিয়মপত্র অর্থাৎ একরারনামা লেখাইয়া লইবার যে বিধান আছে তদনুসারে সে ফরিয়াদীর স্থানে নিয়মপত্র লেখাইয়া তাহাতে তাহার স্বাক্ষর করাইয়া লইবেন তদ্ভিন্ন সেই ফরিয়াদী বিনাবাধায় অবিলম্বে আপন মোকদ্দমার উত্তরপ্রত্যুত্তর করিবার জন্যে তাহার স্থানে যত টাকার নিদর্শনি একরারক্রমে হাজিরজামিন লওয়া উচিত হয় তত টাকার নিদর্শনি একরারক্রমে হাজিরজামিন লইবেন। ইহাতে যদি সেই ফরিয়াদী দিব্য না করে কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিতে না চাহে অথবা হাজিরজামিন না দেয় তবে জজ সাহেব তাহার নালিশী আরজী লইবেন না ইতি। ১৭৯৩ সা। ১৩ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

৪০। ১৭৯৩ সালের ১৩ আইন ও ১৭৯৫ সালের ১২ আইন ও ১৮০৩ সালের ১২ আইনের বিধির অনুসারে রেশ্বৎ অথবা জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনের বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অপরাধির নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে কিন্তু উপযুক্ত হেতু দৃষ্ট হইলে সেই বিধানের দ্বারা সেই কর্ম্মের বিষয়ে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করণের কোন প্রতিবন্ধক নাই। ঐ নালিশ সরকারের তরফে হইবেক এবং সরকারী উকীল তাহা নির্ব্বাহ করিবেন।—১৮০৯ সালের ১১ নবেম্বরের ৫৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪১। জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের আমলার নামে রেশ্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস লইবার যে মোকদ্দমার আসল মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না থাকে কিম্বা নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে ও সেই রেশ্বৎ ও জবরদস্তীতে লইবার মোকদ্দমার নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতে কেহ করে তবে সে আসামী যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলা তথায় ফরিয়াদী মজকুর সে নালিশ করিয়া ঐ ১ প্রথম প্রকরণের লিখনানুসারে দিব্য কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিতে ও হাজিরজামিন দিতে উদ্যত থাকিলে তথাকার জজ সাহেব সে নালিশ না লইয়া থাকেন এমত প্রমাণ দিয়া ঐ ১ প্রথম প্রকরণের লিখনানুসারে দিব্য কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করে ও হাজিরজামিন দেয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে নালিশ শুনিয়া সেই প্রধান আদালতের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতে হুকুমনামা লিখিয়া সে আসামী যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলা সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন যে তদনুসারে জজ সাহেব মৌসুফ সে নালিশ লন্।—১৭৯৩ সা। ১৩ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।

৪২। কিন্তু যদি কেহ জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলার নামে রেশ্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস লইবার মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে ও যে মোকদ্দমার নালিশ করে তাহার আসল মোকদ্দমা যদি ঐ প্রধান আদালতে উপস্থিত রহে কিম্বা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তবে সেই ফরিয়াদী কেবল ঐ ১ প্রকরণের লিখনানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে দিব্য কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিলে ও হাজিরজামিন দিলে তথাহইতে সে মোকদ্দমা যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলা সে আসামী সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজ সাহেবকে সোপর্দ্দ করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৩ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।

৪৩। কোন দেওয়ানী আদালতের কিম্বা কোন ফৌজদারী আদালতের আমলার নামে রেশ্বৎ কিম্বা জবরদস্তীতে কিছু টাকা অথবা জিনিস লইবার যে নালিশ এই ৯ নবম ধারাক্রমে যে আদালতে উপস্থিত হয় সে প্রকার নালিশ সমস্তই দেওয়ানী আদালতসকলে হইবেক ইহাতে যদি জিলা কিম্বা শহরের আদালতের কোন জজ সাহেব আপন আদালতের মোতালক আমলার নামে এপ্রকার নালিশী মোকদ্দমা লন্ কিম্বা এ প্রকার না-

লিশী কোন মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালত অথবা মফঃসল আপীল আদালতহইতে তাঁহাকে সোপর্দ্দ হয় তাহাতেও ঐ জজ সাহেব ফরিয়াদীকে হুকুম দিবেন যে তাহার সে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে দরপেশ করে ইতি। -১৭৯৩ সা। ১৩ আ। ৯ ধা। ৭ প্র।

৪৪। কোন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের যে কোন আমলা কিম্বা পণ্ডিত কি মৌলবীর নামে ঘুষরূপে কি অন্যায়ক্রমে লওয়া কিছু টাকা কি বস্তু ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইয়া ঐ সমুদয় কি তাহার কতক টাকা কি বস্তু লওন প্রমাণ হইলে আদালতের সাহেবেরা সেই সমুদয় টাকা কি বস্তুর মূল্য ও টাকার মোকদ্দমা হইলে শতকরা ১২৲ টাকার অনধিক যে সুদ উপযুক্ত বুঝেন তাহা সুদ্ধা ফিরিয়া দিবার হুকুম ঐ আসামীর প্রতি দিবেন এবং ফরিয়াদীর যে খরচ হইয়া থাকে তাহা সমুদয় ফরিয়াদীকে দিবার হুকুম ঐ আসামীর উপর দিবেন কিন্তু এমতং মোকদ্দমায় আদালতের সাহেবেরা আসামীর প্রতি কোন জরীমানার হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখিবেন না ইতি। ১৮২৭ সা। ৩ আ। ৩ ধা।

৪৫। যে মতে অন্য ডিক্রীর দেনার আজ্ঞাম হয় সেই মতেই এ ডিক্রীর দেনার আজ্ঞাম করিতে হইবেক ও যে আমলার ত্রুটিতে এমত ডিক্রী হয় সে আমলা যদি অবধারিত কালের মধ্যে সে মোকদ্দমার আপীল না করে কিম্বা সে মোকদ্দমা আপীলের উপযুক্ত না হয় তবে জজ সাহেব সে মোকদ্দমার ডিক্রীর নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন। আর যদি সে মোকদ্দমা আপীলের উপযুক্ত হয় ও আপীল করে ও সেই ডিক্রী তথায় মঞ্জুর হয় তবে যে আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি হয় সেই আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই শেষ নিষ্পত্তি পত্র অর্থাৎ ডিক্রীর নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন তাহাতে গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে উচিত জানিলে এমত হুকুম দিবেন যে সে আমলা কখন শ্রীযুত কোম্পানির সরকারের কোন কার্য্য পাইবেক না ও যে আদালতের এদেশি আমলার নামে এমত নালিশ হয় সে আদালতের জজ সাহেব আবশ্যক জানিয়া যাবৎ সে মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ সে আমলাকে তাহার কার্য্য চালাইতে না দিয়া স্থগিত রাখিবেন ইতি। ১৭৯৩ সা। ১৩ আ। ৯ ধা। ৮ প্র।

৪৬। এই ৯ পারার লিখনানুসারে কোন দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারীর আমলার নামে রেশ্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস লইবার মোকদ্দমা বিচারক্রমে ডিসমিস হইলে সেই ফরিয়াদী যে আদালতের মোতালক হয় সেই আদালতে তাহার নামে সেই আমলা আপন মর্য্যাদা ও নোক্সানের দাওয়ায় নালিশ করিতে পারিবেন ইতি। ১৭৯৩ সা। ১৩ আ। ৯ ধা। ১২ প্র।

৪৭। এই আইনের তারিখঅবধি কোন লোকের স্থানে টাকা কি বস্তু অন্যায়ক্রমে লওনিয়ার উপর তাহা ফিরিয়া পাইবার কারণ দেওয়ানী আদালতে নালিশ করণের আবশ্যক নাহি কিন্তু ঐ অপরাধের মোকদ্দমাতে ফৌজদারী আদালতে ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে ঐ অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তি মুডফরক্কা আরজীর নিমিত্তে নিরূপিত ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে লিখিত দরখাস্ত দেওয়ানী আদালতে দিলে দায়েরসায়েরী আদালতে কি নিজামৎ আদালতের দস্তখতী ঐ ফৌজদারী আদালতের হুকুমের নকল ঐ অন্যায়ক্রমে লওয়া টাকা সুদসুদ্ধা উসুল করিতে হুকুম দিবার উপযুক্ত হেতু বোধ হইবেক ইতি। ১৮২৭ সা। ৩ আ। ৫ ধা।

৪৮। তোমার গত মাসের ১৫ তারিখের পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে কালেক্টরীর সিরিশ্তাদার যে টাকা ঘুষ লইয়াছিলেন তাহা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত যে দুই মোকদ্দমা উপস্থিত করা গিয়াছে তাহা কিরূপে গ্রাহ্য করিয়া বিচার করিতে হইবেক। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করেন যে কর্জের সামান্য নালিশের ন্যায় তাহার বিষয়ে কর্ম্ম করিতে হইবেক। ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ৭ ধারায় লেখে যে এদেশীয় সমস্ত লোক দেওয়ানী আদালতের অধীন এবং কালেক্টর সাহেবের আমলারদের উপর ঐ দেওয়ানী আদালতের এলাকা না থাকিবার বিষয়ে কোন আইন নাই অতএব সেই বিধি তাঁহারদের বিষয়ে খাটে।—১৮৩৩ সালের ১ আগষ্টের ৮০৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪ ধারা।

ঘুষ বা জবরদস্তী করিয়া টাকালওনের কি তছরুফ করণের বিষয়ে জিলা ও শহরের আদালতের আমলারদের নামে ফৌজদারীর নালিশ।

৪৯। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১২ ও ১৩ আইনের লিখিত যে২ হুকুমেতে দেওয়ানী আদালতে ঐ আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত লোকের নামে ও দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের অন্য আমলা লোকের নামে

নালিশ হইবার কথা লেখা যায় ও তাহার লিখিত কথা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১১ ও ১২ আইনের অনুসারে বারাণস দেশে চলন হইয়াছে ও ১৮০৩ সালের ১১ ও ১২ আইনানুসারে দক্ত ও জয়কর্রা দেশে নূতন হইয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল হুকুমের বয়ান করিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে লেখা যাইতেছে যে ঐং আইনের লিখিত যেং কথা এই মতলবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যাহারা ঐ আমলা লোকের করা কুব্যবহার ও আচরণপ্রযুক্ত আপনারদিগকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করে তাহারা দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া আপনং বিচারপ্রাপ্ত হয় সে সকল কথানুসারে এমত বোধ না হয় যে রেশ্বৎ অর্থাৎ ঘুস লওনের কি জবরদস্তী করিয়া নগদে কি জিনিসে কিছু লওনের কিম্বা পরের টাকা শরারতী করিয়া তছরুফ করণের প্রকারেতে যদি নালিশ করিয়া অপরাধিকে উপযুক্ত শাস্তি পাওনের যোগ্য বোধ হয় তবে তাহার নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ হওনের কিছু নিষেধ আছে ইতি। ১৮১৭ সা। ১৮ আ। ৬ ধা। ১ প্র।

৫০। উপরেতে যেং হেতু লেখা গেল যদি সেইং হেতুপ্রযুক্ত মৌলবী কি পণ্ডিতের কিম্বা সরকারের এদেশীয় অন্যং আমলা লোকের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ দরপেশ হওনমতে ঐ আদালতহইতে তাহাতে নিষ্পত্তির যে হুকুম হয় সে হুকুমানুসারে তাহারা রেশ্বৎ কি জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনপ্রযুক্ত উপরের লিখিত আইনের নিরূপিত প্রতিফলের যোগ্য না হন ও ঐ মৌলবী কি পণ্ডিতের কি সরকারী অন্য আমলার নামে রেশ্বৎ লওনের কি জবরদস্তী করিয়া নগদে কি জিনিসে কিছু লওনের কিম্বা শরারতী করিয়া অন্যের টাকা তছরুফ করণের নালিশ ফৌজদারী আদালতে দরপেশ করণের মাতবর হেতু পাওয়া যায় তবে তাঁহারদিগের নামে ফৌজদারী আদালতে জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে অন্যং কসুরের বিষয়ে চলিত আইনেতে নিরূপণ করিয়া যে সকল কথা লেখা গিয়াছে তাহার মতে নালিশ হইতে পারে ও যদি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কি নিজামতের সাহেবদিগের হজুরে অপরাধির ঐ অপরাধ সাবুদ হয় তবে সরকারের এদেশীয় কার্য্যকারক লোকের তাহারদিগের জিম্মাথাকা সরকারী টাকা তছরুফ করণের কসুরে যে শাস্তি হওনের নিরূপণ ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ২ আইনের ৩ ধারাতে হইয়াছে তাহারাও উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে সেই শাস্তির যোগ্য হইবেন ইতি। ১৮১৭ সা। ১৮ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

৫১। উপরের প্রকরণের লিখিত আইনের ৪ ধারার লিখিত যে হুকুমেতে লেখা যায় যে ঐ অপরাধ কাহারো উপর সাবুদ হইয়া তাহার উপর আদালতের হুকুম হইলে সেই মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুরে এই নিমিত্তে লিখিয়া পাঠান যাইবেক যে ঐ শ্রীযুত কৌন্সেলের বৈঠকে পাঠান ঐ কৈফিয়ৎ দৃষ্টি করিয়া এবিষয়ের বিবেচনা করেন যে ঐ অপরাধী সরকারের চাকরবর্গের শ্রেণীহইতে বহির্ভূত হইয়া পুনরায় যাবজ্জীবন সরকারের কোন কর্ম্মে মোকরর না হয় এমত হুকুম তাহার পক্ষে হইতে পারে কি না সেই হুকুম উপরের লিখিত অপরাধসকলের সমস্ত মোকদ্দমাতে তাহা কাহারো উপর সাবুদ হইয়া সে নিমিত্তে তাহার পক্ষে আদালতের হুকুম হইলে সম্মর্ক রাখিবেক ইতি। ১৮১৭ সা। ১৮ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।

[উক্ত বিধি পশ্চাৎ লিখিত বিধির দ্বারা মহাশয় হইয়াছে।]

৫২। আদালতের কোন পণ্ডিত কি মৌলবী কি এদেশীয় অন্য আমলার নামে ঘুসরূপে কি অন্যায়ক্রমে কিছু লওনের অপবাদ হইলে যদি তাহার নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করিবার কোন উপযুক্ত হেতু আছে বোধ হয় তবে এই আইনের ৩ ধারার প্রস্তাবিত দেওয়ানী নালিশ উপস্থিত হইলে বা না হইলে ও হইলে তাহার নিষ্পত্তি যাহাই হউক ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৮ আইনের ৬ ধারার ২ প্রকরণের লিখনক্রমে তাহার নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক ইতি।—১৮২৭ সা। ৩ আ। ৪ ধা।

৫৩। সদর আদালতের মত এই যে উক্ত প্রকার অপরাধসকলের প্রমাণ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আইনের দ্বারা যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেইপর্য্যন্ত তিনি অপরাধি ব্যক্তির চূড়ান্ত দণ্ড করিতে পারেন। ঐ মোকদ্দমার সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিয়া যদ্যপি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বোধ হয় যে তিনি যেপর্য্যন্ত দণ্ড করিতে পারেন তাহা অপরাধি ব্যক্তির দোষের গুরুত্ব বুঝিয়া উপযুক্ত হয় তবে সেইরূপ দণ্ডের চূড়ান্ত হুকুম করিবেন। নতুবা দায়েরসায়েরী আদালতে বিচার হওনার্থ আসামীকে তথায় অর্পণ করিবেন।—১৮১৬ সালের ১৬ ফেব্রুআরির ২৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৪। জাল কাগজ করণের অথবা টাকা তছরুফ করণের অপরাধের জন্যে দেওয়ানী আদালতের কোন আমলাকে বিচারার্থ সেশন আদালতে সোপর্দ্দ করণের ভার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি আছে এবং জজ সাহেবের প্রতি নাই।—১৮২৯ সালের ৭ আগষ্টের ৫১৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৫। টাকা তছরুফ করণ অপরাধেতে জামিন লওয়া যাইতে পারে এবং যে ব্যক্তির নামে সেই অপরাধের অপবাদ হয় সেই ব্যক্তি যদি জামিন দেয় তবে কয়েদহইতে মুক্ত হইতে পারে।—১৮৩৯ সালের ১৬ আগষ্টের ১২৩৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫ ধারা।

জিল্লা ও শহরের আদালতের ও অন্যান্য সিরিশতার এদেশীয় আমলারদের সরকারী কাগজপত্র ফিরিয়া দেওয়াইবার বিষয়ে এবং তাহারদের তছরুফকরা টাকা ফিরিয়া পাইবার বিষয়ে সরাসরী কার্য্য।

৫৬। যদি দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের কোন আমলার নামে এই মজমুনে নালিশ দরপেশ হয় যে আদালতের তহবীলে দাখিলহওয়া টাকা কি অন্য বস্তু কিম্বা যে টাকা কি বস্তু ডিক্রী জারীর বাবতে কি আমানৎরূপে কি অন্য বাবতে আপনি আপন ভারের অনুসারে লইয়াছে তাহা আপনি তছরুফ করিয়াছে কিম্বা কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের খোদ জজ সাহেবের কি জজ সাহেবদিগের ঐ আমলার উপর এবিষয়ের সন্দেহ হয় তবে তাঁহারদিগের তৎক্ষণাৎ তাহার যথার্থ বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্তে সবাসরী তজবীজ করিয়া ঐ নালিশের কি সন্দেহের বিষয়ের তহকীক তদন্ত করিতে হইবেক এবং তাঁহার ঐ যে আমলার উপর তহমৎ কি সন্দেহ হইয়াছে তাহাকে মোকদ্দমার তজবীজ করা সারা না হওনপর্য্যন্ত হাজির থাকিবার নিমিত্তে মাতবর জামিনী দিতে হুকুম করিবেন ও যদি ঐ ব্যক্তি এমত জামিনী দিতে না পারে ও তাহাকে মোকদ্দমার তজবীজ সারা না হওনপর্য্যন্ত কয়েদ রাখা আবশ্যক জানা যায় তবে ঐ ব্যক্তি ঐমত জামিনী যাবৎ না দেয় তাবৎ তাহাকে পেয়াদা লোকের নজরবন্দিতে কি দেওয়ানী আদালতের জেলখানায় কয়েদ রাখিতে ঐ জজ সাহেব কি জজ সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।- ১৮১৭ সা। ১৮ আ। ৭ ধা। ২ প্র।

৫৭। যদি উপরের লিখনমত সরাসরী তহকীক করণানুসারে উপরের লিখিত নালিশের তজবীজ সারা হইলে পর যাহার নামে নালিশ কি তহমৎ হইয়া থাকে যথার্থই তাহার অন্যের কিছু টাকা কি বস্তু লইয়া শরারতী করিয়া তছরুফ করা সাবুদ হয় তবে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে পুনরায় তাহা আদালতের তহবীলে দাখিল করিবার হুকুম তাহার উপর হইবেক ও সে যদি ঐ হুকুমমত কার্য্য না করে তবে যে মতে দেওয়ানী আদালতের অন্যং ডিক্রী জারী হয় ও তাহার লিখিত টাকা উসুল হয় সেই মতে ঐ টাকা ঐ ব্যক্তির কি সে আপন ভারের কর্ম্মের আঞ্জাম করণের বাবৎ জামিন দিয়া থাকিলে সেই জামিনের স্থানে উসুল হইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১৮ আ। ৭ ধা। ৩ প্র।

৫৮। কোন এক দেওয়ানী আদালতের খাজাঞ্চী টাকা তছরুফ করিল। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে জজ সাহেবের উচিত যে ১৮১৭ সালের ১৮ আইনের অনুসারে সেই বিষয়ের সরাসরী তদারক করেন এবং যে বিশেষ টাকার ঐ খাজাঞ্চীর নিশা করিতে হইবেক তাহার বিষয়ে এক সরাসরী ডিক্রীতে হুকুম দিতে হইবেক এবং যেপর্য্যন্ত সেইরূপ ডিক্রী না হয় সেইপর্য্যন্ত জজ সাহেব ঐ আমলার তছরুফকরা টাকা আদায় করিতে পাবেন না।--১৮২০ সালের ২৯ ডিসেম্বরের ৩৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৯। এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে যদি দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের আমলাদিগের মধ্যে কেহ তাহার উপর যে কোন হিসাব তৈয়ার করিবার ও তাহা দরপেশ করিবার ভার থাকে তাহা দরপেশ না করে তবে তাহার উপর উপরের প্রকরণের লিখিতমত আচরণ করা যাইবেক ও সরাসরী তজবীজের দ্বারা তহকীককরা হইলে পর যদি তাহার কসুর সাবুদ হয় তবে তৎক্ষণাৎ সেই হিসাব যাহা দরপেশ করে নাহি তাহা দিবার হুকুমহওনের অতিরিক্ত মোকদ্দমার ভাব ও সেই ব্যক্তির আহওয়াল বুঝিয়া যে জরীমানা উপযুক্ত বোধ হয় তাহা দিবার হুকুম হইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১৮ আ। ৭ ধা। ৪ প্র।

৬০। যদি কোন ব্যক্তি তাহার উপর এই ধারার লিখনমতে জিলা কি শহরের জজ সাহেব যে হুকুম দেন তাহাতে নারাজ হয় তবে সে আপন জিলার এলাকা বুঝিয়া প্রবিন্সাল কোর্টে অন্য সরাসরী আপীলের মোতালক

হুকুমের মতে ঐ হুকুমের উপর সরাসরী আপীল করিতে পারিবেক ও যদি আপেলাণ্ট প্রবিন্সাল কোর্টের হুকুম আমলে আনিবার নিমিত্তে মাতবর জামিনী দাখিল করে তবে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের করা ডিক্রীর লিখিত হুকুম যাবৎ তাহা প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতের হওয়া ডিক্রীর হুকুমমতে বহাল না হয় তাবৎ জারীহওয়া মৌকুফ থাকিবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১৮ আ। ৭ ধা। ৫ প্র।

[এইরূপ আপীল এক্ষণে সুতরাং সদর আদালতে করিতে হইবেক।]

৬১। সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে সিবিল জজ সাহেব যে ব্যক্তিকে বিচারার্থে সোপর্দ্দ করেন তাহাকে ঐ জজ সাহেব আপন সেশন জজী পদে বিচার করিতে পারেন না। সদর আদালত আরো হুকুম করিতেছেন যে ১৮১৭ সালের ১৮ আইনের ৭ ধারার বিধির অনুসারে যদ্যপি জজ সাহেব এদেশীয় আমলাদের টাকা তছরুফ করণের বিষয়ে সরাসরী তহকীক করিতে পারেন তথাপি দায়েরসায়েরী কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা ঐ অপরাধ বিচারকরণের নিমিত্ত অপরাধিকে কয়েদ করিতে আইনমতে জজ সাহেবের ক্ষমতা নাহি। ঐ কার্য্যের ভার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি আছে এবং যদি অপরাধি ব্যক্তির নামে ফৌজদারী নালিশ করিতে কোন প্রবল কারণ থাকে তবে জজ সাহেবের উচিত যে আপনার সরকারী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠান্ কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব সাক্ষ্য বিলক্ষণরূপে বিবেচনা করিয়া আপনার অভিপ্রায়ক্রমে আসামীকে কয়েদ অথবা খালাস করিবেন।—১৮৩২ সালের ১ জুনের ৬২১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬২। ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৮ আইনের ৭ ধারার প্রস্তাবিত মতে কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের এদেশীয় কোন আমলা আপন পদক্রমে ঐ আদালতে ঐ আদালতের কোন হুকুমমতে উসুলহওয়া কি আমানৎ রাখা কোন টাকা কি বস্তু আপনি হরণকরণ প্রমাণ হইলে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ হরণকরা টাকা কি বস্তুর মূল্য প্রথমতঃ সরকারের খাজানাখানাহইতে যাহার স্থানহইতে ঐ টাকা কি বস্তু আদালতে লওয়া গিয়া থাকে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়ান ও পুনর্ব্বার ঐ টাকা কি বস্তুর মূল্য পাওয়া যাইবার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়ার গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ সকল বিষয়ের বেওরা বিবেচনা করিয়া যেমন উপযুক্ত বুঝেন তাহাই করিতে ঐ শ্রীযুত কর্তৃত্ব রাখেন ইতি। ১৮২৭ সা। ৩ আ। ৬ ধা।

৬৩। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে আদালতে যে টাকা আমানৎ থাকে তাহা কারসাজীর দ্বারা পাওনের এবং তাহা আপনার নিমিত্তে ব্যয় করণের অপরাধ কোন আমলার উপর সাব্যস্ত হইলে তাহার দ্বারা ১৮১৭ সালের ১৮ আইনের ৭ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ১৮২৭ সালের ৩ আইনের ৬ ধারার নিরূপিত সরাসরীমতে টাকা আদায় করণের প্রচুর কারণ জ্ঞান হইবেক না।—১৮৪২ সালের ৯ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩৬ পৃষ্ঠা।

৬৪। আদালতের সিরিশ্তার আমলারদিগকে আপনং দফ্তরের কাগজপত্র বলপূর্ব্বক ফিরিয়া দেওয়াইবার কোন বিধি আইনের মধ্যে নাই অতএব সেই প্রকার মোকদ্দমা ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ২১ ধারার সাধারণ বিধানের মধ্যে পড়ে।—১৮১৪ সালের ৩ আগষ্টের ১৭৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬ ধারা।

আমলারদের জিম্মায় যে সরকারী টাকা রাখা যায় তাহা আপনারদের কর্ম্মে খাটাইলে তাহারদের নামে নালিশ ও দোষ নিশ্চয় করণ।

৬৫। যে সকল খাজাঞ্চী ও তহসীলদারদিগের ও সরকারের এদেশীয় আর২ যে সকল কার্য্যকারকদিগের জিম্মাতে সরকারের টাকা থাকে তাহারদিগকে এই ধারানুসারে দৃঢ় আজ্ঞা করা যাইতেছে যে তাহারা আপনং জিম্মার সরকারী টাকা আপনার কিম্বা অন্য কাহার লভ্যার্থে কোন কারবারে না খাটায় ইতি।—১৮১৩ সা। ২ আ। ২ ধা।

৬৬। যে কোন ব্যক্তি উপরের ধারার লিখিত নিষেধ না মানিয়া কার্য্য করে সে ব্যক্তি অপরাধিদিগের মধ্যে গণনীয় হইবেক ও তাহা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে প্রমাণ হইলে ঐ আদালতের সাহেবদিগের প্রতি যে সকল অপরাধের শাস্তির পরিমাণ শরা কিম্বা আইনানুসারে নিরূপণ না হইয়া হাকিমের বিবেচনার প্রতি নির্ভর আছে তাহার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ২ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তদনুসারে ঐ সাহেব লোক সে ব্যক্তির প্রতি যেমত শাস্তির হুকুম দেওয়া উচিত বুঝেন তাহা দিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে দায়েরসায়েরী আদালতের জজ সাহেবের প্রতি এমত ক্ষমতা নাহি যে উপরের

ধারার উক্ত অপরাধের প্রতিফলে ঐ অপরাধির প্রতি কোড়া মারিবার ও কঠিন শ্রম করিবার হুকুম দেন ও যদি ঐ সাহেবের বিবেচনাতে সে ব্যক্তির অপরাধের দৃষ্টে সাত বৎসরের মিয়াদ অল্প বোধ হয় তবে ঐ সাহেবের উচিত যে মোকদ্দমার রোয়দাদের কাগজ আপন বিবেচনার বৃত্তান্তসহিত নিজামৎ আদালতের সাহেব লোকের হজুরে পাঠান্ যে ঐ সাহেব লোক সে মোকদ্দমাতে নাতক অর্থাৎ চূড়ান্ত হুকুম দেন ইতি।—১৮১৩ সা। ২ আ। ৩ ধা।

৬৭। এই আইনের লিখনমতে উপরের উক্ত অপরাধ কাহার প্রতি প্রমাণ হইয়া তাহার প্রতি আদালতের হুকুম হইলে বিষয় বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর ও বোর্ড ত্রেডের সাহেব লোকের উচিত হইবেক যে সে মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠান্ যে ঐ শ্রীযুত সে অপরাধির প্রতি সরকারের চাকরীহইতে অবসর হইয়া পুনর্ব্বার জীবনাবধি সরকারের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত না হইবার হুকুম দেওনের বিবেচনা করেন ইতি।—১৮১৩ সা। ২ আ। ৪ ধা।।

৬৮। সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে টাকা তছরুফ করণের অপরাধের বিষয়ে মুসলমানেরদের শরা'ত যে বিধি আছে তাহা ১৮১৩ সালের ২ আইনের দ্বারা রদ হয় নাহি ঐ অপরাধ ঐ শরা'র অনুসারে দণ্ডের যোগ্য অতএব অপরাধি ব্যক্তিকে দায়েরসায়েরী আদালতে বিচার হওনার্থ সোপর্দ্দ করা যাইতে পারে।—১৮৩০ সালের ১ আপ্রিলের ৫৪৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৯। কোন সরকারী কর্ম্মকারকের সিরিশ্‌তার পেয়াদার জিম্মায় যে টাকা দেওয়া যায় অথবা সে ব্যক্তি যে টাকা আদায় করে তাহা তছরুফ করিলে সেই অপরাধ ১৮১৩ সালের ১ আইনের অর্থের মধ্যে গণ্য হইবেক না। তাহা অপরাধের ন্যায় জ্ঞান হইয়া সাধারণ আইনানুসারে তাহার দণ্ড হইবেক।—১৮৩৯ সালের ১৮ জানুআরির ১২০০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭ ধারা।

এদেশীয় যে আমলারদের জিম্মায় সম্পত্তি রাখা যায় তাহারদের স্থানে জামিন লওনের বিষয়। তছরুফ করণিয়া খাজাঞ্চীর বিষয়।

৭০। সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে খাজাঞ্চী ও নাজিরেরদের স্থানে এবং অন্যান্য যে আমলারদের জিম্মায় কার্য্য করণের সময়ে সরকারী অথবা সাধারণ লোকেরদের টাকা কি জিনিস রাখা যায় তাহারদের স্থানে জামিন লইতে হইবেক এবং ঐ আমলার কসুর অথবা চাতুরীতে যে ক্ষতি হয় তাহা পূর্ণ করিয়া দিতে ঐ আমলার জামিনেরা মুচলকা লিখিয়া দিবেক। জামিনের যত টাকার নিদর্শনে জামিন দিতে হইবেক তদ্বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা কহেন যে তাহা প্রত্যেক গতিকে বিষয় বুঝিয়া এবং যে আমলার স্থানে জামিন তলব হয় তাহার জিম্মায় যত টাকা কি সম্পত্তি থাকনের সম্ভাবনা আছে তাহার সংখ্যা ও মূল্য বিবেচনা করিয়া নির্দ্ধার্য্য করিতে হইবেক এবং যে জামদাদ বন্ধক দেওয়া যায় তাহার তফসীল জামিনী পত্রের নীচে লিখিতে হইবেক এবং জামিন যাবৎ আপনার ঝুকীহইতে মুক্ত না হয় তাবৎ ঐ জামদাদ বিক্রয় না করিতে অথবা কোন প্রকারে হস্তান্তর না করিতে একরার লিখিয়া দিবেক।—১৮৩১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৭১। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে উত্তর কালে জামিন লইতে হইলে তুমি উক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য করিবা এবং ঐ জামিনের মাতবরীর বিষয়ে মনোযোগী হইয়া নিশ্চয় করিবা। তাঁহারা আরো হুকুম করিতেছেন যে তোমার সিরিশ্‌তার আমলারা যে জামিন দিয়াছে তাহা মাতবর কি না ইহা প্রতিবৎসরের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে অতিমনোযোগপূর্ব্বক তহকীক করিবা এবং তহকীক করণেতে যাহা দৃষ্ট হয় তাহার এক রিপোর্ট নীচের লিখিত পাঠানুসারে সদর আদালতে গুজরাইবা।

পাঠ।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের ১৮৩১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরক্রমে অমুক আদালতের আমলারদের জামিনীর মাতবরীর বিষয়ে ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে যে তহকীক হয় তাহার রিপোর্ট।

যে কার্য্যকারকের প্রতি জামিন দেওনের হুকুম আছে তাহার নাম ও কর্ম্ম	যত মূল্যের জামিনের আবশ্যক।	জামিনেবদের নাম এবং তাহাবদের একবারের তারিখ।	পুরাতন জামিন পরিবর্ত্তন হওনাতে যে নূতন জামিন হয় তাহার নাম।	মন্তব্য কথা।

-১৮৩১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৭২। যে কর্ম্মকারকেরদের প্রতি আপনারদের অধীন আমলারদের জামিনের বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হুকুম হইয়াছিল তাঁহারা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে রিপোর্ট দেন নাই এবং ঐ জামিন মাতবর কি না এই বিষয়ে প্রায় কেহ আপনারদের মত বিশেষরূপে জানান্ নাই। অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের দ্বারা জামিনীর তহকীকের বিষয়ে যে রিপোর্ট করিতে হুকুম হইয়াছিল তাহা ১৮৩৭ সালের ১ ফেব্রুআরিতে কি তাহার পূর্ব্বে পাঠান্ এবং ঐ সরক্যুলর অর্ডরে যে পাঠ নিরূপণ আছে তাহা রোয়দাদে গাঁথিবার সুগমের নিমিত্তে নিয়ত ফুলিসকেপ নামক এক তক্তা কাগজে লিখিতে হইবেক এবং তাহার নিম্ন ভাগে এমত সর্টিফিকট লিখিতে হইবেক অর্থাৎ "আমি উক্ত আমলারদের জামিনী তহকীক করিয়াছি এবং তাহা উত্তম ও মাতবর জ্ঞান করি এতদর্থে সর্টিফিকট লিখিয়া দিলাম।

শ্রী অমুক জজ অথবা মাজিষ্ট্রেট।"

- ১৮৩৬ সালের ১৬ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৭৩। ১৮৩৫ সালের ৩ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের বিষয়ে আদালতসম্পর্কীয় বিচারকেরদের মনোযোগ করিতে হুকুম হইল এবং তাঁহারদিগকে ইহা জানান যাইবেক যে এ আবশ্যক সম্বাদ তাঁহারা যদি না দেন এবং যদি কিছু টাকা তছরুফ হয় তবে তাঁহারদের ত্রুটির বিষয়ের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে করা যাইবেক।--১৮৩৬ সালের ১৬ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৭৪। সদর আদালতের অধীন আদালতের যে আমলারদের উপর টাকার ঝুঁকী থাকে তাহারদের জামিনের মাতবরীর নির্ণয় করণার্থ আবশ্যক মতে ঐ জিলার আদালত নিতান্ত তহকীক করিয়াছেন ইহা যদি বৎসরে২ সদর আদালতের হৃদ্বোধ হয় তবে কোর্ট অফ ডৈরেকটর্স সাহেবেরদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু যে কর্ম্মকারকেরদের প্রতি এইমত বার্ষিক রিপোর্ট দিবার হুকুম আছে তাঁহারদিগকে অতিস্পষ্টরূপে জানাইতে হইবেক যে তাঁহারা যখন আপন২ আমলার জামিনের মাতবরীর বিষয়ে অঙ্গীকার করেন তখন ঐ আমলার জিম্মায় যত সরকারী টাকা রাখা যায় তত টাকার ঝুঁকী আদালতের সাহেবেরদের শিরে থাকিল এবং যদি উত্তর কালে ঐ জামিন মাতবর নয় দুষ্ট হয় তবে তাহার বিষয়ে তাঁহারা দায়ী হইবেন।-- সদর আদালতের প্রতি বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের পত্রের চুম্বক।--১৮৩৫ সালের ৩ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৭৫। জিলার জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং প্রত্যেক দফ্তরের প্রধান কর্ম্মকারকদিগকে অতিস্পষ্টরূপে জানাইতে হইবেক যে তাঁহারদের এদেশীয় আমলারদের কার্য্যের বিষয়ে তাঁহারদিগকে দায়ী জ্ঞান করা যাইবেক। এমত হইতে পারে যে ঐ আমলারদের অপরাধ কখন২ অপ্রকাশ থাকে কিন্তু যদি তাঁহারদের সাধারণ ও বহুকাল ব্যাপিয়া মন্দাচরণ হয় তবে তাহার কারণ কেবল ইউরোপীয় কর্ত্তারদের আলস্য ও অসাবধানতা।--১৮১৭ সালের ২ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৭৬। ১৮৪৩ সালের ১ আইনে হুকুম আছে যে রেজিষ্টরী না হওয়া দলীলদস্তাবেজঅপেক্ষা রেজিষ্টরীহওয়া সকল দলীলদস্তাবেজ এইঅবধি অগ্রগণ্য হইবেক অতএব ঐ আইনের উপলক্ষে সদর আদালত বোধ করেন যে সরকারের বিষয় উপযুক্তমতে রক্ষার্থ নানা আদালতে নিযুক্ত খাজাঞ্চী ও নাজির এবং অন্যান্য আমলা যে জামিনীনামা লিখিয়া দেন তাহা উক্ত আইনের নিয়মানুসারে রীতিমত রেজিষ্টরী করা উচিত। অতএব তাঁহারা হুকুম করিতেছেন যে সেই সকল জামিনীনামা এবং সেইরূপ অন্যান্য যে দলীলদস্তাবেজ বাতিল বা বিফল হইলে সরকারের ক্ষতি হইতে পারে সেই সকল দলীলদস্তাবেজ-

ইত্যাদি রেজিষ্টরী করিতে হইবেক। এবং বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের সকল দেওয়ানী ও ফৌজদারীর কর্ম্মকারকেরদের কর্ত্তব্য যে ঐ রেজিষ্টরীহওয়া জামিনীনামার সঙ্গে যে ভূমি সম্পর্ক রাখে সেই ভূমি পূর্ব্ব রেজিষ্টরী করা দলীলদস্তাবেজের দ্বারা হস্তান্তর হয় নাহি ইহা নিশ্চয় অবগত হন এবং সেইরূপ অনুসন্ধান না হইলে এবং ঐ জামিনীনামা রেজিষ্টরী না হইলে তাহা উত্তম ও মাতবর একরারের ন্যায় মঞ্জুর হইবেক না। এই কার্য্যে যে রসুম লাগে তাহা যে ব্যক্তিরদের স্থানে জামিনী তলব হয় তাঁহারা দিবেন এবং এইরূপ জামিনীনামা তলব হইলে তাঁহারা যদি তাহা না দেন তবে কর্ম্মহইতে অবসর হইবেন।– ১৮৪৩ সালের ১ মের সবক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৭৭। উক্ত আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে সকল খৎ ও দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি হইয়াছিল তাহার মাতবরীর হানি ঐ আইনের বিধির দ্বারা হয় নাই অতএব সেই প্রকার জামিনীনামা রেজিষ্টরী করণের আবশ্যক নাই। এই হুকুম কেবল উত্তর কালের নিমিত্তে দেওয়া গেল।—১৮৪৩ সালের ২ মের সবক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৭৮। বিধান হইল যে খাজাঞ্চীর বিশ্বস্ততা ও সরলতারূপে কার্য্য নির্ব্বাহের বিষয়ে যদি কোন২ ব্যক্তি জামিন হয় তবে তাহারদের জামিন থাকনসময়ে যত টাকা অপহরণ বা তছরুফ হয় তাহার বিষয়ে জিলার আদালতের জজ সাহেব ঐ জামিনেরদিগকে সকল ঝুঁকীহইতে মুক্ত করিলেও তাহারা দায়ী আছে।—১৮৪০ সালের ১৯ জুনের সবামবী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩৬ পৃষ্ঠা।

৭৯। ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ১৬ ও ১৯ ধারাতে যে বিষয়ের বিধান আছে সেই বিষয়ে কালেক্টর সাহেব যখন কোন বাকীদার তহসীলদার অথবা অন্য আমলাকে কয়েদ করিতে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করেন তখন জজ সাহেবের উচিত যে ঐ২ ধারার বিধানানুসার ছাড়া অন্য কোন প্রকারে কর্ম্ম না করেন অর্থাৎ বাকীদার যাবৎ টাকা না দেয় অথবা যে কাগজপত্রের দাওয়া হইয়াছে তাহা দাখিল না করে বা সেই দাওয়া কাটিবার বিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে জামিন না দেয় তাবৎ ঐ বাকীদারকে কয়েদ রাখেন এবং সেই মোকদ্দমা নয়রী মোকদ্দমার ন্যায় উপস্থিত ও নির্ব্বাহ হইবেক।—১৮১৭ সালের ২৯ ডিসেম্বরের ১৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮০। কালেক্টর সাহেবের খাজাঞ্চী যে টাকা তছরুফ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ করণার্থ তাঁহার ভূমি বিক্রয় হইল এবং এইমত এত্তেলা দেওয়া গেল যে সেই ভূমিতে সেই খাজাঞ্চীর যে স্বত্ব ও অধিকার আছে কেবল তাহাই নীলাম হইবেক। তাহাতে ঐ এত্তেলার দৃষ্টে এবং ১৮১১ সালের ১১ আইনের ২১ এবং ২৯ ধারার দৃষ্টে বিধান হইল যে খরীদাবের খরীদী টাকা দিবার ত্রুটি করাতে যদি ঐ ভূমির পুনর্নীলাম হয় এবং তাহাতে কিছু নোকসান হয় তবে সেই ক্ষতি দুস্তুতঃ সেই টাকার অংশ পাইতে অন্যেরদের দাওয়াপ্রযুক্ত হইলেও তাহা খরীদাবের শিরে পড়িবেক সোহতুক খরীদার সেই ঝুঁকী আপনার উপর আনিল।– সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ১২ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৩৮ পৃষ্ঠা।

৮১। সরকারী কার্য্যকারক বাকীদার হইলে এবং সরকারের পাওনা টাকা আদায়ের নিমিত্ত তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক হইয়া নীলাম হওনের পূর্ব্বে যদি অন্য ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির দাওয়া করেন তবে নীলামের পূর্ব্বে ঐ দাওয়ার বিষয়ে সবামবী তজবীজ করিলে প্রচুর হইবেক। প্রথমতঃ জাবেতামত তজবীজ করণের আবশ্যক নাই। কিন্তু যদি দাওয়াদার চাহেন তবে তিনি নীলামের পর নম্বরী মোকদ্দমা করিতে পারেন আর যদি তাঁহার স্বত্বের প্রমাণ হয় তবে নীলাম বাতিল হইবেক ও খরচাসমেত ঐ সম্পত্তি তাঁহার নামে ডিক্রী হইবেক। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৫ সালের ২৫ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১৬২ পৃষ্ঠা।

৮২। কালেক্টর সাহেবের এক জন খাজাঞ্চী কিছু টাকা তছরুফ করিয়াছিলেন এবং সেই টাকা পূর্ণ করিতে তাঁহার জামিনের তলব হইল। জামিন সেই টাকা আমানৎ করিল এবং সেই আমানতী টাকা তাহার ফিরিয়া পাইবার জন্যে কালেক্টর সাহেব খাজাঞ্চীর সম্পত্তির তিনখান খৎ জামিনকে দিলেন। তৎপরে গবর্ণমেণ্ট জামিনকে মুক্ত করিয়া তিনি যে টাকা আমানৎ করিয়াছিলেন তাহা তাহাকে ফিরিয়া দিতে হুকুম করিলেন। তাহাতে কালেক্টর সাহেব ঐ তিনখান খৎ তাঁহাকে ফিরিয়া দিতে কহিলেন কিন্তু তিনি তাহা করিতে স্বীকৃত না হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে তাহার লিখিত মূল্য আমার প্রাপ্য টাকাহইতে বাদ দেওয়া যায়। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ঐ খতে যে২ ব্যক্তি সহী করিয়াছিলেন তাঁহারদের স্থানে যদি জামিন সেই টাকা না পাইতে পারেন তবে সেই খতের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উপর কিছু ঝুঁকী থাকিবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৩৪ পৃষ্ঠা।

৮ ধারা।

নাজির।

৮৩। ১৮০৩ সালের ১ আগষ্টে সদর আদালত এই স্থির করিলেন যে দেওয়ানী আদালতের নাজিরের জিম্মাহইতে যে দেনদার ব্যক্তি পলায় তাহাতে যদি নাজিরের কিছু ফেরেবীর প্রমাণ না হয় তবে তিনি তাহারদের দেনার বিষয়ে দায়ী নহেন। —১৮০৯ সালের ১৮ নবেম্বরের ৫৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮৪। দেওয়ানী আদালতের নাজিরেরদের ত্রুটি কি অন্য কুক্রিয়াতে যাহারা আপনারদের ক্ষতি হইয়াছে বোধ করে তাহারা সেই ক্ষতির টাকা পাইবার নিমিত্তে যে দাওয়া করে তাহার সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তি হইতে পারে না। কিন্তু এইমত গতিকে দাওয়াদারেরদের নম্বরী মোকদ্দমা করিতে হইবেক এবং ঐ মোকদ্দমা যথাসাধ্য শীঘ্র নিষ্পত্তি করিতে হইবেক পরন্তু ঐ দাওয়ার উপর যে ডিক্রী হয় তাহার মতাচরণ করণের নিমিত্তে নাজিরের স্থানে জামিন লওয়া যাইতে পারে। ১৮০৯ সালের ১৮ নবেম্বরের ৫৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮৫। আদালতের নাজির কিম্বা তিনি আপনার এওজে যে কোন ব্যক্তিকে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ ধারানুসারে পরওয়ানা জারী করিতে পাঠান সেই ব্যক্তি যদি আসামীর ঘরের উঠানে প্রবেশ করে কিন্তু আসামী ঘরের দ্বার বন্ধ করে তবে নাজির কিম্বা তাহার দ্বারা প্রেরিত ব্যক্তি বলপূর্ব্বক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না। —১৮৩২ সালের ২১ ডিসেম্বরের ৭৪৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮৬। ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারাতে হুকুম আছে যে ভূমি ক্রোক ও নীলাম করণের কার্য্যে নাজির নিযুক্ত হইতে পারে কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন যে ঐ নীলামের উৎপন্নের উপর নাজিরেরা কিছু কমিসান পাইতে পারেন না।—১৮২৯ সালের ১৯ মের ৫০৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮৭। দেওয়ানী আদালতের নাজির নাওলাবিসী সম্পত্তি নীলাম করিলে তাহার উপর শতকরার হিসাবে কমিসান পাইতে পারেন সেহেতুক সেই সম্পত্তি লইয়া গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাহার উৎপন্নের উপর তাহাকে কমিসান দিতে পারেন। কিন্তু যে মৃত ব্যক্তি উইল করিয়া মরেন তাহার সম্পত্তির নীলামের উৎপন্নের উপর নাজির কিছু কমিসান পাইতে পারেন না সেহেতুক সেই নীলাম সেই নাজিরের পদোপলক্ষে হইতেছে না এবং সেই সম্পত্তির টনির সঙ্গে তিনি যে বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন কেবল সেই প্রকার বন্দোবস্তক্রমে নাজির নীলামের কিছু মেহনতানা পাইতে পারেন। পুনশ্চ ডিক্রী জারীক্রমে যে সম্পত্তি নীলাম হয় এবং সরকারী আমলারদের তছরুফ হওয়া টাকা পূর্ণ করিবার জন্যে যে সম্পত্তি নীলাম হয় তাহার উপর নাজির কোন কমিসান পাইতে পারেন না যেহেতুক এই২ নীলাম ডিক্রী জারীক্রমে অথবা আদালতের হুকুমক্রমে হইতেছে। —১৮৩৩ সালের ৩০ আগষ্টের ৮২৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮৮। ১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে যে আমীনেরা নিযুক্ত হয় তাহারা যদি সদর আদালত অথবা অন্য জিলার প্রস্তাবিত জামিনের মাতবরীর বিষয় তদারক করিয়া রিপোর্ট করিতে ফৌজদারী আদালতের নাজিরের প্রতি হুকুম হইয়াছিল তাহার বিষয়ে তিনি জানিয়া শুনিয়া কিছু মিথ্যা কহিয়াছেন এবং তাঁহার এইরূপ মিথ্যা কহাতে কিছু ক্ষতি হইয়াছে তবে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালতের বিবেচনাক্রমে ঐ নাজির সেই ক্ষতির টাকা পূর্ণ করণের যোগ্য হইবেন।—১৮৩৬ সালের ৮ জুলাইর ১০১৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৯০। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে চূড়ান্ত ডিক্রী মানিসার জন্যে আপীলী মোকদ্দমাতে যে জামিনী লওয়া যায় তাহা যদি দেওয়ানী আদালতের নাজির উত্তম ও মাতবর করেন এবং সেই জামিনী তৎপরে মাতবর দুষ্ট না হয় এবং সেইপ্রযুক্ত যদি কিছু ক্ষতি হয় তবে সেই ক্ষতির সরাসরী প্রতিকারের বিষয়ে চলিত আইনে কোন হুকুম নাই। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের বিধানানুসারে নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিনা আর কোন প্রতিকার পাইতে পারে না।—১৮৩৯ সালের ২ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২১ পৃষ্ঠা।

৯ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালতের নায়েব ও মুধা ও পেয়াদা।

৯১। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের নাজিরেরা আপনারদিগের তাবে নায়েব ও মুধাসকল ও পেয়াদাগণ ইত্যাদিপ্রকার যে চাকরদিগের কৃত কর্ম্মের দায়ে ঠেকে সে চাকরদিগকে নিজ প্রভুত্বে পূর্ব্বমতে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেক। এবং যদি কখন সেমত কোন চাকরের কর্ম্মস্থান শূন্য হয় তবে তৎকালে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার অনুসারে সে কর্ম্মের দায় আপন শিরে রাখিয়া তথাকার জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট ইহার যে সাহেবের মোতালক হয় তাঁহার মঞ্জুরীক্রমে তৎকর্ম্মে অন্য লোককে নিযুক্ত করিতে পারিবেক। এবং এমতে নিযুক্তকরা লোকদিগেরে তগীর করিতে চাহিলে যদি তাহা করণের বিশিষ্ট হেতু সেই জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দর্শাইতে পারে তবে তগীর করিতেও শক্ত হইবেক। কিন্তু সে তগীর জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অগোচরে ও বিনা-মঞ্জুরে করিতে পারিবেক না ইতি। ১৮০৪ সা। ৫ আ। ১২ ধা।

৯২। নাজিরদিগের সমভিব্যাহারি নায়েব ও মুধা ও পেয়াদারা আপনং জিম্মার সমস্ত কার্য্য প্রকৃতপ্রস্তাবে করিবার কারণ জজ সাহেবেরা যত টাকার নিদর্শনে মুচলকা লইবার ধার্য্য করেন নাজিরেরা তত টাকার নিদর্শনে মুচলকা লিখিয়া দিবেক।— ১৭৯৩ সা। ১৩ আ। ২ ধা।

৯৩। ইহার দ্বারা সিবিল জজ সাহেবদিগকে স্মরণ করাণ যাইতেছে যে ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ২ ধারা মোতাবেক ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ২ ধারা এবং ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ১২ ধারায় হুকুম হইয়াছিল যে প্রত্যেক দেওয়ানী আদালতের নাজির আপন তাবে পেয়াদারদের প্রকৃতপ্রস্তাবে কার্য্য করিবার কারণ মুচলকা লিখিয়া দিবেন। এবং এমত হইতে পারে যে মুনসেফেরদের আদালতে নাজির নিযুক্ত করণের বিষয়ি আইনের সম্প্রতি যে মতান্তর হইয়াছে তাহাতে ঐ বিধির বিষয় বিস্মৃত হওয়া গিয়াছে অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে এইপ্রকার বিস্মরণ হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয় করিবার উদ্যোগ অব্যাজে করা যায় এবং যদি এইমত হইয়া থাকে তবে ঐ আইনের উপরের উক্ত বিধি সর্ব্বত্র প্রতিপালন করণের হুকুম দেওয়া যায়।—১৮৪৮ সালের ১৩ মার্চের সরকুলর অর্ডর।

৯৪। যদি কোন মোকদ্দমায় সমন কিম্বা অন্য কোন হুকুম সেই মোকদ্দমার আসামী কিম্বা কোন সাক্ষী অথবা অন্য কোন লোকের প্রতি হয় ও যে স্থানে আদালতের কাছারী থাকে তথায় সে লোক হাজির কিম্বা তাহার বসত না রহে তবে তাহা পঁহুছাইবার কারণ পদাতিক অর্থাৎ পেয়াদা পাঠাইতে হইলে তাহার তলবানা এক পেয়াদায় দিনপ্রতি ।০ চারি আনার হিসাবে যাহার কার্য্যে সেই পেয়াদা পাঠান যায় সেই দিবেক কিন্তু যে সকল জিলায় পেয়াদার তলবানা চারি আনার কমী দস্তুর থাকে তথায় তদনুসারে দিতে হইবেক। ১৭৯৩ সা। ৪ আ। ২০ ধা।

[উক্ত বিধান ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের দ্বারা মতান্তর হইয়াছে। ৯৯ এবং ১০০ নম্বরী বিধান দেখ।]

৯৫। পেয়াদাদিগের নাম ও তাহারদিগের তলবানার প্রস্তাব কালনিয়মে অর্থাৎ মিয়াদ নির্দ্দিষ্টে সমনআদির পৃষ্ঠে লেখা যায় এবং কোন মোকদ্দমায় দুই জন পেয়াদার অধিক পাঠান না যায় বরং জজ সাহেব যে বিষয়ে দুই জন পেয়াদা পাঠান আবশ্যক জানেন তাহাছাড়া বিষয়ান্তরে এক জন পেয়াদার অধিক না পাঠান্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ২০ ধা।

৯৬। পেয়াদাওগয়রহ্ যে সকল লোকেরা সরকারহইতে কিছু মোকররী মাহিয়ানা না পাইয়া দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের সমন ও অন্য হুকুমনামা জারী করিবাতে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের তলবানা অর্থাৎ রোজ দেওয়া যাওনের বিষয়ে চলিত আইনেতে যে সকল হুকুম লেখা আছে নীচের লিখনানুসারে তাহার ফেরফার ও আধিক্য হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৪ ধা। ১ প্র।

৯৭। জিলা ও শহরের আদালতের জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে আপনারদিগের আদালতের নাজিরদিগকে এমত হুকুম করেন যে যে সকল পেয়াদারা সরকারহইতে কিছু মাহিয়ানা মোকররহওন বিনা দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের সমন ও অন্যং হুকুমনামা জারী করিবার কার্য্য করিতে থাকে তাহার-

দিগের ইসমনবিসী তৈয়ার করাইয়া হজুরে দাখিল করে ও ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সমন ও হুকুমনামা জারী করিবার নিমিত্তে আদালতের মোকররী চাপরাসীদিগের অতিরিক্ত কত পেয়াদা তাঁহারদিগের দরকার তাহা তহকীক করিয়া যেং ব্যক্তিরদিগকে একর্ম্ম করণের নিমিত্তে উপযুক্ত জানেন তাহারদিগকে বাচনী করিয়া তাহারদিগের নাম ও তাহারদিগের পিতার নাম ও বয়ঃক্রম ও বাসস্থান ও চেহারা ইসমনবিসীর বহীতে লিখিতে হুকুম করেন ইতি। -১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৪ ধা। ২ প্র।

৯৮। আদালতের নাজিরদিগকে এ বিষয়ে অতিনিষেধ আছে যে এই ধারার উপরের প্রকরণের মতে যে লোকদিগের নাম ইসমনবিসীর বহীতে দাখিল থাকে কিম্বা যেং লোক আদালতের সিরিশতায় মোকরর আছে সে সকল লোকভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন দেওয়ানী আদালত কি ফৌজদারী আদালতহইতে হওয়া সমন ও হুকুমনামা জারী করিতে কিম্বা আদালতসম্পর্কীয় অন্য কর্ম্ম করিতে এ বিষয়েতে বিশেষ হুকুম জজ সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরহইতে কি অন্য যে কার্য্যকারকের এমত হুকুম দেওনের ক্ষমতা থাকে তাঁহার হজুরহইতে পাওনবিনা প্রবৃত্ত না করে যদি কোন নাজির এ হুকুমের অন্যমতে কার্য্য করে তবে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মহইতে তর্গীর হওনের যোগ্য হইবেক ইতি। ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৪ ধা। ৩ প্র।

৯৯। উপরের লিখনমতে যেং পেয়াদাদিগের নাম ইসমনবিসীর বহীতে লেখা থাকে তাহারদিগকে আদালতের সিরিশতার মোকররী চাপরাসীভিন্ন পেয়াদা জ্ঞান হইবার নিমিত্তে তক্মা অর্থাৎ চিহ্নরূপে দোওয়ালবন্দ কি অন্য যে চিহ্ন জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের বিবেচনাতে উপযুক্ত বোধ হয় তাহা দেওয়া যাইবেক ও সেইং চিহ্নের বিষয়ে যে খরচ লাগে তাহা ঐ সকল পেয়াদাদিগের তলবানার টাকাহইতে উসুল হইবেক ও জিলা ও শহরের আদালতের জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের উচিত হইবেক যে দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতহইতে হওয়া সমন ও হুকুমনামাসকল জারী করণের সময়ে যে তলবানা পাওয়া ওয়াজিবী হয় তাহার সংখ্যা নিরূপণের নিমিত্তে আইনের কি পূর্ব্বের দাঁড়া ও রেওয়াজমতে তলবানার যেং হার নিরূপিত আছে তাহার দৃষ্টে এক নক্শা তৈয়ার করান ও ঐ নক্শাতে প্রত্যেক থানার এলাকার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ অধিকারের বৃত্তান্ত কিম্বা অন্য যে সকল মহালের সরহদ্দবন্দীর নিরূপণ রাখা এ কর্ম্মের নিমিত্তে উচিত জানেন তাহার বৃত্তান্ত আদালত যে স্থানেতে হয় সেখানহইতে ঐ সকল এলাকা কি মহালের একং এলাকা কি মহালের মধ্যস্থানপর্য্যন্ত আন্দাজী অন্তর যত হয় তাহার বয়ান করিয়া ও ঐ সকল এলাকা কি মহালের সরহদ্দের মধ্যে যে পেয়াদা সমন কি হুকুমনামা লইয়া যায় সে পেয়াদা কত দিন মিয়াদের তলবানা পাইবেক তাহার জিগির দিয়া লিখেন ও আদালত যে স্থানে হয় সে স্থানহইতে প্রত্যেক থানার এলাকার কি অন্য মহালের মধ্যে স্থান আন্দাজী যত অন্তর হয় তাহার দৃষ্টে ঐ মিয়াদের ধার্য্য করা যাইবেক ইতি।- ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৪ ধা। ৪ প্র।

১০০। জানা কর্ত্তব্য যে ছোট বড় সমস্ত লোকেরা জানিতে পারিবার নিমিত্তে ঐ নক্শা জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কাছারীতে ও কালেক্টরী কাছারীতে লট্কাইয়া দেওয়া যাইবেক ও ঐ নক্শার লিখিত হার কি মিয়াদহইতে অধিক হারে কি মিয়াদের তলবানা লওয়া কোন প্রকারে সঙ্গত হইবেক না কিন্তু যদি এ বিষয়ে বিশেষ কোন হুকুম জজ সাহেবের কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি রেজিষ্টর সাহেবের ও আসিষ্টাণ্ট সাহেবের এমত হুকুম দিবার অনুমতি অন্য যে কার্য্যকারকের থাকে তাঁহার দস্তখতে হইলে সঙ্গত হইবেক ইতি। -১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৪ ধা। ৫ প্র।

১০১। কোন সমন কি অন্য হুকুমনামা হওনের সময়ে উপরের প্রকরণের লিখিত নক্শামতে তলবানার যত টাকা দিতে হইবেক তাহা সেই হুকুমনামার পিঠে লেখা যাইবেক ও যে ব্যক্তি ঐ হুকুমনামা জারী করিবার দরখাস্ত রাখে সে ব্যক্তি যাবৎ তলবানার টাকা দাখিল না করে তাবৎ তাহা জারী হইবেক না অতএব নাজিরের কর্ত্তব্য যে তলবানার টাকা যখন উসুল হয় তখন তাহার রসীদ ঐ হুকুমনামার পৃষ্ঠে যত টাকা উসুল হয় তাহার সংখ্যা ও যে দাখিল করে তাহার নামনবিসী করিয়া লিখে ইতি।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৪ ধা। ৬ প্র।

১০২। যদি এক জন পেয়াদার মারফৎ দুই কি তাহাহইতে অধিক হুকুমনামা জারী হয় তবে যে জজ সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি সরকারের অন্য কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমমতে তাহা জারী হয় সেই সাহেব এ বিষয় বিবেচনা করিয়া যে মোকররী তলবানার মোট টাকার মধ্যহইতে যেং ব্যক্তির দরখাস্তে হুকুমনামা জারী

হয় তাহারদিগের একং জনের শিরে কি হারে দেনা পড়িবেক তাহার বিষয়ে হুকুমনামার উপর কি পৃষ্ঠে বা দস্তখতে হুকুম লিখিবেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৪ ধা। ৭ প্র।

১০৩। উপরের লিখনমতে কোন হুকুমনামা জারী হইয়া ফিরিয়া আদালতে দাখিল হইলে নাজিরের কর্ত্তব্য যে এমত হুকুমনামা জারী হইবার নিমিত্তে তাহার নিকটে তলবানার যে টাকা দাখিল হইয়া থাকে তাহার চারি হিস্যার তিন হিস্যা যে পেয়াদার মারফতে ঐ হুকুমনামা জারী হইয়া থাকে তাহাকে দেয়। ও বাকী এক হিস্যা আপনি লইতে পারে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৪ ধা। ৮ প্র।

১০৪। জিলা ও শহরের জজ সাহেব ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে ও রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগকে অতিতাকীদ হুকুম আছে যে যথাসাধ্যে সাবধান ও মনোযোগপূর্ব্বক এ বিষয়ের তদারক করেন যে কেহ তলবানার বাহানা করিয়া কিছু খোরাকী অসঙ্গতরূপে ও আইনের অন্যমতে না লয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৪ ধা। ৯ প্র।

১০৫। হুকুম জারী করণার্থ যে পেয়াদাকে পাঠান যায় তাহাকে জারী করণের সময়ে তাহার খোরাকের নিমিত্তে তলবানার যে ভাগ দেওয়া উচিত হয় তাহা নাজির আপনার বিবেচনামতে আপন স্থানীতে পেয়াদাকে দিতে পারেন।—১৮৩৭ সালের ৩১ মার্চের ১০৮৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০ ধারা।

এদেশীয় বিচারকেরদের আদালতের আমলাগণ।

১০৬। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনের আদালতে আমলাসকল ঐ মুনসেফপ্রভৃতির দ্বারা মনোনীত ও নিযুক্ত হইবেক কিন্তু যে জিলা বা শহরের জজ সাহেবের কিম্বা যে সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকার মধ্যে এং মুনসেফপ্রভৃতির আদালত থাকে তাঁহারা ঐং আমলার উপর সাধারণ কর্তৃত্ব করিবেন ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ১২ ধা।

১০৭। সদর আদালতের সাহেবেরা কহেন যে এদেশীয় বিচারকেরা আপনং কাছারীর আমলারদিগকে নিযুক্ত করিলে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের তাহা মঞ্জুর করণের আবশ্যক নাই। আইনে কেবল এইমাত্র লেখে যে ঐ আমলারদের নিযুক্ত করণের বিষয়ে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাধারণ কর্তৃত্ব থাকিবেক অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে সেই কর্ম্মে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে মোকরর করণের নিষেধ করা এবং মোকররং হওয়া ব্যক্তিরদিগকে উত্তম ও বিশিষ্ট হেতু না হইলে তগীর করণের নিবারণ করা ভিন্ন অন্য গতিকে জিলার জজ সাহেব সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।—১৮৩৮ সালের ১৭ আগষ্টের ১১৬০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০৮। সদর আদালতের সাহেবেরা অবগত হইয়াছেন যে এক জন প্রধান সদর আমীন যে জিলাতে পূর্ব্বে মোকরর ছিলেন সেই জিলায় তাঁহার তাবে নিযুক্ত আমলারদিগকে কর্ম্ম দিবার নিমিত্তে অন্য যে আদালতে নিযুক্ত হইলেন সেই আদালতের আমলারদিগকে তগীর করিলেন। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে তোমার এলাকার প্রধান সদর আমীন এবং অন্যান্য এদেশীয় বিচারকদিগকে জ্ঞাত করিবা যে এই প্রকার ব্যবহার অত্যন্ত অনুচিত এবং তাঁহারদের সিরিশ্তার কোন আমলা কুক্রিয়া না করিলে অথবা অযোগ্য না হইলে তাহারদিগকে তগীর করিতে হইবেক না এবং আমলা যত কাল যথার্থ এবং উপযুক্তরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করে তত কাল বলে বা ছলে তাহাকে কর্ম্মে ইস্তাফা দেওয়াইবেন না। ১৮৩৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১০৯। এদেশীয় বিচারকেরদের আমলার মোকরর হওনের বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিতে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ১২ ধারানুসারে তোমাকে (জজ সাহেবকে) যে সাধারণ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল তদনুসারে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে মোকরর করিতে নিষেধ করিবা এবং আরো আদালতের সিরিশ্তায় যে কোন ব্যক্তি একবার মোকরর হয় তাহাকে উত্তম ও বিশিষ্ট হেতু বিনা ঐ বিচারকেরদের তগীর করিতে নিবারণ করিবা। অতএব যে কোন ব্যক্তি বোধ করেন যে এদেশীয় বিচারক আমাকে অনুপযুক্তমতে তগীর করিয়াছেন তাহার স্থানে তুমি দরখাস্ত লইতে পার এবং যদি তাহাকে মোকরর করা উচিত বোধ হয় তবে তাহাকে পুনর্ব্বার মোকরর করিতে হুকুম দিতে পার।—১৮৩৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১১০। যদ্যপি এইপ্রকার অত্যন্ত গর্হিতরূপে কোন ব্যক্তি তগীর হয় এবং তাহা সদর আদালতে জ্ঞান যায় তবে সদর আদালত তাহাতে আপনার অত্যন্ত অসন্তোষ জানাইবেন।—১৮৩৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১১১। ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ১২ ধারায় হুকুম আছে যে মুনসেফ ও সদর আমীন এবং প্রধান সদর আমীনের আদালতের আমলার উপর জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাধারণ কর্তৃত্ব থাকিবেক অতএব ঐ সাধারণ কর্তৃত্ব নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এবং ঐ কর্তৃত্ব যে গতিকে ও যে প্রকারে নিশ্চিত ও একিরূপে করিতে হইবেক তাহা নিরূপণ করণের নিমিত্তে কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত পশ্চাৎ লিখিত বিধান করিতেছেন।—১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

১১২। ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ১২ ধারায় যে সাধারণ কর্তৃত্বের বিষয় কল্পনা আছে তাহার অর্থ বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের সদর আদালতের ১৮৩৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তারিখের এবং পশ্চিম দেশের সদর আদালতের ৫ অক্টোবর তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে এমত লেখা আছে যে জজ সাহেবেরা এদেশীয় বিচারকেরদের আদালতের আমলার পদে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করণ এবং ঐ আমলারদিগকে অযথার্থরূপে তগীর করণ নিবারণ করিবেন এবং তগীরহওয়া আমলারদের আপীল লইতে এবং উচিত বোধ হইলে তাহারদিগকে পুনর্ব্বার বহাল করিতে জজ সাহেবেরদের ক্ষমতা আছে অতএব ঐ নিবারণ ও নিষেধের ক্ষমতার কার্য্য উপযুক্ত ও সফলরূপে নির্ব্বাহ হয় এই নিমিত্তে মধ্যে২ আপীল হওনের দ্বারা এ সকল আদালতের তদ্বিষয়ের কার্য্য জজ সাহেবেরা যেরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন তদপেক্ষা অধিক নিশ্চিত সম্বাদ পাইবার তাঁহারদের আবশ্যক আছে।—১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১১৩। অতএব হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে উত্তর কালে মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরা আপনং আদালতের সকল আমলার নিযুক্ত ও তগীর এবং পরিবর্ত্ত হওনের রিপোর্ট যে জজ সাহেবের অধীনে তাঁহারা থাকেন তাঁহার নিকটে দিবেন।—১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১১৪। ঐ বিচারকেরা আপনারদের সিরিশ্তার কোন ব্যক্তির নিযুক্ত হওনের সম্বাদ দিলে নীচের লিখিত পাঠানুসারে এক কৈফিয়ৎ জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।

নিযুক্ত হওয়া ব্যক্তির নাম	তাহার বাসস্থান	তাহার বয়ঃক্রম ও জাতি	যে পদে নিযুক্ত হইয়াছে এবং তাহা যেরূপে শূন্য হইল	সেই ব্যক্তি পূর্ব্বে সরকারী কর্ম্মে ছিল কি না এবং কোন কর্ম্মে

—১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১১৫। কোন সিরিশ্তার এক পদহইতে অন্য পদে কোন ব্যক্তির নিযুক্তহওনের রিপোর্ট করিলে যে কারণে পরিবর্ত্ত করা গেল তাহার সংক্ষেপ কৈফিয়ৎ তাহার সঙ্গে পাঠাইতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১১৬। কোন ব্যক্তির তগীরীর বিষয়ের রিপোর্ট হইলে তিনি যে দোষ করিয়াছেন তাহার নিশ্চিত প্রকার এবং ঐ আমলাকে কি২ কারণে তগীর করা আবশ্যক বোধ হইল ইহা লিখিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১১৭। এবং কোন ব্যক্তি কর্ম্ম ইস্তাফা দিলে তাহার রিপোর্ট করিতে হইবেক এবং যে কারণ জানাইয়া ইস্তাফা দিলেন তাহাও জানাইতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১১৮। তোমার অধীন আদালতের সিরিশ্তার আমলারদের নাম তোমার কাছারীতে রেজিষ্টরী হইবেক এবং তাহার যে কর্ম্মকারকের অধীন থাকে তিনি তাহারদের মাহিয়ানার বিল মাসে২ আপনার বিলের সঙ্গে২ পাঠাইবেন।—১৮৩৮ সালের ২ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

১১৯। সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে সদর আমীনদিগকে আপনারদের সিরিশ্তার কর্ম্মেতে স্বীয় কুটুম্বদিগকে নিযুক্ত করিতে অনুমতি দেওয়া অনুচিত অতএব তাঁহারা এই ব্যবহার নিবারণ করিতেছেন এবং হুকুম করিতেছেন যে ঐ সদর আমীনেরদের মনোনীত করা আমলার মঞ্জুর করণের পূর্ব্বে সেই ব্যক্তি এই নিষেধপ্রযুক্ত সেই কর্ম্মের অযোগ্য নহে এমত এক সর্টিফিকট সদর আমীন দিবেন।—১৮৩০ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১২০। জিলা ও শহরের আদালতের আমলারা ঘুষ লইলে কিম্বা জবরদস্তী করিয়া কিছু লইলে কি অন্য কোন মন্দ কর্ম্ম করিলে সামান্য আইনক্রমে এইক্ষণে যে শাস্তি ও জরীমানার যোগ্য হয় সেইমত সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনের আমলারা ঐং অপরাধের নিমিত্তে শাস্তি ও জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি। —১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৫ ধা। ২ প্র।

১২১। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৫ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত বিধি মুনসেফের আদালতের আমলাদিগের প্রতি খাটিবেক ইতি। ১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ১১ ধা।

১২২। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৫ ধারার ২ প্রকরণে হুকুম আছে যে নানা আইনানুসারে জিলা ও শহরের আদালতের আমলারা জবরদস্তী করিয়া টাকা লইলে বা ঘুষ লইলে কি কুক্রিয়া করিলে যে দণ্ডের যোগ্য সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনের আমলারা সেই অপরাধ করিলে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক। ঐ সকল বিধি মুনসেফের আদালতের আমলার বিষয়ে খাটিবার হুকুম হইল। যে আদালতে ঐ আমলারা নিযুক্ত থাকে সেই আদালতে ঐ অপরাধের নালিশ গ্রহণ হইয়া নিষ্পত্তি হইবেক কিন্তু যে টাকার বিষয়ে নালিশ হয় তাহা যদি ঐং আদালতের ক্ষমতার অধিক হয় তবে তাহা জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং তিনি অন্য যে কোন আদালত তাহা নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা রাখেন তথায় পাঠাইবেন অথবা তিনি তাহা আপনার নথীতে রাখিবেন। —১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ১৩ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

১২৩। তোমার পত্র সিবিল আডিটর সাহেবের নিকটে পাঠান গেল এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার মত গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে তাঁহার প্রতি হুকুম হইল। তাহাতে তিনি এই পরামর্শ দিলেন যে সকল আমলাকে রাহাখরচের নিমিত্তে আপনারদের মাসিক বেতনের দশ ভাগের তিন ভাগ দেওয়া যায়। অপর শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর সাহেব বোধ করেন যে আমলারদের দেশ বা ধর্ম্মের বিষয় প্রভেদ না করিয়া সকল আমলার রাহাখরচ সমান করিয়া দেওয়া যথার্থ হয় এবং সিবিল আডিটর সাহেব যে নিবিখের প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে কার্য্য করা উচিত।—১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১২৪। কলিকাতা ও আগ্রার সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে সরাসরী রিপোর্টের প্রথম বালমের দ্বিতীয় ভাগের ৩৮ পৃষ্ঠায় যে নজির লেখা আছে তাহা ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ১২ ধারার বিধির এবং ১৮৩৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তারিখের ২৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের এবং ১৮৪১ সালের ২৫ ফেব্রুআরি তারিখের ১৭৮ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের বিরুদ্ধ অতএব ঐ নজির বাতিল হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক এবং ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে জিলার জজ সাহেব যদি আপনার আদালতের কিম্বা আপনার অধীন আদালতের কোন আমলাকে বর্খাস্ত করেন তবে তাঁহার হুকুমের উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে। ১৮৪৮ সালের ২১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

১১ ধারা।

এদেশীয় বিচারকেরদের আদালতে নিযুক্ত নাজির ও পেয়াদা।

১২৫। প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরা আপনং সিরিশতার মধ্যে নাজিরনামে খ্যাত আমলা রাখিবেন এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৪ ধারার ৮ প্রকরণের হুকুম ঐ নাজিরের উপর খাটিবেক ইতি। ১৮৩২ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ৫ প্র।

১২৬। সদর আদালতের সাহেবেরা স্থির করিয়াছেন যে জজ সাহেবেরদের আদালতের নাজিরেরদের স্থানে যেরূপে জামিন লওয়া যাইতেছে সেইরূপে প্রধান সদর আমীনেরদের এবং সদর আমীনেরদের আদালতের নাজিরেরদের স্থানে জামিন লইতে হইবেক। প্রধান সদর আমীনেরদের আদালতের নাজিরেরদের স্থানে ৫০০০৲ টাকার জামিন এবং সদর আমীনেরদের আদালতের নাজিরেরদের স্থানে ১০০০৲ টাকার জামিন লইতে হইবেক। —১৮৪২ সালের ২৭ মের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১২৭। ঐ আমলারা যে জামিন দেন তাহার বিষয়ে জজ সাহেব বৎসরে২ তহকীক করিবেন এবং তাহার রিপোর্ট সরক্যুলর অর্ডরের পুস্তকের ৩ বালমের লিখিত ২৮ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে নির্দ্দিষ্ট ৯ নম্বরী বার্ষিক দেওয়ানী কৈফিয়তে লিখিবেন। —১৮৩২ সালের ২৭ মের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১২৮। যে জিলা বা শহরের এলাকার মধ্যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম চলন হইয়াছে কি হইবেক ঐ জিলা কি শহরের জজ সাহেবেরা আপনারদিগের এলাকার মধ্যের মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরা দেওয়ানী বিষয়ের হুকুমনামা জারী করিবার নিমিত্তে যেং পেয়াদা নিযুক্ত করিতে চাহেন তাহারদের ইসমনবীসী মুনসেফপ্রভৃতির স্থানে তলব করিবেন এবং যত পেয়াদার দরকার তাহা তহকীক করিয়া

যেং ব্যক্তিকে এ কর্ম্মকরণের নিমিত্তে উপযুক্ত জানেন তাহাবদিগকে বাচনী করিয়া তাহারদের নাম ও তাহারদের পিতার নাম ও তাহারদের বয়ঃক্রম ও বাসস্থান ও চেহারা ইসমনবীসীর বহীতে লিখিতে হুকুম করিবেন ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

১২৯। ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণের সম্পর্কে সদর দেওয়ানী আদালতকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন এবং মুনসেফেরা আপনং দেওয়ানী হুকুম জারী করণার্থে যে পেয়াদাকে নিযুক্ত করিতে চাহেন সেই পেয়াদা নূতন নিয়ম হওনের পূর্ব্বে জজ ও সদর আমীন এবং মুনসেফেবদের আদালতের রেজিষ্টরী হওয়া পেয়াদার মধ্যহইতে বাচিয়া লইতে হইবেক কি না অথবা তাঁহারা নূতন লোক সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন। আমি নিবেদন করিতেছি যে নূতন পেয়াদাকে নিযুক্ত করিতে যদি তাঁহারদের প্রতি অনুমতি হয় তবে অনেক পুরাণ চাকর সুতরাং কর্ম্মচ্যুত হইবেক। তাহাতে সদর আদালত এই বিধান করিলেন যে উক্ত আইনের কথানুসারে মজকুরী পেয়াদা মনোনীত করণের ভার দেশীয় বিচারকেবদের প্রতি অর্পণ হইয়াছে এবং তাঁহারদের মনোনীতহওয়া ব্যক্তিবদের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মের যোগ্য বোধ হয় এমত যত পেয়াদার আবশ্যক হয় তত পেয়াদাকে জজ সাহেব বাচিয়া লইবেন। সদর আদালতের সাহেবেরা কহেন যে এদেশীয় বিচারকেরা আপনং আদালতের আমলাবদিগকে মোকরর এবং জগীর করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব তাঁহারদের হুকুম জারী করণের নিমিত্তে পেয়াদাবদিগকে মনোনীত করিতে তাহারদিগকে ক্ষমতা দেওয়াতে কিছু আপত্তি নাই।—১৮৩৩ সালের ১৫ মার্চের ৭৬২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩০। এই পারার হুকুমক্রমে যেং গতিকে উভয় বিবাদির মধ্যে কোন ব্যক্তির দ্বারা হুকুমনামা জারী না হইয়া আদালতের কোন পেয়াদার মারফতে জারী হয় সেইং গতিকে মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনদিগকে নিষেধ হইল যে জজ সাহেবের বিশেষ অনুমতিব্যতিরেকে তাঁহারা উপরের লিখনমতে (১২৮ নম্বরী বিধানে) রেজিষ্টরীকরা পেয়াদাভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

১৩১। উপরের লিখিত হুকুমক্রমে যেং পেয়াদা নিযুক্ত হইবেক তাহারদের উপর ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৪ পারার ৪। ৫। ৬। ৭ প্রকরণের লিখিত হুকুম খাটিবেক ঐং প্রকরণের হুকুমেতে জজ সাহেবের আদালতের নাজিরের যেং কর্ম্ম করিতে হয় তাহা মুনসেফের আদালতে মুনসেফেরা নিজে করিবেক কিন্তু ঐং গতিকে যে তলবানা লওয়া যাইবেক তাহা জজ সাহেবের আদালতসম্পর্কীয় তলবানার চারি হিস্যার তিন হিস্যা হইবেক ও ঐ তলবানার কোন হিস্যা মুনসেফেরা নিজে লইবেক না ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ৪ প্র।

১৩২। ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে জজ সাহেবের আদালতে যে সতক কর্ম্ম নাজিরের প্রতি অর্পণ আছে সেইং কর্ম্ম মুনসেফের আদালতে মুনসেফেরা আপনারা করিবেন এবং জজ সাহেবের আদালতে যে তলবানা লওয়া যায় মুনসেফের আদালতে সেই তলবানার চারি ভাগের কেবল তিন ভাগ লওয়া যাইবেক তাহা রদ হইল এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পরে মুনসেফেরা আপনং সিরিশতায় নাজির নিযুক্ত করিবেন। ঐ নাজিরেরদের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৪ ধারার ৮ প্রকরণের বিধান খাটিবেক ইতি।—১৮৪৫ সা। ১৪ আ। ১। ২ ধা।

১৩৩। মুনসেফের নাজিরের মেহনতানার এবং তাঁহারদের স্থানে যত টাকার জামিন লইতে হইবেক তাহার বিষয়ে নীচের লিখিত বিধান সর্ব্বত্র স্থাপন হইল।- ১৮৪৫ সালের ১৭ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৩৪। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৪ ধারার যে ৮ প্রকরণ ১৮৪৫ সালের ১৪ আইনের দ্বারা মুনসেফের আদালতে বিস্তারিত হইল সেই ৮ প্রকরণের বিধির অনুসারে তলবানার যে চারি ভাগের এক ভাগ নাজিরেরদের লইবার হুকুম আছে তাহাই মুনসেফের আদালতের নাজিরেরদের মেহনতানা হইবেক এবং তাহারা আর কিছু পাইবেক না।- ১৮৪৫ সালের ১৭ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৩৫। ঐং আমলারদের স্থানে যত টাকার জামিন লওয়া যাইবেক তাহা ১০০০৲ টাকা স্থির হইল। কিন্তু অনুসন্ধান ও দেখাশুনাতে যেমত উচিত বোধ হয় সেইমত ঐ টাকার সংখ্যা বাড়ান কিম্বা কমান যাইতে পারে।— ১৮৪৫ সালের ১৭ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৩৬। জজ সাহেবেরদের প্রতি হুকুম হইল যে আপন২ জিলার মুনসেফেরদের নাজিরেরা আগামি বৎসরের প্রথম ছয় মাসে তলবানা বলিয়া কিম্বা অন্য কোন বাবতে যত টাকা নিশ্চয় পান্ তাহার রিপোর্ট করেন।—১৮৪৫ সালের ১৭ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৩৭। ১৮৩১ সালের ৫ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের উপদেশের নিমিত্তে যে বিধান চলন ছিল অর্থাৎ ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৪ ধারার ৪। ৫। ৬। ৭ প্রকরণ তদনুসারে সদর আমীনেরা তলবানার বিষয়ে কার্য্য করিবেন।—১৮৩৯ সালের ১৩ জানুআরির ৬৬৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩৮। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৯ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে সাক্ষিরদিগকে হাজির করাইবার নিমিত্তে তলবচিঠী জারী করণের কারণ কোন রসুম দাওয়া করিতে কি লইতে মুনসেফদিগকে নিষেধ আছে এবং ঐ ধারার ৪ প্রকরণক্রমে উভয় বিবাদির মধ্যে কোন ব্যক্তি অথবা তাহার উকীল নিজে তলবচিঠী জারী করিবেক এমত হুকুম আছে কিন্তু ঠিক ঐ হুকুমমতাচরণ করিলে ক্লেশ হইতে পারে এবং সম্প্রতি মুনসেফেরা যে ভারি মোকদ্দমা শুনিতে ক্ষমতা পাইয়াছে ঐ মোকদ্দমাতে বিশেষ ক্লেশ হইতে পারে এপ্রযুক্ত এক্ষণে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে ঐ তলবচিঠী বাহির হয় সে ব্যক্তি তাহা নিজে কি অন্য ব্যক্তির দ্বারা জারী না করিয়া যদি এক জন পেয়াদার মারফতে জারী করিতে চাহে তবে মুনসেফের ক্ষমতা আছে যে ঐ বিষয়ের তলবানা লয় ইতি।—১৮৩১ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

১৩৯। ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার বিধির অনুসারে মুনসেফের আদালতে যে পেয়াদা নিযুক্ত হয় সেই পেয়াদা কেবল আদালতের হুকুম জারী করণার্থ নিযুক্ত আছে এবং তাহারদিগকে খাজানার বাকীর বাবৎ সম্পত্তি ক্রোক ও নীলামের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবেক না।—১৮৩৪ সালের ২৮ ফেব্রুআরির ৮৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪০। মুনসেফের আদালতের হুকুম জারী করণে যে পেয়াদার এক্ষণে নিযুক্ত আছে তাহারদের ইসমনবীসী জজ সাহেব মনোযোগপূর্ব্বক পুনর্দৃষ্টি করিবেন এবং ঐ হুকুম জারী করণের নিমিত্তে যত পেয়াদার আবশ্যক তাহা নিশ্চয় করিয়া তাহারদের মধ্যহইতে সেই কর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রচুরমতে মনোনীত করিবেন। এবং নীচের লিখিত প্রকারে প্রত্যেক মুনসেফকে তাহারদের নাম রেজিষ্টরী করিতে হুকুম দিবেন অর্থাৎ পেয়াদার নাম ও তাহার পিতার নাম এবং তাহার চাপরাসের নম্বর ও তাহার বয়ঃক্রম ও তাহার বাসস্থান ও চেহারা।—সদর আদালতের ১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্টের ১ বিধি।

১৪১। যে ব্যক্তির নাম উপরের লিখিত প্রকারে রেজিষ্টরী না হইয়া থাকে তাহার দ্বারা কোন হুকুম জারী করিতে মুনসেফেরদের প্রতি অতিশক্তরূপ নিষেধ হইল কিন্তু আপনারদের রুবকারীতে বিশেষ আজ্ঞা লিখিলে পর রেজিষ্টরী না হওয়া পেয়াদাকে পাঠাইতে পারেন এবং তাহা হইলে ঐ হুকুমের পৃষ্ঠে তাহা লিখিবেন।—সদর আদালতের ১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্টের ২ বিধি।

১৪২। যে পেয়াদারদের নাম উপরের লিখিতমতে রেজিষ্টরী হয় তাহারদিগকে এক ফিতা এবং তাহারদের পদের এক চাপরাস দিতে হইবেক এবং তাহাতে উপযুক্তমতে নম্বর থাকিবেক। ঐ বিষয়ের সমস্ত খরচ ঐ পেয়াদা দিবেক।—সদর আদালতের ১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্টের ৩ বিধি।

১৪৩। মুনসেফের হুকুম জারী করণেতে যে তলবানা দেওয়া উচিত তাহা ধার্য্য করণের নিমিত্তে মুনসেফেরা আপন২ এলাকার মধ্যে যে হার চলিয়া আসিতেছে তাহার অনুসারে তলবানার এক ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন। ঐ ফর্দ্দের মধ্যে মুনসেফেরদের সদর মোকামহইতে আপন২ এলাকার সীমার নানা স্থান যত দূর হয় তাহা লেখা থাকিবেক। অপর মুনসেফের এলাকার মধ্যে হুকুম জারী করণের নিমিত্তে যত দিবসের তলবানা দিতে হইবেক তাহা মুনসেফের সদর মোকামহইতে প্রধান নগর অথবা গ্রাম যত দূর হয় তাহার হিসাবঅনুসারে করা যাইবেক। —সদর আদালতের ১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্টের ৪ বিধি।

১৪৪। যে ফর্দ্দ এইরূপে প্রস্তুত করা যায় তাহা জজ সাহেবের দৃষ্টি করণ ও তাঁহার হুকুম পাওনের নিমিত্তে তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক এবং তিনি তাহা প্রকৃতরূপে সংশোধিত ও মঞ্জুর করিলে পর তাহা মুনসেফের কাছারীতে সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে লট্‌কান যাইবেক এবং মুনসেফের বিশেষ হুকুমব্যতিরেকে ঐ ফর্দ্দের মধ্যে যে হার নির্দ্ধারিত আছে তাহার অধিক তলবানা দেওয়া যাইবেক না এবং তাহাতে যত দিবস নিরূপিত থাকে তদপেক্ষা অধিক দিবসের তলবানা দেওয়া যাইবেক না এবং মুনসেফ সেইরূপ বিশেষ হুকুম দিলে তাহা রুবকারীতে লিখিবেন।—সদর আদালতের ১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্টের ৫ বিধি।

১৪৫। ঐ ফর্দ্দঅনুসারে যত তলবানার দাওয়া হইতে পারে হুকুম বাহির হওনের পূর্ব্বেই তাহা দাখিল করিতে হইবেক। মুনসেফ ঐ হুকুমনামার পৃষ্ঠে তাহা পাওনের এক রসীদ লিখিবেন এবং যত পাইয়াছেন ও তাহা যে ব্যক্তির স্থানে পাওয়া গিয়াছে তাহা বেওরা করিয়া লিখিবেন এবং হুকুম জারী হইয়া ফিরিয়া আইলে পর ঐ আমানৎহওয়া তলবানা মজকুরী পেয়াদাকে দিবেন।—সদর আদালতের ১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্টের ৬ বিধি।

১৪৬। এইরূপে দেওয়া তলবানা নীচের লিখিত পাঠানুসারে এক রেজিষ্টরীতে লিখিতে হইবেক।

তলবানা আমানতের রেজিষ্টরীর পাঠ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
মোকদ্দমার নম্বর।	ফরিয়াদীর নাম।	আসামীর নাম।	মকদ্দমের প্রকার।	দিবসের সংখ্যা।	আমানৎকরা তলবানার সংখ্যা।	আমানতের তারিখ।	যাহার নামে আমানৎ হয়।	পেয়াদার নম্বর।	পেয়াদার নাম।	যৎসময়ে যাওনের তারিখ।	মফঃসলহইতে ফিরিয়া আইসনের তারিখ।	পেয়াদার রসীদ।	মন্তব্য কথা।

সদর আদালতের ১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্টের ৭ বিধি।

১৪৭। মুনসেফের নিকটে যত টাকা আমানৎ হইয়া পেয়াদাকে জারীকরণার্থে দেওয়া হুকুমনামার পৃষ্ঠে লেখা গিয়া থাকে তাহার অধিক তলবানা কি খোরাকী যদি কোন পেয়াদা দাওয়া করে তবে সে পেয়াদা তগীর হইবেক এবং চলিত আইনে অন্য যে কোন দণ্ডের হুকুম থাকে তাহার যোগ্য হইবেক।—সদর আদালতের ১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্টের ৮ বিধি।

১৪৮। বেআইনীতে তলবানার অধিক কিছু খোরাকী কিম্বা কোন প্রকারে কিছু লওয়া নিবারণ করণার্থে মুনসেফেরদের প্রতি উপযুক্তমতে উপায় করিতে হুকুম হইল। এবং যে তলবানা কেবল পেয়াদাকে দিতে হইবেক তাহার কোন মীরন কি কোন অংশ তাহারদের সিবিল্‌তার কোন ব্যক্তি লইতে পারিবেক না ইহা মুনসেফেরা বিশেষরূপে স্মরণে রাখিবেন।—সদর আদালতের ১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্টের ৯ বিধি।

১৪৯। প্রত্যেক মুনসেফের এলাকার মধ্যে তলবানার হারের বিষয়ে ১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্ট তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের বিটর্ণ সদর দেওয়ানী আদালত প্রাপ্ত হওয়াতে অবগত হইয়াছেন যে হুকুম জারী করণের পেয়াদারদের তলবানার হারের অনেক বৈলক্ষণ্য আছে অতএব তাঁহারা হুকুম করিতেছেন যে বাঙ্গলা ও বেহারের অধিকাংশ জিলার মধ্যে এক্ষণে যে তলবানা দেওয়া যাইতেছে অর্থাৎ প্রতিদিন ৴১০ আনা সেই হারঅনুসারে তাঁহারদের অধীন সকল জিলাতে উত্তর কালে দেওয়া যায়।—১৮৪২ সালের ১১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৫০। যে স্থানে হুকুম জারী করিতে হইবেক সেই স্থানে যাইতে এবং তথাহইতে ফিরিয়া আসিতে যত দিন লাগে তাহা ছাড়া পেয়াদারদিগকে প্রত্যেক সফীনা এবং গ্রেফ্তারীর ও ক্রোকের পরওয়ানা জারী করণার্থ অতিরিক্ত দুই দিবসের এবং অন্য প্রত্যেক প্রকার হুকুম জারী করণার্থ অতিরিক্ত এক দিনের তলবানা দেওয়া যাইবেক।—১৮৪২ সালের ১১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৫১। প্রত্যেক মুনসেফের কাছারীতে লট্‌কাইবার নিমিত্তে জজ সাহেবেরা অতিমনোযোগপূর্ব্বক দেশীয় ভাষায় এক টেবিল অর্থাৎ নক্‌শা প্রস্তুত করিতে হুকুম দিবেন এবং তাহা ব্যবহার হওনের পূর্ব্বে আপনারাই তাহা সংশোধন করিবেন। ঐ টেবিলের মধ্যে আদালতের কাছারীহইতে ঐ এলাকার প্রত্যেক গ্রাম অনুমান যত দূর তাহা এবং দিনপ্রতি পাঁচ ক্রোশ অর্থাৎ দশ মাইলের হিসাবে হুকুম জারী করণের নিমিত্ত যাইতে আসিতে যত দিন ধরা যাইবেক তাহা লেখা থাকিবেক। এই টেবিলে জজ সাহেবের দস্তখৎ ও মোহর হইলে এবং তাহা প্রত্যেক মুনসেফের কাছারীতে সকল লোকের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে লট্‌কান গেলে কিছু ভুল হইতে পারিবেক না এবং উত্তর কালে কিছু বেশী দাওয়া হইতে পারিবেক না।—১৮৪২ সালের ১১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৫২। পূর্ব্বোক্ত রিটর্ণ পাইয়া জজ সাহেবেরদিগকে কিছু কালের নিমিত্ত যে হুকুম দেওয়া গিয়াছিল তাহা এই সরক্যুলর অর্ডরের দ্বারা রহিত হইল।—১৮৪২ সালের ১১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৫৩। মুনসেফেরদের আদালতে তলবানা ও খোরাকী উসুল ও ব্যয় করণের বিষয়ে যে সকল বেদাঁড়া ফরবক্কাবাদের জজ সি আর কার্টরাইট সাহেবের দৃষ্ট হইয়াছিল তাহার বিষয় তিনি ১৮৪১ সালের দেওয়ানী আদালতের কার্য্যের রিপোর্টের মধ্যে লিখিলেন। ঐ রিপোর্টের পশ্চাৎ লিখিত চুম্বক সদর আদালত সামান্যতঃ জজ সাহেবরদের নিকটে পাঠাইতেছেন। প্রত্যেক জজ সাহেব মনোযোগপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে এইরূপ ব্যবহার তাঁহার জিলার মধ্যে চলিতেছে কি না এবং যদি চলিতেছে তবে অগৌণে তাহা নিবারণের উপায় করিবেন।

আমার বোধ হয় যে তলবানা ও খোরাকী উসুল ও ব্যয় করণের বিষয়ে এই জিলার অধস্ত সমস্ত আদালতে অনেক প্রকার বেদাঁড়া ব্যবহার হইতেছে। দুষ্ট হইতেছে যে মুনসেফেরা আপনারদের চাকরেরদের মধ্যে কএক জনকে পেয়াদা করিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন। এই লোকেরা মুনসেফেরদের ঘরের কার্য্যে নিযুক্ত আছে কিন্তু কাছারীর কোন পরওয়ানা জারী করণের নিমিত্তে ঐ লোকদিগকে দেওয়া গেলে তাহাতে তাহারা যাহা পায় তাহাভিন্ন আর কিছু মাহিয়ানা পায় না। এইরূপ দুষ্ট হইতেছে যে উক্ত বিচারকেরদের প্রায় সাধারণ ব্যবহার এই যে তাঁহারদের বেজিষ্টরীহ ওয়া পেয়াদারদের মধ্যে পাঁচ ছয় জন প্রতিমাসে সাত আট টাকা তলবানা পায় কিন্তু ঐ অন্য পেয়াদারা প্রায় দুই টাকার অধিক পায় না ঊর্দ্ধ সংখ্যা তিন টাকা পায়। এই প্রকার ব্যবহার অনুচিত বোধ হয় এবং ভরসা করি যে তাহা নিবারণ করণের বিষয়ে আমি যে উদ্যোগ করিতেছি তাহাতে সদর আদালতের সাহেবেরা সাহায্য করিবেন। ফরবক্কাবাদের বর্ত্তমান দ্বিতীয় মুনসেফ আপনার কর্ম্মের ভার গ্রহণ সময়ে এক রবকারীর দ্বারা আমাকে জানাইলেন যে আপনার কাছারীর চাপরাসীরা এই কালপর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট তলবানাভিন্ন খোরাক বলিয়া কএক টাকা যেমন ফরিয়াদীরদের এবং উকীলেরদের ও মোখ্তারকারেরদের স্থানে পাইতেছে তেমন ডিক্রীদারেরদের স্থানেও পাইতেছে এবং ঐ রীতি নিবারণ করণের নিমিত্তে এক কৈফিয়ৎ জারী করিতে আমার অনুমতি চাহিলেন।—১৮৪২ সালের ৪ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

১২ পারা।

শহর ও কসবা ও পরগনার কাজী।

১৫৪। শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদ ও সকল কসবা ও পরগনার কাজীরা খরীদফরোক্তী কোবালাজাৎ তৈয়ার ও তাহাতে মোহর এবং অন্য শরিয়া কাগজ এতাবতা দান বিক্রয়াদির কাগজপত্র ও সকল শাদীর কার্য্য ও শরার লিখন মাফিক অপর সকল দিনের ক্রিয়া শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাহাদুরের আমলহইতে যেমত করিয়াছে সেই মত করিবার জন্যে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের লিখনানুসারে ক্রোকী দ্রব্যাদি নীলাম এবং ২৪ চতুর্বিংশতি আইনের মতে মোশাহেরা বাঁটিবার কারণ নিযুক্ত হইয়াছে অতএব উপরের প্রস্তাবিত সকল কার্য্যের সরবরাহ কারণ আবশ্যক এই যে যে সকল লোক উপযুক্ত ও শরার খবরদার হয় তাহারাই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হয় ইহাতে তাহারা আপনারদিগের মোতালক সকল কার্য্য সরগরমীতে ইমান দুরস্ত রাখিয়া করিবার খাতিরজমার জন্যে এমত ভরসা দেওয়া উচিত হয় যে যাবৎ তাহারদিগের অনুপযুক্ততা এবং লম্পটতাদি দুষক্রিয়া করণ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে প্রমাণ না হয় তাবৎ তাহারা আপনং কার্য্যহইতে অবসর ও তগীর না হয় অতএব নীচের লিখনানুসারে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৯ আ। ১ ধা।

১৫৫। সদর আদালতের এই অভিপ্রায় তোমাকে জানাইতেছি যে ১৭৯৩ সালের ৩৯ আইনের হেতুবাদে "অন্য শরিয়া কাগজ" এই কথার মধ্যে মোখ্তারনামা গণ্য করিতে হইবেক অতএব কাজী ঐ প্রকার মোখ্তারনামাতে মোহর করিতে পারেন কিন্তু ঐ প্রকার মোখ্তারনামাতে যে ব্যক্তি দস্তখৎ করিয়াছেন সেই ব্যক্তির দ্বারা রীতিমতে তাহা দস্তখৎ হওনের বিষয়ে যদি সন্দেহ হয় তবে কাজীর মোহরছাড়া তদ্বিষয়ে অন্য প্রমাণ জজ সাহেব অবশ্য তলব করিতে পারেন্।—১৮২৬ সালের ৩ নবেম্বরের ৪৩৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১৫৬। জিলা বেহারের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে যে পরগনার নিমিত্তে কোন ব্যক্তি কাজীর কর্ম্মে মোকরর হয় তাহাছাড়া অন্য পরগনাস্থিত ভূমির যে দলীলদস্তাবেজে তাহার নিজের এসাকার বাহিরে সহী হইয়াছিল তাহাতে তিনি মোহর করিতে পারেন কি না তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত এই বিধান করিলেন যে এই প্রকার দলীলদস্তাবেজে যদি কাজী

মোহর করেন তবে তাঁহার ভারানুসারে মোহর হয় নাই বোধ করিতে হইবেক এবং সরকারী কর্ম্মকারকভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি তাহাতে মোহর করিলে যেরূপ মাতবর হইত তদপেক্ষা অধিক মাতবর হইবেক না।—১৮০৫ সালের ২৯ নবেম্বরের ১৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫৭। শাদীর কার্য্য এবং শরাব লিখন মাফিক অপর সকল দিনের ক্রিয়া কোন কাজীর দ্বারা নির্ব্বাহ হইলে কাজী সেই স্থানের নিমিত্তে বিশেষরূপে মোকরর না হইলেও তাহা মাতবর ও আইনসিদ্ধ জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যে এলাকার মধ্যে ভূমি থাকে সেই এলাকায় নিযুক্ত কাজীর দ্বারা যদি দলীলদস্তাবেজ তৈয়ার না করা যায় এবং তাহাতে মোহর না হয় এবং রেজিষ্টরী বহীতে নকল না হয় তবে তাহা সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক না।—১৮৩৬ সালের ১৯ আগষ্টের ১০৪২ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

১৫৮। কোন কাজীকে আপনার পরগনার দখল দেওয়াইতে যদি কোন ডিক্রীর দ্বারা বিশেষ হুকুম না হইয়া থাকে তবে জিলার আদালতের জজ সাহেব সরাসরীরূপে তাহাকে দখল দেওয়াইতে পারেন না।—১৮৩৬ সালের ১৯ আগষ্টের ১০৪২ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

১৫৯। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে কাজীয়লকোজ্জাৎ অর্থাৎ তিন সুবার প্রধান কাজীকে নিযুক্ত করিবেন ও যাবৎ তাহার অনুপযুক্ততা ও লম্পটতাদি দুষ্‌ক্রিয়া করণ ঐ শ্রীযুতের হুজুরে প্রমাণ না হয় তাবৎ তগীর হইবেক না। —১৭৯৩ সা। ৩৯ আ। ২ ধা। ১ প্র।

[১৮০৩ সালের ৪৬ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণে হুকুম আছে যে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসের সুবার প্রধান কাজী কোম্পানি বাহাদুরকে নওয়াব উজীরের দত্ত দেশের প্রধান কাজী হইবেন।]

১৬০। প্রধান কাজী আপনার কার্য্য চালানের অর্থে এক গোল মোহর ২ বুরুল প্রমাণ প্রশস্তে রাখিবেক ও সেই মোহরে তাহার খেদমৎ ও নাম পারসী অক্ষর ও ভাষায় নীচের লিখিত পাঠক্রমে খোদা যাইবেক। মোহরের পাঠ এই যে "মোহর কাজীয়লকোজ্জাৎ সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা" (কাজী অমুক।)—১৭৯৩ সা। ৩৯ আ। ২ ধা। ২ প্র।

১৬১। নির্ণয় করা গেল যে কাজীর খেদমৎ মৌরুসী নহে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৯ আ। ৫ ধা।

১৬২। যে সময়ে কোন পরগনা কিম্বা কসবা অথবা শহরের কাজীর কর্ম্মস্থান শূন্য হয় সে সময়ে সে স্থান যে জিলার মোতালক হয় সেই জিলার জজ সাহেব তাহার রেওরা এবং তথাকার কজায়ী করিবার উপযুক্ত অন্য যে লোক ঠাহর হয় তাহার সুরাগ ও নেকনামী ও শরার খবরদারী ও কার্য্যকারিত্ব ক্ষমতাদির বিবরণ যাহা প্রকাশ থাকে তাহা বিস্তারক্রমে লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে পাঠাইবেন তদনুসারে সেই লোকের নাম প্রধান কাজীর নিকটে জানান যাইবেক তাহাতে ঐ প্রধান কাজী সেই কার্য্য করণের বিষয়ে যদি সেই লোকের অনুপযুক্ততা কিম্বা দুর্নাম কিছু থাকে তবে তাহা ঐ শ্রীযুতের হুজুরে লিখিবেক তদ্দৃষ্টে ঐ শ্রীযুতের হুজুরের কর্তৃত্ব আছে যে সেই কার্য্যে সেই লোক কিম্বা অন্য যাহাকে প্রবৃত্ত ও বহাল করণ উচিত জানেন তাহাকেই করিবেন ও যদি সেই কার্য্য করণের বিষয়ে সেই লোকের যোগ্যতা এতাবতা লিয়াকৎ ও খোশনাম থাকে তাহাও ঐ প্রধান কাজী ঐ শ্রীযুতের হুজুরে লিখিবেক ও এরূপে যে কাজী নিযুক্ত হইবেক সে ব্যক্তি প্রধান কাজীর মোহরে এক সনদ পাইবেক ও সেই সনদে তাহার নিযুক্ত হইবার সন তারিখ লেখা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৯ আ। ৪ ধা।

১৬৩। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে যে সকল শহর ও পরগনার কাজীকে ও মুনসেফকে তুমি মনোনীত করিয়া সদর আদালতের মঞ্জুরীর নিমিত্ত তথায় রিপোর্ট কর তাহা পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে লিখিয়া পাঠাইবা।

কাজী ও মুনসেফ এবং এক্‌টিং মুনসেফেরদের মনোনীত করণের পাঠ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
শূন্য পদের নাম।	যেরূপে শূন্য হইল তাহা।	মনোনীতহওয়া ব্যক্তির নাম ও তাহার পিতার নাম।	বয়ঃক্রম।	ধর্ম্ম ও জাতি।	তাহার বাসস্থান যে জিলা ও পরগনা ও শহর বা গ্রামে থাকে তাহা।	সরকারী চাকরীতে কি অন্য ব্যক্তির চাকরীতে যে কর্ম্ম করিতেছিল তাহা।	মনোনীতহওয়া ব্যক্তির ভূমি বা অন্য সম্পত্তির কৈফিয়ৎ ও তাহা যে স্থানে আছে তাহা।	যে স্থানে বা যে এলাকায় নিযুক্ত করিবার কল্প আছে তাহা।	তাহার যোগ্যত ও পারগী কি বাঙ্গলা কি ইঙ্গরেজী ভাষায় তাহার পারগত।	মনোনীতহওয়া ব্যক্তি কোন আইনের দ্বারা অযোগ্য না হওনের কৈফিয়ৎ।

—১৮৩২ সালের ১৪ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৬৪। সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে শহর ও পরগনার কাজী নিযুক্ত হওনের দরখাস্ত সদর আদালতে পাঠাইবার পূর্ব্বে তুমি মনোযোগ করিয়া যে এলাকার মধ্যে পদ শূন্য হইয়াছে তাহার যে নাম এবং নামাঙ্কিত হওয়া ব্যক্তির যে নাম দেশীয় ভাষার লিখিত কাগজে দেওয়া গিয়াছে তাহা ইঙ্গরেজী কৈফিয়তের লিখিত নামের সঙ্গে মোকাবিলা কর।—১৮৪৪ সালের ২৪ মের সরক্যুলর অর্ডর।

১৬৫। ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ৫ ধারা ও নীচের লিখিত প্রকরণানুসারে ধরা ও পরিবর্ত্তহওয়া ৬ ধারার আর ৯ ধারার নিরূপিত কৈফিয়ৎ সকল পঁহুছিলে সকল প্রবিন্সাল কোর্ট ও জিলা ও শহর সকলের আদালতে মৌলবী ও পণ্ডিত লোকের ও সকল শহর ও কসবা ও পরগনার কাজীদিগের তগীর ও বহালী ও ইশ্‌তাফা মঞ্জুরীর হুকুম দিতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেব লোকের প্রতি ক্ষমতা থাকিবেক ইতি। —১৮০৯ সা। ৮ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

১৬৬। ঐ মুবেজাতের মধ্যে সকল শহর ও কসবা ও পরগনাতে যে সকল কাজী নিযুক্ত হইয়াছে তাহারা যাবৎ অনুপযুক্ত কার্য্য ও লম্পটতাদি দুষ্কিয়া না করে তাবৎ তাহারা তগীর হইবেক না এবং তাহারা আপনং কার্য্য চালানের অর্থে একং গোল মোহর ১৷৷ দেড় বুরুল প্রমাণ প্রশস্তে রাখিবেক ও সেই একং মোহরে তাহারদিগের খেদমৎ ও নাম পারসী অক্ষর ও ভাষায় নীচের লিখিত পাঠক্রমে খোদা যাইবেক। মোহরের পাঠ এই যে "মোহর কাজী অমুক শহর কিম্বা কসবা অথবা পরগনা" (কাজী অমুক)।—১৭৯৩ সা। ৩১ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

১৬৭। কাজীয়লকোজ্জাতের এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের কাজীদিগের ও মুফ্তীদিগের ও পণ্ডিতগণের এবং কসবাসকলের ও শহরসকলের ও পরগনাসকলের কাজীদিগের এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের আমলারদের বিষয়ে যে হুকুম এ ধারার অগ্রের ধারায় আছে (অর্থাৎ নীচের লিখিত ৫ ও ৬ ধারা) তাহা ঐ সকল আমলার বিষয়ে খাটিবেক ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ১০ ধা।

১৬৮। যদি কখন কোন আদালতের কোন প্রধান আমলা আপন ভারের কার্য্য ত্যাগ করিতে চাহে তবে তৎকালে তথাকার মোখ্তার সাহেব কাছারী বৈঠকের সময়ে সে আমলার ইশ্‌তাফাপত্র লইয়া রুবকারী বহীতে

লিখিয়া তাহা যে দফ্তরের সাহেবদিগের মারফতে হজুর কৌন্সেলে চালানের নির্দ্ধার্য্য আছে সেই দফ্তরের সাহেবদিগের দ্বারা ঐ হজুরের সুগোচরার্থে পাঠাইবেন ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ৫ ধা।

১৬৯। যদি কখন উপরের ধারার উক্ত কোন এলাকার সাহেবেরা আপন তাবে কোন প্রধান আমলাকে তস্য অযোগ্যতা কিম্বা অন্যায়কারিতা অথবা কুক্রিয়াসক্ততা হেতুক কিম্বা অন্য কোন ত্রুটিপ্রযুক্ত তগীরের যোগ্য ঠাহরেন তবে তৎকালে সেই তগীরের হেতু তাহাকে এত্তেলানামাক্রমে জানাইয়া জওয়াব তলব করিবেন।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ৬ ধা।

১৭০। কিন্তু যদি কখন এ আইনের ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন এলাকার প্রধান আমলা এমত কুক্রিয়া করে যে সেহেতুক তাহাকে হঠাৎ তগীর করিবার আবশ্যক হয় তবে তৎকালে সে এলাকার মোখ্তার সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহাকে সেইক্ষণেই সমপেণ্ড করেন এতাবতা কার্য্য করিতে না দিয়া যবেস্থবে রাখেন এবং সে কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে অন্য লোককে রাখিবার আবশ্যক হইলে যাবৎ হজুর কৌন্সেলহইতে তদর্থে কোন হুকুম না পঁহুছে তাবৎ রাখিতে পারিবেন ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ৬ ধা।

১৭১। প্রধান কাজীর কর্ত্তব্য যে কোন শহর অথবা কসবা কিম্বা পরগনার কাজী কার্য্যের অনুপযুক্ত হয় এমত জানিলে কিম্বা তাহার নাচালাকী ও গাফিলী অথবা লম্পটতাদি দুষ্কিয়া কিছু প্রমাণ হইলে সে সংবাদ লিখিয়া শ্রীযুত গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৯ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

১৭২। যদি মফঃসল প্রবিন্স্যল কোর্ট ও জিলা ও শহরসকলের আদালতের সাহেবদিগের অন্তঃকরণে কোন কাজী কিম্বা মুফ্তীর অসঙ্গত ক্রিয়া কিম্বা তাচ্ছল্য প্রকাশহওন অথবা গুণহীনতা কিম্বা আর কোন প্রকার অনুপযুক্ততা বুঝা যাওনাধীন তাহারদিগের তগীর অর্থাৎ কর্ম্মচ্যুত হইবার কোন হেতু বোধ হয় তবে উচিত যে মোকদ্দমার বৃত্তান্তসমূলিত কৈফিয়ৎ আপনারদিগের কৃত বিবেচনার কথাসকলের সহিত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ যে ঐ সাহেব লোকেরা সে বিষয়ে যে হুকুম দেওয়া বিহিত বুঝেন্ তাহা দেন্ কিম্বা মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া ঐ কৈফিয়তের অতিরিক্ত কিছু জ্ঞাত ও অবগতহওয়া কিম্বা আর বিবেচনা ও তথ্যতদন্ত করা আবশ্যক জানিলে তাহার হুকুম দেন ইতি।—১৮০৯ সা। ৮ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

১৭৩। সকল জিলা ও শহরে যে সকল কাজী নিযুক্ত হয় তাহারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের মতের ব্যতিক্রমে কোন কার্য্য করিলে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের মতে যে সকল আইন ছাপা ও জারী হয় তাহার মতের অন্যথা কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারদিগের নামে সেই সকল জিলা ও শহরের আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৯ আ। ১১ ধা।

১৭৪। ইহার পর কোন আদালতের আমলা অথবা উকীল বজাগী কর্ম্মে মোকরবহওনের যোগ্য হইবেন না এবং আমলার বা ওকালতী কর্ম্ম কোন কাজী পাইতে পারিবেন না।—১৮৩৯ সালের ৬ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৭৫। কিন্তু ১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরির ১২০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে যে হুকুম ছিল অর্থাৎ জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা ঐ অর্ডরের নির্দ্দিষ্ট মুৎফরকা কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্ত,শহর ও পরগনার কাজীদিগকে আমীনের ন্যায় মোকরর করিতে পারেন সেই হুকুম পূর্ব্বোক্ত বিধানের দ্বারা মতান্তর হইল না। ঐ সকল কর্ম্ম কেবল যদাকদাচিৎ হয় অতএব তাহা নির্ব্বাহ করণেতে কাজীর প্রকৃত কার্য্যের বড় একটা ব্যাঘাত হইতে পারে না।—১৮৩৯ সালের ৬ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৭৬। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৮ ধারার ১ প্রকরণের বিধির অনুসারে কাজীরা সুতরাং মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইতে পারেন কিন্তু কাজীরা মুনসেফী কর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহারদিগকে অতিস্পষ্টরূপে জানাইবা যে শাদীর কার্য্য করণ বা দলীলদস্তাবেজে মোহর করণ বা কাজীর অন্য কর্ম্ম করণের নিমিত্তে তাঁহারা যে রসুমের দাওয়া রাখেন সেই বিষয়ে তাঁহারদের আদালতের বাদি বা প্রতিবাদির সঙ্গে যদ্যপি লজ্জাকর বিবাদ জন্মে তবে তাঁহারা সুতরাং মুনসেফী কর্ম্মহইতে অবসর হইবেন।—১৮৩৯ সালের ৬ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৭৭। উপরের লিখিত প্রকরণানুসারে কেহ এমত না জানে যে শ্রীযুত গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্তৃত্ব নাই যে অল্প গির্দের মধ্যে অনেক কাজী নিযুক্ত হইলে তথাকার কার্য্যে সেই কাজীদিগের সকলের

বহাল থাকন অনাবশ্যক জানিলে তাহারদিগের কাহাকেও তগীর করিতে না পারিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৯ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

১৭৮। সকল জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা এই আইন পাইলে পর তাঁহারদিগের মোতালক যে২ জায়গায় কাজী নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহারদিগের নাম এবং ঐ সাহেবদিগের মোতালক স্থানে২ যত জন কাজী নিযুক্ত করণ আবশ্যক হয় তাহা লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন। এবং সকল জিলার জজ সাহেবেরা পরগনাসকলের কাজীদিগেরে পরগনাসকলের মধ্যে এমত সকল স্থানে বসাইবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের অনুসারে যে যে লোকে দ্রব্যাদি ক্রোক করে ও যাহার২ দ্রব্যাদি ক্রোক হয় তাহারা শীঘ্র সেই কাজীদিগের নিকটে পঁহুছিতে পারে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৯ আ। ৯ ধা।

১৭৯। প্রধান কাজী ও সকল শহর ও কসবা ও পরগনার কাজীরা খরীদফরোক্তীর বিষয়ে যে সকল কোবালা তৈয়ার ও মোহর করে ও অন্য২ শরিয়া যে সকল কাগজ তৈয়ার করে তাহার নকল আপন২ মোহর ও দস্তখতে দুরস্ত করিয়া ও ফিরিস্তি দিয়া রাখিবেক পশ্চাৎ যদি দৈবাধীন সেই সকল কাজীর কেহ মরে কিম্বা আপন কার্য্য ত্যাগ করে অথবা তগীর হয় তবে তাহার কর্ম্মস্থানে যে কাজী বহাল হইবেক তাহার নিকটে সেই সকল কাগজপত্র রহিবেক ইতি। ১৭৯৩ সা। ৩৯ আ। ৭ ধা।

১৮০। পরগানার কাজীর দ্বারা দলীলদস্তাবেজ রেজিস্টরী করণের কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হওনের নিমিত্তে সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে তুমি তাহারদিগকে এক২ বহী দিয়া তাহাতে কাজীরদিগকে আপনারদের মোহরকরা দলীলদস্তাবেজের নকল করিতে তুমি হুকুম দিয়া ঐ বহীর প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নম্বর এবং তোমার নামের আদ্যক্ষর থাকিবেক এবং তাহা উপযুক্তমত জেল্দবন্দ করিতে হইবেক এবং তাঁহারা এইরূপে যে সকল দলীলদস্তাবেজে মোহর ও রেজিস্টরী করেন তাহার এক ফিরিস্তি মাসে২ নীচের লিখিত পাঠানুসারে তোমার নিকটে পাঠাইবেন এবং ঐ বহী পূর্ণ হইলে তাহা নষ্ট না হইবার নিমিত্তে এবং উত্তর কালে তাহার মধ্যে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্তে তোমার দফ্তরখানায় পাঠাইবেন এবং তাহা তোমার রোয়দাদের শামিল থাকিবেক।

ফিরিস্তির পাঠ।

রেজিস্টরীহওয়া দলীলদস্তাবেজের নম্বর	রেজিস্টরী বহীর যে পৃষ্ঠায় দলীলদস্তাবেজের নকল হইয়াছে তাহা	দলীলদস্তাবেজের তারিখ এবং লেখক বা ক্রিবদের ও স্বাক্ষরকারি সাক্ষিরদের নাম	কাজীর মোহর করণের তারিখ ও সেই সময়ে যে লেখক ব্যক্তি ও সাক্ষিরা হাজির ছিল তাহারদের নাম	দলীলদস্তাবেজের রকম

— ১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৮১। জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা আমীনী কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে কর্ম্মের উপযুক্ত মত ব্যক্তিকে আবশ্যক বোধ করেন তাঁহারদিগকে বাচনী করিয়া মোকরর করিবেন এবং তাঁহারা উপরের লিখিত মুৎফরক্কা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। শহর ও পরগনার কাজীরদের যদি অবকাশ থাকে তবে সেই২ কর্ম্ম করিতে জজ সাহেবেরা তাঁহারদিগকেও মনোনীত করিতে পারেন।—১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

১৮২। সম্প্রতি যে২ নিয়ম হইয়াছে তাহার দ্বারা কাজীর বিষয়ের বিধানের কিছু মতান্তর হয় নাহি এবং তাঁহারা সুতরাং সাধারণ আইনের অনুসারে কার্য্যে পূর্ব্ববৎ নিযুক্ত হইতে পারেন। সম্পত্তি ক্রোক করণের বিষয়ে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণের দ্বারা তাঁহারদিগকে ক্ষমতা দেওয়া গেল।—১৮৩৩ সালের ১ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফা।

১৮৩। সকল শহর ও কসবা ও পরগনার কাজী কাগজ তৈয়ার অথবা মোহরকরণের জন্যে কিম্বা শাদী ও অন্য২ দিনের কার্য্য যাহা সতত করিয়া থাকে তাহা করিবার অর্থে কিছু রসুম আদ্যোপান্তের দস্তুরমাফিক যাহা স্বেচ্ছাক্রমে ও খুশীতে কেহ দেয় তাহা লেওয়ায় অধিক লইবেক না ইতি।— ১৭৯৩ সা। ৩৯ আ। ৮ ধা।

১৮৪। পরগনার কাজী আপনার পদের যে রসুম আপনার হক বোধ করেন তাহা পাইবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারেন কিন্তু এই প্রকার দাওয়া কিপর্য্যন্ত গ্রাহ্য হইতে পারে তাহা আদালতের সাহেবেরা নিশ্চয় করিবেন যেহেতুক ইহা স্মরণে রাখিতে হইবেক যে ১৭৯৩ সালের ৩৯ আইনের ৮ ধারানুসারে স্বেচ্ছামতে ও খুশীতে কেহ যাহা দেয় কেবল তাহাই তাঁহারা লইবেন।—১৮৩৬ সালের ১৯ আগষ্টের ১০৪২ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১৮৫। সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার জজ সাহেবেরা তাঁহারদিগের মোতালক স্থানে২ যে সকল কাজী নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহারদিগেরে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের মতে যে সকল আইন পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ছাপা ও জারী হয় তাহার নকল দিবেন এবং সুবে বেহারের জজ সাহেবেরা তাঁহারদিগের মোতালক স্থানে২ যে সকল কাজী প্রবর্ত্ত থাকে তাহারদিগেরে পারসী অক্ষর ও ভাষায় ছাপা ও জারীহওয়া সকল আইনের নকল দিবেন ইতি। ১৭৯৩ সা। ৩৯ আ। ১০ ধা।

১৮৬। গত মাসের ৮ তারিখে আপনার পত্রেতে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে শহর ও পরগনার কাজীর সাহায্য করণের নিমিত্তে নায়েব আইনমতে নিযুক্ত হইতে পারেন কি না এবং যদি আইনমতে নিযুক্ত হইতে পারেন তবে ঐ নায়েব কি২ কর্ম্ম করিতে পারেন এই বিষয়ে কোন সরক্যুলর অর্ডর আছে কি না। তাহাতে সদর আদালত এই উত্তর দিতেছেন যে ১৮১৭ সালের ১০ ডিসেম্বরে জিলা শাহাবাদের একটিং জজ সাহেব পত্রের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন যে কাজীর কর্ম্ম অন্যের দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারে কি না তাহাতে সদর আদালত ১৮১৮ সালের ২ আপ্রিলে এই উত্তর করিলেন যে সদর আদালতের মুফ্তীর ফতওয়ার অনুসারে কোন কাজী হাকিমের বিশেষ অনুমতি বিনা আইনমতে কোন নায়েব নিযুক্ত করিতে পারেন না অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা ১৮২৪ সালের ৬ আপ্রিলে শাহাবাদের জজ সাহেবকে কহিলেন যে নায়েব কাজী নিযুক্ত করণের বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ৩৯ আইনে কোন হুকুম নাহি।—১৮৩২ সালের ২৭ জুলাইর ৭০৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮৭। কোন কাজী আপনার পদের ভারি কার্য্য অর্থাৎ দলীলদস্তাবেজে আপনার পদের মোহর লাগাইবার কার্য্য আইনের নির্দ্দিষ্ট না হওয়া যে ব্যক্তির উপর কোন ঝুঁকী নাই এমত ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারেন না যেহেতুক যদি কাজী আপনার মোতালক স্থানহইতে দূরে বাস করেন এবং আপনার সনদক্রমে আপনার এওজে কর্ম্ম করণার্থ কোন নায়েব নিযুক্ত করেন তবে তাহা তাঁহার পদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ এবং নায়েবের দ্বারা তাঁহার কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না। —১৮৩৯ সালের ৬ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

১৮৮। শাদী দেওন ওগয়রহ যে২ কার্য্য আইনমতে কাজীব্যতীত অন্য ব্যক্তির দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারে সেই কর্ম্মের ভার শাদীসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের সম্মতিক্রমে নায়েবের হাতে সোপর্দ্দ করিতে কাজীকে নিষেধ করা এই সরক্যুলর অর্ডরের অভিপ্রায় নহে।— ১৮৩৯ সালের ৬ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

১৮৯। সদর আদালতের সাহেবেরদের নিকটে সরাসরী দরখাস্ত হওয়াতে তাঁহারা বিধান করিলেন যে কাজীর পদের রসুম জমীদার উসুল করিতে পারেন না। কিন্তু যদি জমীদার ঐ রসুমের স্বত্বের বিষয়ে মোকদ্দমা করিতে চাহেন তবে নম্বরী মোকদ্দমাতে তাহার বিচার হইতে পারে।—১৮৪১ সালের ১৫ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ পৃষ্ঠা।

১৩ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী। তাঁহারদের নিয়োগ ও তগীর করণ।

১৯০। কর্ত্তব্য যে যে সকল লোক কজায়ী ও মুফ্তীগিরী ও পণ্ডিতের কার্য্যকরণের যোগ্য হন ও তাঁহারদিগের রীতি ও চরিত্র বিশিষ্ট হয় তাঁহারাই কজায়ী ও মুফ্তীগিরী ও পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত হন।—১৭৯৩ সা। ১২ আ। ৩ ধা।

১৯১। মুসলমানের মোকদ্দমায় মুসলমান কাজিলেরা ও হিন্দুর মোকদ্দমায় পণ্ডিতেরা ফতওয়া ও ব্যবস্থা দিবার কারণ আদালতে উপস্থিত হইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১৫ ধা।

১৯২। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে পণ্ডিতেরা যে ব্যবস্থা দেন সেই ব্যবস্থার নকল যে জিলার মধ্যে চক্রের কি জিলার পণ্ডিত অবস্থিতি করেন সেই জিলার জজ সাহেবের দ্বারা এই আদালতে পাঠাইতে হইবেক এবং যে জিলাহইতে পণ্ডিতের নিকটে ব্যবস্থা চাওয়া যায় সেই জিলার জজ সাহেবের দ্বারা স্বতন্ত্র করিয়া পাঠান যাইবেক না।—১৮৪৪ সালের ১৫ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

১৯৩। নীচের লিখিত যে হুকুম সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে এবং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর সাহেবের অনুমতি ও সম্মতিতে প্রকাশ হইয়াছে তাহা সদর আদালতের আজ্ঞানুসারে তোমার নিকটে পাঠাইতেছি তাহাতে এক্ষণকার যে নিয়মমতে প্রত্যেক জিলার আদালতে এক২ পণ্ডিত হিন্দুর ব্যবস্থাদায়কতা কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাহা রহিত হইয়াছে। নূতন হুকুমের তাৎপর্য্য এই যে কএক জন প্রদেশীয় পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া কএক জিলার মধ্যে তাঁহারদের ব্যবস্থাদায়কতা কর্ম্মের এলাকা থাকে এবং ঐ২ জিলাতে হিন্দু শাস্ত্রের ব্যবস্থা দেওনের ক্ষমতা আইনমতে তাঁহারদের প্রতি অর্পণ হয় এই নিয়ম সম্পূর্ণ হইলে তাঁহারদের মাহিয়ানা ১৫০৲ দেড় শত টাকা ধার্য্য হইবেক।

সদর আদালতের এলাকার মধ্যে নানা জিলা যে২ প্রদেশে বিভাগ করা যাইবেক তাহা নীচে লেখা যাইতেছে।

প্রদেশের নাম।	প্রত্যেক প্রদেশে যে২ জিলা থাকিবেক তাহা।	পণ্ডিত সামান্যতঃ যে স্থানে বাস করিবেন তাহা।
প্রথম অর্থাৎ রাজধানী প্রদেশ।	১। পূর্ব্ব বর্দ্ধমান।	চব্বিশপরগনায়।
	২। পশ্চিম বর্দ্ধমান।	
	৩। হুগলী।	
	৪। যশোহর।	
	৫। মেদিনীপুর।	
	৬। নদীয়া।	
	৭। কটক।	
	৮। চব্বিশপরগনা।	
দ্বিতীয় অর্থাৎ ঢাকা প্রদেশ।	১। বাকরগঞ্জ।	ঢাকাতে।
	২। মমনসিংহ।	
	৩। ত্রিপুরা।	
	৪। চাটিগা।	
	৫। শ্রিহট।	
	৬। ঢাকা।	
তৃতীয় অর্থাৎ মুরশিদাবাদ প্রদেশ	১। বীরভূম।	মুরশিদাবাদে।
	২। ভাগলপুর।	
	৩। দিনাজপুর।	
	৪। পূরণিয়া।	
	৫। রাজশাহী।	
	৬। রঙ্গপুর।	
	৭। মুরশিদাবাদ।	
চতুর্থ অর্থাৎ বেহার প্রদেশ।	১। বেহার।	পাটনাতে।
	২। সারণ।	
	৩। শাহাবাদ।	
	৪। ত্রিহুত।	
	৫। পাটনা।	

—১৮৪০ সালের ১১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৯৪। সদর আদালতের ১৮৪০ সালের ১১ ডিসেম্বর তারিখের ১২১ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর মতান্তর হইয়াছে এবং সদর আদালতের হুকুমক্রমে তোমাকে জানাইতেছি যে পূরণিয়া এবং ভাগলপুর জিলা মুরশিদাবাদের প্রদেশীয় পণ্ডিতের

এলাকাহইতে খারিজ হইয়া বেহারের প্রদেশীয় পণ্ডিতের এলাকাভুক্ত করিবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দিয়াছেন।- ১৮৪৮ সালের ১২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

১৯৫। সকল দেওয়ানী আদালতের কাজী ও মুফ্তী মুসলমানদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা যে২ আদালতে নিযুক্ত হন্ সেই২ আদালতে আপনারদিগের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে নীচের লিখিত পাঠক্রমে সুকৃতি করিয়া সুকৃতিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

সুকৃতির পাঠ এই যে লিখিতং সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালত অথবা অমুক জিলা কিম্বা অমুক শহরের দেওয়ানী আদালতের কাজী অথবা মুফ্তী শ্রী অমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি এই আদালতের কজাযী কিম্বা মুফ্তীগিরীর মোতালক সকল কার্য্য আপন বুদ্ধিসাধ্যে ও সাবধানে প্রকৃতপ্রস্তাবে করিব এবং আদালতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত আছে ও উপস্থিত হয় ও নিষ্পত্তি পাইয়া থাকে তাহার কোন মোকদ্দমায় কাহার স্থানে কিছু নগদ কিম্বা জিনিস নজর অথবা সওগাতে স্পষ্টক্রমে কিম্বা চক্রান্তে লইব না এবং আমার কার্য্যের বিষয়ে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমমতে যে বেতন অর্থাৎ মেহনতানা ও লাভের ধার্য্য আছে ও পশ্চাৎ যে ধার্য্য হয় তাহাছাড়া তঞ্চকক্রমে লাভান্তর করিব না ইতি।- ১৭৯৩ সা। ১২ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

১৯৬। সকল দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা যে যে আদালতে নিযুক্ত হন্ সেই২ আদালতে আপনারদিগের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে নীচের লিখিত পাঠক্রমে একরার এতাবতা নিয়ম করিয়া নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করেন।

পাঠের বেওরা এই যে লিখিতং সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালত অথবা অমুক জিলা কিম্বা অমুক শহরের দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত শ্রী অমুকস্য নিয়মপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি এই আদালতের পণ্ডিতের সম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্য আপন বুদ্ধিসাধ্যে ও সাবধানে প্রকৃতপ্রস্তাবে করিব এবং এ আদালতে আমার স্থানে যে প্রশ্ন অর্থাৎ সওয়াল লিখনের দ্বারা কিম্বা বাচনিকে হইবেক তাহার উত্তর যথাশাস্ত্র লিখিয়া দিব কিম্বা বাক্যের দ্বারা করিব শাস্ত্রানুসারে যাহা না হইবেক তাহা লিখিয়া দিব না কথাতেও কহিব না যদি শাস্ত্রবহির্ভূতে কিছু লিখিয়া দিই অথবা কথায় কহি তবে ৺ স্থানে অপরাধী এবং পতিত হইব আর এ আদালতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত আছে ও উপস্থিত হয় ও নিষ্পত্তি পাইয়াছে তাহার কোন মোকদ্দমায় কাহারো স্থানে কিছু নগদ কিম্বা সামগ্রীতে দর্শনী কিম্বা ভেটী স্পষ্টক্রমে অথবা চক্রান্তে লইব না এবং আমার কার্য্যের বিষয়ে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের হজুরের হুকুমমতে যে বেতন ও লাভের স্থৈর্য্য আছে ও পশ্চাৎ যে ধার্য্য হয় তাহাছাড়া তঞ্চকক্রমে লাভান্তর করিব না ইতি। ১৭৯৩ সা। ১২ আ। ৭ ধা।

১৯৭। উপরের প্রকরণের লিখিত আমলাদিগের চলিত আইনের মতে তাহারদিগের এখনপর্য্যন্ত যে হলফ করিতে হইতেছে তাহার বদলে যে আদালতে কি অন্য সিরিশতায় তাহারা মোকরর হইবেক সেই আদালতের কি সিরিশতার জজ সাহেব কিম্বা বোর্ডের সাহেবদিগের কিম্বা কালেক্টর সাহেবদিগের অথবা তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবদিগের কি আফীন কি নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের কিম্বা তাহারা অন্য যে২ সাহেবের তাবে হয় তাঁহারদিগের সাক্ষাৎ মোকররী অর্থাৎ নিরূপিত হলফের মজমুনে কিন্তু এই প্রভেদে যে হলফনামার হলফ শব্দের স্থানে একরার শব্দ দিয়া হলফনামা লিখিয়া দাখিল করিতে হইবেক ও যে ব্যক্তি ইহা করিবেক তাহার আপনার লিখিয়া দেওয়া হলফনামার সত্যতার নিমিত্তে কোরান কি গঙ্গাজল স্পর্শ করণের কিছু আবশ্যক হইবেক না ইতি।- ১৮১৭ সা। ১৮ আ। ২ ধা। ২ প্র।

১৯৮। জজ সাহেবদিগের কি বোর্ডের সাহেবদিগের কিম্বা কালেক্টর সাহেবদিগের অথবা অন্য যে মোখ্তারকার সাহেবদিগের সাক্ষাৎ ঐ হলফনামা লেখা যাইবেক তাঁহারদিগের উচিত যে হলফনামার উপরে তাহা সত্য জানাইবার কারণ এই হলফনামা আমার কি আমারদিগের সাক্ষাৎ লেখা গিয়া সকলের সাক্ষাৎ পড়া গেল এই মজমুনে আপনং দস্তখৎ করেন এবং ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের তাবে আমলা লোক

হলফনামার লিখিত সমুদয় নিয়মমত কার্য্য করণেতে কোন প্রকারে অন্যমত না করে ইহাতে অতিমনোযোগী ও সাবধান হন্ ইতি।—১৮১৭ সা। ১৮ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

১১৯। এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে সকল আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী লোকের নাম করণ ও নিযোজনের বিষযে ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ও ১৮০৯ সালের ৮ আইনের ও ১৮১৭ সালের ১৮ আইনের কি চলিত আর কোন আইনের লিখিত হুকুম এই ধারার লিখনক্রমে ধরা যাইতেছে কিন্তু ইহাও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে এই আইনের লিখিত কোন কথার তাৎপর্য্য এমত নহে যে তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৮ আইনের ৪ ধারাক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতে মফঃসলের ও জিলার ও শহরের আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী লোকের কর্ম্মচ্যুত হওনের মঞ্জুরীর বিষয়ে যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তাহার হানি হয় কিম্বা ঐ কোন আদালতের কোন পণ্ডিত কি মৌলবীর কর্ম্মচ্যুত হওনের বিষয়ে এক্ষণে যে২ হুকুম চলন আছে তাহার মতান্তর হয় ইতি।—১৮২৬ সা। ১১ আ। ২ ধা।

২০০। মফঃসল আপীল আদালত ও দায়েরসায়েরী আদালত এবং জিলা ও শহরের আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীদিগের নিযোজনের কর্তৃত্ব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে থাকিবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১১ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

২০১। কোন আদালতের মৌলবী কি পণ্ডিত কর্ম্মচ্যুত হইলে কিম্বা মৃত্যু কি কর্ম্মত্যাগ কিম্বা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত কোন আদালতের পণ্ডিত কি মৌলবীর পদ শূন্য হইলে যে আদালতে ইহা হয় সেই আদালতের জজ সাহেব কিম্বা জজ সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের গ্রাহ্যের নিমিত্তে ঐ শূন্য পদে জনেকের নিযোজন হওনার্থে তাহার নাম ও আচার ও ব্যবহার এবং কর্ম্মযোগ্যতা এবং বয়ঃক্রম ও ইহার পরে কর্ম্মযোগ্যতার যে সর্টিফিকটের কথা লেখা যাইবেক সে তাহা পাইয়াছে কি না ইহা সমস্ত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের গোচরার্থে লিখিয়া পাঠাইবেন ঐ শ্রীযুত কৌন্সেলের সভাতে ঐ সম্বাদপত্র বিবেচনা করিয়া কি অন্য যে বেওরার আবশ্যক হয় তাহা তলব করিয়া ঐ নামলেখা লোককে ঐশূন্য পদার্পণ করিবেন কিম্বা তাহার বিদ্যার পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে হুকুম দিবেন কিম্বা অন্য যে কোন লোককে তাহাহইতে কর্ম্মক্ষম বোধ করেন্ তাহাকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।—১৮২৬ সা। ১১ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

২০২। ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৬ সালের ১১ আইনের ৫ ধারা রদ হইল ইতি।—১৮৪৫ সা। ৫ আ। ১ ধা।

২০৩। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পর এই রাজধানীর অধীন দেশের গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে প্রকার পরীক্ষা নিরূপণ করেন্ সেই পরীক্ষাতে যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে উত্তীর্ণ হন্ তিনি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের কোন আদালতে পণ্ডিত কি মৌলবীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন্ ইতি।—১৮৪৫ সা।৫ আ।২ ধা।

২০৪। মৌলবী ও পণ্ডিতের পদাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদের পরীক্ষক শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল রাইলি সাহেবের প্রতি যে হুকুম দেওয়া গেল তাহা এবং তাহার মধ্যে সর্টিফিকটের যে পাঠের বিষয় লেখে তাহা গবর্ণমেণ্টের জুলাই মাসের ১৬ তারিখের হুকুমানুসারে সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

পণ্ডিত ও মৌলবীর পরীক্ষক কমিটির সেক্রেটারী সাহেবের প্রতি বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের শ্রীযুত ছোট সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৪৫ সালের ১৬ জুলাই তারিখের পত্র।

গত ১৪ মে তারিখের ৮৪০ নম্বরী আমার পত্রের উপলক্ষে তোমাকে ইহা জ্ঞাত করিতে আজ্ঞা পাইয়াছি যে তোমার গত ২২ আপ্রিল তারিখের ২৭ নম্বরী পত্রের প্রস্তাবানুসারে হিন্দু ও মুসলমানের ব্যবস্থাদায়কের পদাকাঙ্ক্ষিরদের পরীক্ষা উত্তর কালে হিন্দুরদের বিষয়ে তোমার দ্বারা এবং হিন্দু কালেজের পণ্ডিতের দ্বারা লওয়া হইবেক এবং মুসলমানেরদের বিষয়ে তোমার দ্বারা এবং মদরসার মৌলবীর দ্বারা লওয়া হইবেক। যে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরা উত্তীর্ণ হন্ তাঁহারদিগকে ১৮২৬ সালের ১১ আইনের আপেণ্ডিক্সের নির্দ্দিষ্ট A এবং B চিহ্নিত পাঠানুসারে সর্টিফিকট দেওয়া যাইবেক। তাহা পশ্চাৎ লিখিত প্রকারে মতান্তর হইবেক এবং "পণ্ডিত ও মৌলবীর কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরদের পরীক্ষক" বলিয়া তুমি তাহাতে সহী করিবা।

A আপেণ্ডিক্স।

এই সর্টিফিকটের দ্বারা সকল লোককে জানাইতেছি যে ১৮১৬ সালের ১১ আইনের এবং ১৮৪৫ সালের ৫ আইনের হুকুমানুসারে অমুক সনের অমুক তারিখে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে হওয়া পরীক্ষাতে অমুক ব্যক্তি শাস্ত্রে কি শরাতে বিজ্ঞতা-প্রযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের স্থাপিত কোন আদালতের পণ্ডিত কি মৌলবী হওনের যোগ্য।

ইঙ্গরেজী অমুক সনের অমুক তারিখ মোতাবেক অমুক সনের অমুক তারিখে এই কালেজের মোহরযুক্ত এই সর্টিফিকট অমুক ব্যক্তিকে দেওয়া গেল।

দস্তখৎ। অমুক।
পণ্ডিত ও মৌলবীর কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরদের পরীক্ষক।

B আপেণ্ডিক্স।

আমি এই সর্টিফিকটের দ্বারা জানাইতেছি যে ১৮১৬ সালের ১১ আইনের ৫ ধারার ৩ প্রকরণের এবং ১৮৪৫ সালের ৫ আইনের হুকুমানুসারে অমুকের পরীক্ষার বেওরা উপযুক্তরূপে বিবেচনা করিয়া বুঝিলাম যে অমুক ব্যক্তি শাস্ত্রে কি শরাতে বিজ্ঞতাপ্রযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের স্থাপিত কোন আদালতের পণ্ডিত কি মৌলবী হওনের উপযুক্ত।

ইঙ্গরেজী অমুক সনের অমুক তারিখ মোতাবেক অমুক সনের অমুক তারিখে এই কালেজের মোহরযুক্ত এই সর্টিফিকট অমুক ব্যক্তিকে দেওয়া গেল।

দস্তখৎ। অমুক।
পণ্ডিত ও মৌলবীর কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরদের পরীক্ষক।

—১৮৪৫ সালের ২৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

২০৫। যদি মফঃসল প্রবিন্সাল কোর্ট ও জিলা ও শহর সকলের আদালতের সাহেবদিগের অন্তঃকরণে কোন কাজী কিম্বা মুফ্তীর অসঙ্গত ক্রিয়া কিম্বা তাচ্ছল্য প্রকাশ হওন অথবা গুণহীনতা কিম্বা আর কোন প্রকার অনুপযুক্ততা বুঝা যাওনাধীন তাঁহারদিগের তগীর অর্থাৎ কর্ম্মচ্যুত হইবার কোন হেতু বোধ হয় তবে উচিত যে মোকদ্দমার বৃত্তান্তসম্বলিত কৈফিয়ৎ আপনারদিগের কৃত বিবেচনার কথাসকলের সহিত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ যে ঐ সাহেব লোকেরা সে বিষয়ে যে হুকুম দেওয়া বিহিত বুঝেন তাহা দেন কিম্বা মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া ঐ কৈফিয়তের অতিরিক্ত কিছু জ্ঞাত ও অবগতহওয়া কিম্বা আর বিবেচনা ও তথ্যতদন্ত করা আবশ্যক জানিলে তাহার হুকুম দেন ইতি।- ১৮০৯ সা। ৮ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

২০৬। ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ৫ ধারা ও নীচের লিখিত প্রকরণানুসারে শুধরা ও পরিবর্ত্ত হওয়া ৬ ধারার ৯ ধারার নিরূপিত কৈফিয়ৎ সকল পঁহুছিলে সকল প্রবিন্সাল কোর্ট ও জিলা ও শহর সকলের আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত লোকের ও সকল শহর ও কসবা ও পরগনার কাজীদিগের তগীর ও বহালী ও ইশ্তাফা মঞ্জুরীর হুকুম দিতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেব লোকের প্রতি ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।—১৮০৯ সা। ৮ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

২০৭। ফৌজদারী আদালত বন্দের বিষয়ে ১৮৩৮ সালের ২৩ মার্চ তারিখের ৮ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের উপলক্ষে উক্ত বিধি পণ্ডিত ও মৌলভীরদের বিষয়ে চলন হইবেক। - ১৮৪১ সালের ২৬ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

২০৮। এদেশীয় বিচারাধ্যক্ষ ছুটী লইয়া কর্ম্ম স্থানহইতে গমন করিলে তাহারদের বিষয়ে যে বিধি চলিতেছে সেই বিধি গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাদায়কেরদের বিষয়েও চালাইবার অনুমতি দিয়াছেন অর্থাৎ আদালতের নিয়মিত বন্দের সময়ভিন্ন অন্য কোন সময়ে ছুটী লইলে তাহারা নিরূপিত মাহিয়ানার অর্দ্ধেক পাইবেন কিন্তু ঐ বন্দের সময়ে অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহারদের মাহিয়ানা কাটা যাইবেক না।—১৮৪১ সালের ২৬ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২০৯। আজ্ঞাক্রমে তোমাকে জানাইতেছি যে বিলায়তের সনদপ্রাপ্ত অর্থাৎ এদেশীয় বিচারকেরদের আদালতে উপস্থিত কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার বিষয়ে মৌলবী কিম্বা পণ্ডিতেরদের ব্যবস্থা লইতে হইলে তাহা পরওয়ানা ও আরজীর দ্বারা না হইয়া একেবারে রুহকারীর দ্বারা লইতে হইবেক। তোমাকে হুকুম করা যাইতেছে যে তুমি এই বিষয় আপন জিলার বিলায়তের সনদপ্রাপ্ত বিচারকেরদিগকে জানাইবা। —১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

[জিলা এবং শহরের আদালতের আমলারদের দ্বারা ভূমির ক্রয় করণ অথবা অধিকার করণ বিষয়ে যে বিধি এই অধ্যায়ের ২ ধারাতে ৯৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে তাহা পণ্ডিত ও মৌলবীরদের প্রতিও খাটে।]

১৪ ধারা।

ঘুষ বা জবরদস্তী করিয়া টাকা লওন বা তছরুফ করণের বিষয়ে পণ্ডিত ও মৌলবীরদের নামে দেওয়ানী নালিশ।

২১০। সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এদেশি আমলাদিগের নামে রেশ্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার মোকদ্দমা সকলের নালিশের প্রতি যে সকল দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ৯ নবম ধারায় লেখা আছে সমস্ত আদালতের কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতদিগের নামে সে মত নালিশ হইলে তাহাতেও নীচের লিখিত বিশেষ মর্ম্মছাড়া সেই সকল দাঁড়া চলিবেক ইতি।— ১৭৯৩ সা। ১২ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

[এই দাঁড়া এই অধ্যায়ের তৃতীয় ধারাতে লেখা আছে সেই দাঁড়ার সমস্ত বিধি পণ্ডিত ও মৌলবীর বিষয়ে খাটে।]

২১১। সমস্ত জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতসকলের সকল জজ সাহেব ও সমস্ত মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১২ দ্বাদশ ধারা ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১০ দশম ধারাক্রমে শক্তি দেওয়া গিয়াছে যে যদি তাঁহারদিগের নিষ্পত্তিকরা অস্থাবর বস্তুর কোন মোকদ্দমার আপীল হয় ও ঐ সকল ধারার লিখনানুসারে মাতবর মালজামিনসুদ্ধা একরারনামা দাখিল করে তবে তাঁহারা আপনারদিগের আদালতের ডিক্রী জারী না করিয়া যবেস্তবে রাখেন এমতে যদি কখন কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের অথবা মফঃসল আপীল আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী অথবা পণ্ডিতের নামে রেশ্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার নালিশ সেই আদালতে হইয়া তাহা প্রমাণপূর্ব্বক ডিক্রী হয় ও সে মোকদ্দমার আসামী আপীলের দরখাস্ত করিয়া ঐ সকল ধারার লিখনক্রমে মাতবর মালজামিনসুদ্ধা একরারনামা দাখিল করে তবে সে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে সে মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করেন ইতি।- ১৭৯৩ সা। ১২ আ। ৮ ধা। ৩ প্র।

২১২। সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতসকলের জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের মোতালক কাজী কিম্বা মুফ্তী অথবা পণ্ডিতের নামে রেশ্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার নালিশী যে মোকদ্দমা তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রমাণপূর্ব্বক ডিক্রী হয় সে মোকদ্দমার আপীল না হইলে সে মোকদ্দমার ডিক্রী যেমতে জারী করাইতে হয় সেইমতে করাইয়া নিয়মিত কালের মধ্যে সে ডিক্রীর নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠান ইতি।- ১৭৯৩ সা। ১২ আ। ৮ ধা। ৪ প্র।

২১৩। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কোন দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী অথবা পণ্ডিতের নামের রেশ্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার নালিশী মোকদ্দমা তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রমাণপূর্ব্বক ডিক্রী হয় সে ডিক্রীর নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দেন ইতি। ১৭৯৩ সা। ১২ আ। ৮ ধা। ৬ প্র।

২১৪। যদি কোন মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা জিলা অথবা শহরের দেওয়ানী আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী অথবা পণ্ডিতের নামে রেশ্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার নালিশী মোকদ্দমা সেই আদালতে উপস্থিত হইয়া অপ্রমাণপূর্ব্বক ডিক্রী হয় অর্থাৎ নিষ্পত্তি পায় ও সে মোকদ্দমার ফরিয়াদী নিয়মিত কালের মধ্যে আপীল না করে তবে এমতে সে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে ডিক্রীর নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠান্ এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া কাজী মুফ্তীপ্রভৃতির নামে রেশ্বৎআদির নালিশী মোকদ্দমার যে ডিক্রী অপ্রমাণপূর্ব্বক করেন তাহার নকল সপ্তাহের মধ্যে ঐ শ্রীযুতের হজুরে দেন ইতি। -১৭৯৩ সা। ১২ আ। ৮ ধা। ৮ প্র।

২১৫। যে কালে কোন দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী অথবা পণ্ডিতের নামে রেশ্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার নালিশী মোকদ্দমা প্রমাণের ডিক্রীর নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে উপস্থিত হয় সে কালে ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্ব আছে যে চাহেন সেই ব্যক্তিকে কেবল তাহার কার্য্যহইতে অবসর করেন অথবা অবসর করিয়া তাহার ভাগ্যে অতিরিক্ত এমত হুকুম দেন যে পশ্চাৎ কখনো সে ব্যক্তি সরকারের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত না হইতে পারে এবং ইহাছাড়াও ঐ শ্রীযুতের ক্ষমতা আছে যে কোন

আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী অথবা পণ্ডিতের নামে রেস্থৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার নালিশ হইলে তাহা সেই আদালতের সাহেবের লিখনানুসারে অথবা অন্যের স্থানে ঐ শ্রীযুতের কর্ণগোচর হইলে তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া যাবৎ সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি শেষ না হয় তাবৎ সেই কাজীপ্রভৃতিকে তাহার কার্য্যহইতে স্থগিত রাখণ উচিত জানিলে রাখেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১২ আ। ৮ ধা। ৭ প্র।

[আমলারদের নামে ফৌজদারী নালিশের বিষয়ে যে হুকুম এই অধ্যায়ের ৪ ধারাতে আছে সেই হুকুম পণ্ডিত ও মৌলবীরদের ফৌজদারী নালিশের বিষয়েও খাটিবেক।]

১৫ ধারা।

সরকারী কর্ম্মকারকেরদের পেনসন।

দেওয়ানী সিরিশ্তার অধীন কর্ম্মকারকেরদের বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত পেনসন দেওনের বিষয়ে ১৮৩১ সালের ৪ জানুআরিতে যে বিধি হয় তাহা।

২১৬। ১। ইহার পশ্চাৎ লিখিত ইসমনবিসীতে উপরিস্থ শ্রেণীর যে সরকারী চাকরেরদের নাম লেখা আছে কেবল তাহারদিগকে বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত পেনসন দেওয়া যাইবেক। নীচস্থ শ্রেণীর চাকর ও সওয়ার ও তন্ত্রধারী এবং শ্রেণীবদ্ধ পেয়াদা ও জমাদার ও তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য ব্যক্তি ও জাহাজের লশ্কর* ও দাড়িমাজি ও কারিগর ও মজুর ও দাস পেনসনের দাওয়া করিতে পারিবেক না।

২১৭।*১। এদেশীয় জজ ও পণ্ডিত ও মৌলবীব্যতীত দরখাস্তকারী যদি ন্যূনসংখ্যা কুড়ি বৎসরপর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন না তবে তিনি পেনসন পাইবেন না।

২১৮। ৩। ঐ সরকারী কর্ম্মকারক যত কালপর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হন না কেন তথাপি যদি বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত বা চিররোগ বা চক্ষুর দোষ কিম্বা অন্য শারীরিক বা মানসিক পীড়াপ্রযুক্ত আর কর্ম্ম করিতে অক্ষম নহেন তবে তিনি পেনসন পাইতে পারিবেন না।

২১৯। ৪। ঐ সরকারী চাকর যে কার্য্যকারকের অধীন কর্ম্ম করিয়াছেন তিনি যদি ঐ চাকরের আচার ব্যবহার ও পূর্ব্বকার কর্ম্মের বিষয়ে সুখ্যাতির সার্টিফিকট না দেন এবং যদি ঐ সার্টিফিকটের দ্বারা ঐ চাকর গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহের যোগ্য বোধ না হয় তবে সেই ব্যক্তি পেনসন পাইবেক না।

২২০। ৫। যে সরকারী চাকরের আর ৩ আইন পূর্ব্বোক্ত বিধির লিখিতমত হয় তাহাকে যখন পেনসন দেওয়া উচিত বোধ হয় তখন সেই পেনসনের সংখ্যা নীচের লিখনমতে নিরূপণ হইবেক।

২২১। প্রথম। যদি সেই ব্যক্তি নিশ্চয় কুড়ি বৎসরের অধিক কিন্তু ত্রিশ বৎসরের ন্যূন সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে তবে পেনসনের বিষয়ে দরখাস্ত করণের পূর্ব্বকার পাঁচ বৎসরের যে মাহিয়ানা অথবা অনুমতিপ্রাপ্ত পদের মেহনতানা পাইয়াছিল তাহা মোট করিয়া গড়ে মাসে যত টাকা হয় তাহার তিন অংশের এক অংশের অধিক পেনসন পাইবেক না।

২২২। দ্বিতীয়। ঐ ব্যক্তি যদি নিশ্চয় ত্রিশ বৎসর বা ততোধিক কাল সরকারী কর্ম্ম করিয়াছে তবে উপরের লিখনমতে হিসাব করা তাহার মাহিয়ানা অথবা অনুমতিপ্রাপ্ত মেহনতানা যাহা দুষ্ট হয় তাহার অর্দ্ধেকের অধিক পাইবেক না।

২২৩। তৃতীয়। প্রথম দফায় যে সময় অর্থাৎ কুড়ি বৎসর লেখা আছে পণ্ডিত ও মৌলবী এবং এদেশীয় জজেরদের বিষয়ে তাহা পনের বৎসর গণ্য হইবেক এবং দ্বিতীয় দফাতে যে সময় অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর লেখা আছে তাহা ঐ কর্ম্মকারকের বিষয়ে ২২ বৎসর গণ্য হইবেক।

২২৪। চতুর্থ। ঐ সরকারী চাকরের কার্য্যের ঝুঁকী ও পরিশ্রম এবং ঐ ব্যক্তির গুণ ও তাহার কর্ম্মের ভাব ও দীর্ঘতা বিবেচনা করিয়া তাঁহার পেনসনের নিরিখ নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বাড়ান বা কমান যাইবেক।

২২৫। ৬। উত্তর কালে কেবল যে গতিকে সরকারী চাকর সরকারী কার্য্য করণেতে হত হয় অথবা ঐ কর্ম্ম করণেতে আঘাত কি দৈবঘটনাপ্রযুক্ত মরে কেবল সেইমত গতিকে মৃত সরকারী চাকরের পরিবার কিম্বা পরিবারের কোন ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্ট পেনসন দিবেন।

২২৬। ৭। যে২ গতিকের বিষয়ে উক্ত বিধানের মধ্যে কোন নিয়ম নাই অথবা যে কোন গতিকে বিশেষ কারণপ্রযুক্ত গবর্ণমেণ্ট এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া কোন ব্যক্তিকে পেনসন দেন সেই গতিকে ঐ পেনসন কেবল কতক কালের নিমিত্ত দেওয়া

* এই রাজধানীর জাহাজ ও আড়কাটির সিরিশ্তার মল্লা এই বিধানের মধ্যে গণ্য হইবেক না।

গিয়াছে এবং যাবৎ শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা তাহা মঞ্জুর না করেন তাবৎ তাহা স্থিরতর হইবেক না এমত জ্ঞান করিতে হইবেক।

২২৭। ৮। যখন সরকারী কোন চাকরকে পেনসন দেওনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকটে দরখাস্ত করা যায় তখন ঐ দরখাস্তের মধ্যে পশ্চাৎ লিখিত বিষয়ের সম্পূর্ণ ও বিশেষ বৃত্তান্ত থাকিবেক।

২২৮। প্রথম। যে ব্যক্তির নিমিত্ত পেনসনের দরখাস্ত হয় তাহার নাম ও তাহার সম্প্রদায় অথবা জাত্যংশ এবং তাহার বয়ঃক্রম ও যে স্থানে সে ব্যক্তি বাস করিতে চাহে ও দরখাস্ত করণের সময়ে যে পদে নিযুক্ত থাকে এবং সরকারী কর্ম্মে ঐ ব্যক্তি যত কাল নিযুক্ত ছিল ও সময়ে২ যে নানা সরকারী কার্য্য করিয়াছে তাহা।

২২৯। দ্বিতীয়। দরখাস্ত করণের তারিখের পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তি পাঁচ বৎসরে যে মাহিয়ানা অথবা পদসম্পর্কীয় যে মেহনতানা পাইয়াছিল তাহা মোট করিয়া গড়ে মাসে২ যত টাকা হয় তাহা।

২৩০। তৃতীয়। যে২ কারণপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তি আপনার পদের কার্য্য আর চালাইতে অক্ষম হইয়াছে অর্থাৎ অত্যন্ত বার্দ্ধক্য অথবা চিররোগ কি চক্ষুর দোষ কিম্বা শারীরিক বা মানসিক পীড়া তাহা।

২৩১। চতুর্থ। তাহার সাধারণ আচার ব্যবহার এবং সরকারী যে নানা পদে নিযুক্ত ছিল তাহাতে যেরূপ কার্য্য করিয়াছে তাহা।

২৩২। ৯। যে কার্য্যকারক কোন সরকারী চাকরের নিমিত্ত পেনসনের বিষয়ে দরখাস্ত করেন তিনি যদি নিজের জানাশুনার দ্বারা অথবা আপনার পদপ্রযুক্ত যাহা অবগত হইয়াছেন তাহার দ্বারা উপরের লিখিত সমস্ত বিশেষ২ বৃত্তান্ত দিতে না পারেন তবে যে ব্যক্তির পক্ষে তিনি দরখাস্ত করেন তাহাকে উক্ত যে২ বিষয়ের আবশ্যক হয় তাহার এক লিখিত কৈফিয়ৎ দিতে হুকুম করিবেন এবং যদি আবশ্যক হয় তবে সেই কৈফিয়তের সত্যতার বিষয়ে সে ব্যক্তি শপথ বা সুকৃতি করিবেক।

২৩৩। ১০। যদি ঐ ব্যক্তি চিররোগ অথবা চক্ষুর দোষ বা অন্য শারীরিক কি মানসিক পীড়াপ্রযুক্ত আর চাকরী করিতে অক্ষম হইয়াছে তবে তাহার বিষয়ে চিকিৎসকের এক সর্টিফিকট ঐ দরখাস্তের সঙ্গে পাঠাইতে হইবেক।

২৩৪। ১১। পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে পেনসনের বিষয়ে যে প্রত্যেক দরখাস্ত হয় তাহা পেনসনের দরখাস্তকারী যে দফ্তরে নিযুক্ত ছিল তাহার অধ্যক্ষ সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকটে পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করিবেন এবং তাহার সঙ্গে পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে পৃথক্ এক তক্তা কাগজে এক রেজিষ্টর পাঠাইবেন।

অমুক তারিখে গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুসারে অমুক সিরিশতার ব্যক্তির বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত পেনসনের দরখাস্তের রেজিষ্টর।

যে ব্যক্তির পক্ষে পেনসনের দরখাস্ত হয় তাহার ও তাহার পিতার নাম।	সিরিশতায় তাহার নম্বর।	দরখাস্তকারির চৌহদ্দি।	দীর্ঘতা।		দরখাস্তের সময়ে দরখাস্তকারির বয়ঃক্রম			ধর্ম্ম বা জাতি কি রকম।	যে স্থানে বাস করিতেছে।			এক্ষণকার কর্ম্ম।	যত কাল চাকরী করিয়াছে।		গবর্ণমেণ্টের নিকটে দরখাস্তের তারিখ।	দরখাস্তের পূর্ব্বে পাঁচ বৎসর গড়ে তাহার মাহিয়ানা কি মাসিক নিরূপিত বেতন।	দরখাস্তের সময়ে তাহার মাহিয়ানা অথবা মাসিক বেতন।	দরখাস্তকরণের হেতুর চুম্বক।	দফ্তরের কর্ত্তার মন্তব্য কথা।	যত পেনসন মাসে২ দিবার প্রস্তাব হয় তাহা।	যে খাজানাখানায় তিনি আপনার পেনসন লইতে চাহেন তাহা।	গবর্ণমেণ্টের হুকুম।
			ফুট।	ইঞ্চ।	বৎসর।	মাস।	দিন।		জিলা।	পরগনা।	গ্রাম।		বৎসর।	মাস।							

২৩৫। ১২। পেনসন রহিত হইলে তাহার পর যত শীঘ্র হইতে পারে তাহার সম্বাদ সিবিল আডিটর সাহেবকে দিতে হইবেক এবং যে২ খাজানাখানাহইতে ঐ পেনসন দেওয়া যায় তাহার নানা অধ্যক্ষেরদের উচিত যে ঐ পেনসন রহিত হওনের রিপোর্ট করিবার নিমিত্তে আপনার সিরিশ্তার কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন এবং এই নিয়মের যথাচরণ করণের বিষয়ে ঐ ব্যক্তি এবং খাজানাখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকেরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে দায়ী হইবেন।

২৩৬। ১৩। যদি কোন সরকারী কর্ম্মকারকের ত্রুটি বা হুকুম কি কার্য্যের দ্বারা ঐ পেনসন দেওয়া স্থগিত না হইয়াছে এবং ঐ হুকুম বা কার্য্যের উপর পেনসনভোগি ব্যক্তির কিছু কর্তৃত্ব ছিল না তবে সিবিল আডিটর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতি না হইলে ছয় মাসের পূর্ব্ব কালের কোন পেনসনের বকেয়া টাকা দেওয়া যাইবেক না। কিন্তু যদি কোন সরকারী কার্য্যকারকের ত্রুটি বা কার্য্যের দ্বারা পেনসন স্থগিত হইয়াছে তবে সেই বিষয় সিবিল আডিটর সাহেবের নিকটে অর্পণ হইলে তিনি আপনার বিবেচনামতে ঐ পেনসনের বকেয়া টাকা দিতে হুকুম করিবেন নতুবা গবর্ণমেণ্টের হুকুম পাইবার নিমিত্তে সেই বিষয়ের বৃত্তান্ত তথায় জানাইবেন।

২৩৭। ১৪। সিবিল আডিটর সাহেবের উচিত যে অন্যান্য পেনসনের বিষয়ে যেমত করিয়া থাকেন সেইমত এই প্রকার পেনসনের বিষয়ে মনোযোগপূর্ব্বক কর্তৃত্ব করেন এবং এ নিমিত্ত বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত যে কোন পেনসন দেওনেতে উক্ত কোন বিধির ব্যতিক্রম হইয়াছে তাহার সম্বাদ গবর্ণমেণ্টকে দেন কিন্তু যদি সিবিল আডিটর সাহেবকে স্পষ্টরূপে জানান যায় যে কোন বিশেষ গতিকে এই বিধির বিরুদ্ধ কোন বিশেষ হুকুম হইয়াছে তবে তাহা গবর্ণমেণ্টকে জানাইবার আবশ্যক হইবেক না।

২৩৮। ১৫। সিবিল আডিটর সাহেবের আরো কর্ত্তব্য যে হিসাবী প্রত্যেক বৎসরের শেষে সম্বৎসরে যত পেনসন রহিত হইয়াছে ও যত নূতন পেনসন দেওয়া গিয়াছে তাহার তুলনা করিয়া এক কৈফিয়ৎ দাখিল করেন। এবং পেনসনভোগি ব্যক্তির মরণোত্তর চাতুরী করিয়া পেনসন বজায় রাখণের ব্যবহার নিবারণ হয় এই নিমিত্ত ঐ কার্য্যকারকের উচিত যে মনুষ্যের আয়ুর দীর্ঘতা বুঝিয়া গড়ে সামান্যতঃ যত লোক মরিবার অপেক্ষা হইতে পারে এবং প্রতিবৎসরে পেনসনভোগি ব্যক্তিরদের মধ্যে কত জন মরিয়াছে এই উভয়ের সময়ে২ তুলনা করিবেন। এবং যত পেনসনভোগি ব্যক্তিরদের মরণের অপেক্ষা হইতে পারে যদি তত লোক না মরিয়া থাকে তবে এই বিষয়ে চাতুরী হইয়াছে কি না ইহা তহকীক করিয়া যাহা অবগত হন তাহা গবর্ণমেণ্টকে জানান্।

২৩৯। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সাধারণ বিধি করিয়াছেন যে গত ১ অক্টোবর তারিখে এই সিরিশ্তায় গবর্ণমেণ্ট যে নির্দ্ধারণ করিলেন তৎক্রমে যে২ ব্যক্তি পেনসনের বিষয়ে দরখাস্ত করে তাহারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আপনারদের দরখাস্তের লিখিত সকল বিষয়ের মুকুতি করিবেক। ১৮২০ সালের ২১ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

২৪০। পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে দেওয়ানী সিবিশ্তার যে২ শ্রেণীর তাবেদার যে কর্ম্মকারকেরা গবর্ণমেণ্টের স্থানে বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত পেনসনের দাওয়া করিতে পারেন তাঁহারদের ফিরিস্তি।

রেজিষ্টর ও প্রধান কেরাণী ও আকৌণ্টেণ্ট।

ইণ্ডেক্সর ও একজামিনর ও রিডর।

পুস্তকাধ্যক্ষ ও মহাফেজ।

তরজমাকারক ও দোভাষী।

ইঙ্গরেজী ও দেশীয় কেরাণী ও মুনশী ও জওয়াবনবীস।

১০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মাহিয়ানাভোগি ইঙ্গরেজী ও এদেশীয় হিসাবরাখণিয়া ও মুস্তুরীর ও মুৎসুদ্দী ও গোমাশ্তা ও কারকুন।

প্রধান খাজাঞ্চী।

রাজস্বের এদেশীয় প্রধান আমলা ও সিবিশ্তাদার ও দেওয়ান এবং জিলার রাজস্বের এদেশীয় প্রধান কর্ম্মকারক ও তহসীলদার ও আমীলদার ও পেশকার ও আমীন।

জিলার প্রধান কর্ম্মকারক ও পোলীসের দারোগা।

ব্যবস্থাদায়ক ও মৌলবী ও কাজী এবং পণ্ডিত ও মুফ্তী।

এদেশীয় জজ ও সদর আমীন ও মুনসেফ এবং ঐ২ আদালতের প্রধান আমলা ও নাজির।

২৪১। দেওয়ানী সিরিশ্তার কার্য্যকারকদিগকে বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত পেনসন দেওনের বিষয়ে নীচের লিখিত বিধান ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টে ১৮৪২ সালের ১৬ মার্চ তারিখে জারী করিলেন তাহা এক্ষণে সর্ব্ব সাধারণ লোকের বিজ্ঞাপনার্থে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এই নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন যে কোন২ পদে পেনসন দেওয়া যায় না কিন্তু ১৮৩১ সালের ৪ জানুআরি তারিখের বিধানক্রমে কোন২ পদে নিয়মিত কাল কর্ম্ম করিলে পেনসন দেওয়া যাই-

তে পারে কিন্তু পেনসনের অযোগ্য পদে কোন ব্যক্তি যত কাল কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহা পেনসনের যোগ্য পদের নিয়মিত সময়ের এক ভাগ গণ্য হইতে পারে না। যখন পেনসন আকাঙ্ক্ষী আপন কর্ম্মপ্রযুক্ত অনুগ্রহের যোগ্য হয় তখন পেনসনের যোগ্য পদে নির্দ্দিষ্ট কালপর্য্যন্ত কর্ম্ম না করিলেও তাঁহার পেনসনের বিষয়ে সদ্বিবেচনা হইবেক।—১৮৪৫ সালের ১৮ জুনের গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন।

১৬ ধারা।

জিলার জজ সাহেবের ও প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের আদালতের উকীল। তাঁহারদের নিয়োগ ও যে ভাষার ব্যবহার করিবেন তাহা।

২৪২। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে উকীলের পদ সর্ব্বদেশীয় এবং সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তিরদের প্রতি মুক্ত হয় কিন্তু সদর আদালতের নির্দ্দিষ্টমতে যে ব্যক্তি এরূপে সর্টিফিকট না পাইয়া থাকেন যে তিনি সদাচারি ব্যক্তি এবং ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে রীতিমতে যোগ্য আছেন এমত কোন ব্যক্তি ঐ২ আদালতে ওকালতী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। এই বিধির বিপরীত কোন আইন থাকিলেও তাহাতে কিছু প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।- ১৮৪৬ সা। ১ আ। ৪ ধা।

২৪৩। *কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে ওকালতী কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরদের ইমতিহানের বিষয়ে পশ্চাৎ লিখিত যে নির্দ্ধারণ* অদ্য সদর আদালতের সাহেবেরা করিয়াছেন তাহা সকল লোকের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৪৬ সালের ১ আইনের ৪ ধারায় এই লেখা আছে যে "সদর আদালতের নির্দ্দিষ্টমতে যে ব্যক্তি একপে সর্টিফিকট না পাইয়া থাকেন যে তিনি সদাচারি ব্যক্তি এবং ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে রীতিমতে যোগ্য আছেন এমত কোন ব্যক্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আদালতে ওকালতী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।" ঐ বিধান সম্পর্কে সদর আদালতের সাহেবেরা এই নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

২৪৪। মুনসেফের কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদের আচার ব্যবহার ও নৈপুণ্যের বিষয়ে যে প্রমাণ পত্র দাখিল করণের আবশ্যক সেই প্রকার প্রমাণ পত্র যে ব্যক্তি দর্শাইতে না পারেন তিনি কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে উকীলের কর্ম্মের যোগ্য হওনের নিমিত্তে ইমতিহান দেওনের বিষয়ে গ্রাহ্য হইবেন না।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১ বিধি।

২৪৫। সদর দেওয়ানী আদালতের গত মে মাসের ৪ তারিখের ১০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের উত্তরে যে সকল রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তদুপলক্ষে সদর আদালতের সাহেবেরা স্থির করিয়াছেন যে ১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাই তারিখের ১৭ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ২ বিধির নির্দ্দিষ্টমতে জিলার আদালতে উকীলের কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরদের ইমতিহান আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ২৫ তারিখ সোমবারে প্রত্যেক জিলার জজ সাহেব ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও প্রধান সদর আমীনের সম্মুখে হইবেক অতএব তোমাকে আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি সেই বিষয়ের এক এত্তেলানামা প্রকাশ কর এবং তোমার জিলার অধস্থ প্রত্যেক আদালতে লট্‌কাইবার নিমিত্তে এক২ নকল পাঠাও সেই এত্তেলানামার দ্বারা কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরদিগকে জানাইতে হইবেক যে নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্ব ছয় সপ্তাহ থাকিতে তাঁহারা উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের ১ বিধানমতে তোমার নিকটে আপন২ দরখাস্ত এবং তাহার সঙ্গে আপনারদের আচার ব্যবহার ও নৈপুণ্যের বিষয়ের যে প্রশংসাপত্র থাকে তাহা দাখিল করেন।—১৮৪৮ সালের ৪ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৪৬। তোমার কি তোমার অধীন আদালতের যে২ উকীলের ইমতিহান লওয়া উচিত বোধ কর তাঁহারদিগকে তুমি এই আগামি ইমতিহানে হাজির হইতে হুকুম দিবা। তাহাতে যদি তাঁহারা ইমতিহান দিতে না চাহেন অথবা ইমতিহানে উত্তীর্ণ হইতে না পারেন তবে এই আদালতের হুকুম পাইবার নিমিত্তে তাহার রিপোর্ট করিয়া যাবৎ সেই হুকুম তোমার নিকটে না পঁহুছে তাবৎ তাঁহারদিগকে ওকালতী কর্ম্মহইতে সস্পেণ্ড করিবা। যে উকীলদিগকে ইমতিহানের সময়ে হাজির হইবার হুকুম হয় তাহারদিগকে সময় থাকিতে সম্বাদ দেওয়া উচিত। -১৮৪৮ সালের ৪ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২। ৩ দফা।

২৪৭। মুনসেফের কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদের ইমতিহান লওনার্থে যে প্রদেশীয় কমিটি নিযুক্ত আছেন তাঁহারা সেই প্রদেশের মধ্যে কোন দেওয়ানী আদালতে ওকালতী কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষি ব্যক্তির ইমতিহান লওনের নিমিত্তে কমিটি হইবেন। এবং প্রতিবৎসরের ১ ফেব্রুআরি তারিখে তাঁহারা ইমতিহানের বৈঠক করিবেন। কিন্তু বিশেষ২ গতিকে এবং সদর দেওয়ানী আদালতের অনুমতিক্রমে ঐ বার্ষিক ইমতিহানের নিরূপিত সময়ছাড়া অন্য কোন সময়ে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদের ইমতিহানের নিমিত্তে প্রত্যেক জিলার শ্রীযুত জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও প্রধান সদর আমীন তদ্রূপ কমিটি হইবেন।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২ বিধি।

২৪৮। চিহ্নের নিয়ম স্থাপন হইবেক এবং গমস্ত জিজ্ঞাসার মূল্য ১০০ অঙ্ক ধরা যাইবেক। যে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরদের ঐ

চিহ্নের মধ্যে কেবল ৬০ হয় তাঁহারা অগ্রাহ্য হইবেন। যাঁহারা ৬০ চিহ্ন প্রাপ্ত হন এবং ৭৫ চিহ্নের অধিক না পান্ তাঁহারা মুনসেফের আদালতে ওকালতী করণার্থ সর্টিফিকট পাইবেন। যে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ৭৫ অবধি ৮৫ পর্য্যন্ত চিহ্ন পান তিনি সদর আমীনের আদালতে ওকালতী করিবার সর্টিফিকট পাইবেন। এবং যিনি ৮৫ চিহ্নের অধিক পান তিনি প্রধান সদর আমীন ও জজ সাহেবের আদালতে ওকালতী করিবার যোগ্যতার সর্টিফিকট পাইবেন।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৩ বিধি।

২৪৯। যে ব্যক্তি অধস্থ আদালতে ওকালতী করিবার সর্টিফিকট পাইয়াছেন সেই ব্যক্তি তৎপরে কোন ইমতিহানের সময়ে যত চিহ্ন পান তাহার সংখ্যার হিসাবানুসারে উচ্চ শ্রেণীর আদালতে ওকালতী করিবার যোগ্যতার সর্টিফিকট পাইবেন।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৪ বিধি।

২৫০। যে ব্যক্তি উচ্চ আদালতে সওয়াল জওয়াব করিবার সর্টিফিকট পাইয়াছেন তিনি দরখাস্ত করিলে কোন অধস্থ আদালতে ওকালতী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। ১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৫ বিধি।

২৫১। যে ব্যক্তি কোন এক জিলাতে সর্টিফিকট পাইয়াছেন তিনি যে শ্রেণীর আদালতের নিমিত্তে যোগ্য হইয়াছেন অন্য জিলাতে সেই শ্রেণীর আদালতে ওকালতী কর্ম্ম পাইতে পারেন।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৬ বিধি।

২৫২। যে২ ব্যক্তি যোগ্যতার পত্রপ্রাপ্ত প্রযুক্ত মুনসেফের কর্ম্মেতে নিযুক্ত হইতে পারেন কিন্তু সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হন নাই এমত ব্যক্তিরা দরখাস্ত করিলে সদর আদালতে অথবা কোন জিলার আদালতে ওকালতী কর্ম্ম করিতে সর্টিফিকট পাইবার যোগ্য হইবেন। কিন্তু সদর আদালতের সাহেবেরদের হুদ্বোধে যে সকল ব্যক্তির ওকালতী কর্ম্মের আবশ্যক যোগ্যতা আছে এইমত ব্যক্তিরদিগকে তাঁহারা আপনারদের আদালতে ওকালতী কর্ম্ম করণের অনুমতি দিতে পারেন।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৭ বিধি।

২৫৩। ১৮৪০ সালের ৪ আগষ্ট তারিখের ২। ৩। ৫। ৬ ও ১০ বিধি এবং তৎপরে জারীহওয়া ১। ২। ৩। ৬ এবং যে শেষ দফার আরম্ভে এই কথা আছে "এবং তৎসময়ে পাঠাইবেন" ইত্যাদি সেই দফাছাড়া ৭ বিধি এবং ৯ অবধি ১৪ পর্য্যন্ত বিধি ওকালতী কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদের ইমতিহানের বিষয়ে খাটিবেক। (১৮৪১ সালের ১৬ মার্চ তারিখের গবর্ণমেণ্ট গেজেট এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডরের তৃতীয় বালমের ১২৫। ১২৬। ১২৭ পৃষ্ঠা দেখ।)—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৮ বিধি।

২৫৪। জিলা চব্বিশপরগনার সিবিল ও সেশন জজ সাহেবের আদালতে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার আসামী ফরিয়াদীরদিগকে জানাইবার জন্যে নীচের লিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইতেছে।

মোকদ্দমার উভয় পক্ষ যে উকীলেরদের ইঙ্গরেজী ভাষাতে বোধ থাকে এমত উকীলদিগকে নিযুক্ত করিলে জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে হুকুম করিবেন যে জোবানী সওয়াল জওয়াব করিবার আবশ্যক হইলে সেই সওয়াল জওয়াব উক্ত ভাষাতেই হয় কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে জোবানী সওয়াল জওয়াব করিবার আবশ্যক হইলে যদি উভয় পক্ষের উকীলেরা ইঙ্গরেজী ভাষাতে তাহা চালাইতে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত না হন তবে এ কার্য্য কেবল এদেশীয় ভাষাতেই হইবেক।—জিলা চব্বিশপরগনার জজ সাহেবের ১৮৪৭ সালের ২৯ মার্চের বিজ্ঞাপন।

২৫৫। ১৮৪৬ সালের ১ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮৩৩ সালের ১২ আইন রদ হওনের উপলক্ষে সদর আদালত ইঙ্গরেজী ভাষায় সওয়াল জওয়াব করণের বিষয়ি পশ্চাৎ লিখিত বিধান ধার্য্য করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। এবং সেক্রেটারী শ্রীযুত বুশবী সাহেবের গত মাসের ৮ তারিখের ৫৩৬ নম্বরী যে পত্র বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেব ঐ মাসের ৩১ তারিখের ১৬৪৭ নম্বরী পত্রের মধ্যে দিয়া সদর আদালতে জানাইয়াছেন তাহার দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট ঐ বিধান মঞ্জুর করিয়াছেন।—১৮৪৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের সদর দেওয়ানী আদালতের নির্দ্ধারণ।

২৫৬। যে২ উকীল ইঙ্গরেজী ভাষা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা যখন কোন মোকদ্দমার উভয় পক্ষের দ্বারা নিযুক্ত হন তখন যে জজ সাহেবের নিকটে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তিনি আপন বিবেচনাক্রমে সেই ভাষাতে জোবানী সওয়াল জওয়াব করিতে হুকুম দিতে পারেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের নির্দ্ধারণের ১ বিধি।

২৫৭। কোন মোকদ্দমার এক পক্ষ ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ভাষাতে সওয়াল জওয়াব করিতে পারেন এমত ব্যক্তিকে একবার উকীল নিযুক্ত করিলে পর যদি আপনার ঐ উকীল বদল করে তবে তৎপ্রযুক্ত যে জজ সাহেবের সমক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাঁহার বিপক্ষ পক্ষের উকীলকে ইঙ্গরেজী ভাষায় সওয়াল জওয়াব করণের অনুমতি দিতে কোন আপত্তি হইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের নির্দ্ধারণের ২ বিধি।

২৫৮। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন সুপ্রিম কোর্টের কোন কৌন্সেলী সাহেব কৌন্সেলী হওনের উপলক্ষে কোম্পানি বাহাদুরের কোন সদর আদালতে সওয়

খাল জওয়াব করিতে পারিবেন। কিন্তু যে ভাষাতে আদালতে কোন বিষয়ের দরখাস্ত করিতে হয় তদ্বিষয়ে অথবা বিষয়ান্তরে উকীলের সম্পর্কে উক্ত সদর আদালতে যে সকল বিধি চলন আছে সেই২ বিধি ঐ কৌন্সেলী সাহেবেরদের প্রতি খাটিবেক ইতি।—১৮৪৬ সা। ১ আ। ৫ ধা।

২৫৯। গত মাসের ২ তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফায় লেখা ছিল যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা দেশীয় যে আমলা ও উকীলদিগকে মোকরর এবং তগীর করেন তাহাতে সদর আদালতের সম্মতি পাইবার নিমিত্তে তথায় রিপোর্ট করিবেন এক্ষণে সেই নিয়ম মতান্তর হইয়া সদর আদালত হুকুম করিতেছেন সেইরূপ রিপোর্ট করার আবশ্যক নাই এবং জজ সাহেব ঐ প্রকার আমলা ও উকীলদিগকে আপন ক্ষমতাক্রমে মোকরর ও তগীর করিতে পারেন কিন্তু যদি সদর আদালত অথবা গবর্ণমেণ্ট কখন সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত বোধ করেন্ তবে তাঁহারদের হুকুমে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবেক। ১৮৩২ সালের ১৩ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

২৬০। জিলা কিম্বা শহরের আদালতে কিম্বা মফঃসল আপীল আদালতে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে উত্তর কালে যে ব্যক্তি ওকালতী কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইবেক তাহাকে এই আইনের শেষের লেখা প্রথম নম্বরের শরওয়া মতে ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন অন্য কাগজে লেখা এক সনদ যে আদালতেতে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবেক সেই আদালতের মোহরে দেওয়া যাইবেক ইতি। ১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

ওকালতী কর্ম্মে যাহারা মোকরর হইবেক তাহারদিগের সনদের শরওয়া।

শ্রীঅমুক প্রতি আগে তুমি ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের হুকুমমতে সদর দেওয়ানী আদালতের কি অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের কিম্বা অমুক জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতের ওকালতী কর্ম্মে মোকরর হইলা যাবৎ তুমি তোমার প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্ম সুন্দরমতে নির্ব্বাহ করিবা ও আপন ভারসম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ যথার্থরূপে ও মনোযোগপূর্ব্বক এক্ষণকার চলিত আইনের কি উত্তর কালে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার হুকুমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিবা ও যাবৎ তোমার মন্দ চালি চলন প্রকাশ না হয় তাবৎ এ কর্ম্মহইতে তগীর হইবার যোগ্য হইবা না ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ ১ নম্বরী আপেণ্ডিক্স।

২৬১। কোন উকীল আপন ওকালতী কর্ম্মহইতে তগীর হইলে কিম্বা মরিলে অথবা কর্ম্মে ইস্তাফা করিলে যে আদালতে ঐ উকীল নিযুক্ত ছিল সেই আদালতের সাহেব কিম্বা সাহেবদিগের আবশ্যক যে তাহার ওকালতী কর্ম্মের সনদ ফিরিয়া লইয়া রদ ও বাতিল করেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

২৬২। তালমার মুনসেফের আদালতের সাবেক উকীল কৃষ্ণানন্দ বাঁড়ুয্যা তগীর হইয়া ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৪ ধারায় যেমত হুকুম আছে সেইরূপে আদালতের ওকালতী সনদ ফিরিয়া দিতে অস্বীকৃত হইলেন কিন্তু তাঁহার নিকটে তাহা তলব করাতে তিনি কোন মিথ্যা ওজর করিয়া পরে স্থানান্তর হইলেন। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত জজ সাহেবকে এই উত্তর দিলেন যে এমত গতিকে ঐ উকীলকে তোমার আদালতে হাজির হইতে তলব করিবা। এবং যদ্যপি সেই ব্যক্তি আদালতে হাজির না হয় অথবা হাজির হইয়া যদি আপনার সনদ ফিরিয়া না দেয় তবে তুমি তাহাকে হুকুম না মানিবার অথবা আদালতকে অবজ্ঞা করিবার অপরাধের দণ্ড দিতে পার।—১৮৩৭ সালের ৩১ মার্চের ১০৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬৩। প্রত্যেক উকীলের কর্ত্তব্য যে আপন কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত হওনের পূর্ব্বে যে আদালতেতে ওকালতী কর্ম্ম করিবার কারণ মোকরর হয় সেই আদালতের সাহেব কিম্বা সাহেবদিগের হজুরে এই আইনের শেষের লেখা ২ দ্বিতীয় নম্বরের লিখিত শরওয়ামতে হলফ করিয়া হলফনামাতে দস্তখৎ করে কিম্বা হলফের বদলে এক্ষণকার চলিত আইনের কি উত্তর কালে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার লিখিত হুকুমমতে হলফের মজমুনে এক্তরারনামা লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিয়া দেয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

যাহারা ওকালতী কর্ম্মে মোকরর হইবেক তাহারদিগের দিব্যের পাঠ।

আমি অমুক সদর দেওয়ানী আদালতের কি অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের কিম্বা অমুক জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতের ওকালতী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম অতএব দিব্য করিতেছি যে আপন বিবেচনা ও বুদ্ধিসাধ্যে ঐ কর্ম্মের নির্ব্বাহ প্রকৃতপ্রস্তাবে করিব।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২ নম্বরী আপেণ্ডিক্স।

২৬৪। কোন আদালতে উকীলদিগের এমত ক্ষমতা থাকিবেক না যে তাহারা যে আদালতের উকীল সে আদালতভিন্ন অন্য আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমাতে সওয়াল ও জওয়াব করে কিন্তু জিলা কি শহরের জজ সাহেবেরা আপন আদালতের ও রেজিষ্টর সাহেবের আদালতের ও সদর আমীনদিগের আদালতের উপস্থিত মো-

কদ্দমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক আদালতের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণের কারণ আপন আদালতের মোকররী উকীলদিগের মধ্যহইতে যেখানে যত জন উকীল নিয়োজিত করা আবশ্যক জানেন তাহা করিতে তাঁহারদিগকে নিষেধ আছে ইহা এই ধারার লিখনানুসারে বোধ না হয় ইতি। -১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১৬ ধা।

২৬৫। সদর আমীনেরদের আদালতে যে উকীলেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদিগকে জিলার জজ সাহেব যেখানে নিযুক্ত করা উচিত জানেন সেখানে তাঁহারদিগকে বিলি ও নিযুক্ত করিতে পারেন ও তাঁহার হুকুমের উপর প্রবিন্সাল আদালতে আপীল হইতে পারে না।—১৮৩১ সালের ৬ মের ৫৯৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬৬। সদর আদালত বোধ করেন যে তুমি যেং কারণ দর্শাইয়াছ সেই কারণে জিলার আদালতের উকীলেরদিগকে কমিস্যনর সাহেবের আদালতে মোখ্তার হইয়া মোকদ্দমা চালাইতে দেওয়া অতিঅনুচিত এবং এইরূপ ব্যবহার ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ১৬ ধারার বিরুদ্ধ তাহাতে হুকুম আছে যে এক আদালতের উকীল অন্য আদালতে সওয়াল জওয়াব করিতে পারিবেক না অতএব তোমার (অর্থাৎ কমিস্যনর সাহেবের) আদালতে মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত তাঁহারা যে মোখ্তারনামা দাখিল করেন তাহা তুমি নামঞ্জুর করিতে পার।—১৮৩১ সালের ১৪ অক্টোবরের ৬০২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬৭। জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে আপন আদালতের উকীলদিগের মধ্যে যত জন উকীল সদর আমীনের আদালতে ওকালতী কর্ম্ম নির্ব্বাহের কারণ আবশ্যক বুঝেন তাহারদিগকে ঐ ওকালতী কর্ম্ম করিবার ভার দেন ও জানা কর্ত্তব্য যে জিলা ও শহরের আদালতসকলের উকীলদিগের বিষয়ে যেং আইন চলন আছে সেইং আইন যেং উকীল সদর আমীনদিগের আদালতে ওকালতী কর্ম্ম করিবেক তাহারদিগেরো সহিত সম্বন্ধ রাখিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৭২ ধা।

২৬৮। জিলা অথবা শহরের জজ সাহেব আপন আদালতের উকীলকে কিম্বা সদর আমীনের কাছারীর উকীলকে প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে ওকালতী কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা দিতে পারিবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৮ ধা। ৩ প্র।

২৬৯। ১৮২১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে জজ সাহেবকে আপনার বিবেচনামতে কার্য্য করিতে যে ক্ষমতার্পণ হইল সেই ক্ষমতাক্রমে যদি জজ সাহেব আপনার আদালতের কোন উকীলকে কোন মোকদ্দমায় কিম্বা কোন বিশেষ প্রকার মোকদ্দমায় (যথা যে মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্ট অথবা তাঁহারদের কর্ম্মকারক এক পক্ষ হন) প্রধান সদর আমীনের আদালতে ওকালতী করিতে হুকুম দেন সেই হুকুমপ্রযুক্ত ঐ উকীল ঐ ধারার ১ প্রকরণের অভিপ্রায় ও অর্থের মধ্যে ঐ প্রধান সদর আমীনের আদালতের উকীল জ্ঞান হইবেক না। যে মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের উকীল বাদী প্রতিবাদী হন সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে ঐ বিচারকের প্রতি ঐ প্রকরণে নিষেধ আছে। [এই নিষেধ ১৮৩৮ সালের ২৭ আইনের ১ ধারার দ্বারা রহিত হইয়াছিল কিন্তু ঐ আইনের অর্থ অদ্যাপি সদর আমীনের আদালতের উকীলের বিষয়ে খাটে]—১৮৩৮ সালের ১৮ মের ১১৪৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭০। যে ব্যক্তি সোত্রহীন নহে এমত ব্যক্তির ওকালৎনামা লইতে কোন দেওয়ানী আদালত কোন উকীলকে হুকুম দিতে পারেন না।—১৮৪২ সালের ১ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩৫ পৃষ্ঠা।

২৭১। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণের এবং ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের নির্দ্দিষ্ট হুকুমের উচিতমত কার্য্য হয় নাহি এবং তৎপ্রযুক্ত প্রধান সদর আমীনেরদের ও সদর আমীনেরদের আদালতে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত আছে তাহার নিষ্পত্তি করণের বিলম্ব হইতেছে সদর আদালতের সাহেবেরা ইহা বোধ করিয়া তোমাকে আদেশ করিতেছেন যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২ ধারানুসারে নালিশের আরজী নিযুক্ত হওয়া মোখ্তারকার কিম্বা জজ সাহেবের বা প্রধান সদর আমীনের অথবা সদর আমীনের আদালতের রীতিমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন উকীলের দ্বারা লওয়া যাইতে পারে অতএব কর্ম্ম শীঘ্র সম্পাদন হয় এনিমিত্ত ১৮৩১ সালের ৫ আইন ও ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের বিধির অনুসারে যে আদালতে এইমত নালিশ বিচার হইবার নিমিত্তে সোপর্দ্দ হয় সেই আদালতের উকীলের দ্বারা নালিশের দরখাস্ত দেন এমত প্রবোধ দেওয়া জজ সাহেবের উচিত।—১৮৪০ সালের ১৮ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

২৭২। সদর আদালত বোধ করেন যে যাহাতে সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহের সুগম বোধ হইতে পারে এমতরূপে প্রত্যেক আদালতের উকীলদিগকে বিভাগ করিয়া নিযুক্ত করা জজ সাহেবেরদের উচিত এবং এইমতে বিভাগ হইলে পর প্রত্যেক উকীল যেং আদালতে নিযুক্ত হন কেবল সেইং আদালতে তাঁহাকে সওয়াল জওয়াব করণের অনুমতি দেওয়া উচিত।—১৮৪০ সালের ১৮ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

২৭৩। প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরদের আদালতের উকীল ফলতঃ জজ সাহেবের আদালতের উকীল এবং

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭২ ধারা ও ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণের বিধির অনুসারে জজ সাহেব তাঁহারদিগকে অধস্থ আদালতের মোকদ্দমার ওকালতী কর্ম্ম করিতে অনুমতি দিয়া থাকেন এবং ঐ ২৩ আইনের ৭২ ধারাতে এমত হুকুম আছে যে জিলার আদালতের সনদপ্রাপ্ত উকীলের বিষয়ে যে সকল বিধি চলন আছে তাহা সদর আমীনের আদালতে নিযুক্ত সনদপ্রাপ্ত উকীলের বিষয়েও খাটিবেক।—১৮৩৩ সালের ২ আগষ্টের ৮০২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭৪। আলাহাবাদের সদর আদালতের জজ সাহেবেরদের অধিকাংশের মতে কলিকাতার সদর আদালতের জজ সাহেবেরা ঐক্য হইয়া এই বিধান করিয়াছেন যে ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের বিধির অনুসারে কোন ব্যক্তি আপন মোকদ্দমা ও অন্যান্য কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত একের অধিক সামান্য মোখ্তার নিযুক্ত করিতে পারেন। অপর আলাহাবাদের সদর আদালত যে পরামর্শ দিলেন অর্থাৎ যে২ ব্যক্তি একের অধিক সামান্য মোখ্তার নিযুক্ত করেন তাঁহারদের উচিত যে ঐ মোখ্তারেরা কার্য্য নির্ব্বাহ করণেতে একে২ অথবা সকলে মিলিয়া যে২ কার্য্য করেন তাহার বিষয়ে মওক্কেল দায়ী আছেন ইহা তাঁহার স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে কলিকাতার সদর আদালতের সাহেবেরা সম্মত হইয়া তাহা ব্যবহারের বিধির ন্যায্য ধার্য্য করিলেন।—১৮৩৯ সালের ১০ মের ১২১০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭ ধারা।

ঐ২ আদালতের উকীলের তগীর হওন।

২৭৫। গত মাসের ২ তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফায় লেখা ছিল যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা দেশীয় যে আমলা ও উকীলদিগকে মোকরর এবং তগীর করেন তাহাতে সদর আদালতের সম্মতি পাইবার নিমিত্ত তথায় রিপোর্ট করিবেন এক্ষণে সেই নিয়ম মতান্তর হইয়া সদর আদালত হুকুম করিতেছেন সেইরূপ রিপোর্ট করার আবশ্যক নাই এবং জজ সাহেব ঐ প্রকার আমলা ও উকীলদিগকে আপন ক্ষমতাক্রমে মোকরর ও তগীর করিতে পারেন কিন্তু যদি সদর আদালত অথবা গবর্ণমেণ্ট কখন সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত বোধ করেন তবে তাঁহারদের হুকুমে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবেক।—১৮৩২ সালের ১৩ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

২৭৬। জিলার জজ সাহেবেরদের দ্বারা আপন২ আদালতের ও অধস্থ আদালতসকলের উকীলেরদের তগীর করণের বিষয়ে আইনের এক্ষণকার অবস্থা বিবেচনা করিয়া বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ও উত্তর পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে ১৮৪৬ সালের ১ আইন জারী হওনঅবধি ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত বিধিমতে পুনরায় কার্য্য করিতে হইবেক। তাহাতে হুকুম আছে যে জিলার আদালতের কিম্বা প্রধান সদর আমীনের অথবা সদর আমীনের আদালতের কোন উকীলের তগীর করণের বিষয় সদর দেওয়ানী আদালতের মঞ্জুরীর নিমিত্তে তথায় রিপোর্ট করিতে হইবেক এবং ঐ সদর আদালতের হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত সেই উকীল ওকালতী কর্ম্মহইতে কেবল সস্পেণ্ড হইতে পারেন। উক্ত ১৮৪৬ সালের ১ আইনের ১১ ধারানুসারে ঐ বিধি মুনসেফেরদের আদালতের উকীলেরদের বিষয়েও খাটান গেল। ঐ আইনের এই প্রকার অর্থপ্রযুক্ত ১৮৩২ সালের ১৩ আপ্রিল তারিখের ৪৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের যে ভাগে উকীলেরদের তগীর করণের বিষয় লেখা আছে তাহা এবং ৮৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ রহিত হইয়াছে এমত বোধ করিতে হইবেক।—১৮৪৮ সালের ২১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

২৭৭। যদি কোন আদালতের উকীল যে কোন মোকদ্দমা কেবল কাজিয়া ফসাদের ও পক্ষান্তর ব্যক্তিকে ক্লেশ ও দুঃখ দিবার নিমিত্ত হয় তাহা আদালতে দরপেশ করায় কিম্বা আপন লাভের নিমিত্তে আপন মওক্কেলের কোন মোকদ্দমা ইচ্ছা করিয়া বিলম্বে ফেলিয়া রাখে অথবা ওকালৎনামা স্বীকার করণের পরে আদালতের সাহেবের প্রমাণ বোধ হওনের যোগ্য কোন বিশিষ্ট হেতুব্যতিরেকে আপন মওক্কেলের তরফহইতে সওয়াল ও জওয়াব করিতে কিছু কসুর করে কি এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে নিরূপণহওয়া রসুমব্যতিরেকে নগদে কি জিনিসে বরং কোনহ প্রকারে আর কিছু আপন মওক্কেলের স্থানে তাহার মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার নিমিত্তে চাহে কিম্বা সে দিলে লয় কিম্বা কিছু কারসাজী ও প্রবঞ্চনা কি গাফিলী করে অথবা আপন ভারের কর্ম্ম করণের মধ্যে অন্য অসঙ্গত কর্ম্ম করে কিম্বা তাহার কিছু মন্দ চালি চলন ও দুষ্‌ক্রিয়া প্রমাণ হয় তবে সে উকীল তগীর হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৬ ধা।

২৭৮। সম্প্রতি সদর দেওয়ানী আদালত অবগত হইয়াছেন যে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্টের উকীল মোকদ্দমা চালাইতে শৈথিল্য করাতে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারানুসারে কোন২ মোকদ্দমা কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হইয়াছে। অতএব সদর আদালত দেওয়ানী আদালতেরদিগকে নীচের লিখিত উপদেশ ও হুকুম করিতেছেন।—১৮৪২ সালের ২ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৭৯। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ঐ আইনের প্রথম ধারার কথা অতিশয় আঁটাআঁটি করিয়া লেখা গিয়াছে এবং তাহাতে অতিদৃঢ় হুকুম আছে যে কোন মোকদ্দমা অথবা আপীলের হুয় সপ্তাহপর্য্যন্ত উদ্যোগ না হইলে তাহা কাযে২ ডিসমিস হইবেক এবং যে আদালতে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের কোন হুকুম দেওনের প্রয়োজন নাই এবং পক্ষান্তর ব্যক্তির সেই বিষয়ে কোন দরখাস্ত করণের আবশ্যক নাই। ফলতঃ যে মোকদ্দমায় এইরূপ ঘটে তাহা আপনা-আপনি নিষ্পন্ন ও শেষ হয় কেবল এইমাত্র বর্জিত থাকিল যে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট যদি উক্ত হুয় সপ্তাহ মিয়াদ অতীত হওনের পূর্ব্বে বিশেষ দরখাস্ত করিয়া অধিক সময় পাইবার উত্তম ও মাতবর কারণ আদালতে দর্শায় তবে সেই মোকদ্দমা নিবৃত্ত হইবেক না। অতএব যখন কোন মোকদ্দমা উক্ত আইনানুসারে কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হয় তখন দ্বিতীয় ধারানুসারে মোকদ্দমা পুনর্ব্বার উপস্থিত করণবিনা আর কিছু প্রতিকার নাই যেহেতুক আদালতের জজ সাহেব যদ্যপি ডিসমিস করণের হুকুম পুনর্ব্বিচার করেন তথাপি প্রথম হুকুমভিন্ন আর কোন হুকুম দিতে পারেন না। এবং ঐ আইনের লিখিত নানা প্রতিবন্ধকের কোন এক প্রতিবন্ধকের দ্বারা যদি মোকদ্দমা পুনর্ব্বার উপস্থিত করা যাইতে পারে না* তবে সেই মোকদ্দমা আর কখন হইতে পারিবেক না।—১৮৪২ সালের ২ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৮০। উক্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া যে২ গতিকে এমত প্রমাণ হয় যে উকীলেরদের শৈথিল্য এবং মোকদ্দমা চালাওনের ত্রুটিপ্রযুক্ত অথবা তাঁহারদের মওক্কেলের কার্য্য রীতিমতে নির্ব্বাহ না করাতে উক্ত প্রকারে মোকদ্দমা গিয়াছে সেই২ গতিকে এমত কঠিন দণ্ড দেওয়া উচিত বোধ হয় যে তাহার ভয়ে ঐ উকীলেরা আপনারদের মওক্কেলের মোকদ্দমা বিফল অথবা নষ্ট না করেন্। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে যখন উপযুক্তমতে তদ্বিতীক করাতে দৃষ্ট হয় যে ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের উকীলের দূষণীয় ত্রুটি এবং শৈথিল্যপ্রযুক্ত সেই প্রকার কসুর হইয়াছে তখন ঐ উকীলের সনদ সেই ত্রুটিপ্রযুক্ত কাযে২ বাতিল হইযাছে এমত জ্ঞান করা যাইবেক এবং সে আদালতে ঐ কসুর হইযাছিল সেই আদালতের জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতের বিশেষ অনুমতি না পাইয়া ঐ উকীলকে নূতন সনদ দিতে পারিবেন না।—১৮৪২ সালের ২ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৮১। অধস্থ বিচারকেরদের আদালতে এই প্রকার কোন ত্রুটি হইলে তাহার রিপোর্ট তৎক্ষণাৎ জিলার জজ সাহেবের নিকটে করিবেন এবং তিনি ঐ উকীলকে তগীর করিবার হুকুম দিবেন।—১৮৪২ সালের ২ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২৮২। এই বিষয়সম্পর্কে সদর আদালতের সাহেবেরা এই সুযোগে জানাইতেছেন যে তাঁহারা যে নানা অচিহ্নিত বিচারকেরদের সঙ্গে লিখনপঠন করিযাছেন তাঁহারা আপন২ আদালতের উকীলেরদের শৈথিল্য এবং অমনোযোগের বিষয়ে অনেক অভিযোগ করিয়া লেখেন যে অধিক ক্ষমতা না পাইলে তাঁহারদিগকে আমরা শাসন করিতে অক্ষম। অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা নানা আদালতের কার্য্যকারকদিগকে হুকুম করিতেছেন যে ঐ উকীলেরদের অপকর্ম্মের বিষয়ে তাঁহারা উত্তর কালে মনোযোগ করেন্ এবং যদি ঐ অপকর্ম্ম এমত বারবার হয় যে তাহাতে কার্য্যের ব্যাঘাত হয় তবে অপরাধি ব্যক্তিকে কর্ম্মহইতে তগীর করণের দ্বারা অথবা অন্য যে প্রকারে উচিত বোধ হয় সেই প্রকারে দণ্ড করেন্।—১৮৪৫ সালের ৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২৮৩। সদর আদালতের সাহেবেরা বারবার দেখিয়াছেন যে মফঃসলে দেওয়ানী আদালতের উকীলেরা মিথ্যা ও অমূলক কথার দ্বারা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হওয়া মোকদ্দমায় নিযুক্ত উকীলেরদের মনে ভ্রান্তি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়াছেন এবং উপস্থিত মোকদ্দমার দোষগুণের সঙ্গে যে বিষয়ের কোন সম্পর্ক নাই এমত বিষয়ে বেদাঁড়া হইয়াছে বলিয়া অধস্থ আদালতের বিচারকেরদের উপর দোষারোপ করিতে চেষ্টা করেন্ কিন্তু পরে সে বিষয়ের তজবীজ হইলে ঐ বিচারকেরা সর্ব্বপ্রকারে নির্দ্দোষী হইয়াছেন।—১৮৪৩ সালের ৭ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৮৪। এই ব্যবহার অতিঅনুপযুক্ত ও দূষণীয় এবং তদ্দ্বারা মোকদ্দমার বাদি কি প্রতিবাদির দাওয়া এবং লাভের বিষয়ে কিছু উপকার হয় না অতএব এমত ব্যবহার নিবারণ করা উচিত। এই নিমিত্ত সদর আদালতের সাহেবেরা সর্ব্ব সাধারণ লোকেরদের বিজ্ঞাপনার্থ জানাইতেছেন যে কোন জিলা বা অধস্থ আদালতে উপস্থিতহওয়া যে মোকদ্দমার আপীল পরে সদর দেওয়ানী আদালতে হয় সেই মোকদ্দমা ঐ২ আদালতে নির্ব্বাহ হওনের বিষয়ে যদি কোন উকীল মিথ্যা লেখেন তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তগীর হইবার যোগ্য হইবেন।—১৮৪৩ সালের ৭ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৮৫। প্রত্যেক দেওয়ানীর জজ সাহেবদিগকে হুকুম হইতেছে যে তাঁহারা এদেশীয় ভাষাতে এই সরক্যুলর অর্ডরের এক নকল আপনারদের আদালতে এবং জিলাজাতের প্রত্যেক অধীন আদালতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে লট্‌কাইয়া রাখেন।—১৮৪৩ সালের ৭ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

---

* এই বিষয়ে ১৩৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ দেখ।

২৮৬। উকীলদিগের কর্ত্তব্য যে আপন মওক্কেলের প্রকৃত নাম এবং সে ব্যক্তি প্রকৃতার্থ যে সেই বটে ইহা অতিসাবধানপূর্ব্বক জানিয়া ও জ্ঞাত হইয়া থাকে ও যদি কোন উকীল কোন ব্যক্তির তরফহইতে তাহার কৃত্রিম নামেতে ওকালৎনামা লইয়া দাখিল করে তাহাতে যদি জজ সাহেব সে বিষয়ের বৃত্তান্ত বিলক্ষণ তহকীক করণের পর ও প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবেরা জজ সাহেবের রিপোর্ট দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া সেই উকীলকে তগীর করণের যোগ্য বুঝেন তবে ঐ উকীল আপন ওকালতী কর্ম্মহইতে তগীর হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ২৭ আ। ৮ ধা।

২৮৭। যদি কোন উকীল উপরের লিখনক্রমে অর্পিত ক্ষমতানুসারে এমত মত লিখিয়া দেয় যে তাহাতে স্পষ্টতঃ যে কোন দাওয়া অত্যসঙ্গত ও লোকেরে দুঃখ দিবার নিমিত্তে তাহা উপস্থিত হওনের কারণ হয় কি দুরুহ মোকদ্দমার আপোস রফাহওনের বাধা হয় তবে সে উকীল ওকালতী কর্ম্মহইতে তগীর হইবেক আর যদি ঐ মত কারসাজীর মত লিখিয়া দেওনেতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমাতে ঐ উকীল সওয়াল ও জওয়াব করিতে নিযুক্ত হয় তবে তাহাতে নিরূপিত যে রসুম পাইতে পারিবেক তাহা আদালতের হুকুমমতে জব্দ করা গিয়া সরকারে দাখিল হইবেক কিম্বা ঐ উকীল যে ব্যক্তিকে এমত প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে তাহাকে দেওয়ান যাইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১০ ধা। ৬ প্র।

২৮৮। যদি কোন উকীল জজ সাহেবের দ্বারা তগীর হন তবে তাঁহাকে তগীর করণের হুকুমের পুনর্বিচার করিতে সদর দেওয়ানী আদালতের অনুমতি না পাইলে তাহার পরে সেই আদালতে যে জজ সাহেব নিযুক্ত হন তিনি ঐ ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার ওকালতী কর্ম্মে বহাল রাখিতে পারেন না।—১৮৩৭ সালের ১৪ আপ্রিলের ১০৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮৯। প্রধান সদর আমীনের সমক্ষে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের হইলেও সেই মোকদ্দমায় নিযুক্ত উকীলের কার্য্যের বিবেচনা করণের ভার জিলার জজ সাহেবের প্রতি আছে এবং সদর দেওয়ানী আদালতের প্রতি নাই।—১৮৪৪ সালের ২৮ মের সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫৮ পৃষ্ঠ।

১৮ ধারা।

ঐ২ আদালতের উকীল। লঘু দণ্ড। জরীমানা।

২৯০। যদি কোন আদালতে নিযুক্তথাকা প্রত্যেক উকীল কি অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত সওয়ালজওয়াবকারক কি মোখ্তারকার কোন আদালত কি কাছারীতে নথীতে গাঁথাইবার কি রিকার্ড করাইবার নিমিত্তে এই আইনের হুকুমক্রমে ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার যোগ্য কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া ইষ্টাম্পরহিত অথবা অনুচিত ইষ্টাম্পকাগজে আর উপযুক্তমত পৃষ্ঠে দস্তখৎ না হওয়া অথবা কৃত্রিম ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিয়া উপস্থিত করে এবং ঐ ইষ্টাম্পকাগজের পৃষ্ঠে উপরের উক্ত উপযুক্ত মত ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়কারকের দস্তখৎ না থাকে তবে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা উপযুক্ত তাহার মূল্য টাকার পাঁচগুণ জরীমানা দিবেক অথবা কম মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিত হইলে তাহার যত কমে কেনা গিয়া থাকে এই আইনের ১৩ ধারার লিখিত মত তাহার পাঁচগুণ জরীমানা দিবেক ঐ উকীল কি মোখ্তারকার যে আদালতে কার্য্য করে ঐ আদালতের প্রধান সাহেব ঐ জরীমানার হুকুম দিবেন ও তাহা আদায় করিবেন এবং ঐ জরীমানার টাকা ঐ জরীমানার বিষয়ি রোয়দাদ কি হুকুমনামার সহিত কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৮ ধা। ১ প্র।

২৯১। কালেক্টর সাহেব অথবা কালেক্টর সাহেবের তুল্য ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারি অন্য সাহেবের ইঁহার অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে যে ঐ আদালতের রোয়দাদ না লেখা কোন প্রকার কার্য্যের ভুলইত্যাদি জ্ঞাত হইলে যে জিলার আদালতে ঐ উকীল কিম্বা অন্য অপরাধি জন কর্ম্ম করে ঐ জিলার জজ সাহেবের নিকটে পত্র লিখিয়া পাঠান্ যে ঐ জিলা কি শহরের এলাকার মধ্যবর্ত্তি কোন আদালতে ঐ জরীমানা দেওয়া উপযুক্ত বোধ হইলে ঐ উকীলইত্যাদির স্থানে ঐ উপরের লিখিত জরীমানা লওয়া যায় কিম্বা যদি ঐ প্রকার অপরাধি উকীল প্রবিন্সাল কোর্টের কি সদর দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মকারি এক জন হন তবে ঐ২ আদালতের সরকারের যে২ উকীল থাকেন্ তাঁহারদিগের দ্বারা ঐ কালেক্টর সাহেব ঐ২ আদালতে দরখাস্ত করিবেন এবং ঐ জরীমানা দেওয়া ও না দেওয়ার বিষয়ের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি জিলার জজ সাহেব অথবা ঐ উপরিস্থ আদালতের জজ সাহেবেরা

বিবেচনাপূর্ব্বক করিবেন ও তাঁহারদিগের করা নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৮ ধা। ২ প্র।

২৯২। সদর আদালতকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে কোন মোকদ্দমায় যদ্যপি অনুচিত মুল্যের ইষ্টাম্পকাগজ লিখিত্যতায় দাখিল হয় এবং আমি নিঃসন্দেহরূপেই অবগত আছি যে ঐ ইষ্টাম্প যে ব্যক্তি দাখিল করিলেন তিনি জানিলেন না যে তাহা আইনের হুকুমের অপেক্ষা ন্যূন মুল্যের ইষ্টাম্প তবে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৮ ধারার নিরূপিত জরীমানা আমি ক্ষমা করিতে পারি কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৮ ধারাতে এমত কোন হুকুম নাই যে আদালতের প্রধান সাহেব আপনার বিবেচনামতে জরীমানা ক্ষমা করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার উচিত যে কোন উকীল কি অনুমতি পত্রপ্রাপ্ত সওয়ালজওয়াবকারক কি মোক্তার ঐ আইনের বিধির বিরুদ্ধ কোন কাগজপত্র আদালতে উপস্থিত করিলে তাহার স্থানে ঐ আইনের নির্দ্দিষ্ট জরীমানা অবশ্য লন্।—১৮৩৭ সালের ১৫ ডিসেম্বরের ১১২০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯৩। আলাহাবাদ ও কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সকল আদালতের উপদেশ ও বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত জানাইতেছেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৮ ধারাতে এমত হুকুম আছে যে যদি কোন আদালতের মোকররী উকীল কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত সওয়ালজওয়াবকারক কি মোক্তার ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার যোগ্য কোন প্রকার কাগজপত্র কি দরখাস্ত কি দলীলদস্তাবেজ ইষ্টাম্পরহিত কাগজে লিখিয়া দাখিল করে তবে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা উপযুক্ত ছিল তাহার মুল্য টাকার পাঁচগুণ জরীমানা দিবেক এবং যদি কম মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখে তবে যত কমে লেখা হইয়া থাকে তাহার পাঁচগুণ জরীমানা দিবেক। এবং ১১২০ নম্বরী আইনের অর্থে হুকুম আছে যে এই বিষয়ে আপন বিবেচনামতে কার্য্য করিতে দেওয়ানী আদালতের কোন ক্ষমতা নাই কিন্তু যে কোন উকীল কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত সওয়ালজওয়াবকারক কি ১৮৩৩ সালের ১২ আইনানুসারে নিযুক্ত মোক্তার ঐ আইনের বিধির বিরুদ্ধ কোন কাগজপত্র দাখিল করে তাহার স্থানে উক্ত ধারার নির্ণীত জরীমানা অবশ্য উসুল করিতে হইবেক। ঐ ১৮ ধারার কথা অতিসাধারণরূপে লেখা গিয়াছে এপ্রযুক্ত নালিশের আরজী এবং নম্বরী ও খাস আপীলের আরজী এবং পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত তাহার মধ্যে গণ্য করিতে হইবেক।—১৮৪৩ সালের ২০ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

২৯৪ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা বিধান করিয়াছেন যে দেশীয় বিচারকেরা ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৮ ধারার ১ প্রকরণের বিধির অনুসারে যে জরীমানা করেন্ তাহা আপন২ ক্ষমতাক্রমে এবং জজ সাহেবকে পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা না করিয়া সাধারণ রীত্যনুসারে উসুল করিতে পারেন্ এবং তাহার উপর রীতিমতে আপীল হইতে পারে।—১৮৩৯ সালের ৭ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

২৯৫। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে জজ সাহেবের আদালতে এবং জিলার অধীনস্থ আদালতে যে সকল মোকদ্দমা ও বিষয় উপস্থিত হয় তৎসম্পর্কে ইষ্টাম্পের আইনের নানা বিধি নিয়ত প্রতিপালন হয় এই বিষয়ে জজ সাহেব যথাসাধ্য যত্ন করেন।—১৮৩২ সালের ৩ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

২৯৬। যদি কোন জিলা কি শহরের আদালতে কোন উকীল কিছু কারসাজী কি প্রবঞ্চনা করে কিম্বা কোন অতিঅসঙ্গত ক্রিয়া করে তবে তাহা প্রমাণ হইলে আদালতের সাহেবের ক্ষমতা আছে যে প্রবিন্সাল কোর্টের মঞ্জুরীব্যতিরেকে সে উকীলকে কর্ম্মহইতে সস্পেণ্ড করেন ও যখন এমত হয় তখন ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে অবিলম্বে সে বিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়া জ্ঞাত করণার্থে প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া ঐ সাহেবদিগের হুকুমের প্রতীক্ষায় থাকেন ইতি। ১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১১ ধা।

২৯৭। যদি কোন মোকদ্দমাতে নিযুক্তহওয়া কোন উকীল আইনের অন্যথা কোন কর্ম্ম করে কি আপন মওক্কেলের মোকদ্দমার বিষয়ে কিছু কারসাজী কি প্রবঞ্চনা কি অন্য প্রকার বিরুদ্ধ আচরণ করে ও তাহাতে যদি তাহার মওক্কেলের পক্ষে ক্ষতি ও হানি হয় তবে তাহার মওক্কেল তাহার নামে ক্ষতির দাওয়াতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১২ ধা। ১ প্র।

২৯৮। যদি কোন উকীল আদালতের মিসিলের নির্দ্ধারিত দিবসে গরহাজির থাকে ও আদালতের সাহেবের হজুরে তাহার অসুস্থ থাকন কি হাজির হইতে না পারণের অন্য হেতুসম্বলিত আরজী না পঁহুছে তবে আদালতের সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সেই উকীলের উপর এমত কর্ম্মকরণপ্রযুক্ত প্রথম বারে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা ও দ্বিতীয় বারে ১০০৲ এক শত টাকা জরীমানা করেন ও তৃতীয় বারে সে উকীল ওকালতী কর্ম্মহইতে তগীর হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১৪ ধা। ১ প্র।

২৯৯। উকীলেরদের গরহাজিরীর জরীমানা করণের বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ৭ আইনের ৩২ ধারায় যে হুকুম আছে তাহার এইমত অভিপ্রায় নহে যে দেওয়ানী আদালতের বিচারক যদি ঐ আইনের লিখিত জরীমানাঅপেক্ষা কম জরীমানা করা উপযুক্ত বোধ করেন তবে সেই লঘু জরীমানা করিতে তাঁহারদের প্রতি নিষেধ আছে। পাটনার প্রবিন্সাল আদালত সদর আদালতে যে বিষয় অর্পণ করিযাছিলেন তাহাতে সদর আদালত উক্ত বিধান করিলেন।—১৮০৬ সালের ৮ ফেব্রুআরির ১৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩০০। যদি কোন উকীল আদালতে দরবারের সময়ে চপলতা করে তবে জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ১০০৲ এক শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা লওনদ্বারা সে উকীলকে শাস্তি দেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১৪ ধা। ২ প্র।

৩০১। এই আইনের লিখিত হুকুমমতে উকীলদিগের স্থানে জরীমানা লওনের অর্থে জিলা কি শহরের জজ সাহেবদিগের কি রেজিষ্টর সাহেবদিগের তরফহইতে যে২ হুকুম হয় তাহাই চূড়ান্ত বোধ হইবেক ও সেই জরীমানার টাকা অপরাধি উকীলের মেহনতানার মধ্যহইতে কাটিয়া লওয়া যাইবেক অথবা আদালতের ডিক্রীর টাকা উসুল করণের অর্থে যে প্রকার নিরূপণ আছে সেই প্রকারে উসুল করা যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরে যদি এমত প্রমাণ হয় যে কোন উকীলের প্রতি রেজিষ্টর সাহেবের হজুরহইতে জরীমানা লওনের অর্থে যে হুকুম হইয়াছে তাহার হেতু মাতবর ও তদুপযুক্ত নহে কি সে হুকুম তাহার অপরাধের উপযুক্ত নহে তবে সে জরীমানা বহাল রাখিতে কিম্বা কমাইতে কি মাফ করিতে জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে ও এ বিষয়ে জিলা কি শহরের জজ সাহেব যে হুকুম দেন্ তাহাই চূড়ান্ত বোধ হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।

৩০২। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীনেরদের আদালতে যখন উকীল জরীমানার যোগ্য কোন কর্ম্ম করেন তখন সেই প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন তাঁহার জরীমানা করিতে পারেন। কিন্তু এই প্রকার জরীমানার হুকুমের উপর জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৮৪৬ সা। ১ আ। ১০ ধা।

৩০৩। প্রত্যেক আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের মধ্যে যে২ কথা কেবল অসঙ্গত ও নিরর্থক কি কোন প্রকারে অনুপযুক্ত বোধ হয় তাহার নিমিত্তে উকীলদিগকে তাড়া দিতে অতিমনোযোগ রাখিবেন ও যদি কোন উকীল উপরেতে যেমন২ লেখা গিয়াছে তাহার অন্য মত করে ও সে নিমিত্তে তাহাকে তাড়া ও ধমক দিয়া তাহার প্রসঙ্গ রুবকারীতে লেখা উপযুক্ত বোধ হয় তবে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে উকীলকে ধমকাইযা ও তাড়া দিয়া তাহার প্রসঙ্গ আপন রুবকারীতে লেখান্ ও এমত ধমক ও তাড়া দেওনের পরেও যদি পুনর্ব্বার এমত কর্ম্ম করে তবে যে মোকদ্দমাতে এমত হয় তাহাতে সে উকীলের যত টাকা রসুম পাওনা হইবেক তাহা সরকারে জব্দ হইবেক কি আদালতের সাহেব তাহার আহওয়াল বুঝিয়া ২০৲ কুড়ি টাকার অধিক না হয় এমত যে জরীমানা করেন তাহা সেই উকীলের দিতে হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।

১৯ ধারা।

ঐ২ আদালতের উকীল। তাঁহারদের কর্ত্তব্য কার্য্য।

৩০৪। উকীলদিগের কর্ত্তব্য যে কোন আরজী কি জওয়াব অথবা আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অন্য কোন সওয়াল ও জওয়াব দাখিল করণের পূর্ব্বে তাহা দেখিয়া ইহা বিবেচনা করে যে তাহার মজমুন এক্ষণকার চলিত আইনের হুকুমমতানুযায়ি বটে এবং পূর্ব্বে দাখিলহওয়া সওয়াল ও জওয়াবের মজমুন আবশ্যক হওনব্যতিরেকে তাহাতে দোকর না থাকে ও পক্ষান্তর ব্যক্তির কিম্বা তাহার উকীল কি সাক্ষিদিগের কি অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি কোন কটু কথা কিম্বা তহমতের কথা কিম্বা আদালতের সাহেবের কি অন্য কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের পক্ষে কিছু অমূলক ও মিথ্যা কথা লেখা না থাকে এবং অনর্থক ও বৃথা কথাও না লেখা থাকে ফল ইহা বিবেচনা করে যে কেবল মোকদ্দমার বৃত্তান্ত প্রমাণ হইবার নিমিত্তে যে মজমুনের প্রয়োজন হয়

কেবল তাহাই লেখা থাকে। ও ইহা বিবেচনা করণের পর উকীলদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা দাখিল করিতে হইবার সমস্ত সওয়াল জওযাবের উপর তাহার মজমুন দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া মঞ্জুর করিয়াছে ইহার নিদর্শন থাকিবার নিমিত্তে আপনং দস্তখৎ করে ইতি।— ১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

৩০৫। যদি কোন মওক্কেল আপনার উকীলকে আপনার মোকদ্দমার গুপ্ত বিষয় কহে তবে এইরূপ বিশ্বাসপূর্ব্বক ঐ উকীলকে যাহা জ্ঞাত করা গিয়াছে তাহার বিষয়ে তাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে হুকুম করা যাইতে পারে না।—১৮৪৩ সালের ৪ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫১ পৃষ্ঠা।

৩০৬। উকীলকে আপন মওক্কেলের উপদেশ দর্শাইতে হুকুম দেওয়া যাইতে পারে না।—১৮৪৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮৬ পৃষ্ঠা।

৩০৭। মোকদ্দমার বিচারকালীন নাকারা দস্তাবেজ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য নিদর্শনপত্র দরপেশ করাতে এবং যেং সাক্ষির সাক্ষ্য লওনেতে কিছু গুণ নাহি তাহাবদিগকে হাজির করাতে প্রায় সর্ব্বদা যে অসঙ্গত খরচপত্র ও হানি ও ব্যাঘাত হয় তাহা না হইতে পারিবার নিমিত্তে উকীলদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের মওক্কেলেরা আপনং দাওয়া প্রমাণ ও সাব্যস্ত করিবার জন্যে যেং দস্তাবেজ দরপেশ করিতে চাহে তাহা দাখিল করণের পূর্ব্বে দেখিয়া বিবেচনা করে এবং সাক্ষিদিগকে হাজির করাইবার পূর্ব্বেও আপনং মওক্কেলের স্থানে ইহা জ্ঞাত হয় যে মোকদ্দমার কোন্ বিষয়ের প্রমাণের কারণ তাহারদিগকে হাজির করাণ আবশ্যক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

৩০৮। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ও প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি কোন উকীলকে উপরের ধারার লিখিত কর্ম্মকরণ কিম্বা অন্যং হেতুপ্রযুক্ত ওকালতী কর্ম্মের উপযুক্ত বোধ না হয় তবে তাহাকে ওকালতী কর্ম্মহইতে তর্গার করেন ইতি। —১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

৩০৯। কোন জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরে যদি ইহা প্রমাণ হয় যে যে কোন উকীল তাঁহার আদালতে ওকালতী করিতে থাকে কিম্বা রেজিষ্টর সাহেবের আদালতে কি সদর আমীনদিগের আদালতে ওকালতী কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে হাজির থাকে তাহাহইতে উপরের লিখিত কোন কর্ম্ম হওনপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত সে আপন ভারের কর্ম্ম চালাইবার যোগ্য নহে তবে এমতে ঐ জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন বিবেচনার কথা সহিত সে মোকদ্দমার বৃত্তান্তের রিপোর্ট প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন ও ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে বিষয়ে যে পুরা হুকুম দেওয়া উপযুক্ত হয় তাহা দেন অথবা পুরা হুকুম দেওনের পূর্ব্বে জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবের স্থানে অন্য সম্বাদবাদ তলব করেন অথবা সেই সাহেবের নামে আরং তহকীক করণের হুকুম দেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

৩১০। ফতেপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে বাদি কি প্রতিবাদির পাওনা যে টাকা আদালতে আমানৎ থাকে সেই টাকা তাহারদের উকীলকে দিতে যদি ওকালৎনামাতে বিশেষ হুকুম না লেখা থাকে তবে তাহা উকীলকে দেওয়া যাইবেক না এবং যদি ওকালৎনামায় বিশেষ হুকুম না হইলে ঐ টাকা উকীলকে দেওয়া যায় তবে আদালতের যে আমলা ঐ টাকা দেন তিনি টাকার বিষয়ে নিজে দায়ী হইবেন।—১৮৪১ সালের ৯ সেপ্টেম্বরের ১৩৬০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১১। সদর আদালতের সাহেবেরা কহেন যে ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩৪ ধারানুসারে নম্বরী দেওয়ানী মোকদ্দমায় যে উকীলেরা নিযুক্ত হন তাহারদের প্রতি হুকুম আছে যে অতিরিক্ত কিছু রসুম না লইয়া যে মোকদ্দমায় সওয়াল জওয়াব করিতে নিযুক্ত হন সেই মোকদ্দমার বিচারকালীন এবং তাহার নিষ্পত্তি হইলে ডিক্রী জারী হওয়াপর্য্যন্ত তাহাতে যে সকল কার্য্য করিতে আবশ্যক হয় তাহা করেন। যে মোকদ্দমার বিষয়ে এইক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে তাহা জিলার আদালতের দ্বারা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইয়াছে এমত বোধ করা যাইতে পারে না যেহেতুক ঐ আদালতের ডিক্রী নামঞ্জুর হইয়াছে এবং মোকদ্দমা গোড়াঅবধি পুনর্ব্বার তজবীজ করিতে হুকুম হইয়াছে। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে আসামীর উকীলকে যে রসুম দেওয়া গিয়াছিল তাহা ফিরিয়া দিতে হুকুম হয়। এবং যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা পরিশেষে ডিক্রী হয় সেই আদালতের সাহেব ঐ মোকদ্দমার উকীল যে মেহনৎ করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া যত মেহনতানা উপযুক্ত ঠাহরেন তত টাকা নির্দ্দিষ্ট রসুমহইতে তাঁহাকে দেওয়াইবেন।—১৮৩৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরের ১১০৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১২। বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখের তোমার পত্রে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে তোমার আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্তে ডিক্রীদার যে ওকালৎনামা উকীলকে দিয়া থাকে সেই ওকালৎনামার ক্ষমতাক্রমে মোকদ্দমার আপীল হইয়া ডিক্রী বহাল হইলে সেই ডিক্রী জারীকরণের সকল কার্য্য ঐ উকীল করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর

দেওয়ানী আদালত এই বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩৪ ধারায় এই বিষয়েতে অতিস্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে মোকদ্দমা প্রথম উপস্থিত হওনের সময়ে যে ওকালৎনামা লেখা যায় তাহা মওক্কেলের দ্বারা বাতিল না হইলে বা প্রকারান্তরে রহিত না হইলে চূড়ান্ত ডিক্রী জারী হইবাপর্য্যন্ত তাহা কর্ম্মণ্য ও বলবৎ জ্ঞান করিতে হইবেক।—১৮৩৪ সালের ১৭ জানুআরির ৮৫২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১৩। বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ও পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালত সাধারণ লোকেরদের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে জানাইতেছেন যে মোকদ্দমা নির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত উকীলেরদিগকে বিশেষ ক্ষমতা না দেওয়া গেলে ডিক্রী জারীক্রমে যে টাকা উসুল হয় তাহা তাঁহারা লইতে পারেন না। সদর আদালত জানাইতেছেন যে উকীলদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহা ডিক্রী জারী হইলে রহিত হয় অর্থাৎ টাকার ডিক্রী হইলেই সেই টাকা যখন আদালতে দাখিল হয় তখন তাঁহারদের ক্ষমতা রহিত হয়। ঐ টাকা আদালতহইতে বাহির করা তৎপরের স্বতন্ত্র এক কর্ম্ম এবং যদি উকীলের ওকালৎনামাতে সেই বিষয়ের বিশেষ হুকুম না লেখা থাকে অথবা যদি সেই টাকা বাহির করিতে কোন স্বতন্ত্র নিদর্শনপত্রের দ্বারা তাঁহাকে ক্ষমতা না দেওয়া গিয়া থাকে তবে তাঁহকে সেই কর্ম্ম করিতে অনুমতি দিতে হইবেক না।—১৮৪২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

৩১৪। দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আপনং আদালতের উকীলদিগেরে ক্ষমতা ও অনুমতি দেন যে এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত যে সকল হুকুম সালিসদিগকে নিষ্পত্তি করণের কারণ মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিবার বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া সালিসী তারানুসারে উপস্থিত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১৯ ধা।

৩১৫। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে যে কবুল হয় সেই কবুলপত্রে দস্তখৎ করিতে দেওয়ানী আদালতের উকীলদিগের প্রতি হুকুম হইতে পারে এবং তাহা করিতে অস্বীকার করিলে তাঁহারা তগীর হইবার যোগ্য হইতে পারেন।—১৮১২ সালের ২৩ আপ্রিলের ১০১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১৬। উকীলদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের মওক্কেলেরা মোকদ্দমার বিচারকালীন তাহারদিগকে যেং হিসাবের ফর্দ্দ ও দস্তাবেজওগয়রহ কাগজপত্র দেয় তাহার রসীদ ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন অন্য কাগজে লিখিয়া তাহারদিগকে দেয় যদি কোন উকীল এপ্রকার হিসাবের ফর্দ্দওগয়রহ কাগজপত্র আপন মওক্কেলকে ফিরিয়া দিতে না চাহে তবে সেই মওক্কেল এ বিষয়ে আদালতে দরখাস্ত দিলে ঐ হিসাবের ফর্দ্দওগয়রহ কাগজপত্র সেই উকীলের স্থানহইতে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়ান যাইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৩৬ ধা।

৩১৭। যে হেতু কি হেতুতে এই ধারার ১ প্রকরণের মতে খাস আপীল করিবার মনস্থ হয় তাহা সেই দরখাস্তে স্পষ্ট ও নিরূপণ করিয়া লেখা যাইবেক ও কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তি এমত দরখাস্ত করিতে চাহে সে ব্যক্তি নিজে কিম্বা আদালতের মোকরুরী কোন উকীলের মারফতে ঐ দরখাস্ত দাখিল করে ও শেষ কল্লে যে উকীল ঐ দরখাস্ত দাখিল করিবেক তাহার কর্ত্তব্য যে তাহাতে আপন দস্তখৎ করে ও তাহার পৃষ্ঠে এ কথা লিখে যে এই ধারার ১ প্রকরণের দৃষ্টে খাস আপীল মঞ্জুর হওনের অর্থে দরখাস্তেতে যেং হেতু লেখা আছে তাহা সম্পূর্ণ বিবেচনা ও প্রণিধান পূর্ব্বক বিশিষ্ট ও উপযুক্ত বুঝা গেল ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

৩১৮। জিলা ও শহরের আদালতের উকীলদিগকে নিষেধ আছে যে সেইং আদালতের সাহেবের বিনা-অনুমতিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেবের হজুরে উপস্থিতহওয়া কোন ফৌজদারী নালিশেতে কি মোকদ্দমাতে কি মামলিয়তে মোখ্তারকারী কর্ম্ম না করে কিন্তু যেং উকীলেরা সরকারের তরফহইতে অপরাধের অপবাদগ্রস্ত লোকদিগের নামে নালিশ করিবার কারণ কি ফৌজদারী আদালতসম্বন্ধীয় অন্য যেং কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে সরকারের তরফহইতে এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে কি উত্তর কালে যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তদনুসারে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহার নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত থাকে সে সকল উকীলের সহিত ঐ হুকুম সম্বন্ধ রাখিবেক এমত বোধ না হয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১৭ ধা।

৩১৯। সমস্ত আদালতের উকীলেরা ও অন্য লোকেরা হজুরের আইনের হুকুম ওয়াকিফ হইতে পারিবার নিমিত্তে ঐং আইনমতে ফিরিস্তি তাহার এদেশীয় ভাষাতে করা তরজমার সহিত ছাপা ও জেল্দবন্দী করা গিয়া ছোট বড় সমস্ত লোকের দেখিবার কারণ প্রত্যেক আদালতের কাছারীতে রাখা যাইবেক ও যাবৎ এক সনের নির্দ্ধারিত সকল আইন উপরের লিখিতমতে জেল্দবন্দী না হয় তাবৎ কর্ত্তব্য যে যখন যে আইন তাহার তরজমা

সহিত ছাপা হয় তখন তাহার এক২ আইন উপরের লিখিত প্রকার তরজমা সহিত প্রত্যেক আদালতের কাছারীতে মৌজুদ রাখা যায় ও ঐ সকল আইন রাখিবার নিমিত্তে প্রত্যেক আদালতের কাছারীর মধ্যে এক আলাহিদা মেজ এক স্থানেতে রাখা যাইবেক ও রবিবারছাড়া প্রতিদিবস দরবারের সময়ে ছোট বড় সমস্ত লোকের দেখিবার নিমিত্তে সেই মেজের উপর রাখা যাইবেক ও সেই কালে উকীলের ও অন্য লোকদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ সকল আইন কাছারীর মধ্যে দৃষ্টি করে ও যদি বাসনা হয় তবে তাহা সমুদয় কি তাহার কতকের নকল করিয়া লয় ও আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আইনের এদেশীয় ভাষাতে করা তরজমা তাঁহারদিগের আদালতে পঁহুছিলে পর আদালতের কাছারীর মধ্যে তাহা বড় শব্দ করিয়া পড়ান্ ও আদালতের উকীলদিগকে হুকুম দেন যে সেই২ আইনের মধ্যে যাহা স্পষ্টতঃ কি আভাষে ওকালতী কর্ম্ম চালাইবার সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার নকল করিয়া লয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৪০ ধা।

৩২০। যদি জজ সাহেবদিগের কি রেজিষ্টর সাহেবদিগের উপরের লিখিত সরাসরী মোকদ্দমার তজবীজ করিবার নিমিত্তে সদর মোকামহইতে অন্তরে বৈঠক করিতে হয় তবে তাহাতে আদালতের মোকররী উকীলদিগের হাজির থাকিবার আবশ্যক হইবেক না ও ঐ সাহেবদিগের উচিত যে উভয় বিবাদির কি তাহারদিগের তরফহইতে যাহারা মোকরর হয় তাহারদিগের সাক্ষাৎ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন ইতি।—১৮২১ সা। ২ আ। ১০ ধা। ৩ প্র।

২০ পারা।

ঐ২ আদালতের উকীল। মওক্কেল ও উকীলের সঙ্গে বন্দোবস্ত। উকীলের পরিবর্ত্তন বা ইশ্‌তাফাদেওন কি মরণ।

৩২১। কোন ব্যক্তি কোন আদালতেতে আপনার উপস্থিত মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব আদালতের উকীল নিযুক্ত করণবিনা আপনি হাজির থাকিয়া করিতে পারিবেক না এমত নিষেধ এই আইনের লিখিত কথাক্রমে বোধ না হয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৩৮ ধা।

৩২২। জিলা কি শহরের আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার কি আপীল আদালতের উপস্থিত কোন মোকদ্দমার বাদী কি প্রতিবাদী এতাবতা ফরিয়াদী কি আসামী অথবা আপেলাণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্ট উকীল মোকরর করিতে চাহিলে উকীলকে পূর্ব্বে যে ।০ চারি আনা বাসনা দিবার হুকুম ছিল তাহা এক্ষণে দিতে হইবেক না কিন্তু ফরিয়াদী কি আপেলাণ্ট হইলে আপন নালিশের বিষয়ে ও আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্ট হইলে দাওয়ার জওয়াব দিবার বিষয়ে এক কেতা ওকালৎনামা উকীলকে দিতে হইবেক এই মজমুনে যে আমি অমুক উকীলকে আপন তরফহইতে নালিশ করিবার কারণ কি দাওয়ার জওয়াব দিবার কারণ উকীল মোকরর করিলাম অতএব উকীল মজকুর এ মোকদ্দমাতে যে২ সওয়াল ও জওয়াব ও তদবীর করিবেক সে সমস্ত সওয়াল ও জওয়াব ও তদবীর আমার স্বয়ং করণের মত কবুল ও মঞ্জুর হইবেক আর ঐ ওকালৎনামাতে দুই জন মাতবর সাক্ষির সাক্ষাৎ আপন মোহর কি দস্তখৎ করিবেক কি লেখাপড়া না জানিলে নিশানী করিবেক ও ঐ সাক্ষিদিগেরো কর্ত্তব্য যে ওকালৎনামাতে সাক্ষি হওনের বিষয়ে উপরের লিখিতমতে কার্য্য করে ও আবশ্যক বুঝা গেলে ওকালৎনামা প্রমাণ ও সাব্যস্ত হওনের কারণ সাক্ষিদিগের আদালতে হাজির হইতে হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২১ ধা। ১ প্র।

৩২৩। যদি কোন ফরিয়াদী আপনার রীতিমত নিযুক্ত উকীলের দ্বারা স্বীকার করে যে আসামী শপথক্রমে যে এজহার করে তাহার অনুসারে আদালতে আমার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হউক তবে সেই এজহারঅনুসারে যে ডিক্রী হয় তাহার বিষয়ে সে ব্যক্তি কোন আপত্তি করিতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৩ সালের ২৯ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৩১ পৃষ্ঠা।

৩২৪। ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজনের এক জন উকীল আপন মওক্কেলের পক্ষে এই দরখাস্ত করিল যে খাতকের কতক সম্পত্তির যদি নির্দ্ধারিত টাকাঅপেক্ষা অধিক টাকা নীলামে না ডাকা যায় তবে সেই নির্দ্ধারিত মূল্যে তাহা আমাকে বিক্রয় হয়। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে ঐ মওক্কেল যদিও তৎপরে কহে যে আমি আপনার উকীলকে ঐ দরখাস্ত

করিতে অনুমতি দিই নাই তথাপি সেই মওক্কেল সেই উকীলের করা দরখাস্তহইতে মুক্ত হইতে পারে না।—সদর আদালতের ১৮৪২ সালের ২২ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৬ পৃষ্ঠা।

৩২৫। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে মোখ্তারের মওক্কেল যে মোকদ্দমাতে বাদী বা প্রতিবাদী হয় সেই মোকদ্দমাতে ঐ মোখ্তারেরা ওকালৎনামা সিরিশ্তায় দাখিল করিতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত তোমাকে এই বিধান জানাইতেছেন যে এই বিষয়ে আপনি যাহা চাহরাইয়াছেন তাহাতে তাঁহারদের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। তাঁহারা কহেন যে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা কর্ম্ম করা এবং আপনিই সেই কর্ম্ম করা একি কথা এবং ঐ দুই কার্য্য একি প্রকার এমত আইনের অভিপ্রায় আছে এবং তাহা ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ১৩ ধারার কথাক্রমে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যেহেতুক তাহাতে লেখে যে উভয় বিবাদী অথবা তাহারদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোখ্তার কোন২ কার্য্য করিবেন। যদ্যপি ১৭৯৩ সালের ৭ আইনের ৮ ধারার কথা এবং ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২১ ধারার কথায় কোন প্রভেদ নাই তথাপি ১৭৯৩ সালের আইন জারী হওনঅবধি ৩২ বৎসর ব্যাপিয়া ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোখ্তারেরা যে ওকালৎনামা লিখিয়া দাখিল করে তাহা সকল আদালতে উভয় বিবাদির নিজে লিখিয়া দেওয়া ওকালৎনামার তুল্য সিদ্ধ ও মাতবর জ্ঞান হইয়া আসিতেছে। অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা বিধান করিতেছেন যে এই প্রকার ব্যবহার সর্ব্বত্র চলিতেছে এবং তাহাতে মোকদ্দমার বাদি বা প্রতিবাদির অনেক সুবিধা আছে এবং আইনে তাহার কোন নিষেধ দেখা যায় না অতএব এই প্রকার ব্যবহার এইক্ষণে নিবারণ করা অনুচিত। —১৮২৬ সালের ২৮ আপ্রিলের ৪১৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২৬। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কার্য্যনির্ব্বাহের নীচের লিখিত যে নিয়মমতে ব্যবহার করিতেছেন সেই নিয়ম জিলার আদালত এবং তাহার অধীন সকল আদালতে ব্যবহার করিতে হুকুম দিতেছেন। যে২ ওকালৎনামায় মওক্কেল কি তাহারদের প্রতিনিধি ও মোখ্তার দস্তখৎ করে তাহার এবং যে মোখ্তারনামার ক্ষমতাতে ওকালৎনামাতে দস্তখৎ হয় তাহার মাতবরী নির্ণয়ের বিষয়ে উত্তর কালে দিব্য করিবার আবশ্যক হইবেক না উক্ত প্রকার সকল দলীলদস্তাবেজে উপযুক্ত ও যথাবিধি দস্তখৎ হইয়াছে কি না ইহার ঝুঁকী কেবল উকীলের প্রতি থাকিবেক। যে২ মোকদ্দমায় কেবল মোখ্তার কি প্রতিনিধি নিযুক্ত হয় সেই২ মোকদ্দমায় উক্ত নিয়ম চলিবেক না। এইমত গতিকে মোখ্তারনামার মাতবরী চলিত নিয়মমতে সুকৃতি কি দিব্যের দ্বারা সাব্যস্ত করিতে হইবেক।—১৮৪৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩২৭। ঐ ওকালৎনামা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজেতে লেখা যাইবেক কিন্তু ঐ আইনের ১৫ ধারানুসারে দস্তাবেজ দাখিল করণের সময়ে ইষ্টাম্পের যে রসুম লাগে তাহা ওকালৎনামাতে লওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২১ ধা। ২ প্র।

৩২৮। যে সময়ে যে কোন উকীল উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে ওকালৎনামা পাইয়া ফরিয়াদী কি আসামীর তরফহইতে কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণের ভার লইবেক সেই সময়ে সেই উকীল সেই ওকালৎনামার পৃষ্ঠে তাহা পাওনের রসীদ আপন দস্তখৎ ও পাইবার তারিখের সহিত লিখিয়া দিবেক ও তাহার পরে সেই উকীল সে মোকদ্দমাতে পক্ষান্তরের তরফহইতে সওয়াল ও জওয়াব করিবার ভার লইতে পারিবেক না ইতি। ১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২২ ধা।

৩২৯। যদি কোন মোকদ্দমার বাদী কিম্বা প্রতিবাদী আপনার মোকরর করা উকীলের কর্ম্ম করণের ধারা ও গতিকেতে অসম্মত হয় তবে যখন ইচ্ছা তখন ঐ উকীলকে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণহইতে মৌকুফ অর্থাৎ রহিত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আদালতের উকীলদিগের মধ্যহইতে অন্য কোন উকীলকে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের কারণ মোকরর করিতে পারিবেক ও যদি এমত ঘটে তবে বাদি কি প্রতিবাদির কর্ত্তব্য যে সাবেক উকীলকে আপন তরফ সওয়াল ও জওয়াব করণহইতে রহিত করিবার জন্যে এক দরখাস্ত তাহার পরিবর্ত্তে হালে যে উকীলকে মোকরর করিতে চাহে তাহার নামের এক ওকালৎনামা সহিত আদালতে দাখিল করে কিন্তু ঐ সাবেক উকীল সে মোকদ্দমাতে আপন রহিত হওন কালপর্য্যন্ত যে২ তদবীর ও আচরণ করিয়া থাকে তাহা সেই উকীল সেই মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণেতে বহাল থাকিলে যেমত মাতবর হইত সেইমত মাতবর বোধ হইবেক ও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে পর জজ সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে সাবেক উকীলকে নির্দ্ধারিত রসুমের মধ্যহইতে তাহার মেহনতের ও মোকদ্দমার অন্য ভাবগতিকের দৃষ্টে যে আন্দাজ মেহনতানা দেওয়ান উপযুক্ত হয় তাহা দেওয়াইবার হুকুম দেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১২ ধা। ২ প্র।

৩৩০। যদি কোন উকীল অসুস্থ থাকনপ্রযুক্ত আদালতের মিসিলে অর্থাৎ মোকদ্দমার বিচার হইবার

সময়ে হাজির হইতে না পারে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে এ কথা ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন অন্য কাগজে লিখিয়া সেই আদালতের সাহেবকে এত্তেলা করে ও সেই উকীল যে মোকদ্দমাতে উকীল থাকে সে মোকদ্দমার মিসিল যে ব্যক্তি তাহাকে উকীল মোকরর করিয়া থাকে সে ব্যক্তি নিজে কিম্বা তাহার সম্মতিতে তাহার মোখ্তারকার সেই আদালতের অন্য কোন উকীলকে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে নিযুক্ত করণ কিম্বা সেই ব্যক্তি স্বয়ং হাজির হইয়া সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণব্যতিরিক্ত আইন্দা মিসিলের দিবসপর্য্যন্ত মৌকুফ থাকিবেক ও যদি সেই আদালতের অন্য কোন উকীলকে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ নিযুক্ত করিতে হয় তবে সেই ব্যক্তির নূতন ওকালৎনামা দাখিল করিতে হইবেক না কিন্তু তাহার কিম্বা তাহার মোখ্তারকারের কর্ত্তব্য যে অন্য ওকালৎনামা দাখিল করণের বদলে সাবেক ওকালৎনামার পিঠে এ কথা লিখিয়া দেয় যে আদালতের অমুক উকীলকে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনপর্য্যন্ত কিম্বা যাবৎ প্রথমকার উকীল হাজির না হয় তাবৎ কালের নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণের কারণ মোকরর করিলাম ও ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনের সময়ে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত রসুমের মোট টাকার মধ্যে প্রত্যেক উকীলের মেহনতের দৃষ্টে যাহার যে অংশ উপযুক্ত হয় তাহাকে তাহা দেওয়াইবার হুকুম দেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১৩ ধা।

৩৩১। কোন জিলা কি শহরের আদালতের কোন উকীল মরিলে কি আপন ওকালতী কর্ম্মহইতে তগীর হইলে কিম্বা কর্ম্ম ইশতাফা করিলে সেই জিলা কি শহরের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে এক ইশ্তিহারনামা তাহাতে উপরের উক্ত কথা এতাবতা উকীলের মরণের কি তগীরহওনের কি ইশ্তাফাকরণের কথা ও সে উকীল উপস্থিতযে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণে নিযুক্ত ছিল তাহার বেওরা লেখাইয়া এবং যে ব্যক্তি ঐ উকীলকে আপন মোকদ্দমাতে উকীল মোকরর করিয়া থাকে তাহারা ছয় হপ্তার কম না হয় এমত যে মিয়াদ আদালতের সাহেবের হজুরহইতে নিরূপণ হয় তাহার মধ্যে স্বয়ং আদালতে হাজির হয় কি সাবেক উকীলের পরিবর্ত্তে অন্য উকীলকে মোকরর করে এমত তাকীদ লেখাইয়া আপন আদালতে ও রেজিষ্টর সাহেবের ও সদর আমীনের আদালতে ও কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে লট্কাইয়া দেওয়ান্ ও এমতেতে নূতন ওকালৎনামা দাখিল করণের বদলে সেই ব্যক্তি কি তাহার মোখ্তার সাবেক ওকালৎনামার পৃষ্ঠে এ কথা লিখিয়া দিলেই হইবেক যে মৃত কি মাজুল কি ইশ্তাফাকরা উকীলের পরিবর্ত্তে আদালতের উকীলদিগের মধ্যে অমুককে উকীল মোকরর করিলাম ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১৮ ধা। ১ প্র।

৩৩২। ফরিয়াদী ও আসামীকে সম্বাদ দিবার নিমিত্তে উপরের প্রকরণের লিখিত মজমুনে ইশ্তিহারনামা দেওয়া গেলেই হইবেক ও যদি কোন ফরিয়াদী কি আসামী ইশতিহারনামার নিরূপিত কালের মধ্যে আপনি স্বয়ং হাজির না হয় কি অন্য উকীল মোকরর না করে তবে তাহার স্থানে তাহার হাজির না হওন কি অন্য উকীল মোকরর না করণের হেতু তলব হইবেক ও সে যদি মাতবর হেতু দরপেশ না করে তবে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে ফরিয়াদী কি আসামীর কসুর হওনমতে তাহার প্রতি এক্ষণকার চলিত আইনমতে যে মতাচরণ করা আবশ্যক হয় সেই মতাচরণ করেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১৮ ধা। ২ প্র।

৩৩৩। প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের কোন উকীল মরিলে কি তগীর হইলে কি ইশ্তাফা করিলে তাহাতেও উপরের প্রকরণের লিখিত মজমুনে ইশ্তিহারনামা জারী করা যাইবেক ইহাতে যদি প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের কোন উকীল ঐরূপ হয় তবে ঐ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ ইশ্তিহারনামাতে ফরিয়াদী ও আসামীর নিজে হাজির হইবার কি অন্য উকীল মোকরর করিবার নিমিত্তে দুই মাসের কম না হয় এমত মিয়াদের নিরূপণ লেখাইয়া তাহা আপনারদিগের কাছারীতে ও সদর দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে এবং সেই প্রবিন্স্যাল কোর্টের মোতালক জিলা কি শহরের আদালতের কাছারীতে লট্কাইয়া দেওয়ান্ ও যদি সদর দেওয়ানী আদালতের কোন উকীল ঐরূপ হয় তবে ঐ ইশ্তিহারনামাতে ফরিয়াদী ও আসামীর নিজে হাজির হইবার কি অন্য উকীল মোকরর করিবার নিমিত্তে তিন মাসের কম না হয় এমত মিয়াদের নিরূপণ লেখাইয়া তাহা ঐ আদালতে ও সেই উকীল উপস্থিত যে সকল মোকদ্দমাতে উকীল মোকরর হইয়াছিল সেই সকল মোকদ্দমার দৃষ্টে যে২ প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে ও যে২ জিলা কি শহরের আদালতে সম্বাদ দেওনের আবশ্যক হয় সেই২ আদালতে লট্কাইয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১৮ ধা। ৩ প্র।

৩৩৪। উপরের লিখিত আদালতের সাহেবদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে যদি কোন উকীল অধিক কাল পীড়িত থাকনেতে কি অন্য২ হেতুতে অনেক কালপর্য্যন্ত কাছারীতে হাজির হইতে না পারে এবং এমত বোধ হয় যে তাহাতে অধিক কালপর্য্যন্ত হাজির হইতেও পারিবেক না তবে তাহাতেও ঐ সকল কথা লেখাইয়া ঐ মত ইশ্‌তিহারনামা দেওয়ান্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১৮ ধা। ৪ প্র।

৩৩৫। যদি ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের মোকররকরা কোন উকীল আপন মওক্কেলের মোকদ্দমা করিতে আরম্ভ করিলে পর কিম্বা আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্টের মোকররকরা কোন উকীল দাওয়ার জওয়াব দিতে আরম্ভ করিলে পর তাহার বিরুদ্ধাচরণভিন্ন কোন হেতুপ্রযুক্ত তাহার পরিবর্ত্তে অন্য উকীল মোকরর হয় তবে আদালতের সাহেবকে অনুমতি আছে যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে পরে সে মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত রসুমের মোট টাকার মধ্যে যে আন্দাজ হিস্যা প্রথম উকীলের এতাবতা নালিশের প্রথমে যে উকীল মোকরর হইয়াছিল তাহার মেহনতের দৃষ্টে উপযুক্ত হয় তাহা তাহাকে ও সে উকীল মরিলে তাহার ওয়ারিস কি উত্তরাধিকারী কিম্বা কর্ত্তা ব্যক্তিকে দেওয়াইবার হুকুম দেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১৮ ধা। ৫ প্র।

৩৩৬। যদি কোন বাদী কি প্রতিবাদী কোন আদালতে কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণের কারণ সেই আদালতের উকীলদিগের মধ্যহইতে দুই জন কিম্বা তাহাহইতে অধিক জন উকীল মোকরর করে তবে তাহাতে তাহার এক কেতা ওকালৎনামা দাখিল করিলেই হইবেক কিন্তু তাহার কর্ত্তব্য যে উকীলের রসুম মোটে যত টাকা ওয়াজিবী দেনা হয় তাহা ২৩ ধারার লিখনমতে আদালতের তহবীলে আমানৎরূপে দাখিল করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৩০ ধা। ২ প্র।

২১ ধারা।

ঐং আদালতের উকীল। আইনবিষয়ক মত।

৩৩৭। সদর দেওয়ানী আদালতের ও প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতের ও জিলা ও শহরের আদালতের উকীলদিগের ক্ষমতা আছে যে কোন বিষয়েতে আপনারদিগের মত লিখিয়া দেওনেতে নীচের প্রকরণের লিখনক্রমে রসুম লইতে পারিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২০ ধা। ১ প্র।

৩৩৮। যে কোন ব্যক্তি কোন দাওয়ার মজবুতী ও মাতবরীর নিমিত্তে কিম্বা আপনি যে হক রাখণের অনুমান করে তাহার বিষয়েও জিলার আদালতে কি আপীল আদালতেতে আপনার নালিশ করিবার কি অন্য ব্যক্তির দাওয়ার জওয়াব দিবার সুধারা হইবার বিষয়েতে কোন আদালতের মোকররী কোন উকীলের মত লইবার বাসনা করে তাহার কর্ত্তব্য যে আপন দাওয়া কি হকের বৃত্তান্ত লিখিয়া ও তাহাতে আপনার মোহর ও দস্তখৎ কি নিশানী করিয়া যে উকীলের মত লইবার বাসনা রাখে তাহার স্থানে দেয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২০ ধা। ২ প্র।

৩৩৯। কোন ব্যক্তি ঐ মত লেওয়া লিখিয়া কোন উকীলেরে দিলে সেই উকীলের কর্ত্তব্য যে শরা কি শাস্ত্রের মত ও আইনের যে হুকুম ও ব্যবহার ও চলিত দাঁড়া তাহার মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা বিবেচনা ও দৃষ্টি করিয়া ও ভালং যেং দলীল ও কথা সেই ব্যক্তির হকে দরপেশ করিতে পারা যায় তাহা চাহ্‌রাইয়া আপন মত তাহার হেতুবাদসহিত লিখিয়া তাহাতে আপন দস্তখৎ করিয়া সেই ব্যক্তিকে দেয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২০ ধা। ৩ প্র।

৩৪০। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২০ ধারার এবং মাদ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার যে ভাগে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলেরদের মত দেওনের বিষয়ে রসুমের হার নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা রদ হইল এবং যাঁহারা এ প্রকার মত ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলের স্থানে লন তাঁহারদের ঐ মতের নিমিত্তে যে মেহনতানা দিতে হইবেক তাহার বন্দোবস্ত তাঁহারা আপনারা আপোসে করিতে পারিবেন ইতি।—১৮৪৬ সা। ১ আ। ৯ ধা।

৩৪১। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে আদালতের যে কোন উকীল আদালতে দরপেশ হওয়া যে কোন মোকদ্দমার বাবৎ ওকালৎনামা গ্রহণ করিয়া থাকে সে উকীল ওকালৎনামা লওনের পর সেই মোকদ্দমার সম্পর্কীয় কোন

নিষ্পন্ন কি সওয়ালের অর্থে আপন মত লিখিয়া দেওনেতে রসুম লইতে পারিবেক না ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২০ ধা। ৫ প্র।

[যাহাতে মিথ্যা ও ব্যামোহদায়ক মোকদ্দমা হইতে পারে এপ্রকার মত লিখিয়া দিলে উকীলের যে জরীমানা হইবেক তাহা এই অধ্যায়ের ২৮৭ নম্বরী বিধানে লেখা আছে।]

৩৪২। জিলা ও শহরের আদালতের উকীলেরদের নিকটে আইনের কোন বিষয় অথবা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তিরা বিশেষ গতিকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাহার বিষয়ে তাঁহারা আপনারদের মত লিখিয়া দিবার নিমিত্তে যে রসুম লইতে পারেন সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনের আদালতের উকীলেরাও সেই প্রকার মত লিখিয়া দিলে সেই২ রসুম লইতে পারেন। —১৮৩৩ সালের ২ আগষ্টের ৮০২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২ ধারা।

ঐ২ আদালতের উকীল। তাঁহারদের রসুম।

৩৪৩। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালতে যে২ ব্যক্তিরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলেরদিগকে আপন২ মোকদ্দমার ভারার্পণ করেন তাহারা উকীলেরদের ওকালতী কর্ম্মের মেহনতানার বিষয়ি টাকার বন্দোবস্ত আপোসে করিতে পারেন এবং ঐ টাকার বন্দোবস্ত ওকালৎনামাতে বিশেষ করিয়া লিখিবার আবশ্যক হইবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে প্রথমতঃ উপস্থিত বা আপীল হওয়া নম্বরী কোন মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইলে যখন এক জনের বিপক্ষে অন্য জনের পক্ষে মোকদ্দমার খরচা দিতে হুকুম হয় তখন উকীলেরদের রসুমের বাবৎ টাকা এই আইনের ৬ ধারার লিখিত আইনের ধারার [৩৪৬ অবধি ৩৫১ পর্য্যন্ত নম্বর দেখ] নিয়মানুসারে হিসাব করা যাইবেক। এবং অন্য প্রকার মোকদ্দমায় যখন খরচা দিতে হুকুম হয় তখন নম্বরী যে মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি হয় সেই মোকদ্দমার রসুমের চারি অংশের এক অংশের অধিক হইবেক না। -১৮৪৬ সা। ১ আ। ৭ ধা।

৩৪৪। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উকীলেরদের মেহনতানার বিষয়ে মওক্কেলের সঙ্গে উকীলের কোন আপোসী বন্দোবস্তের বিষয়ে বিবাদ হইলে তাহার নিষ্পত্তি কেবল নম্বরী মোকদ্দমার দ্বারা হইবেক ইতি।—১৮৪৬ সা। ১ আ। ৮ ধা।

৩৪৫। ১৮৩৩ সালের ১১ আইনের ২ ধারার ৬ প্রকরণোপলক্ষে উকীলকে ঐ আইনের ঐ ধারার ৫ প্রকরণক্রমে মওক্কেল যে রসুম দিতে স্বীকার করিয়াছিল তাহা ঐ উকীলের মরণের পর তাহার উত্তরাধিকারিকে দিতে কোন দেওয়ানী আদালত সরাসরীমতে হুকুম করিতে পারেন না।—১৮৪৩ সালের ৫ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫৩ পৃষ্ঠা।

৩৪৬। নগদ কি জিনিসের কিম্বা অন্য অস্থাবর বস্তুর কিম্বা ভূমিওগয়রহ স্থাবর বস্তুর বাবৎ মোকদ্দমাতে যদি দাওয়ার নগদের সংখ্যা কি অস্থাবর বস্তুর মূল্য কিম্বা স্থাবর বস্তুর মূল্য ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার লিখিত হুকুমমত [এক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের হুকুমমত] হিসাবে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার অধিক না হয় তবে তাহার উপর শতকরা ৫৲। —১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২৫ ধা। ১ প্র।

৩৪৭। ও যদি দাওয়ার নগদের সংখ্যা কি অস্থাবর বস্তুর মূল্য কিম্বা স্থাবর বস্তুর মূল্য ঐ ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার লিখিত হুকুমমত হিসাবে ৫০০০৲ পাঁচ হাজারের অধিক ২০,০০০৲ কুড়ি হাজারপর্য্যন্ত হয় তবে তাহার ৫০০০৲ হাজারপর্য্যন্ত উপরের লিখিত হারে ও বাকীর উপর শতকরা ২৲। -১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২৫ ধা। ১ প্র।

৩৪৮। ও যদি দাওয়ার নগদের সংখ্যা কি অস্থাবর বস্তুর মূল্য কিম্বা স্থাবর বস্তুর মূল্য উপরের উক্ত ঐ আইন ও ধারার লিখিত হুকুমমত হিসাবে ২০,০০০৲ কুড়ি হাজারের উপর ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজারপর্য্যন্ত হয় তবে তাহার ২০,০০০৲ কুড়ি হাজারপর্য্যন্ত উপরের লিখিত হারে ও বাকী টাকার উপর শতকরা ১৲। —১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২৫ ধা। ১ প্র।

৩৪৯। ও যদি দাওয়ার নগদের সংখ্যা কি অস্থাবর বস্তুর মূল্য কিম্বা স্থাবর বস্তুর মূল্য উপরের উক্ত ঐ আইন ও ধারার লিখিত হুকুমমত হিসাবে ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজারের অধিক ৮০,০০০৲ আশী হাজার-

পর্য্যন্ত হয় তবে তাহার ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজারপর্য্যন্ত উপরের লিখিত হারে ও বাকী টাকার উপর শতকরা ৷৷০।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২৫ ধা। ১ প্র।

৩৫০। ও যে কোন মোকদ্দমাতে দাওয়ার নগদের সংখ্যা কি বস্তুর মূল্য ৮০,০০০৲ আশী হাজারের অধিক যত হয় সে মোকদ্দমাতে উকীল মোটে হাজার টাকা রসুম পাইবেক তাহার অধিক কোন প্রকারে পাইবেক না। –১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২৫ ধা। ১ প্র।

৩৫১। দাওয়ার টাকার উপর আনামাসা থাকিলে রসুমের হিসাব করণেতে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২৫ ধা। ২ প্র।

৩৫২। জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২৫ ধারার ৩ প্রকরণেতে এ বিষয়ে যে হুকুম লেখা যায় যে আদালতের উকীলেরা আপনং রসুমের বাবৎ যতং টাকা ঐং আদালতহইতে পায় তাহারদিগের তাহার রসীদ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধারার নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিয়া দাখিল করিতে হইবেক সেই হুকুম নীচের লিখনক্রমে শুধরণের যোগ্য হইল ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

৩৫৩। যদি কোন উকীলের দুই কি তাহাহইতে অধিক মোকদ্দমার বাবৎ পাওনা রসুমের টাকা মোটে ১৬৲ ষোল টাকার অধিক না হয় তবে সে উকীল প্রত্যেক মোকদ্দমাতে তাহার যতং টাকা রসুম পাওনা হয় তাহার নিমিত্তে পৃথকং রসীদ লিখিয়া দেওনের বদলে মোট টাকার নিমিত্তে মোটে এক রসীদ লিখিয়া দিতে পারিবেক ও সেই রসীদে প্রত্যেক মোকদ্দমার বাবৎ যতং রসুম পাওনা হয় তাহার তফলীল করিয়া লিখিয়া দিবেক ইতি। ১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

৩৫৪। উকীলেরদের রসুমের রসীদ যে কাগজে লেখা যায় তাহার ইষ্টাম্পের মূল্য ছাড়া তাহারদের রসুমের উপর আর কোন খরচা লাগিবেক না।—১৮১৪ সালের ২১ আপ্রিলের ১৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৫৫। যদি আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের নগদ ও জিনিসাদির বাবৎ পূরা দাওয়া সাবুদ হইয়া ডিক্রী হয় তবে আদালতের খরচার উপর সে মোকদ্দমার ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের উকীলের ওকালতীর যত টাকা রসুম পাওনা হয় তাহাও আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্টের দেনা ধার্য্য হইয়া ডিক্রী হইবেক কিন্তু যদি ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের পূরা দাওয়া সাবুদ না হইয়া তাহার মধ্যে কতক সাবুদ হইয়া ডিক্রী হয় তবে ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের উকীলের রসুম ঐ ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের মোট দাওয়ার ওকালতীর রসুম সেই মোটের সম্বন্ধে পরিমাণে যে মতাংশ হয় মোট দাওয়ার মধ্যে যাহা ডিক্রী হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা কি মূল্যের সেই মত অংশ হিসাব হইয়া আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর আদালতের যে খরচা তাহার শিরে আদালতের হুকুমমাফিক ওয়াজিবী হয় তাহার সহিত দেনা ধার্য্য হইয়া ডিক্রী হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২৬ ধা। ১ প্র।

৩৫৬। যদি ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের দাওয়া মোকদ্দমার বৃত্তান্তের তজবীজ হইয়া কি তাহাব্যতিরেকে ডিসমিস হয় তবে ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের দোতরফী উকীলের রসুম ও খরচা দিতে হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২৬ ধা। ২ প্র।

৩৫৭। যদি কোন প্রকারেতে উকীলদিগের রসুম উপরের প্রকরণের লিখিত দাঁড়ামতে দেওয়ান বিচারসঙ্গত না হয় তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ন্যায়মতে ও মোকদ্দমার সমস্ত ভাব গতিকের দৃষ্টে সে মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত রসুমের টাকা ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ের স্থানে যত করিয়া উপযুক্ত বুঝেন তত করিয়া দেওয়াইবেন ইতি। –১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২৬ ধা। ৩ প্র।

৩৫৮। যদি সওয়াল ও জওয়াবের সমস্ত কাগজ আদালতের সিরিশ্তাতে দাখিল হওনের পূর্ব্বে ফরিয়াদী কি আপেলাণ্ট আপন দাওয়াহইতে ক্ষান্ত হয় কিম্বা ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের কসুরে তজবীজ তহকীক না হইয়া মোকদ্দমা ডিসমিস হয় তবে দাঁড়ানুসারে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হওনমতে উভয় পক্ষের উকীলেরা আদালতেতে যে রসুম পাইত তাহার চারি অংশের এক অংশ করিয়া তাহারা প্রত্যেকে পাওনের যোগ্য হইবেক আর যদি সওয়াল ও জওয়াবের কাগজ সমুদয় আদালতের সিরিশ্তায় দাখিল হওনের পরে ফরিয়াদী

কি আপেলাণ্ট আপন দাওয়াহইতে ক্ষান্ত হয় কিম্বা ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের কসুরে মোকদ্দমা ডিসমিস হয় তবে উভয় পক্ষের উকীলেরা মোকদ্দমা ডিক্রী হওনমতে নির্দ্ধারিত রসুম যত২ টাকা পাইত তাহার অর্দ্ধেক২ পাইবেক। ও উপরের লিখিত ঐ দুই প্রকারেতেই আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীলেরা রসুম ও ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের নালিশ করাতে আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্টের শিরে যত খরচা অর্শে ও আদালতে মঞ্জুর হয় তাহা ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের শিরে দেনা হইবেক ইতি।--১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৩১ ধা। ১ প্র।

৩৫৯। খরচা (অর্থাৎ উকীলের রসুমের) চারি ভাগের এক ভাগ দেওয়া গেল যেহেতুক জওয়াবের পরিবর্ত্তে সুদ্ধ দরখাস্ত দেওয়াতে ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩১ ধারার ১ প্রকরণের শেষ বিধানের পূর্ব্ব বিধানানুসারে আবশ্যক সওয়াল ও জওয়াব সমাপ্ত হইয়াছে জ্ঞান করা যাইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৬ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৬০। জানা কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত হুকুম যে সকল মোকদ্দমা রাজীনামার অনুসারে নিষ্পত্তি হয় তাহাতেও খাটিবেক কিন্তু বাদী কি প্রতিবাদী উভয় পক্ষের উকীলের রসুম ও আদালতের আর২ খরচা আদায় হওনের বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে যে নিয়ম হইয়া রাজীনামাতে লেখা থাকে সেই নিয়মমতে আদায় হইবেক ইতি। --১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৩১ ধা। ২ প্র।

৩৬১। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা বিধান করিতেছেন যে কোন মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াবের সমস্ত কাগজ সিরিশ্তায় দাখিল হওনের পরে যদি ফরিয়াদী কি আপেলাণ্ট আপন দাওয়াহইতে ক্ষান্ত হয় কিম্বা তাহারদের কসুরে মোকদ্দমা ডিসমিস হয় তবে উভয় বিবাদির উকীলেরা ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩১ ধারানুসারে নিরূপিত রসুমের অর্দ্ধেক পাইতে পারেন কিন্তু যদি কেবল জওয়াব সিরিশ্তায় দাখিল হইলে পর ফরিয়াদী দাওয়াহইতে ক্ষান্ত হয় কিম্বা কসুরপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস হয় তবে উকীলেরা নিরূপিত রসুমের অর্দ্ধেক পাইতে পারেন না। ১৮৩৬ সালের ১১ নবেম্বরের ১০৫২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৬২। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে মোকদ্দমার তজবীজ তহকীক না হইয়া আসামীর দাওয়া স্বীকারপ্রযুক্ত যদি ফরিয়াদীর পক্ষে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় এবং ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩১ ধারার বিধির অনুসারে রাজীনামা দাখিল না হওয়াতে ঐ ধারার হুকুম খাটিতে পারে না তবে উকীলের রসুম দেওনের বিষয়ে কি কর্ত্তব্য। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে এমত গতিকে যদি ফরিয়াদীর দাওয়াতে আসামী অঙ্গীকৃত না হয় তবে অনুমান হয় যে অবশ্য রাজীনামা দাখিল করিবেক এবং তাহা হইলে ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩১ ধারার ১ প্রকরণের বিধি খাটিবেক। কিন্তু যদ্যপি এমত না হয় এবং ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হওয়াপর্য্যন্ত মোকদ্দমা চলিতে থাকে তবে সদর আদালত বোধ করেন যে উকীলেরা নিরূপিত রসুমের সমুদয় পাইতে পারেন। সুতরাং পাপরের মোকদ্দমার বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের বিধি বর্জ্জিত থাকিবেক।— ১৮১৫ সালের ১ জুনের ২০৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৬৩। তুমি সদর দেওয়ানী আদালতে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে সাক্ষ্য লওনের পর যে মোকদ্দমা রাজীনামার দ্বারা নিষ্পত্তি হয় তাহাতে উকীলেরদিগকে সমুদয় রসুম দিবার হুকুম করিতে আদালতের ক্ষমতা আছে কি না অথবা সাক্ষ্য লওনের পর এবং সওয়ালজওয়াব সিরিশ্তায় দাখিল হইলে পর রাজীনামার দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে উকীলেরদিগকে নিরূপিত রসুমের অর্দ্ধেক দেওনের বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩১ ধারার যে হুকুম আছে তাহা খাটিবেক কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত এই বিধান করিলেন যে যে মতে রাজীনামা দাখিল না হইলে উকীলেরা সমুদয় রসুম পাইতে পারেন সেই মতে তাবৎ সাক্ষ্য লওনের পর মোকদ্দমা রাজীনামার দ্বারা নিষ্পত্তি হইলে উকীলেরা সমুদয় রসুম পাইতে পারেন।- ১৮২১ সালের ৫ মের ৪১৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৬৪। কোন আদালতের বাদী কি প্রতিবাদী কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণের কারণ সেই আদালতের উকীলদিগের মধ্যে দুই জন কি তাহাহইতে অধিক জন উকীল মোকরর করিতে চাহিলে করিতে পারিবেক ও সেই দুই জন কি ততোধিক জন উকীল ও আপনারদিগের মওক্কেলের মধ্যেতে হওয়া করারদাদমতে ওকালৎনামার লিখনক্রমে সমানাংশে কি বেশীকমী করিয়া ওকালতীর নির্দ্ধারিত রসুম ভাগে পাইবার নিয়মে কিম্বা প্রত্যেকে পুরা হিসাবে স্বতন্ত্র২ রসুম পাইবার নিয়মে ওকালতী করিবার ভার লইতে পারিবেক কিন্তু এমত হইতে হইলে এ সমুদয় কথা ওকালৎনামাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা থাকিবেক নতুবা সেই দুই জন কি ততোধিক জন উকীলকে ওকালতীর নির্দ্ধারিত রসুম সমান অংশে অংশ করিয়া দেওয়ান যাইবেক ইতি।— ১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৩০ ধা। ১ প্র।

৩৬৫। যদি কোন বাদী কি প্রতিবাদী কোন আদালতে কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণের কারণ সেই আদালতের উকীলদিগের মধ্যহইতে দুই জন কিম্বা তাহাহইতে অধিক জন উকীল মোকরর করে তবে তাহাতে তাহার এক কেতা ওকালৎনামা দাখিল করিলেই হইবেক কিন্তু তাহার কর্ত্তব্য যে উকীলের রসুম মোটে যত টাকা ওয়াজীবী দেনা হয় তাহা ২৩ ধারার লিখনমতে আদালতের তহ্‌বীলে আমানৎরূপে দাখিল করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৩০ ধা। ২ প্র।

৩৬৬। যদি কোন বাদী কি প্রতিবাদী আদালতের উকীলদিগের মধ্যহইতে দুই জন কি ততোধিক জন উকীলকে তাহারদিগের প্রত্যেকেরে মোকদ্দমার ওকালতীর পূরা রসুম দিবার নিয়মে মোকরর করে তবে তাহাতে যদ্যপি তাহার বিপক্ষ হারে তবে সেই বিপক্ষের এক জন উকীলের রসুম যত হয় তাহার কিম্বা তাহার মধ্যে যাহা আদালতের হুকুমমতে দিতে হয় তাহার অধিক দিতে হইবেক না ও অন্য উকীলের রসুম আলাহিদা খরচার মধ্যে বোধ হইয়া যে ব্যক্তি সে উকীলকে মোকরর করিয়া থাকে তাহার শিরে দেনা হইবেক ও কোন প্রকারে তাহা ফিরিয়া দেওয়াইবার হুকুম হইবেক না ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৩০ ধা। ৩ প্র।

৩৬৭। কর্ত্তব্য যে মুনসেফদিগের ফয়সলাহইতে আপীল করণের দরখাস্ত আপেলাণ্ট আপনি নিজে কিম্বা সিরিশ্‌তার কোন উকীলের মারফৎ দাখিল করে ও যদি আপীল মঞ্জুর হয় ও আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্ট নিজে মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব না করে তবে যে২ উকীল তাহারদিগের তরফহইতে মোকরর হয় তাহারা আপনারদিগের ওকালতীর রসুম আদালতে উপস্থিত হওয়া অন্য২ মোকদ্দমাতে যে হারে মোকরর আছে সেই হারে পাইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ৩ প্র।

[উক্ত হুকুম ঐ আইনের ৭৩ ধারার দ্বারা সদর আমীনের বিষয়ে খাটিবার হুকুম হইল।]

৩৬৮। যশোহরের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের ২ ধারার ৬ প্রকরণের বিধি যোত্রহীনেরদের মোকদ্দমায় খাটে কি না তাহাতে এই বিধান হইল যে যে কোন মোকদ্দমাতে উভয় বিবাদি এবং উকীলেরদের মধ্যে আপোসে বন্দোবস্ত হইয়া থাকে এমত সকল মোকদ্দমায় ঐ প্রকরণ খাটে।—১৮৪১ সালের ২৮ মের ১২৯৭ নম্বরী আনেরই অর্থ।

[১৮৩৩ সা। ১২ আ। ২ ধা। ৬ প্রকরণের কথা ১৮৪৬ সা। ১ আ। ৮ ধারার সমান। তাহা ৩৪৪ নম্বরী বিধানে আছে।]

৩৬৯। সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হয় সে যদি আপনার মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিতে আদালতের মোকররী উকীলকে নিযুক্ত না করিয়া ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের ২ ধারার ৪ প্রকরণের বিধির অনুসারে এক জন বিশেষ মোখ্তারকে নিযুক্ত করিয়া থাকে তবে জয়ি ব্যক্তি আপনার বিশেষ মোখ্তারকে যে মেহনতানা দিয়াছিল পরাজিত ব্যক্তির স্থানে তাহা ফিরিয়া পাইতে পারিবেক না এবং যে আদালতে মোকদ্দমার বিচার হয় সেই আদালত সেই নিমিত্তে কিছু রসুম দেওয়াইবেন না।—১৮৩৯ সালের ২৮ জুনের সরকুলর অর্ডর।

৩৭০। ধার্য্য হইল যে যে নানা আসামীর বিশেষ২ স্বত্ব আছে সেই২ আসামীর বিরুদ্ধে দাওয়া হইলে যদি ঐ বিশেষ২ স্বত্ব নালিশী আরজীতে নির্দ্দিষ্ট থাকে তবে ঐ আসামীরা আপন২ স্বত্বের অংশানুসারে উকীলের রসুম আমানৎ করিতে পারে কিন্তু যদি এইরূপ কোন স্বত্বের বিবরণ না লেখা থাকে তবে প্রত্যেক আসামীর সমুদয় দাওয়ার সংখ্যানুসারে রসুম দাখিল করিতে হইবেক। মন্তব্য কথা। যে বাদী প্রতিবাদী ১৮৩৩ সালের ১২ আইনানুসারে আপনারদের উকীলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তাহারদের সুতরাং কোন রসুম আমানৎ করণের আবশ্যক নাই।—১৮৩৬ সালের ২২ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১০ পৃষ্ঠা।

৩৭১। আপীলহওয়া ডিক্রীর জারী করা স্থগিত করিবার নিমিত্তে আইনমতে যে জামিন দিতে হয় তাহা খরচাছাড়া অতএব যদ্যপি অন্যান্য বিষয়ে ডিক্রী জারী স্থগিত হয় তথাপি খরচা নিষত দেওয়াইতে হইবেক।—১৮১২ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের ১১০ নম্বরী আইনের অর্থ।

[উক্ত ৩৬৯। ৩৭০। ৩৭১ বিধির বিষয়ে ইহা মন্তব্য যে ১৮৪৬ সালের ১ আইনানুসারে বিশেষ মোখ্তারেরদের প্রতি আদালতে সওয়াল জওয়াব করিতে অনুমতি নাই। সদর আদালতে তাহারা আপনারদের মওক্কেলের নিমিত্তে দরখাস্তও দরপেশ করিতে পারে না। উকীলেরদের রসুম আমানৎ করণের বিষয়ে যত আইন ছিল তাহা রহিত হইয়াছে কিন্তু যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তাহার যে সকল রসুম দিতে হইবেক তাহা সুতরাং ডিক্রীতে মোকদ্দমার সাধারণ খরচার মধ্যে লেখা যাইবেক।]

২৩ ধারা।

মোখ্তারেরা। মোখ্তারনামা। ইঙ্গরেজী আইনের মোখ্তারনামা।

৩৭২। মোখ্তারেরদের বিষয়ি ৬০৭ এবং ৮০৯ নম্বরী আইনের অর্থ দেওয়ানী আদালতে খাটে না।—১৮৪৮ সালের ১২ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৭৩। ১৮০৬ সালের ২ আইনের ২ ধারাতে সাধারণ মোখ্তারনামা মঞ্জুর করিতে হুকুম আছে কিন্তু সদর আদালত জানাইতেছেন যে এই প্রকার মোখ্তারনামা মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করণের বিষয়ে জিলার আদালতের সাহেবেরা প্রত্যেক মোকদ্দমার ভাব গতিকে দৃষ্টি রাখিয়া আপনার সদ্বিবেচনানুসারে হুকুম করিবেন।—১৮২৯ সালের ১৭ জুলাইর ৫১২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭৪। ধার্য্য হইল যে একের অধিক আদালতে মোখ্তারী করণের বিষয়ে আসল সাধারণ মোখ্তারনামার বদলে যে নকল আদালতের রোয়দাদে দাখিল হয় তাহা সাদা কাগজে লিখিতে হইবেক।—১৮৪৪ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫৬ পৃষ্ঠা।

৩৭৫। সদর আদালতের হুকুম পাইবার নিমিত্তে নীচের লিখিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। ১৮২৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের মতে ৪৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিত এক সাধারণ মোখ্তারনামা এক ব্যক্তি তজ্বীজ হইবার নিমিত্তে আদালতে দাখিল করিয়া এই প্রার্থনা করিল যে তাহা মঞ্জুর হইলে আমাকে ফিরিয়া দেন। এইপর্য্যন্ত এই আদালতের এই ব্যবহার আছে যে ঐ মোখ্তারনামা আদালতের রোয়দাদে রাখা যায় এবং তাহা যত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়াছিল তত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে তাহার নকল লইতে অনুমতি দেওয়া যাইত। তাহাতে সদর আদালতের সাহেবেরা বিধান করিলেন যে এই প্রকার মোখ্তারনামা যে ব্যক্তিরা তোমার আদালতে দাখিল করে তাহারদিগকে তুমি আপনার বিবেচনামতে আসল কাগজপত্র ফিরিয়া দিতে পার বা না পার।—১৮৩৫ সালের ২ জানুআরির ২১৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭৬। অন্যান্য আদালতের সিরিশ্তার যে মোখ্তারনামা দাখিল করিতে হয় তাহা তজ্বীজ করিবার ভার জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা প্রধান সদর আমীনদিগকে অর্পণ করিতে পারেন কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা বিধান করিলেন যে আবশ্যক বোধ হইলে প্রধান সদর আমীনকে সেই কর্ম্মের ভার দেওয়া যাইতে পারে। সদর আদালত আরো জজ সাহেবকে স্মরণ করাইতেছেন যে ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৭ ধারায় হুকুম আছে যে ঐ আইনে অথবা ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনে অথবা ১৮০৩ সালের ১৭ আইনে যে২ দলীলদস্তাবেজের বিষয় লেখা আছে তাহাছাড়া অন্য কোন প্রকার দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিতে হইবেক না। ঐ আইনের মধ্যে মোখ্তারনামার নাম নাই অতএব প্রধান সদর আমীনদিগকে সাবধান করিতে হইবেক যে তাঁহারা সেই প্রকার দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী না করেন অথবা তাহা তজ্বীজ করণের কোন রসুম বা টাকা না লন্।—১৮৩৫ সালের ৩ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৭৭। সদর আদালতের সাহেবেরা পশ্চিম দেশের ১৮৩৫ সালের ৬ মার্চ এবং বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ৩ আপ্রিল তারিখের ১৩৮ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর রদ করিয়া হুকুম করিতেছেন যে অন্যান্য আদালতের সিরিশ্তায় যে মোখ্তারনামা দাখিল করিতে হয় তাহা তজ্বীজ করিবার ভার যেমন জিলার জজ সাহেবেরা প্রধান সদর আমীনদিগকে অর্পণ করিতে পারেন তেমনি সাধারণমতে সদর আমীন ও মুনসেফদিগকেও অর্পণ করিতে পারেন।—১৮৪৪ সালের ৮ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩৭৮। সকল অধিকারিদিগকে এমত হুকুম দিতে হয় যে তাঁহারা মোখ্তারনামায় যেমন আপন২ নাম দস্তখৎ করেন তেমনি তাহাতে আপন২ সিরিশ্তার মোহরও করেন এবং তাহারদিগকে সাবধান করিতে হয় যে তাঁহারা ঐ২ মোখ্তারনামা রেজিষ্টরী না করেন অথবা তাহা তজ্বীজ করণের কোন রসুম বা টাকা না লন্।—১৮৪৪ সালের ৮ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৭৯। যে ব্যক্তি মোখ্তারনামায় দস্তখৎ করেন তাঁহার নিজে উপস্থিত হইয়া তাহা স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই। দুই জন বিশ্বস্ত সাক্ষী যদি সেই দস্তাবেজে দস্তখৎ করণের সাক্ষ্য দেয় তাহাই মাতবর।—১৮৪৪ সালের ৮ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩৮০। বিপক্ষপক্ষের বিশেষ মোখ্তারের মেহনতানা পরাজিত ব্যক্তির শিরে পড়িবেক না।—১৮৪০ সালের ১৫ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৭ পৃষ্ঠা।

৩৮১। ১৮২৪ সালের ১৬ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে যে মোখ্তারনামার নকল দাখিল হইয়াছিল তাহার বিষয়ে হুকুম

হইল যে আসল মোখ্তারনামায় সহী হওনের সময়ে চলিত আইনক্রমে যে মূল্যের ইষ্টাম্পে ঐ আসল লিপি লিখিবার হুকুম ছিল সেই মূল্যের ইষ্টাম্পে নকল লিখিতে হইবেক।—১৮২৬ সালের ২৭ জানুআরির ৪১২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৮২। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে মোখ্তারনামার বিষয়ে ১৮২৪ সালের ১৬ আইনে যে২ বিধি আছে তাহা মুনসেফের আদালতে দাখিলহওয়া মোখ্তারনামার বিষয়ে খাটে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে গবর্ণমেণ্টের কখনো এমত অভিপ্রায় ছিল না যে উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট অতি ভারি ইষ্টাম্পের মাসুল মুনসেফের আদালতে দাখিলহওয়া মোখ্তারনামার বিষয়ে হুকুম হয়।—১৮২৬ সালের ১৪ আপ্রিলের ৪১৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৮৩। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে মোখ্তারের মওক্কেল যে মোকদ্দমাতে বাদী বা প্রতিবাদী হয় সেই মোকদ্দমাতে ঐ মোখ্তারেরা ওকালৎনামা সিবিশ্তায় দাখিল করিতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত তোমাকে এই বিধান জানাইতেছেন যে এই বিষয়ে আপনি যাহা ঠাহরাইয়াছেন তাহাতে তাঁহারদের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। তাঁহারা কহেন যে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা কর্ম্ম করা এবং আপনিই সেই কর্ম্ম করা একি কথা এবং ঐ দুই কার্য্য একি প্রকার এমত আইনের অভিপ্রায় আছে এবং তাহা ১৮২৪ সালের ২৭ আইনের ২৩ ধারার ক্রমাক্রমে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যেহেতুক তাহাতে লেখে যে উভয় বিবাদী অথবা তাহারদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোখ্তারকার কোন২ কার্য্য করিবেক। যদ্যপি ১৭৯৩ সালের ৭ আইনের ৮ ধারার কথা এবং ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২১ ধারার কথায় কোন প্রভেদ নাই তথাপি ১৭৯৩ সালের আইন জারী হওনঅবধি ৩২ বৎসর ব্যাপিয়া ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোখ্তারেরা যে ওকালৎনামা লিখিয়া দাখিল করে তাহা সকল আদালতে উভয় বিবাদির নিজে লিখিয়া দেওয়া ওকালৎনামার তুল্য সিদ্ধ ও মাতবর জ্ঞান হইয়া আসিতেছে। অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা বিধান করিতেছেন যে এই প্রকার ব্যবহার সর্ব্বত্র চলিতেছে এবং তাহাতে মোকদ্দমার বাদি বা প্রতিবাদির অনেক সুবিধা আছে এবং আইনে তাহার কোন নিষেধ দেখা যায় না অতএব এই প্রকার ব্যবহার এইক্ষণে নিবারণ করা অনুচিত।—১৮২৬ সালের ২৮ আপ্রিলের ৪১৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৮৪। আহমদ মক্কা তীর্থে গমনের পূর্ব্বে বক্সুকে আপনার মোখ্তার করিল এবং আপনার অবর্ত্তমান সময়ে আপনার সম্পত্তির সরবরাহ ও তত্ত্বাবধারণার্থ তাহাকে সাধারণ ক্ষমতা দিল। বক্সুকে আহমদ যে মোখ্তারনামা দিয়াছিল তাহাতে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত সকল মোকদ্দমার জওয়াব দিতে এবং মোখ্তার নিযুক্ত করিতে ও তগীর করিতে এবং বিশেষতঃ উকীলেরদিগকে মোকরর করণের বিষয়ে ক্ষমতা দেওয়া গেল কিন্তু ১৮৩৩ সালের ১২ আইনানুসারে মোখ্তারদিগকে নিযুক্ত করণের বিষয়ে তাহাতে কোন বিশেষ হুকুম ছিল না। তাহাতে ধার্য্য হইল যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার মোখ্তারনামাক্রমে যাহাকে কোন অবর্ত্তমান ব্যক্তি আপনার সম্পত্তির সরবরাহ কর্ম্মের ভার দেয় সেই ব্যক্তি আপনার মওক্কেলের পক্ষে ১৮৩৩ সালের ১২ আইনানুসারে বিশেষ মোখ্তার নিযুক্ত করিতে পারে।—১৮৪০ সালের ১০ মার্চের ১০৬৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৮৫। মোখ্তারী করণের কালের বিষয়ে যে বন্দোবস্তপত্র লেখা যায় তাহাতে যদি ঐ মোখ্তারের মাহিয়ানার বিশেষ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয় এবং তাহার খোরাকীর বিষয়ে অঙ্গীকার থাকে তবে সেই বন্দোবস্তপত্র ১৮১৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ২ প্রকরণের বিধিমতে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ২০ আগষ্টের ১৩০৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৮৬। বিধান হইল যে যে ব্যক্তিরা স্বাক্ষরকারি ব্যক্তির হাতের লেখা জানিল তাহারদের সুকৃতির দ্বারা ইঙ্গলণ্ড দেশে স্বাক্ষরহওয়া ইঙ্গরেজী আইনের মোখ্তারনামা বিষয় বুঝিয়া প্রচুরমতে প্রমাণ হইয়াছে বোধ হইল।—১৮৪৭ সালের ১৫ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৮৭। পামর কোম্পানি জ্যেষ্ঠ মরগন সাহেবের টর্ণির কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারদের পক্ষে প্রবিন্সাল আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল ঐ ডিক্রীর উপর আপীল থাকনসময়ে ঐ সাহেবের মৃত্যু হইল কিন্তু সদর আদালত ঐ মৃত সাহেবের পুত্র এবং উত্তরাধিকারি পামর কোম্পানিকে যে সাধারণ মোখ্তারনামা দিয়াছিলেন তাহার অনুসারে তাঁহারদিগকে আপীলের জওয়াব দিবার অনুমতি করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২০ সালের ১৪ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালমের ১৪ পৃষ্ঠা।

৩৮৮। সদর আদালতের জজ সাহেবেরদের নিকটে এই জিজ্ঞাসা করা গেল যে সুপ্রিম কোর্টে এক বিষয় উপস্থিত আছে বা উপস্থিত করণের কল্প আছে সেই বিষয়ে কলিকাতানিবাসি ব্যক্তিকে টর্ণি করণার্থ সুপ্রিম কোর্টের এক জন উকীল জজ সাহেবের জিলানিবাসি এদেশীয় এক ব্যক্তির সহীর জন্যে ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিত এক মোখ্তারনামা পাঠাইলেন অতএব তাহাতে দেওয়ানীর জজ সাহেব দস্তখৎ করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে দেওয়ানীর জজ সাহেবের সেই প্রকার দলীলে দস্তখৎ না করিলে নয় এমত কোন আইন নাই এবং যদি তাহাতে দস্তখৎ করিলে তাঁহার সহী সাব্যস্ত করণার্থ তাঁহার সুপ্রিম কোর্টে হাজির হওনের আবশ্যক হইবার এবং তৎপ্রযুক্ত যদি তাঁহার নিয়মিত কার্য্যের

ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা হয় তবে জজ সাহেবের তাহাতে দস্তখৎ না করা ভাল।—১৮৩২ সালের ১৯ জুনের ২৬০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪ ধারা।

সরকারী উকীল।

৩৮৯। যেং মোকদ্দমা কোন আইনমতে কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কিম্বা যে সাহেবেরা এমত হুকুম দিবার ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের বিশেষ হুকুমমতে সরকারের খরচে হইবার হয় সেইং মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার কারণ সদর দেওয়ানী আদালতের ও প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতের ও সকল জিলা কি শহরের আদালতের উকীলদিগের মধ্যহইতে এক জন কি দুই জন কিম্বা ততোধিক জন উকীল ঐ সকল আদালতের প্রত্যেক আদালতে মোকরর হইবেক ও সেই সকল উকীলেরা এই আইনের শেষের লিখিত ৫ নম্বরের শরওয়ামতে ইঙ্গরেজী ও পারসী ভাষাতে কৌন্সেলের আদালতসম্বন্ধীয় কার্য্যকর্ম্মের সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখতে সনদ পাইবেক ইতি- ১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৩৭ ধা। ১ প্র।

সরকারী উকীলদিগকে ইঙ্গরেজী ও পারসী ভাষাতে যে সনদ দেওয়া যাইবেক তাহার শরওয়া।

শ্রীঅমুক প্রতি আগে।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের লিখিত হুকুমমতে তুমি সদর দেওয়ানী আদালতে কিম্বা অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে অথবা অমুক জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতে সরকারের ওকালতী কর্ম্মে মোকরর হইলা অতএব তুমি যাবৎ তোমার প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্ম সুন্দরমতে নির্ব্বাহ করিবা ও আপন ভারসম্বন্ধীয় কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ যথার্থরূপে ও মনোযোগপূর্ব্বক এক্ষণকার চলিত আইনের কিম্বা উত্তর কালে যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার লিখিত হুকুমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিবা ও যাবৎ তোমার মন্দ চালিচলন প্রকাশ না হয় তাবৎ এ কর্ম্মহইতে তগীর হইবার যোগ্য হইবা না ইতি। ১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৫ নম্বরী আপেণ্ডিক্স।

৩৯০। বর্ত্তমান সংসবের ৬ আইনের ৮ ধারানুসারে যেং মোকদ্দমা নিষ্পত্তির নিমিত্তে মুনসেফকে অর্পণ হয় তাহাতে সরকারের তরফে উকীল মোকরর করণের বিষয়ে গত মাসের ১৯ তারিখের আপনার ১১৯ নম্বরী পত্রের এই উত্তর সদর বোর্ড রেবিনিউর আজ্ঞাক্রমে তোমাকে দিতেছি। বোর্ডের সাহেবেরা সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিয়া এই নিয়ম সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বোধ করেন যে তোমার এলাকার প্রত্যেক জিলার প্রত্যেক মুনসেফী আদালতে উকীলের নামের এক ফর্দ্দ আনাইয়া জিলার সরকারী উকীলকে এই হুকুম দেও যে তিনি তাহারদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মান্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে আপন ঝুঁকীতে সরকারের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার নিমিত্তে মনোনীত করেন এবং মোকদ্দমা যেমন উপস্থিত হয় তেমনি সেই জিলার সরকারী উকীলের দ্বারা ঐ উকীলেরা সেই মোকদ্দমায় নিযুক্ত হন। তাঁহারদিগকে কোন নিয়মিত বেতন দিবার আবশ্যক নাই যথারীতি রসুম দিলেই হইবেক যেহেতুক সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হওনের সম্ভ্রমের দ্বারা তাঁহারদের কর্ম্মের বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে।—সদর বোর্ডের ১৮৪৩ সালের ১৪ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৩৯১। হজুরহইতে সরকারী উকীলদিগকে যে সকল মোকদ্দমা করিতে হুকুম হয় ও যে সকল মোকদ্দমা কোন আইনমতে সরকারের খরচে হইবার সম্ভর্ক রাখে সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে কিম্বা অন্য যে সাহেব কোন আইনানুসারে এমতং মোকদ্দমার খবরগিরী করিবার ও ঐ সকল মোকদ্দমা করিবার অর্থে উকীলদিগকে শিক্ষা ও জানাইবার ক্ষমতা রাখেন তাঁহার হজুরহইতে যখন সরকারী উকীলদিগের নামে হুকুমনামা পঁহুছে তখন ঐ উকীলদিগের উচিত হইবেক যে সেই হুকুমনামার অনুসারে সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করে ও এ প্রকার হুকুমনামা ঐ সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণের বিষয়ে উকীলদিগের নিদর্শন অর্থাৎ দস্তাবেজের ন্যায় বোধ হইবেক ও আদালতের কাছারীতে দাখিল হইয়া সে সকল মোকদ্দমার রোয়দাদী কাগজপত্রের শামিলে থাকিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৩৭ ধা। ৩ প্র।

৩৯২। ১৮৩২ সালের ২৪ আপ্রিল তারিখের ১৬ নম্বরী পত্রে যে হুকুম প্রেরণ করা গিয়াছিল তাহা মতান্তর করিয়া সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে তোমার অধীন নানা কালেক্টর সাহেব দেওয়ানী আদালতের সরকারী

উকীলদিগকে এই হুকুম দিতে আদেশ করেন যে যে প্রত্যেক মোকদ্দমার সরকার এক পক্ষ হন সেই মোকদ্দমার ডিক্রী কি মুৎফরক্কা হুকুম হইবামাত্র তাহার এক নকল শাদা কাগজে দেন।—সদর বোর্ডের ১৮৪৮ সালের ৯ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩২৩। গত মে মাসের ২৯ তারিখের ৯A নম্বরী বোর্ডের পত্রের যে বিধান সর্ব্বত্র ঘোষণা হইয়াছিল সেই বিধানক্রমে যখন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে হওয়া কোন ডিক্রী বা হুকুমের উপর আপীল করিতে স্থির হয় তখন কালেক্টর সাহেবের উচিত যে সরকারী উকীলকে ঐ ডিক্রী অথবা হুকুমের দস্তখৎকরা নকলের জন্যে তৎক্ষণাৎ দরখাস্ত করিতে হুকুম করেন। এবং তন্নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প কাগজের আবশ্যক হয় তাহা কালেক্টর সাহেব উকীলকে দিবেন।—সদর বোর্ডের ১৮৪৮ সালের ৯ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩২৪। এই হুকুমক্রমে নকল পাওনের যদি কোন অনাবশ্যক বিলম্ব হয় তবে কালেক্টর সাহেব নতুবা সরকারী উকীল যাঁহার ত্রুটি হয় তিনি ঐ বিলম্বের ফলের বিষয়ে নিতান্ত দায়ী হইবেন।—সদর বোর্ডের ১৮৪৮ সালের ৯ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩২৫। যে কোন মোকদ্দমা সরকারের সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং যেং মোকদ্দমা সরকারের খরচে হইবার হয় তাহাতে সরকারী উকীলদিগকে হুকুম আছে যে পক্ষান্তর ব্যক্তিকে সলা পরামর্শ না দেয় ও স্পষ্টক্রমে কি চক্রান্তেতে তাহার তরফ সওয়াল ও জওয়াব করণের মধ্যে না থাকে কিন্তু অন্য সমস্ত মোকদ্দমাতে তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে আদালতের অন্য উকীলদিগের মত ফরিয়াদীর তরফহইতে কিম্বা আসামীর তরফহইতে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার ভার আপনার প্রতি লয় ইতি। ১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৩৭ ধা। ৪ প্র।

৩২৬। যেং মোকদ্দমা সরকারের খরচে হইবার হয় সেইং মোকদ্দমাতে সরকারী উকীলেরা আপনারদিগের ওকালতীর রসুম অন্য ফরিয়াদী ও আসামীর মোকদ্দমাতে আদালতের অন্য উকীলদিগের রসুম পাইবার নিমিত্তে যে হিসাব নিরূপণ আছে সেই হিসাবে পাইবেক ও ওকালতীর রসুমের বিষয়ে এই আইনেতে যেং হুকুম লেখা আছে তাহা অন্য উকীলদিগের মত সরকারী উকীলদিগের বিষয়েও খাটিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সরকারের খরচে হইবার মোকদ্দমাতে সরকারী উকীলদিগের রসুমের কারণ এই আইনের ২৩ ধারার লিখনমতে আমানৎ রাখিবার অর্থে টাকা তলব হইবেক না ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৩৭ ধা। ৫ প্র।

৩২৭ সরকারী উকীলদিগের সহিত সরকারের খরচে হইবার মোকদ্দমাতে সওয়াল ও জওয়াব করণের সময়ে অন্যং ফরিয়াদী ও আসামীর মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণের কালে তাহারদিগের সহিত যেং হুকুম সম্বন্ধ রাখে কোন আইনানুসারে অন্য প্রকার ধার্য্য হওনব্যতিরেকে সেইং হুকুম সম্বন্ধ রাখিবেক ইতি। —১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৩৭ ধা। ৬ প্র।

৩২৮। বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের ও অন্য যে সাহেবেরা সরকারের তরফ মোকদ্দমার খবরদারী করণের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি কোন মোকদ্দমা ভারি হওনমতে কি অন্য বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত সে মোকদ্দমাতে অন্য উকীলের সহায়তার আবশ্যক বোধ হয় তবে তাহাতে অন্য কোন উকীলকে সরকারী উকীলের শামিল করিবেন ও সেই উকীলকে যে সাহেব কি সাহেবেরা মোকরর করেন তাঁহার কি তাঁহারদিগের মোহর ও দস্তখতের এক কেতা ওকালৎনামা দেওয়া যাইবেক অন্য ফরিয়াদী ও আসামীর মোকদ্দমাতে আদালতের অন্য উকীলেরা যে হিসাবে রসুম পায় সেই হিসাবে সে উকীল আপন ওকালতীর রসুম পাইবেক এবং ওকালতীর রসুমের বিষয়ে অন্যং লোকের মোকরর করা উকীলদিগের সহিত যেং হুকুম সম্বন্ধ রাখে তাহা এই ধারার ৫ প্রকরণের লিখিত হুকুমসহিত তাহার প্রতিও খাটিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ৩৭ ধা। ৭ প্র।

৩২৯। জিলা ও শহরের আদালতের উকীলদিগকে নিষেধ আছে যে সেইং আদালতের সাহেবের বিনা-অনুমতিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেবের হজুরে উপস্থিতহওয়া কোন ফৌজদারী নালিশেতে কি মোকদ্দমাতে কি মামলিয়তে মোখ্তারকারী কর্ম্ম না করে কিন্তু যেং উকীলেরা সরকারের তরফহইতে অপরাধের অপবাদগ্রস্ত লোকদিগের নামে নালিশ করিবার কারণ কি ফৌজদারী আদালতসম্বন্ধীয় অন্য যেং কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে সরকারের তরফহইতে এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে কি উত্তর কালে যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তদনুসারে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহার নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত থাকে সে সকল উকীলের সহিত ঐ হুকুম সম্বন্ধ রাখিবেক এমত বোধ না হয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১৭ ধা।

৪০০। ইস্বলীদের দেওয়ানী আদালতের সংক্রান্ত মোকদ্দমা করিতে ব্যামোহ না পায় এবং তাহার সওয়াল ও জওয়াবের কারণ তাহারদিগের আদালতে হাজির হইতে না হয় এ কারণ সরকারী উকীলগণের কর্ত্তব্য যে আদালতসকলের তলবমতে কিম্বা কালেক্টর সাহেবদিগের হুকুমের অনুসারে বিনাখরচে ইস্বলীদদিগের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করে ইতি।—১৮০৪ সা। ১ আ। ১৪ ধা।

৪০১। আদালতের সরকারী উকীলের পদ খালী হইলে ঐ আদালতের সাহেবেরা কোন লোককে ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন না কিন্তু সরকারকে জ্ঞাপনার্থে আদালতসম্পর্কীয় এলাকার সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে ঐ সম্বাদমাত্র লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি। -১৮২১ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

৪০২। সরকারের যে২ জিজ্ঞাসাবাদের আবশ্যক বোধ হয় এমত জিজ্ঞাসাবাদ করণের দ্বারা ঐ আদালতে নিযুক্তথাকা উকীল আপন ক্ষমতা এবং আচারের দ্বারা ঐ শূন্য পদে নিযুক্ত হওনযোগ্য উপযুক্ত বোধ হইলে সরকার তাহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন ইতি। -১৮২১ সা। ১৩ আ। ৪ ধা।৩ প্র।

৪০৩। সদর বোর্ড বেবিনিউর হুকুমক্রমে আদেশ করিতেছি যে তুমি জিলার আদালতের সরকারী উকীলেরদের তগীর ও নিযুক্ত করণের পরামর্শ যেরূপে এক্ষণে একেবারে বোর্ডের নিকটে পাঠাইয়া থাক উত্তর কালে সেইরূপ না করিয়া আইনসম্পর্কীয় কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্বান্সর সাহেবের দ্বারা সেই বিষয় পাঠাও। তাহার অভিপ্রায় এই যে বোর্ডের সাহেবেরা সেই২ কর্ম্মের বিষয়ে ঐ কার্য্যকারক সাহেবের মতও জানিতে পারিবেন এবং সরকারী উকীলেরদের ও রিমেম্বান্সর সাহেবের যে বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত তাহাও থাকিবেক। -সদর বোর্ডের ১৮৪৮ সালের ১৩ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৪০৪। সরকারী উকীল সরকারের কোন কর্ম্মকারকের হুকুমনামা আদালতে দাখিল করিলে তাহাই মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব করিবার প্রচুর ক্ষমতা এবং সেই হুকুমনামা সাদা কাগজে লিখিত হইলে গ্রাহ্য হইতে পারে। -১৮৪৬ সালের ১৪ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮১ পৃষ্ঠা।

৪০৫। তোমার দপ্তরখানাহইতে সরকারের উকীলকে লিখিবার কাগজ দেওনের বিষয়ি এবং সরকারী কর্ম্মকারকেরা তাঁহার স্থানে যে কাগজপত্র চাহেন তাহার নকল করণের জন্যে তাঁহার মধ্যে২ মুহুরীরের দ্বারা সাহায্য করণের বিষয়ি গবর্ণমেণ্টের হুকুমের এবং মোকদ্দমার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের রিপোর্টের নীচের লিখিত চুম্বক তোমার বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে পাঠাইতেছি। ১৮৪৭ সালের ২ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৪০৬। ১৮৪৫। ৬৬ সালের মোকদ্দমার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্বান্সর সাহেবের রিপোর্টের চুম্বক অর্থাৎ ১১১ দফা। মাহিয়ানার বৃদ্ধির বিষয়ে যে আপত্তি আছে তাহা যদি কোন প্রকারে খণ্ডন হইতে পারে না তবে আমি নিবেদন করি যে নিদানে জজ সাহেবেরদের দপ্তরখানাহইতে উকীলদিগকে লিখিবার সরঞ্জাম দেওয়া যায় এবং এই দপ্তর ও অন্যান্য দপ্তরের নিমিত্তে যে২ দলীলের আবশ্যক হয় তাহার নকল করিবার জন্যে আবশ্যকমতে এক মুহুরীরকে দিতে জজ সাহেব অথবা কালেক্টর সাহেবের প্রতি হুকুম হয়।

সদর আদালতের প্রতি বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট ১৮৪৭ সালের ১৯ মে তারিখের ৩৮৯ নম্বরী যে পত্র লিখিলেন তাহার চুম্বক অর্থাৎ ৩ দফা।—সরকারী উকীলদিগকে লিখিবার কাগজ দিবার বিষয়ে এবং মধ্যে২ তাঁহারদিগকে এক মুহুরীর দেওনের বিষয়ে ১১১ দফায় তুমি যে প্রস্তাব করিয়াছ তাহাতে শ্রীযুত সম্মত হইয়াছেন অতএব আদেশ করিতেছি যে তদ্বিষয়ে সদর আদালত নানা জিলার জজ সাহেবদিগকে যে আজ্ঞার আবশ্যক হয় তাহা প্রেরণ করেন।—১৮৪৭ সালের ২ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৪০৭। গবর্ণমেণ্টের গত মাসের ২২ তারিখের হুকুমক্রমে সদর আদালতের সাহেবেরা জিলার জজ সাহেবেরদের উপদেশের নিমিত্তে জানাইতেছেন যে ১৮৪৭ সালের ২ জুলাই তারিখের ২৪ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে সরকারী উকীলদিগকে লিখিবার যে কাগজ দিবার হুকুম আছে সেই কাগজের জন্যে যে টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে যদি না কুলায় তবে যত অধিক টাকা দেওয়া যায় তাহা বাজেখরচের এক বিলের মধ্যে লেখ।—১৮৪৮ সালের ৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

২৫ ধারা।

মুনসেফেরদের আদালতের উকীল।

৪০৮। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের আদালতের উকীলের বিষয়ে যে বিধি খাটে তাহা যেপর্য্যন্ত মুনসেফের আদালতের উকীলের বিষয়ে খাটিতে পারে সেইপর্য্যন্ত উত্তর কালে খাটিবেক ইতি।—১৮৪৬ সা। ১ আ। ১১ ধা।

৪০৯। ১৮৪৮ সালের ২১ মার্চের (৪১২ নম্বরী) সরক্যুলর অর্ডরক্রমে কর্ম্মহইতে তগীর হওনের বিষয়ে সকল আদালতের উকীলের একি নিয়ম হইয়াছে অতএব একি প্রকার সনদ সকলকে স্বচ্ছন্দে দেওয়া যাইতে পারে। এবং উত্তর কালে তুমি ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের আপেণ্ডিক্সের লিখিত পাঠানুসারে সনদ দিবা কেবল ঐ পাঠে "১৮১৪ সালের ২৭ আইন" এই কথার পরে "এবং ১৮৪৬ সালের ১ আইন" এই কথা লিখিতে হইবেক।—১৮৪৮ সালের ৮ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৪১০। ওকালতী কর্ম্মে যাহারা মোকরর হইবেক তাহারদিগের সনদের শরওয়া।

শ্রীঅমুক প্রতি আগে তুমি ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের এবং ১৮৪৬ সালের ১ আইনের হুকুমমতে সদর দেওয়ানী আদালতের কি অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের কিম্বা অমুক জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতের ওকালতী কর্ম্মে মোকরর হইলা যাবৎ তুমি তোমার প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্ম সুন্দরমতে নির্ব্বাহ করিবা ও আপন ভারসম্বন্ধীয় কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ যথার্থরূপে ও মনোযোগপূর্ব্বক এক্ষণকার চলিত আইনের কি উত্তর কালে যে২ আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার হুকুমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিবা ও যাবৎ তোমার মন্দ চালি চলন প্রকাশ না হয় তাবৎ এ কর্ম্মহইতে তগীর হইবার যোগ্য হইবা না ইতি। ১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১ নম্বরী আপেণ্ডিক্স।

৪১১। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মুনসেফের আদালতের কোন উকীল যখন এমত আচরণ করেন যে সেইরূপ আচরণ জিলা কি শহরের জজ সাহেবের আদালতে হইলে সেই উকীল জরীমানার যোগ্য হইতেন তখন ঐ মুনসেফ সেই জরীমানার হুকুম দিতে পারেন কিন্তু সেই জরীমানার হুকুমসকলের উপর আপীল জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারিবেক এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।— ১৮৪৬ সা। ১ আ। ১২ ধা।

৪১২। জিলার জজ সাহেবেরদের ছাব আপন২ আদালতের ও অধস্থ আদালতসকলের উকীলেরদের তগীর করণের বিষয়ে আইনের এক্ষণকার অবস্থা বিবেচনা করিয়া বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ও উত্তর পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে ১৮৪৬ সালের ১ আইন জারী হওনঅবধি ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত বিধিমতে পুনর্বার কার্য্য করিতে হইবেক। তাহাতে হুকুম আছে যে জিলার আদালতের কিম্বা প্রধান সদর আমীনের অথবা সদর আমীনের আদালতের কোন উকীলের তগীর করণের বিষয় সদর দেওয়ানী আদালতের মঞ্জুরীর নিমিত্তে তথায় রিপোর্ট করিতে হইবেক এবং ঐ সদর আদালতের হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত সেই উকীল ওকালতী কর্ম্মহইতে কেবল সস্পেণ্ড হইতে পারেন। উক্ত ১৮৪৬ সালের ১ আইনের ১১ ধারানুসারে ঐ বিধি মুনসেফেরদের আদালতের উকীলেরদের বিষয়েও খাটান গেল। এ আইনের এই প্রকার অর্থপ্রযুক্ত ১৮৩২ সালের ১৩ আপ্রিল তারিখের ৪৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের যে ভাগে উকীলেরদের তগীর করণের বিষয় লেখা আছে তাহা এবং ৮৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ রহিত হইয়াছে এমত বোধ করিতে হইবেক।—১৮৪৮ সালের ২১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

৪১৩। বোধ হয় যে মুনসেফেরা ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১১ ধারার অভিপ্রায়ের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া যে দাওয়ার ডিক্রী হয় তাহার মূল্যের শতকরা ৫৲ টাকার অনধিক হারক্রমে উকীলের রসুম আদায় করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র হুকুম জারী করিয়া থাকেন। অতএব কলিকাতাস্থ সদর আদালতের সাহেবেরা জানাইতেছেন যে চলিত আইনানুসারে এমত হুকুম দেওয়ার কোন বিধান নাই অতএব উত্তর কালে তাহা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ হইল।—১৮৪৪ সালের ১৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৪১৪। সদর আদালত লেখেন্ যে ঐ আইনের কথা ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৫ ধারার ৪ প্রকরণের বিধির সঙ্গে ঐক্য করিয়া এই বোধ হয় যে মুনসেফেরদিগের হুকুম করা রসুম শেষ ডিক্রীর মধ্যে লিখিতে এবং ঐ ডিক্রী জারী করণের সময়ে ঐ রসুম আদায় করিতে এইমাত্র অনুমতি আছে অর্থাৎ যে২ মোকদ্দমার দাওয়া ডিসমিল হয় এবং আসামী আপন খরচা পাইবার নিমিত্ত আদালতে দরখাস্ত করে এমত মোকদ্দমাভিন্ন অন্যান্য মোকদ্দমায় মুনসেফেরা উকীলের যে রসুম নির্দ্দিষ্ট করেন তাহা ঐ ডিক্রী জারীর এক অঙ্গ হয়।—১৮৪৪ সালের ১৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৪১৫। সিবিল জজ সাহেবেরদের প্রতি আদেশ হইল যে এই হুকুম যে২ আদালতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেই২ আদালতের বিচারকেরা তাহার অভিপ্রায় বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হন্ এবং যে ব্যবহারের বিষয়ে এক্ষণে হুকুম হইল তাহা উত্তর কালে সর্ব্বত্র জারী হয় এই বিষয়ে তাঁহারা অতিমনোযোগী হন্।—১৮৪৪ সনের ১৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

[১৮৪৬ সালের ১ আইনের দ্বারা ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১১ ধারার ও ১৮১৪ সালের ৩৩ আইনের ১৫ ধারার ৪ প্রকরণ রদ হইল অতএব ৪১৩। ৪১৪। ৪১৫ নম্বরী বিধানের অধিক অংশ রদ হইয়াছে।

১৮৪৬ সালের ১ আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নূতন নিয়মের দ্বারা উকীল ও মওক্কেলের মধ্যে সকল বন্দোবস্ত আপোসে করা যায় অতএব উকীলেরা আপনারদের রসুম পাইবার বিষয়ে যে উপায় উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাহাই করিবেন।]

৪১৬। মুনসেফের আদালতে ওকালৎনামা এবং ডিক্রী জারীকরণের দরখাস্ত শাদা কাগজে হইতে পারে।—১৮৩৫ সালের ১ মের ৯৫০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪১৭। সদর আদালত তোমাকে জানাইতেছেন যে মুনসেফের আদালতের বাদি বা প্রতিবাদির আপনং উকীলের মেহনতানা দেওনের বিষয়ে আইনমতে জিলা বা শহরের জজ সাহেবেরদের হস্তক্ষেপ করণের আবশ্যক নাই অতএব তোমাকে এরূপে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিতেছেন। কেবল যে ব্যক্তি আপনার উকীলকে বদলাইতে চাহে তাহাকে তুমি ইহা জানাইতে পার যে যে উকীলকে সেই ব্যক্তি প্রথমে নিযুক্ত করিয়াছিল এবং তাহার পরে যে উকীলকে রাখিল উভয়কে মেহনতানা দিতে হইবেক।—১৮৩৫ সালের ১১ ডিসেম্বরের ২৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪১৮। মুনসেফের আদালতের উকীল আপনার ভাবের কর্ম্ম করিতেং যদি বেআইনী কি বিধর্ম্মাচরণ অথবা কিছু বিরুদ্ধাচরণ জানিয়াশুনিয়া করেন তবে তাঁহার নামে যে নালিশ হয় তাহা মুনসেফ শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন কিন্তু যদি ঐ মোকদ্দমা তাঁহার ক্ষমতার অতিরিক্ত হয় তবে জজ সাহেব তাহা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন আদালতে অর্পণ করিতে পারেন কিম্বা আপনি তাহার বিচার করিতে পারেন।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ১১ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

২৬ ধারা।

আমীন।

৪১৯। ইহার পর বিশেষং গতিকভিন্ন ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩ ধারার নিরূপিত মুৎফরক্কা কার্য্য করিতে মুনসেফকে হুকুম দিতে হইবেক না এবং ঐ বিশেষ গতিক আদালতের রুবকারীতে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরির সরকুলর অর্ডরের ৪ দফার ১ প্রকরণ।

৪২০। জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরে উপস্থিতহওয়া যেং মোকদ্দমাতে উভয় বিবাদির বিরোধের বিষয়ে তেজারতের কারবারের কিম্বা মালগুজারীর হিসাবকিতাবের বাবৎ কিম্বা ভূমির কি বাটীর সীমাসরহদ্দের বাবৎ অথবা সরে রাস্তা কি পথ দিয়া গমনাগমনের হকের বাবৎ অথবা অনেকের ব্যবহারের পতিত ভূমির কিম্বা জঙ্গল কি নদনদী কি ঝীল কি পুষ্করিণী কি কূপ কি খালের বাবৎ কিম্বা জমীর সংখ্যা ও রকমের ও তাহার জমার বাবৎ হয় এবং যে সকল বিষয় ও স্বত্ব স্থানের রেওয়াজ ও দস্তুরের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহার বাবৎ হয় ফল উপরের লিখিত মত যে সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি সরেজমীনে গিয়া তজবীজ না করিলে ভালমতে হইতে পারে না তাহাতে জিলা কি শহরের জজসাহেবকে অনুমতি আছে যে তাঁহার হুকুমতের তাবে কোন মুনসেফকে সরেজমীনে গিয়া বিরোধের বিষয়ের তজবীজ করিতে ক্ষমতা ও ভার দেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৫০ ধা। ১ প্র।

৪২১। জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মুনসেফদিগের জ্ঞাপন ও কার্য্যোপদেশের কারণ তাহারদিগের নিকটে প্রত্যেক মোকদ্দমাতে আপনারদিগের রুবকারীর মধ্যে যাহা ও অন্যং যে সকল হুকুম পাঠান আবশ্যক বুঝেন্ তাহা পাঠান্ এবং মুনসেফদিগের নামে এবিষয়ের হুকুম দেন যে উভয় বিবাদির কিম্বা তাহারদিগের উকীলদিগের সাক্ষাৎ কেবল সাক্ষির আবশ্যকী জোবানবন্দী করিয়া আদালতে পাঠায় কিম্বা তাহার সহিত সে বিষয়ে আপনার করা বিবেচনার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়া দেয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৫০ ধা। ২ প্র।

৪২২। বিরোধীয় যে সকল বিষয়ের তজবীজ করণের নিমিত্তে মুনসেফের নামে হুকুম হয় তাহাতে মুনসেফের রোয়দাদ দস্তাবেজের ন্যায় লওয়া যাইবেক কিন্তু যদি কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত মুনসেফের রোয়দাদেতে জজ সাহেবের খাতিরজমা না হয় তবে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে নূতন তহকীক করাইয়া মোকদ্দমা সমাধার কারণ যে হুকুম দেওয়া উচিত বোধ হয় তাহা দেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৫০ ধা। ৩ প্র।

৪২৩। জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সরাসরী ডিক্রী কিম্বা সরাসরীভিন্ন অন্য প্রকার ডিক্রীমতে ভূমি কিম্বা বাটী অথবা অন্য স্থাবর বস্তুতে দখল দেওয়াইবার বিষয়ে মুনসেফদিগেরে ভার দেন ইতি। —১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৫১ ধা। ১ প্র।

৪২৪। এই ধারার কি উপরের ধারার লেখা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে মুনসেফদিগেরে হুকুম দিবার পূর্ব্বে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে মোকদ্দমা যেমন তাহার মতে ফরিয়াদী কি আসামীকে হুকুম দেন যে মুনসেফদিগের ঐ কর্ম্ম করণের যে মেহনতানা উপযুক্ত হয় ও সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে আমীন কিম্বা আদালতের অন্য আমলা নিযুক্ত হইলে যে আন্দাজ খরচ হইত তাহার অধিক না হয় তাহা আদালতে দাখিল করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৫১ ধা। ২ প্র।

৪২৫। উপরের প্রকরণের লেখা হুকুমমতে যে টাকা আদালতে দাখিল হয় তাহা মুনসেফেরা পাইবেক কিন্তু কোন মুনসেফহইতে তাহার প্রতি ভারহওয়া কর্ম্মকরণেতে শৈথিল্য কি অন্যায় কিম্বা অসঙ্গত আচরণ হইলে ঐ টাকা যে ব্যক্তি আদালতে দাখিল করিয়া থাকে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি। ১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৫১ ধা। ৩ প্র।

৪২৬। জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে জরীমানার টাকা উসুলের কিম্বা সরসরী ডিক্রী কিম্বা সরাসরীভিন্ন অন্য প্রকার ডিক্রীর টাকা আদায়ের কারণ অস্থাবর বস্তু ক্রোক ও বিক্রয়করণের ভার মুনসেফদিগকে দেন ও তাহারা বিক্রয়ের দ্বারা যত টাকা উসুল হয় তাহার উপর ফি টাকা /০ এক আনা রসুম পাইবেক ইতি। ১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৫২ ধা।

৪২৭। জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগকে অনুমতি আছে যে মুনসেফদিগের নামে জামিনীর মাতবরীর তহকীক করিয়া তাহার রিপোর্ট করিবার ও যে ব্যক্তিরা পাপরমতে নালিশ করিতে চাহে তাহারদিগের মুফলিসী অর্থাৎ যোত্রহীনতার তহকীক করিবার বিষয়ে হুকুম দেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৫৩ ধা।

৪২৮। এই আইনের উপরের ধারার লেখা কথাক্রমে এমত বোধ না হয় যে যে সকল প্রকারেতে এক্ষণকার চলিত আইনমতে মোকদ্দমার তজবীজ করণের কারণ সরেজমীনে আমীন পাঠান কিম্বা উপরেতে যে২ কর্ম্মের কথা লেখা গিয়াছে তাহা নির্ব্বাহ করণের ভার আদালতের আমলাকে দেওয়া বিহিত হয় সে সকল প্রকারেতে জিলা কি শহরের জজ সাহেবদিগকে তাহা করিতে বারণ আছে। ও জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের উচিত যে এ বিষয়েতে অতিসাবধান হন ও মনোযোগ রাখেন যে উপরের লেখা মুৎফরক্কা কর্ম্মসকলের নির্ব্বাহ করণে মুনসেফেরা এমত নিবিষ্ট না থাকে যে তাহাতে তাহারদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি ত্বরা হওনের বাধা হয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৫৪ ধা।

৪২৯। জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা আমীনী কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে কর্ম্মের উপযুক্ত যত ব্যক্তিকে আবশ্যক বোধ করেন তাঁহারদিগকে বাচনী করিয়া মোকরর করিবেন এবং তাঁহারা উপরের লিখিত মুৎফরক্কা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। শহর ও পরগনার কাজীরদের যদি অবকাশ থাকে তবে সেই২ কর্ম্ম করিতে জজ সাহেবেরা তাঁহারদিগকেও মনোনীত করিতে পারেন। —১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফার ২ প্রকরণ।

৪৩০। যে ব্যক্তিরা এইরূপে আমীনী কর্ম্মে নিযুক্ত হন তাঁহারা হাজির হইবার এবং আপন২ কর্ম্ম বিশ্বস্তরূপে করণের বিষয়ে জামিন দিবেন। —১৮৪৭ সালের ১৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফার ৩ প্রকরণ।

৪৩১। প্রত্যেক আমীন রীতিমত সনদ পাইবেন এবং যে মোতালক স্থানে তিনি আমীনী কর্ম্ম করিবেন তাহা সনদের মধ্যে লেখা থাকিবেক। এবং যদি মুনসেফের মোতালক স্থান বিভাগ করিতে অথবা যদি দুই বা ততোধিক মুনসেফের স্থান এক আমীনের অধীন রাখিবার কোন বিশেষ কারণ না থাকে তবে মুনসেফের যে মোতালক স্থান তাহাই আমীনেরো হইবেক। —১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফার ৪ প্রকরণ।

৪৩২। পূর্ব্বোক্ত ধারাক্রমে মুনসেফকে টাকা প্রতি যে এক আনা রসুম দিতে হুকুম হইল আমীনেরাও সেই রসুম পাইবেন এবং চলিত আইনানুসারে মুনসেফ ও আমীনেরদের প্রতি যে হুকুম আছে তদনুসারেও তাঁহারা আপন২ কার্য্য করিবেন। —১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফার ৫ প্রকরণ।

৪৩৩। আমীনের প্রতি যে কর্ম্মের ভার অর্পণ হইল তাহা তিনি আপনি করিবেন এবং কোন প্রকারে সেই কর্ম্ম কোন নায়েবের হাতে অর্পণ করিতে পারিবেন না।—১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফার ৬ প্রকরণ।

৪৩৪। যে ব্যক্তিরা আমীনী কর্ম্মে নিযুক্ত হন তাঁহারদের এক ইসমনবিসী ঐ জিলার মধ্যে সমস্ত ইউরোপীয় এবং এদেশীয় বিচারকেরদের আদালতে লট্‌কাইতে হইবেক এবং প্রতিবৎসরে ঐরূপ এক ইসমনবিসী সদর আদালতে পাঠাইতে হইবেক।—১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফার ৭ প্রকরণ।

৪৩৫। এই বিধির কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে ইউরোপীয় অথবা এদেশীয় জজ আবশ্যক বোধ করিলে উক্ত কোন কর্ম্ম করিতে আপনার সিরিশ্‌তার কোন আমলাকে নিযুক্ত করিতে নিষেধ হইল।—১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফার ৮ প্রকরণ।

৪৩৬। তোমার অধীন এদেশীয় জজেরদিগকে হুকুম করিবা যে মুৎফরকা কার্য্য করিবার নিমিত্তে কোন আমীনের আবশ্যক হইলে তাঁহারা এই সরক্যুলর অর্ডরের মতাচরণ করেন। —১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৪৩৭। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৮৩৯ সালের ১ আইনানুসারে যাঁহারা আমীনী পদ পাইয়াছেন তাঁহারদিগকে যদি ১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরি তারিখের ১৯৭ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে আমীনের কর্ম্মে নিযুক্ত করণের ব্যবহার তোমার জিলাতে চলিতেছে তবে তাহা রহিত কর যেহেতুক সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে উক্ত দুই কার্য্য এক জনকে দিলে দেওয়ানী আদালতের হুকুম জারী করণের বিলম্ব হইতে পারে।—১৮৪৫ সালের ১৫ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৪৩৮। ১৯৭ নম্বরী গত ১৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে যে আমীনেরা নিযুক্ত হন তাঁহারা যদি সদর আদালত অথবা অন্য জিলার প্রস্তাবিত জামিনের মাতবরীর বিষয়ে এবং যোত্রহীনরূপে যাহারা নালিশ করিতে চাহে তাহারদের আহওয়ালের বিষয়ে তহকীক করিতে নিযুক্ত হন তবে তাঁহারা কিছু রসুম পাইতে পারিবেন না। অতএব যে আমলা কিছু রসুম না পান এমত ব্যক্তিকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করা যদি অনুচিত বোধ হয় তবে পূর্ব্ববৎ তাহা নাজির অথবা মুনসেফের প্রতি অর্পণ হইতে পারে।—১৮৩৭ সালের ১০ মার্চের ১০৭৮ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

৪৩৯। ১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরির ১৯৭ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে যে আমীনেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদের কার্য্য ও মেহনতানার বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা নীচের লিখিত হুকুম প্রকাশ করিতেছেন।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৪৪০। দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা উপরের লিখিত সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে আমীনেরদিগকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন তাহা ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩ ধারাতে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে এবং তাহা এই২।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৪৪১। মালগুজারীর হিসাবকিতাবের কিম্বা তেজারতের কারবারের বাবৎ কিম্বা ভূমি কিম্বা বাটীর সীমাসরহদ্দের বাবৎ অথবা সরে রাস্তা কি পথ দিয়া গমনাগমনের হকের বাবৎ অথবা জঙ্গল কি অনেকের ব্যবহারের পতিত ভূমির কিম্বা নদনদী কি বিল কি পুষ্করিণী কি কূপ কি জলাশয় কি খালের বাবৎ কিম্বা জমীর সংখ্যা ও রকমের ও তাহার জমার বাবৎ এবং সামান্যতঃ যে সকল বিষয় ও স্থল স্থানের বেওয়াজ ও দস্তুরের সহিত সম্পর্ক রাখে এমত যে সকল বিষয় কালেক্টর সাহেবের বোযদাদের মধ্যে অন্বেষণ করিলে নির্যাস পাওয়া যায় না, এবং সরে জমীনে গিয়া তজবীজ না করিলে ভালমতে নিষ্পত্তি হইতে পারে না এমত সকল বিষয়ের তজবীজ করণ।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফার ১ প্রকরণ।

৪৪২। আদালতের ডিক্রী ও হুকুমমতে ভূমি কিম্বা বাটী অথবা অন্য স্থাবর বস্তুতে দখল দেওয়ান্।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফার ২ প্রকরণ।

৪৪৩। জরীমানার টাকা উসুলের কিম্বা আদালতের ডিক্রী বা অন্য হুকুমের টাকা আদায়ের কারণ বাটী কিম্বা বাগান বা ফলের বাগান কি ক্ষুদ্র বন্দ লাখেরাজ ভূমি এবং অস্থাবর বস্তু ক্রোক ও বিক্রয় করণ।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফার ৩ প্রকরণ।

৪৪৪। জামিনীর মাতবরীর তহকীক করিয়া তাহার রিপোর্ট করণ এবং যে ব্যক্তিরা পাপরমতে নালিশ করিতে চাহে তাহারদের মুফলিসী অর্থাৎ যোত্রহীনতার তহকীক করিয়া রিপোর্ট করণ।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফার ৪ প্রকরণ।

৪৪৫। চতুর্থ প্রকরণের লিখিত কার্য্যের বিষয়ে ১০৭৮ নম্বরী আইনের অর্থেতে হুকুম আছে যে সদর দেওয়ানী আদালতে অথবা জিলার আদালতে যে জামিনীর প্রস্তাব হয় তাহার মাতবরীর বিষয় তহকীক করণার্থ এবং পাপরমতে যাহারা নালিশ করিতে চাহে তাহারদের যোত্রহীনতার বিষয় তহকীক করণার্থ আমীনেরা নিযুক্ত হইলে তাঁহারদের মেহনতানার নিমিত্তে কোন রসুম লওয়া যাইতে পারে না অতএব যে ব্যক্তিরা কোন রসুম পান না তাঁহারদিগকে সেই২ কার্য্যে নিযুক্ত করা যদি উচিত বোধ না হয় তবে জজ সাহেবেরা পূর্ব্ববৎ সেই২ কার্য্যের ভার নাজির কিম্বা মুনসেফের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন। বোধ হয় যে নাজির কিম্বা মুনসেফের হাতে তাহা অর্পণ করাই শুদ্ধ যেহেতুক যে২ কর্ম্মকারক মাহিয়ানা পান না কিন্তু আপনারদের নিষ্পাদিতব্য কার্য্যের উপরে যে কমিশ্যন পান তাহাতেই গুজরাণ হয় এমত কর্ম্মকারকদিগকে যে কার্য্যে কমিশ্যন নাহি তাহাতে নিযুক্ত করা অনুচিত।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৪৪৬। সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত কার্য্যের নিমিত্তে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৫১ ধারার ২ প্রকরণের* লিখিত মেহনতানা আমীনেরদের বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উত্তম। ঐ ধারানুসারে আমীনকে যে মেহনতানা দিতে হয় তাহা আইনেতে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট নাহি আইনে এইমাত্র হুকুম আছে যে আমীনের মেহনৎ বুঝিবা যে মেহনতানা উচিত বোধ হয় তাহা আদালতের সাহেবেরা দিতে হুকুম করিবেন এবং বিলম্ব বা অন্য কারণ প্রযুক্ত আমীনের দ্বারা অনাবশ্যক কিছু খরচ না হয় এ বিষয়ে সাবধান হইবেন।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৪৪৭। এক্ষণে সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিতেছেন যে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইলে আমীন প্রতিদিন আপনার নিমিত্তে ৸০ আনা করিয়া এবং দুই পেয়াদার নিমিত্তে ৸০ আনা করিয়া সর্ব্বসুদ্ধ প্রতিদিন ৸৵০ আনার অধিক কখন পাইবেন না।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৪৪৮। কর্ত্তৃত্বকারি কর্ম্মকারকের উচিত যে আমীনকে যখন নিযুক্ত করেন তখন যে মিয়াদের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহার রিটর্ণ করিতে হইবেক তাহা এবং উপরের লিখিত সীমার মধ্যে তাহাকে যে মেহনতানা দেওয়া যাইবেক তাহা এবং উভয় বিবাদির যে পক্ষের ঐ মেহনতানার টাকা আমানৎ করিতে হইবেক তাহা নির্দ্দিষ্ট করেন। এবং ঐ টাকা দাখিল না হইলে আমীন নিযুক্ত হইবেন না। ঐ টাকা আমানৎ হইলে তাহার অর্দ্ধেক আমীনকে দেওয়া যাইবেক এবং অর্পিত কার্য্য সম্পন্ন হইলে এবং আদালত তাহাতে সন্তুষ্ট হইলে অবশিষ্ট টাকা তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক। যখন এইমত দৃষ্ট হয় যে ঐ কার্য্য শৈথিল্য বা অনুচিতরূপে করা গিয়াছে তখন আদালত সমস্ত বিষয়ের উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া আমানতী টাকার অবশিষ্ট বিষয়ে যেরূপ যথার্থ বোধ হয় সেইরূপ হুকুম দিবেন অর্থাৎ ঐ টাকা আমানৎকারি ব্যক্তিকে ফিরিয়া দেওয়াইবেন নতুবা ঐ কার্য্য খাতিরজমারূপে নির্ব্বাহ করণের নিমিত্তে অন্য এক জন আমীনকে নিযুক্ত করিবেন। যদ্যপি অন্য আমীন নিযুক্ত হন তবে তিনি আপনার মেহনতানার নিমিত্তে আমানতীর অবশিষ্ট যত টাকা থাকে তাহার অধিক পাইবেন না।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

৪৪৯। আদালত যে মিয়াদ নিরূপণ করেন তাহার মধ্যে কার্য্য সিদ্ধ করিয়া রিটর্ণ করা যদ্যপি আমীনের অসাধ্য হয় তবে তিনি ঐ মিয়াদের শেষ না হইতে† তাহার বিষয়ের এক রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ হুকুম জারী করণেতে যেপর্য্যন্ত কার্য্য হইয়াছে তাহা এবং নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে যে২ বাধা হইয়াছে তাহা ঐ রিপোর্টে লিখিবেন। আদালত ঐ রিপোর্ট তখনি বিবেচনা করিবেন এবং যদ্যপি এইমত দৃষ্ট হয় যে ঐ বিলম্ব উভয় বিবাদির কিম্বা তাহার কোন এক জনের ত্রুটিপ্রযুক্ত হইয়াছে অথবা আমীনের নিবারণকরা অসাধ্য এমত কোন প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত হইয়াছে এবং তাহাতে আমীনের কিছু কসুর নাহি তবে আদালত অধিক যে মিয়াদ উচিত বোধ করেন তাহা দিতে পারেন এবং আমীনের মেহনতানার নিমিত্তে যে অধিক টাকা ওয়াজীবী বোধ হয় তাহা কোন নিরূপিত কালের মধ্যে আমানৎ করিতে হুকুম দিতে পারেন। পরে প্রথমবারের আমানতের অবশিষ্ট টাকার যে ভাগ আমীনের সদ্যঃ খরচের নিমিত্তে উচিত বোধ হয় তাহা তাঁহাকে দেওয়াইতে হুকুম করিতে পারেন। দ্বিতীয়বারের আমানতী টাকা যদি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে দাখিল না হয় এবং যে বিবাদিকে তাহা আমানৎ করিতে হুকুম হয় যদি সে ব্যক্তি অথবা তাহার উকীল বিলম্বের উপযুক্ত কারণ না দেখাইতে পারে তবে আদালত আমীনকে ঐ বিষয় কসুরপ্রযুক্ত উঠাইয়া ফেলিতে হুকুম দিবেন এবং আমানতী টাকার অবশিষ্ট তাঁহাকে দেওয়াইতে হুকুম করিবেন। কিন্তু যখন কার্য্য নির্ব্বাহের বিলম্ব আমীনের ত্রুটিপ্রযুক্ত হয় তখন আদালত যে অধিক মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট করিতে উচিত বোধ করেন সেই মিয়াদের মধ্যে তাহাকে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হুকুম করিবেন কিন্তু ঐ অধিক কালের নিমিত্ত তাঁহাকে অধিক মেহনতানা দেওয়াইবেন না।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

৪৫০। তৃতীয় প্রকরণের লিখিত কার্য্য অর্থাৎ দেওয়ানী আদালতের হুকুম করা টাকা আদায়ের নিমিত্তে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়করা† ইহাই অধিক হয়। সেই২ কর্ম্মে আমীনদিগকে নিযুক্তকরণের রীতি ও ব্যবহারের বিষয়ে অনেক

---

* এই ধারার কি ইহার পূর্ব্ব ধারার লেখা কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণের বিষয়ে মুনসেফদিগেরে হুকুম দিবার পূর্ব্বে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে মোকদ্দমা যেমন তাহার মতে ফরিয়াদী কি আসামীকে হুকুম দেন যে মুনসেফদিগের ঐ কর্ম্ম করণের যে মেহনতানা উপযুক্ত হয় ও সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে আমীন কি আদালতের অন্য আমলা নিযুক্ত হইলে যে আন্দাজ খরচ হইত তাহার অধিক না হয় তাহা আদালতে দাখিল করে।

† মন্তব্য। এইমত হুকুম হইয়াছে যে ১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে যে আমীনেরা নিযুক্ত হন তাঁহারা যেমতে আদালতের ডিক্রীঅনুসারে অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম করিতে পারেন সেইমতে ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের অর্থানুসারে স্থাবর সম্পত্তিও নীলাম করিতে পারিবেন।—১৮৪০ সালের ৭ ফেব্রুআরির ৬৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর দেখ।

বৈলক্ষণ্য আছে। কোন২ জিলাতে তাঁহারা সুদ্ধ নীলাম নির্ব্বাহ করেন অন্য২ জিলায় তাঁহারা সম্পত্তি ক্রোক্ করেন এবং নীলামের ইশ্তিহার প্রস্তুত করিয়া জারী করেন। কখন২ নীলামের বিষয়ে আপত্তির দরখাস্ত আমীনেরা লইয়া আদালতে পাঠাইয়া থাকেন এবং আদালতের সাহেবেরা প্রায়ই তাঁহারদিগকে ঐ আপত্তির বিষয় তহকীক করিয়া আদালতের হুকুম পাইবার নিমিত্তে রিপোর্ট করিতে আজ্ঞা দেন। কিন্তু সদর আদালতের সাহেবেরা এই স্থির করিয়াছেন যে নীলামের ইশ্তিহার জারী করণের কার্য্য এবং ঐ নীলামের আপত্তির দরখাস্ত আমীনেরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা সুদ্ধ সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিতে পারেন।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফা।

৪৫১। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৫১ ধারায় হুকুম আছে যে আমীনেরা এই কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্তে তাঁহারদের দ্বারা নিষ্পত্তিহওয়া নীলামী টাকার ষোল আনার এক আনা কমিস্যন পাইবেন কিন্তু তাহার মধ্যে পশ্চাৎ লিখিত বিশেষ২ গতিকের নিমিত্তে কিছু নির্দ্দিষ্ট নাহি ঐ২ গতিক উপস্থিত হইলে আমীন উক্ত বিধানানুসারে কিছু মেহনতানা পাইতে পারেন না অথচ ঐ২ কার্য্যসাধনে তাঁহার যে মেহনৎ ও খরচ পড়ে তাহা তাঁহাকে অবশ্য পোষাইয়া দেওয়া উচিত।- ১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফা।

৪৫২। যে গতিকে ডিক্রীদারের দাখিলহওয়া তফসীলের লিখিত সম্পত্তি আমীনের দ্বারা ক্রোক করণের হুকুম হয় ঐ সম্পত্তির বিষয়ে উপযুক্তমত অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করিয়া তাহার কোন ভাগ পাওয়া যায় না অথবা তাহার ক্ষুদ্র ভাগমাত্র পাওয়া যায় সেই গতিক।- ১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফার প্রথম প্রকরণ।

৪৫৩। যে গতিকে সম্পত্তি ক্রোক করণের পর কিন্তু তাহা নীলামের দিবসের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি দায়ী তিনি সেই টাকা পরিশোধ করেন অথবা ডিক্রীদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া ঐ ডিক্রীদার এক রাজীনামা দাখিল করে অথবা আদালতের আজ্ঞাক্রমে ঐ নীলামের বিলম্ব হয় এবং পরিশেষে রহিত হয় অথবা যে গতিকে অন্য কারণপ্রযুক্ত নীলাম না হয় সেই২ গতিক।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফার দ্বিতীয় প্রকরণ।

৪৫৪। যে গতিকে নীলামের নিরূপিত দিবসে আমীন স্থানে পঁহুছেন কিন্তু টাকা পরিশোধ হওয়াতে অথবা অন্য কারণে নীলাম না হয় সেই গতিক।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফার তৃতীয় প্রকরণ।

৪৫৫। যে গতিকে নীলাম সম্পন্ন হইলে পর আমীনের বিনাদোষে কোন কারণপ্রযুক্ত তাহা রহিত হয় সেই গতিক।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফার চতুর্থ প্রকরণ।

৪৫৬। পূর্ব্বোক্ত প্রথম তিন গতিকে সদর আদালতের সাহেবেরা এই স্থির করিয়াছেন যে আমীন আপনার মেহনৎ ও খরচের নিমিত্তে এই পত্রের ৫ ধারার নিরূপিত হারানুসারে দিন২ মেহনতানা পাইবেন অর্থাৎ আপনার নিমিত্তে ৸০ আনা এবং পেয়াদারদের নিমিত্ত ৶ আনা। এবং দিনের সংখ্যা দূরত্বানুসারে হিসাব করা যাইবেক এবং সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে প্রতিদিন দশ মাইল অর্থাৎ পাঁচ ক্রোশ ধরা যাইবেক। যে স্থানে জিনিস ক্রোক অথবা নীলাম হয় সেই স্থানে যদি আমীনের নিবারণকরা অসাধ্য কোন কারণপ্রযুক্ত তাঁহার অগত্যা থাকিতে হয় তবে উক্ত হারের অতিরিক্ত ঐ দিবসের মেহনতানা তিনি পাইবেন। যদি দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত গতিকে দিন থাকিতে নীলাম স্থগিত হয় এবং নীলাম করিবার নিমিত্তে আমীনের আপনার সাধারণ বাসস্থানহইতে গমনকরা নিবারণ হয় তবে তিনি এক দিনমাত্রের মেহনতানা পাইবেন।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১০ দফা।

৪৫৭। দেওয়ানী আদালতের দ্বারা যে আমীনেরা কোন বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহারদের মেহনতানার বিষয়ি বিধান সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের ৪৪৩৪ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে লেখা আছে তাহাতে হুকুম আছে যে ঐ সরক্যুলর অর্ডরের দ্বিতীয় দফার নীচে প্রথম দুই প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট কোন২ কার্য্য সাঙ্গ করণের পরে আমীন যে মেহনতানা পাইবেক তাহার টাকা আদালতে আমানৎ না হইলে সেই আমীনকে মফঃসলে পাঠান যাইবেক না। এবং সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করণের নিমিত্তে আমীনেরা যত কমিস্যন আইনমতে পাইতে পারে তাহা ঐ সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং ১০ দফার লিখিত বিশেষ২ গতিক হইলে আমীনেরা যে মেহনতানা পাইবেক তাহা ঐ ১০ দফাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ঐ মেহনতানা আদালতে আমানৎ না হইলে আমীনকে মফঃসলে পাঠান যাইবেক না এইমত হুকুম না হওয়াতে অধিক ক্লেশ এবং কখন২ ব্যামোহও জন্মিয়াছে।—১৮৪৩ সালের ২১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৪৫৮। নীলামের উৎপন্ন ফি টাকার উপর যে / এক আনা কমিস্যন নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সুতরাং কার্য্য সিদ্ধ না হইলে আদায় হইতে পারে না কিন্তু সদর আদালতের সাহেবেরা কহেন যে সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করণার্থ যে আমীন নিযুক্ত হয় সেই আমীন সকল গতিকেই উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের ১০ দফার নির্দ্দিষ্ট মেহনতানা পাইবার যোগ্য অতএব আমীনকে পাঠাইবার পূর্ব্বে সেই টাকা আমানৎ করিবার হুকুম হইলে আমীন উপযুক্ত সময়ের মধ্যে আপনার যথার্থ মেহনতানা পা-

ইস্তে পারিবেক এবং ঐ আমীনের রসুম পরিশোধে আদায় করিবার নিমিত্তে নীলামের হুকুমকরণিয়া আদালতের বারম্বার যে কঠিন উপায় করিতে হইতেছে তাহাহইতে ঐ আদালত মুক্ত হইবেন। পরে নীলাম সমাপ্ত হইলে আমীনের রসুমের হিসাব করণের সময়ে যে টাকা আমানৎ হইয়াছিল তাহা বাদ দেওয়া যাইতে পারে।—১৮৪৩ সালের ২১ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

৪৫৯। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে ডিক্রীদার যখন আপন ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করণের দরখাস্ত করে তখন উক্ত সরকুলর অর্ডরের ১০ দফাক্রমে আমীনের প্রাপ্য মেহনতানা আদালতে অবশ্য তাহার আমানৎ করিতে হইবেক এবং যাবৎ ঐ টাকা আমানৎ না হয় তাবৎ আমীনকে সেই কর্ম্মে পাঠান যাইবেক না। যদ্যপি নীলাম সম্পন্ন হয় তবে নীলামের উৎপন্নের টাকাপ্রতি যে ৴০ এক আনা করিয়া কমিস্যন ডিক্রীদারের দিতে হয় তাহাহইতে তাহার আমানৎকরা টাকা বাদ দেওয়া যাইবেক তাহা হইলে তাহার স্থানে যে টাকা আদায় করিতে বাকী থাকে তাহা যৎকিঞ্চিৎ হইবেক এবং পক্ষান্তরে ৯ দফার প্রথম তিন প্রকরণে যে২ গতিকের বিষয় লেখে তাহার কোন এক গতিক হইলে আমীনের প্রাপ্য মেহনতানা প্রস্তুত থাকিবেক এবং ডিক্রীদারের উপর আদালতের অতিশয় ক্লেশজনক দাওয়া করিতে হইবেক না অথবা আমীন আপন প্রাপ্য টাকা পাইবার বিলম্ব হইলে যে ক্লেশ পায় তাহাও ঘটিবেক না।— ১৮৪৩ সালের ২১ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৪৬০। কিন্তু আরো নির্দ্দিষ্ট হইল যে উক্ত ১০ দফার (৪৫৬ নম্বরী) বিধানানুসারে আমীন যাহা পাইতে পারেন তাহা সর্ব্বসুদ্ধ হীতিমতে নীলাম সম্পন্ন হইলে যাহা পাইতেন তদপেক্ষা অধিক হইবেক না।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ১১ দফা।

৪৬১। চতুর্থ এবং শেষের লিখিত গতিকের বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা এই স্থির করিয়াছেন যে যখন নীলাম নিষ্পত্তি হইবা পরে রহিত হয় তখন নীলামী টাকার মধ্যে ষোল আনার এক আনা সম্পূর্ণ কমিস্যন আমীনকে দেওয়া যথার্থ কেননা নীলাম মঞ্জুর হইলে কি না হইলে তাঁহার তুল্য মেহনৎ ও খরচ ও দায়। এই নিমিত্ত এবং আদালতের হুকুমক্রমে নীলাম স্থগিত হইলে যে খরচ হইয়াছে তাহা উভয় বিবাদির কাহার শিরে পড়িবেক ইহা নীলামের হুকুমকারি আদালত হুকুম করিবেন। যখন ডিক্রীদার রাজীনামা দাখিল করে তখন আমীনের কমিস্যন তাহার স্থানে পাওয়া যাইবেক এবং অন্য পক্ষের সঙ্গে তিনি যে বন্দোবস্ত করেন তাহাতে ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার বিষয়ে আপন ইচ্ছামতে নিয়ম করিতে পারেন। কিন্তু যখন দাওয়ার টাকা আসামী আদালতে দাখিল করাতে অথবা আমীনকে দেওয়াতে নীলাম রহিত হয় তখন ঐ টাকার সঙ্গে আমীনের কমিস্যনও দিতে হইবেক ঐ কমিস্যনে পূর্ব্বোক্ত যে বিধি খাটে সেই বিধির অনুসারে হিসাব করা যাইবেক এবং ডিক্রীদারকে টাকা দেওনের পূর্ব্বে আমীনের কমিস্যন আমীনকে দিতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ১১ দফা।

৪৬২। যে কার্য্যের নিমিত্তে আমীন নীলামী টাকার ষোল আনার এক আনা কমিস্যন পান সেই কার্য্যের মধ্যে আমীনের নীলামকরা সম্পত্তির দখল নীলামের ক্রেতাকে দেওয়া সামান্যতঃ গণ্য করিতে হইবেক। কিন্তু যখন দখল দেওনের বেআইনীমতে প্রতিবন্ধক হয় তখন তাহা স্বতন্ত্র মোকদ্দমার ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং এই পত্রের চতুর্থ দফার বিধির মধ্যে পড়িবেক এবং তদনুসারে তাহার কার্য্য করিতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ১৩ দফা।

৪৬৩। ১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের সদর আদালতের ছাপাহওয়া ১৭৭ নম্বরী সরকুলর অর্ডরের সম্পর্কে আমীনেরদের কার্য্য ও মেহনতানার বিষয়ে ত্রিপুরার জজ সাহেব নীচের লিখিত জিজ্ঞাসা করিলেন।

১। যখন সরেজমীনে তদারকের অতিরিক্ত ভূমির জরীপ করিতে হয় তখন ঐ আমীনের অধীনে এক জন মুহুরীর এবং এক বা কএক জন নলি নিযুক্ত করিতে এবং আমীনের মেহনতানাছাড়া অথচ ঐ আমীনের মেহনতানার অধিক না হয় এমত মেহনতানা তাহাদিগকে দিতে আদালতের শক্তি আছে কি না। তাহাতে বিধান হইল যে আদালতের শক্তি আছে। ২। যদি ভূমির পরিমাণ এমত অধিক হয় যে এক জন আমীন উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহার দখল দেওয়াইতে পারে না তবে আমীনের মেহনতানার অনধিক পৃথক্২ মেহনতানা দিয়া এক বা কএক জন আসিস্টাণ্টকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে আদালতের ক্ষমতা আছে কি না। তাহাতে বিধান হইল যে আদালত নিযুক্ত করিতে পারেন। ৩। ভূমির পরিমাণ যত অধিক হউক এবং কার্য্যের যত বাহুল্য হউক যে আমীন তাহার দখল দেওয়াইবার কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহাকে প্রতিদিন ৸০ আনার অধিক মেহনতানা আদালত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন কি না। তাহাতে বিধান হইল যে পারেন না।—১৮৪২ সালের ১৩ মের ১৩৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৬৪। সরে জমীনে তহকীক করণের বিষয়ে অধস্থ আদালত আমীনকে যে মেহনতানা হুকুম করিয়া দিয়াছিলেন তাহার এক অংশ ফিরিয়া দিতে আদালত যে হুকুম করিলেন তাহা অন্যথা করিবার জন্যে তহকীকের খরচ যাহার শিরে পড়ে তাহার প্রতিকূলে নম্বরী মোকদ্দমা হইতে পারে না।—১৮৪১ সালের ১৩ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৯ পৃষ্ঠা।

৪৬৫। যে স্থলে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৭ ধারানুসারে আমীন কর্ম্মে নিযুক্ত হওনের পূর্ব্বে শপথ করে নাই কিন্তু তৎপরে আপনার রিপোর্টের বিষয়ে শপথ করিল সেই স্থলে সন্দেহ জন্মিল এবং তৎপ্রযুক্ত দুই জন জজ সাহেব খাস আপীল গ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু এক জন জজ সাহেব নিশ্চয় করিলেন যে পূর্ব্বে শপথ না করণের যে দোষ তাহা পরে শপথ করণের দ্বারা খণ্ডন হইয়াছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ১০ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম। ২৬১ পৃষ্ঠা।

৪৬৬। বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরি তারিখের এবং পশ্চিম দেশের ১০ ফেব্রুআরি তারিখের ১৯৭ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে যে২ আমীন নিযুক্ত হয় তাহারদের দাখিল করা রিপোর্টের সত্যতার বিষয়ে তাহারদিগকে শপথ করাওণ আবশ্যক কি না ইহার জিজ্ঞাসা হওয়াতে উভয় সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে যে মুনসেফেরদিগকে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৫০ ধারাঅবধি ৫৩ ধারাপর্য্যন্তের বিধিতে আমীনী কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার অনুমতি ছিল তাঁহারা ঐ আইনের ১১ ধারার নির্দ্দিষ্ট পদোপলক্ষের শপথ করিয়াছিলেন এবং শপথপত্রে সহী করিয়াছিলেন এইপ্রযুক্ত তাঁহারদের রিপোর্টের সত্যতার বিষয়ে তাঁহারদিগকে শপথ করাওণের আবশ্যক ছিল না। 'সেইরূপে আমীনেরা আদালতের আমলা হওয়াতে এবং কর্ম্মে মোকরর হওন সময়ে তাঁহারা আপন পদোপলক্ষের এক সাধারণ শপথ করিয়াছেন এই নিমিত্তে প্রত্যেক রিপোর্টের সত্যতার বিষয়ে তাঁহারদিগকে শপথ করাওণের আবশ্যক নাই।*—১৮৪৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৪৬৭। ঐ আইনের ৫৪ ধারাতে আদালতের আমলারদিগকে আমীনের কার্য্য নির্ব্বাহ করণের জন্যে প্রেরণ করিতে অনুমতি আছে এবং ঐ আমলারদের মধ্যে যাঁহারা কর্ম্মে নিযুক্ত হওনসময়ে ১৭৯৩ সালের ১৩ আইন এবং ১৮০৩ সালের ১২ আইনানুসারে শপথ করিয়াছেন অথবা ১৮১৭ সালের ১৮ আইনের ২ ধারাক্রমে শপথের পরিবর্ত্তে সুকৃতিপত্রে সহী করিয়াছেন তাঁহারদের রিপোর্ট সাক্ষ্যস্বরূপ তত্তুল্যরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে।—১৮৪৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৪৬৮। আইনের এই ভাবদৃষ্টে সদর আদালত ইহা উচিত বোধ করেন যে যে আমীনেরা পূর্ব্বোক্ত সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে নিযুক্ত হন তাঁহারদের প্রতি নিযুক্ত হওন সময়ে ১৮১৭ সালের ১৮ আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট সুকৃতিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হুকুম হয় এবং যখন তাঁহারদের রিপোর্ট সাক্ষ্যস্বরূপ আমলে আইসে তখন গত ১২ ফেব্রুআরি তারিখের ৮ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ৮ বিধানের নির্দ্দিষ্টমতে ঐ সুকৃতিপত্রে সহীর ক্রিয়া ডিক্রীর মধ্যে স্পষ্টরূপে লেখা যায়।—১৮৪৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৪৬৯। যে আমীনেরা ঐ সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে নিযুক্ত হইয়াছেন কিন্তু এইপর্য্যন্ত সুকৃতিপত্রে স্বাক্ষর করিবার হুকুম ছিল না তাঁহারদের প্রতি এই বিধানানুসারে কার্য্য করিতে হুকুম দিতে হইবেক।—১৮৪৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৪৭০। যে ব্যক্তিরা আদালতের আমলাস্বরূপ শপথ না করিয়া কিছু কালের জন্যে আমীনী কর্ম্মে নিযুক্ত হন তাঁহারা যে২ রিপোর্ট দাখিল করেন তাহার সত্যতার বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৭ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৮ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে সুকৃতিপত্র লিখিয়া দিবেক।—১৮৪৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৪৭১। ১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরি তারিখের ১৯৭ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে যে আমীনেরা নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা স্ব২ কার্য্য খাতিরজমারূপে এবং উপযুক্তমত শীঘ্র২ রূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন ইহা জ্ঞাত হওনের এবং কার্য্য বুঝিয়া যত আমীনের আবশ্যক ততোধিক আমীন নিযুক্ত নাই ইহা নিশ্চয় করিয়া জ্ঞাননের নিমিত্তে তাহারদের কর্ম্মের প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ করা বিহিত বোধ হইতেছে অতএব সদর আদালত তোমাকে আদেশ করিতেছেন যে তোমার জিলার আমীনদিগকে এক মাসিক কৈফিয়ৎ প্রস্তুত করিয়া তোমাকে দিতে হুকুম করহ এবং প্রতিদিন তাঁহারা যে২ কার্য্য করেন এবং সময়ক্রমে যে কার্য্য তাঁহারদিগকে অর্পণ হয় এবং সে কার্য্য যে সময়ের মধ্যে নির্ব্বাহ হয় সেই সকল বিষয় কৈফিয়তের মধ্যে লেখা থাকিবেক। আমীনেরা স্ব২ কার্য্যের বিষয়ে কি প্রকার মনোযোগ করিতেছেন এবং ঐ আমলারদের সংখ্যা জিলার কার্য্য বুঝিয়া প্রচুর কি অপ্রচুর ইহা ঐ কৈফিয়ৎ সামান্যরূপে দৃষ্টি করিয়া তুমি অবগত হইতে পারিবা।—১৮৪১ সালের ৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

৪৭২। ১৮৪১ সালের ৪ জুন তারিখের ১৫৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের নানা জিলাতে যে

---

* ১৮৪০ সালের ২ ফেব্রুআরির ১২৭১ নম্বরী আইনের অর্থ।

পাঠের ব্যবহার হইতেছে তাহা নানাপ্রকার ও তাহার কএকটা অতি জড়ীভূত বোধ হয় তদুপলক্ষে সদর আদালতের সাহেবেরা নীচের লিখিত পাঠ সাধারণমতে ব্যবহার করণের বিষয়ে হুকুম করিতেছেন ঐ পাঠ উত্তর পশ্চিম দেশে কএক বৎসরঅবধি ব্যবহার হইয়া আসিতেছে এবং তাহাতে কার্য্য দর্শিয়াছে।—১৮৪৮ সালের ১৫ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৪৭৩। এই কৈফিয়ৎ এমত স্পষ্ট যে তাহা প্রস্তুত করণের বিষয়ে কোন বিশেষ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক বোধ হয় না কেবল ইহা মন্তব্য যে প্রত্যেক আমীন মাসের মধ্যে যত হুকুম পায় সেই সকল তাহার দাখিলহওয়া রিপোর্টে লেখা থাকে এবং মাসের শেষে যে২ হুকুমের সম্পূর্ণরূপে মতাচরণ না হয় তাহা শেষ না করণের যে বাধা হইয়াছে তাহা ৮ নম্বরী ঘরে লেখা যায়।—১৮৪৮ সালের ১৫ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৪৭৪। আমীনেরদের কর্ত্তব্য যে যে সকল বিচারক সেই হুকুম দিয়াছিলেন তাঁহারদের নিকটে যে মাসে হুকুম পাইয়াছিল তাহার পর মাসের ৫ তারিখে ঐ রিপোর্ট দাখিল করে এবং বিচারকেরদের কর্ত্তব্য যে ঐ রিপোর্ট মনোযোগপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া এবং আমীনের কার্য্যের বিষয়ে এবং ঐ আমীন হুকুমের মতাচরণ না করণের যে২ হেতু লিখিয়াছে তদ্বিষয়ে যাহা আবশ্যক বোধ করেন তাহা ঐ মন্তব্য কথার নির্দ্দিষ্ট ঘরে লিখিয়া চূড়ান্ত তজবীজের নিমিত্তে ও জিলার জজ সাহেবের হুকুম পাইবার নিমিত্তে তাঁহার নিকটে পাঠান্।—১৮৪৮ সালের ১৫ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৪৭৫। সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে এই নিয়মমতে কার্য্য করিলে কোন হুকুমের মতাচরণ করণের বিষয়ে অনাবশ্যক বিলম্ব হইয়াছে কি না এবং যদি হইয়া থাকে তবে সেই বিলম্ব করণের দোষ কাহার শিরে পড়ে তাহা একেবারে প্রকাশ হইবেক। কিন্তু স্পষ্ট দৃষ্ট হইবেক যে আমীনেরা যদি আপন২ মাসিক রিপোর্ট ঠিক সময়ে দাখিল না করে ও বিচারকেরা যদি মনোযোগপূর্ব্বক তাহা তজবীজ ও দৃষ্টি না করেন তবে এই হুকুমের যে অভিপ্রায় অর্থাৎ আমীনেরদের কার্য্যের শৈথিল্য নিবারণ তাহা বিফল হইবেক।—১৮৪৮ সালের ১৫ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৪৭৬। সদর আদালতের নিকটে এই রিপোর্ট পাঠাইবার কিছু অভিপ্রায় নাহি যেহেতুক তাঁহারা প্রত্যেক জিলাতে মুৎফরকা কার্য্যের গতিক দৃষ্টি করিয়া সাধারণমতে জানিতে পারিবেন যে ঐ শৈথিল্য নিবারণ আঁটাআঁটিরূপে ও মনোযোগপূর্ব্বক হইতেছে কি না।—১৮৪৮ সালের ১৫ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৪৭৭। দেওয়ানীর জজ সাহেবদিগকে আগামি মাসের ১ তারিখঅবধি এই বিধান সফল করিতে আদেশ হইতেছে।—১৮৪৮ সালের ১৫ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
যে কার্য্যকারক হুকুম দেন তাঁহার পদ।	মোকদ্দমার নম্বর।	বাদি প্রতিবাদির নাম।	হুকুমের খোলাসা ও তারিখ।	হুকুমের মতাচরণ করণের নিমিত্তে যে মিয়াদ দেওয়া যায় তাহা ও আমীন যে তারিখে হুকুম পায় তাহা।	যে তারিখের হুকুমের মতাচরণ হয় তাহা।	যত রসুম দেওয়া যায়।	আমীনের মন্তব্য কথা ও কৈফিয়ৎ পাঠাইবার তারিখ।	যে কার্য্যকারক ঐ কর্ম্ম করিবার বিষয়ে হুকুম দিলেন তাঁহার মন্তব্য কথা এবং তাহা পাওনের তারিখ।

৪৭৮। সদর আদালতের সাহেবেরা এমত বিধান করিয়াছেন যে ঐরূপে নিযুক্ত আমীনেরদের ১৮২৫ সালের ৭ আ-

ইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের অর্থ করণানুসারে ডিক্রী জারী করণের নিমিত্তে কি স্থাবর কিম্বা অস্থাবর উভয় প্রকার বস্তু বিক্রয় করিতে ক্ষমতা আছে।—১৮৪০ সালের ৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৪৭৯। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারা এবং ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারার দ্বারা ডিক্রী জারী করণের সম্পর্কে এদেশীয় বিচারকেরা উক্ত কোন কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে মুনসফকে অথবা আমীনকে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং যে২ নিয়মানুসারে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা আপনাদের ডিক্রী জারী করেন সেই২ নিয়মানুসারে তাঁহারাও আপন২ ডিক্রী জারী করিতে পারেন।—১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৪৮০। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে আমীন যে জিলার মোতালকে নিযুক্ত আছেন তাহাছাড়া অন্য২ জিলার জজ সাহেবেরা কোন বিষয়ের তহকীকের হুকুম করিলে কিছু রসুম লওয়া যাইতে পারে কি না সেই তহকীকের ভাব বুঝিয়া তাহা নির্ণয় করিতে হইবেক।—১৮৩৭ সালের ১০ মার্চের ১০৭৮ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৪৮১। আদালতের অন্যান্য বিচারকেরদের ন্যায় মুনসেফেরা আবশ্যক বোধ করিলে এক জন আমীনকে সরে জমীনে তহকীক করণের নিমিত্তে পাঠাইতে পারেন এবং এই প্রকার কর্ম্ম করণেতে আমীনের বিষয়ে আইনে জিলা আদালতের প্রতি যে হুকুম আছে তদনুসারে মুনসেফেরা কর্ম্ম করিবেন। এবং তাঁহারদের হুকুমের প্রতিবন্ধক হইলে বা টালমটাল হইলে জিলা আদালতের প্রতি যে হুকুম আছে তাহা ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারার বর্জিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া মুনসেফেরদের বিষয়েও খাটিবেক।—১৮৩৩ সালের ১ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১০ দফা।

৪৮২। যদ্যপি ১৮৩৩ সালের ৯ নবেম্বর তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের ১০ দফাঅনুসারে মুনসেফেরা আপনারদের নিকটে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার সরে জমীনে তদারক করণার্থ আমীন পাঠাইতে পারেন তথাপি অন্যান্য আদালত যে তদারক করিতে তাঁহারদিগকে হুকুম দেন তাহা করিবার নিমিত্তে তাঁহারা মুহুরীর অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে পাঠাইতে পারেন না যদি সেইরূপ তদারক করণার্থ মুনসেফ আপনার মোকামহইতে স্থানান্তর গমন করিলে তাঁহার নিজ কাছারীর কর্ম্মের ব্যাঘাত হইবেক বোধ হয় তবে তাঁহার উচিত যে সেই বিষয় জজ সাহেবকে জ্ঞাত করেন এবং তিনি সেই কর্ম্মে অন্য কোন ব্যক্তিকে পাঠাইতে পারেন।—১৮৩৪ সালের ১৪ ফেব্রুআরির ৮৬৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৮৩। যে সময়ে জজ সাহেব ভূমি কিম্বা বাটী অথবা তাহার সীমাসরহদ্দের তহকীক সরে জমীনে করণ আবশ্যক জানেন সে সময়ে সে মোকদ্দমায় আমীন পাঠাইবেন এবং সেই আমীনকে এই মতে নুকৃতি করাইবেন যে আমি আদালতহইতে যে বিষয় তহকীক করিবার কারণ নিযুক্ত হইলাম ইহার বেওরা কৈফিয়ৎ প্রকৃত প্রস্তাবে যথার্থক্রমে লিখিয়া দিব ও আমার রোজ যাহা আদালতহইতে ধার্য্য হয় তাহাছাড়া কড়াবট রোজ কিম্বা প্রকারান্তরে উভয় বিবাদির কাহারো স্থানে চক্রান্তে লইব না এবং সেই আমীনকে তুরা ও তাকীদ করিবেন যে সেই মোকদ্দমার যাহা তহকীক করে তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ লিখিয়া তাহার উপর স্বাক্ষর করিয়া তাহা তাহার সনদের লিখিত নির্দ্ধারিত তারিখে আদালতে দাখিল করে তাহাতে সেই মোকদ্দমার যে সকল মর্ম্মের তহকীক কারণ আমীন নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহার সম্পর্কে সেই কৈফিয়ৎ আদালতে কেবল সাক্ষির ন্যায় জ্ঞান হইবেক। এবং সে আমীনের রোজ জজ সাহেব যাহা উচিত জানেন তাহাই নির্দ্ধার্য্য করিবেন ও সেই রোজ আদালতের খরচার শামিলে হিসাব হইয়া তাহা যে ব্যক্তির পরাজয়ে আদালতে ডিক্রী হয় তাহার শিরে পড়িবেক কিন্তু জজ সাহেব এমত বিবেচনা করিবেন যে আমীনের রোজ তাহার বিলম্ব করণে কিম্বা অন্য কারণেই বা হউক যথাসম্ভবাপেক্ষা অতিরিক্ত না হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১৭ ধা।

৪৮৪। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে সরে জমীনে তহকীক করণের নিমিত্তে আমীনকে না পাঠাইয়া তোমার আদালতের উকীলদিগকে পাঠাইতে পার কি না তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে তাহার কোন আইনে নিষেধ নাই বটে কিন্তু তাহারদিগকে ঐ কর্ম্মে না পাঠাইলে ভাল হয়।—১৮৩৪ সালের ২৪ অক্টোবরের ৯০১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৮৫। ফতেপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে যে আমীনেরা নিযুক্ত হন তাঁহারা জিলার আদালতের আমলার মধ্যে গণ্য অতএব জিলার জজ সাহেব ঐরূপ আমলার তদারক করণের বিষয়ে আপনার ক্ষমতানুসারে হুকুম দিতে পারেন কিন্তু আইনমতে সেই হুকুমের উপর আপীল হইতে পারে।—১৮৪০ সালের ২ ফেব্রুআরির ১২৭১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৮৬। জিলা মীরটে ১৮৪৭ সালে যে দেওয়ানী কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল তাহার বিষয়ি রিপোর্টের এক ভাগ অর্থাৎ ১০ দফা সদর আদালতের সাহেবেরা প্রকাশ করিতেছেন এবং আদেশ করিতেছেন যে সিবিল জজ সাহেবেরা সম্পত্তির নীলামের নিমিত্তে যে আমীনদিগকে নিযুক্ত করেন তাহারা যত টাকা আদায় করে তাহার মাসিক হিসাব দাখিল করিতে ও তিন২ মাসে

তাহারা গড়ে যত টাকা আদায় করে তাহার তুল্য সংখ্যার মালজামিনী দিতে ঐ আমীনদিগকে হুকুম করেন।—১৮৪৮ সালের ২৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৪৮৭। জিলা মীরটে ১৮৪৭ সালে যে দেওয়ানী কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহার বিষয়ি রিপোর্টের ১০ দফা। যে আমীনেরা ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি নীলামের নিমিত্তে নিযুক্ত হয় তাহারদের বিষয়ে বোধ করি যে তাহারা যে টাকা আদায় করে তাহার মাসিক তিসাব দাখিল করিতে তাহারদের প্রতি হুকুম দেওয়া কর্ত্তব্য এবং তিন২ মাসে তাহারা গড়ে যত টাকা আদায় করে তাহার তুল্য সংখ্যার মালজামিনীও তাহারদের দেওয়া উচিত। এক্ষণে তাহারা কেবল হাজিরজামিনী দেয় এবং ঐ আমীন কোন প্রকারে কারসাজী করিলে জামিনের স্থানে যাহা দাওয়া হইতে পারে এমত কোন টাকা জামিনীপত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকে না অতএব ঐ জামিনীপত্র নিরর্থক। আমার পূর্ব্বে মীরটে জজী কর্ম্মে নিযুক্ত শ্রীযুত গ্লিন সাহেব ঐ নিয়ম আরম্ভ করিয়াছিলেন। যদি আমার পরামর্শমতে তাহা শুধরান যায় তবে ৯ নম্বরী কৈফিয়তের মধ্যে ঐ আমীনদিগের নাম লেখা কর্ত্তব্য হইবেক। যদি এই নিয়ম চলন হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ১৩ জানুআরি তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়।—১৮৪৮ সালের ২৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

২৭ ধারা।

দলীলদস্তাবেজের ইষ্টাম্প।

৪৮৮। আলাহাবাদের সদর আদালত এই বিধান করিয়াছেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ২ ধারার দ্বারা ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ৭ প্রকরণ এবং চলিত আইনের যে কোন ভাগ ইষ্টাম্পের মাসুল নির্দ্দিষ্ট করণ এবং সংগ্রহ করণ এবং উসুল করণের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা রদ হইয়াছে এবং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেব এই বিধানে সম্মত হইয়াছেন।—১৮৩৫ সালের ১৭ নবেম্বরের ৯৮৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৮৯। এ আইন জারী হওনের তারিখঅবধি এ আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নেতে চিহ্নিত তফসীলের বিশেষ করিয়া লিখিত মূল্যানুসারে প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিদর্শন পত্র ও লেখাপড়ার উপর পূর্ব্বমতে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করণের দ্বারা মাসুল তলব করা ও লওয়া যাইবেক এবং টাকা শোধকরণ কি লওন বিষয়ের কি এ আইন যে সকল দেশে কি স্থানে চলে ঐ২ দেশে কি স্থানে থাকা কোন স্থাবর কি অস্থাবর বস্তুর বিক্রয় কি হস্তান্তর করণ কি অর্পণ করণ বিষয়ের অথবা ঐ২ বস্তুতে কোন অধিকারিত্ব বিষয়ের কোন একরারনামা কি চুক্তিপত্র কি টাকাইত্যাদি দিবার অনুজ্ঞাপত্র কি কবুলিয়ৎ কি নিরূপণপত্র পূর্ব্বোক্ত কোন দেশে কি স্থানে সফল হইবার নিমিত্তে ঐ২ একরারনামাইত্যাদি এ আইন কি চলিত অন্য কোন আইনানুসারের ইষ্টাম্পকাগজে না লেখা গেলে কোন আদালতে সাক্ষ্য কি অন্য কোন কার্য্যের নিমিত্তে গ্রাহ্য হইবেক না এবং হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তি কোন স্থানে করা সামান্য প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া ঐ উপরের উক্ত তফসীলেতে ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া করিবার নিমিত্তে নিরূপিত ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তুতে লিখিত না হইলে ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন কোন জিলা কি আদালতে কি সরকারী অন্য কোন কাছারীতে দাখিল করণের যোগ্য কি গ্রাহ্য হইবেক না এবং উপরের উক্ত তফসীল সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বতোভাবে এই আইনের এক অংশ বোধ করা যাইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

৪৯০। কিন্তু ইহা নির্দ্দিষ্ট হইল যে এ আইনের শেষের লিখিত তফসীলের নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে না লেখা কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া যদি তাহার নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজের অধিক মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় অথবা এই আইন নির্দ্দিষ্ট ও জারী করিবার পূর্ব্বে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া যে কাগজইত্যাদিতে লেখা গিয়াছে তাহাতে যে ইষ্টাম্প ছাপা হইয়াছে তাহা যদি ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি করণসময়ে তাহার ইষ্টাম্প কাগজের যে মূল্য উপযুক্ত তাহার সহিত মিলে তবে তাহা গ্রাহ্যহওনে কোন আপত্তি হইবেক না ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৪৯১। কলিকাতা শহর এবং দেশের অন্যং স্থানের নিমিত্তে ভিন্নং ইষ্টাম্প ব্যবহার করা গেলে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি এবং তাহাতে ছাপা ইষ্টাম্প অন্যং প্রকারে শুদ্ধ হইলে এবং ঐ ইষ্টাম্পেতে জানান মূল্য এই আইনের নিরূপিত ইষ্টাম্পের মূল্যের সহিত মিলিলে কলিকাতা শহরের মুদ্রাতে ছাপাকরা ইষ্টাম্প কাগজ দেশের

মধ্যবর্ত্তি অন্য কোন স্থানে সফল হইবার অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হইলে ঐ ইষ্টাম্প অনুপযুক্ত বলিয়া কোন প্রতিজ্ঞাপত্র, কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়াতে কোন আপত্তি হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

৪৯২। যে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়ালজওয়াব কি অন্য লেখাপড়া ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম হইয়াছে এবং ঐ হুকুমকরা ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখিত হইযাছে যদি তাহা কোন আদালত কি সরকারী কোন কাছারী কিম্বা কোন জজ সাহেব কি কালেক্টর কি বেজিষ্টর কি সরকারী কর্ম্মকারি কোন সাহেবের নিকটে নথীতে গাঁথান কি দাখিল করা কি রিকার্ড করা যায় এবং ঐ ইষ্টাম্প কাগজের পৃষ্ঠে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয়করণিয়ার দস্তখৎ না থাকে অথবা ঐ কাগজ এই আইনের নিরূপিতমত না পাওয়া গিয়া থাকে এবং অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত বিক্রেতার নিকটে পাওয়া গেলেও উপযুক্তরূপে ঐ মত দস্তখৎ আদি তাহাতে না থাকে তবে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়ালজওযাবের কাগজ কি অন্য লেখাপড়া যে জন কি জনেরা নথীতে গাঁথিয়াছে কি দাখিল করিয়াছে কি রিকার্ড করিয়াছে কি অন্যের দ্বারা ঐ সকল করাইয়াছে সে জন কি জনেরা ঐ ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজের মূল্যের পাঁচগুণ টাকা জরীমানা দিবেক এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়ালজওয়াবের কাগজ কি অন্য কোন লেখাপড়া যদি নথীতে গাঁথান কি দাখিল করা কি রিকার্ড করা যায় ও তাহাতে কৃত্রিম ইষ্টাম্প ছাপা কি দস্তখৎ ইত্যাদি থাকে তবে ঐং প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়াইত্যাদি নথীতে গাঁথনিয়া কি দাখিলকরণিয়া কি রিকার্ডকরণিয়া জন অর্থাৎ যে জন নথীতে গাঁথান কি দাখিল করণ কি রিকার্ড করণের নিমিত্তে তাহা আনিয়াছে সেই জন কি তাহার কর্ম্মকর্ত্তা জন এই আইনেতে যে প্রকার দস্তখৎ ও তাহার পৃষ্ঠে লেখা থাকনব্যতিরেকে অথবা ঐ জন কি জনেরা জিলার জজ সাহেব কি কালেক্টর সাহেব কি ইহার পরে অনুসন্ধান করিতে কর্ম্মকারি অন্য যেং সাহেব সরকারহইতে অনুমতি পান ঐ কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদির পৃষ্ঠেতে লেখা তারিখ এপ্রকারে পাওয়া গিয়াছে অথবা এই আইনেতে হুকুম করা কি অসিদ্ধ অন্য কোন প্রকারে পাওয়া গিয়াছে এবিষয়ে তাঁহার হৃদ্বোধজনক প্রমাণ দিতে না পারিলে ঐ কাগজে যে ইষ্টাম্প ছাপা উপযুক্ত ঐ ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের বিংশতিগুণ জরীমানা সরকারে দিবেক উপরের লিখিত মতে কৃত্রিম ইষ্টাম্প ছাপা কাগজইত্যাদির পৃষ্ঠে ঐ দস্তখৎ ও ক্রয় করণের তারিখইত্যাদি লেখা থাকিলে এবং ঐ ক্রয় করণের তারিখের প্রমাণ যদি জজ সাহেব কি অন্য কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবের কাছারীতে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখা নথীতে গাঁথান কি দাখিল কি রিকার্ড করা গিয়াছে ঐং সাহেবের হৃদ্বোধজনক হয় তবে ঐ কর্ম্মকারি জন আপনি কালেক্টর সাহেব না হইলে ঐ বিক্রয়কর্ত্তার নামে নালিশ করিবার নিমিত্তে তদ্বিষয়ে আপনার করা বিবেচনার কথার সহিত কালেক্টর সাহেবের নিকটে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি পাঠাইবেন এবং কালেক্টর সাহেব ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রইত্যাদি যত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা উপযুক্ত তত টাকা ঐ জনের স্থানে পাইয়া উপযুক্তমতে তাহাতে ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার নিমিত্ত ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং ঐ প্রকারে দেওয়া মূল্যের টাকা ঐ ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিয়ার স্থানে অথবা ঐ কর্ম্মহেতুক তাহার উপর করা কোন জরীমানার টাকাহইতে আদায় করা যাইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ১ প্র।

৪৯৩। বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেব হুজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেবের সম্মতিক্রমে হুকুম করিতেছেন যে ১৮২৯ সালের ৪ আগষ্ট তারিখের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণের লিখিত "ইষ্টাম্পের রাজস্বের কর্ত্তৃত্বের এবং বোর্ডের ও রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবেরদের ক্ষমতার" বিষয়ি বিধির ৪ এবং ৫ দফা মতান্তর হইযা নীচের লিখিত বিধি চলিবেক।

বিধান। ইষ্টাম্পের রাজস্বের কর্ত্তৃত্বের এবং বোর্ডের ও রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবেরদের ক্ষমতার বিষয়ে যে বিধান ১৮২৯ সালের ৪ আগষ্ট তারিখের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণের মধ্যে লিখিত ছিল সেই বিধানের ৪ ও ৫ দফার দ্বারা রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রতি অর্পিত ক্ষমতা এই বিধানের দ্বারা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি অর্পণ হইল। এবং ইষ্টাম্প না হওয়া অথবা কম মূল্যের ইষ্টাম্পে লিখিত দলীলদস্তাবেজে ইষ্টাম্প বসাওনের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব অথবা ঐ রাজস্বের কার্য্য ভারাক্রান্ত সাহেবেরদের কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে তাঁহারা ঐ ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরদের নিকটে করিবেন। কালেক্টর সাহেবেরদের অথবা সেই কর্ম্মের ভারাক্রান্ত অন্য সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে ঐ প্রকার দলীলদস্তাবেজ ইষ্টাম্প হওনার্থ দাখিল হইলে ইষ্টাম্পের যথার্থ মূল্যের অতিরিক্ত অথবা কম মূল্যের ইষ্টাম্পে লিখিত হইলে যত কমে লিখিয়া থাকে তাহার অতিরিক্ত যে দণ্ড উচিত বোধ হয় তাহা উসুল করেন। পরে ঐ দলীলদস্তাবেজ ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং ঐ দলীলদস্তাবেজ প্রেরণকারি কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য কর্ম্মকারক যে হুকুম দিয়াছিলেন

তাহাতে যদি ঐ ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সম্মত হন তবে তিনি তাহাতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসাইয়া ঐ কাগজপত্র সেই কর্ম্মকারকের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইবেন। কিন্তু ইষ্টাম্পের মূল্যের বিষয়ে অথবা দণ্ডের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব যে নিষ্পত্তি করিলেন তাহাতে যদি সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সম্মত না হন তবে তিনি কালেক্টর সাহেবের রুবকারী তৎক্ষণাৎ হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের সমীপে অর্পণ করিবেন এবং আপনার অসম্মতির হেতু জানাইবেন এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক। এই বিধির অনুসারে যে সকল বিষয় হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে অর্পণ হয় তাহাতে যদি তাঁহারা কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি মতাস্তর অথবা অন্যথা করেন তবে কালেক্টর সাহেব যত অধিক টাকা লইয়াছিলেন তাহা বোর্ডের সাহেবেরদের লিখিত নিষ্পত্তির অনুসারে ফিরিয়া দিবেন অথবা বোর্ডের হুকুমে কিছু অধিক দণ্ড করিতে হইলে তাহা করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তির দণ্ড হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি বোর্ডের সাহেবেরদের সম্মুখে প্রমাণহওয়া বিষয় দুষ্টে ক্ষমা পাইবার যোগ্য বোধ হয় তবে এক্ষণে মতান্তরহওয়া বিধির ৫ দফাতে দণ্ড মাফ করণের যে ক্ষমতা বোর্ডের সাহেবদিগকে দেওয়া গিয়াছিল সেই ক্ষমতানুসারে তাঁহারা কার্য্য করিতে থাকিবেন।—১৮৪৩ সালের ২৬ আপ্রিলের গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৪৯৪। ১১৬১ নম্বরী আইনের অর্থেতে এবং ১৮৪০ সালের ৩ জানুআরি তারিখের ৬৪ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে যে বিধি আছে তাহা এই পত্রের দ্বারা রদ হইয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের এবং উত্তর পশ্চিম দেশের সদর আদালতের সাহেবেরা আপনারদের অধীন আদালতের উভয় কালে কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্তে নীচের লিখিত বিধি জারী করিতেছেন।—১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৪৯৫। যে দলীলদস্তাবেজ ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম আছে তাহা সাদা কাগজে লিখিয়া যদি কোন ব্যক্তি দাখিল করে তবে তাহার ঐ কাগজ ইষ্টাম্প করণার্থ রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত করিবার নিমিত্তে তাহাকে দেওয়ানী আদালত উচিত বোধ করিলে উপযুক্ত মিয়াদ দিতে পারেন্। উপরের উক্ত বিধি আসামীরদের পক্ষে কেবল এইমত গতিকে খাটিতে পারিবেক অর্থাৎ যে দলীল আসামীর জওয়াবের মূল অথবা যদ্দ্বারা তাহার জওয়াবের সাহায্য হয় এমত দলীলের বিষয়ে উক্ত প্রকার অনুগ্রহ না করিলে যদি যথার্থ বিচারের ব্যাঘাত হয় তবে আসামীকে উক্ত প্রকার অনুগ্রহ করা যাইবেক। ফরিয়াদীরদের বিষয়ে কেবল বিশেষ গতিকে এবং সাধারণ নিয়ম বর্জিতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া সেইরূপ অনুগ্রহ করিতে হইবেক কেননা ফরিয়াদীর বিষয়ে এই সাধারণ নিয়ম করা উচিত যে যে দলীল তাহার দাওয়ার মূল কিম্বা যদ্দ্বারা তাহার দাওয়ার সাহায্য হইতে পারে এমত দলীলদস্তাবেজ সাদা কাগজে দিলে তাহার মোকদ্দমা নমসুট হইবেক। যখন এই প্রকার অনুগ্রহ করা যায় তখন তাহার বিশেষ হেতু এক স্বতন্ত্র রুবকারীতে লিখিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ বিধি।

৪৯৬। কোন ব্যক্তি অনুপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে দস্তাবেজ দাখিল করিলে তাহাতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসাইবার নিমিত্তে রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত করিতে দেওয়ানী আদালত উচিত বোধ করিলে ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত মিয়াদ দিতে পারেন। যথার্থ বিচার করণের নিমিত্তে ঐ মিয়াদ দেওয়া উচিত বোধ হইলে উক্ত নিয়ম সাধারণ বিধির ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং এমত গতিকে মিয়াদ না দেওয়া বর্জিতের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ বিধি।

৪৯৭। যে২ গতিকে সাদা কাগজের উপর অথবা অনুপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখিত দলীলদস্তাবেজ ইহার পূর্ব্বে দাখিল হইয়াছে সেই২ গতিকে উপরের লিখিত দুই বিধির নিয়ম এবং তাহার নীচে যে স্পষ্ট কথা লেখা গিয়াছে তাহা খাটিবেক।—১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ বিধি।

৪৯৮। ১ এবং ২ বিধির নির্দ্দিষ্ট প্রকার দলীলদস্তাবেজ মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় দাখিল হইলে তাহা সাদা কাগজে লেখা হউক অথবা অনুপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা হউক আদালত একেবারে তাহা অগ্রাহ্য করিবেন।—১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ বিধি।

৪৯৯। রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের অধীন কোন কালেক্টর সাহেবের পরামর্শক্রমে ঐ কমিস্যনরের হুকুমানুসারে যে দলীলের উপর উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসান গিয়াছে তাহা প্রমাণস্বরূপ আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে।—১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৫ বিধি।

৫০০। রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের পরস্পর ক্ষমতার বিষয় নির্দ্ধার্য্য করা দেওয়ানী আদালতের এলাকা নহে। কিন্তু যে দলীলদস্তাবেজ আদালতে দাখিল হয় তাহাতে যদি উপযুক্ত ইষ্টাম্প থাকে তবে তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য করিতে হইবেক এবং যে কার্য্যকারকের হুকুমক্রমে ঐ ইষ্টাম্প বসান গিয়াছে তাঁহার ক্ষমতার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক না।—১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৬ বিধি।

৫০১। শাদা কাগজে লিখিত এক দলীলের উপর ইষ্টাম্প বসাইবার নিমিত্তে ঢাকার জজ সাহেব তাহা ফিরিয়া দিলেন। কিন্তু রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবেরা বোধ করিলেন যে তাহাতে ইষ্টাম্প বসাইবার আবশ্যক নাই এবং উক্ত জজ সাহেব তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে উক্ত প্রকার বিষয় নির্ণয় করণের ক্ষমতা আইনমতে জিলার রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবেরদিগকে এবং হাসিল ও নিমক ও আফীন বোর্ডের সাহেবেরদিগকে অর্পণ হইয়াছে। অতএব তাঁহারা যদি কহেন যে কোন দলীলদস্তাবেজ ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই তবে আদালতে তাহা গ্রাহ্য করিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ১ আপ্রিলের ১৩৩১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫০২। যদি অনুপযুক্ত ইষ্টাম্পহওয়া দলীলের প্রমাণে অথবা ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখনের আবশ্যক থাকিলে কেবল শাদা কাগজের লিখিত দলীলের প্রমাণে যদি কোন মোকদ্দমা আদৌ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে এবং যদি তাহার উপর খাস আপীল হয় তবে অধঃস্থ উভয় আদালতের নিষ্পত্তি রদ করিতে হইবেক এবং যে আদালতে মোকদ্দমা প্রথমতঃ উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালতকে ঐ মোকদ্দমা আসল নম্বরে পুনর্ব্বার নথীর শামিল করিতে হুকুম দিতে হইবেক। পরে যে ব্যক্তি ঐ দলীল দাখিল করিয়াছিল তাহাকে প্রথম অথবা দ্বিতীয় বিধানের লিখিত নিয়মানুসারে অর্থাৎ যে গতিকে যে বিধি খাটে সেই বিধির অনুসারে ঐ দোষ শুধরণের উপায় দেওয়া বা না দেওয়ার বিষয়ে ঐ আদালত আপনার বিবেচনানুসারে কার্য্য করিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন।—১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৭ বিধি।

৫০৩। কোন দলীলে ইষ্টাম্প না করাতেই অধীমানার উহা দাখিল হইলেও এবং কালেক্টর সাহেব তাহার এক যথীম দিলেও তাহাতে ঐ দলীল আইনসিদ্ধ হয় না কিন্তু তাহাতে ইষ্টাম্প দিবার জন্যে তাহা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক।—১৮০৫ সালের ৩ আপ্রিলের ৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫০৪। ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার এবং সেই আইনের A চিহ্নিত তফসীলের সম্পর্কে সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে বেনিয়া এবং দোকানদার লওনা ও দেওয়া টাকার এবং জিনিসপ্রভৃতির যে হিসাবের বহী রাখে তাহা ইষ্টাম্প কাগজে লেখা নহে অতএব দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে হিসাবের বহী ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে কোন আইনের মধ্যে হুকুম নাহি অতএব তাহা শাদা কাগজে লেখা হইলেও সাক্ষ্যের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে।—১৮৩১ সালের ৬ মের ৫৯২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫০৫। সদর দেওয়ানী আদালত জ্ঞাত করিলেন যে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে যে নানা প্রকার দলীলদস্তাবেজ ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম আছে তাহার কোন প্রকারের মধ্যে খাতা বহী গণ্য করিতে হইবেক না।—১৮১৭ সালের ২ জুলাইর ১৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫০৬। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে মহাজনের খাতা বহীতে কোন ব্যক্তির হিসাব নিষ্পত্তি হইলে এবং রীতিমতে সেই ফর্দ্দের নিম্ন ভাগে খাতকের স্থানে যত পাওনা আছে তাহা লেখা হইলে যদি অন্য ব্যক্তি তাহাতে দস্তখৎ করিয়া মহাজনের ঐ পাওনা টাকার বিষয়ে খাতকের জামিন হয় তবে ঐ প্রকার জামিনী শাদা কাগজে লেখা থাকাতে তাহা মাতবর হইবেক কি না। তাহাতে বিধান হইল যে মহাজনের পক্ষে ঐ জামিন মাতবর হওনের নিমিত্ত তাহার উচিত যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৪ ধারানুসারে তাহার খাতা বহীর যে পৃষ্ঠায় ঐ হিসাব ও জামিনী লেখা থাকে তাহাতে ইষ্টাম্প বসায় পরন্তু যদ্যপি ঐ মহাজন সেইরূপ না করে তবে সেই জামিনীর দ্বারা মহাজনের উপকার হইবার নিমিত্তে তাহার উচিত যে ঐ কাগজভিন্ন ঐ জামিনীর অন্য মাতবর প্রমাণ দেয় যেহেতুক শাদা কাগজে ঐ জামিনী থাকিলে তাহা আইনমতে প্রমাণের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে না।—১৮৩৫ সালের ৭ আগষ্টের ২৭০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫০৭। যদি মহাজন কোন ব্যক্তিকে টাকা কর্জ্জ দিলে তাহা মহাজনের বহীর এক স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় খাতকের খতের ঢৌলের অনুসারে লেখা গেল এবং যদি তাহার উপর সুদ চলে ও খাতক এবং সাক্ষী তাহাতে সহী করে তবে ঐ পৃষ্ঠার কাগজে কোন ইষ্টাম্প না থাকাতে সেই লিপি শাদা কাগজের খতের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং আদালতে তাহা কোন প্রকারে মঞ্জুর হইতে পারে না।—১৮২০ সালের ১৮ আগষ্টের ৩২৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫০৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে উক্ত ৩২৫ নম্বরী আইনের অর্থের এইমাত্র অভিপ্রায় যে ঋণ বা তমঃসুক বা টাকা দেওন বিষয়ের অন্য একরার মহাজনের খাতা বহীতে লেখা গেলে যে কাগজের উপর লেখা যায় তাহাতে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ৭ প্রকরণে সেই প্রকার নিদর্শনপত্রের যে ইষ্টাম্প নিরূপিত আছে তাহা না দেওয়া গেলে দেওয়ানী কোন মোকদ্দমাতে তাহা সাক্ষ্যের ন্যায় মঞ্জুর হইতে পারে না কিন্তু পূর্ব্ববৎ খাতাবহীর সাক্ষ্যের ন্যায় গ্রাহ্য হওনের বিষয়ে যে হুকুম ছিল তাহা নিষেধ করিতে ঐ অর্থের অভিপ্রায় ছিল না। যেহেতুক ৫৯২ নম্বরী আইনের অর্থে এইমত বিধান আছে যে খাতাবহী ইষ্টাম্প কাগজে করিবার কোন হুকুম আইনে নাই অতএব তাহা শাদা কাগজে লেখা

থাকিলেও সাক্ষ্যের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে। ঐ ৫৯২ নম্বরী আইনের অর্থ রদ করিতে সদর আদালতের সরক্যুলর অর্ডরের তাৎপর্য্য নহে।—১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৫০৯। এ আইনের ৩ ধারার উক্ত A চিহ্নেতে চিহ্নিত তফসীলের লিখিত হস্তান্তর করণপত্র ও চুক্তিপত্র ও তমঃসুক ও জামিনীপত্র এবং সামান্যতঃ সকল প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি যে২ মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার বিশেষ নীচে লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম।—আগ্রিমেণ্ট অর্থাৎ একরারনামা অথবা একরারনামার বিষয় স্মরণার্থে যে কোন লেখাপড়া এই তফসীলেতে অন্য প্রকার মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম না হইল কিম্বা ইষ্টাম্পরহিত কাগজে লিখিতে নিষেধ না হইল চুক্তির প্রমাণের নিমিত্তে হউক কিম্বা ঐ একরারকরণিয়ার বন্ধ হওনের নিমিত্তেই বা হউক অবধার্য্য মূল্য বস্তুর বিষয়ে হইলে এবং সেই মুল্যের কথা তাহাতে লেখা গেলে } যত টাকার তমঃসুক সে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম হইল তত টাকার মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।

২ দ্বিতীয়।—মাসমাস কি বৎসরে২ টাকা দিবার একরারনামা ... ... } যত টাকা দশ বৎসরে দিতে হইবেক তাহার তুল্য টাকার অথবা সমুদয় টাকা ঐ দশ বৎসরের টাকার কম হইলে তাহার তুল্য টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা উচিত ঐ মূল্যের কাগজে লিখিতে হইবেক।

৩ তৃতীয়।—আইনানুসারে কোন কর্ম্ম করিতে অথবা যে কোন কর্ম্ম টাকার সহিত সম্পর্ক না রাখে কি যাহাতে টাকা বিশেষরূপে না লেখা যায় এমত কোন বিশেষ একরারনামা } উভয় পক্ষীয় লোক যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ নিরূপণ করে সেই মত কাগজে লিখিতে হইবেক কিন্তু এই তফসীলেতে তমঃসুকের নিমিত্তে যে২ ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য লেখা যায় ঐ একরারনামা তাহার মধ্যের যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়াছে তাহার অধিক টাকা ঐ একরারনামাপ্রযুক্ত কোন আদালতে পাওয়া যাইবেক না।

বর্জ্জনীয় কথা।

কর্ম্মের বেতনের নিমিত্তে একরারনামা।

মহাজন এবং অন্য২ লোকেরদের যে২ পত্র সরকারী ডাকে পাঠান যায় ঐ পত্রেতে যে একরার লেখা যায় তাহা।

৪ চতুর্থ।—এক কি তাহাহইতে অধিক সাক্ষির দস্তখৎযুক্ত দলীলদস্তাবেজ কি নিদর্শনপত্র কি মিপিব্যতিরেকে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ হুণ্ডী কি ড্রাফট অর্থাৎ বরাৎ চিঠী কি প্রোমিসরি নোট কি হুণ্ডী কিম্বা টীপ কি বরাৎ কি টাকা দিবার অন্য হুকুম কি অঙ্গীকারপত্রের টাকা (রাজধানীর প্রদেশের মধ্যে দেয় হইলে) দৃষ্টিমাত্রে অথবা দাওয়ামাত্রে অথবা নীচের লিখিত মিয়াদের মধ্যে দিতে হইবেক তাহা এবং ঐ প্রদেশের বাহিরে যে কোন মিয়াদে বিল অফ এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ হুণ্ডী দিতে হইবেক তাহা।

		তারিখের পর তিন মাসের অধিক কিন্তু এক বৎসরের অনধিক মিয়াদী হইলে।	দৃষ্টিমাত্র কি দাওয়া মাত্র কি তিন মাসের অনধিক মিয়াদী হইলে।
২৫ পঁচিশ টাকার অধিকের না হইলে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য	...	...	৵০
অধিকের হইলে যাহার উপর।	যেপর্য্যন্ত।		
২৫৲	৫০৲ ...	৶ ...	।০
৫০৲	১০০৲ ...	।০ ...	॥০
১০০৲	২০০৲ ...	॥০ ...	৸০
২০০৲	৪০০৲ ...	৸০ ...	১৲
৪০০৲	৮০০৲ ...	১৲ ...	১৷৷০
৮০০৲	১৬০০৲ ...	১৷৷০ ...	২৲
১৬০০৲	৩০০০৲ ...	২৲ ...	২৷৷০
৩০০০৲	৫০০০৲ ...	২৷৷০ ...	৪৲
৫০০০৲	১০০০০৲ ...	৪৲ ...	৬৲
১০০০০৲	২০০০০৲ ...	৬৲ ...	৮৲
২০০০০৲	৩০০০০৲ ...	৮৲ ...	১২৲
৩০০০০৲	৫০০০০৲ ...	১২৲ ...	১৬৲
৫০০০০৲	১০০০০০৲ ...	১৬৲ ...	২০৲
১০০০০০৲ এক লক্ষের উপর যত হউক।	... ...	২০৲ ...	২৫৲

৫১০। উভয় সদর আদালতের জজ সাহেবেরা বিধান করিলেন যে হুণ্ডী মহাজনের দ্বারা স্বীকার হইলে এবং তাহা কেনা বেচা হইলে যদ্যপি তাহাতে ইষ্টাম্প না বসান যায় কিম্বা তাহার সঙ্গে উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত এক নকল আদালতে দাখিল না হয় তবে তাহা আইনসিদ্ধ নিদর্শনপত্রের মত গ্রাহ্য হইতে পারে না।—১৮৪০ সালের ১৪ আগষ্টের ১২৭৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫ পঞ্চম।—যে সকল হুণ্ডী কি অনুজ্ঞাপত্রইত্যাদি পুনর্ব্বার চালান হয়।

তাহা তিন মাসের অনূর্দ্ধ মিয়াদে যে অনুজ্ঞা পত্র শোধ করিতে হইবেক ঐ পত্র যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয় তত্তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।

৬ ষষ্ঠ।—যে হুণ্ডী কি অনুজ্ঞাপত্রইত্যাদির এক বৎসরের অধিক মিয়াদ নাহি।

তাহা তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় ঐ ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

মন্তব্য।—শ্রীযুত মওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে এমত কর্ত্তৃত্ব থাকিবেক যে কোন বাঙ্ক কি সম্প্রদায় যে২ অনুজ্ঞাপত্র চালান করেন ঐ পত্র যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক তদ্বিষয়ে ঐ বাঙ্ক কি সম্প্রদায়ের সহিত চুক্তি করেন এবং ঐ২ চুক্তির সমাচার সরকারী গেজেটেতে ছাপা করা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

যে২ হুণ্ডীর টাকা যে২ স্থানে পাওয়া যাইবেক ঐ২ স্থানহইতে এক শত মাইলের অধিক দূর কোন স্থানেতে যে২ হুণ্ডী কোন সংখ্যার টাকার নিমিত্তে লেখা যায় এবং গ্রাহ্য করণানন্তর চালান না হয় তাহা এবং দোকর তেকর এরূপ যে হুণ্ডী ভিন্নাধিকারের কোন দেশহইতে আইসে তাহা।

কিন্তু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যদি হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তি কোন স্থানে যে কোন হুণ্ডী লেখা যায় এবং এই রাজধানীর তাবে কোন দেশে তাহার টাকা প্রাপ্তব্য হয় তাহা স্বাক্ষর করণের পরে যদি অন্যকে দেওয়া যায় কিম্বা স্বাক্ষর হওনানন্তর ঐ স্বাক্ষরকারক এবং টাকাদেওনিয়া ব্যতিরেকে তৃতীয় জনকে কোন প্রকারে দেওয়া যায় তবে ঐ হুণ্ডীইত্যাদি চালাইবার পূর্ব্বে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইবার নিমিত্তে তাহা ইষ্টাম্প আফিসে না লইয়া

গেলে অথবা প্রত্যেক হুণ্ডীর সহিত এই তফসীলেতে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ ঐ প্রকার হুণ্ডীতে উপযুক্তরূপে লেখা গিয়াছে ঐ প্রকার ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখিত ঐ হুণ্ডীর নকল গাঁথা না গেলে ঐ প্রকার চালানকরা হুণ্ডীইত্যাদির সহিত এই রাজধানীর কথা সম্পর্ক রাখিবেক না।

অন্য বর্জ্জনীয়।

হুণ্ডী ও করারী তমঃসুক অর্থাৎ সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে সরকারের যে২ কার্য্যকারক সাহেবেরা সরকারের খাজানাদফ্তরের উপর হুণ্ডী দিবার ও তথাহইতে টাকা দেওয়া যাইবার অর্থে করারী তমঃসুকইত্যাদি লিখিয়া দিবার ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের দেওয়া হুণ্ডী ও করারী তমঃসুক।

লিখনের স্থানহইতে কুড়ি মাইলের মধ্যগত কোন বাঙ্কের কি বাঙ্কের কোন মালিকের কি মোখ্তারের নামে চাহিবামাত্র লইয়া যাওনিমিত্তে টাকা দিবার নিমিত্তে লিখনের নামযুক্ত যে সকল বরাৎ কি অনুজ্ঞাপত্র লেখা যায় তাহা।

বিক্রয়পত্র।—হস্তান্তর করণপত্র ও বন্ধকীপত্রের প্রকরণ দেখ।

৭ সপ্তম।—রণ অর্থাৎ তমঃসুক এতাবতা টাকা আদায়ের কারণ এক কি ততোধিক সাক্ষির দস্তখৎযুক্ত করারী তমঃসুক ও হুণ্ডী ও টীপ ও বরাৎইত্যাদি এক বৎসরের অধিক মিয়াদে হইলে

২৫৲ পঁচিশ টাকার অনধিক হইলে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ... ৵

অধিকের হইলে যাহার উপর।				যেপর্য্যন্ত				মূল্য
২৫৲	...	...	...	৫০৲	...	..	...	।০
৫০৲	...	...	...	১০০৲	..	...	..	॥০
১০০৲	...	...	...	২০০৲	...	...	...	১৲
২০০৲	...	...	...	৩০০৲	...	...	...	২৲
৩০০৲	...	...	...	৫০০৲	...	...	...	৪৲
৫০০৲	...	...	...	১০০০৲	..	...	...	৬৲
১০০০৲	...	...	...	২০০০৲	...	..	...	১০৲
২০০০৲	..	...	...	৩০০০৲	...	...	...	১৬৲
৩০০০৲	...	...	...	৫০০০৲	...	...	...	২০৲
৫০০০৲	...	...	...	১০০০০৲	..	...	...	৩২৲
১০০০০৲	...	...	...	২০০০০৲	...	...	...	৪০৲
২০০০০৲	...	..	...	৫০০০০৲	...	...	...	৬৪৲
৫০০০০৲	...	...	..	৭৫০০০৲	...	...	...	৭০৲
৭৫০০০৲	...	...	...	১০০০০০৲	...	...	...	৮০৲
১০০০০০	...	...	...	১৫০০০০৲	...	...	...	১০০৲
১৫০০০০৲	...	...	...	২০০০০০৲	...	...	...	১২০৲
২০০০০০৲	...	...	..	... ...	...	...	...	১৫০৲

২০০০০০৲ দুই লক্ষের উর্দ্ধ যত হয় তাহা'র প্রত্যেক লক্ষের উপর ইহার অতিরিক্ত এক২ শত।

৫১১। জিলার আদালতের জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে যে তমঃসুকের মধ্যে লেখা আছে যে পরস্পর অসম্পর্কীয় দুই ব্যক্তিকে কর্জ্জ দেওয়া গিয়াছে এমত তমঃসুকের বাবৎ ফরিয়াদী নালিশ করিলে আমার কি কর্ত্তব্য অর্থাৎ সেই খতে লেখে যে ৫৲ টাকা আনন্দকে এবং ২৯৲ টাকা বক্সুকে কর্জ্জ দেওয়া গিয়াছে ঐ দুই ব্যক্তির পরস্পর কিছু সম্পর্ক নাই তাহারা আপনারদিগকে জানে না এইমত প্রমাণ হইয়াছে যে ঐ দুই কর্জ্জ একি তমঃসুকের মধ্যে লিখনের অভিপ্রায় এই যে প্রত্যেক কর্জ্জের বাবৎ খতের যে ৵ আনা করিয়া লাগিত তাহা এড়ান যায় যদি আমি সেই তমঃসুকক্রমে ডিক্রী করি তবে ইষ্টাম্প আইনের অভিপ্রায় বিফল হয়। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে যে সময়েতে তমঃসুক লেখা গেল সেই সময়ের চলিত আইনানুসারে যদি ইষ্টাম্পের মূল্য উভয় কর্জ্জা টাকার অর্থাৎ ৩৪৲ টাকার উপযুক্ত হয় তবে ৫৲ টাকার কর্জ্জ এবং ২৯৲টাকার আর এক কর্জ্জের একি খৎ হইলে সেই খৎ নামঞ্জুর হইবেক না।—১৮৩৭ সালের ২১ আপ্রিলের ১০৮৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫১২। এক বণ্ড দিয়া যে কর্জ্জ হইয়াছিল তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া এইপ্রযুক্ত অগ্রাহ্য হইল যে ঐ বণ্ডে ১৮১৩ সালে সহী হইয়াছিল এবং ১৭৯৭ সালের ৬ আইনেতে যে প্রকার ইষ্টাম্প ব্যবহার করণের হুকুম হইয়াছিল সেই প্রকার কাগজে তাহা লেখা হইয়াছিল অথচ ঐ ১৭৯৭ সালের ইষ্টাম্পের বিধি সদর বোর্ড রেবিনিউ ১৮০১ সালে পরিবর্ত্ত করিয়াছিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৪ সালের ৫ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৩২৮ পৃষ্ঠা।

৫১৩। আসল টাকার সুদসমেত যে বণ্ড অথবা অন্য তমঃসুক লেখা যায় ঐ বণ্ড অথবা অন্য তমঃসুকের নিয়মিত মিয়াদ অতীত হওনের পর যে সুদ দেয় হইবেক তাহার সংখ্যা লেখা থাকিলে বা না থাকিলে যে টাকা কর্জ্জ দেওয়া গিয়াছিল তাহা সেই কর্জ্জের আসল টাকা জ্ঞান হইবেক এবং ঐ বণ্ড সেই আসল টাকার বণ্ড এবং ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে যে ইষ্টাম্প কাগজে ঐ দলীল লিখিতে হইবেক তাহা ঐ আসল টাকার সংখ্যার অনুসারে হিসাব করিতে হইবেক এবং উত্তর কালে যে সুদ দিতে হইবেক তাহা ধরা যাইবেক না।—১৮১৮ সালের ২০ আপ্রিলের সবকুলর অর্ডর।

৮ অষ্টম।—তমঃসুক অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ হস্তান্তর করণের কিম্বা নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত সালিয়ানা সংখ্যা নিরূপিত টাকা দিবার অথবা মূল্য নিরূপণ করণযোগ্য কোন বিষয় কি বস্তু অর্পণের কি তাহার হিসাব দেওনের নিমিত্তে জামিনস্বরূপ যে তমঃসুক দেওয়া যায় তাহা। ... ...

উপরের লিখিত মত যে টাকা দিবার কি তাহার হিসাব দিবার কিম্বা যে দ্রব্য অর্পণ করণের কি হস্তান্তর করণের কথা ঐ তমঃসুকে লেখা যায় সেই টাকার সংখ্যার কি দ্রব্যের মূল্যানুসারে নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

৯ নবম।—তমঃসুক অর্থাৎ যাবজ্জীবন ইত্যাদির ন্যায় অনিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা টাকা দিবার তমঃসুক। ... .

সন২ যত টাকা দিতে হইবেক তাহার দশগুণ সংখ্যার নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

১০ দশম।—তমঃসুক অর্থাৎ যে টাকা রক্ষা পাওনের কি অবশেষে ফিরিয়া পাওয়া যাওনের নিমিত্তে যে তমঃসুক লেখা যায় সেই টাকার সংখ্যা অলিখিত ও অনিরূপিত হইলে ঐ তমঃসুক। ... ...

তাহা লেখনিয়া লোক যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে ইচ্ছা করে তাহা লিখিতে পারে কিন্তু ঐ ইষ্টাম্প কাগজে যত টাকার নিমিত্তে উপযুক্ত হয় তাহার অধিক টাকা ঐ তমঃসুকের দ্বারা কোন আদালতে পাইতে পারিবেক না।

১১ একাদশ।—তমঃসুক অর্থাৎ কোন পদের কর্ম্ম কিম্বা অন্য কোন কার্য্য উপযুক্তরূপে করিবার নিমিত্তে যে তমঃসুক অথবা মুচলকাইত্যাদি লওয়া যায় তাহা এবং অন্য মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে যাহা লিখিবার হুকুম নাহি কিম্বা ইষ্টাম্পবহিত কাগজে যাহা লিখিবার নিষেধ নাহি তদ্ব্যতিরেকে অন্য সকল প্রকার তমঃসুক। ...

উপরের লিখিতমতে এবং নিয়মে যদৃচ্ছা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইতে পারিবেক।

১২ দ্বাদশ।—টাকার সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইলে ... ...

এমত নির্দ্ধারিত টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় তত্তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

৫১৪। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে এইক্ষণে সিক্কা টাকা উঠিয়া গিয়াছে অতএব উত্তর কালে যে সকল মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হয় তাহাতে সিক্কা টাকা কোম্পানির টাকার সমান জ্ঞান করিতে হইবেক কি না। অথবা যদি করারদাদে সিক্কা টাকা লেখা গিয়াছিল তবে ১০০৲ সিক্কা টাকায় ১০৬৷৵৮ কোম্পানির টাকার তুল্য জ্ঞান করিয়া হিসাব করিতে হইবেক কি না তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে করারদাদ দ্রব্যের মূল্যের বিষয়ে হইয়াছিল এবং কোন বিশেষ প্রকার টাকার বিষয়ে হয় নাই এমত অনুভব হয়। অতএব ১০০৲ সিক্কা টাকা ১০৬৷৵৮ কোম্পানির টাকার তুল্য এমত হিসাব করিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ২৭ আপ্রিলের ১১৫১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫১৫। ১৮৩৮ সালের ১ জানুআরি তারিখঅবধি কোন ব্যক্তি তমঃসুক নিদর্শনপত্রইত্যাদি সিক্কা টাকায় লিখিয়া তাহার পর ১০৬।৮৮ কোম্পানির টাকা হিসাব করিতে পারে কিম্বা সকল করারদাদ কোম্পানির টাকাতে লিখিবেক তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে তমঃসুকইত্যাদি কোম্পানির টাকায় লিখিবার আবশ্যক নাই এবং সিক্কা টাকায় তাহা লেখা যাইতে পারে এবং যদি মুল্য বলিয়া সিক্কা টাকায় লেখা যায় তবে সেই সিক্কা টাকায় যত কোম্পানির টাকা হয় তাহাই সেই বিষয়ের মুল্য ধরিতে হইবেক। কিন্তু যদি করারদাদ কোন বিশেষপ্রকার টাকার বিষয়ে লিখিত হয় (যথা যদ্যপি কোন ব্যক্তি এতসৎখ্যক সিক্কা টাকা কিম্বা ডালর দিতে করারদাদ লিখিয়া দেয়) তবে সেই বিশেষ প্রকার টাকা দিতে হইবেক। —১৮৩৮ সালের ২৭ আপ্রিলের ১১৫১ নম্বরী আইনের অর্থ।

বর্জ্জনীয়।

তমঃসুক অর্থাৎ সালিয়ানা।

তমঃসুক অর্থাৎ পরস্পর রাজ্যের নীতিবিষয়ক পদসম্পর্কীয় কিম্বা নিজ রাজ্যশাসন কর্তৃত্বপদসম্পর্কীয় সরকারী কোন কার্য্যের কি বস্তুর নিমিত্তে সরকারের কর্ম্মকারি সাহেবদিগের নিকটে দেওয়া কি তাঁহারদিগের নিকটহইতে দেওয়া তমঃসুক।

১৩ ত্রয়োদশ।—সিকুরিটিবণ্ড অর্থাৎ জামিনীপত্র এতাবতা কোন আদালতের সাহেব কি কালেক্টর সাহেব কি আদালত কি রাজসম্পর্কীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবের লওয়া কি তাঁহারদিগের হুকুম দ্বারা লওয়া জামিনীপত্র এবং কোন আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাতে দাখিলহওয়া বাজীনামা ও সোলেনামা ও রফানামা। ... ... | B চিহ্নিত তফসীলেতে আদালতের কাগজের নিমিত্তে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের হুকুম হইল ঐ মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

৫১৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কোন ব্যক্তি খতের টাকা দেওনের বিষয়ে জামিন হইলে এবং জামিনী স্বীকারস্বরূপ সেই খতে আপনার নাম লিখিলে সেই ব্যক্তির নামে খাতকের নামে যেরূপে নালিশ হইতে পারে সেইরূপে নালিশ হইতে পারে যেহেতুক সেই কর্জেতে উভয় ব্যক্তিই দাবী অতএব সেই জামিনের নামে নালিশ গ্রাহ্য হওনের নিমিত্তে আসল কর্জের তুল্য মূল্যের স্বতন্ত্র ইষ্টাম্প কাগজে রীতিমতে জামিনী লিখিবার কোন প্রকার আবশ্যক নাই। —১৮২১ সালের ১ জুনের ৩৪১ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৫১৭। সদর আদালতে জ্ঞাপন করা গিয়াছে যে কোন২ জিলাতে খৎ যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয় সেই মূল্যের কাগজে লিখিত খতের উপর জামিনী লেখা গিয়া থাকে এই ব্যবহার অসঙ্গত যেহেতুক এই প্রকার লিখিত জামিনীনামা জামিনীর প্রতিকূলে আদালতে সাক্ষ্যের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে না অতএব এই বিষয়ে জিলার আদালত মনোযোগ করিবেন এবং তাঁহারদের অধীন আদালতেরদিগকে মনোযোগ করাইবেন।—১৮৩৭ সালের ২৭ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

৫১৮। তৎপরে জিলা মৈনপুরীর জজ বেগবি সাহেব সদর আদালতে লিখিলেন যে উক্ত ২৭ অক্টোবর তারিখের সরক্যুলর অর্ডর ৩৪১ নম্বরী আইনের অর্থের সঙ্গে মিলে না তাহাতে সদর আদালত জানাইলেন যে ঐ সাহেব আইনের অর্থের বিষয়ে যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যে বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহা এই যে এক জন এক খাতকের সঙ্গে কর্জ্জার বিষয়ে দাবী হইল এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ সেই খতের উপর তাহার নাম দস্তখৎ করিল তাহাতে উভয় ব্যক্তি তাহার বিষয়ে সমানরূপে দাবী হইল এবং আদালত বিধান করিলেন যে ঐ জামিনের নামে নালিশ গ্রাহ্য হওনের নিমিত্তে ঐ খতের তুল্যমূল্যের আলাহিদা ইষ্টাম্প কাগজে তাহার জামিনীনামা লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ২৭ অক্টোবর তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের বিষয় এই যে এক জন আসল খতের উপর জামিনীনামা লিখিয়া দিল এবং ইষ্টাম্পবিষয়ক আইনানুসারে সেই প্রকার জামিনীনামা ঐ জামিনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে না। উক্ত দুই বিষয়ের মধ্যে অনেক বিশেষ আছে এবং ঐ কনষ্ট্রুকসন ও সরক্যুলর অর্ডর পরস্পর বিরুদ্ধ নহে।—১৮৩৭ সালের ২৯ ডিসেম্বরের ১১২১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪ চতুর্দ্দশ।—চার্টরপার্টি অর্থাৎ কোন জাহাজ কি নৌকার ভাড়ার নিমিত্তে কোন একরারনামা কি চুক্তিপত্র কিম্বা জাহাজ কি নৌকার কাপ্তানের কি কর্ত্তার কি স্বামির অন্য কাহার সহিত ঐ জাহাজ কি নৌকাযোগে কোন মুদ্রা কি দ্রব্য কি মাল বোঝাই করিবার ও অন্য স্থানে লইয়া যাইবার বিষয়ে যে কোন লেখাপড়া ও পত্রাদি হয় তাহা লিখিবার ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য। .. .. | যদি ঐ তমঃসুকের দ্বারা এক হাজার টাকার অধিক পাওয়া যায় তবে ৮৲ আট টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ও ১০০০৲ এক হাজার টাকার কম হইলে ঐ তমঃসুকের নিমিত্তে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের হুকুম হইল সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

বর্জনীয়।

চার্টরপার্টি অর্থাৎ সিপাহীদিগকে কি সৈন্যসম্বন্ধীয় দ্রব্যজাত লইয়া যাইবার কিম্বা পরস্পর রাজসম্পর্কীয় অন্য কোন কার্য্যের নিমিত্তে সরকারেতে ভাড়ালওয়া জাহাজ কি নৌকার বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যে একরারনামা কি চুক্তিপত্র লেখা যায়।

১৫ পঞ্চদশ।—কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ চুক্তিপত্র কি প্রতিজ্ঞাপত্র তাহার কাগজের অন্য প্রকার মূল্যের নিরূপণ না হইয়া থাকিলে কিম্বা তাহা ইষ্টাম্প কাগজহইতে বর্জিত না হইলে। } চুক্তিপত্রানুসারে।

১৬ ষোড়শ।—কোপার্টনর্‌সিপ ডীড অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র এতাবতা যৌতায় কারবারের লেখাপড়া অর্থাৎ সংসৃষ্টিপত্র। ৮৲

১৭ সপ্তদশ। কম্পোসিসন ডীড অর্থাৎ সাধুখাতকী প্রতিজ্ঞাপত্র কিম্বা অশক্ত খাতক কি খাতকদিগের তাহার কি তাহারদিগের মহাজনের মধ্যেতে বফাসুরতে দেনা পরিশোধ করণার্থে অন্য যে কোন লেখা পড়া হয় তাহা যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ... ... ৮৲

১৮ অষ্টাদশ।—কন্‌বেয়েন্স অর্থাৎ হস্তান্তরকরণপত্র এতাবতা কওয়ালা কি বয়নামা কি হেবানামা কিম্বা কোন ভূমি কি ঘরবাটী কি খাজানা কি সালিয়ানা প্রাপ্তি পৈতৃক কি স্বোপার্জ্জিত স্থাবর জঙ্গম অন্য কোন বস্তু বিক্রয়ের বিষয়ে কিম্বা কোন ভূমি কি ঘরবাটী কি খাজানা কি সালিয়ানা লাভ কি অন্য কোন বস্তুতে থাকা কোন স্বত্ত্ব কি অধিকারিত্ব কি প্রাপ্য কিম্বা অন্য কোন প্রকার দাওয়ার বিষয় বিক্রয়ের বিষয়ে যে কোন প্রকার লেখাপড়া হয় অর্থাৎ যে মুখ্য কি অদ্বিতীয় পত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়ার দ্বারা বিক্রয় করা বস্তু ক্রয়কর্ত্তা কি ক্রয়কর্ত্তাদিগের কি তাহার কি তাহারদিগের অনুমতিক্রমে অন্য কোন জনের হস্তগত হয় কি অর্পণ করা যায় ঐ বিষয়ের পত্র তাহার মধ্যে লেখা ক্রয়ের মূল্য কি তদ্ভিন্ন অন্য বিষয়ের টাকা ৫০৲ পঞ্চাশের অধিক না হইলে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ... ... ॥০

অধিকের হইলে যাহার উপর।			পর্য্যন্ত।			মূল্য।
৫০৲	...	..	১০০৲	...	...	১৲
১০০৲	...	..	১০০৲	..	...	২৲
১০০৲	..	...	৫০০৲	...	...	৪৲
৫০০৲	.	...	১০০০৲	...	...	৮৲
১০০০৲	.	...	১০০০৲	...	...	১২৲
১০০০৲	...	..	৩০০০৲	...	...	১৬৲
৩০০০৲	...	...	৫০০০৲	...	...	২০৲
৫০০০৲	...	...	৮০০০৲	...	...	৩২৲
৮০০০৲	...	..	১২০০০৲	...	...	৪০৲
১২০০০৲	..	...	২০০০০৲	...	...	৫০৲
২০০০০৲	...	...	৩০০০০৲	...	...	৬৪৲
৩০০০০৲	...	..	৫০০০০৲	..	...	৮০৲
৫০০০০৲	...	...	১০০০০০৲	...	...	১০০৲
১০০০০০৲	..	..	২০০০০০৲	...	..	১৫০৲
২০০০০০৲ দুই লক্ষের অধিক প্রত্যেক লক্ষের নিমিত্তে।				...	...	এক২ শত।

মন্তব্য।—অনেক প্রতিজ্ঞাপত্রের কি নিদর্শনপত্রের কি লেখাপড়ার মধ্যে কোন্ পত্র মুখ্য ইহাতে সন্দেহ হইলে ঐ পত্রাদির কর্ত্তারা তাহার মধ্যে যে পত্র মুখ্য হয় তাহা স্থির করিতে এবং ঐ পত্রেতে লিখিত টাকার সংখ্যাদৃষ্টে উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে কি পার্চমেণ্টে কি বেলমে তাহার নকল করাইতে পারে।

১৯ উনবিংশ।—কিন্তু ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে একহইতে অধিক পত্রাদি থাকিলে ঐ মুখ্য পত্রভিন্ন অন্য২ সকল পত্র আট আট টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজআদিতে লেখা যাইবেক এবং ঐ প্রতিপোষক পত্র আট টাকার অধিক মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই এবং ঐ সকল পত্রেতে বস্তু হস্তান্তর হওনের মুখ্য পত্রের নিরূপণ এবং ঐ মুখ্যপত্র উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা গিয়া থাকনের কথা ঐ প্রতিপোষক পত্রেতে লেখা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

যে সকল দানপত্র কি পাট্টা কি বিক্রয়পত্রাদিতে সরকার পরস্পর রাজ্যের নীতিবিষয়ক পদের কি স্বীয় রাজ্যশাসন কর্তৃত্ব পদের এক পক্ষ হন তাহা।

মন্তব্য।—মালগুজারী কি খাজানার বাকী উসুল করিবার কি আদালতের ডিক্রীর লিখনমতে কার্য্য করণের নিমিত্তে যে ভূমি নীলামে বিক্রয় করা যায় তাহার বিক্রয়পত্রেতে ঐ বর্জনের কথা সম্পর্ক রাখিবেক না ও এমতে নীলাম হইলে তাহার খরীদারের খরীদের টাকার সহিত ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য দিতে হইবেক এবং যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ নীলাম করেন তাঁহার নিকটহইতে ঐ খরীদের সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত বয়নামা অর্থাৎ বিক্রয়পত্র পাইবেক।

অন্য বর্জনীয়।

সরকারের লওয়া কর্জের খৎ কি সরকারের লিখিয়া দেওয়া অন্য প্রকার খৎ এবং বাঙ্কের অংশ হস্তান্তর করণের পত্র।

৫১৯। হাটের মামুলের ইজারদার জজ সাহেবের নিকটে এই দরখাস্ত করিল যে আমারদের কবুলিয়ৎ এবং জামিনীনামা শাদা কাগজে লেখা যাইবার অনুমতি হয়। জজ সাহেব সেই বিষয় সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সদর আদালত এই উত্তর দিলেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের বর্জনীয় বিষয়ের অর্থের মধ্যে সেই প্রকার কবুলিয়ৎ এবং জামিনীনামা গণ্য করিতে হইবেক এবং সরকারী বিষয়ের ইজারদারেরদের যে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবার হুকুম আছে তাহা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই।—১৮৩৭ সালের ২৭ অক্টোবরের ১১১১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০ বিংশ।—নকল কোন প্রকার প্রমাণযুক্ত কিম্বা ঠিক নকলবোধক দস্তখৎযুক্ত কোন তমঃসুকের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের যে কোন নকল প্রমাণস্বরূপে দাখিল করিবার নিমিত্তে প্রকৃতরূপে করা যায় তাহা উভয় পক্ষের কোন পক্ষের হিতের নিমিত্তে করা গেলে তাহার ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য। . . .. } এই আইনানুসারে আসল পত্রের কাগজের মূল্যের তুল্য।

২১ একবিংশ।—ঐ একবারনামা কি নিদর্শনপত্রাদির যে নকল উভয় পক্ষ ব্যতিরেকে অন্য জনের হিতের কি কার্য্যসাধনের নিমিত্তে করা যায় তাহার ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য। ... . ॥০

২২ দ্বাবিংশ।—পূর্ব্বোক্ত কোন একবারনামা কি চুক্তিপত্র কি তমঃসুক কি প্রতিজ্ঞাপত্র কি অন্য নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠের লেখা কি তাহার সঙ্গে গাঁথা কোন তফসীলের ফর্দ্দের কি রসীদের কি অন্য কোন লিখনের কোন প্রকার প্রমাণযুক্ত কোন নকল লেখা যাইবার ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য। ... ... ॥০

২৩ ত্রয়োবিংশ।—কোন রিকার্ড কি পত্র কি হিসাব কি বেওরাপত্র কি রিপোর্ট কিম্বা অন্য কোন লেখাপড়ার দস্তখৎ করা যে নকল সরকারের কোন কাছারীহইতে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাহা ইষ্টাম্প আফিসে কাপিকাগজ নামেতে খ্যাত যে প্রকার কাগজে এখন লেখা যায় এমত কাগজে লিখিতে হইবেক এবং তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের মূল্য। . ... ॥০

আদালতসম্পর্কীয় যে লেখাপড়ার নকল আদালতহইতে অথবা মালগুজারীর কাছারীহইতে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাহার বিষয়ে B চিহ্নিত তফসীল দেখ।

৫২০। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের বিধিতে গবর্ণমেণ্টের এমত অভিপ্রায় বোধ হইতেছে যে আদালতের কাগজপত্র বা হুকুমের নকল পাইবার দরখাস্ত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক এবং ঐ কাগজের নকল ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক কিন্তু দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম আছে তাহাছাড়া অন্য মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে নকল লেখা যাইবেক। গবর্ণমেণ্টের যে এমত অভিপ্রায় ছিল তাহা ঐ তফসীলের ৩ ও ৭ ধারার দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে এবং এই অনুভব আরো ইহাতে দৃঢ় হইতেছে যে ঐ তফসীলের ৫ ধারায় এমত হুকুম আছে যে নয়রী মোকদ্দমার সিরিশ্‌তায় যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল হয় তাহার নিমিত্তে এক দরখাস্ত দিতে হইবেক এবং ৩ দফাতে আরো হুকুম আছে যে ঐ দলীলদস্তাবেজের নকল কেবল এক পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ২৬ আপ্রিলের ৭৭৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫২১। হুগলীর একটিং জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে মহাজনের হিসাব ও খাতা বহীর যে নকল অথবা চুম্বক মিসিলের সঙ্গে রাখিতে হইবেক তাহা ॥০ আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের ফর্দ্দে লিখিতে হইবেক।—১৮৪৩ সালের ২০ জানুআরির ১৩৭২ নম্বর।

বর্জ্জনীয়।

ঐ আসল পত্রাদি যাহার স্থানে থাকে তাহার কিম্বা তাহার উকীলের কি সলিসিটরের নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে করা নকল এবং ফিরিয়া দেওনসময়ে সরকারী কাছারীতে রাখা প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদির নকল।

কোন আইনের দ্বারা সরকারী কর্ম্মকারক সাহেবদিগকে যে কোন কাগজের নকল করিতে কি চাহিতে কি অন্যেরে দিতে হুকুম আছে সেই নকল ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার নিমিত্তে বিশেষরূপে হুকুম না থাকিলে তাহা।

২৪ চতুর্ব্বিংশ।—ডীড অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র এতাবতা এই তফসীলেতে বিশেষরূপে যে প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রসঙ্গ অন্য প্রকার না হইয়া থাকে সে সকল প্রতিজ্ঞাপত্রের ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য। } একরারনামার ইষ্টাম্প কাগজের তুল্য।

২৫ পঞ্চবিংশ।—এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ এওজনামা এতাবতা অন্য কোন প্রকার বস্তুর পরিবর্ত্তে স্থাবর কোন বস্তু যে প্রতিজ্ঞাপত্রের দ্বারা হস্তান্তর কি ত্যাগ হয় তাহা।

যদি ঐ এওজ সমান করিবার নিমিত্তে কিছু টাকা না দেওয়া যায় কি দিবার নিয়ম না হয় তবে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .. .. ৮৲

২৬ ষড়্‌বিংশ।—যদি ঐ এওজ সমান করিবার নিমিত্তে কিছু টাকা দেওয়া যায় কি দিবার নিয়ম হয় তবে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ... } তত টাকার বস্তু হস্তান্তর করণপত্রের ইষ্টাম্প কাগজের মূল্যের তুল্য।

২৭ সপ্তবিংশ।—এঙ্গেজমেণ্ট অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র এতাবতা দেওয়া দাদনপ্রযুক্ত নীলগাছের কৃষিকার্য্য করণের কি তাহা যোগাইবার কি দাখিল করণের কিম্বা বাণিজ্য ব্যাপারের অন্য কোন বস্তু জন্মাইবার কি বানাইবার কি যোগাইবার কি দাখিল করিবার অর্থে যে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া যায় তাহা। ... ... } তমঃসুক কি অন্য খতের ইষ্টাম্প কাগজের মূল্যানুক্রমে দাদনের টাকার সংখ্যানুসারে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

২৮ অষ্টাবিংশ।—লীস অর্থাৎ পাট্টা এতাবতা কতক টাকা আগাম পাইয়া ইস্তমুরারী পাট্টা কিম্বা এক জনের কি ততোধিক জনের পরমায়ুর সংখ্যাপর্য্যন্ত মিয়াদের কি অনিরূপিত অন্য কতক কাল মিয়াদের নিমিত্তে যে পাট্টা দেওয়া যায় যদি খাজানা দিতে না হয় তবে তাহার ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য। ... ... } ঐ আগাম দেওয়া টাকার তুল্যমূল্যের বস্তু হস্তান্তর কি বিক্রয় করণের কাগজের মূল্যের তুল্য।

২৯ উনত্রিংশ।—আগাম কিছু টাকা পাওনব্যতিরেকে মাসং কি সনং খাজানা পাওনের কারণ ভূমি কি বাটীঘর কি অন্য স্থাবর বস্তুর যে পাট্টা লেখা যায় তাহার ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য।

					এক বৎসরের নিমিত্তে হইলে		এক বৎসরের অধিক হইলে
সালিয়ানা খাজানা ১২৲ বারো টাকার উপর ২৪৲ টাকাপর্য্যন্ত হইলে।				...	।০		॥০
অধিকের হইলে যাহার উপর।			যেপর্য্যন্ত।				
২৪৲	...	...	৫০৲	...	॥০	...	৸০
৫০৲	...	...	১০০৲	...	৸০	...	১৲
১০০৲	...	...	২৫০৲	...	১৲	...	২৲
২৫০৲	...	...	৫০০৲	..	২৲	...	৪৲
৫০০৲	...	...	১০০০৲	..	৪৲	...	৮৲
১০০০৲	...	...	২০০০৲	...	৮৲	...	১২৲
২০০০৲	...	..	৪০০০৲	...	১২৲	...	১৬৲
৪০০০৲	...	...	৬০০০৲	...	১৬৲	..	২০৲
৬০০০৲	...	..	১০০০০৲	...	২০৲	..	৩২৲
১০০০০৲	...	...	৫০০০০৲	...	৩২৲	...	৬৪৲
৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক যত হয়।				...	৬৪৲	...	৮০৲

৩০ ত্রিংশ।—আগাম টাকা পাওনপ্রযুক্ত বৎসর২ খাজানা পাইবার কারণ দেওয়া ভূমি কি বাটী কি অন্য কোন স্থাবর বস্তুর পাট্টা। ... ...

} উপরের উক্ত দুই প্রকার মূল্য একুন করিয়া যত হয় তত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজআদিতে লেখা যাইবেক।

৩১ একত্রিংশ।—পাট্টার প্রতিরূপ কবুলিয়ৎইত্যাদি। ... ...

} আসল পাট্টার মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্টে লেখা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

সালিয়ানা খাজানা ১২৲ টাকার অধিক না হয় এমত ভূম্যাদির পাট্টা।

সরকারের কি বোর্ড রেবিনিউর সাহেব লোকের দেওয়া পাট্টা ও তাহার প্রতিরূপ কবুলিয়ৎ এবং ঐ কার্য্যের অংশস্বরূপে করা সকল জামিনী তমঃসুক এবং রাইয়ত ও অন্য২ কৃষিকারকদিগকে যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহা ও তাহার প্রতিরূপ কবুলিয়ৎ।

মন্তব্য।—জমীদারেরদের কি তালুকদারদিগের কি ভূমির অন্য দখীলকার কি স্বত্বাধিকারিদিগের তাহারদিগের ভূমি সরব হউক কি নিষ্কর হউক এবং ইজারদার কি কটকিনাদার কি ভূমির অন্য দখীলকারদিগের ও সদর মালগুজারি কি লাখেরাজদারেরদের ও প্রজাদিগের মধ্যবর্ত্তি অন্য কোন তালুকদার কি কটকিনাদার কি ইজারদার কি অন্য পাট্টাদারেরদের মধ্যে দেওয়া লওয়ার সকল পাট্টা ও কবুলিয়ৎ কি তদ্রূপ অন্য লেখাপড়া। ... ...

} পাট্টার নিমিত্তে উপরের নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজআদিতে লেখা যাইবেক।

৫১১। সদর বোর্ডের সাহেবেরা অবগত হইয়াছেন যে কতক টাকা আগাম পাইয়া ইস্তমুরারী জমা ধার্য্যহওয়া পত্তনি তালুকের পাট্টা দেওনের সময়ে যে পাট্টা ও কবুলিয়ৎ রীতিমতে দেওয়া যায় তাহা আইনসিদ্ধ করিবার নিমিত্তে যত টাকার ইষ্টাম্পের আবশ্যক হয় তাহার বিষয়ে কিছু ভ্রম আছে অতএব ইহার দ্বারা সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই প্রকার সকল দলীলের নিমিত্তে অর্থাৎ পাট্টা ও কবুলিয়তের জন্যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ৩০। ৩১ প্রকরণানুসারে পাট্টা ও হস্তান্তর করণ পত্রের নিমিত্তে আইনে যে ইষ্টাম্প নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্প লাগিবেক।—সদর বোর্ডের ১৮৪৮ সালের ২৩ অক্টোবরের বিজ্ঞাপন।

৫২৩। যে পত্তনি তালুকের পাট্টা ও কবুলিয়তের উপর উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প বসান না গিয়াছে সেই প্রকার পাট্টা ও কবুলিয়ৎ যাহারদের হাতে থাকে তাহারা যদি তাহাতে উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প বসাইতে চাহে তবে তাহারদের

দলীলের লিখিত জমী যে জিলাতে থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে ১৮৪৯ সালের ৩০ আপ্রিল তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে ঐ পাট্টাপ্রভৃতি দাখিল করিলে তাহারদের কোন জরীমানা না দিয়া অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারিবেক।—সদর বোর্ডের ১৮৪৮ সালের ২৩ অক্টোবরের বিজ্ঞাপন।

৫২৪। উক্ত প্রকার দলীল ঐ তারিখের পরে দাখিল করা গেলে নির্দ্দিষ্ট জরিমানা না দিলে ইষ্টাম্প বসান যাইবেক না।—সদর বোর্ডের ১৮৪৮ সালের ২৩ অক্টোবরের বিজ্ঞাপন।

৫২৫। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ৩১ প্রকরণের বর্জ্জিত বিষয়ানুসারে কৃষাণেরদিগকে যে পাট্টা দেওয়া যায় এবং তাহারদের স্থানহইতে যে কবুলিয়ৎ লওয়া যায় তাহাতে গবর্ণমেণ্ট লিপ্ত থাকুন বা না থাকুন তাহা শাদা কাগজে লেখা যাইবেক।—১৮৩১ সালের ২০ মের ৬৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

ওকালৎনামা অর্থাৎ ওকালৎনামা ও মোখ্তারনামাইত্যাদি।

৩২ দ্বাত্রিংশ।—কোন মোকদ্দমা কি বিষয় কি কার্য্যসম্পর্কীয় বিশেষ কোন এক কর্ম্ম করণার্থের পত্র হইলে ... ॥০

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ।—সামান্য অর্থাৎ অনেক কর্ম্ম করিবার ক্ষমতার্পণের পত্র হইলে ... ... ৪৲

বর্জ্জনীয়।

এতদ্দেশীয় আদালত অথবা ভূমির মালগুজারীর ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের সমক্ষে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার সমাধা করণের নিমিত্তে যে ওকালৎনামা কি মোখ্তারনামা কি অন্য পত্রার্পণ করিতে হয় B চিহ্নেতে চিহ্নিত তফসীলেতে তদ্বিষয়ে যে২ নিয়ম আছে তাহা "আদালতের কাগজ" এই শব্দ দেখ।

৩৪ চতুস্ত্রিংশ।—বোধক লাইসেন্স লেটর অর্থাৎ অভয়পত্র এতাবতা খাতকদিগকে মহাজনদিগের দেওয়া অভয়পত্র যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য ... ... ৮৲

৩৫ পঞ্চত্রিংশ।—মর্টগেজ অর্থাৎ বন্ধকপত্র এতাবতা পূর্ব্বের করা কর্জ্জের টাকা কি যে টাকা কর্জ্জ করিতে হইবেক তাহা আদায় করিবার মাতবরীর নিমিত্তে দখল দেওনের সহিত কি তাহাব্যতিরেকে কোন ভূমি কি জমীদারী কি অন্য স্থাবর কিম্বা অস্থাবর বস্তুর বন্ধকপত্র কি সনিয়ম বিক্রয়পত্র কি কটকওয়ালা কি বয়বেলওফা কি সম্ভোগ বন্ধকপত্র কি পূর্ব্বের করা কর্জ্জের টাকা কি যে টাকা কর্জ্জ করিতে হইবেক তাহা আদায় হইবার মাতবরীর নিমিত্তে কোন বস্তুর স্বত্বজ্ঞাপক প্রতিজ্ঞাপত্রের সহিত দেওয়া বন্ধকইত্যাদি পত্রের ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য .. ... } বন্ধক না দিয়া কর্জ্জ লওয়া টাকার তমঃসুক লেখা যাইবার নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য।

৩৬ ষট্ত্রিংশ।—বন্ধকপত্র অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ হস্তান্তর করণের কিম্বা নিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা টাকা দিবার কিম্বা মূল্য নিরূপণ হওনযোগ্য কোন বস্তু উত্তর কালে কোন সময়ে অন্যের হস্তগত করণের মাতবরীর নিমিত্তে দেওয়া বন্ধকপত্রইত্যাদি ... ... } ঐ বস্তুর পূর্ণ ও যথার্থ মূল্যানুসারের নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে আদিতে লেখা যাইবেক।

৩৭ সপ্তত্রিংশ।—বন্ধকপত্র অর্থাৎ যাবজ্জীবনের ন্যায় অনিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা টাকা আদায় করিবার মাতবরীর নিমিত্তে যে বন্ধকপত্র দেওয়া যায় তাহার ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য .. .. } সন২ দিতে হইবার টাকার দশগুণ টাকা খতের নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজের মূল্যের তুল্য।

৩৮ অষ্টত্রিংশ।—যে বন্ধকপত্রের দ্বারা যে টাকা আদায়হওনের মাতবরী হয় সেই টাকার সংখ্যার নিরূপণ না থাকিলে ... ... } ঐ বন্ধকপত্রলেখনিয়া যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে ইচ্ছা করে ঐ মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে পারে কিন্তু ঐ মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের নিমিত্তে যত টাকা উপযুক্ত হয় তাহার অধিক টাকা কোন আদালতে পাওয়া যাইবেক না।

৩৯ উনচত্বারিংশ।—যে বন্ধকপত্রের দ্বারা যে টাকা আদায় হইবার মাতবরী হয় সেই টাকা নিরূপিত কোন সংখ্যার অধিক না হইবার নিয়ম তাহাতে লেখা থাকিলে } ঐ নিয়মানুসারে ইষ্টাম্প কাগজে ঐ বন্ধকপত্র লেখা যাইবেক।

মন্তব্য।—সমুদয় টাকা পাওয়া যাইবার নিমিত্তে পূর্ব্বে কোন তমঃসুক লওয়া গিয়া থাকিলে তাহার কিম্বা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা অন্য পত্রের সহিত কেবল প্রতিপোষকের নিমিত্তে বন্ধকপত্র দেওয়া যাইতে হইলে ঐ কথা ঐ বন্ধকপত্রে লেখা গেলে ঐ বন্ধকপত্র লেখা যাওনের ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য ..

প্রতিপোষকপত্র যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা উপযুক্ত ঐ মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক। কনবেয়েন্সনামক দলীলের প্রকরণের পরে লিখিত মন্তব্য কথা দেখ।

৪ উভয় পক্ষের ইচ্ছামত বন্ধকপত্র পাকা করিবার নিমিত্তে একহইতে অধিক প্রতিজ্ঞাপত্রের আবশ্যক হইলে কেবল মুখ্য প্রতিজ্ঞাপত্র তাহার লিখিত টাকার সংখ্যার দৃষ্টে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক এবং ঐ কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য২ প্রতিজ্ঞাপত্রের ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য .. ..

১৮ নম্বর কনবেয়েন্স নামেতে প্রতিপোষক পত্রের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প কাগজের হুকুম হইয়াছে তত্তুল্য ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

৫২৬। যে বিক্রয় সিদ্ধ না হইয়াছে এমত বিক্রয়সম্পর্কীয় বন্ধকের তমঃসুকের বিষয়ে এবং কর্জ্জ দেওয়া টাকার জামিনস্বরূপ কলস বন্ধকপত্রের বিষয়ে একি নিয়ম খাটিবেক অর্থাৎ যে আসল টাকা কর্জ দেওয়া গিয়াছিল এবং তমঃসুক বা অন্য দলীলের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল তাহা সুদছাড়া বন্ধক দেওয়া সম্পত্তির মূল্য জ্ঞান হইবেক এবং ঐ বন্ধকের তমঃসুক বা অন্য বন্ধকপত্র যে প্রকার ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক তাহা ঐ আসল টাকাঅনুসারে নির্ণয় হইবেক।—১৮১৮ সালের ২০ আপ্রিলের সবকালর অর্ডরের ২ দফা।

৪০ চত্বারিংশ।—রসীদ কি কবারী তমঃসুক অর্থাৎ বাঙ্গাল বাঙ্কের নিমিত্তে তথাকার খাজাঞ্চী সাহেবকে কিম্বা অন্য কর্ম্মকারির কিম্বা ঐ বাঙ্কব্যতিরেকে অন্য কোন বাঙ্কের মালিকের কি কর্ম্মকারির নিকটে বন্ধকস্বরূপ রাখা কোম্পানির কাগজ কি ধাতুদ্রব্য কি রূপাইত্যাদির বাসন কি জওনাহের কি অন্য কোন দ্রব্যেতে লওয়া কর্জ কি আগাম টাকা লওয়ার নিমিত্তে দেওয়া রসীদ কি কবারী তমঃসুক

কবারী তমঃসুকের ইষ্টাম্প কাগজের মত মূল্যের কাগজে লেখা যাইবেক।

৪১ একচত্বারিংশ।—পার্টিসিয়ন অর্থাৎ বিভাগপত্র এতাবতা সাধারণ বিষয়ের অধিকারি কি অংশিদিগের পরস্পর একবাক্যতাক্রমে অথবা জমীদারী এতাবতা স্থাবর কি অস্থাবর বস্তুর বিষয়ে সরকারের কার্য্যকারক কোন সাহেবের হুকুমক্রমে কিম্বা হিন্দুর ব্যবহারমতে সাধারণ বস্তুর বিভাগ হইলে এক২ অংশির অংশ ৮০০৲ আট শত টাকার অধিক না হইলে প্রত্যেক অংশির ঐ বিভাগপত্রের নকল যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য ... ... ৮৲

যদি প্রত্যেক ভাগির ভাগ আট শত টাকার অধিকের না হয় তবে এক শত টাকার অনধিক হইলে বিভাগপত্র যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য ... ... ॥০

এক শত টাকার অধিকের হইলে।

যাহার উপর।		যেপর্য্যন্ত।						
১০০৲	...	২০০৲	...	...	...	..	...	১৲
২০০৲	.. .	৪০০৲	...	...	. .	. .	...	২৲
৪০০৲	... .	৬০০৲	..	...	. .	..	.	৪৲
৬০০৲	.	৮০০৲	...	...	...	...	..	৬৲

ভাগ সমান হইবার নিমিত্তে যদি কিছু টাকা দেওয়া যায় কি দিবার নিয়ম হয় তবে ...

ঐ টাকা দিবার বিষয়ে যে মুখ্য প্রতিজ্ঞাপত্র হয় তাহা উপরের লিখিত মূল্যের অতিরিক্ত হইলে তত্তুল্য টাকার বস্তু হস্তান্তর করণ কি বিক্রয়পত্রের নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

৪২ দ্বাচত্বারিংশ।—আসুরান্স কি ইন্‌সুরান্সবোধক পলিসি অর্থাৎ বিমাপত্র এতদ্ভিন্ন বিমাপত্র কি অন্য যে কোন নামেতে খ্যাত অন্য যে কোন পত্রের দ্বারা কোন জনের কি জনেরদের আয়ুর উপর বিমা কিম্বা কোন জন কি জনেরদের আয়ুতে আর যে কোন বিষয়ের ঘটনা হইতে পারে তাহার উপর বিমা করা যায় তাহার বিমার নিরূপিত টাকা পাঁচ হাজারের অধিক না হইলে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য ... ৪৲

অধিকের হইলে যাহার উপর।		যেপর্য্যন্ত।	
৫০০০৲	...	১০০০০৲	৮৲
১০০০০৲	...	২০০০০৲	১২৲
২০০০০৲	...	৫০০০০৲	১৬৲
৫০০০০৲	পঞ্চাশ হাজারের উপর যত হয়।	...	২০৲

৫২৭। সম্প্রতি সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে ইন্‌সুরান্সের পলিসি অর্থাৎ বিমাপত্র শাদা কাগজে লিখিত হইয়া আদালতে গ্রাহ্য হইয়াছে। এই বেদাঁড়া কর্ম্ম যদ্যপি অনেক আদালতে না হইয়া থাকে বোধ হয় তথাপি ঐ প্রকার বিমাপত্র উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত না হইলে আদালতে গ্রাহ্য না হয় এ নিমিত্তে তাঁহারা ১৮২৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ৪২। ৪৩ প্রকরণে দৃষ্টি রাখিতে হুকুম দিতেছেন।—১৮৩৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

৪৩ ত্রিচত্বারিংশ।—বিমাপত্র অর্থাৎ কোন জাহাজ কি মুলুপ কি ভড় কি নৌকাইত্যাদির উপর কি কোন জাহাজ কি মুলুপ কি ভড় কি নৌকাইত্যাদিতে বোঝাই করা মালের উপর কি ঐ জাহাজইত্যাদির ভাড়ার উপর কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয়ের কিম্বা ঐ জাহাজইত্যাদি কি তাহাতে বোঝাই করা মাল স্থানান্তরে পঁহুছন-সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের উপর যে বিমাপত্র হয় সেই পত্র বিমার টাকার উপর শতকরা যাহা দেওয়া যায় তাহা দুই টাকার অধিক না হইলে ও বিমার সমুদয় টাকা ১০০০৲ এক হাজারের অধিক না হইলে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য ... ... ॥০

এক হাজার টাকার অধিক হইলে যত অধিক হয় তাহার প্রতিহাজারেতে এবং হাজারের উপর হাজারের ন্যূন যত টাকা থাকে তাহার নিমিত্তেও ... ... ॥০

বিমার নিমিত্তে শতকরা যাহা দিতে হয় তাহা দুই টাকার অধিক হইলে ও বিমার সমুদয় টাকা এক হাজারের অধিক না হইলে তাহার পত্রের ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য ... ... ১৲

এক হাজারের অধিক হইলে যত অধিক হয় তাহার প্রতিহাজারেতে ও হাজারের উপর হাজারের ন্যূন যত থাকে তাহার নিমিত্তেও ... ... ১৲

প্রমিসরি নোট।—অর্থাৎ করারী তমঃসুক। ... ... } হুণ্ডীর কাগজের মত নিরূপিত মূল্য।

করারী তমঃসুক অর্থাৎ তারিখের পর এক বৎসরের অধিক মিয়াদে টাকা দিতে হইবার করারী তমঃসুক... ... ... } তমঃসুকের ইষ্টাম্প কাগজের নিরূপিত মূল্য।

৪৪ চতুশ্চত্বারিংশ।—করারী তমঃসুক অর্থাৎ নোটের সংখ্যা নিরূপণহওয়া টাকা কিম্বিবন্দীতে কি তারিখবিশেষে বিশেষ সংখ্যার আদায় করিবার করারে যে করারী তমঃসুক হয় তাহার ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য ... ... } ঐ মোট টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় সেই মূল্যের তুল্য।

রসীদ অর্থাৎ কোন ব্যক্ত কি ব্যক্তের মালিকের কি মোখ্তারকারের নিকটে রাখা টাকার সকল রসীদ তাহাতে যদি ঐ রাখা টাকার সুদ দিবার করার থাকে তবে ঐ রসীদ করারী তমঃসুকের ন্যায় বোধ করা যাইবেক।

৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ। রসীদ অর্থাৎ কোন টাকা পাওনের যে রসীদ ও ফারখৎ দেওয়া যায় তাহা যে ইষ্টাম্প কাগজে

লেখা যাইবেক তাহার মূল্য।

যাহার উপর		যেপর্য্যন্ত।	
৫০৲	... ...	১০০৲	... ... ৵০
১০০৲	... ...	২০০৲	... ... ।০
২০০৲	... ...	৫০০৲	... ... ॥০
৫০০৲	... ...	১০০০৲	... ... ৸০
১০০০৲	... ...	২০০০৲	... ... ১৲
২০০০৲	... ...	৩০০০৲	... ... ১৷৷০
৩০০০৲	... ...	৫০০০৲	.. .. ২৲
৫০০০৲	... ...	৮০০০৲	... . ২৷৷০
৮০০০৲	আট হাজারের অধিক মত হয়।		. ... ৪৲

পাওনা বেবাক টাকার রসীদের ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য। ... . ৪৲

এবং টাকা দিবার সময়ে দাতব্য সমুদয় টাকা কি তাহার কোন অংশ আদায়হওন কি পাওয়া যাওনের অন্য উপায় করা যাওন কি অন্য প্রকারে পরিশোধহওনবোধক কথাযুক্ত যে নিদর্শনপত্র কি স্মৃতিজনক পত্র কি অন্য লেখাপড়া দেওয়া যায় তাহা তাহার লিখিত টাকার রসীদস্বরূপ বোধ করা যাইবেক। যে জন রসীদ দেয় তাহাকে ঐ দাতব্য টাকা দিতে হইবেক। এবং যদি ইষ্টাম্প কাগজে রসীদ লিখিয়া দিতে সে জন অসম্মত হয় তবে টাকা শোধকরণিয়া জন ইষ্টাম্প কিনিয়া দাতব্য টাকাহইতে তাহা বাদ দিতে পারে।

যদি ঐ নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়াতে ঋণের টাকা কি হিসাবী টাকা কি আর কোন দেনার টাকার সংখ্যা লেখা না গিয়া ঐ দেনা কি হিসাবী টাকা পাওনের কি পাওনের উপায়ান্তর হওনের সামান্য অঙ্গীকার থাকে তবে ঐ নিদর্শনপত্র কি লেখা পড়া বেবাক টাকা পাওনের রসীদের ন্যায় বোধ করা যাইবেক ও তাহার মত নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

এবং যদি হুণ্ডী কি বরাৎ কি করারী তমঃসুকইত্যাদি টাকা দিতে হইবার করারী অন্য কোন খৎপত্র দেওনের দ্বারা দেনা শোধ করা যায় তবে সেই পত্রাদি এই তফসীলের লিখিত রসীদ শব্দের অন্তর্গত বোধ করা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

সরকারের বাণিজ্যব্যাপারের ভারাক্রান্ত সাহেবব্যতিরেকে সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারকের দেওয়া কি লওয়া টাকার রসীদ।

কোন জমীদার কি তালুকদার কি ইজারদার কি অন্য সদর মালগুজার কি নিষ্কর ভূমির কোন দখীলকার কি স্বত্বাধিকারী অথবা কোন মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার কি কটকিনাদার কি অন্য কোন পাট্টাদার কি পূর্ব্বোক্ত ঐ জমীদার ইত্যাদির গোমাশ্তা কি কর্ম্মকারী কি অন্য মোখ্তারকার কোন প্রজাকে কি অন্য কৃষিকারককে তাহার কৃষি করা ভূমির খাজানার জন্য যে রসীদ অর্থাৎ দাখিলা দেয় তাহা।

মন্তব্য।—কোন জমীদার কি তালুকদার কি ভূমির অন্য দখীলকার কি স্বত্বাধিকারী বা কোন ইজারদার কি কটকিনাদার কি অন্য পাট্টাদার প্রজারদিগের কি বাস্তব কৃষিকারকদিগের ও সদর মালগুজার কি লাখেরাজদারদিগের মধ্যবর্ত্তি অন্য কোন তালুকদার কি কটকিনাদার কি ইজারদার কি অন্য কোন পাট্টাদারকে যে রসীদ কি টাকা পাওনের অন্য অঙ্গীকারপত্র দেয় তাহা উপরের লিখিত রসীদের নিমিত্তে উপরের লিখিত প্রকার নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

অন্য বর্জ্জনীয়।

কোম্পানির কোন কাগজ কিম্বা বাঙ্গাল বাঙ্কের কোন অংশ ক্রয়ের টাকা পাওনের রসীদ কি অঙ্গীকারপত্র।

কোন বাঙ্কে কি সওদাগরী কুঠীতে যে টাকা চাহিবামাত্রে পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্তে রাখা যায় তাহার সুদ দিবার নিয়ম না থাকিলে ঐ টাকা পাওনের রসীদ কি অঙ্গীকারপত্র।

[যদি সুদ দিবার নিয়ম থাকে তবে উপরের লিখিতমত ঐ রসীদ করারী তমঃসুকের নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।]

উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা করারী তমঃসুক কি হুণ্ডী কি বরাৎ কি টাকা দিবার অন্য কোন অনুমতিপত্রের কোন স্থানে লিখিত রসীদ কি অঙ্গীকারপত্র।

রসীদদেওনিয়া ব্যক্তির যে গোমাশ্‌তা কি অন্য ব্যক্তি চাকর থাকে সেই ব্যক্তিকে কর্ম্ম নির্ব্বাহের স্বীকার অথবা ঐ চাকরের প্রতি যে কর্ম্ম বা টাকা অর্পণ হইয়াছিল তাহার হিসাব পাওনের স্বীকারস্বরূপ লিখিত রসীদ কি অঙ্গীকারপত্র।

কোন করারী তমঃসুক কি ডিগ্রী কি টাকা রক্ষা হওনার্থে অন্য কোন পত্র পাইবার অঙ্গীকারযুক্ত যে২ পত্র ডাকে পাঠান যায় তাহা।

উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা কোন তমঃসুক কি বন্ধকপত্র কি অন্য রক্ষাপত্র কি হস্তান্তর করণের কোন পত্র কি অন্য প্রতিজ্ঞাপত্রের মধ্যে কি উপরে তাহার লিখিত টাকা কিম্বা কোন আসল কি সুদের টাকা কি সালিয়ানা টাকা পাইবার রসীদ কি অঙ্গীকারপত্র।

৫২৮। সদর আদালত বোধ করেন যে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধারার বিধানানুসারে দেওয়ানী আদালতের খাজানাখানাহইতে ৫০৲ টাকার অনধিক যে টাকা দেওয়া যায় তাহার রসীদ অদ্যাপি ইষ্টাম্প কাগজে লওয়া যাইতেছে অতএব তাঁহারা বিধান করিতেছেন যে যে টাকা বাহির করা যায় তাহা যদি আমানৎহওয়া সমুদয় টাকা হয় এবং যদি ইষ্টাম্পের মাসুল এড়াইবার নিমিত্তে আমানৎহওয়া টাকার এক অংশ না হয় তবে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ৪৫ প্রকরণানুসারে রসীদ শাদা কাগজে দেওয়া যাইবেক।—১৮৩৬ সালের ৫ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৫২৯। আদালতের ডিক্রীক্রমে যে ব্যক্তিরদিগকে বাটী ভূমিইত্যাদির দখল দেওয়া যায় তাহারদের স্থানে লওয়া দখলনামা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই।—১৮৩৪ সালের ২৭ মার্চের ৮৭০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৩০। টাকার কিস্তীর প্রত্যেক অংশের রসীদ ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই [কিন্তু তৎপরে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলে হুকুম হইল যে ৫০৲ টাকার উর্দ্ধের রসীদসকল ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।]—১৮২১ সালের ১ জুনের ৬৪১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৩১। কোন বাটী বা অন্য স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা হস্তান্তর হইলে যদি বিক্রেতা খরীদের টাকা পাইবার রসীদ আসল বিক্রয়পত্রের পৃষ্ঠে লেখে তবে তাহা প্রচুর জ্ঞান হইবেক না। সেই হস্তান্তরের বিষয়ে যদি মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তবে নির্দ্ধারিত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত এক স্বতন্ত্র রসীদ অর্থাৎ "কবুল উসুল" দাখিল না হইলে তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না।—১৮২১ সালের ১ জুনের ৩৪১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৬ ষট্‌চত্বারিংশ।—সেটেলমেণ্ট আর বিবাহ সেটেলমেণ্ট অর্থাৎ নিরূপণপত্র এতাবতা যে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রেতে সংখ্যানিরূপিত কোন টাকা কিম্বা কোম্পানির কাগজ কি স্থাবর কি অস্থাবর কোন বস্তু কোন প্রকারে অন্য কোন জন কি জনেরদের হিতের নিমিত্তে সেই জন কি জনেরদিগকে দেওনের কি দিতে হইবার নিরূপণ হইয়া থাকে তাহা। .. ..

তাহাতে টাকার কি বস্তুর মূল্যের যে সংখ্যা লেখা থাকে তত টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় তত টাকার ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক টাকার কি মূল্যের নিরূপণ না থাকিলে তমঃসুক এবং একরারনামার নিমিত্তে যে নিয়ম করা গিয়াছে সেই নিয়মদৃষ্টে উভয় পক্ষে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ পসন্দ করে তাহা।

দানপত্র কি কাবীননামা তাহা তৎক্ষণেই কি উত্তর কালে নিরূপিত কি অনিরূপিত কোন সময়ে সফল হইবার নিয়মযুক্ত হইলে ... .

নিরূপণপত্রের নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

৫৩২। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ৪৬ প্রকরণানুসারে হেবাবেলাএওজ A চিহ্নিত তফসীলের ৩ প্রকরণানুসারে একরারনামার মত লেখনিয়া ব্যক্তিরদের বিবেচনামতে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।—১৮৩৩ সালের ৮ নবেম্বরের ৮৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

বর্জ্জনীয়।

উইল অর্থাৎ ওছিয়ৎনামাইত্যাদি এবং পূর্ব্বের করা কোন নিরূপণপত্রের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের কি ওছিয়ৎনামার অনুসারে তাহার লিখিত কার্য্যনির্ব্বাহবোধক পত্র।

সাধারণ বর্জ্জনীয় ও নিয়ম।

যে সকল প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র এবং নিদর্শনপত্র এবং লেখাপড়াতে সরকার কি কোন বোর্ড কি কমিস্যন কি আদালত কিম্বা সরকারী কার্য্যকারক কোন জন সরকারের কর্ম্মের নিমিত্তে এক পক্ষ হন অথবা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের

তেজারতের সিরিশ্‌তাসম্পর্কীয় কি তেজারতের অন্য কোন কর্ম্মসম্পর্কীয় কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়াব্যতিরেকে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রাদি লেখা যাইবার ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য লাগিবেক না কিন্তু ঐ সকল পত্র সামান্য লোকদিগের কারণ হইলে ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র কি লেখাপড়ার নিমিত্তে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ নিরূপণ হইল তদ্তুল্য কাগজে লেখা যাইবেক।

মন্তব্য।—উপরের লিখিত বর্জ্জনীয় কথা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের অথবা তাঁহারদিগের তাবে কর্ম্মকারি লোকদিগের লিখিত এবং দস্তখৎকরা প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিদর্শনপত্র ও লেখাপড়াইত্যাদির সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না সামান্য লোক ঐ প্রকার কর্ম্মের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প কাগজে ঐ পত্রাদি লিখিত তদ্তুল্য ইষ্টাম্প কাগজে ঐ২ পত্র লেখা যাইবেক।

সামান্য নিয়ম।

এই তফসীলের লিখিত কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়া এক ফর্দ্দ কাগজ কি অন্য কোন বস্তুতে যদি লিখিতে অকুলান হয় তবে উভয় পক্ষীয় লোক এবং সাক্ষিরদের দস্তখৎ কিম্বা মোহর তাহাতে থাকিলে এক ফর্দ্দরূপ ইষ্টাম্প ছাপা হইলে যথেষ্ট হয়।

২৮ ধারা।

আদালতের কাগজের ইষ্টাম্প।

৫৩৩। A চিহ্নিত তফসীলের লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিদর্শনপত্র ও অন্য লেখাপড়া যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা উপযুক্ত তাহার অতিরিক্ত পূর্ব্বমতে ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন দেশে আদালতের কাগজ অর্থাৎ নালিশের দরখাস্ত ও সওয়াল জওযাবইত্যাদি লিখিবার কাগজের উপর B চিহ্নিত তফসীলের লিখিত মূল্য ও প্রকারে মাসুল লওয়া যাইবেক এবং ঐ B চিহ্নিত তফসীল ও তাহার মধ্যের লিখিত হুকুম কি আজ্ঞা এই আইনের এক অংশস্বরূপ বোধ করা যাইবেক এবং ঐ তফসীলের লিখিত ইষ্টাম্প উপযুক্তরূপে কোন কাগজইত্যাদিতে না ছাপান গেলে কোন আদালতে কোন কাগজ নথীতে গাঁথান ও দাখিল করা ও গ্রাহ্য করা যাইবেক না ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৭ ধা।

B চিহ্নেতে চিহ্নিত তফসীল অর্থাৎ এই আইনের ১৭ সপ্তদশ ধারার লিখিত আদালতসম্পর্কীয় লেখাপড়া যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার বিশেষকারক তফসীল।

৫৩৪। প্রথম। বেলের তমঃসুক কি মুচলকা কি রিকগ্‌নিজান্স কি হাজিরজামিনী কি ফিয়ালজামিনী পত্র—তাহার বিশেষ মোট টাকা বিশেষ করিয়া তাহাতে লিখিত হউক অথবা জরীমানার টাকার সংখ্যা নিরূপিত কি অনিরূপিত বা হউক ঐ পত্র দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী কোন আদালতের অথবা আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারি কোন সাহেবের বিশেষ হুকুমের দ্বারা ঐ২ আদালতে উপস্থিত ও দাখিল করা গেলে	যে আদালত কিম্বা আদালতের সাহেব তাহার হুকুম দেন ঐ আদালত কি সাহেবের নিকটে দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায তদ্তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।
কোন আদালতের হুকুম না হইলে জনেরা পরস্পর তাহা করিলে ...	তমঃসুকের মূল্যের তুল্য হইবেক। A চিহ্নিত তফসীল দেখ।

বর্জ্জনীয়।

ফৌজদারী জেলখানাহইতে কয়েদী লোকের মুক্তহওনসময়ে যে মুচলকা লেখাইয়া লওয়া যায় তাহা এবং ফৌজদারী মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী ও সাক্ষিরদিগের হাজির হইবার কারণ তাহারদিগের স্থানে লওয়া মুচলকা।

৫৩৫। সদর দেওয়ানী আদালত সম্প্রতি অবগত হইয়াছেন যে যে কাগজে আসল দলীল দস্তাবেজ লিখিত হইয়াছে সেই কাগজে মালজামিনী পত্র লিখিত হইয়াছে এবং তাহা কোন২ জিলায় আইনসিদ্ধ প্রমাণের ন্যায় গ্রাহ্য হইয়াছে তাহাতে দলীলদস্তাবেজ যত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয় কেবল তত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ মালজামিনী পত্র লেখা হইয়াছে কিন্তু এই ব্যবহার স্পষ্টতঃ অসঙ্গত এবং ঐরূপে লিখিত দলীলদস্তাবেজ জামিনের প্রতিকূলে কোন প্রকারে গ্রাহ্য হইতে পারে না অতএব সদর আদালত এই বিধানের বিষয়ে তোমাকে মনোযোগ করিতে এবং অধস্থ আদালতে তাহা জানাইতে তোমাকে হুকুম দিতেছেন।—১৮৩৭ সালের ২৭ অক্টোবরের সরকুলর অর্ডর।

৫৩৬। বিধান হইল যে আসল দলীলদস্তাবেজ যে ফর্দ্দ কাগজে লিখিত আছে সেই ফর্দ্দ কাগজের উপর মালজা-

মিনী পত্র লিখন অর্থাৎ দলীলদস্তাবেজ যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হুকুম আছে সেই মূল্যের কাগজে মালজামিনী-পত্র লিখনের বিষয়ে ১৮৩৭ সালের ২৭ অক্টোবরে যে সরকুলর অর্ডর হইয়াছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে সরকারের রাজস্ব রক্ষা করণের নিমিত্তে যে আইন হইয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া জানা যায় এবং ঐ দলীলদস্তাবেজ সিদ্ধ করণের নিমিত্তে উচিতমত উদ্যোগ হইলেও তাহা আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে না ইহা কহিতে ঐ সরকুলর অর্ডরের অভিপ্রায় ছিল না। অতএব যে ব্যক্তির নিকটে ঐ প্রকার দলীলদস্তাবেজ থাকে তাহা আদালতে আইনানুযায়ি সাক্ষির ন্যায় গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে তাহাতে ইষ্টাম্প করিতে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৪ ধারানুসারে তাহারা রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত করিতে পারে।—১৮৩৮ সালের ২৭ আপ্রিলের ১১৪৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৩৭। সদর দেওয়ানী আদালত বোধ করেন যে B চিহ্নিত তফসীলের বর্জ্জনীয় কথার মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমায় ফরিয়াদী ও সাক্ষিদিগকে হাজির করিবার নিমিত্তে মুচলকা ও জামিনী পত্রের বিষয় লেখা থাকাতে তুমি যে মুচলকার বিষয় লিখিয়াছ তাহা ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে লেখা যাইতে পারে।—১৮৩২ সালের ১৮ মের ৬৭৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৩৮। পোলীসের আমলারা আইনানুসারে যে হাজিরজামিনী পত্র তলব করে তাহার বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ অতএব আলাহাবাদের সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা উত্তর করিতেছেন যে ঐ প্রকার জামিনী পত্র ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে লিখিতে হয়।—১৮৩২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বরের ৭১০ নম্বরী আইনের অর্থ।

দ্বিতীয়। নকল অর্থাৎ এই তফসীলের ৮ নম্বরের প্লেণ্টনামেতে যেরূপ লেখা যাইবেক তৎপ্রকার গণিত এক শত পঞ্চাশ টাকার অধিক সংখ্যার নিমিত্তে যে সকল মোকদ্দমা নম্বরীমতে উপস্থিত করা যায় তাহার ডিক্রীর নকল।

রেজিষ্টর সাহেবের অথবা জিলা কি শহরের জজ সাহেবের আদালতে অথবা ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের ক্ষমতা-পন্ন সদর আমীনের দ্বারা নিষ্পত্তি করা গেলে ... ... ১৲

প্রবিন্সাল কোর্ট আপীলেতে করা গেলে ... ... ২৲

সদর দেওয়ানী আদালতে করা গেলে ... . ৪৲

৫৩৯। ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ৩ আইনের ২ ধারা* এই প্রকরণক্রমে রদ হইল এবং যে সকল মাফ উপরের প্রকরণে লেখা গিয়াছে তাহা এই আইন জারী হইবার নিরূপিত দিনের পরে প্রথমত উপস্থিতহওয়া কোন নালিশে কিম্বা আপীলে যত টাকার দাওয়া জিলা কিম্বা শহরের আদালতে হইয়া থাকে সেই সকল মোকদ্দমা জিলা কি শহরের জজ সাহেবদিগের দ্বারা নিষ্পত্তি হউক কি তাঁহারদিগের দ্বারা সদর আমীন কি রেজিষ্টর সাহেবদিগের সমীপে সোপর্দ্দ করা যাউক তাহাতে খাটিবেক না ইতি। —১৮৩১ সা। ৫ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।

৫৪০। সদর আদালতের বোধ হইয়াছে যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ২। ৪। ৫ এবং ৯ নম্বরী বিধান ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণের বিধির দ্বারা মতান্তর হইলেও ১৫০৲ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার মোকদ্দমার ডিক্রী এবং অন্যান্য কাগজপত্র ঐ চারি নম্বরী বিধানের বর্জ্জনীয় কথার মধ্যে অদ্যাপি গণ্য আছে এই বোধে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের কএক দেওয়ানী আদালত ঐ ডিক্রী এবং অন্যান্য কাগজপত্রের নকল ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে দিতেছেন অতএব সদর আদালত ঐ ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণের বিষয়ে মনোযোগ করিতে তোমাকে হুকুম দিয়া এই বিধান করিতেছেন যে তদনুসারে জিলা আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা যত অল্প মূল্যের হউক এবং তাহা পরিশেষে অধস্থ আদালতে অর্পিত হইলে বা জজ সাহেবের নথীতে থাকিলে তাহাতে ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক।—১৮৩৪ সালের ১৪ জানুআরির সরকুলর অর্ডর।

তৃতীয়। মালগুজারী ও আদালতসম্পর্কীয় যে বোনদাদের হিসাব ও নিবেদনপত্র ও বিবরণপত্রইত্যাদির যে নকল নথীতে গাঁথা যায় এবং কোন কর্ম্ম কি দুর্ঘটির কারণ পুনর্ব্বার বাহির করা যায় অথবা আসল কাগজ লইয়া গেলে তাহার স্থানে রাখা যায় ঐ নকলইত্যাদি যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের মূল্য ... ... ॥৹

এবং ইষ্টাম্প আফিসে নকল করা কাগজের তিন নম্বরের প্রকার কাগজ যত বড় তাহাহইতে বড় হইবেক না এবং প্রত্যেক ফর্দ্দের কেবল এক পৃষ্ঠে লেখা যাইবেক।

---

* ১৪৲ টাকার অনধিক যে সকল মোকদ্দমা জিলা কি শহরের আদালতে উপস্থিত হয় সেই সকল মোকদ্দমা ঐ আদালতে কি সদর আমীনের আদালতে বিচার হইলে তাহার প্রতি ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৫ ধারার ৪ প্রকরণ এবং ২৯ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ৩৮ ধারার ১ প্রকরণের বিধান খাটে।—১৮১৭ সা। ৩ আ। ২ ধা।

৫৪১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের বিধিতে গবর্ণমেণ্টের এমত অভিপ্রায় বোধ হইতেছে যে আদালতের কাগজপত্র বা হুকুমের নকল পাইবার দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক এবং ঐ কাগজের নকল ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক কিন্তু দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম আছে তাহা ছাড়া অন্য মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে নকল লেখা যাইবেক। গবর্ণমেণ্টের যে এমত অভিপ্রায় ছিল তাহা ঐ তফসীলের ৩ ও ৭ ধারার দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে এবং এই অনুভব আরো ইহাতে দৃঢ় হইতেছে যে ঐ তফসীলের ৫ ধারায় এমত হুকুম আছে যে নম্বরী মোকদ্দমার লিখিশ্তায় যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল হয় তাহার নিমিত্তে এক দরখাস্ত দিতে হইবেক এবং ৩ দফাতে আরো হুকুম আছে যে এ দলীলদস্তাবেজের নকল কেবল এক পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ২৬ আপ্রিলের ৭৭৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৪২। বেহারের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ঐ সাহেবের প্রস্তাবিত বিষয়ে গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করাতে এই হুকুম হইয়াছে যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৩ দফার নির্দ্দিষ্ট রুবকারী ও হিসাব ও কৈফিয়ৎপ্রভৃতিছাড়া অন্যান্য যে আসল দলীলদস্তাবেজ অথবা কাগজপত্র উভয় বিবাদিকে ফিরিয়া দেওয়া যায় তাহার বদলে আদালতের রোয়দাদে থাকিবার নিমিত্তে যে নকল করা যায় তাহা শাদা কাগজে লেখা যাইতে পারে।—১৮৩৫ সালের ২ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৫৪৩। হুগলীর একটিং জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে মহাজনের হিসাব ও খাতা বহীর যে নকল অথবা চুম্বক মিসিলের সঙ্গে রাখিতে হইবেক তাহা ॥০ আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের ফর্দ্দে লিখিতে হইবেক।—১৮৪৩ সালের ২০ জানুআরির ১৩৭২ নম্বরী আইনের অর্থ।

পঞ্চম। এক্সহিবিট অর্থাৎ নিবেদনপত্র নথীতে গাঁথা হইলে কিম্বা নম্বরী কোন মোকদ্দমার রোয়দাদে লেখা গেলে নম্বরঅনুসারের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে লিখিত দরখাস্ত কি অন্য কোন পত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবেক এক২ নিবেদনপত্র যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহা রেজিষ্টর সাহেব ও সদর আমীনেরদের আদালতে দাখিল করিতে হইলে .. ..● .. .. ॥০

জিলা ও শহরের জজ সাহেবের আদালতে দাখিল করিতে হইলে . ... ১৲

রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবের সমক্ষে প্রবিন্সাল কোর্ট কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল করিতে হইলে ... ... ২৲

ষষ্ঠ। মোখ্তারনামা ও ওকালৎনামা এবং নম্বরী অথবা সরাসরীরূপে উপস্থিতহওয়া অথবা অন্য কোন প্রকার মোকদ্দমা কিম্বা এতদ্দেশীয় লোকের আদালতে অথবা মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত লোকদিগের সাক্ষাৎ উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা-ইত্যাদির কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে যে ক্ষমতার্পণপত্রের আবশ্যক হয় তাহা

ঐ আদালত কিম্বা কর্ম্মকারিদিগের নিকটে উপস্থিত করা দরখাস্তের নিমিত্তে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের আবশ্যক তদ্বুল্য ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

[ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর যুদ্ধসম্পর্কীয় নিরূপিত মতহওয়া সৈন্যের অন্তঃপাতি এতদ্দেশীয় কোন সরদার কিম্বা সিপাহীর করা মোখ্তারনামা।]

সপ্তম। নীচের লিখিত কর্ম্মকারি লোকেরদের নিকটে তাহারদিগের পদপ্রযুক্ত উপস্থিতহওয়া কোন বিষয়ি প্রার্থনা পত্র অথবা দরখাস্তইত্যাদি এই তফসীলেতে অন্য প্রকারে তাহারদিগের বিষয়ে বিশেষ না লেখা গেলে কি বিশেষ হুকুম না হইলে।

কোন রেজিষ্টর সাহেব কি সদর আমীন কিম্বা ভূমির মালগুজারীর কি মামুলের কালেক্টর সাহেব অথবা নিমক ও আফীনের সিরিশ্তার মধ্যের আদালতসম্পর্কীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারি কোন সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কি জিলা অথবা শহরের আদালতের কোন সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিতে হইলে তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের মূল্য ... ... ॥০

প্রবিন্সাল কোর্ট আপীল অথবা রাজস্বের ও দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেব কিম্বা জিলার আদালতের সাহেবের অধিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেবের নিকটে দরখাস্তইত্যাদি করিতে হইলে তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের মূল্য ১৲

সদর দেওয়ানী অথবা নিজামৎ আদালতের সাহেব কিম্বা সদর বোর্ড রেবিনিউ অথবা বোর্ড কষ্টম ও নিমক ও আফীনের সাহেবদিগের নিকটে দরখাস্তইত্যাদি করিতে হইলে তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের মূল্য ... ... ২৲

বর্জ্জনীয়।

আইনানুসারে জামিন লইয়া খালাস করণের অযোগ্য অপরাধের বিষয়ের সকল এত্তেলানামা কি জ্ঞাপনপত্র।

কয়েদীর কি দোষ সাব্যস্তহওয়া অথবা জোবানবন্দীদেওনিয়া অথবা অন্য কোন প্রকারে আটকহওয়া অথবা কোন আদালত কি তাহার কার্য্যকারক লোকের হুকুমে আটকরা লোকেরদের দরখাস্ত।

চৌকীদারের বেতনের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দেওয়া আপীলের দরখাস্ত।

রিকার্ড না হওনের অভিপ্রায়ের যে২ সমাচার পোলীসের মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের নিকটে পাঠান যায় তাহা।

ভূমির জমার ধার্য্যবিষয়ক এবং ভূমির জমার নির্দ্ধার্য্যের সম্পর্কীয় অধিকার কি অন্য কোন বিষয়ের নিশ্চয় করণার্থে যে দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের কি বন্দোবস্তকারি অন্য সাহেবের নিকটে দেওয়া যায় তাহা ঐ বন্দোবস্ত করণের সময়ে উপস্থিত করা গেলে তাহা।

ভূমির মালগুজারের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর অথবা রেবিনিউর কমিস্যনরের নিকটে করা দরখাস্ত।

৫৪৪। চাটিগাঁর জিলার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর দেওয়ানী আদালত আপনার এই মত জানাইলেন যে "উক্ত ধারাতে কেবল রেজিষ্টর সাহেব ও জিলা ও শহরের জজ সাহেব ও প্রবিন্সাল আদালত এবং সদর দেওয়ানী আদালতের নাম লেখা আছে অতএব ঐ ধারার হুকুম সনন্দদারেরদের অর্থাৎ মুনসফেরদের প্রতি খাটে না।"—১৮১৪ সালের ১৭ আগষ্টের ১৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৪৫। সদর আদালত বোধ করেন যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার ৪ প্রকরণানুসারের ইশ্তিহারনামাক্রমে যে সম্পত্তির বিষয়ে নালিশ হয় তাহার কোন অংশের বিষয়ের দাওয়া হইলে সেই "দাওয়ার দরখাস্ত আদালতে উপস্থিতহওয়া" বিষয়সম্পর্কীয় দরখাস্তের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক। ১৮১৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৭ প্রকরণে মুনসেফেরদের বিষয়ে কিছু লেখা নাই এই দৃষ্টে এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণের বিধির দৃষ্টে মুনসেফের আদালতে উক্ত প্রকার যে সকল দরখাস্ত হয় তাহা সাদা কাগজে লিখিতে হইবেক।—১৮৩২ সালের ২০ জুলাইর ৭০৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৪৬। সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে আদালতে যে সকল টাকা আমানৎ হয় তাহা বাহির করিবার দরখাস্ত আদালতের বোযদাদে থাকিবার নিমিত্তে তাহা ইষ্টাম্পকাগজে করিতে হইবেক কিন্তু যদি কোন সময়ে এ প্রকার টাকা দেওনের কোন বিশেষ হুকুম হইয়া থাকে তবে এইরূপ ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত লিখিতে হইবেক না।—১৮৩৭ সালের ৯ জুনের ১০৯৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৪৭। সদর আদালতে উপস্থিত কোন এক মোকদ্দমাতে এইমত জিজ্ঞাসা হইয়াছিল যে যোত্রহীন আপেলান্টের প্রতিকূলে যে ডিক্রী হইয়াছে আপীল হওন সময়ে ঐ ডিক্রী জারীকরা স্থগিত করিতে যদি ঐ আপেলান্ট সাদা কাগজে দরখাস্ত করে তবে তাহা মঞ্জুর হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত এই বিধান করিলেন যে যে প্রকার কাগজপত্রে ইষ্টাম্পের মাসুল যোত্রহীনেরদের মাফ করা যাইবেক তাহা ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৮ ধারায় অতিস্পষ্টরূপে লেখা আছে এবং ঐ ধারাতে উক্ত প্রকার দরখাস্তের মাসুল মাফ হয় নাই। অতএব যে আদালতে তাহা দাখিল করা যাইবেক সেই আদালতে দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ আপেলান্টের দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। সদর আদালত আরো কহেন যে যোত্রহীন ব্যক্তি স্বয়ং উকীল নিযুক্ত করিলে তাহার ওকালৎনামার বিষয়ে এবং ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৬ ধারাক্রমে যে মালজামিনী পত্র দিতে হয় তাহার বিষয়েও এই নিয়ম ব্যবহার হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রকার যে দরখাস্ত আদালতে দাখিল হয় তাহার বিষয়েও সেই নিয়ম ধার্য্য করা উচিত বোধ হয়। এবং সদর আদালত এ নিয়ম উত্তর কালে ব্যবহারের রীতির ন্যায় জ্ঞান করিবেন।—১৮৩৮ সালের ৯ মার্চের ১১৩২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৪৮। ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি হস্তান্তর ও বিক্রয়ের বিষয়ে যাহারা ওজর করে তাহারা মুনসেফের আদালতে সাদা কাগজে দরখাস্ত দিতে পারে। -১৮৪০ সালের ২৬ জুনের ১২৭৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৪৯। সরাসরী মোকদ্দমার দরখাস্তের B চিহ্নিত তফসীলের ৭ দফার লিখিত আরজীর মত ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক।—১৮৩১ সালের ৭ জানুআরির ৫৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৫০। সদর আদালত বোধ করিতেছেন যে উক্ত বর্জ্জিত কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক যে দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে যে বাকিরা জেলখানায় কয়েদ হয় তাহারদের প্রতি জেলখানায় যেরূপ ব্যবহার হয় কেবল সেই বিষয়ের দরখাস্ত শাদা কাগজে লিখিতে পারে এবং ফৌজদারী আদালতের হুকুমক্রমে যাহারা জেলখানায় কয়েদ হয় তাহারদের প্রতি যে ব্যবহার হয় কেবল সেই বিষয়ে অথবা যে মোকদ্দমাতে তাহারা কয়েদ হইল তদ্বিষয়ে তাহারা শাদা কাগজে দরখাস্ত করিতে পারে।—১৮৩০ সালের ২৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৫৫১। ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৭ প্রকরণানুসারে জিলা এবং শহরের আদালতে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত লিখিতে হয় তাহার বিষয়ে ব্যবহারের বৈলক্ষণ্য হইতেছে বোধ হওয়াতে সদর আদালতের সাহেবেরা আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া হুকুম করিতেছেন যে এইমত দরখাস্ত যদি জিলা ও শহরের আদালতের নিজ কার্য্যের সম্পর্কে তথায় করা যায় অথবা সাবেক প্রবিন্সাল আদালতের ক্ষমতা জিলা ও শহরের আদালতে অর্পণ হওয়াতে যে কার্য্য ঐ আদালতে উপস্থিত করা যায় তৎসম্পর্কে হয় উভয় গতিকে ১৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে না লিখিয়া ॥৹ আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। -১৮৪২ সালের ১৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৫৫২। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে দেওয়ানী আদালত মোকদ্দমার খরচার বিষয়ে যে জামিনী পত্র তলব করেন তাহা ১৮২৯ সালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে কত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিতেছেন যে ঐ জামিনী যে আদালত তলব করেন সেই আদালতে দাখিলহওয়া দরখাস্ত ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৭ নম্বরঅনুসারে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয় সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ জামিনীপত্রও লিখিতে হইবেক।—১৮৩০ সালের ২৮ মের ৫৫৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৫৩। সদর আদালত জানাইতেছেন যে সরকারী আমলারদের নামে তাহারদের পদবিষয়ক কার্য্যের বাবৎ ১৮১৪ সালের ২ আইনানুসারে যে নালিশ হয় তাহার ইষ্টাম্পের মাসুল মাফ হয় নাই অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে অন্যান্য নালিশের আরজী যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয় সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে এই প্রকার আরজী লিখিতে হইবেক।—১৮৩৭ সালের ৮ ডিসেম্বরের ১১১৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৫৪। বেআইনীমতে টাকা তহসীল করণের নিমিত্তে যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা পাইবার জন্যে সরকার ১৭৯৩ সালের ২৭ আইনের ১১ ধারানুসারে নালিশ করিলে সরকারের দরখাস্ত ॥৹ আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইতে পারে।—১৮৪৭ সালের ১৩ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

অষ্টম। প্লেণ্ট অর্থাৎ নালিশের দরখাস্ত এতদ্দেশীয় কার্য্যকারকের আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ও আপীলের দরখাস্ত কোন সংখ্যার টাকা আদায় করিবার নিমিত্তে অথবা কোন প্রাপ্তি কি লিখন কি বস্তু পাওয়া যাওনের নিমিত্তে হইলে

ঐ দাওয়াকরা বস্তুর মূল্য ১৬৲ ষোল টাকার অধিক না হইলে অধিকের হইলে যাহার উপর।		যেপর্য্যন্ত।		১৲
১৬৲	... ...	৩২৲	. .	২৲
৩২৲	. ...	৬৪৲	. . . .	৪৲
৬৪৲	... . .	১৫০৲	... . .	৮৲
১৫০৲	... ...	৩০০	... ..	১৬৲
৩০০৲	. . ..	৮০০৲	. .	৩২৲
৮০০৲	... ...	১,৬০০৲	... ...	৫০৲
১,৬০০৲	... . .	৩,০০০৲	. ...	১০০৲
৩,০০০৲	... . .	৫,০০০৲	... ...	১৫০৲
৫,০০০৲	... ...	১০,০০০৲	. . ...	২৫০৲
১০,০০০৲	... ..	১৫,০০০৲	... ...	৩৫০৲
১৫,০০০৲	... ...	২৫,০০০৲	... . .	৫০০৲
২৫,০০০৲	... ...	৫০,০০০৲	. . ...	৭০০৲
৫০,০০০৲	... ...	১,০০,০০০৲	... . .	১,০০০৲
১,০০,০০০৲	এক লক্ষের উপর যত হয়।	...	... ...	২,০০০৲

৫৫৫। যখন কোন নালিশ বা আপীলের আরজীর সমুদয় বিষয় এক ফর্দ্দ ইষ্টাম্প কাগজে না আঁটে তখন অন্য যে ফর্দ্দ কাগজের আবশ্যক হয় তাহা ইষ্টাম্প কাগজ হওনের প্রয়োজন নাই।—১৮৩৪ সালের ২৭ মার্চের ৮৬০ নম্বরী আইনের অর্থ।

নবম। প্লিডিং অর্থাৎ আদালতে করা সওয়ালজওয়াব এতাবতা কোন মোকদ্দমায় উপস্থিতকরা প্রত্যেক জওয়াব কি রদ্দজওয়াব কি জওয়াবুলজওয়াব কি সওয়ালজওয়াব করণের পর দেওয়া সওয়াল জওয়াব নীচের লিখিত মতে লেখা যাইবেক।

রেজিষ্টর সাহেব কি সদর আমীনের আদালতে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য ... ... ॥০

জিলা ও শহরের আদালতে যে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক তাহার মূল্য ... ... ১৲

প্রবিন্সাল কোর্ট আপীল ও সদর দেওয়ানী আদালতে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ... ... ৪৲

মন্তব্য। সদর ও মফঃসলের বিশেষ কমিসানরের আদালতে এবং অতিরিক্ত অন্য কোন আদালতে সওয়ালজওয়াবের নিয়ম ঐ২ আদালতে যে২ নিয়ম এখন চলিতেছে কি ইহার পরে স্থির করা যাইবেক তদনুসারে হইবেক।

৫৫৬। ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলে যে হুকুম আছে যে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের আদালতের সওয়ালজওয়াব ১৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক তাহা মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে ১০০০৲ এক হাজার টাকার অনধিক সংখ্যা বা মূল্যের দাওয়ার বিষয়ি প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা এবং সদর আমীন ও মুনসেফের করা ফয়সলার উপর আপীলহওয়া মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব ব্যতিরেকে যে২ জিলা বা শহরে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম চলন হইয়াছে কি উত্তর কালে হইবেক সেই২ জিলা বা শহরের জজ সাহেবের আদালতের সমস্ত সওয়ালজওয়াব ৪৲ চারি টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক উপরের বিশেষ করিয়া লেখা দুই প্রকার মোকদ্দমার সমস্ত সওয়ালজওয়াব পূর্ব্বের মত কেবল ১৲ এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক ইতি।— ১৮৩২ সা। ৭ আ। ৩ ধা।

৫৫৭। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ৫ প্রকরণ ১৮২৯ সালের ১০ আইনের দ্বারা অথবা অন্য কোন আইনের দ্বারা রদ হয় নাই। ঐ পঞ্চম প্রকরণে হুকুম আছে যে ডিক্রীর উপর আপীল করণের বিশেষ হেতু যদি আপীলী আরজীর মধ্যে না লেখা যায় তবে তাহা স্বতন্ত্র এক আরজীতে লিখিয়া দাখিল করিতে হইবেক এ প্রকার আরজী যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক তাহা ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৯ প্রকরণে লেখা আছে।—১৮৩০ সালের ১৮ মের ৫৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৫৮। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮১৭ সালের ৩ আইনের দ্বারা ৬৪৲ টাকার কমের সকল মোকদ্দমার বিচার যে কোন আদালতে হয় তাহাতে ইষ্টাম্পের মাসুল মাফ হইয়াছিল। পরে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৯ প্রকরণেতে হুকুম হইল যে ১৫০৲ টাকার অনধিক মূল্যের সকল মোকদ্দমাতে ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক না। পরে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার দ্বারা হুকুম হইল যে মুনসেফের আদালতে যে কোন মূল্যের মোকদ্দমার বিচার হয় তাহাতে কোন ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক না এই হুকুম তাহার পর করা কোন আইনের দ্বারা মতান্তর হয় নাই। কিন্তু ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণে হুকুম আছে যে জিলার আদালতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা যত অল্প মূল্যের হউক এবং তাহা পরিশেষে অধস্থ আদালতে অর্পিত হইলে বা জজ সাহেবের নথীতে থাকিলে সকলেরি ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক। পরে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৩ ধারায় জিলার আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে যে ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক তাহা নিরূপণ হইল অর্থাৎ ১০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমায় ৪৲ টাকা এবং ১০০০৲ টাকার কম প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় এবং সদর আমীন ও মুনসেফের ডিক্রীর উপর আপীলী মোকদ্দমায় ১৲ টাকা।—১৮৩৩ সালের ১৯ মার্চের ৭৬৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৫৯। ৫০০০৲ টাকার অধিক মূল্যের প্রথমত উপস্থিত হওয়া যে২ মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পিত হয় তাহার সওয়ালজওয়াব এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৩ ধারা কেবল জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের আদালতের প্রতি খাটে।—১৮৩৮ সালের ৫ জানুআরির ১১১৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৬০। ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ২ ধারাতে হুকুম আছে যে ইষ্টাম্পের মাসুল বসাইবার ও আদায় করিবার ও উসুল করিবার বিষয়ে তৎসময়ে যে সকল আইন চলন ছিল তাহা রদ হইল এবং ঐ আইনের ১৭ ধারায় হুকুম আছে যে A ও B চিহ্নিত তফসীলের নানা বিধি উত্তর কালে প্রবল হইবেক। B চিহ্নিত তফসীলে স্থাপিত আদালতে উপস্থিতহওয়া আসল বা

আপীলী মোকদ্দমার বিষয়ে কোন বর্জিত কথা দৃষ্ট হয় না। যে আপীল এক্ষণে উত্থাপিত হইয়াছে তাহা রাজস্বের কর্ম্মকারকের-দের নিষ্পত্তি অন্যথা করিবার জন্যে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২৭ ধারানুসারে হইতেছে অতএব যেমন অন্যান্য সকল মোকদ্দমায় হইয়া থাকে তেমনি এই মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব ও অন্য কাগজপত্রে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের নির্দ্ধার্য্য ইষ্টাম্পের সম্পূর্ণ মূল্য লাগিবেক কিন্তু ঐ আইনের সে১ মতান্তর তৎপরের আইনের দ্বারা হইয়াছিল তাহা আমলে আসিবেক।—১৮৩৩ সালের ২৯ মার্চের ৭৬৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৬১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে রেজিষ্টর সাহেব ও প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর জজ সাহেবের নিকটে যে আপীল হয় তাহা ১৮৩১ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার বর্জিত বিষয়ের মধ্যে লেখা নাহি অতএব সেইরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমায় সওয়ালজওয়াব ৪১ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ৪ অক্টোবরের ৮৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

দশম। বাজীনামা ও রফানামা ও সোলেনামাইত্যাদি অর্থাৎ কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা যে লিখনের দ্বারা কি যদনুসারে রফা করা যায় কিম্বা আদালতে যে জজ সাহেব কি অন্য কর্ম্মকারি সাহেব বৈঠক করেন তাঁহার সাক্ষাৎ সওয়ালজওয়াববাতিরেকে রফা করিতে না পারা যায় এমন দরখাস্ত ... ...

তাহা যে আদালতে উপস্থিত করা যায় ঐ আদালতে সওয়ালজওয়াব যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় তত্তুল্য।

ঐ মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব করা পূর্ণ না হইবার এবং ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে হুকুম দেওয়া যাইবার পূর্ব্বে উপরের লিখিত প্রকার দরখাস্তপ্রযুক্ত ঐ মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে ফরিয়াদী ঐ১ আদালতের সাহেবের নিকটে ঐ নালিশের দরখাস্ত যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়াছে তাহার মূল্য এবং তাহার নম্বর ও পৃষ্ঠে লেখা বিশেষ কথাবোধক সর্টিফিকট পাইতে পারে ঐ সর্টিফিকট জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিলে ঐ ফরিয়াদী ঐ ইষ্টাম্প কাগজের সমুদয় মূল্য ফিরিয়া পাইবেক কিন্তু সর্ব্বদা ইহা জানা কর্ত্তব্য যে ঐ কাগজ কি তাহার উপর দস্তখৎ কি পৃষ্ঠে লেখায় কোন দোষ না থাকে।

সওয়ালজওয়াব সম্পূর্ণ হইলে এবং নিষ্পত্তির নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করণের হুকুম হইলে অথবা শুনানি ও বিচারের নিমিত্তে যে২ মোকদ্দমার ফর্দ্দ লেখা কি দাখিল করা গিয়াছে ঐ২ মোকদ্দমা তাহার মধ্যে লেখা থাকিলে ফরিয়াদী ঐ নালিশের আরজীর ইষ্টাম্প কাগজের সেই মূল্যের অর্দ্ধেক ফিরিয়া পাইবার সর্টিফিকট পাইবেক।

রাজীনামা কি সোলেনামাতে যে রফা করা যায় তাহার মতাচরণ করিবার নিমিত্তে আদালতের ডিক্রীহওয়ার আবশ্যক হইলে ফরিয়াদী ঐ ইষ্টাম্প কাগজের মূল্যের কোন অংশ ফিরিয়া পাইবেক না।

৫৬২। জিলার জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ১০ ধারার বিধির অনুসারে রাজীনামার দ্বারা রফাহওয়া মোকদ্দমাতে যেরূপ উপস্থিত রসুম ফিরিয়া দেওয়া যায় সেইরূপে দস্তবরদারী হইলে অর্থাৎ ফরিয়াদী আপনার দাওয়া স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করিলে উপস্থিত রসুম ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে যদি রফানামা আইনমতে সিরিশ্তাগ দাখিল না হয় তবে উপস্থিত রসুমের বদলে যে ইষ্টাম্পের মাসুল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারে না।—১৮৩৫ সালের ২৮ আগষ্টের ৯৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৬৩। সদর আদালত জানাইতেছেন যে নালিশের আরজীতে যে ইষ্টাম্পের মাসুল দেওয়া গিয়াছিল সেই সমুদয় অথবা তাহার কতক অংশ কোন২ গতিকে ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিতে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ১০ প্রকরণে আদালতের প্রতি যে হুকুম আছে তাহার অভিপ্রায় যে বিবাদিরদিগকে এমত প্রবোধ দেওয়া যায় যে আদালতের বাহিরে তাহারা বিরোধি বিষয়ের আপোসে এমত সম্পূর্ণরূপে রফা করে যে আদালতের সেই বিষয়ে কোন মতে হস্তক্ষেপ করিতে না হয়। যদি উভয় বিবাদী মোকদ্দমার খরচা উসুল করিতে অথবা ঐরূপ অন্য কোন কর্ম্ম করিতে আদালতে দরখাস্ত করে তবে উক্ত অভিপ্রায় স্পষ্টতঃ বিফল হয় অতএব যদি ফরিয়াদী সেইরূপ কোন দরখাস্ত করে তবে নালিশের আরজীতে যে ইষ্টাম্পের রসুম দিয়াছিল তাহার কোন অংশ উক্ত ধারার দ্বারা ফিরিয়া পাইতে পারে না। সদর আদালত বোধ করেন যে ঐ বৈলক্ষণ্যের বিষয়ে অধস্থ আদালতের তাদৃশ মনোযোগ নাই।—১৮৩৮ সালের ২০ জুলাইর সরকুলর অর্ডরের ৫ দফা।

একাদশ। সাক্ষী অর্থাৎ সাক্ষির তলবকরণ কি জোবানবন্দী লওনের বিষয়ি দরখাস্ত কি আরজী তাহাতে লিখিত জনেরদের সংখ্যানুসারে ... .

নিবেদনপত্রের মূল্যের তুল্য।

এবং নম্বরী মোকদ্দমায় কোন সাক্ষির নাম উপরের লিখিত মতে দরখাস্ত কি আরজীতে না লেখা গেলে সেই সাক্ষির তলব করা কি তাহার স্থানে জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক না।

বিশেষ নিয়ম।

ইহাতে লিখিত কোন কথার এমত অভিপ্রায় নহে যে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন লোকের বিষয়ে চলিত আইনে যে২ হুকুম আছে তাহার প্রকারান্তর কি হানি হয় এবং মুনসেফ যে মেহনতানা পাইবার যোগ্য হন তাহারো মতান্তর কি হানি হয় ইতি।

দস্তাবেজের ও সাক্ষিরদের ইসমনবিসীর নিমিত্ত ইষ্টাম্পের বিষয়ি আইনের অর্থ।

৫৬৪। যদি কোন ব্যক্তি নানা দস্তাবেজ দাখিল করিতে চাহে অথবা নানা সাক্ষিরদিগকে তলব করিতে চাহে তবে প্রত্যেক দস্তাবেজ অথবা সমনের আলাহিদা২ দরখাস্ত দাখিল করিতে তাহার আবশ্যক নাই। যে প্রত্যেকে দস্তাবেজ দাখিল হয় অথবা যে প্রত্যেক সাক্ষির তলব হয় তাহার বিষয়ে যে মাসুল নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যদি তত্তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ ব্যবহার হয় তবে দুই বা ততোধিক দস্তাবেজ কিম্বা সমনের বিষয়ে এক দরখাস্ত গ্রাহ্য হইতে পারে।—১৮১৪ সালের ১৯ মার্চের ১৪৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৬৫। যাহা সামান্যত এক আলাহিদা দস্তাবেজ বোধ হইয়াছে তাহা দুই বা ততোধিক ফর্দ্দে লিখিত হইলে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৫ ধারানুসারে গ্রাহ্য হইতে পারে।—১৮১৪ সালের ১৯ মার্চের ১৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৬৬। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারানুসারে খাস আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে যে ডিক্রী এবং অন্যান্য দলীলদস্তাবেজের নকল দাখিল হয় তাহার উপর ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২২ ধারার দ্বারা মতান্তর করা ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৫ ধারার লিখিত বিধির ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছিল। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে আপীল খাস হইলে বা না হইলে নম্বরী মোকদ্দমার আপীলী দরখাস্তের সঙ্গে যে সকল ডিক্রী এবং অন্যান্য দস্তাবেজের নকল দাখিল হয় তাহার বিষয়ে উক্ত বিধি খাটিবেক এমত জ্ঞান করিতে হইবেক কিন্তু ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২৪ ধারার দ্বারা ইষ্টাম্পের মাসুলহইতে যে ওকালৎনামা এবং অন্যান্য দস্তাবেজের ক্ষমা হইয়াছিল তাহা বর্জ্জিত থাকিবেক। সদর আদালত আরো সেই সময়ে আপনার এই মত জানাইলেন যে যে ডিক্রী এবং অন্যান্য দস্তাবেজের নকল বোযদাদে রাখিবার নিমিত্তে দাখিল না হয় তাহার বিষয়ে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৫ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২২ ধারার দ্বারা মতান্তরকরা বিধি খাটে না। ১৮১৮ সালের ১৬ মার্চের ২৮৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৬৭। বুন্দেলখণ্ডের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে বাদী বা প্রতিবাদী আদালতে দরখাস্ত না করিয়া আপন২ সাক্ষিদিগকে আনাইতে পারে কি না অথবা আদালতের দ্বারা যে সাক্ষির তলব হয় কিম্বা বাদীপ্রতিবাদী যে-সাক্ষিকে আনিতে চাহে এইরূপ উভয় প্রকার প্রত্যেক সাক্ষির বিষয়ে ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত করিতে হইবেক কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে যে ইষ্টাম্পের আইন সর্ব্বশেষে জারী হইয়াছে তাহার নিরূপিতমতে দরখাস্ত না করিলে নম্বরী মোকদ্দমার কোন সাক্ষির জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারে না।- ১৮১৪ সালের ১৭ আগষ্টের ১৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৬৮। মুনসেফের নিকটে যে মোকদ্দমা হয় তাহাতে দস্তাবেজ এবং ইসমনবিসীর কোন ইষ্টাম্পের মাসুল নাই।—১৮১৪ সালের ১৭ আগষ্টের ১৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৬৯। সরাসরী মোকদ্দমায় দস্তাবেজ এবং ইসমনবিসীর কোন ইষ্টাম্পের মাসুল নাই।—১৮১৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের ১৮৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৭০। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রতি সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ে জিজ্ঞাসা হওয়াতে ঐ আদালতের সাহেবেরা উত্তর করিলেন যে সাক্ষির তলব করণের দরখাস্তের বিষয়ে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৬ ধারায় যে২ বিধি আছে তাহার বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২০ ধারার ১ প্রকরণে এই হুকুম হইল যে ঐ২ বিধি কেবল আসল নম্বরী মোকদ্দমা এবং নম্বরী অথবা খাস আপীলের বিষয়ে খাটে এবং সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে না।- ১৮১৬ সালের ১৫ মের ২৪৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৭১। যে মোক্তারনামাক্রমে ওকালৎনামা দেওয়া গিয়াছে তাহা এবং খরচার এবং ডিক্রী জারী বা স্থগিত করণের জামিনীপত্র এবং ওকালৎনামা এবং যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে তাহার নকল আপেলান্টকে আপীলের আরজীর সঙ্গে দাখিল করিতে সদর আদালত অনুমতি দিয়া থাকেন। অন্যান্য সকল দলীলদস্তাবেজ পৃথক্ দরখাস্তে নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে দাখিল করা গিয়া থাকে।—১৮৩৫ সালের ৭ আগষ্টের ৯৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৭২। ১৮৩১ সালের ৫ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে দস্তাবেজ ও ইসমনবিসীর রসুম ঐ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে সেই২ বিষয়ের যে আইন চলন ছিল তদনুসারে নিষ্পত্তি হইবেক।—১৮৩৩ সালের ২৯ মার্চের ৭৬৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৭৩। কলিকাতাস্থ সদর আদালতের সম্মতিক্রমে বিধান হইল যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনু-

সারে পুনর্ব্বিচারের যে দরখাস্ত হয় তাহার সঙ্গে দাখিলহওয়া কাগজপত্র দলীলদস্তাবেজের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং ঐ কাগজপত্র আসল নালিশ অথবা নম্বরী কি খাস আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৫ প্রকরণের বিধিমতে তাহাতে ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক। —১৮৩৬ সালের ২১ অক্টোবরের ১০৫৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৭৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৩ ধারাতে জজ সাহেবের আদালতে মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব যে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক কেবল সেই বিষয়ে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীল মতান্তর হইয়াছে এবং সাক্ষিদের ইসমনবিসীতে পূর্ব্বের মত দলীলদস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রের তুল্য মাসুল লাগিবেক এবং তাহা ১৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। (B চিহ্নিত তফসীলের ৫ এবং ১১ প্রকরণ দেখ।) —১৮৩৭ সালের ১১ আপ্রিলের ১০৮৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৭৫। সদর দেওয়ানী আদালতের সম্মুখে উপস্থিত যে২ মোকদ্দমার কোন বিশেষ বিষয়ে ঐ আদালতের সাহেবেরা জিলার জজ সাহেবকে সাক্ষ্য লইতে হুকুম করেন সেই২ মোকদ্দমার জজ সাহেবের নিকটে দাখিলহওয়া ইসমনবিসী সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল হইলে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইত সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক অর্থাৎ ২৲ টাকা। কিন্তু যে২ মোকদ্দমা জিলার জজ সাহেবের নিকটে পুনর্ব্বার তজবীজ ও বিচার করণার্থ পাঠান যায় তাহাতে ইসমনবিসী ১৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ১৮৩৭ সালের ১১ আপ্রিলের ১০৮৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৭৬। শ্রীযুত বৈস প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে বোধ করেন যে দরখাস্ত কিম্বা সিবিশতার অন্য কাগজপত্র যে পরিমাণের এবং যে প্রকার কাগজে লিখিতে হয় তাহার বিষয়ে যদি জজ বা কালেক্টর সাহেবের সিবিশ্‌তার নিমিত্তে কোন বিধান নাই তবে আদালতের কর্ম্মকারক সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমে দৃষ্টি রাখিয়া এবং রাজস্বের কর্ম্মকারক বেবিনিউ বোর্ডের হুকুমে দৃষ্টি রাখিয়া আপন আদালত ও কাছারীর নিমিত্তে সেই বিষয়ের বিধান করিতে পারেন। ঐ কর্ম্মকারকেরা ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং তিনি যে পরামর্শ দেন এবং আবশ্যক পরিমাণের যত কাগজ তিনি যোগাইতে পারেন তদনুসারে তাঁহারা কাগজের বিষয়ে হুকুম পাঠাইবেন।—ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের পরামর্শ এই। এই বিষয়ে নানা আদালতে হুকুম করিতে সদর দেওয়ানী আদালতকে আমি পরামর্শ দিতেছি যে ছোট কর্ম্মের নিমিত্তে অর্থাৎ যে সাক্ষিকে তলব করিতে হয় তাহার নাম লিখিবার অথবা দলীলদস্তাবেজ দাখিল করিবার দরখাস্ত ৫। ৬ নম্বরী খ্যাত অল্প পরিমাণের কাগজে লেখান।—১৮৩২ সালের ১০ আগষ্ট তারিখের সরকুলর অর্ডর।

৩ অধ্যায়।

নম্বরী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি।

১ ধারা।

আদালতে যে ভাষা চলিবেক তাহা।

১। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখঅবধি ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের চলিত আইনের যে কোন আইনে এমত হুকুম আছে যে দেওয়ানী কার্য্যে অথবা রাজস্বের কার্য্যে পারসী ভাষা ব্যবহার করিতে হইবেক সেই হুকুম সামান্যতঃ অথবা যে কোন সীমার মধ্যে উচিত বোধ হয় সেই সীমার মধ্যে রহিত করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং ঐ সমস্ত কার্য্যে যে ভাষা ও যে অক্ষর চলন হইবেক তাহার হুকুম করিতে পারেন ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৯ আ। ১ ধা।

২। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যে ক্ষমতার্পণ হইল তাহা সমুদয় কি তাহার কতক অংশ তিনি উক্ত তারিখঅবধি হজুর কৌন্সেলের এক আজ্ঞাক্রমে আপনার অধীন কোন কার্য্যকারককে অর্পণ করিতে পারেন এবং যে বিষয় বর্জ্জিত রাখা উচিত বোধ করেন সেই বিষয় বর্জিত রাখিতে পারেন ইতি।- ১৮৩৭ সা। ২৯ আ। ২ ধা।

৩। ১৮৩৭ সালের ২৯ আইনের ১ ধারাতে যে সকল ক্ষমতা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের প্রতি অর্পণ হইয়াছিল সেই ক্ষমতা ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে গত মাসের ৪ তারিখে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর সাহেবের প্রতি অর্পণ করাতে বাঙ্গলা দেশের ঐ শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর সাহেব হুকুম করিতেছেন যে ফোর্ট উলিয়ম বাঙ্গধানীর অন্তঃপাতি বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে যে সকল জিলা আছে তাহার মধ্যে আদালত-সম্পর্কীয় এবং রাজস্বসম্পর্কীয় সকল কার্য্যে পারসী ভাষার পরিবর্ত্তে ঐ২ জিলার চলিত ভাষার ব্যবহার হয় এবং ঐরূপ ভাষা পরিবর্ত্তনের নিমিত্তে বর্ত্তমান মাসের ১ তারিখঅবধি বারো মাস মিয়াদ দেওয়া যায়। শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর সাহেব অবগত আছেন যে এই মহা এবং উপকারক মুনিয়ম করাতে প্রাচীন এবং অতিমূলবদ্ধ নিয়মের সমূলোৎপাটন হইবেক অতএব তাহা সাবধানে২ প্রবিষ্ট করিতে হইবেক। এইপ্রযুক্ত তিনি নানা দস্তুরের কর্ত্তারদিগকে এই ক্ষমতা দিতেছেন যে তাঁহারদের নানা কাছারীতে এবং তাঁহারদের অধীন কাছারীতে তাহারা এই নূতন নিয়ম যেমত উচিত বোধ করেন সেইমত ক্রমে২ চালান। কিন্তু উক্ত মিয়াদের মধ্যে দেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে চালাইতে হইবেক।- ১৮৩৮ সালের ৯ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৪। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের যে সকল কার্য্য এদেশীয় ভাষাতে উত্তর কালে লেখা যায় তাহা ইতর ভাষা এবং পণ্ডিতেরদের ভাষার মাঝামাঝি ভাষায় লিখিত হইয়া সাধারণ লোকেরদের বোধগম্য হয় ইহা উচিত বোধ হওনাতে আমি সদর আদালতের হুকুমক্রমে তোমাকে আদেশ করিতেছি যে তুমি এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবা এবং তোমার আমলারদিগকে এবং অভিজ্ঞিত বিচারকেরদিগকে হুকুম দিবা যে ১৭৯৩ সালের আইনের বাঙ্গলা তরজমার অনুসারে তাঁহারা আপনারদের ভাষা লেখেন এবং আদালতের কার্য্যে যে শব্দের সর্ব্বদা ব্যবহার হইতেছে তাহা সেই তরজমার অনুসারি লেখেন।—১৮৪১ সালের ২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৫। সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের এজেন্ট সাহেবের যে আসিস্টান্ট কাজারী-বাগে অথবা লোহারডগায় নিযুক্ত আছেন তাঁহার নিকটে যে সকল কাগজ পাঠান যায় তাহা উর্দু ভাষায় লেখা যায়।—১৮৩৮ সালের ২৩ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৬। বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেবের অনুমতিক্রমে সদর দেওয়ানী আদালত নিশ্চয় করিয়াছেন যে ইহার পর কলিকাতা রাজধানীর সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সমস্ত রোয়দাদী কাগজপত্র এবং হুকুমপ্রভৃতি উর্দ্দু ভাষায় এবং পারসী অক্ষরে লেখা যাইবেক।—১৮৩৯ সালের ৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৭। যেহেতুক দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি এবং সেই নিষ্পত্তির হেতু নিষ্পত্তি করণের সময়ে জজের স্বকীয় ভাষায় লেখা ও দস্তখৎ করা উচিত বোধ হইল। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর অধীন দেশে যেং বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহা এবং সেইং বিষয়ের নিষ্পত্তি এবং সেইং নিষ্পত্তির হেতু ডিক্রীর যেং ভাগে লেখা যায় সেইং ভাগ এবং নম্বরী মোকদ্দমার ডিক্রী সংশোধনের যে হুকুম ও ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের যে হুকুম সদর আদালতের জজ সাহেবেরা অথবা জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা অথবা জিলার অধীন জজ কিম্বা আসিষ্টাণ্ট জজ সাহেবেরা করেন তাহা প্রথমে ইঙ্গরেজী ভাষাতে লেখা যাইবেক এবং সেই নিষ্পত্তি ও হুকুম করণের সময়ে ঐ জজ সাহেবের অথবা জজ সাহেবেরদের দ্বারা তাহাতে দস্তখৎ হইবেক এবং ঐ ডিক্রী অথবা হুকুমসম্পর্কীয় মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের সামান্যতঃ চলন ভাষাতে তাহার তরজমা করা যাইবেক এবং সেই তরজমা ডিক্রীর অন্তর্গত করা যাইবেক ইতি।—১৮৪৩ সা। ১২ আ। ১ ধা।

৮। এবং যেহেতুক যে ভাষা লইয়া ব্যবহার করিতে হইবেক সেই ভাষার বিষয়ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে উপরিস্থ আদালতের উপদেশের নিমিত্তে এই আইনের পূর্ব্বোক্ত ধারায় যে সকল নিয়ম আছে সেইং নিয়মানুসারে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন এবং মুনসেফেরদের কার্য্য করা উচিত বোধ হইল অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে সকল রাজধানীর অধীন দেশে যেং বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহা এবং সেইং বিষয়ের নিষ্পত্তি এবং সেইং নিষ্পত্তির হেতু প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন কি মুনসেফের করা সকল ডিক্রীর যে ভাগে লেখা যায় সেই ভাগ ঐ প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফ প্রথমে স্বকীয় ভাষাতে লিখিবেন এবং ঐ প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন কি মুনসেফেরা সেই নিষ্পত্তি করণের সময়ে তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং ডিক্রীসম্পর্কীয় মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের চলন ভাষা যদি ঐ প্রধান সদর আমীনপ্রভৃতির স্বকীয় ভাষা না হয় তবে ঐ ডিক্রী সেই আদালতের চলন ভাষায় তরজমা করিতে হইবেক এবং সেই তরজমা ঐ ডিক্রীর অন্তর্গত করা যাইবেক ইতি।—১৮৪৩ সা। ১২ আ। ৩ ধা।

৯। ১৮৪৩ সালের ১২ আইনের বিধির মতাচরণ না হওয়াপ্রযুক্ত এক মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৫ সালের ২৬ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৪০১ পৃষ্ঠা।

১০। ১৮৪৩ সালের ১২ আইনের বিধানের বিষয়ে ভিন্ন ব্যক্তিরদের ভিন্ন মত হইয়াছে অবগত হইয়া কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালত উত্তরপশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই বিষয়ে সর্ব্বত্র একি প্রকার ব্যবহার হইবার জন্যে সর্ব্ব সাধারণ লোকেরদের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে হুকুম প্রকাশ করা উচিত বোধ করিয়াছেন।—১৮৪৪ সালের ১৬ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১১। উভয় সদর আদালতের সাহেবেরা বিধান করিয়াছেন যে উক্ত আইনের কথাক্রমে সকল শ্রেণীর বিচারকেরদের অবশ্য কর্ত্তব্য যে তাঁহারা আপনারদের আসল নিষ্পত্তি ও সেই নিষ্পত্তির হেতু আপনারদের হাতে লেখেন এবং সেই আইনের বিধির অনুসারে ঐ নিষ্পত্তি জানাইবার সময়ে তাহাতে দস্তখৎ করেন এবং ঐ ডিক্রী অথবা হুকুমসম্পর্কীয় মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের সামান্যতঃ চলন ভাষাতে ঐ নিষ্পত্তি ও তাহার হেতু শুদ্ধরূপে তরজমা করান্। আরো জানিবেন যে উক্ত আইনের ১ এবং ৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট সকল নিষ্পত্তি ও হুকুমের সহিত এই বিধান সম্পর্ক রাখে।—১৮৪৪ সালের ১৬ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১২। ঐ বিচারকের নিজ ভাষা এবং ঐ অধীন দেওয়ানী আদালতের চলন ভাষা যদি এক হয় তবে তরজমা করিবার আবশ্যক নাই কিন্তু নিষ্পত্তি এবং নিষ্পত্তির হেতু প্রথমে এদেশীয় বিচারকের নিজ হাতে লিখিতে হইবেক এবং যে মোকদ্দমার সহিত তাহা সম্পর্ক রাখে সেই মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিল করিতে হইবেক এবং তাহা চূড়ান্ত ডিক্রীর অন্তর্গত করা যাইবেক।—১৮৪৪ সালের ১৬ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৩। দেওয়ানীর জজ সাহেবেরদের প্রতি হুকুম হইল যে এই বিধান প্রতিপালন হইতেছে কি না ইহা অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত মিয়াদের পর তাহার রিপোর্ট করেন এবং এই বিষয়ে যেমত উচিত বোধ করেন সেইমত সতর্কতার বিষয়ের হুকুম দেন।—১৮৪৪ সালের ১৬ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৪। দেওয়ানী মোকদ্দমার যে রোয়দাদ ও কাগজপত্র সদর আদালতে পাঠান যায় তাহা যদ্যপি পারসী বা উর্দু অথবা বাঙ্গলা ভাষায় লেখা থাকে তবে তাহা তরজমা করিয়া পাঠাইবার আবশ্যক নাই। কিন্তু ঠগী অপরাধের মোকদ্দমাব্যতিরেকে যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে সোপর্দ্দ হয় তাহার যে সকল কাগজপত্র পারসী বা উর্দু ভাষায় লেখা না থাকে তাহা উর্দু ভাষায় তরজমা করিয়া পাঠাইতে হইবেক।—১৮৩৯ সালের ৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৫। মগ অথবা উড়িয়া কিম্বা অন্য কোন ভাষায় যে সকল কাগজপত্র থাকে তাহা উর্দু ভাষায় তরজমা করিয়া পাঠাইতে হইবেক।—১৮৩৯ সালের ৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৬। যে জিলায় উর্দু অথবা বাঙ্গলা ভাষা চলন থাকে সেই জিলায় উভয় বিবাদী যে কোন ভাষাতে তাহারদের উপকার বোধ হয় সেই ভাষাতে আপনারদের সকল দরখাস্ত ও সওয়ালজওয়াব দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে দাখিল করিতে পাবে। কিন্তু এইরূপ দাখিলহওয়া যে কাগজপত্র পারসী বা উর্দু অথবা বাঙ্গলা ভাষায় না লেখা থাকে তাহা ঐ তিন ভাষার কোন এক ভাষায় তরজমা করিয়া দাখিল করিতে হইবেক। এবং পণ্ডিত ও মুফ্তীরদের ব্যবস্থা ও ফতওয়ার বিষয়েও সেইরূপ নিয়ম হইল।—১৮৩৯ সালের ৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

১৭। বাঙ্গলাপ্রভৃতি জিলার সরকারী কর্ম্মকারকেরা আপনং জিলার মধ্যে বাঙ্গলা ভাষায় পরস্পর লিখনপঠন করিবেন কিন্তু অন্য জিলার আদালতের সঙ্গে লিখনপঠন করিতে হইলে উর্দু ভাষায় লিখিতে হইবেক। কটকে ও সদর দেওয়ানী *আদালতের এলাকার অন্যান্য প্রদেশে ভাষা বুঝিয়া এই বিধি চলন হইবেক।—১৮৩৯ সালের ৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের* ৭ দফা।

১৮। দৃষ্ট হইতেছে যে যে জিলাতে উর্দু ভাষার চলন আছে তাহার কার্য্যকারক সাহেবেরদের নিকটে কখনং বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত মোকদ্দমার কাগজপত্র পাঠান যাইতেছে। অতএব সদর আদালতের হুকুমক্রমে তোমাকে আদেশ করিতেছি যে তুমি ১৮৩৯ সালের ৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৭ বিধির অনুসারে অবিকলরূপে কার্য্য করিবা। ঐ বিধিতে অন্যান্য জিলার সঙ্গে লিখনপঠনের বিষয়ের নিয়ম আছে।—১৮৪২ সালের ২৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

১৯। যে জিলার মধ্যে উর্দু ভাষা চলন আছে সেই জিলার কর্ম্মকারকেরদের উচিত যে উর্দু ভাষার কথাসকল নাগরী অক্ষরে লিখিবার বিষয়ে উদ্যোগ করেন এবং সেই উদ্যোগে যে ফল হয় তাহার বিষয়ের রিপোর্ট আগামি ১ জানুআরি তারিখে করেন।—১৮৩৯ সালের ৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

২০। উর্দু ভাষার কথা নাগরী অক্ষরে লিখনের বিষয়ে সদর আদালতের গত ৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফাতে যে হুকুম আছে তাহা সাধারণমতে লেখা আছে এবং অক্ষরের পরিবর্ত্তন এইমত করিতে হইবেক যে তাহাতে সরকারী কার্য্যের ব্যাঘাত না হয় অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে ঐ অক্ষরের বিষয়ে নূতন নিয়ম ক্রমেং অতিসাবধানে চালাইতে হইবেক গবর্ণমেণ্টের এমত ইচ্ছা আছে যে সরকারী সমস্ত কার্য্য প্রজাবর্গের জ্ঞানগোচর হয় এই নিমিত্তে ভাষার পরিবর্ত্তন করিতে হুকুম দিয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এমত ইচ্ছা নহে যে আপনারদের ঐ মানস পূর্ণ করণেতে তোমার আদালতের কার্য্যের রীতিমত ও শীঘ্র নিষ্পত্তি হইবার কিছু ব্যাঘাত হয়। অতএব সদর আদালত কহিতেছেন যে উভয় ইষ্ট কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ইহার তদারক না করিয়া কোন প্রকারে এই কার্য্য আরম্ভ করিবা না। এপ্রযুক্ত তোমার উচিত যে নানা সিরিশ্তার সরকারী কার্য্যের একি প্রকার নিয়ম চলন হয় এই নিমিত্তে তুমি আপন জিলার আদালত ও রাজস্বসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যকারকেরদের সঙ্গে পরামর্শ কর।—১৮৩৯ সালের ১ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২১। জজ সাহেবদিগের আপনং আদালতের কার্য্য উর্দু ভাষায় কেবল নাগরী অক্ষরে লিখনের ব্যবহার করণের হুকুম দেওনের পূর্ব্বে ঐ সরক্যুলর অর্ডরেতে জজ সাহেবপ্রভৃতিরদিগকে যেরূপে সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে আজ্ঞা হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে এমত বিবেচনা করেন যে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতি না পাইলে ঐ নিয়ম আরম্ভ করিতে আদালতসম্পর্কীয় কার্য্যকারকদিগকে নিষেধ করিলে ভাল হয়। যে জজ সাহেবেরা পরিবর্ত্তকরা ঐ রীতি চলন করিতে আপনারদিগকে প্রস্তুত বোধ করেন তাঁহারদিগকে এমত হুকুম দেওয়া যাইতে পারে যে তাঁহারা আদৌ এইং বিষয়ের রিপোর্ট করেন যে সরক্যুলর অর্ডরের মধ্যে যে সাবধানতার আজ্ঞা আছে তাহার বিষয়ে কি করিয়াছেন এবং ঐ নিয়মের দ্বারা কার্য্য রীতিমত ও শীঘ্র নির্ব্বাহ হওনের ব্যাঘাত হইবেক না ইহা কি হেতুতে তাঁহারা নিশ্চয় বোধ করিয়াছেন এবং ঐ জিলার অন্যং কার্য্যকারকেরদের সঙ্গে একপরামর্শ হইয়া সকল প্রকার সরকারী কার্য্যের একি মত নিয়ম চালাইবার বিষয়ে তাঁহারা কিং উদ্যোগ করিয়াছেন।—১৮৪০ সালের ১৪ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

২২। শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের ছাজারীবাগে নিযুক্ত এজেণ্ট সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালত এই বিধান করিলেন যে কোন ইউরোপীয় আদামী যদি নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে আপনার সওয়ালজওয়াব ও দরখাস্ত পারসী অথবা এদেশীয় ভাষায় লিখিয়া দাখিল করেন তবে তাহার তরজমা ইঙ্গরেজী ভাষায় করিয়া

ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে দাখিল করিতে পারেন। এবং তাঁহার প্রতি যে সকল হুকুম পাঠান যায় তাহা আদালতের চলিত ভাষায় এবং ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিতে হইবেক। সদর আদালত আরো বিধান করিলেন যে আসামীকে কাগজপত্রের তরজমা দেওয়া আদালতের কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে নহে আসামীর উচিত যে ঐ তরজমা করিবার নিমিত্তে কোন এক জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে।—১৮৩৬ সালের ১২ আগষ্টের ১০৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত। দাওয়ার বিভাগ।

[যে সাধারণ বিধিমতে দাওয়ার বিভাগ করণের নিষেধ হইয়াছে তাহা ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরে লেখা আছে ও এই পুস্তকের ৬১ পৃষ্ঠায় অর্থাৎ ১ অধ্যায়ের ৩৪ ধারাতে আছে। সদর আদালতের সাহেবেরা তদতিরিক্ত নীচের লিখিত বিধি করিয়াছেন।]

২৩। সদর দেওয়ানী আদালত মধ্যে২ দেখিয়াছেন যে ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরি তারিখের ২৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের হুকুম না মানিয়া ফরিয়াদীরা আপনারদের দাওয়ার এক ভাগের জন্যে নালিশ করিয়া ইলা জানাইয়াছে যে অবশিষ্টের জন্যে উত্তর কালে আলাহিদা নালিশ করিতে আমারদের মানস আছে। অতএব তাঁহারদের বোধ হইয়াছে যে ঐ সরক্যুলর অর্ডরের ক্ষমতাবিশিষ্ট অর্থ করণের আবশ্যক আছে।—১৮৪৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৪। ঐ সরক্যুলর অর্ডরের আরম্ভে লেখা আছে যে তন্মধ্যের লিখিত কারণপ্রযুক্ত উত্তরাধিকারিবিশেষের কোন দাওয়া বিভাগ করা বেআইনী। এবং তাহার ৬ দফাতে এই বিধান আছে যে কর্জের আসল টাকার বাবৎ বা মালিকী কোন স্বত্বের বাবৎ নালিশ উপস্থিত হইলে যদি তৎসময়ে সুদ বা ওয়াসিলাতের দাওয়া না হয় তবে সেই সুদ বা ওয়াসিলাৎ ত্যাগ হইয়াছে জ্ঞান হইবেক।—১৮৪৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৫। ঐ সরক্যুলর অর্ডরের দুই মুখ্য বিষয় এই যে যদি এইমত কথিত হয় যে মোকদ্দমা দাবী বিষয়ের কেবল এক ভাগের জন্যে করা গিয়াছে তবে সেই মোকদ্দমা শুনা যাইতে পারে কি না এবং প্রথম নালিশী আরজীতে দাবী বিষয়ের যে ভাগ লিখিত ছিল না তাহার নিমিত্তে তৎপরে নালিশ শুনা যাইতে পারে কি না।—১৮৪৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৬। এই দুই বিষয়ে উভয় সদর আদালত ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরি তারিখের ২৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের অনুক্রমণিকাস্বরূপ পশ্চাৎ লিখিত বিধান প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু আদালতের মানস এই যে তাহা কেবল উত্তর কালে আমলে আসিবেক। প্রথম। যদি কোন ফরিয়াদী আপনার দাওয়ার এক অংশের জন্যে বিশেষরূপে নালিশ করে এবং আপনার নালিশী আরজীতে লেখে যে ইহার পর অবশিষ্টের জন্যে নালিশ করিব তবে সেই ব্যক্তি একেবারে ননসুট হইবেক। দ্বিতীয়। যদি কোন অবশিষ্ট দাওয়ার বিষয়ে কিছু উল্লেখ না করিয়া কোন দাওয়া হয় তবে নালিশ শুনা যাইবেক। তৃতীয়। যে বিষয় পূর্ব্ব নালিশের অন্তর্গত করা উচিত ছিল এমত বিষয়ের যদি কোন নূতন নালিশ হয় তবে তাহা ডিসমিস হইবেক।—১৮৪৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২৭। আপেলান্টেরা আপনারদের দাওয়ার কেবল এক ভাগের বিষয়ে নালিশ করিয়াছিল তাহাতে প্রবিন্সাল আদালত তাহারদিগকে ননসুট করিলেন কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত ঐ আদালতের নিষ্পত্তির উপর সরাসরী আপীল করিতে অনুমতি দিলেন এবং প্রবিন্সাল আদালতকে হুকুম করিলেন যে মোকদ্দমা পুনর্ব্বার নম্বরে বহাল করেন এবং আপেলান্টেরদের দাওয়ার অবশিষ্ট ভাগের উপর ইষ্টাম্পের মাসুল দিতে এবং ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৪ ধারানুসারে তাহারদের নালিশী আরজী সংশোধন করিতে তাহারদিগকে অনুমতি দেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৯ সালের ৯ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২৯৩ পৃষ্ঠা।

২৮। এক জন স্ত্রী লোক ফরিয়াদী এই হেতুতে ননসুট হইল যে ঐ ফরিয়াদীর আসামীর স্থানে যাহা পাওনা ছিল তাহার সমুদয়ের নিমিত্তে নালিশ না করিয়া কেবল এক ভাগের জন্যে নালিশ করিল। এবং তৎপরে সমুদয় কর্জের নিমিত্তে এক নূতন মোকদ্দমা করিল এবং ঐ স্ত্রীর পক্ষ তাহার ডিক্রী হইল তাহাতে আসামী সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিল এবং ঐ আদালত ননসুট রহিত করিয়া আসল মোকদ্দমার দোষগুণঅনুসারে তাহার পুনর্ব্বার বিচার করিতে হুকুম করিলেন। তাহাতে ফরিয়াদীর পক্ষে পুনরায় ডিক্রী হইল এবং ঐ সমুদয় কর্জের টাকা ফরিয়াদীর পাওনা ছিল ইহার প্রমাণ হওয়াতে এবং নালিশ করণেতে কোন বেদাঁড়া ছিল না দেখিয়া সদর দেওয়ানী আদালত কর্জের সমস্ত টাকার ডিক্রী করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৪ সালের ২১ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৩৩৭ পৃষ্ঠা।

২৯। দাওয়ার এক অংশের বিষয়ে মোকদ্দমাকরা ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরি তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের বিরুদ্ধ হওয়াতে সেই মোকদ্দমা এক অবশেষ নালিশী আরজী দাখিল করিবার জন্যে ফিরিয়া পাঠান গেল যেহেতুক ঐ নালিশী দরখাস্ত ঐ সরক্যুলর অর্ডর জারী হওনের পূর্ব্বে দাখিল হইয়াছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৬ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩০। ফরিয়াদী যদি আপনার সমুদয় দাওয়া একই আরজীতে না লিখে তবে তৎপ্রযুক্ত তাহাকে ননসুট করিবার আবশ্যক নাই।—১৮৪২ সালের ২০ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩৩ পৃষ্ঠা।

৩১। খৎক্রমে কর্জের মোকদ্দমায় যে২ ব্যক্তি উত্তরাধিকারিত্বক্রমে ঐ টাকার স্বত্ব প্রাপ্ত হইল তাহারা আপন২ হিস্যা পাইবার জন্যে আলাহিদা২ নালিশ করিল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ইহা মোকদ্দমার কারণ খণ্ডকরা জ্ঞান হইবেক না। ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির তারিখের ২৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর দেখ।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৯২ পৃষ্ঠা।

৩ ধারা।

মোকদ্দমা উপস্থিত করণের মিয়াদ।

বাঙ্গালা ও বেহার এবং উড়িষ্যা।

৩২। জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজ সাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্বের কোন মোকদ্দমা না শুনেন্ এবং তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিও না করেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১৪ ধা।

৩৩। ১৭৬৫ সালের আগষ্ট মাসের পূর্ব্বে যে মোকদ্দমার হেতু আরম্ভ হইয়াছিল সেই প্রকার মোকদ্দমার বিচার করিবার নিষেধ যেমন ১৭৬৫ সালের দেওয়ানীর বন্দোবস্তের শামিল অন্যান্য জিলার বিষয়ে খাটে তেমনি ১৭৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে বর্দ্ধমান ও চাটিগাঁ ও মেদিনীপুরের জিলা দত্ত হইয়াছিল তাহার বিষয়ে খাটে আইনের মধ্যে এই দুই প্রকার জিলার বিষয়ে কিছু প্রভেদ নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৫ সালের ৩০ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১৫৬ পৃষ্ঠা।

কটক।

৩৪। দেওয়ানী আদালতের নিষেধ আছে যে কটক জিলায় এবং পূর্ব্বোক্ত পরগনায় (অর্থাৎ পটাসপুর ও কুমার ডিচর ও বগরাইতে) যে কোন মোকদ্দমার হেতু কটকের শহর ও কিল্লা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগতহওনের তারিখ অর্থাৎ ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখের বারো বৎসরের পূর্ব্বে হইয়া থাকে তাহা না শুনেন।—১৮০৫ সা। ১৪ আ। ৫ ধা।

৩৫। এক জন বণিকের মরণের উনিশ বৎসর পরে ফরিয়াদী আপনাকে তাহার উত্তরাধিকারী বলিয়া এক মহালের দখল পাইবার জন্যে কটকের জিলার আদালতে নালিশ করিল। তাহাতে দুষ্ট হইল যে আসামীর পূর্ব্ব পুরুষ যদ্যপি প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিল না তথাপি মহারাষ্ট্রীয়ের আমলে সে ব্যক্তি এক সরকারী হুকুমের দ্বারা সেই মহালের মালিকের ন্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল এবং সেই জিলা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের দখল হওনের পূর্ব্বে চৌদ্দ বৎসর ব্যাপিয়া সেই ব্যক্তি সেই মহাল ভোগদখল করিয়া আসিতেছিল। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে ১৮০৫ সালের ১৪ আইনের ৫। ৬ ধারানুসারে মহারাষ্ট্রীয় রাজারদের করা কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে আদালতের প্রতি নিষেধ হইল অথবা ঐ জিলা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারহওনের পূর্ব্বে বারো বৎসরের অধিক কাল যে মোকদ্দমার কারণ উপস্থিত হইয়াছিল সেই প্রকার মোকদ্দমা শুনিতে আদালতের প্রতি নিষেধ হইল অতএব ঐ দুই ধারাক্রমে ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১১ সালের ২৭ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৩১৪ পৃষ্ঠা।

৩৬। ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবর অর্থাৎ যে তারিখে কটকের কিল্লা ও শহর ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার হইয়াছিল সেই তারিখের পূর্ব্বে যে কোন নালিশের হেতু হইয়াছিল সেইপ্রকার নালিশ বিচার করিতে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি নিষেধ হইল ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ৪ ধা।

৩৭। জিলা কটকের আদালতে এক পেশকশী মহালের উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে মোকদ্দমা হইল এবং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা ইহা বলিয়া অন্যথা করা গেল এবং দাওয়া ডিসমিস হইল যে ঐ জিলা

ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকার হওনের পূর্ব্বে যে মোকদ্দমার কারণ হইয়াছিল সেই প্রকার মোকদ্দমা ১৮১৬ সালের ১১ আইনের ৪ ধারানুসারে গ্রাহ্য হইতে পারে না অতএব সেই ধারাক্রমে ঐ মোকদ্দমা শুনিবার নিষেধ আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৫ সালের ২২ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ৩৯ পৃষ্ঠা।

মিয়াদের বিষয়ি সাধারণ বিধি।

৩৮। জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজ সাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্বের কোন মোকদ্দমা না শুনেন্ এবং তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিও না করেন্। এবং ১২ দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বের যে মোকদ্দমা হয় তাহার ফরিয়াদী যদি ঐ মিয়াদের মধ্যে সে বিষয়ের দাওয়া সেই আসামীর উপর করিয়া থাকে কিম্বা সে আসামী সে দাওয়া যথার্থক্রমে দিতে চাহিয়া থাকে কিম্বা দিবার একরার করিয়া থাকে কিম্বা যে আদালতে সে মোকদ্দমার নালিশ হইতে পারে তথায় নালিশ করিয়া থাকে অথবা যে কারণ সে মোকদ্দমা যবস্থবে থাকে কিম্বা সে ফরিয়াদীর বাল্যাবস্থা কারণ পূর্ব্বে নালিশ করিতে না পারিযা থাকে কিম্বা অন্য কোন হেতুতে আপন দাওয়া বুঝিয়া না লইতে পারিয়া থাকে ইত্যাদি কোন বিশিষ্ট হেতু না দর্শাইতে পারে তবে সে মোকদ্দমাও আদালতে না শুনেন্ এবং তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিও না করেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১৪ ধা।

মিয়াদের সাধারণ বিধির বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি।

৩৯। ১৭৯৬ সালে এক জিলার আদালতে এক সবাসরী নিষ্পত্তি হইয়াছিল এবং তাহা ১৭৯৭ সালে প্রবিন্সাল আদালতের দ্বারা বহাল করা গেল তাহার দ্বারা বেদখলহওয়া ব্যক্তিকে কতক ভূমির বিষয়ে আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করণার্থ নালিশ করিতে অনুমতি দেওয়া গেল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ১৮১৫ সালের পূর্ব্বে সেই বিষয়ের কোন নালিশ উপস্থিত না হওয়াতে মিয়াদের বিধানের অনুসারে নালিশ করণের স্বত্ব লোপ হইযাছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৫ সালের ২৫ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১৪ পৃষ্ঠা।

৪০। এক জন এক তালুকের দখলের বিষয়ের দাওয়া করিল কিন্তু দাওয়াদার তাহার পূর্ব্বে আপনার দাওয়া না করণের যে কারণ দেখাইল তাহা সাতবর বোধ হইল না এবং মিয়াদের বিধানক্রমে তাহার দাওয়া নিবারণ হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৫ সালের ১২ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ২৯ পৃষ্ঠা।

৪১। এক মোকদ্দমায় ফরিয়াদী প্রমাণ দিল যে আমি বারো বৎসরের মধ্যে আপনার দাওযার মোকদ্দমা চালাইয়াছি কিন্তু উপযুক্ত আদালতে নহে এবং সেই বারো বৎসর মিযাদ অতীত হওনের সময়ে আমার প্রতিকারের দরখাস্ত আদালতে উপস্থিত ছিল এইপ্রযুক্ত ধার্য্য হইল যে মিয়াদের আইনানুসারে ফরিয়াদীর মোকদ্দমার নিবারণ নাই। এই বিধান যে মোকদ্দমায় হইল তাহা এই যে এক বেআইনী নীলাম হইযাছিল এবং বাজেয় ফিরিয়া পাইবার জন্যে নালিশ হইয়াছিল এবং ফরিয়াদী নীলাম অসিদ্ধ করণের জন্যে রাজস্বসম্পর্কীয় কার্য্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছিল এবং মিযাদ অতীত হওনের সময়ে তাহার প্রতিকারের ঐ দরখাস্ত তথায় উপস্থিত ছিল এবং যদ্যপি এ কার্য্যকারকেরা ঐ প্রতিকার করণের অক্ষম ছিলেন তথাপি তাহার দ্বারা মিয়াদের খেলাফ হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ৩১ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১৬৮ পৃষ্ঠা।

৪২। এক জন দরখাস্তকারির মহাল ১৮০৩ সালে নীলাম হইল। সেই ব্যক্তি ঐ নীলামের বিষয়ে আপত্তি করিল কিন্তু রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের স্থানে কিছু প্রতিকার না পাইযা ১৮০৭ সালে প্রবিন্সাল আদালতে দরখাস্ত করিল এবং ঐ আদালতের সাহেবেরা তাহাকে রেবিনিউ বোর্ডে দরখাস্ত করিতে কহিলেন। ১৮০৭ সালের দশ বৎসর পরে ঐ ব্যক্তি বোর্ডে দরখাস্ত করিল এবং বোর্ডের সাহেবেরা ১৮১৮ সালের ১৭ ফেব্রুআরি তারিখে তাহাকে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে হুকুম দিলেন। ১৮২৯ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে অর্থাৎ এগার বৎসর ও প্রায় দশ মাস অতীত হইলে পর সেই ব্যক্তি জিলা বেহারে মোকদ্দমা করিল। জিলার জজ সাহেব কহিলেন যে মিয়াদের বিধানক্রমে এই মোকদ্দমা নিবারণ আছে এবং তাহা ডিসমিস করিলেন এবং সদর দেওয়ানী আদালত ঐ ডিসমিসের হুকুম বহাল রাখিলেন। পরে মোকদ্দমার পুনর্বিচারের দরখাস্ত হইলে ইহা উত্থিত হইল যে যে তারিখে বোর্ডের সাহেবেরা দরখাস্তকারিকে দেওযানী আদালতে নালিশ করিতে কহিলেন সেই তারিখের পর বারো বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে তাহার নালিশ করণের স্বত্ব বজায় থাকিল বোধ করিতে হইবেক কি যে তারিখে প্রবিন্সাল আদালত তাহাকে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের নিকটে দরখাস্ত করিতে হুকুম দিলেন সেই তারিখঅবধি বারো বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা তাহার কর্ত্তব্য ছিল। তাহাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেব এবং উত্তর পশ্চিম দেশের সদর আদালতের সকল জজ সাহেব বিধান করি-

লেন যে মিয়াদের সাধারণ বিধানানুসারে তাহার দাওয়ার বিচার হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ১২ আগষ্টের ও ৯ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১৭৫ পৃষ্ঠা। (এবং ১০৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ।)

৪৩। যদি কোন ব্যক্তি বিদেশে আটক থাকে তবে তাহার বিষয়ে মিয়াদের বিধান খাটে না। উত্তরাধিকারিত্বের এক মোকদ্দমায় এই বিধান হইল যে বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী বিদেশে থাকা উত্তরাধিকারির নিকটে নগদ টাকা এবং জিনিস প্রেরণ করাতে মিয়াদের বিধান খাটে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ২২ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৪২ পৃষ্ঠা।

৪৪। প্রধান সদর আমীন এবং জিলার জজ সাহেব এক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া হুকুম করিলেন যে মুসলমানের শরাঅনুসারে স্ত্রী আপনার আইনানুযায়ি উত্তরাধিকারিরদের ক্ষতি করণপূর্ব্বক আপনার ভ্রাতার পক্ষে আপনার পৈতৃক বিষয়ের অংশের ইবরানামা লিখিয়া দিতে পারে না। তাহাতে খাস আপীল হইলে সদর দেওয়ানী আদালত ঐ ইবরানামা আইনসিদ্ধ কি না এই বিষয় বিবেচনা না করিয়া পনের বৎসরের ক্রমিক দখলের প্রমাণ দেখিয়া অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিলেন এবং দাওয়া ডিসমিস করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ১ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৫৮ পৃষ্ঠা।

৪৫। গবর্ণমেণ্ট যে কতক খালাড়ী লইয়াছিলেন তাহার ক্ষতিপূরণের বিষয়ে ফরিয়াদীর স্বত্ব আছে ইহা নিমকের এজেণ্ট সাহেব মোকদ্দমা উপস্থিত করণের পূর্ব্বে বারো বৎসরের মধ্যে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে তৎপ্রযুক্ত মিয়াদের বিধানানুসারে ফরিয়াদীর মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ২২ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৩৫ পৃষ্ঠা।

৪৬। যে ব্যক্তির আসল স্বত্ব ছিল সেই ব্যক্তি জীবৎ থাকিতে যদি মিয়াদের বিধানানুসারে তাহার মোকদ্দমা করণের স্বত্ব লোপ হয় তবে তাহার মরণের পর তাহার উত্তরাধিকারির সেই স্বত্ব হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ৪ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৩৯ পৃষ্ঠা।

৪৭। কএক আসামী যে ভূমির দখল করিতেছিল সেই ভূমির চৌদ্দ বৎসরের খাজানার বাবৎ ফরিয়াদীরা নালিশ করিল কিন্তু সেই নালিশ এইরূপ বিলম্ব করণের এই হেতু তাহারা দর্শাইল যে ঐ বাদি প্রতিবাদিরদের মধ্যে অন্য ভূমির বাবৎ অন্য এক মোকদ্দমা উপস্থিত আছে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৪ ধারাতে মিয়াদের যে বিধান আছে তদনুসারে এই মোকদ্দমা ডিসমিস না করণের কোন মাতবর হেতু দর্শান যায় নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৮ সালের ২৮ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২৩১ পৃষ্ঠা।

৪৮। খাজানার বিষয়ে যে অধিক টাকা দেওয়া গিয়াছিল তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্যে এক মোকদ্দমা হইল এবং সেই মোকদ্দমার কারণ আদালতের এক হুকুমের তারিখঅবধি আরম্ভ হইল এবং যদ্যপি ঐ তারিখের পর সেই মোকদ্দমার সম্পর্কে ফরিয়াদী আদালতে কএক সরাসরী দরখাস্ত দিয়াছিল তথাপি সদর দেওয়ানী আদালত মিয়াদের বিধান সেই মোকদ্দমায় খাটাইয়া সেই হুকুমের তারিখঅবধি বারো বৎসরের মিয়াদ হিসাব করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ৬ অক্টোবরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৫০ পৃষ্ঠা।

৪৯। মিয়াদের সাধারণ বিধানানুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের মিয়াদ গণ্য করণেতে যে কাল মোত্রহীনস্বরূপ নালিশ করণের অনুমতির দরখাস্তমাত্র আদালতে উপস্থিত ছিল সেই কাল বাদ দেওয়া যাইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ১৪ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২১ পৃষ্ঠা।

৫০। পাপরস্বরূপ নালিশ করণের অনুমতির দরখাস্তমাত্রে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৪ ধারায় মিয়াদের যে বিধান আছে তাহার অর্থের মধ্যে "নালিশ করণের" তুল্য জ্ঞান হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৮ সালের ৩০ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৮ পৃষ্ঠা।

৫১। যে দাওয়া একবার ননসুট হইয়াছে তাহার মিয়াদের কাল হিসাব করণের সময়ে যে কাল সেই মোকদ্দমা কোন আদালতে উপস্থিত ছিল সেই কাল বাদ দিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ২৬ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৭৫ পৃষ্ঠা।

৫২। সরিফ সাহেব যে কতক ভূমি নীলাম করিয়াছিলেন সেই ভূমি উদ্ধার করণার্থ ফরিয়াদী প্রথমতঃ সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করিল এবং তাহার পক্ষে ডিক্রী হইল। এক্ষণকার আসামীরা সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে ছিল না অতএব সুপ্রিম কোর্টের ঐ মোকদ্দমায় তাহারদিগকে এক পক্ষ করা হইতে পারিল না। সরিফের নীলামে সেই ভূমি যে ব্যক্তি খরীদ করিল তাহার স্থানে প্রাপ্ত পাট্টাক্রমে ঐ আসামীরা সেই২ ভূমি দখল করিতেছে এবং ফরিয়াদী তাহারদিগকে বেদখল করণ-

পূর্ব্বক সেই ভূমি ফিরিয়া পাইবার জন্যে এক্ষণে নালিশ করিল। আসামীরদের বিপরীত দখলের বারো বৎসর মিয়াদের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে ঐ মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে মফঃসল আদালতে যে নালিশ হইয়াছে তাহা যদ্যপি ঐ দখলের বারো বৎসর অতীত হওনের পর আরম্ভ হইল তথাপি সমস্ত বিষয়ের দৃষ্টে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৪ ধারা এবং ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণের বিধির অনুসারে সেই নালিশের নিবারণ নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ১৬ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৯৭ পৃষ্ঠা।

৫৩। এক জন বিশ বৎসরের বাকী খাজানার নিমিত্তে নালিশ করিল তাহাতে বিধান হইল যে দাওয়া সাব্যস্ত হইলে মিয়াদের আইনানুসারে যত কাল নিবারণ নহে তত কালের নিমিত্তে ঐ ফরিয়াদী ডিক্রী পাইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৮১ পৃষ্ঠা।

৫৪। খাজানার নিষ্পত্তি করণের মোকদ্দমায় মিয়াদের বিধান খাটে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৫ সালের ৩ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২১৭ পৃষ্ঠা।

৫৫। সিকস্তের জন্যে খাজানা কমাইবার দাওয়া যদি সিকস্ত হওনের সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয় তবে মিয়াদের বিধান খাটে না কিন্তু সিকস্ত শেষ হওনের বারো বৎসর পরে যদি নালিশ আরম্ভ হয় তবে সেই দাওয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৫ সালের ২৩ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২০৯ পৃষ্ঠা।

৫৬। যদি আসামীরা লিখিত একরারের দ্বারা কোন দাওয়ার যথার্থতা স্বীকার করে তবে মোকদ্দমার আসল কারণ এক বৎসর মিয়াদের অধিক কালের পূর্ব্বে হইলে ঐ স্বীকার মোকদ্দমার নূতন কারণ জ্ঞান হইতে পারে এবং মুনসেফ সেই মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে পারেন কি না। এই বিষয়ের জিজ্ঞাসা হওয়াতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে দাওয়ার যথার্থতার স্বীকারমাত্র এইরূপ মোকদ্দমার নূতন হেতু জ্ঞান হইতে পারে না যে তৎপ্রযুক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করণের নিরূপিত মিয়াদ অতীত হইলে পর ঐ মোকদ্দমা মুনসেফের শুনিবার যোগ্য হয়।—১৮১৫ সালের ১ মার্চের ১২৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৭। দাওয়াদারের নাবালগী থাকন সময়ে যে কাল গত হয় তাহা তাহার বিরুদ্ধ গণ্য হইবেক না এবং ঐ মোকদ্দমা করণের মিয়াদ কেবল তাহার বয়ঃপ্রাপ্ত সময়অবধি গণ্য হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৭ সালের ২২ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৯২ পৃষ্ঠা।

৫৮। আনন্দ ১৭৯০ সালে মরে তাহার উপপত্নীর পুত্র বলরাম এবং তাহার খুড়া কাশীনাথ সুপ্রিম কোর্টের স্থানে তাহার সম্পত্তির লেটর্স অফ আডমিনিস্ট্রেসন অর্থাৎ সরবরাহ করণের অনুমতিপত্র পাইল এবং ১৭৯৬ সালে তাহার বিরুদ্ধে আদালতে দাখিল করিল। কিঞ্চিৎ কাল পরে কাশীনাথ মরিল এবং অন্য এক খুড়ার কন্যা দেবী দাসী ১৮০৮ সালে মরিল। ১৮১৫ সালে ঐ কন্যার স্থলাভিষিক্ত ইন্দ্রনারায়ণ আপনাকে আইনানুসারে উত্তরাধিকারী বলিয়া আনন্দের স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ের নালিশ করিল এবং ১৮১০ সালে এই হেতুতে তাহার পক্ষে সেই সম্পত্তির তিন অংশের এক অংশের ডিক্রী হইল যে বলরাম ও কাশীনাথ ও দেবী দাসী পরস্পর একবাক্য হইয়া এবং সমানরূপে স্বত্ববান হইয়া এজমালীরূপে সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইল এবং কাশীনাথ আপনার অংশ বলরামকে দান করিয়া মরিল। ১৮১২ সালে ইন্দ্রনারায়ণ এক তফসীল-অনুসারে সাধারণমতে অস্থাবর সম্পত্তির তৃতীয়াংশের বাবৎ বলরামের নামে নালিশ করিল কিন্তু ননসুট হইল। আদালতের অনুমতিক্রমে ঐ ইন্দ্রনারায়ণ ১৮২৭ সালে ঐ তফসীলের লিখিত এক বিশেষ কর্জ্জের তিন অংশের এক অংশের বাবৎ নালিশ করিল এবং তাহার পক্ষে ডিক্রী হইল এবং তৎসময়ে বিধান হইল যে মিয়াদের আইনের দ্বারা তাহার ঐ নালিশ নিবারিত নহে যেহেতুক ঐ প্রাপ্য কর্জ্জের শেষ কিস্তী দেওন সময়অবধি বারো বৎসরের মধ্যে দেবী দাসীর মৃত্যু হইল এবং তাহার মৃত্যুর পর বারো বৎসরের মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণ আনন্দের অস্থাবর সম্পত্তির তৃতীয়াংশের বাবৎ নালিশ করিল এবং তফসীলের মধ্যে ইহা স্বীকার ছিল যে বলরাম আডমিনিস্ট্রেটর অর্থাৎ সরবরাহকার হইয়া দেবী দাসী ও অন্যেরদের পক্ষে ট্রষ্টি ও সম্পত্তি-রক্ষক ছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ৭ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৮৪ পৃষ্ঠা।

৫৯। বারো বৎসরের মধ্যে কোন দেওয়ানী আদালতে কেবল মুৎফরকা দরখাস্ত হইলে তাহা ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৪ ধারার অর্থের মধ্যে এমত "নালিশ করণ" জ্ঞান হইতে পারে না যে ঐ বারো বৎসর গত হইলে পর বাদী বা প্রতিবাদী নালিশ উত্থিত করিতে পারে।—১৮৩৩ সালের ১৬ আগষ্টের ৮১৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬০। ৮১৩ নম্বরী আইনের অর্থ যে ফরিয়াদী দাওয়া করে তাহার মুৎফরকা দরখাস্তের বিষয়ে খাটে এবং আসামীর দ্বারা দাওয়া স্বীকারের বিষয়ে খাটে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৬ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৮৩ পৃষ্ঠা।

স্থাবর সম্পত্তিসম্পর্কীয় মোকদ্দমায় মিয়াদের বিধান।

৬১। যে ব্যক্তি এক মহালের সরবরাহকার অংশী ছিল সেই ব্যক্তি ঐ মহাল অন্যকে বিক্রয় করিল এবং খরীদার

শরীকেরদের জ্ঞাতসারে দশ বৎসরের অধিক কাল ঐ সম্পত্তির অবিরোধিরূপে দখল করিল তাহাতে পণ্ডিত কহিলেন যে ইহার দ্বারা ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে এবং জবরদস্তীরূপে তাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল এমত কোন ওজর করা যাইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০১ সালের ২৯ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৪৬ পৃষ্ঠা।

৬২। এক জন আসামী এক দাওয়ার এই উত্তর করিল যে বারো বৎসরের অধিক কাল সম্পত্তি আমার দখলে আছে তাহার সেই ওজর অগ্রাহ্য হইল যেহেতুক দৃষ্ট হইল যে ঐ কালের অধিকাংশ ব্যাপিয়া ঐ সম্পত্তি কেবল সরবরাহকাররূপ তাহার দখলে ছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৫ সালের ১৬ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১১৮ পৃষ্ঠা।

৬৩। এক ব্যক্তি জমীদারীর এক অংশের বাবৎ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে নালিশ করিল তাহাতে দৃষ্ট হইল যে ঐ আসামী এবং তাহার পিতা বারো বৎসরের অধিক কাল ব্যাপিয়া ঐ দাওয়ার বিপরীত দখল প্রকৃতপ্রস্তাবে করিয়াছিল। তাহাতে দাওয়া অগ্রাহ্য হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১০ সালের ৫ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৯৭ পৃষ্ঠা।

৬৪। এক মোকদ্দমা এই নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠান গেল যে চল্লিশ বৎসরপর্য্যন্ত ভূমি বিপক্ষেরদের দখলে আছে বলিয়া আসামীরা যে জওয়াব দিল তাহার বিষয়ে কিছু মনোযোগ হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ২৪ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৪৯ পৃষ্ঠা।

৬৫। এক জন দাওয়াদার উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্বক্রমে কতক ভূমি ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করিল তাহাতে ধার্য্য হইল যে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৫ ধারা এবং ১৮০৫ সালের ২ আইনানুসারে মোকদ্দমার মিয়াদ অতীত হওনপ্রযুক্ত তাহার নালিশ নিবারণ আছে যেহেতুক মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে বারো বৎসরের অধিক কালঅবধি ঐ ভূমি প্রকৃতপ্রস্তাবে আসামী অথবা তাহার পূর্ব্ব পুরুষের দখলে ছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৮ সালের ২ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৫৩ পৃষ্ঠা।

৬৬। কএক আপেলাণ্ট কতক ভূমির দাওয়া করিল কিন্তু মিয়াদের বিধানপ্রযুক্ত ঐ নালিশ নিবারণ আছে বলিয়া সেই দাওয়া অগ্রাহ্য হইল যেহেতুক তাহারদের পূর্ব্ব পুরুষেরদিগকে নালিশ করিতে আহ্বান করণের ঘোষণা জারী হওনঅবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণের তারিখপর্য্যন্ত একুশ বৎসর অতীত হইয়াছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১২ সালের ৩ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১ পৃষ্ঠা।

৬৭। কএক ফরিয়াদীকে গবর্ণমেণ্ট বেদাঁড়ামতে তাহারদের ভূমিহইতে বেদখল করিলেন তাহাতে দেওয়ানী মোকদ্দমা গ্রাহ্য করণের বিষয়ে যে মিয়াদের বিধান আছে তাহার সম্পূর্ণ উপকার তাহারদিগকে দেওয়া গেল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৫ সালের ৩০ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১৫৬ পৃষ্ঠা।

৬৮। শহর বারাণসে এক খণ্ড ভূমির বিষয়ের এক দাওয়া হইল কিন্তু অনুমান হইল যে ঐ ভূমি পূর্ব্বকার রাজার দ্বারা বাজেয়াফ্ত হইয়াছিল এবং কোম্পানি বাহাদুর সম্পূর্ণ বিশ বৎসরপর্য্যন্ত তাহার দখল করিতেছেন এইপ্রযুক্ত ঐ দাওয়া ডিসমিস হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৪ সালের ১৭ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৩৫৪ পৃষ্ঠা।

৬৯। এক মহালের দখলের বিষয়ের যে দাওয়া হইল তাহা মিয়াদের বিধানপ্রযুক্ত নিবারণ হইল যেহেতুক এক বিক্রয়-পত্রানুসারে বিশ বৎসরের অধিক কালাবধি ঐ মহাল বিপক্ষেরদের দখলে ছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৫ সালের ২১ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ৮৭ পৃষ্ঠা।

৭০। যে ব্যক্তি এক মহালের বিষয়ে বন্দোবস্ত করিয়াছিল এবং দৃষ্টতঃ তাহার একাকী স্বামী ছিল সেই ব্যক্তি রাজবিদ্রোহি কর্ম্মেতে হত হইল এবং তাহার দুই ভ্রাতা ঐ রাজবিদ্রোহি কর্ম্মে লিপ্ত ছিল এবং গবর্ণমেণ্ট সেই মহাল জব্দ করিলেন। পরে ঐ ভ্রাতারদের মধ্যে যে এক জন সেই অপরাধের জন্যে কয়েদ ছিল তাহার পুত্র উত্তরাধিকারিত্বক্রমে ঐ মহালের তিন অংশের এক অংশ পাইবার জন্যে নালিশ করিল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে জব্দ হওয়াপ্রযুক্ত এবং গবর্ণমেণ্টের স্থানে যে ব্যক্তি ঐ ভূমি পাইল সেই ব্যক্তির বহু কাল অবিরোধে দখল থাকনপ্রযুক্ত ঐ নালিশ নিবারণ আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ২৯ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩২ পৃষ্ঠা।

৭১। ফসলী ১২১১ সালে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আনন্দের খেরাজী জমীদারীহইতে পাঁচ মহাল খারিজ করিয়াছিলেন এবং যে জমা ধার্য্য হইল তাহা যদ্যপিও আনন্দের বন্দোবস্তের তালিকার লিখিত জমাঅপেক্ষা কম ছিল তথাপি তাহা যথার্থ বোধ হইল। ঐ পাঁচ মহাল বলরাম নালিশ করিয়া পুনর্বায় প্রাপ্ত হইল। ফসলী ১২২৫ সালে আনন্দের উত্তরাধিকারী ঐ দুই জমার তের বৎসরের বৈলক্ষণ্য জমা ফিরিয়া পাইবার জন্যে গবর্ণমেণ্টের নামে এবং বলরামের নামে নালিশ করিল। তাহাতে বিধান হইল যে সাধারণ বিষয়ের দৃষ্টে এবং বিশেষতঃ ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ২১ ধারাক্রমে তাহার ঐ দাওয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। ঐ দাওয়াক্রমে তাহার যে প্রতিকার হইতে পারে তাহা প্রবিন্সাল আপীল আদালত ফসলী

১২১২ সালে আনন্দের দরখাস্তের উপর হুকুম দেওন সময়ে জ্ঞাত করিয়াছিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ১৯ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১৩০ পৃষ্ঠা।

৭২। আনন্দ কথিত ধর্ম্মার্থ দত্ত কতক ভূমি খরীদ করিয়াছিল এবং চৌত্রিশ বৎসরপর্য্যন্ত তাহা দখল করিল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ঐ ভূমিদাতার উত্তরাধিকারী তদ্বিষয়ে যে দাওয়া করে তাহা মিয়াদের বিধানপ্রযুক্ত নিবারণ আছে। আনন্দের দখল যথার্থ দৃষ্ট হইল যেহেতুক ঐ ধর্ম্মার্থ দান কেবল নামমাত্র এবং আনন্দ ফরিয়াদী ও তাহার পূর্ব্ব পুরুষের জ্ঞাতসারে বিনা আপত্তিতে সেই ভূমি খরীদ করিয়াছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ১৯ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৬৮ পৃষ্ঠা।

৭৩। কএক ফরিয়াদী আপনারদের পক্ষে করা ডিক্রীক্রমে কতক ভূমির দখল পাইয়াছিল। দখল পাওনের তারিখের পর প্রায় বারো বৎসর অতীত হইলে তাহারা মায় সুদ ওয়াসিলাতের বাবৎ নালিশ করিল। তাহারদের ঐ বিলম্বের কোন কারণ দর্শান না যাওয়াতে সদর দেওয়ানী আদালত কেবল ওয়াসিলাতের ডিক্রী করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ৫ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৫২ পৃষ্ঠা।

৭৪। যে সম্পত্তি নীলাম হইয়াছিল তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্যে ফরিয়াদী এই হেতু বলিয়া দুষ্টতঃ খরীদারের নামে নালিশ করিল যে আমার পূর্ব্ব পুরুষ প্রকৃতপ্রস্তাব সেই ভূমির খরীদার ছিলেন। ঐ মোকদ্দমা খরীদের তারিখের পর বারো বৎসর অতীত হইলে উপস্থিত হয় তাহাতে বিধান হইল যে মিয়াদের আইনপ্রযুক্ত ঐ নালিশ নিবারণ আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ৪ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৬৭ পৃষ্ঠা।

৭৫। এক জন অংশী ভূম্যধিকারী আপনার হিস্যার স্বতন্ত্র দখল পাইবার জন্যে নালিশ করিল তাহাতে আসামী উত্তর করিল যে কোম্পানি বাহাদুরের দেশ পাওনের বহু কাল পূর্ব্বে এই ভূমি কেবল আমার দখলে আছে কিন্তু তাহাতে তাহারি স্বত্ব ছিল ইহার প্রমাণ সেই ব্যক্তি দিতে পারিল না তাহাতে বিধান হইল যে মিয়াদের বিষয়ি বিধান এই স্থলে খাটে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৩ সালের ২০ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ২০২ পৃষ্ঠা।

৭৬। ১৭৯৫ সালের ২২ আইনের ৩৫ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণে হুকুম আছে যে কোন এক জন পটীদার যদি বারো বৎসরের মধ্যে ভূমির দখল পায় তবে সকল পটীদারেরা আপন২ ভূমি ফিরিয়া পাইতে পারে এবং ঐ ধারার ৫ প্রকরণেতে আরো এমত হুকুম আছে যে অন্যান্য পটীদারেরদের দখলে যদি বারো বৎসরের মধ্যে ভূমি ছিল না তথাপি কোন এক জন পটীদার ভূমির দখল ফিরিয়া পাইলে তাহারা আপনারদের ভূমি ফিরিয়া পাইতে পারে। যে বিষয়ে এক্ষণে সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহা এই যে এক জন পটীদার ভূমির দখল ফিরিয়া পাইলে পর অন্যান্য পটীদারেরদের আপন২ দাওয়া করণের কোন মিয়াদ নিরূপণ আছে কি না এই জিজ্ঞাসা আরো স্পষ্ট করিয়া জানাইবার নিমিত্তে এই উদাহরণ দিলাম। ১৮২০ সালে রামের পক্ষে আপন জমীদারীর ভূমির দখল পাইবার এক ডিক্রী হয় তাহার পটীদার অর্থাৎ শরীক গোপাল এবং কৃষ্ণ সুতরাং আপন২ অংশ পাইতে পারে কিন্তু তাহারদের দাওয়া তৎক্ষণাৎ করিতে হইবেক কি ১৮৩১ সালের পূর্ব্বে কোন সময়ে করিলে হয় অথবা এই বিষয়ে কোন মিয়াদ নিরূপণ আছে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে উক্ত আইনের বিধানক্রমে তুমি যে মোকদ্দমার বিষয় লিখিয়াছ তাহাতে যে তারিখঅবধি আদালতের ডিক্রীক্রমে মালিকী স্বত্ব জমীদারের পক্ষে অথবা পটীদারের কোন এক বা ততোধিক ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হইল সেই তারিখঅবধি বারো বৎসরের মধ্যে অন্যান্য পটীদার অথবা শরীকেরদের আপন২ দাওয়া করিতে হইবেক এবং যদি তাহারা তাহা করিতে কসুর করে তবে মিয়াদের বিষয়ি সাধারণ বিধির অনুসারে তাহারদের দাওয়া অগ্রাহ্য হইবেক।—১৮৩৫ সালের ২৩ অক্টোবরের ৯৮০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৭। উত্তরাধিকারিত্বের সাধারণ আইনানুসারে যে দাওয়া হয় তাহার বিষয়ে ৯৮০ নম্বরী আইনের অর্থ খাটে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ২৫ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৭৮। জমীদারের বংশের কোন সন্তানের দখলে অদ্যপর্য্যন্ত যে পৈতৃক অবিভক্ত জমীদারী আছে তাহার অংশ পাইবার বিষয়ে যদি কেহ দাওয়া করে এবং সেই দাওয়াদার অর্থাৎ ফরিয়াদীর আপনার দাওয়া উপস্থিত করণের পূর্ব্বে বারো বৎসরের অধিক কালঅবধি বিশেষ অংশের শরীকের ন্যায় অথবা তাহার উপস্বত্বহইতে ভরণপোষণ পাইবার ন্যায় সেই ভূমির কোন প্রকার ভোগদখল ছিল না এবং যদি সেই ফরিয়াদী মোকদ্দমা উপস্থিত করণের বিলম্বের নাবালগইত্যাদি কোন মাতবর কারণ দেখাইতে না পারে তবে ১৮০৫ সালের ২ আইনের নিরূপিত মিয়াদের হুকুম সেই মোকদ্দমায় খাটে কি না। তাহাতে আলাহাবাদের সদর আদালত কলিকাতাস্থ সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে এই প্রকার মোকদ্দমাতে ঐ ১৮০৫ সালের ২ আইনের নিরূপিত মিয়াদ খাটিবেক।

যে ব্যক্তি আপনার ভরণপোষণের নিমিত্তে পৈতৃক অবিভক্ত ভূমির কোন অংশের দখল এইপর্য্যন্ত করিতেছে

অথবা বারো বৎসরের মধ্যে দখল করিয়াছিল সেই ব্যক্তি ঐ জমীদারী বাঁটওয়ারা করিতে এবং আপনার বিশেষ অংশ পাইবার দাওয়া করিতে পারে কি না অথবা সেই ব্যক্তি বিশেষ অংশ না পাইয়া যদি বারো বৎসরের অধিক কালঅবধি ভূমিহইতে ভরণপোষণ পাওনেতে রাজী ছিল তবে তৎপ্রযুক্ত তাহার নিজ অংশের স্বতন্ত্র দখল পাইবার নালিশ করিতে নিষেধ আছে কি না। তাহাতে আলাহাবাদের সকল জজ সাহেব এবং কলিকাতাস্থ সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবের এই মত হইল যে ১৭৯৫ সালের ২২ আইনের ৩৫ ধারার ১০ প্রকরণের মর্ম্মানুসারে যে ব্যক্তি আপন হকের বদলে প্রধান পটীদারের স্থানে ভরণপোষণ লইতে অথবা ঐ আইনের লিখিত কথানুসারে নগদেতে কি ভূমিতে বেতন পাইতে সম্মত হইয়াছিল সেই ব্যক্তি ঐ জমীদারীর কোন অংশ নিজে দখল করিবার অথবা তাহার সরবরাহ করিবার দাওয়া করিতে পারে না।—১৮৩৫ সালের ৩ আপ্রিলের ৯৪২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৯। নানা ভূম্যধিকারী আপনং অংশের বিষয়ে স্বতন্ত্র২ বন্দোবস্ত করিয়াছিল কিন্তু ঐং অংশ ফলতঃ কখন পৃথক্ হয় নাই। তাহাতে বিধান হইল যে কাল অতীত হওনপ্রযুক্ত সেই এজমালী জমীদারী বাঁটওয়ারা করণের স্বত্ব নিবারণ হয় নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৩ সালের ১৩ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ২১৯ পৃষ্ঠা।

৮০। এক পৈতৃক জমীদারীর অংশের বিষয়ের দাওয়া উত্থিত হইলে তাহা ইহা বলিয়া মঞ্জুর হইল যে যে পটীদারেরা ভূমির উপস্বত্বের অংশ পায় তাহারদের বিষয়ে মিয়াদের বিধান খাটে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ৯১ পৃষ্ঠা।

৮১। এক জন জমীদার এক কালেক্টর সাহেবের দেওয়ানকে এক পাট্টা দিয়াছিল এবং তাহার বিষয়ে মোকদ্দমা হইল এবং যদ্যপি মোকদ্দমা হওনের আঠার বৎসর পূর্ব্বে ঐ জমীদারের মৃত্যু হইয়াছিল তথাপি তাহার উত্তরাধিকারির মাবালগী-প্রযুক্ত এবং অন্যান্য বিষয়ের দুষ্টে ঐ পাট্টা অসিদ্ধ হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৬ সালের ১৩ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১৩০ পৃষ্ঠা।

৮২। এক জন মৃত মুসলমানের সম্পত্তির বিষয়ে যে বিশেষ দাওয়া হইয়াছিল তাহা ডিসমিস হইল এবং হুকুম হইল যে ঐ সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারিরদের মধ্যে বণ্টন হইতে পারে। তাহাতে ধার্য্য হইল যে উত্তরাধিকারিরদের দাওয়া মিয়াদের বিধানের দ্বারা নিবারিত নহে যেহেতুক যে তারিখে তাহারদের সম্পত্তির অংশ পাইবার স্বত্বের নিষ্পত্তি হইল সেই মিয়াদ সেই তারিখঅবধি গণ্য হইবেক। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১২ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩১৬ পৃষ্ঠা।

কর্জ্জের বিষয়ে মিয়াদের বিধান।

৮৩। যে বন্দোবস্তক্রমে এক কর্জ্জের বাবৎ দাওয়া হয় সেই বন্দোবস্তের সিদ্ধতার বিষয় কর্জ্জদেওনিয়া ব্যক্তি পূর্ব্বের এক মোকদ্দমায় উপস্থিত করিয়াছিল এবং বারো বৎসর বিবাদের পর তাহার চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইয়াছিল। ঐ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওনের পর বারো বৎসরের মধ্যে ঐ কর্জ্জের দাওয়া হয়। তাহাতে বিধান হইল যে সময় অতীত হওনপ্রযুক্ত সেই মোকদ্দমার নিবারণ হয় না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ৫ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১৫১ পৃষ্ঠা।

৮৪। কোন তমঃসুক বা টাকা দেওনের অন্য কোন দলীলের বিষয়ের মোকদ্দমা হইলে যে তারিখে সেই টাকা দেনা পড়িল সেই তারিখঅবধি মোকদ্দমার হেতু গণ্য করিতে হইবেক। ১২৬ নম্বরী আইনের অর্থ দেখ।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২৩ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৭৭ পৃষ্ঠা। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারা দেখ।

৮৫। মুনসেফের শুনিবার যোগ্য মোকদ্দমায় যদি বণ্ড কি অন্য কোন দলীলের বিষয়ের নালিশ হয় তবে নালিশের হেতু ঐ বণ্ডপ্রভৃতিতে সহীহওনের তারিখঅবধি হিসাব করিতে হইবেক কি ঐ বণ্ড বা অন্য দলীলের লিখিত ও নির্দ্দিষ্টমতে যে তারিখে ঐ টাকা দেয় হইল এবং আসামী সেই টাকা দিতে ত্রুটি করিল এবং আপনার অঙ্গীকার প্রতিপালন না করিল সেই তারিখঅবধি গণ্য হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে বণ্ড অথবা টাকা দেওনের অন্য কোন দলীলের মোকদ্দমা হইলে যে তারিখে ঐ টাকা দেয় হইল সেই তারিখের পূর্ব্বে মোকদ্দমার হেতু আরম্ভ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না।—১৮১৫ সালের ১ মার্চের ১২৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

গবর্ণমেণ্টের দাওয়ার বিষয়ে মিয়াদের বিধি।

৮৬। জানিবেন যে পূর্ব্বের চলিত ব্যবহারমতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৪ চতুর্থ ধারাতে এবং ১৭৯৫ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৮ অষ্টম ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ১৮ অষ্টাদশ ধারাতে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে কএক প্রকরণব্যতিরেকে যে সকল মোকদ্দমার বিরোধের

প্রথমারম্ভকালাবধি নালিশ করণের সময়পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া থাকে সে সকল মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে শুনা যাইবেক না কিন্তু সরকারী মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে কিম্বা সরকারের অন্য কোন স্বত্বাধিকারের দাওয়াতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে অথবা সরকারের যে কোন কর্ম্মকর্ত্তার প্রতি এমত কর্ম্মের ভার আছে তাঁহার তরফহইতে যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইবেক ঐ হুকুম সে মোকদ্দমার প্রতি খাটিবেক না ইতি।—১৮০৫ সা। ২ আ। ২ ধা। ১ প্র।

৮৭। কোন ব্যক্তি কোন ভূমি লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কুরের ন্যায় আপনি ভোগ করে বাস্তব সে ব্যক্তির নিষ্কুররূপে ঐ ভূমিতে কিছু স্বত্ব নাহি সরকারের তরফহইতে সে ভূমির প্রতি মালগুজারী ধার্য্য করণের দাওয়া অথবা সরকারের যথার্থ মালগুজারীর বাকীর দাওয়া কিম্বা অন্য যে কোন বিষয়েতে সরকারের স্বত্ব অথবা লাভসম্বন্ধ থাকে এমত২ বিষয়ের দাওয়ার মোকদ্দমা যে আদালতে এ প্রকার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে পারে সেই আদালতে উপস্থিত করা যাইবেক তাহাতে যদি সে মোকদ্দমার আরম্ভহইতে ষাটি বৎসর অতীত না হইয়া থাকে তবে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে চলিত আইনানুসারে সে মোকদ্দমা শুনেন ও তাহার নিষ্পত্তি করেন কিন্তু যদি চলিত আইনের মধ্যে কোন স্পষ্ট হুকুমানুসারে এমত দাওয়ার মোকদ্দমা শুনিবার এবং চাহরিবার বিষয়ে সময় নিরূপণ অন্য কোন মতে হইয়া থাকে তবে ষাটি বৎসর মিয়াদের হুকুম এমত দাওয়ার প্রতি খাটিবেক না। আর সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে যে মোকদ্দমার আরম্ভ ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের আগষ্ট মাসের ১২ তারিখের পূর্ব্বে হইয়া থাকে সে মোকদ্দমা শুনা যাইবেক না এবং বারাণস রাজ্যে যে মোকদ্দমার আরম্ভ ইঙ্গরেজী ১৭৭৫ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে হইয়া থাকে এবং শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দত্তাধিকারে যে মোকদ্দমার আরম্ভ ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের নবেম্বর মাসের ১০ তারিখের পূর্ব্বে হইয়া থাকে সে সকল মোকদ্দমার নালিশ কোন আদালতে হইতে পারিবেক না কেননা এ সকল তারিখের পূর্ব্বে ঐ সকল দেশে শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের কর্তৃত্ব ছিল না ইতি। —১৮০৫ সা। ২ আ। ২ ধা। ২ প্র।

দৌরাত্ম্যক্রমে কি কারসাজী করিয়া কি অন্যায় মতে দখল করণের বিষয়ে মোকদ্দমার মিয়াদের বিধি।

৮৮। কোন ব্যক্তি ভূমি কিম্বা বাটী অথবা অন্য কোন স্থাবর বস্তু বলক্রমে কিম্বা ছলক্রমে অথবা অন্য কোন কুচক্র করিয়া আপনি দখল করিয়াছে আর এইমত বলে কিম্বা ছলে লওন আদালতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় তাহাতে যদি মোকদ্দমার আরম্ভহইতে আইনের লিখিত ঐ দ্বাদশ বৎসরের মিয়াদ অতীত হইয়া থাকে তথাপি এমত স্থাবর বস্তুর দাওয়ার মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করিবার অনুমতি আছে ও আদালতের সাহেব লোকদিগের সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করা কর্ত্তব্য এবং যদি কোন ব্যক্তি এমত কোন স্থাবর বস্তু কাহার স্থানে ক্রয় করিয়া অথবা দানক্রমে কিম্বা উত্তরাধিকারিত্বরূপে অথবা অন্য কোন ন্যায়ত্বরূপে পাইয়া ভোগ করে কিন্তু ঐ বিক্রয়কর্ত্তা এবং দানকর্ত্তা প্রথম ঐ বস্তু বলক্রমে অথবা ছলক্রমে কিম্বা অন্য কোন কুচক্র করিয়া আপনি ভোগদখল করিয়াছিল আর এমত দৌরাত্ম্য ও নষ্টতাইত্যাদি আদালতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় তাহাতে যদি সে মোকদ্দমার আরম্ভহইতে বারো বৎসর অতীত হইয়াও থাকে তথাপি অনুমতি আছে যে এমত স্থাবর বস্তুর দাওয়ার মোকদ্দমার নালিশ আদালতে উপস্থিত হইতে পারে আর আদালতের সাহেব লোকদিগের সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরা কর্ত্তব্য কিন্তু জানিবেন যে সম্প্রতিকার ভোগবান ক্রয় কি দান কিম্বা উত্তরাধিকারিত্বরূপে যে তারিখে পাইয়াছিল সেই তারিখহইতে নালিশ করণের সময়পর্য্যন্ত যদি দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া থাকে তবে আদালতে এমত মোকদ্দমা শুনা ও নিষ্পত্তি করা যাইবেক না ইতি।—১৮০৫ সা। ২ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

৮৯। আর জানিবেন যে উপরের ধারার লিখনানুসারে যে সময়ে এমত মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করা যাইবেক সে সময়ে ফরিয়াদীর কর্ত্তব্য যে আপন নালিশের আরজীর মধ্যে এ কথা সুস্পষ্ট করিয়া লেখে যে আসামী বিরোধের বস্তু বলে কি ছলে কি নষ্টতা করিয়া লইয়াছে কিম্বা আসামী ঐ বস্তু এমত ব্যক্তির স্থানে পাইয়াছে যে সে ব্যক্তির ঐ বস্তু বলে কি ছলে আপনি লইয়াছিল আর এক্ষণকার ভোগবান্ যখন ঐ বস্তু পাইয়াছে সে সময়হইতে দ্বাদশ বৎসর অতীতও হয় নাই।—১৮০৫ সা। ২ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৯০। মিয়াদের বিষয়ে যে বিশেষ বিধান আছে তাহার উপকার যে ব্যক্তি পাইতে চাহে তাহার আবশ্যক যে যে আদালতে তাহার প্রথম নালিশ হয় সেই আদালতে বিশেষরূপে ছলের বৃত্তান্তসকল জ্ঞাপন করে এবং ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণানুসারে স্পষ্টরূপে আপনার মোকদ্দমা শুনিবার দরখাস্ত করে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৯৯ পৃষ্ঠা।

৯১। ইহাতে যদি আসামী বলক্রমে এবং ছলক্রমে লওনের অস্বীকারবাক্য আপন জওয়াব ও জওয়াবল্-জওয়াবে লিখে তবে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ফরিয়াদীর সাক্ষিগণের স্থানে ইহার বৃত্তান্ত জ্ঞাত হন্ এবং আসামী আপন কথার প্রমাণ নিমিত্তে যে সাক্ষী উপস্থিত করে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া যথার্থ ভাব বুঝেন্ পরে এপ্রকার তদন্তকরণে যদি আদালতের সাহেবদিগের চিত্তে এমত লয় যে এই পারানুসারে সে মোকদ্দমা শুনিবার ও বিচারের যোগ্য বটে তবে যদি সে মোকদ্দমার আরম্ভঅবধি অধিক কালাতীত হইয়াও থাকে তথাপি আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে ফলতঃ সে মোকদ্দমার আরম্ভহইতে দ্বাদশ বৎসর অতীত না হইলে যেমত বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে হয় সেইমতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন ইতি। -১৮০৫ সা। ২ আ। ৩ পা। ২ প্র।

৯২। যে মোকদ্দমার বিরোপারম্ভঅবধি ষাটি বৎসর অতীত হইয়াছে উপরের উক্তানুসারে কিম্বা চলিত আইনের কোন কথাক্রমে আদালতের সাহেবদিগের প্রতি সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে অনুমতি আছে ইহা কেহ না বুঝে এবং মোকদ্দমার আরম্ভহইতে ষাটি বৎসর অতীত হইলে পর ফরিয়াদী যদি ওজর করে যে অমুক হেতুপ্রযুক্ত আমি আপন স্বত্বের দাওয়ার নালিশ আদালতে করিতে পারি নাহি তথাপি এমত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করা উচিত হইবেক না বরং যদি কোন বস্তুর এক্ষণকার ভোগবানের প্রথমতঃ ঐ বস্তুতে যথার্থই কিছু স্বত্ব ছিল না যে আপনি ভোগ করিতে পারে তথাপি যদি ষাটি বৎসর ক্রমিক ভোগ করিয়া থাকে তাহার নামেও এ বিষয়ে নালিশ হইতে পারিবেক না। ১৮০৫ সা। ২ আ। ৩ পা। ৩ প্র।

৯৩। আর জানা কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তি কোন স্থাবর বস্তু আপনি ভোগ দখল করিয়া পরে দান কিম্বা বিক্রয় অথবা উত্তরাধিকারিত্বরূপে কিম্বা অন্য কোন বিহিত প্রকারে কোন ব্যক্তিকে দিয়া থাকে আর এই প্রকার দেওনের পর যদি দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে ঐ বস্তুর প্রতি দাওয়া আদালতে উপস্থিত না হইয়া থাকে তবে যদি মোকদ্দমার প্রথমারম্ভাবধি ষাটি বৎসর অতীতও না হইয়া থাকে তথাপি এমত বস্তুর দাওয়ার নালিশ আদালতে হইতে পারিবেক না ও তাহার সহিত এই পারার দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত হুকুমের সংস্রব থাকিবেক না কিন্তু যদি এমত প্রমাণ হয় যে এক্ষণকার ভোগবান ঐ বস্তুর স্বত্বাধিকারিকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্তে ষড়যন্ত্র ও মন্ত্রণা করিয়া লইয়াছিল সত্যং যথা বিহিতক্রমে পায় নাহি তবে সে মোকদ্দমা অবশ্য শুনা যাইবেক ইতি।—১৮০৫ সা। ২ আ। ৩ পা। ৩ প্র।

৯৪। যে ভূমির দখল ছলে পাওয়া গিয়াছিল তাহার বিষয়ের দাওয়া হইলে যে তারিখে ঐ ছল ধরা পড়িল কেবল সেই তারিখঅবধি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে মোকদ্দমা করিতে হইবেক।- সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৮ সালের ১৩ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৩১ পৃষ্ঠা।

৯৫। আইনের মধ্যে যে মিয়াদ নিরূপিত আছে যদি তাহার পর দাওয়া উপস্থিত করা যায় তবে বিপরীত দখল ছল অথবা বলপূর্ব্বক প্রাপ্ত হওন যদি নালিশী আরজীর দ্বারা অনুভব হয় তবে তাহা স্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করার আবশ্যক নাহি। —সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১২ সালের ২৪ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১৬২ পৃষ্ঠা।

৯৬। যে ব্যক্তি ছলপূর্ব্বক কতক জমীদারী পাইয়াছিল সেই ব্যক্তি তাহা নানা খরীদারের নিকটে বিক্রয় করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে তাহারদের কোন ছল ছিল না। ঐ খরীদারের যে পাট্টা মাতবর বোধ ছিল এইমত পাট্টাক্রমে বারো বৎসর-পর্য্যন্ত তাহা দখল করে নাহি। ফরিয়াদী এক পর্দ্দানসী স্ত্রী এবং দূর দেশে বাস করে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ স্ত্রী যদ্যপি পঁচিশ বৎসরপর্য্যন্ত নালিশ করে নাই তথাপি ঐ জমীদারীতে আপনার যে হিস্যা ছিল তাহা ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে পুনর্ব্বার পাইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ৩১ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১২৩ পৃষ্ঠা।

৯৭। আনন্দের ভ্রাতা বলরামের নামে এক জমীদারী খরীদ হইয়াছিল এবং বলরাম মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এবং কাশীনাথের মৃত্যুর বাইশ বৎসর পূর্ব্বে তাহা কাশীনাথকে দিয়াছিল। পরে আনন্দ ঐ জমীদারীর এক অংশ পাইবার জন্যে বলরাম ও কাশীনাথের নামে নালিশ করিল ঐ বলরামের হস্তান্তর করাতে আনন্দের অনুমতি

ছিল ইহা প্রমাণ করিবার জন্যে ইহার পূর্ব্বে এক মোকদ্দমা হইয়াছিল এবং সেই মোকদ্দমায় কাশীনাথ ছলপূর্ব্বক এক দলীল বাহির করিয়াছিল। তাহাতে বিধান হইল যে কাশীনাথের ঐ ছলপ্রযুক্ত মিয়াদের বিধান খাটিবেক না। এই মোকদ্দমায় এক জন জজ সাহেব বোধ করিলেন যে অন্যান্য বিষয়ের দৃষ্টে অনুভব হয় যে এই হস্তান্তরের কর্ম্ম আনন্দের জ্ঞাতসারে হইয়াছিল এবং তাহাতে তাহার অনুমতি ছিল এবং কাশীনাথের বহু কালাবধি বিপরীত দখলপ্রযুক্ত ঐ দাওয়া নিবারণ আছে কিন্তু অন্য দুই জন জজ সাহেব অন্য মত দিলেন এবং তাহা প্রবল হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩২৩ পৃষ্ঠা।

৯৮। ১৮০৫ সালের ২ আইনে হুকুম আছে যে ছল হইলে মিয়াদের আইন খাটিবেক না এক মোকদ্দমাতে সেই প্রকার ছলের ক্রিয়া জ্ঞাত করা গেল এবং তাহা অতিস্পষ্ট ছিল কিন্তু অধস্থ আদালত ঐ ছলের বিষয়ের প্রকৃত তদারক করেন নাই। সেই মোকদ্দমার উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে ঐ আদালত সেই প্রকার তজবীজ করিবার হুকুম দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলেন না কিন্তু ৩ ধারানুসারে ছলের প্রমাণ হইয়াছে বোধ করিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩২৩ পৃষ্ঠা।

৯৯। এক জন ফরিয়াদী এক জমীদারী ফিরিয়া পাইবার জন্যে এবং বিপরীত দখলের সময়ের ওয়াসিলাতের নিমিত্তে নালিশ করিল। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত এই ডিক্রী করিলেন যে ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণক্রমে ছল দুষ্ট হইলে মিয়াদের বিধান খাটে না অতএব সেই ছলপ্রযুক্ত ফরিয়াদীর জমীদারী ফিরিয়া পাইবার ডিক্রী করিলেন কিন্তু মোকদ্দমা হওনের পূর্ব্বের ওয়াসিলাতের ডিক্রী করিলেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩২৩ পৃষ্ঠা।

১০০। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত আইনে ষাট বৎসর মিয়াদ লেখা আছে তথাপি ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যপ্রাপ্ত হওনের পূর্ব্বে যে কোন মোকদ্দমার হেতু হইয়া থাকে সেই মোকদ্দমাঘটিত বিষয়ের ভোগদখল যেরূপে পাওয়া গিয়াছিল অথবা পাওনের বিষয় কথিত হয় সেই মোকদ্দমার নালিশ শুনা যাইতে পারে না এপ্রযুক্ত ১৮০৩ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণের বিধি সম্পূর্ণরূপে বলবৎ আছে।—১৮২৮ সালের ১৮ আপ্রিলের ৪৭৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

বন্ধক কি আমানৎ করা বিষয়ের মোকদ্দমার মিয়াদের বিধি।

১০১। কোন দ্রব্য কেহ কাহার স্থানে যদি বন্ধক ও গচ্ছিত করিয়া রাখিয়া থাকে তবে এমত বিষয়ের প্রতি উপরের উক্ত কথা খাটিবেক না কেননা বন্ধক ও গচ্ছিতকরণের সময়অবধি যত কালাতীত হয় এমত দ্রব্যের দাওয়াকরণেতে কিছু প্রতিবন্ধক ও বাধা নাহি এমতে যদি কেহ কোন ভূমি কিম্বা আর কোন দ্রব্য বন্ধক অথবা গচ্ছিতরূপে পাইয়া থাকে আর আপনি সে দ্রব্যের অধিকারিত্বরূপে স্বত্ব না রাখে তবে এমত দ্রব্যের দাওয়ার নালিশ আদালতে সে ব্যক্তির নামে সর্ব্ব কালে হইতে পারে এবং কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য এই মতে পায় যে তাহাতে ফলতঃ আপনারে আপনি সে দ্রব্যের স্বামী করিয়া জ্ঞান করে না এবং এপ্রকার পাওনে দ্রব্যেতে স্বীয় স্বত্ব ও অধিকার জন্মে না তবে এমতং বিষয়ে যত কালাতীত হইয়া থাকে সে ব্যক্তি ঐ দ্রব্যের অধিকার এ প্রকার পাওনেতে কখন কোন প্রকারে হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮০৫ সা। ২ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

১০২। সুবে বারাণসে এক জন পথিকের কতক টাকা অপহরণ হইয়াছিল এবং সেই টাকা জমীদার অর্থাৎ বারাণসের রাজার দিতে হইল সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার বাবৎ আনন্দের ভূমির উপর যে এক সরাই ছিল তাহা ১৭৯৫ সালে রাজার হাতে অর্পণ হইল। তেত্রিশ বৎসর পরে সেই ভূমি পাইবার জন্যে আনন্দ নালিশ করে এবং সদর দেওয়ানী আদালত ইহা বলিয়া তাহার পক্ষে ডিক্রী করেন যে ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণপ্রযুক্ত মিয়াদের বিধান এই স্থলে নিবারণ আছে এবং অনুভব হইল যে রাজা যে দাওয়া করিলেন তাহাহইতে তিনি অধিক পাইয়াছেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম। ২৩৬ পৃষ্ঠা।

১০৩। ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণের বিধি যেমন স্থাবর বস্তুর বিষয়ে খাটে তেমনি অস্থাবর বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে কি না অর্থাৎ গচ্ছিত টাকা কিম্বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে মোকদ্দমার হেতু হওনঅবধি বারো বৎসরের পরে ঐ মোকদ্দমা হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত এই বিধান করিলেন যে ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণের কথা সাধারণমতে লেখা আছে এবং তাহার মধ্যে ভূমি এবং অন্য প্রকার সম্পত্তি গণ্য করিতে হইবেক অতএব তাহার বিধান যেমত ভূমির মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে সেইমত গচ্ছিত টাকা এবং অন্যং অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়েও খাটে।—১৮৩৫ সালের ৭ জুলাইর ২৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০৪। বন্ধকী ভূমি উদ্ধারের জন্য মিয়াদের বিধানের বিষয়ে লোপ হয় না যেহেতুক বন্ধকক্রমে যাহারা ভূমির দখল পাইয়াছে তাহারদের পাট্টা এইমত নহে যে মিয়াদের আইনের দ্বারা তাহা লোপ হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৭ সালের ২৫ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৮৫ পৃষ্ঠা।

১০৫। যে ক্রিয়া সুদ্ধ বন্ধকের ন্যায় ছিল এমত এক ক্রিয়াতে বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি বন্ধকহওয়া সম্পত্তির দখল পায় নাই। তাহাতে বিধান হইল যে বন্ধকদেওনিয়া ব্যক্তিকে আপন ভূমির উদ্ধারের জন্যে যে এক বৎসর মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা অতীত হওনের পর বারো বৎসরের মধ্যে বন্ধক দেওয়া সম্পত্তির বিক্রয় সিদ্ধ করণার্থ বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তির নালিশ করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৪৫ পৃষ্ঠা।

১০৬। আনন্দ বলরামের স্থানে কতক টাকা কর্জ্জ লইয়া আপনার ভূমি বন্ধক দিল এবং তীর্থে গমন করিল পঞ্চাশ বৎসরপর্য্যন্ত আনন্দের বিষয়ের কিছু সম্বাদ না পাওয়াতে তাহার উত্তরাধিকারী কর্জ্জা টাকা দিয়া ভূমি ফিরিয়া পাইবার জন্যে নালিশ করিল। অতএব আনন্দের মৃত্যু হইয়াছে বোধ করিয়া এবং ঐ দাওয়ার মিয়াদের বিধানের দ্বারা নিবারণ নাহি বুঝিয়া তাহার পক্ষে ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১২ সালের ১৭ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৪ পৃষ্ঠা।

১০৭। ধার্য্য হইল যে এক জন স্ত্রীর বিবাহের সময়ে ঐ স্ত্রীকে যে টাকা দেয় হইবেক এবং না দেওনপর্য্যন্ত তাহার উপর সুদ চলিবেক এমত টাকা হিসাবের মধ্যে লেখা গেলে তাহা ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে আমানতের ন্যায় জ্ঞান হইবেক না এবং মিয়াদের বিষয়ে যে সাধারণ বিধান আছে তাহা সেই স্থলে খাটিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ১৫ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৬১ পৃষ্ঠা।

জরীমানা কি দণ্ডের বিষয়ি মোকদ্দমার মিয়াদের বিধি।

১০৮। জানা কর্ত্তব্য যে যদি কেহ সরকারহইতে সনদ না লইয়া মদিরাদি দ্রব্য প্রস্তুত করে কি বিক্রয় করে কিম্বা সরকারের অনুমতি না লইয়া লবণ অথবা আফীন প্রস্তুত করে কিম্বা বিক্রয় করে এবং ইষ্টাম্প কাগজের বিষয়ে সরকারের যাহা প্রাপ্তি ও লভ্য হয় তাহা কেহ নষ্টতা কি ছল বাহানা করিয়া না দেয় চলিত আইনের হুকুমানুসারে এমত অপরাধিদিগের জরীমানা অর্থাৎ দণ্ড লইয়া থাকে আর ঐ দণ্ডের টাকা সরকারে দাখিল হয় কিম্বা এমত অপরাধের গোয়েন্দাকে দেওয়া গিয়া থাকে ও ঐ দণ্ডের দাওয়ার নালিশ দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইলে তাহার বিচার কখন সরাসরীমতে ও কখন অন্য২ মোকদ্দমার মতেও বিচার হইয়া থাকে কিন্তু এ সকল মোকদ্দমার বিষয়ে আইনের মধ্যে এমত কোন মিয়াদ নিরূপণ হয় নাহি যে অপরাধ করণের সময়অবধি কি কি মিয়াদ অর্থাৎ নিয়মিত কত দিনের মধ্যে তাহার নালিশ আদালতে করা কর্ত্তব্য একারণ এক্ষণে প্রকাশ করা যাইতেছে যে উত্তর কালে কর্ত্তব্য যে অপরাধ করণের সময়অবধি এক বৎসরের মিয়াদ মধ্যে উপযুক্ত আদালতে এমত মোকদ্দমার নালিশ করা যায় আর যদি নালিশ করিতে এক বৎসরহইতে অধিক কালাতীত হয় তবে এমত মোকদ্দমার নালিশ গ্রাহ্য করিয়া বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে আদালতের সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি নাহি কিন্তু দুই প্রকারের এক প্রকার এই যে যদি এমত মোকদ্দমা শুনিবার বিষয়ে মিয়াদের কোন স্পষ্ট হুকুম চলিত আইনের মধ্যে থাকে দ্বিতীয় প্রকার এই যে সরকারের তরফহইতে যদি এমত দাওয়া হয় এবং অপরাধ করণের সময়অবধি এক বৎসরের মিয়াদ মধ্যে আদালতে নালিশ করণের সাধ্য ছিল না ইহা বুঝা যায় তবে এ দুই মতেই আদালতের সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি আছে যে তাহার নিষ্পত্তি সরাসরীমতে করেন ইতি।—১৮০৫ সা। ২ আ। ৬ ধা।

১০৯। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে বাকীদার অথবা তাহার চাকর যদি ক্রোকহওয়া সম্পত্তি বলে বা ছলে স্থানান্তর করে তবে ১৮০৩ সালের ২৭ আইনের ১৪ ধারার এবং ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ১৭ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবের দরখাস্তে সরাসরীরূপে যে কার্য্য করিতে হয় তাহার বিষয়ে কি মিয়াদ নিরূপণ আছে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ১৭ ধারানুসারে সরাসরীরূপে যে কার্য্য করিতে হয় তাহাতে ক্রোকহওয়া সম্পত্তি স্থানান্তর করণের বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের জরীমানার হুকুম করণের বিধি আছে অতএব যে কার্য্যের দ্বারা আদালতে ঐ মোকদ্দমা হইল ঐ কার্য্যহওনঅবধি এক বৎসরের মধ্যে ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৬ ধারানুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক কিন্তু যখন কালেক্টর সাহেব কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করেন তখন সরকার ফরিয়াদী অতএব যদি এক বৎসরের অধিক মিয়াদ দেওনের উপযুক্ত হেতু দেখান যায় তবে অধিক মিয়াদ দেওয়া যাইতে পারে।—১৮২০ সালের ২ জুনের ৩১৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১১০। জানিবেন যে সরকারের কএক আইনের মধ্যে এমত নির্দ্ধার্য্য হইযাছে যে যদি কেহ সেই সকল আইনের অনভিমতে কোন কর্ম্ম করে কিম্বা যে কর্ম্ম করিতে হুকুম আছে তাহা না করে তবে যে কোন ব্যক্তি হয় তাহার তরফহইতে এমত অপরাধির নামে আদালতে নালিশ হইতে পারে আর যদি অপরাধ প্রমাণ হয় তবে আসামীর জরীমানা অর্থাৎ দণ্ড করিযা সেই দণ্ডের টাকা ফরিয়াদীকে দেওয়া যাইবেক কিন্তু অপরাধ করণের সময়অবধি কি মিযাদ অর্থাৎ নিয়মিত যত দিনের মধ্যে নালিশ করা কর্ত্তব্য এমত কোন হুকুম এসকল বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হয় নাহি এ কারণ এক্ষণে লেখা যাইতেছে যে যদি অপরাধ করণের সময়অবধি নালিশ করণের সময়পর্য্যন্ত এক বৎসরহইতে অধিক কালাতীত হয তবে এমত দাওয়ার নালিশ কোন আদালতে গ্রাহ্য ও বিচারের যোগ্য হইবেক না কিন্তু যদি চলিত আইনের মধ্যে এমত নালিশের বিষযে আর কোন প্রকার মিয়াদের নিরূপণ হইয়া থাকে কিম্বা ফরিয়াদী ইহা যথার্থ প্রমাণ করে যে কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত নিয়মিত সময়ে তাহার নালিশ কোন উপযুক্ত আদালতে করিতে পারে নাহি তবে এই দুইমতে সে নালিশ গ্রাহ্য ও বিচারযোগ্য হইতে পারিবেক পরে জানা কর্ত্তব্য যে সরকারী আইনের হুকুম না মাননজন্য দণ্ড ও জরীমানার বিষযে যে নালিশ ও দাওযা আদালতে উপস্থিত হয কেবল সেই মোকদ্দমার প্রতি এ হুকুম খাটিবেক। আর কোন প্রকার দ্রব্যের এবং স্বত্বাধিকারের বিষয়ে কিম্বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতি ও অপচযের বদল বুঝিযা পাইবার বিষয়ে যে দাওয়া ও মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হয সে মোকদ্দমার প্রতি ঐ হুকুম কদাচ খাটিবেক না কেননা এমত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে উচিত যে মোকদ্দমার নালিশ করণের বিষযে এক্ষণে যে মিযাদ চলিত হওনের অর্থে যে হুকুম এই আইনের উপরের ধারাসকলে লেখা গিযাছে সেই মিযাদের হুকুম এপ্রকার মোকদ্দমার প্রতি খাটিবেক এবং দ্রব্যাদি ও স্বত্বাধিকারের মোকদ্দমার মতে এপ্রকার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।- ১৮০৫ সা। ২ আ।'৭ ধা।

মালগুজারীর বিষযে মোকদ্দমার মিয়াদের বিধি।

১১১। ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারাতে এবং ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ২৮ অষ্টাবিংশ আইনের ৩২ দ্বাত্রিংশ ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে কোন পাট্টাদার প্রজার স্থানে সরকারের প্রকৃত মালগুজারীর বাকী পড়িলে সে পাট্টাদার প্রজাকে এবং তাহার মালজামিনকে ধরা যাইবেক ও এমত বাকীর দাওযার মোকদ্দমা তথাকার জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলে আদালতে সে বাকীর বিষযে সরাসরীমতে বিচার করা যাইবেক কিন্তু যদি কেহ এ কথার মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া বুঝে তবে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেক যে অল্প২ দিনের অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে কিম্বা বৎসরের প্রথমারম্ভে যে বাকী পড়ে কেবল এইমত মালগুজারীর বাকীর বিষয়ে এই হুকুম খাটিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে প্রকৃত মালগুজারীর বাকী পড়নের সময়অবধি তাহার নালিশ করণের সময়পর্য্যন্ত যদি দ্বাদশ মাসহইতে অধিক কালাতীত হইয়া থাকে তবে সে বাকীর দাওয়ার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সরাসরীমতে হইবেক না এবং উপরের লিখনানুসারে আর২ যত মোকদ্দমা সরাসরীমতে শুনিবার হুকুম আছে সে সকল মোকদ্দমার আরম্ভঅবধি নালিশ করণের সময়পর্য্যন্ত যদি দ্বাদশ মাসহইতে অধিক কালাতীত হইয়া থাকে তবে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি সরাসরীমতে হইবেক না কিন্তু এই হুকুমের দ্বারা জজ সাহেব এবং কালেক্টর সাহেব এবং রেজিষ্টর সাহেবদিগের প্রতি বাকীর নিকাস ও বন্দোবস্ত করিতে বারণ হইবেক না যদি সে বাকী দ্বাদশ মাসহইতে অধিক কালের হয তথাপি উচিত যে তাহার বন্দোবস্ত ও নিকাস করেন্ এবং যে সময়ে ভাল বুঝেন্ অবশ্য এমত বাকীর নিকাস ও বন্দোবস্ত করিবেন ইতি।—১৮০৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

১১২। জানা কর্ত্তব্য যে যদি ভূম্যধিকারিগণ কিম্বা ইজারদারেরা কাহার নামে এমত নালিশ করে যে অমুক আমার তরফ কর্ম্মকর্ত্তা কিম্বা আমার জমীদারীর সরবরাহকারী করিত অথবা এপ্রকার চাকর হইয়া আমার এত টাকা লইয়া চাকরী ত্যাগ করিয়াছে এক্ষণে দেয় না কিম্বা হিসাবকিতাব বুঝাইয়া দিতে চাহে না অথবা আপন ভারের কর্ম্মকার্য্য করিতে তাচ্ছল্য ও অসঙ্গতাচরণ করে আর এই মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে হওনের দরখাস্ত করে এবং ঐ কর্ম্মকর্ত্তাকে কয়েদ করাইতে চাহে তবে এমতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২০ বিংশ ধারাতে এবং ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১৯ ঊনবিংশ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ২৮ অষ্টাবিংশ আইনের ৩৭ সপ্তত্রিংশ ধারাতে এমত মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে করণের হুকুম লেখা গিয়া-

ছে কিন্তু উপরের লিখিত দ্বাদশ মাসের মিয়াদ অর্থাৎ নিরূপিত কাল এমত মোকদ্দমার বিষয়ে নিয়ম থাকিবেক ইতি।—১৮০৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

১১৩। বাকী খাজানার বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত করণের বিষয়ে ১৮০৫ সালের ২ আইনে যে বিধি আছে তাহা ১৮২৩ সালের ৬ আইনানুসারে নীলের দাদনী পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্তে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার বিষয়ে খাটিবেক।—১৮৩০ সালের ৯ জুলাইর ৫৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১১৪। আনন্দ বলরামকে যে খাজানার টাকা দিয়াছিল তাহার রসীদ দিতে বলরাম স্বীকার করিল না এবং আনন্দ ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬৩ ধারানুসারে তাহার নামে নালিশ করিল। ঐ মোকদ্দমা খরচাসমেত এই কারণে ডিসমিস হইল যে বলরামের কোন মন্দ অভিপ্রায়ের প্রমাণ দেওয়া গেল না এবং আনন্দ ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৭ ধারানুসারে মোকদ্দমার হেতুর আরম্ভ হওনের তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে নালিশ করিল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৫ সালের ১৪ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২৬ পৃষ্ঠা।

৪ ধারা।

মোকদ্দমার মূল্য নির্ণয়করণ।

১১৫। ১। সকর ভূমির বিষয়ি মোকদ্দমায় ঐ ভূমি যদি সমুদয় কি এক মহাল কি এক মহালের বিশেষ লেখা অংশ হয় ও তাহার জমার ধার্য্য হইয়া থাকে তবে দত্ত ও জমকরা দেশ ও কটক দেশে যেরূপ করা যায় সেইমত ঐ পূর্ব্বোক্ত মহাল কি তাহার অংশের বৎসর২ যে জমা দিতে হয় তদনুসারে তাহার মূল্য নিরূপণ করা যাইবেক এবং ঐ ভূমির ইস্তমরারী খাজানা নিশ্চয় করা গেলে তাহার মূল্য সালিয়ানা জমার তিনগুণ ধরা যাইবেক। ২। লাখেরাজ ভূমি অর্থাৎ নিষ্কর ভূমির বিষয়ি মোকদ্দমায় তাহার মূল্য সালিয়ানা খাজানার ১৮ আঠারগুণ ধরা যাইবেক। ৩। ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে এবং হিংসা জাতিভ্রংশইত্যাদির প্রতিফল পাওয়া যাওনের নিমিত্তে মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী যত সংখ্যার টাকা বলে তত সংখ্যার টাকা ধরা যাইবেক। ৪। উপরের বিশেষ করিয়া লেখা বস্তুব্যতিরেকে স্থাবর কি অস্থাবর কি ঘর কি বাগানইত্যাদি বস্তুর মূল্য এবং উপরের লিখিত নিয়মানুসারে যে মালগুজারীর ভূমিতে যাহার যে স্বত্বের মূল্য নিরূপণ করা যাইতে পারে না তাহার বিষয়ি মোকদ্দমায় তাহার মূল্যের সংখ্যা ঐ প্রকার বস্তু যে মূল্যেতে বিক্রয় হয় তদনুসারে ধরা যাইবেক।—১৮২৯ সা। ১০ আ। B চিহ্নিত আপেণ্ডিক্সের ৮ প্রকরণ।

১১৬। তালুক ও ওমত তালুক ও হাওলা কিম্বা ওমত হাওলার জন্যে নালিশ যদি ১৮২৯ সালের ১০ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছিল তবে মোকদ্দমার মূল্য ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার বিধির অনুসারে নির্ণয় হইবেক। তৎপরে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের ৪ দফার বিধি খাটিবেক।—১৮৩২ সালের ২৭ আপ্রিলের ৬৮৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১১৭। ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের শেষ ভাগে ননসুটের যে দণ্ড নিরূপণ আছে তাহা যে সকল মোকদ্দমায় ঐ২ বিধানের নিরূপিত নিয়মের মতাচরণ হয় নাই সেই সকল মোকদ্দমায় খাটিবেক।—১৮৩০ সালের ৫ নবেম্বরের ৫৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১১৮। যদি ফরিয়াদী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের বিধানমতে এই হেতুতে ননসুট হয় যে সেই ব্যক্তি আপনার দাওয়া করা বস্তুর মূল্য শতকরা ১০৲ টাকাপর্য্যন্ত কম ধরিয়াছে তবে যদ্যপি ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারানুসারে সরাসরী আপীল করা যাইতে পারে না তথাপি ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৪ ধারার মূল নিয়ম তাহাতে খাটিতে পারিবেক। অতএব এমত মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের ও সদর আমীনের (এবং ১৮৩৮ সালের ২২ আইন জারী হওনঅবধি মুনসেফের) হুকুমের উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে।—১৮৩৪ সালের ২৪ অক্টোবরের ৮৭২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১১৯। সদর আদালত বোধ করেন যে যে ভূমির পূর্ব্বে খরীদ করণের হকের বিষয়ে নালিশ হয় তাহা যদি মালগুজারীর ভূমি ও সমুদয় এক মহাল কি এক মহালের বিশেষ লেখা অংশ হয় ও তাহার জমার ধার্য্য হইয়া থাকে তবে ঐ মোকদ্দমার মূল্য ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের নিরূপিতমতে সদর জমার তিনগুণ ধরিতে হইবেক এবং যদি লাখেরাজ ভূমি হয় তবে মোকদ্দমার মূল্য সালিয়ানা খাজানার আঠারগুণ ধরা যাইবেক যদি তাহা মালগুজারীর ভূমি

হয় কিন্তু সমুদয় এক মহাল কি এক মহালের বিশেষ লেখা অংশ না হয় ও তাহার জমা ধার্য্য না হইয়া থাকে তবে ঐ ভূমি যে মূল্যেতে বিক্রয় হয় তদনুসারে মূল্য ধরা যাইবেক।—১৮৩৬ সালের ২৩ সেপ্টম্বরের ১০৪৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২০। মীরটের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে খেরাজী জমীদারীর নানা অংশের বিষয়ে মোকদ্দমা হইলে সমুদয় জমীদারীর জমার অনুসারে প্রত্যেক অংশের জমা ধরিবা ১৮১৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণানুসারে মূল্যের হিসাব করিতে হইবেক এবং কোন জিলার ঐ অংশের আন্দাজী বিক্রয়ের কিম্মৎঅনুসারে মূল্য ধার্য্য করণের যে বেআইনী ব্যবহার হইতেছে তদনুসারে করিতে হইবেক না। যথা যদি দশসনী বন্দোবস্তের শামিল সালিয়ানা ১০০০৲ টাকা জমার কোন মহালের সিকীর বিষয়ে মোকদ্দমা হয় তবে তাহার মূল্য ৭৫০৲ টাকা ধরিতে হইবেক অর্থাৎ সেই অংশের সালিয়ানা ২৫০৲ টাকা জমার তিনগুণ।—১৮৪১ সালের ১৭ জুনের ১৩৪০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২১। এক মোকদ্দমায় যে কতক মালগুজারীর ভূমির নির্দ্দিষ্ট জমা ছিল না সেই ভূমির মূল্য তাহার বিক্রয়ের মূল্যানুসারে হিসাব না হইয়া ফরিয়াদী আপনি যে জমা ধার্য্য করিয়াছিল তদনুসারে তাহার মূল্যের হিসাব করিল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ফরিয়াদীকে ননসুট করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১৬ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৯ পৃষ্ঠা।

১২২। জিলা বারাণসে গবর্ণমেণ্ট এক জায়গীর বাজেয়াফ্ত করিয়া কতক বৎসরের নিমিত্তে জায়গীরদারের সঙ্গে জমীদারী বন্দোবস্ত করিলেন পরে অন্য ব্যক্তি সেই ভূমির জমীদারী স্বত্বের দাওয়া করিয়া তাহা সাব্যস্ত করণের নিমিত্তে নালিশ করিল। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে যে ঐ ব্যক্তির আপনার দাওয়ার কি মূল্য ধরিতে হইবেক কি সালিয়ানা যে খাজানা ধার্য্য হইয়াছে সেই মূল্য কি ঐ খাজানার তিনগুণ মূল্য অথবা অষ্টম প্রকরণের মন্তব্য কথার ৪ দফায় যে সাধারণ বিধি আছে তৎক্রমে যে মূল্যেতে বিক্রয় হয় সেই মূল্য। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে উক্ত মন্তব্য কথার ১ দফাতে কেবল এই লেখা আছে যে দত্ত ও জমকরা দেশে ও কটক দেশে যে ভূমি থাকে তাহার সালিয়ানা যত জমা দিতে হয় তদনুসারে তাহার মূল্য নিরূপণ করা যাইবেক অথবা যে ভূমির ইস্তমরারী খাজানা নিশ্চয় করা গিয়াছে তাহার মূল্য সালিয়ানা জমার তিনগুণ ধরা যাইবেক কিন্তু যে ভূমির বিষয় এইক্ষণে উল্লেখ হইল তাহা দত্ত ও জমকরা দেশে নাই এবং তাহার ইস্তমরারী খাজানা নিশ্চয় করা যায় নাই অতএব এই প্রকার ভূমি ঐ মন্তব্য কথার ১ দফার হুকুমের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। সে যাহা হউক সদর আদালত বোধ করেন যে এই প্রকার ভূমির বিষয়ে ঐ মন্তব্য কথার প্রথম দফাতে যে বিধি আছে তাহা আমলে আনিলে উচিত ও যথার্থ হয় এবং তাহাও যুক্তিসিদ্ধ অতএব তাঁহারদের নিকটে এই ভূমির বিষয়ে এক্ষণে যে আপীল হইয়াছে তাঁহারা তাহার ঐ মন্তব্য কথার ১ দফানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।—১৮৩৮ সালের ৬ আপ্রিলের ১১৪৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২৩। যখন কালেক্টর সাহেব ১৮০৩ সালের ২৭ আইনের ২৬ ও ২৮ ধারার অনুসারে ইজারদার ও তাহার জামিনের প্রতিকূলে নালিশ উপস্থিত করেন তখন যে জমীদারীর বাকী পড়িয়াছে তাহার জমাঅনুসারে মোকদ্দমার মূল্য নিরূপণ করিতে হইবেক এবং যে জরীমানা করিতে হইবেক তাহার সংখ্যানুসারে মোকদ্দমার মূল্য নির্ণয় হইবেক না। ঐ জরীমানা আদালত আপনার বিবেচনামতে নিরূপণ করিবেন।—১৮৩৩ সালের ৩০ আগষ্টের ৮০৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২৪। সদর দেওয়ানী আদালতের বোধ হইয়াছে যে যে মালগুজারীর ভূমি সমুদয় এক মহাল কি এক মহালের বিশেষ লেখা অংশ না হয় এবং তাহার জমা ধার্য্য না হইয়া থাকে সেই ভূমির সালিয়ানা উপস্বত্বানুসারে মোকদ্দমার মূল্য ধরিবার ব্যবহার অদ্যাপি কোন২ জিলায় চলন আছে অতএব ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের মন্তব্য কথার চতুর্থ দফার বিষয়ে মনোযোগ করিতে তাঁহারা হুকুম দিতেছেন। ঐ দফায় হুকুম আছে যে এইমত ভূমির মোকদ্দমা হইলে ঐ বিরোধি ভূমি আন্দাজী যে মূল্যেতে বিক্রয় হয় তদনুসারে মোকদ্দমার মূল্য ধরিতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ২৩ আগষ্টের সরকুলর অর্ডর।

১২৫। ভূমির দখল পাইবার জন্যে এবং বেদখল সময়ের ওয়াসিলাৎ পাইবার জন্যে মোকদ্দমা হইলে এমত বোধ করিতে হইবেক না যে তাহার বার্ষিক উৎপন্ন এবং বেদখল সময়ের ওয়াসিলাৎ প্রত্যেকে পাঁচ হাজার টাকার অধিক না হইলে ঐ মোকদ্দমা প্রথমতঃ প্রিন্সিপাল আদালতে শুনিবার যোগ্য নহে কিন্তু যদি উভয়ের সংখ্যা একত্র করিয়া তত টাকার ঊর্দ্ধ হয় তবে ঐ আদালতে শুনা যাইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৪ সালের ৩০ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১২৫ পৃষ্ঠা।

১২৬। ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ২ ও ৩ ধারার মর্ম্মানুসারে যদি কোন ব্যক্তি জমী কিম্বা অন্য স্থাবর সম্পত্তির এবং টাকা কিম্বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমা উপস্থিত করে তবে উভয় প্রকার সম্পত্তির মবলগ মূল্য মোকদ্দমার হেতু জ্ঞান হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৪ সালের ৩০ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১২৫ পৃষ্ঠা।

১২৭। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে যদি মোকদ্দমার হেতু একি হয় তবে ফরিয়াদী বিশেষরূপে জমা ধার্য্যহওয়া দুই অথবা ততোধিক মৌজা বা মহালের বিষয়ে একি মোকদ্দমায় নালিশ করিতে পারে এবং সমুদয় মৌজা বা মহালের যে মূল্য হয় সেই মূল্যানুসারে ইষ্টাম্পের মাসুল হিসাব করিয়া নালিশী আরজী লিখিবেক।—১৮৩০ সালের ৫ নবেম্বরের ৫৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২৮। ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে রাজস্ব বাজেয়াফ্ত হওয়া যে ভূমি সরকার কিছু পাইবেন না এমত ভূমির মোকদ্দমার বিষয়ে জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে নিষ্কররূপে ভূমি দখল করণের বিষয়ে জমীদারের নামে কেহ নালিশ করিলে অথবা জমীদার অসিদ্ধ সনদী নিষ্কর ভূমির বিষয়ে নালিশ করিলে নিষ্কর ভূমির নালিশের আরজী যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম আছে সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে উক্ত দুই প্রকার মোকদ্দমার আরজী লিখিতে হইবেক।—১৮৩০ সালের ১ অক্টোবরের ৫৭৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২৯। নীচের লিখিত যে বিধানে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের সম্মতি হইয়াছে তাহা সদর আদালতের সাহেবেরা সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করিতেছেন। মাফী মহালের যে জমা মাফীদারকে মালিকেরদের দিতে হয় সেই জমা যদি সরকারী কর্ম্মকারকের দ্বারা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তবে সে মাফী মহালের মালিকী স্বত্ববিষয়ক মোকদ্দমা ১৮১৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ দফার ১ মন্তব্য কথার লিখিত বিধানমতে উপস্থিত করা যাইবেক।—১৮৪৭ সালের ৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

১৩০। যদ্যপি চাসী রাইয়তের ইজারা বা যোতে যে ভূমি থাকে তাহা বিক্রয় করণের দ্বারা হস্তান্তর হইতে পারে না তথাপি ঐ ইজারা বা যোতে দাবীদারের যে প্রাপ্তি থাকে তাহার মূল্য নিণয় হইতে পারে অতএব ভূমি যে মোকদ্দমার বিষয় উল্লেখ করিয়াছ তাহাতে ফরিয়াদী দাবীর বহুতে আপনার প্রাপ্তি যত টাকা জ্ঞান করে সেই টাকানুসারে আপন মোকদ্দমার মূল্য ধরিতে তাহাকে অনুমতি দিতে হইবেক। যদ্যপি আসামী তাহাতে কোন ওজর করে তবে আদালত ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৪ ধারার হুকুমমতে সরাসরী তজবীজ করিয়া সেই বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবেন।—১৮৩২ সালের ৬ জুলাইর ৭০২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কালেক্টর সাহেব যদি সরাসরীমতে এমত ফয়সলা করেন যে খোদকস্তা রাইয়তের স্থানে খাজানা বাকী আছে এবং যদি তাহাকে বাকীদার বলিয়া বেদখল করিতে হুকুম দেন এবং ঐ খোদকস্তা রাইয়ত ঐ সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্তে জিলার আদালতে অথবা মুনসেফের আদালতে নালিশ করে তবে যত খাজানার টাকার বিষয়ে বিরোধ হইয়াছিল অর্থাৎ প্রথমে ঐ রাইয়তের নামে যত টাকার বাবৎ নালিশ হইয়াছিল তত টাকা ঐ নম্বরী মোকদ্দমার মূল্য জ্ঞান করিতে হইবেক।—১৮৩৪ সালের ২৮ ফেব্রুআরির ৮৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩২। দেওয়ানী আদালতে যে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে নালিশ হইতে পারে তাহার মূল্য নিশ্চয় করণের বিষয়ে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ১৬ আইনের ২৩ ধারা এবং ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারায় যে২ বিধি আছে তাহা স্পষ্টতঃ অথবা ভাবক্রমে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার উল্লিখিত B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের মন্তব্য কথার হুকুমের দ্বারা রদ হইয়াছে। কিন্তু ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ৫ ধারার মধ্যে নিম্নে লিখিত যে প্রকার মোকদ্দমার বিষয় লেখা আছে সেই প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ মন্তব্য কথার ৪ দফায় কোন বিশেষ বিধান নাই।* অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে ইষ্টাম্পের বিষয়ে যে আইন সর্ব্ব শেষে হয় অর্থাৎ ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের মন্তব্য কথার ৪ দফা তাহা উক্ত প্রকার মোকদ্দমার এবং পশ্চাৎ লিখিত প্রকার মোকদ্দমার এবং অন্যান্য যে সকল প্রকার মোকদ্দমার বিষয় ঐ মন্তব্য কথার প্রথম তিন দফায় লেখা নাই তাহাতে খাটে কি না। ১। আবহমানের পাট্টাক্রমে কিম্বা অন্য প্রকারে যে বিশেষ খণ্ড মালগুজারীর বা লাখেরাজ ভূমি ধার্য্য আছে তাহার কৃষি করণের হক পাইবার বা রাখিবার নিমিত্তে খাষ্টকারেরা ভূম্যধিকারির নামে যে নালিশ করে তাহা। কিম্বা ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনের বিধির অনুসারে জমীদারেরদের পক্ষে তাহারদিগকে বেদখল করণের যে সরাসরী ডিক্রী হইয়াছিল তাহার অন্যথা করণার্থ মোকদ্দমা। ২। যে প্রজা রাইয়তী পাট্টাক্রমে ভূমির ভোগদখল করিতেছে তাহাকে বেদখল করিবার নিমিত্তে মালগুজারীর কি লাখেরাজ ভূমির অধিকারী যে নালিশ করে তাহা।

তাহাতে পশ্চিম দেশের সদর আদালত কলিকাতার সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া এই বিধান করিলেন যে

---

* যদি ঐ প্রজার ভূমির স্বত্বের কি কোন প্রকার স্বত্বাধিকারের বাবৎ দাওয়া না হইয়া ভূমির ইজারার কি তাহার কোন প্রকারের বাবৎ কিম্বা ভূমির নিয়মিত কিছু কালের স্বত্বের বাবৎ দাওয়া হয় তবে উপরের লিখিত আইনের মতে এমত দাওয়ার বিষয়ের মূল্য যথার্থ উৎপন্ন ধরিয়া যাহা হইতে পারে তাহাই হইবেক।

১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারা এবং ইষ্টাম্পের মামুল নির্দ্দিষ্ট করণ কি আদায় করণের বিষয়ে যে২ আইন ছিল তাহা ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ২ ধারার দ্বারা রদ হইয়াছে এবং উক্ত পত্রে যে মোকদ্দমার বিষয় লেখা আছে সেই প্রকার মোকদ্দমার মূল্য নিশ্চয় করণের নিমিত্তে ঐ ১৮২৯ সালের ১০ আইনে কোন বিশেষ বিধি নাই অতএব সেই সকল মোকদ্দমা ঐ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের মন্তব্য কথার ৪ দফার সাধারণ বিধির অর্থের মধ্যে জ্ঞান করিতে হইবেক।—১৮৩৭ সালের ২৫ আগষ্টের ১১০১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩৩। বিধান হইল যে রাইয়তের জমা নির্ণয় করণার্থে যে মোকদ্দমা হয় সেই মোকদ্দমার মূল্য এক বৎসরের খাজানার তুল্য ধরিতে হইবেক।—১৮৪০ সালের ৩১ জানুআরির ১২৭২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩৪। যদি বন্ধকদেওনিয়া বন্ধকহওয়া ভূমির ভোগদখল পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা করে তবে ভূমির মূল্য অনুমান করণের নিমিত্তে আইনে যে সকল বিধান আছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐ ভূমির মূল্যানুসারে ইষ্টাম্পের মূল্যের হিসাব করিতে হইবেক এবং ঐ ভূমি যে টাকায় বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল সেই টাকানুসারে ইষ্টাম্পের মূল্য নিশ্চয় করিতে হইবেক না। অতিস্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের এই অভিপ্রায় ছিল যেহেতুক তাহাতে হুকুম আছে যে দাবীর বস্তুর মূল্যানুসারে ইষ্টাম্পের মূল্য নিশ্চয় করিতে হইবেক।—১৮৩৫ সালের ৭ আগষ্টের ৯৫৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩৫। ১৮৩৬ সালের ১৩ আইনানুসারে ১৮৩৮ সালের ১ জানুআরি তারিখঅবধি সিক্কা টাকা দিবার প্রস্তাব হইলে তাহা আইনমতে লওয়া যাইতে পারে না অতএব কলিকাতা এবং আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ১০৬৮ নম্বরী আইনের অর্থ রদ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য এবং এদেশীয় নানা বিচারকেরা যে২ মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন তাহার মূল্য পূর্ব্ব কালের সিক্কা টাকাতে গণ্য না হইয়া বর্ত্তমান চলিত টাকাতে গণ্য হইবেক। তাহার উদাহরণ এই যে এই বিধানানুসারে কোম্পানির ৩০০৲ টাকার অধিক মূল্যের মোকদ্দমার বিচার মুনসেফেরা করিতে পারিবেন না এবং উক্ত মূল্যের মোকদ্দমার নালিশের আরজী ১৬৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ১৫ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

১৩৬। কানপুরের জজ সাহেব আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতে নীচের লিখিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সিক্কা ৫০০০৲ টাকার শতকরা ৪৲ টাকা সুদের গবর্ণমেণ্টের এক প্রমিসরি নোট অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে এক আপীলী মোকদ্দমা আমার আদালতে হইয়াছে কিন্তু আমার বোধ হয় যে ঐ আপীল উপরিস্থ আদালতে করা উচিত ছিল।

তাহাতে আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেব যে পত্র লিখিলেন তাহার চুম্বক এই। আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরা বোধ করেন যে জজ সাহেবের ঐ আপীল শুনিবার আইনমতে কোন আপত্তি নাই। তাঁহারা কহেন যে সিক্কা ৫০০০৲ টাকা পাওনের নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হয় নাই কিন্তু যে কাগজের মূল্য কোম্পানির ৫০০০৲ টাকা ধরা গিয়াছে এমত কোম্পানির কাগজের বিষয়ে মোকদ্দমা হইয়াছে এবং ঐ কাগজ এক্ষণে বাজারে বিক্রয় হইলে যত টাকার বাবৎ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে তত টাকা পাওয়া যাইত না। ঐ কাগজ ৪৬০০৲ টাকার নিমিত্তে বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল এবং কথিত আছে যে এক্ষণে ৪৯৩০৲ টাকা দিলে তাহা উদ্ধার হইতে পারে।—কলিকাতার সদর আদালতের উত্তর। গত মাসের ৫ তারিখের ১২৫৭ নম্বরী তোমার পত্র সদর আদালত পাইয়া এই উত্তর দিতেছেন যে উক্ত মোকদ্দমা ৫০০০৲ টাকার কোম্পানির কাগজ ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু ঐ টাকা সিক্কা কি কোম্পানির ইহা আরজীতে লেখা নাই এবং ঐ সংখ্যা অর্থাৎ ৫০০০৲ টাকার মোকদ্দমার ইষ্টাম্পের মামুল ১৫০৲ টাকা এবং যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা আদৌ উপস্থিত হয় ঐ আদালতে মোকদ্দমার মূল্যের বিষয়ে কোন ওজর হয় নাই। এই২ কারণে আলাহাবাদের সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরদের মতে কলিকাতার সদর আদালতও সম্মত হইয়া বোধ করেন যে জিলার আদালতে ঐ আপীলের বিচার হইতে পারে।—১৮৪২ সালের ২ সেপ্টেম্বরের ১৩৫৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩৭। সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় ইষ্টাম্পের মামুল হিসাব করণেতে সিক্কা টাকা কোম্পানির টাকার তুল্য মূল্য জ্ঞান করিতে হইবেক। আনন্দ আপনার আপীলের মূল্য সিক্কা ৯৬৩৯৲ টাকা ধরিয়া, ২৫০৲ টাকার ইষ্টাম্প কাগজে নালিশ করিল বলরাম ওজর করিল যে ঐ আপীলী মোকদ্দমার মূল্য কোম্পানির টাকায় ধরা উচিত ছিল অর্থাৎ কোম্পানির ১০,২৮১৲ টাকা এবং ৩৫০৲ টাকার ইষ্টাম্প কাগজে তাহার আপীলের আরজী লেখা উচিত ছিল কিন্তু বলরামের ঐ ওজর অগ্রাহ্য হইল।—১৮৩৯ সালের ১৮ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২০ পৃষ্ঠা।

১৩৮। সদর আদালত বিধান করিলেন যে করারদাদ দ্রব্যের মূল্যের বিষয়ে হইল এবং কোন বিশেষ প্রকার টাকার বিষয়ে হইল না এমত অনুভব হয়। অতএব ১০০৲ সিক্কা টাকা ১০৬৷৷৶৮ কোম্পানির টাকার তুল্য এমত হিসাব করিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ২৭ আপ্রিলের ১১৫১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩৯। সদর আদালত বোধ করেন যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার ৪ প্রকরণানুসারের ইস্তিহার-নামাক্রমে যে সম্পত্তির বিষয়ে নালিশ হয় তাহার কোন অংশের বিষয়ের দাওয়া হইলে সেই দাওয়ার দরখাস্ত আদালতে "উপস্থিতহওয়া বিষয়সম্পর্কীয়" দরখাস্তের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক। ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৭ প্রকরণে মুনসেফেরদের বিষয়ে কিছু লেখা নাই এই দৃষ্টে এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণের বিধির দৃষ্টে মুনসেফের আদালতে উক্ত প্রকার যে সকল দরখাস্ত হয় তাহা সাদা কাগজে লিখিতে হইবেক।—১৮৩২ সালের ২০ জুলাইর ৭০৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪০। রামতনু পাল আমার আদালতে যে দরখাস্ত দিয়াছিল তাহার এক নকল সদর আদালতের বিবেচনার নিমিত্তে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে দরখাস্তকারী যে ভারি মোকদ্দমার বিষয় উল্লেখ করে তাহা আইনমতে মুনসেফ বিচার করিতে পারেন কি না। রামতনু কহে যে এইপর্য্যন্ত আমি সালিয়ানা ৩১৲ টাকার অধিক খাজানা দিই নাই কিন্তু গঙ্গাধর রায় জমীদার ২০৬৸০ টাকা সালিয়ানা খাজানার দাওয়া করিতেছেন অর্থাৎ তিনি চির কালের নিমিত্তে সালিয়ানা ১৭৫৲ টাকার অধিক খাজানার দাওয়া করেন এবং বাঙ্গলা দেশে যেরূপ সুদ চলন আছে তদনুসারে হিসাব করিলে আসল টাকা ১৫০০৲ অথবা ২০০০৲ টাকা হয়। আমার বোধ হয় এইপ্রকার ভারি মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করিতে হয়। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ঐ মোকদ্দমা ৩০০৲ টাকার অনধিক টাকার মোকদ্দমা অতএব ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণানুসারে মুনসেফ তাহার বিচার করিতে পারেন। এই প্রকার মোকদ্দমা নিয়ত প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করিতে তুমি যে পরামর্শ দিয়াছ তাহাতে সদর আদালত সম্মত নহেন কিন্তু এই বিশেষ গতিকে উক্ত আইনের ৭ ধারানুসারে তুমি চাহিলে তাহা আপনার প্রধান সদর আমীনের নিকটে সোপর্দ্দ করিতে পার।—১৮৩৩ সালের ২ আগষ্টের ৮১১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪১। নালিশী আরজীপ্রভৃতিতে ইষ্টাম্পের মাসুলের হিসাব করণের বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহাতে সদর আদালত উত্তর দিতেছেন যে ঐ হিসাবহইতে টাকার আনামাসা বাদ দেওনের যে ব্যবহার তোমার আদালতে আছে তাহা বেদাঁড়া যেহেতুক দাবীর টাকা যৎকিঞ্চিৎ বেশী হইলে ইষ্টাম্পের মাসুল বেশী করিতে হইবেক।—১৮৩৪ সালের ৪ আপ্রিলের ৮৭৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪২। সদর আদালত কহিতেছেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইন জারী হওনের সময়ে ইষ্টাম্পের মাসুল আদায় করণের বিষয়ে যে সকল আইন বা আইনের ভাগ চলন ছিল তাহা ঐ ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ২ ধারাক্রমে রদ হইল। সেই ধারাতে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ৭ প্রকরণের বিধি বর্জ্জিত হয় নাই অতএব ঐ সপ্তম প্রকরণ এবং তৎসম্পর্কীয় অন্য সকল আইন রদ হইয়াছে এইমত অবশ্য জ্ঞান করিতে হইবেক। আরো আলাহাবাদ ও কলিকাতাস্থ সদর আদালত বিধান করিয়াছেন (৭৬৮ নম্বরী আইনের অর্থ) যে পূর্ব্বোক্ত আইনের বিধিপ্রযুক্ত এবং যে প্রকার মোকদ্দমার বিষয় তুমি লিখিয়াছ সেই প্রকার মোকদ্দমার খাস আপীলের দরখাস্তের ইষ্টাম্পের মাসুল ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণে মাফ করা যায় নাই এপ্রযুক্ত ঐ প্রকার দরখাস্তের উপর সম্পূর্ণ ইষ্টাম্পের মাসুল লইতে হইবেক। এবং সেই যুক্তির অনুসারে সদর আদালত বোধ করেন যে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতহওয়া নম্বরী অন্যান্য মোকদ্দমার যেরূপ ইষ্টাম্পের মাসুল দিতে হয় সেইরূপে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ৭ প্রকরণসম্পর্কীয় মোকদ্দমার উপর নম্বরী আপীল হইলে তাহার দরখাস্ত ও সওয়ালজওয়াব ও দলীলদস্তাবেজের নিমিত্তে ইষ্টাম্পের সম্পূর্ণ মাসুল দিতে হইবেক।—১৮৩৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের ৯৮৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪৩। কোন মোকদ্দমাতে গোপালের পক্ষে ডিক্রী হয় ঐ ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে সে ব্যক্তি আসামীর সম্পত্তি বলিয়া কতক২ ভূমি নীলাম হওনার্থ দেখাইয়া দেয়। ইতিমধ্যে রামনামক দাওয়াদার ঐ ভূমির উপর দাওয়া করে ঐ দাওয়া মঞ্জুর হয় এবং নীলাম স্থগিত হয় তাহাতে গোপালকে হুকুম দেওয়া গেল যে তোমার যদি কোন দাওয়া থাকে তবে নম্বরী মোকদ্দমা কর অতএব সে ব্যক্তি আপন পক্ষের ডিক্রী জারী করণার্থে কতক২ ভূমি বিক্রয় করাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করে তাহাতে জিজ্ঞাসা হইল যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের মন্তব্য কথার অনুসারে গোপালের আপন মোকদ্দমার কত টাকা মূল্য ধরিতে হইবেক। বিধান হইল যে উক্ত মোকদ্দমা দখল পাইবার নিমিত্তে উপস্থিত করা যায় না কিন্তু ঐ ভূমিতে প্রথম আসামীর স্বত্ব বিক্রয় করিবার এবং ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকাতে গোপালের দাওয়া শোধ করিবার নিমিত্তে অনুমতি পাইতে মোকদ্দমা হয় অর্থাৎ ঐ সম্পত্তি যত মূল্যে নীলাম হইতে পারে তত টাকার মোকদ্দমা হওয়াতে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের মন্তব্য কথার ৪ দফার অনুসারে ভূমির আন্দাজী মূল্যেতে

মোকদ্দমার মূল্যের হিসাব করিতে হইবেক অথবা যদি নীলামের প্রাপ্ত মূল্য তাহার দাওয়ার অধিক হয় তবে ডিক্রীর অনুসারে ফরিয়াদীর দাওয়ার তুল্য তাহার মোকদ্দমার মূল্য হিসাব করিতে হইবেক যেহেতুক যে মালগুজারীর ভূমির স্বত্বের মূল্য ঐ আইনের মন্তব্য কথার ১ দফা অনুসারে নিশ্চয় হইতে পারে না এমত স্বত্বের বিষয়ি মোকদ্দমা জ্ঞান হইতেছে।—১৮৪১ সালের ১৬ জুলাইর ১৩০১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪৪। ধার্য্য হইল যে এক মেলার দখল ফিরিয়া পাইবার জন্যে নালিশ হইলে সেই মেলার আঠার বৎসরের উৎপন্ন টাকা ঐ মোকদ্দমার মূল্য হিসাব করণের আবশ্যক নাই। সেই মেলাতে ফরিয়াদী আপনার লাভ যত টাকা ধরিয়া দাওয়া করে তত টাকা তাহার মোকদ্দমার মূল্য ধরিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ২১ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২২৫ পৃষ্ঠা।

১৪৫। কেবল জাতির মধ্যে পুনর্ব্বার গ্রহণ হওনার্থে মোকদ্দমা হইলে সেই মোকদ্দমার মূল্য যত টাকা অনুমান করা যায় তাহা তত টাকা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা নহে। অধস্থ আদালত এই দুই বিষয়ে প্রভেদ না করিয়া নন্‌সুটের যে হুকুম দিলেন তাহা সদর দেওয়ানী আদালত অন্যথা করিলেন।—১৮৪৭ সালের ১৩ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৮৮ পৃষ্ঠা।

১৪৬। ১৮১৮ সালের ২০ আপ্রিল তারিখে সদর দেওয়ানী আদালত সরক্যুলর অর্ডরে বিধান করিলেন যে টাকার বন্ধ হইলে যে আসল টাকা কর্জ্জ দেওয়া গেল তদনুসারে ইষ্টাম্পের মূল্য হিসাব করিতে হইবেক কিন্তু এই বিধি টাকা ফিরিয়া পাইবার নালিশী আরজীর ইষ্টাম্পের মূল্যের বিষয়ে খাটে না আসল টাকা ও সুদ একত্র করিয়া ইষ্টাম্পের মূল্য নির্ণয় করিতে হইবেক।—১৮২৫ সালের ২ ডিসেম্বরের ৪০৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪৭। ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণে স্পষ্ট হুকুম আছে যে নালিশী আরজীর ইষ্টাম্পের মূল্য দাবীবিষয়ের মূল্য বা সংখ্যানুসারে নিশ্চয় করিতে হইবেক। অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে এক্ষণে যেরূপ আইন আছে তদনুসারে যে টাকা পাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই টাকার অনুসারে ইষ্টাম্পের মূল্য নিশ্চয় করিতে হইবেক। খতের সমুদয় টাকার হিসাবে দাওয়া না হইলে সেই খতের টাকার অনুসারে ইষ্টাম্পের মূল্য নিশ্চয় করিতে হইবেক না।—১৮৩২ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

১৪৮। পুনশ্চ সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে আসল খতের বিষয়ের মোকদ্দমা করিতে যদি ফরিয়াদীর অভিপ্রায় থাকে কিন্তু এক কিস্তীমাত্রের বিষয়ের নালিশ করণের ছলে কেবল সেই কিস্তীর উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে আপনার নালিশী আরজী দাখিল করে তবে যে কোন আদালতে এইপ্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই আদালতে ঐ ফরিয়াদী নন্‌সুট হইবার যোগ্য হইবেক।—১৮৩২ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

১৪৯। ছিলটের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইলে মোকদ্দমার মূল্য নিরূপণ করণেতে আসল টাকার উপর আদালতের খরচা চড়াইতে নিষেধ আছে।—১৮৩৮ সালের ১৪ ডিসেম্বরের ১১৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫০। কালেক্টর সাহেবের হুকুমের প্রতিবন্ধকতা করণ অথবা না মাননের বিষয়ে যদি ঐ কালেক্টর সাহেব জমীদারী জব্দ করণের বিষয়ের নালিশ করেন তবে যে জমীদারী জব্দের বিষয়ের কালেক্টর সাহেব নালিশ করেন তাহার সদর জমার অনুসারে মোকদ্দমার মূল্যের হিসাব করিতে হইবেক এবং যে বাকী পড়িয়াছে তাহার সংখ্যানুসারে মোকদ্দমার মূল্য হইবেক না।—১৮২৫ সালের ২৭ মের ৩৮৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫১। যে সম্পত্তির বাবৎ নালিশ হয় তাহার মূল্যের বিষয়ে নম্বরী মোকদ্দমা রুবকার হওনের সময়ে যে হুকুম দেওয়া যায় তাহার উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে।—১৮৪১ সালের ১৯ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ পৃষ্ঠা।

১৫২। আসল স্বত্বের মূল্যের মধ্যে তাহার অন্তর্গত স্বত্বের মূল্য আছে।—১৮৪৬ সালের ১৬ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭৭ পৃষ্ঠা।

১৫৩। যত টাকার দাওয়া হইল যদি অধস্থ আদালত তাহাহইতে কম টাকার ডিক্রী করেন তবে আসামী আপীল করণ সময়ে যে টাকার প্রথম দাওয়া হইয়াছিল তদনুসারে আপীলী মোকদ্দমার মূল্য না ধরিয়া যে টাকার ডিক্রী হইয়াছিল তদনুসারে আপীলের মূল্য ধরিতে পারে।—১৮৪১ সালের ১৪ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১১ পৃষ্ঠা।

৫ ধারা।

যে মোকদ্দমার মূল্য অধিক কি অল্প ধরা গিয়াছে তাহা।

১৫৪। প্রত্যেক নালিশের কাগজেতে দাওয়াকরা বস্তুর মূল্য বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক এবং শত-

করা দশ টাকার অনুসারে উপযুক্ত মূল্যের কম সংখ্যা লেখা গিয়া থাকিলে এবং সওয়ালজওয়াব সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ফরিয়াদী ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত হুকুমানুসারে ঐ কম টাকার নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প কাগজ উপযুক্ত হয় এমত ইষ্টাম্প কাগজে দ্বিতীয় নালিশের আরজী না লিখিলে আসামী তাহার প্রমাণ দিলে ননসুটের হুকুম পাইবেক এবং এই কথার দ্বারা আদালতের প্রতি ঐ২ প্রকার মোকদ্দমায় চলিত আইনে তাহার অন্যথায় কোন কথা থাকিলেও এমত হুকুম দিতে অনুমতি দেওয়া যায়।—১৮২৯ সা। ১০ আ। B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্র।

১৫৫। সম্পত্তির যথার্থ মূল্য এবং নালিশের আরজীর লিখিত মূল্যের বৈলক্ষণ্যেতে নালিশের আরজীর ইষ্টাম্পের মসুলের বৈলক্ষণ্য হয় কিন্তু যদি সেই মূল্য শতকরা ১০৲ টাকার কম না ধরা গিয়া থাকে তবে সেই মোকদ্দমা ননসুট হইবার যোগ্য নহে।—১৮৪৫ সালের ৯ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭৩ পৃষ্ঠা।

১৫৬। যদি দাওয়ার কম মূল্য ধরা গিয়াছে বোধ হয় তবে মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া ফরিয়াদীকে ননসুট করিতে হয়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ৮ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৫৭। যদি ফরিয়াদী আপনার হিসাবঅনুসারে সম্পত্তির কম মূল্য ধরিয়া থাকে তবে তাহাকে ননসুট করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ২ অক্টোবরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৫৮। যদি সম্পত্তির মূল্য অধিক ধরা গিয়াছে তবে তাহা ননসুটের কারণ নহে। ১৮৪৫ সালের ১৬ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭৪ পৃষ্ঠা।

১৫৯। সরাসরীভিন্ন কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার কালে যদি এমত জানা যায় যে নালিশী আরজী ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ ও ১৪ ধারানুসারে (এইক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইন) যত টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাওনের আবশ্যক ছিল তাহাহইতে কম মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়াছে তাহাতে যদি আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনাতে এমত বোধ হয় যে এ কসুর কেবল ভুল ও ভ্রান্তিক্রমে হইয়াছে চাতুরী প্রবঞ্চনা কি আইনের লিখিত হুকুমের প্রতিরোধকতাকরণের মনস্থে নহে তবে এমতে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টকে অনুমতি কি হুকুম দেন যে ঐ২ ধারানুসারে ইষ্টাম্প কাগজের যত টাকা মূল্য তাহার দেওয়া উচিত ছিল তাহা পূরা হইবার নিমিত্তে আর যত টাকা লাগে তত টাকা মূল্যের আর এক ইষ্টাম্প কাগজ আপন নালিশী আরজীর অন্য নকল লিখিয়া দাখিল করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৭ ধা। ১ প্র।

১৬০। ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৪ ধারার লিখিত কথার অতিরিক্ত এই প্রকরণানুসারে স্পষ্ট করিয়া এমত লেখা যাইতেছে যে উপরের প্রস্তাবিত ধারার লিখনমতে সরাসরী আপীলের কোন মোকদ্দমা কোন প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহার বিচার করণের সময়ে প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের দাওয়ার বিষয়ের সংখ্যার দৃষ্টে যদি এমত বোধ হয় যে মোকদ্দমা কোন জিলা কি শহরের আদালতেতে শুনা যাওনের যোগ্য ছিল না কিন্তু ফরিয়াদীও চাতুরী ও প্রবঞ্চনাহেতুক দাঁড়ার ব্যতিক্রমে ঐ আদালতে আপন মোকদ্দমা উপস্থিত করে নাহি তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ফরিয়াদী যে জিলা কি শহরের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময়ে নালিশের রসুমের কি ইষ্টাম্প কাগজের মূল্যের টাকা দিয়াছিল তাহা তাহাকে ফিরিয়া দিবার নিমিত্তে সেই জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবের নামে হুকুম দেন ও ফরিয়াদীকে অনুমতি হইবেক যে আপন মোকদ্দমা পুনরায় নূতন করিয়া প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতে উপস্থিতকরে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৭ ধা। ২ প্র।

১৬১। দাওয়ার বিষয় পাঁচ হাজার টাকার অধিক নহে ইহা বলিয়া যদি কোন ফরিয়াদী কোন জিলা কি শহরের আদালতে নালিশ করে আর আসামী ইহা অস্বীকার করিয়া তাহার জওয়াবে এ কথা জানায় যে দাওয়ার বিষয়ে উৎপন্ন কিম্বা মূল্য অথবা সংখ্যা এত যে তাহাতে এই আইনের লিখিত কথানুসারে সে মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতে শুনা যাওনের যোগ্য নহে তবে ঐ আদালতের সাহেবের উচিত যে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বিচারের পূর্ব্বে এ কথার এমত জিজ্ঞাসাবাদ ও তথ্যানুসন্ধান করেন যে সে মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরদের শুনিবার যোগ্য বটে কি না ইহা স্পষ্ট বোধ হয় পরে যেমত বুঝেন্ তদনুরূপ হুকুম তাহাতে লিখেন পরে যদি ইহাতে উভয় বিবাদির কেহ অসম্মত হয় তবে সে ব্যক্তি প্রবিন্সাল কোর্টে ইহার আপীল করিতে পারে এমত ক্ষমতা আছে আর ঐ প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতহইতে এ বিষয়ে যে হুকুম হয় তাহাই চূড়ান্ত

এতাবতা পুরা বুঝা যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি আসামী ফরিয়াদীর নালিশের প্রথম জওয়াবেতে এ বিষয়ে কোন ওজর স্পষ্ট না করে অর্থাৎ না জানায় তবে তাহার পর সে ওজর শুনা যাইবেক না আর এইমত জিলা কি শহরের আদালতের জজ সাহেবের এইমত কৃত নিষ্পত্তির আপীল এক মাসের মধ্যে না করিলে কোর্ট আপীল আদালতের সাহেবদিগের প্রত্যয় নিমিত্তে নিয়মিত কালের মধ্যে আপীল না করিতে পারণের কোন বিশিষ্ট হেতু গোচর করাণব্যতিরিক্ত আর কোন প্রকারে তাহার আপীল মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

১৬২। প্রবিন্সাল কোর্টে উপস্থিতহওযা মোকদ্দমাসকলের কোন মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী যদি কহে যে আমার দাওয়ার বিষয় পাঁচ হাজার টাকার অধিক আর আসামী ইহা অস্বীকার করিয়া তাহার জওয়াবেতে ঐ দাওয়ার বিষয়ের উৎপন্ন কিম্বা মূল্য অথবা সংখ্যা জিলা ও শহরের আদালতে প্রথমতঃ ঐ মোকদ্দমা বিচার হওনের উপযুক্ত জানায় তবে এমতে প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনের লিখিত দাঁড়ানুসারে সে মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতের কি প্রবিন্সাল কোর্টের বিচারের যোগ্য ইহা যাহাতে তথ্য ও নিশ্চয় বোধ হয় এমত জিজ্ঞাসাবাদ ও সুন্দর সন্ধানানুসন্ধান করেন আর প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেব লোকেরা এ বিষয়ে যে হুকুম করিবেন তাহাই চূড়ান্ত অর্থাৎ পুরা বুঝা যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে আসামী যদি ফরিয়াদীর নালিশের প্রথম জওযাবেতে এ বিষয়ে কোন ওজর না গোচর করায় তবে তাহার পরে তাহা শুনা যাইবেক না ইতি। ১৮০৮ সা। ১৩ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

১৬৩। প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবলোক উপরের প্রস্তাবিত কোন মোকদ্দমাতে যদি এমন নিষ্পত্তি করেন যে সে মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতে শুনিবার যোগ্য তবে ফরিযাদী যে রসুম দাখিল করিয়াছিল তাহা সে ফিরিয়া পাইবেক এবং আপন মোকদ্দমার নালিশ পুনর্ব্বার নূতন করিযা জিলা কি শহরের আদালতে উপস্থিত করিতে পারিবার ক্ষমতা তাহার থাকিবেক আর যদি প্রবিন্সাল কোর্টের উকীলেরদিগহইতে ঐ মোকদ্দমাতে সওয়াল ও জওয়াব করাইযা থাকে তবে কোর্ট আপীল আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উকীলদিগের মেহনতানার রসুম যাহা উচিত বুঝেন্ মোকররী অর্থাৎ নিরূপিত রসুমের চতুর্থাংশের অধিক না হয় এই নিয়মে রসুম দিতে ফরিযাদীর প্রতি হুকুম করেন ইতি।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

১৬৪। প্রধান সদর আমীনের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমার আসামী কহিল যে যে সম্পত্তি মোকদ্দমার কারণ তাহার মূল্য ফরিয়াদী অধিক করিযা ধরিযাছে এবং মূল্যের সেই আধিক্যপ্রযুক্ত সেই মোকদ্দমার আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে না হইযা সদর দেওযানী আদালতে করিতে হইতেছে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৫ ধারার ভাবানুসারে প্রধান সদর আমীনের উচিত ছিল যে মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা করণের পূর্ব্বে সেই ওজরের তজবীজ করেন।—সদর দেওযানী আদালতের ১৮৪১ সালের ৩ জুলাইর নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৪১ পৃষ্ঠা।

১৬৫। সদর আদালতের সাহেবেরা তোমাকে আদেশ করিতে আমাকে হুকুম করিযাছেন যে নয়রী মোকদ্দমাতে যখন আসামী ওজর করে যে ইষ্টাম্পের মাসুল না দিবার নিমিত্তে অথবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে ঐ মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে না পারে এই নিমিত্তে ফরিযাদী মোকদ্দমাঘটিত সম্পত্তির মূল্য ন্যূন করিযা লিখিয়াছে তখন ঐ কথা সত্য কি না ইহা নিশ্চয় করিবার নিমিত্তে যে তদারককরা বিহিত বোধ হয় তাহা সওয়ালজওয়াব শেষ হওনের * পূর্ব্বে করিবা এবং তাহা করিলে পর তুমি তদনুসারে হুকুম দিবা ইহাতে আসামী কি ফরিয়াদী অসম্মত † হইলে সে তোমার হুকুমের উপর এই আদালতে সরাসরীরূপে আপীল করিতে পারে। তুমি এই হুকুম তোমার জিলার প্রধান সদর আমীনকে জানাইবা।—১৮৪০ সালের ১৯ জুনের সরকুলর অর্ডর।

১৬৬। সম্পত্তির মূল্যের বিষয়ে আসামীর যে আপত্তি থাকে তাহা প্রথমে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সেই আদালতে জ্ঞাত করিতে হইবেক এবং আপীল আদালতে তাহা জ্ঞাত করণের তাহার স্বত্ব আছে বলিয়া তাহা ঐ আদালতে জ্ঞাত করিতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ২৫ মের নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৬৮ পৃষ্ঠা।

১৬৭। যে সম্পত্তির বাবৎ নালিশ হয় তাহার মূল্যের বিষয়ের আপত্তি যদি আসামী নালিশী আরজীর জওয়াব দেও-

---

* ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণ এবং ১০৪৬ নয়রী আইনের অর্থ দেখ।

† ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৪ ধারার ১ প্রকরণ দেখ।

নেয় সময়ে উপস্থিত না করে তবে অধস্থ আদালত তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন না। এবং যদি সেই সময়ে সেই ওজর না করা গিয়া থাকে এবং আসামীর বিরুদ্ধে তাহার হুকুম হইলে যদি আসামী সেই হুকুমের উপর সরাসরী কিম্বা নম্বরী আপীল না করে তবে আপীল আদালত মুল্যের বিষয়ে সেই ওজর গ্রাহ্য করিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ১৭ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২৮৪ পৃষ্ঠা।

১৬৮। তোমার পত্র পাইয়া সদর দেওয়ানী আদালত ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের বিধি দেখিতে তোমাকে হুকুম করিয়া এই বিধান করিতেছেন যে ফরিয়াদী আপন মোকদ্দমার যে মুল্য ধরিয়াছে তাহাতে আসামীর যে কোন ওজর থাকে তাহা সামান্যতঃ আরজীর জওয়াবে লিখিতে হইবেক এবং জজ সাহেব যেমত সরাসরী তহকীককরা উচিত বোধ করেন সেইমত তহকীক করিয়া যদি সেই মুল্য কম বোধ হয় এবং তাহাতে যদি কোন প্রতারণা না দেখা যায় তবে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার বিধানানুসারে তাহাকে দ্বিতীয় এক আরজী দাখিল করিতে হুকুম দিতে পারেন কিন্তু জজ সাহেবের এই হুকুম সরাসরী অথবা নম্বরী আপীলক্রমে আপীলী ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের দ্বারা মতান্তর অথবা রদ হইতে পারে। এমত কখন২ হইতে পারে যে অধস্থ আদালতে ফরিয়াদী আপনার সম্পত্তির যে মুল্য ধরিয়াছিল তাহাতে যদ্যপি আসামী কোন ওজর না করিয়া থাকে তথাপি যে আদালতে আপীল হয় সেই আদালতের উচিত যে ঐ মুল্য যদি কম বোধ হয় তবে তাহা সংশোধিত করিতে হুকুম দেন্।—১৮৩৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরের ১০৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬৯। যদি ফরিয়াদী এমত প্রমাণ দিতে পারে যে ঐ ফরিয়াদী দাবীর সম্পত্তির মুল্য কম করিয়া ধরে নাই এবং তৎপ্রযুক্ত সদর আমীন অথবা প্রধান সদর আমীন যে হুকুম করিয়াছিলেন তাহা অসঙ্গত তবে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণানুসারে যে ননসুট হয় তাহার উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে।—১৮৩৪ সালের ২৪ অক্টোবরের ৮৭২ নম্বরী আইনের অর্থ।

[যে গতিকে নালিশী আরজী কম মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়া থাকে অথবা যে গতিকে বিরোধি বস্তুর যে মুল্য ফরিয়াদী ধরিয়াছে তাহাতে আসামী ওজর করে সেই২ গতিকে জিলা এবং অধস্থ আদালতের কার্য্যের নিমিত্তে যে শেষ বিধি হয় তাহা নীচে লেখা যাইতেছে।]

১৭০। যে আদালতে মোকদ্দমার দরখাস্ত প্রথমে করা যায় অথবা আপীল হয় তাহার বিচারকেরা যদি অবগত হন যে কোন মোকদ্দমার দরখাস্ত উপযুক্ত মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় নাই তবে যে আদালতে ঐ ত্রুটি ধরা পড়ে সেই আদালত ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিয়া কিছু প্রতারণা প্রকাশ হইলে ফরিয়াদীকে ননসুট করিবেন অথবা যদি কিছু প্রতারণার অভিপ্রায় অনুমান না হয় তবে ফরিয়াদীকে অন্য এক দরখাস্ত দাখিল করিতে অনুমতি দিবেন।—১৮৪১ সালের ২০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ বিধি।

১৭১। প্রথম মোকদ্দমাতে কম মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত লিখনের ত্রুটি যদি আপীল হওনের সময়ে প্রকাশ হয় তবে সেই আপীল আদালত যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক কার্য্য করিতে স্থির করেন তবে ঐ মোকদ্দমা নথীতে রাখিয়া দ্বিতীয় দরখাস্ত দাখিল করণের এবং খরচার উপযুক্ত পরিবর্ত্তন করণের নিমিত্তে ঐ দরখাস্ত এবং ডিক্রী অধঃস্থ আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেন। এবং ঐ কাগজ ফিরিয়া আইলে ঐ আপীলের যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।—১৮৪১ সালের ২০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ বিধি।

১৭২। ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের মন্তব্য কথার ৪ দফার লিখিত প্রকার মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী দাওয়াকরা বস্তুর যে মুল্য লিখিয়াছে তাহাতে আসামীর আপত্তি হইলে এবং যে ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত লেখা গিয়াছে তাহার মুল্য বিষয়ে অন্য কোন আপত্তি হইলে আসামী তাহা ঐ দরখাস্তের জওয়াবে লিখিবেক এবং তৎপরে যে আদালতে মোকদ্দমা প্রথমতঃ উপস্থিত হয় অথবা যাহাতে আপীল হয় তাহাতে ঐ মোকদ্দমার তৎপরে কোন অবস্থায় ঐ আপত্তি উপস্থিত করিতে আসামীর অধিকার নাই এবং দাওয়াহওয়া বস্তুর কম মুল্যের বিষয়ে অধস্থ আদালতের হুকুমের উপর সরাসরী অথবা নম্বরী আপীল না হইলে ঐ আপীল আদালত সেই বিষয়ের বিচার করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ বিষয়ে বিশেষরূপে সরাসরী অথবা নম্বরী আপীল হইলে আপীল আদালত যদি ফরিয়াদীর কোন প্রকার প্রতারণা না দেখেন তবে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার ২ প্রকরণানুসারে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবেন।—১৮৪১ সালের ২০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ বিধি।

৬ ধারা।

জিলার আদালতে নালিশ।

১৭৩। সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করিয়াছেন যে কোন২ আদালতে নম্বরী এবং মুৎফরকা মোকদ্দমার নম্বর

একাদিক্রমে বরাবর চলিয়া আসিতেছে এইমত নিয়ম অতিশয় ক্লেশজনক অথচ তাহাতে কিছু ফল নাই। পরন্তু যদি প্রতি বৎসরে এক নম্বরঅবধি পুনরায় আরম্ভ হয় তবে তাহা উক্ত নিয়মাপেক্ষা রিকার্ড করিবার শুদ্ধ দেখিবার নিমিত্তে সুগম এবং তাহার তুল্য ফলজনক হইবেক অতএব তোমাকে আদেশ করিতেছি যে উক্ত অনুচিত নিয়ম যদি এইপর্য্যন্ত তোমার এলাকায় চলিতেছে তবে তাহা রহিত কর এবং প্রতিবৎসরের আরম্ভে মোকদ্দমার নম্বর একাদিক্রমে পুনরায় আরম্ভ কর। এই নিয়ম অবিলম্বে আরম্ভ করিবা এবং বর্ত্তমান মাসের ১ তারিখঅবধি তোমার নথীতে এবং অধীন আদালতের সকল নথীতে নম্বরী ও মুৎফরক্কা যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে কি উত্তর কালে উপস্থিত করা যায় তাহাতে এই হুকুমানুসারে নম্বর দিবা। -১৮৪৪ সালের ১৮ জানুআরির সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৭৪। এই সরকুলর অর্ডরের যথার্থ তরজমা তোমার অধীন সকল আদালতে পাঠাইবা এমত হুকুম হইতেছে।—১৮৪৪ সালের ১৮ জানুআরির সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৭৫। সকল জিলা ও শহরের আদালতে কোন নালিশী আরজী ফরিয়াদী আপনি কিম্বা তাহার নিযুক্ত-করা উকীলছাড়া অন্যে দিলে গ্রাহ্য হইবেক না এবং সেই আরজীর জওয়াব আসামী নিজে অথবা তাহার নিযুক্ত করা উকীলছাড়া অন্য কাহারো স্থানে লওয়া যাইবেক না এবং মোকদ্দমার বিচারকালে ফরিয়াদী ও আসামী কিম্বা উভয়ের উকীলদিগের এজহার সেওয়ায় বাক্যান্তরের বাচনিক অর্থাৎ জোবানী এজহার শুনা যাইবেক না এবং ইহাছাড়া অপরেও ঐ মোকদ্দমায় হস্ত নিক্ষেপ করিতে পারিবেক না ইতি। ১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১ ধা।

[উক্ত বিধি ১৮৩৩ সালের ১১ আইনের দ্বারা মতান্তর হইয়াছে এই আইনেতে বাদি ও প্রতিবাদির মোখ্তার নিযুক্ত-করণের অনুমতি হইয়াছে।]

১৭৬। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণের এবং ১৮৩৩ সালের ১১ আইনের নির্দ্দিষ্ট হুকুমের উচিতমত কার্য্য হয় নাহি এবং তৎপ্রযুক্ত প্রধান সদর আমীনেরদের ও সদর আমীনেরদের আদালতে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত আছে তাহার নিষ্পত্তি করণের বিলম্ব হইতেছে সদর আদালতের সাহেবেরা ইহা বোধ করিয়া তোমাকে আদেশ করিতেছেন যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১ ধারানুসারে নালিশের আরজী নিযুক্ত হওয়া মোখ্তারকার কিম্বা জজ সাহেবের বা প্রধান সদর আমীনের অথবা সদর আমীনের আদালতের রীতিমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন উকীলের দ্বারা লওয়া যাইতে পারে অতএব কর্ম্ম শীঘ্র সম্পাদন হয় এ নিমিত্তে জজ সাহেবের উচিত যে ১৮৩১ সালের ৫ আইন ও ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের বিধির অনুসারে যে আদালতে এইমত নালিশ বিচার হইবার নিমিত্তে সোপর্দ্দ হয় সেই আদালতের উকীলকে নালিশের দরখাস্ত দরপেশ করিতে হুকুম দেন। ১৮৪০ সালের ১৮ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৭৭। শহর মুরশিদাবাদের একটি২ জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১ ধারা তেজারতের কুঠীর গোমাশ্তার বিষয়ে খাটে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে তেজারতের কুঠীর গোমাশ্তার প্রতি যে সাধারণ ও সকলের মুদ্দাত ক্ষমতা দেওয়া গিয়া থাকে তদনুসারে তিনি আপনার মুনিবের কোন বিশেষ ক্ষমতাপত্র আদালতে দাখিল না করিয়া যে কুঠীর প্রধান গোমাশ্তা সেই কুঠীর সম্পর্কীয় সমস্ত মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব এবং কার্য্য করিতে পারেন।—১৮১১ সালের ৩১ জানুআরির ৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭৮। সকল জিলার দেওয়ানী আদালতে এবং পাটনা কি ঢাকা কি মুরশিদাবাদের শহরের আদালতে যে নালিশী আরজী দাখিল হয় তাহার দাওয়ার বেওরা ঐ আরজীতে লিখিতে হইবেক [এবং যে বস্তুর নিমিত্তে নালিশ হয় তাহার মূল্যও লেখা যাইবেক তাহা এই আইনের ৪ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।] এবং সেই আসামীর নাম ও যে কালে সেই দাওয়া উত্থাপন হয় সেই কাল সেই আরজীতে লেখা যায় এবং তাহাতে ফরিয়াদী কিম্বা তাহার উকীলের স্বাক্ষর হয় এবং আদালতের জজ অর্থাৎ বিচারকর্ত্তা সাহেব প্রতিআরজীতেই আপন দস্তখৎ করিবেন ও পত্রাঙ্ক নম্বর ও সে আরজী দাখিল হইবার তারিখ লিখিবেন এবং যে আমলা আরজীর নকলনবিসী কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহার হস্তে সর্ব্বদাই সকল আরজীর নকল বহীতে লেখা যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৩ ধা।

১৭৯। সদর আদালত বোধ করেন যে বিবাদির যে প্রকারে মোকদ্দমা চালাইতে হয় সেই বিষয়ে যদি জজ সাহেব তাহাকে কিছু জানাইতে উচিত বোধ করেন তবে তাহা জানাইতে পারেন।—১৮৩২ সালের ১০ জুলাইর ৭০৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮০। যে সম্পত্তির আলাহিদা২ দলীলক্রমে দাওয়া হয় তাহার বিষয়ে আলাহিদারূপে নালিশ করিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ৩১ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৩ পৃষ্ঠা।

১৮১। এক জন ফরিয়াদী কহিল যে নানা সময়ে আমি নানা খণ্ড ভূমিহইতে বেদখল হইয়াছি এবং তাহা ফিরিয়া পাইবার বিষয়ের নালিশ করিল কিন্তু নালিশী আরজীতে কিছু বিবরণ লিখিল না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ ফরিয়াদী যথার্থরূপে ননসুট হইয়াছে।—১৮৪২ সালের ১৪ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৫ পৃষ্ঠা।

১৮২। ফরিয়াদীর আপনার মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে কিছু প্রতিবন্ধক নাই।—১৮৪৪ সালের ১০ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬২ পৃষ্ঠা।

১৮৩। ফরিয়াদী মৃত ব্যক্তিকে আসামী করাতে ননসুট হইল।—১৮৪৬ সালের ২৪ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট ৮০ পৃষ্ঠা।

১৮৪। মৃত ব্যক্তিকে আসামী করণের ভ্রম ফরিয়াদীর দরখাস্তক্রমে সংশোধিত হইতে পারে।—১৮৪৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৮৫। বিধান হইল যে দেওয়ানী মোকদ্দমায় এক জন আসামীর নাম বিশেষ করিয়া না লেখা গেলেও যদি অন্য প্রকারে ঐ আসামীর স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা গিয়াছে তবে ঐ না লেখা মোকদ্দমা ননসুট করণের উপযুক্ত কারণ নয়।—১৮৪৬ সালের ১৮ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮২ পৃষ্ঠা।

১৮৬। যে সম্পত্তি উত্তরাধিকারী না থাকাপ্রযুক্ত সরকারের হস্তগত হইল এমত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার জন্যে এক জন দরখাস্তকারী নালিশ করিল তাহাতে জিলার আদালত ইহা বলিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেন যে সেই ব্যক্তির দাওয়া নামঞ্জুর করণের যে সরাসরী হুকুম হইয়াছিল তাহার উপর সেই ব্যক্তি আপীল করিল না। জিলার আদালতের ঐ ডিসমিসের হুকুম ইহা বলিয়া সদর দেওয়ানী আদালত অন্যথা করিলেন যে তাহা আইনের ব্যবহারের বিরুদ্ধ।—১৮৪১ সালের ৩১ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১১ পৃষ্ঠা।

১৮৭। যদি কোন কাগজপত্রে সনের কোন নিদর্শন না থাকে তবে সেই বিশেষ জিলাতে যে সন চলন আছে সেই সন লিখনের অভিপ্রায় ছিল এমত বোধ করিতে হইবেক।- ১৮৪৮ সালের ১১ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৮৮। যদ্যপি নালিশের হেতু একি হয় তবে নানা আসামী ভিন্ন২ দাওয়া উপস্থিত করিলেও মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে অর্থাৎ যে২ বিষয়ের উত্তর দেওয়া যায় তাহা অনেক হইলেও নালিশী আরজী অসিদ্ধ হয় না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৫ জুলাইর নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৫৪ পৃষ্ঠা।

১৮৯। দুই ব্যক্তির একি গ্রামে ভিন্ন২ খণ্ড ভূমির স্বতন্ত্র২ ইজারা আছে সেই দুই ব্যক্তির খাজানার বাকীর যে২ দাওয়া ছিল তাহার বিষয়ের তাহারা একি মোকদ্দমায় নালিশ করিল তাহারদের আলাহিদা নালিশ করা উচিত ছিল এইপ্রযুক্ত তাহারা ননসুট হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ২২ আগষ্টের নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৮১ পৃষ্ঠা।

১৯০। ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার এবং তদনুযায়ি ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার যে ভাগে নালিশী আরজীর নকল বহীতে লেখা যাইবার হুকুম আছে তাহা রদ হইল ইতি।—১৮৪৭ সা। ১৪ আ।

৭ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত। দেওয়ানী মোকদ্দমায় আসামীর প্রতি এত্তেলা। একতরফা নিষ্পত্তি।

১৯১। জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে আইনের নির্ণীতমতে কোন মোকদ্দমার নালিশ উপস্থিত হইলে সেই আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ধারা ও ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৫ ধারানুসারে যে তলবচিঠী পাঠাইবার ও জামিনী চাহিয়া লওনের হুকুম হইয়াছে তাহার বদলে আসামীর নামে ফরিয়াদীর দাওয়ার চুম্বক বৃত্তান্তের কথা লিখিয়া এক চিঠী পাঠান এবং সে চিঠীতে এ কথাও লিখিতে হইবেক যে ঐ চিঠীর লিখিত নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আসামী আপনি কিম্বা তাহার উকীল আদালতে হাজির হইয়া ফরিয়াদীর দাওয়ার জওয়াব দেয় ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ২ ধা। ১ প্র।

১৯২। যদি কোন ব্যক্তি আসামীর তরফহইতে মোখ্তারকার হইয়া আদালতে হাজির হয় আর তাহার

সর্ব্ব কর্ম্মাধ্যক্ষতার মোখ্তারনামা কি কেবল এই কর্ম্মের মোখ্তারনামার লিখিত পাঠানুসারে যদি এমত ভার রাখে যে যে হুকুমনামা আদালতের চাপরাসী দ্বারা তাহার মুনিবের নিকটে পাঠান আবশ্যক তাহাব্যতিরেকে আদালতের আর সমস্ত চিঠী ও হুকুমনামা আপন মুনিবের তরফহইতে লইতে পারে তবে এমতে ঐ মোখ্তারকার উপরের প্রকরণের লিখিত চিঠী আদালতের চাপরাসী দ্বারা আপন মুনিবের নিকট পাঠান অনিহিত বুঝিয়া যদি আপন ইচ্ছাক্রমে লইতে চাহে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে সে চিঠীর পৃষ্ঠে চিঠী পঁহুছিবার তারিখ আপন দস্তখতে অর্থাৎ হস্তাক্ষরে লিখে পরে এমতে আদালতের সাহেব ঐ দস্তখৎ অর্থাৎ স্বাক্ষর তাহার মুনিবের দস্তখতের ন্যায় বোধ করিবেন এবং ঐ চিঠী আদালতের চাপরাসী দ্বারা তাহার মুনিবের নিকটে পাঠান গিয়াছিল এমত জ্ঞান করিবেন ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ২ ধা। ২ প্র।

১২৩। ১৮০৬ সালের ২ আইনের ২ ধারাতে সাধারণ মোখ্তারনামা মঞ্জুর করিতে হুকুম আছে কিন্তু সদর আদালত জানাইতেছেন যে এই প্রকার মোখ্তারনামা মঞ্জুর করণের বিষয়ে জিলার আদালতের সাহেবেরা প্রত্যেক মোকদ্দমার ভাবগতিকে দৃষ্টি রাখিয়া আপনার বিবেচনানুসারে হুকুম করিবেন।—১৮১৯ সালের ১৭ জুলাইর ৫১২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২৪। আসামীর তরফহইতে যদি কোন মোখ্তারকার আদালতে হাজির না হয় কিম্বা যদি হাজির হয় কিন্তু উপরের লিখিত ঐ সকল চিঠী ও হুকুমনামা লওনের ভার না রাখে এমত হইলে অথবা আপন মুনিবের নিকটে গোচরার্থে ঐ সকল চিঠী ও হুকুমনামা আপনি লইতে স্বীকৃত না হয় আর আসামী যদি সে আদালতের ব্যাপ্যাধিকারে বাস করে এমত হয় তবে আদালতের নাজিরের কর্ত্তব্য যে এক জন চাপরাসী কিম্বা পেয়াদার দ্বারা ঐ চিঠী আসামীর নামে পাঠাইয়া দেয় পরে ঐ চিঠী লইয়াযায় ওনিয়া পেয়াদা কি চাপরাসীর কর্ত্তব্য যে চিঠী পঁহুছনের তারিখে ঐ চিঠীর পৃষ্ঠে আসামীর দস্তখৎ অর্থাৎ হস্তাক্ষর লেখাইয়া লয় আর যদি আসামী আপন বাটীতে না থাকে তবে তাহার নায়েবের স্থানে কিম্বা সে স্থানান্তর গেলে পর যে ব্যক্তি তাহার বাটীর কর্ম্মকার্য্য করিতে থাকে তাহার স্থানে ঐ চিঠী পঁহুছিবার তারিখ চিঠীর পৃষ্ঠে লেখাইয়া লয় আর যদি আসামী অন্য জিলা কি শহরের আদালতের ব্যাপ্যাধিকারস্থ হয় তবে ঐ চিঠী আসামীর নিকটে পাঠাইবার নিমিত্তে নিরূপিতমতে সেই জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবের নিকটে সে চিঠী পাঠান যাইবেক আর যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতে এমত মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে আসামী যদি সেই জিলা ও শহরের আদালতের ব্যাপ্যাধিকারস্থ না হয় আর যদি আসামী সরকারের কোন জিলা কি শহরের ব্যাপ্যাধিকারের বলিয়া লোক না হয় তথাপি যে স্থাবর বস্তু লইয়া বিরোধ হইয়াছে তাহা যদি এ আদালতের ব্যাপ্যাধিকারভুক্ত থাকনহেতুক কিম্বা সেই মোকদ্দমার বিরোধারম্ভ প্রথমতঃ লেখানকার কোন স্থানে হওনহেতুক সে মোকদ্দমা তথাকার আদালতের শ্রবণযোগ্য হয় তবে এমতে ভূমি কিম্বা স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা হইলে আসামীর যে গোমাশতা কি তৎসদৃশ ব্যক্তি অর্থাৎ নায়েবের জিম্মাতে ঐ ভূমি কি স্থাবর বস্তু থাকে তাহার নামে ঐ চিঠী জারী হইবেক আর যদি স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা না হয় তবে যেমতে উচিত ও বিহিত হয় সেইমতে জজ সাহেব আসামীর নামে চিঠী জারী করিবেন ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

১২৫। কোন আসামীর নামে উপরের ধারানুসারে চিঠী হইলে সে যদি রূপোশ অর্থাৎ লুকাইয়া ও অস্পষ্ট হইয়া থাকে কিম্বা অন্য কোন স্থানে যায় অথবা অনেক খোজতলাশ করিয়া তাহাকে না পাওয়া যাওনহেতুক তাহার নামে চিঠী জারীহ ওয়া কিনি হয় তবে এমতে জজ সাহেব কিম্বা রেজিষ্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন কাছারীর সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার বিষয়ে আদালতের নাজিরের তরফহইতে এ প্রকার বৃত্তান্তের আরজী পাইলে পর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১১ ধারা এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৩ ধারানুসারে যেমত ইশ্তিহারনামা জারী করিতে হয় সেইমত এক ইশ্তিহারনামা আসামীর নামে জারী করেন আর যদি কোন আসামী চিঠী পাইয়া চিঠীর লিখিত মিয়াদের মধ্যে আপনি কিম্বা তাহার উকীল আদালতে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া যদি ফরিয়াদীর দাওয়ার জওয়াব না দিতে চাহে অথবা অন্য কোন প্রকার ত্রুটি করে তবে উপরের লিখিত ঐ ধারাতে যেমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তদনুক্রমে আদালতের সাহেব সে আসামীর গরহাজিরী অর্থাৎ অনুপস্থিত থাকাতে মোকদ্দমা রুবকার করিয়া ফরিয়াদীর দাওয়ার কারণ ও বিবরণের বিচার ও বিবেচনাপূর্ব্বক আসামী হাজির হইয়া ফরিয়াদীর দাওয়ার জওয়াব দিলে যেমত বিচার ও মোকদ্দমার ডিক্রী করিতেন সেই মত এপ্রকারেও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ৩ ধা।

১২৬। যদি সেই আসামী কিম্বা অন্য যে আসামীর নামে সমন হইয়া থাকে সে নির্দ্ধারিত দিনে হাজির না

হয় কিম্বা হাজির হইয়া পরে দাওয়ার জওয়াব দিতে না চাহে অথবা অপর ত্রুটি করে কিম্বা ফরিয়াদীর দাওয়া প্রমাণ কহে তবে জজ সাহেব কেবল ফরিয়াদীর সকল এজহার ও তাহার সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী তজবীজ করিয়া যেরূপে আসামী হাজির হইলে ও জওয়াব দিলে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতেন ও ডিক্রীর হুকুম দিতেন সেইরূপে এ কালেও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে ও ডিক্রীর হুকুম দিতে থাকিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১১ ধা।

১৯৭। তোমার পত্রের মধ্যে তুমি যে নিয়ম লিখিয়াছ অর্থাৎ নম্বরী মোকদ্দমার তজবীজ যদি একতরফা আরম্ভ হইয়া থাকে তথাপি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে মোকদ্দমা রুবকারহওনের কোন সময়ে আসামীর আরজীর জওয়াব দাখিল করিবার অধিকার আছে ইহাতে সদর আদালত সম্পূর্ণ সম্মত হইতে পারেন না। বরং ১৮০৬ সালের ১ আইনের ৩ ধারার বিধির ঠিক অর্থ করিলে যে মিয়াদ ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১১ ধারার লিখিত ইশ্তিহারনামায় নিরূপণ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে যদি আসামী স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা হাজির না হয় তবে তাহার পর উপস্থিত হইলেও তাহার মোকদ্দমা একতরফাকপে রুবকার হইবেক। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত ঐ বিধানের ভাবে দৃষ্টি রাখিয়া এই বিধান করিতেছেন যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে যদি আসামী হাজির হইয়া এমত খাতিরজমার প্রমাণ দেয় যে আমি জানিয়া-শুনিয়া কসুর করি নাই তবে মোকদ্দমার বিচার একতরফা আরম্ভ হইলেও তাহাকে জওয়াব দাখিল করণের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে এবং যদি মোকদ্দমার তহকীক করণের নিমিত্তে আবশ্যক বোধ হয় তবে আপনার বিষয় সাব্যস্ত করণের নিমিত্তে সাক্ষ্য দিতে অনুমতি হইতে পারে।—১৮২৫ সালের ৪ ফেব্রুআরির ৩৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯৮। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে যে মোকদ্দমায় আসামী রীতিমত এত্তেলা পাইয়া নালিশের জওয়াব দিতে ত্রুটি করিল সেই মোকদ্দমার অবশ্য আদালত একতরফা নিষ্পত্তি করিলে ঐ নিষ্পত্তি কেবল তৎপ্রযুক্ত দোষী জ্ঞান হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ৫ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৭৬ পৃষ্ঠা।

১৯৯। যে আদালতে মোকদ্দমা প্রথমে উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালতে আসামী হাজির হইতে ত্রুটি করিল এবং তাহার ঐ ত্রুটির কোন মাতবর কারণ দর্শাইল না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত তাহার আপীল গ্রাহ্য করিতে অথবা দাওয়ার বিষয়ে তাহার নানা আপত্তি শুনিতে অস্বীকার করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ৬ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২৮৮ পৃষ্ঠা।

২০০। মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেল যেহেতুক মুনসেফের আদালতে আসামীরদের মধ্যে কএক জনকে মোকদ্দমাতে সাক্ষি করা গেল। যখন প্রবঞ্চনাপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তিবর্দিগকে আসামী করা যায় তখন সে বিষয় কর্ত্তব্য তাহা পশ্চাতে লেখা আছে। সদর আদালতের মত হইল যে মুনসেফের বিবেচনায় যদি ফরিয়াদী কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্দিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া সেই মোকদ্দমার সাক্ষি না হওনের অভিপ্রায়ে তাহারদিগকে আসামী করিল তবে ঐ ফরিয়াদীকে নসুট করা ঐ মুনসেফের উচিত ছিল। অতএব মুনসেফের তদনুসারে কার্য্য করণার্থ সদর আদালতের জজ সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমা তাঁহার নিকটে ফিরিয়া পাঠাইয়া হুকুম করিলেন যে ১৮৪৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে যে হুকুম আছে তাহা মুনসেফ উত্তর কালে প্রতিপালন করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমায় উভয় বিবাদির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১১ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৮০ পৃষ্ঠা।

২০১। জিলার আদালতের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন ব্যক্তি বর্ত্তমান না থাকিলে তাহার সম্পত্তির উপর নম্বরী নালিশ হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে যে মোকদ্দমার বিষয় তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ সে মোকদ্দমার নালিশের হেতু তোমার মোতালক স্থানে হইয়াছিল এবং কথিত আছে যে আসামীর জায়দাদ তথায় পাওয়া যাইতে পারে অতএব এপ্রকার নালিশ তুমি শুনিতে পার এবং ১৮০৬ সালের ২ আইনের ২ এবং ৩ ধারায় যেমত হুকুম আছে তদনুসারে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।—১৮৩৪ সালের ৩১ জানুআরির ৮৫৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০২। চাটিগাঁর জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন ব্যক্তি বিলায়তে গমন করিলে তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালান যাইতে পারে কি না তাহাতে বিধান হইল যে আসামীকে যদি রীতিমতে এত্তেলানামা না দেওয়া যায় এবং দেওয়া যাইতে না পারে ইহা জানা যায় তবে একতরফা মোকদ্দমা হইতে পারে না।—১৮৪২ সালের ২০ মের ১৩৪৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০৩। বিপক্ষপক্ষের আবশ্যক যে মৃত আসামী অথবা রেস্পাণ্ডেণ্টের উত্তরাধিকারিরদিগকে হাজির হইতে এত্তেলা দেয় কিন্তু তাহারদের উত্তরাধিকারিত্বের প্রমাণ দিবার এত্তেলা দেওনের আবশ্যক নাই।—১৮৪৫ সালের ২ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬৯ পৃষ্ঠা।

৮ ধারা।

যে গতিকে দেওয়ানী পরওয়ানাক্রমে কোন ব্যক্তি গ্রেফ্তার হইতে পারে না তাহা।

২০৪। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে যে ব্যক্তি ফৌজদারী নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্তে ফৌজদারী আদালতে জামিন দিয়া হাজির থাকে সেই ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের কোন হুকুমক্রমে গ্রেফ্তার হইতে পারে না।—১৮৩৪ সালের ২৩ মের ৮৮৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০৫। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ফৌজদারী নালিশের জওয়াব দেওনের নিমিত্তে যে ব্যক্তিরা হাজির থাকে সেই ব্যক্তিরা সেমত দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে গ্রেফ্তার হইতে পারে না সেইমত কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমা দাওয়ার জওয়াব দেওনের নিমিত্তে যে ব্যক্তি হাজির থাকে সে ব্যক্তি দেওয়ানী হুকুমক্রমে কয়েদ হইতে পারে না। এবং উভয় গতিকে ঐ ব্যক্তি যত কাল আদালতে হাজির থাকে এবং আদালতে আসিতে এবং আদালতহইতে আপন বাটীতে পঁহুছিতে তাহার মত কাল লাগে তত কাল সে ব্যক্তি দেওয়ানী হুকুমক্রমে কয়েদ হইতে পারে না।—১৮৩৪ সালের ১ আগষ্টের ৮৯৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০৬। ১৮৪০ সালের ১ আপ্রিল তারিখের ১৬ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের অনুক্রমে সদর বোর্ড রেবিনিউর হুকুমানুসারে তোমার এলাকার রাজস্বের নানা কার্য্যকারকদিগের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে জানাইতেছি যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা বিধান করিয়াছেন যে কোন আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার কোন আসামী কি ফরিয়াদী অথবা সাক্ষী ঐ আদালতে হাজির থাকনসময়ে কি তথায় গমন সময়ে অথবা তথাহইতে আইসনসময়ে দেওয়ানী পরওয়ানাক্রমে গ্রেফ্তার হইতে পারে না।—সদর বোর্ডের ১৮৪২ সালের ১৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৯ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত।—আসামীর হাজিরজামিন। খরচার নিমিত্তে জামিন।

২০৭। এই আইনের ২ ধারার লিখিত চিঠী পাইলে পর আসামী আপনি কিম্বা তাহার উকীল আদালতে হাজির হইয়া নালিশের আরজীর জওয়াব দাখিল করে ও তাহার পর যদি জজ সাহেব মোকদ্দমার বিচার হওনের কালমধ্যে আসামীর স্থানে হাজিরজামিন লওয়া কি চাওয়া আবশ্যক না বুঝেন্ তবে এমত আসামীর ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওয়াপর্য্যন্ত জামিন না দিয়া অমনিই সে মোকদ্দমার জওয়াব অর্থাৎ উত্তর-প্রত্যুত্তর করে কিন্তু যদি আসামী রূপোশ অর্থাৎ অস্পষ্ট হইবার কিম্বা ঐ আদালতের ব্যাপ্যাধিকারহইতে অন্যত্র যাওনের ইচ্ছা রাখে ঐ কথা যদি কোন প্রকারে আভাসে জজ সাহেব কিম্বা রেজিষ্টর সাহেবের চিত্তে নিশ্চয় বোধ হয় তবে এমতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হওনাবধি তাহার নিষ্পত্তিহওয়াপর্য্যন্ত ইহার মধ্যে যে কোন সময়ে ইচ্ছা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ধারা ও ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৪ ধারাতে যেমতে সমন জারী করিবার হুকুম লেখা গিয়াছে সেই মতে এক হুকুমনামা আসামীর নামে এই মজমুনে লিখিয়া পাঠাইবেন যে যাবৎ আসামী জামিন না দেয় কিম্বা উপরের ধারাসকলের নির্ণীত মতানুক্রমে আদালতের ডিক্রীর হুকুমমতে কার্য্য না করে অথবা মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইলে পর যে ডিক্রীর হুকুম হইবেক সেই হুকুম জারীকরণার্থে এই আইনের উপরের ধারার মতে যাবৎ তাহার বস্ত ও সম্পত্তি ক্রোক ও আটক না হয় তাবৎ সে কয়েদ অর্থাৎ বন্ধনে থাকিবেক আর এমতে যে হাজিরজামিনী লিখিয়া দাখিল করিতে হইবেক তাহার মজমুন ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১১ আইনের ৩ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ২৯ ধারার নির্ণীত হাজিরজামিনীর মজমুনমতে লেখা যাইবেক আর ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ৩ আইনের ২ ধারা ও ১৮০৩ সালের ১৪ আইনের ৮ ধারানুসারে জজ সাহেব ও রেজিষ্টর সাহেব জামিনীর টাকার দায়ধরণের যেমত ক্ষমতা রাখেন্ সেইমতে ইহার জামিনীরো টাকার সংখ্যা ঠাহরাইয়া জামিনী লইবেন ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ৪ ধা।

২০৮। যে আসামীরা পলাইতে উদ্যত অথবা আদালতের মোতালক স্থানহইতে অন্যত্র যাইতে উদ্যত আছে তাহারা জামিন না দিলে তাহারদিগকে কয়েদ করিতে জজ সাহেবকে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ ধারার দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে

কিন্তু যদি আসামী এক জিলার জজ সাহেবের মোতালক স্থানহইতে অন্য জিলায় নিতান্ত গমন করিয়া থাকে তবে যাহা কর্ত্তব্য তাহার বিষয়ে ঐ আইনের মধ্যে কিছু লেখা নাহি তাহাতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে জিলার মধ্যে আসামীর নামে মোকদ্দমা হইয়াছিল সেই জিলার সীমাসবহদ্দের মধ্যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ ধারার নিরূপিত হুকুমনামা তাহার উপর জারীকরণের সময়ে সে ব্যক্তি যদি বর্ত্তমান ছিল না তবে উক্ত ধারার বিধান তাহার প্রতি খাটে না এইপ্রযুক্ত যে জিলার মোতালক স্থানে সে পলায়ন করিয়া রহে সেই জিলার আদালতের দ্বারা যদি সেই ব্যক্তি গ্রেফ্তার হইয়া থাকে তবে তাহাকে খালাস করিতে হইবেক এবং যে আদালতে নালিশ হইয়াছিল সেই আদালতে সে ব্যক্তি যদি হাজির হইয়া মোকদ্দমার জওয়াব না দেয় তবে ঐ আদালত সেই মোকদ্দমার একতরফা ডিক্রী করিতে পারেন।—১৮৩৪ সালের ৪ জুলাইর ৮৮৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০৯। ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ ধারার কথার দ্বারা বোধ হইতেছে যে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে জামিন তলব করিতে পারেন কি না পারেন এবং জজ সাহেব সেই বিষয়ে যে হুকুম দেন তাহার উপর আপীল হইতে পারে না এবং ঐ আইনের ১১ ধারার সম্পর্কীয় মোকদ্দমায় সেই প্রকার আপীল করণের অধিকার থাকনের বিষয়ে বিশেষ হুকুম আছে এইপ্রযুক্ত বোধ হইতে পারে যে ঐ আইন যাঁহারা করিলেন তাঁহারদের এমত অভিপ্রায় ছিল যে কেবল শেষোক্ত ধারার (অর্থাৎ ১১ ধারার) গতিকে আপীল হইতে পারে তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে যে মোকদ্দমায় ডনবন সাহেব ফরিয়াদী ও পাদরী গ্রাডোলি সাহেব আসামী সেই মোকদ্দমায় সম্প্রতিকার জজ মোর সাহেব আসামীর স্থানে জামিন লইতে নারাজ হইয়া যে হুকুম দিলেন সেই হুকুমের উপর এই সদর আদালতে আপীল হইতে পারে।—১৮৩৫ সালের ২৬ জুনের ৯৬৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১০। উত্তর কাল ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৫ পঞ্চম ধারাক্রমে আসামীদিগের হাজিরের কারণ তাহারদিগের জামিনদিগের স্থানে নীচের লিখিত পাঠের একরারনামা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে লওয়া যাইবেক। সে পাঠ এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে অমুক স্থানের শ্রীঅমুকের নামে অমুক মোকদ্দমায় অমুক স্থানের শ্রীঅমুক অমুক জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়াছেন ইহাতে আসামী এ নালিশের জওয়াব দিবেন এবং এ বিষয়ে আদালতের যে হুকুম হয় তাহা চূড়ান্ত ডিক্রী জারী হইবাপর্য্যন্ত মানিবেন এনিমিত্তে আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আসামীর জামিন হইয়া আপন ও আপন উত্তরাধিকারিগণের ও আত্মস্বরূপ জনের তরফহইতে একরার লিখিয়া দিতেছি এই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নির্দ্ধারিত যে তারিখে ফরিয়াদী নিজে কিম্বা উকীলের দ্বারা দাওয়ার জওয়াব দিবেন সেই তারিখে ফরিয়াদীকে আদালতে রুজু করিব বিশেষ একবার এই যে যাবৎ এ মোকদ্দমা এ আদালতে কিম্বা মফঃসল আপীল আদালতে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে মুলতবী থাকে কিম্বা তাহার চূড়ান্ত ডিক্রীমতে কার্য্য না হয় তাবৎ এই আদালতের জজ সাহেবের হুকুমমতে আসামী রুজু থাকিবেন নচেৎ যদি তলবমতে হাজির না হন কিম্বা আমি ইহাকে হাজির না করি তবে এ মোকদ্দমায় যত টাকা দিবার কিম্বা যে হুকুম মানিবার অর্থে ডিক্রী হয় তত টাকা দিবার ও সে হুকুম মানিবার দায়ী বেওজর হইব ইতি।—১৭৯৭ সা। ১১ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

২১১। কখন কোন যোত্রহীন কিম্বা অন্য কেহ কোন জিলার কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিলে তথাকার জজ সাহেবের সাধ্য আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার অনুক্রমে আসামীর হাজিরজামিন যত টাকার দায় ধরা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য তাহার নির্ণয় করেন। এবং সে জামিনী লিখনের পাঠ ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১১ একাদশ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে লেখা যায়। আর জজ সাহেবদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে তাঁহারা আসামীদিগের দেওয়া হাজির জামিনদিগের মাতবরীর বিবেচনা যথাসম্ভবক্রমে করেন। এবং ফরিয়াদীদিগের মোকদ্দমা যত সংখ্যা কিম্বা মূল্যের হয় তাহার অনুপাবন না করিয়া কেবল মোকদ্দমার বিচার হইবাপর্য্যন্ত যত খরচ লাগে ততকের দায় ধরা করিয়া জামিন চাহেন। আর বিচারমুখেও যদি বোধ হয় যে যতকের দায় ধরায় জামিন লওয়া গিয়াছে তাহাতে কুলাইবেক না তবে ততোধিক যতকের দায় ধরা করিয়া জামিন লওয়া উচিত বুঝেন তাহা লন।—১৮০২ সা। ৩ আ। ২ ধা।

২১২। যদি কোন মোকদ্দমার আসামী হাজিরজামিন দিয়া হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া পরে দাওয়ার জওয়াব না দেয় তবে ফরিয়াদী আপন দাওয়ার ফর্দ্দ হাজিরজামিনের নামে দাখিল করিবেক তাহাতে বিচারে তাহার যে দাওয়া প্রমাণ হইবেক তাহা সেই হাজিরজামিনের স্থানে পাইবেক। ইহাতে যদি ফরিয়াদী

হাজিরজামিনের উপর দাওয়া করিতে না চাহে তবে যে সকল আসামী সমন পাইয়া হাজির না হয় কিম্বা জওয়াব দিতে না চাহে তাহারদিগের প্রতি যে উদ্যোগ করিতে হয় সেইরূপ উদ্যোগ এই আসামীর প্রতিও করিতে হইবেক ইতি।- ১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১২ ধা।

২১৩। যদি কোন হিন্দু কি মুসলমান স্ত্রীলোক আসামী হয় ও তাহার মর্য্যাদা ও জাত্যনুরোধে এ দেশের চলনমতে তাহাকে হাজির করাণ উচিত না হয় তবে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে সেই স্ত্রীলোকের হাজির-হওনার্থে যে উদ্যোগ অবশ্য কর্ত্তব্য হয় সে উদ্যোগ করেন। বরং কেবল এক সমন এই নিদর্শনে যে নির্দ্ধারিত দিনে আপনি হাজির হইয়া কিম্বা উকীল নিযুক্ত করিয়া দাওয়ার জওয়াব দেয় এবং সেই মোকদ্দমায় আদালতের যে হুকুম হয় তাহা স্বীকার করে লিখিয়া সেই স্ত্রীলোকের উপর জারী করেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১৩ ধা।

২১৪। যদি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের ৩২ দ্বাত্রিংশ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের অনুসারে কোন অযোগ্য ভূম্যধিকারির নামে তাহার অধ্যক্ষের নাম জড়াইয়া দেওয়ানী কোন মোকদ্দমায় নালিশ হয় তবে তাহাতে আইনমতে দেওয়ানী অন্যং মোকদ্দমার আসামীদিগের স্থানে জামিন লইবার যেরূপ হুকুম আছে সেরূপে সে অধ্যক্ষের জামিন লওয়া যাইবেক না ইতি। - ১৭৯৫ সা। ৫৫ আ। ২ ধা।

২১৫। যদি কোন দেনদার ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ ধারানুসারে জামিন না দিতে পারাপ্রযুক্ত কয়েদ হয় তবে ডিক্রী হইলে পর এবং তাহা জারী হওনের পূর্ব্বে সেই ব্যক্তি যোএইনেবদের বিষয়ে যে বিধান আছে তাহার উপকার পাইতে পারে।—১৮৪০ সালের ১০ জানুআরির সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩০ পৃষ্ঠা।

২১৬। মুনিব যে কার্য্য অর্পণ করেন তাহা বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে জামিন দেওয়া গেলে কিম্বা মহাজনকে কর্জ্জের বিষয়ে জামিন দেওয়া গেলে তৎপ্রযুক্ত ১৮০৬ সালের ২ আইনানুসারে জামিনের দাওয়া নিবারণ হয় না। -১৮৪৩ সালের ১০ জানুআরির সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৫ পৃষ্ঠা।

২১৭। যে আদালতের এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি থাকে সেই আদালত সেই ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করণের যে পরওয়ানা ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ ধারানুসারে দেন সেই পরওয়ানা ঐ আদালতের এলাকার বাহিরে সেই ব্যক্তির উপর জারী হইতে পারে।—১৮৪৫ সালের ২১ আপ্রিলের সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬৭ পৃষ্ঠা।

২১৮। কোন মোকদ্দমার আসামী যদি পলায় অথবা ১৮০৬ সালের ২ আইনানুসারে জামিন না দেয় তবে তাহার উকীল যে জওয়াব দেন তাহা মানিতে হইবেক না।—১৮৪৫ সালের ৫ মের সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬৮ পৃষ্ঠা।

২১৯। ফতেপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ভিন্ন রাজার অধিকারে যাহারা বাস করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের সীমার মধ্যে ভূমি বা অন্য সম্পত্তি রাখে তাহারা যদি কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে বা জওয়াব দেয় তবে ১৮২৯ সালের ১৪ আইনের বিধির অনুসারে তাহারদের খরচার জামিন দিতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ২৬ আগষ্টের ১৩৫৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত। —ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে আসামীর মালজামিন লওন। তাহার সম্মতি ক্রোক।

২২০। জজ সাহেব কিম্বা রেজিষ্টর সাহেব আপন আদালতের উপস্থিত কোন মোকদ্দমাতে কোন গতিক ও প্রকারে যদি এমত বুঝেন যে আসামীর ডিক্রীর হুকুম টালিয়া দিবার নিমিত্তে গোপনে আপন ভোগদখলী বস্তু ও সম্মতি আপন স্বত্বাধিকার বহির্ভূত করিয়া অন্যের হস্তগত করিবার ও ঐ দ্রব্যাদিতে অন্যের স্বত্বাধিকার জন্মাইবার ইচ্ছা রাখে কিম্বা বিরোধের ভূমির মালগুজারী বাকী পড়িয়া ঐ ভূমি নীলাম করাইবার অথবা মোকদ্দমার বিচার হওনের মধ্যে আপন অস্থাবর বস্তু ও সম্মতি ঐ আদালতের হুকুমের ব্যাপ্যাধিকারহইতে বহির্ভূত করিবার মনস্থ রাখে তবে এমতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আদালতের হুকুমমতে কার্য্য করণার্থে যত টাকার দায় ধরিয়া মালজামিনী লওয়া উপযুক্ত ও উচিত বুঝেন ততকের মালজামিনী আসামীর স্থানে চাহিয়া লইবেন পরে যদি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে মালজামিনী দাখিল না করে তবে তাহার ভোগদখলে যে ভূমি

কি বস্তু সম্পত্তি থাকে তাহাহইতে দাওয়ার সংখ্যার অনুমানে কিম্বা ঐ মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী হইবেক সেই ডিক্রী জারী করণার্থে যাহা ক্রোক্ করা আবশ্যক বুঝেন তাহা ক্রোক করণের হুকুম দেন ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

২২১। ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণে যে২ হেতু লেখা আছে তদ্ভিন্ন অন্যান্য হেতুপ্রযুক্ত শেষে ডিক্রী জারী করণার্থে সম্পত্তি ক্রোক করা বেআইনী।—১৮৪৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২২২। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের দেওয়ানীর কার্য্যকারকেরদের উপদেশের নিমিত্তে এবং নীচের লিখিত বিষয়ে যে সকল লোক লিপ্ত থাকেন তাঁহারদের বিজ্ঞাপনার্থে নীচের লিখিত নির্দ্ধারণ প্রকাশ করিতেছেন। ১৮৪৩ সালের ১৯ আইনের বিধানের উপলক্ষে এবং দেওয়ানী মোকদ্দমায় যে সম্পত্তির জামিন দেওয়া যায় তাহা হস্তান্তর হইয়াছে বলিয়া অনেকবার বিবাদ হইয়া থাকে অতএব সেই বিবাদ নিবারণার্থে সদর আদালতের সাহেবেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হুজুর কৌন্সেলে যে আপীল হয় তাহার রেস্পাণ্ডেণ্টের খরচার জন্যে কিম্বা ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের নিয়মক্রমে কি অন্য কোন আইন অথবা প্রবল হুকুমক্রমে যে কোন কারণে মালজামিন দিতে হয় তাহার জামিনীপত্র এক্ষণকার চলিত বিধানক্রমে কিম্বা উত্তর কালে যে কোন বিধান নির্দ্দিষ্ট হয় তদনুসারে যথারীতি রেজিষ্টরী করা যাইবেক এবং এ জামিনীপত্র রেজিষ্টরী না হইলে তাহা উত্তম ও মাতবর জামিনস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক না। হুকুম হইল যে এই নির্দ্ধারণ বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের দেওয়ানীর কার্য্যকারকেরদের বিজ্ঞাপনার্থে তাঁহারদের নিকটে পাঠান যায় এবং সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে তাহার তরজমা এক মাসপর্য্যন্ত এই সদর আদালতে লট্‌কান থাকে।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।

২২৩। ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের বিধির অনুসারে যে জামিন দিবার হুকুম আছে তাহা দিবার উপযুক্ত মিয়াদ না দেওয়া গেলে আসামীর সম্পত্তি আইনমতে ক্রোক হইতে পারে না।—১৮৩৪ সালের ২১ নবেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ পৃষ্ঠা।

২২৪। জামিন দেওনের বিষয়ে আদালতে যে মিয়াদ নিরূপিত হয় তাহা অতীত হওনের পূর্ব্বে যদি ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণক্রমে সম্পত্তি ক্রোক হয় তবে তাহা আইনবিরুদ্ধ।—১৮৩৪ সালের ২১ নবেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ পৃষ্ঠা।

২২৫। যদি সম্পত্তি হস্তান্তর করণের মানসের প্রমাণ না হয় এবং যদি জামিন দেওনের অস্বীকার বা ত্রুটির প্রমাণ না হয় তবে জিলার আদালত ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারাক্রমে আসামীর সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারেন না। ১৯০ নম্বরী আইনের অর্থ দেখ।—১৮৪১ সালের ৩১ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৬ পৃষ্ঠা।

২২৬। মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে আসামীর স্থানে জামিন তলব করণের পূর্ব্বে সম্পত্তি হস্তান্তরের নিষেধের ইশ্‌তিহার বাহির করা বেআইনী।—১৮৪৮ সালের ১১ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২২৭। ১৮০৬ সালের ২ আইনানুসারে সম্পত্তি হস্তান্তর না করণের এত্তেলানামা জারীকরণের পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তির দাওয়ার বিষয়ের তজবীজ করার আবশ্যক নাই।—১৮৪৮ সালের ২১ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২২৮। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে যাবৎ জজ সাহেব আসামীর স্থানে মালজামিন তলব করণের বিশিষ্ট হেতু থাকনের বিষয়ে প্রমাণের দ্বারা খাতিরজমাকরূপে অবগত না হন এবং যাবৎ আসামী জজ সাহেবের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে জামিন দিতে কসুর না করিয়া থাকে তাবৎ ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণানুসারে আসামীর ভূমি কোন প্রকারে ক্রোক করণ জজ সাহেবের উচিত নহে।—১৮১৪ সালের ১৪ ডিসেম্বরের ১৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২৯। তোমার প্রথম জিজ্ঞাসার বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালত তোমাকে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারার দৃষ্টি করিতে হুকুম দিতেছেন। তাহাতে স্পষ্ট হুকুম আছে যে ডিক্রী জারী করণের হুকুমমতে কার্য্য করণার্থে আসামী যদি মাতবর জামিন না দেয় তবে তাহার সম্পত্তি ক্রোক হইবেক। তোমার দ্বিতীয় জিজ্ঞাসাতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে হুকুমনামা জারী করিতে যে আমলাকে পাঠান যায় সেই আমলা বাটীর উঠানে প্রবেশ করিলে ঐ হুকুম জারী করণার্থে ঘরের বাহিরের দরওয়াজা ভাঙ্গিতে পারে না।—১৮৩২ সালের ২১ ডিসেম্বরের ৭৪৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৩০। যদ্যপি উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা আদালতের এমত হৃদ্বোধ হয় যে আসামী রূপোশ হইতে এবং স্থানান্তর যাইতে মনস্থ করিয়াছে অথবা শেষ ডিক্রী করিবার নিমিত্তে যে সম্পত্তি আটক করিয়া রাখণের আবশ্যক আছে তাহা সরাইতে মানস করিয়াছে তবে আদালতের অধীন অন্যান্য ব্যক্তির সম্পত্তি যেরূপে ক্রোক হইতে পারে সেইরূপে আইনমতে উপস্থিতহওয়া

মোকদ্দমাতে কোন ইউরোপীয় আসামীর সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে।—১৮৩১ সালের ৮ আপ্রিলের ৫৮৮ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২৩১। চাটিগাঁর জজ সাহেবের পত্রে যে মোকদ্দমার বিষয় লেখে তাহার উপলক্ষে সদর আদালত বোধ করেন যে আসামী কপোশ হইতে উদ্যত আছে এই বিষয়ে কেবল ফরিয়াদী শপথ করিলে আসামীর সম্পত্তি ক্রোক করা উচিত নহে এবং তাহা ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণের বিধির বিরুদ্ধ।—১৮৩১ সালের ৮ আপ্রিলের ৫৮৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

২৩২। বিধান হইল যে রাজস্বের বাকীর জন্যে নীলামের উৎপন্ন যে অধিক টাকা কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় আমানৎ থাকে তাহা যদি দেওয়ানী আদালত ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারাক্রমে ক্রোক করিতে হুকুম দেন তবে সেই হুকুমের মতাচরণ না করিতে ১৮৩১ সালের ১২ আইনের ২১ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবকে কোন ক্ষমতা দেওয়া যায় নাই।—১৮৪২ সালের ১৮ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৮ পৃষ্ঠা।

২৩৩। কর্জের নালিশেতে যে ডিক্রী হইতে পারে তাহার টাকা পরিশোধে দেওনার্থে ১৮০৬ সালের ২ আইনানুসারে জামগীরের মুনাফা ক্রোক করিতে আইনমতে কোন প্রতিবন্ধক নাই।—১৮৩৪ সালের ৫ নবেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ পৃষ্ঠা।

২৩৪। যদি প্রোমিসরি নোট অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ মোকদ্দমার আসামীর নামে পাওয়া যায় অথবা আসামীর নামে পৃষ্ঠে দস্তখৎ হইয়া থাকে তবে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারাক্রমে তাহা ক্রোক হইতে পারে।—১৮৪৬ সালের ২৮ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭৬ পৃষ্ঠা।

২৩৫। A নামক ব্যক্তি চারি জন আসামীর বিরুদ্ধে এক ডিক্রী পাইল। B নামক ব্যক্তি তাহারদের মধ্যের তিন জনের বিরুদ্ধে এক ডিক্রী পাইল। ঐ দুই ডিক্রী জারীকরণার্থে ঐ চারি জনেরি সম্পত্তি নীলাম হইল। চতুর্থ ব্যক্তি কহিল যে B নামক ব্যক্তির মোকদ্দমাতে আমি আসামী ছিলাম না অতএব এই হেতুতে এবং অন্যান্য হেতুতে সেই নীলাম অন্যথা করিবার জন্যে নালিশ করিল এবং তাহার পক্ষে ফয়সলা হইল। তাহাতে বিধান হইল যে A নামক ব্যক্তি আপনার মোকদ্দমা উপস্থিত থাকন সময়ে ঐ চতুর্থ ব্যক্তির সম্পত্তি ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারানুসারে যে ক্রোক করাইয়াছিল সেই ক্রোক ঐ ফয়সলার দ্বারা অন্যথা হইল না।—১৮৪৭ সালের ৬ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৩৬। উক্ত বিধানানুসারে যাবৎ ক্রোক হওনের ইশ্‌তিহার না হয় তাবৎ আসামী আপন সম্পত্তি আইনমতে হস্তান্তর করিতে পারে।—১৮৩১ সালের ৮ আপ্রিলের ৫৮৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

২৩৭। এক জন নিরঞ্জন সিংহের বিরুদ্ধে কএক ফরিয়াদীর স্থানে টাকার ডিক্রী ছিল এবং তাহারা তাহার সম্পত্তির উপর তাহা জারী করণের হুকুম পাইল এবং সেই সম্পত্তি ক্রোক হইল। আসামী কহিল যে ঐ সম্পত্তি আমার নিকটে খোশে বিক্রয় হইয়াছে। সেই বিক্রয় আটক হইল এবং নিরঞ্জন সিংহের দেনার নিমিত্তে তাহার সম্পত্তি দায়ী আছে ইহার প্রমাণ দিবার জন্যে ফরিয়াদীরদিগকে নয়রী মোকদ্দমা করিতে কহা গেল। তাহাতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল এবং প্রধান সদর আমীন দেখিলেন যে ঐ বিক্রয় ফেরেবী করিয়া ফরিয়াদীরদের দাওয়া বিফল করণার্থে হইয়াছিল এবং তিনি ফরিয়াদীরদের পক্ষে ডিক্রী করিলেন। এবং যদ্যপি ১৮০৬ সালের ২ আইনানুসারে যে ক্রোকের হুকুমের বিষয়ে দরখাস্ত হইয়াছিল সেই হুকুম প্রকৃতপ্রস্তাবে জারী হয় নাই তথাপি সদর দেওয়ানী আদালত উক্ত কারণপ্রযুক্ত অধস্থ আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ৮ জানুআরির নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৪৭ পৃষ্ঠা।

২৩৮। যে খাতকের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়াছিল সেই খাতকের স্থানে ডিক্রীর তারিখের পর এক জন কতক স্থাবর সম্পত্তি খরীদ করিল। তাহাতে জিজ্ঞাস্য হইল যে এইমত গতিকে সেই বিক্রয় আইনসিদ্ধ কি না। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে সেই সম্পত্তির সেই সময়ে ক্রোক ছিল না অতএব সেই বিক্রয় আইনসিদ্ধ।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ২৭ মার্চের নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৫৭ পৃষ্ঠা।

২৩৯। ৫৮৮ নয়রী আইনের অর্থের ৪ দফাতে বিধান আছে যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণানুসারে ক্রোকের ইশ্‌তিহার হওনের পূর্ব্বে আসামী আইনমতে আপনার সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে কিন্তু সদর আদালত বিধান করিলেন যে এই নিয়ম কেবল প্রকৃতপ্রস্তাবের বিক্রয়ের বিষয়ে খাটে।—মন্তব্য কথা। ১৮০৬ সালের ২ আইনানুসারে ক্রোকের ইশ্‌তিহার জারী হওনের পূর্ব্বে এক কৃত্রিম বিক্রয় হইয়াছিল এবং তাহা আদালতে অসিদ্ধ হইল। যে মোকদ্দমায় বাবু উদিতনারায়ণ সিংহ ফরিয়াদী এবং জগমোহন দাস আসামী এবং ১৮৪৪ সালের ৮ জানুআরি তারিখে নিষ্পত্তি হইল এবং তাহার

রিপোর্ট সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্টের ৭ বালমের ১৪৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ হইয়াছিল তাহা দেখ (২৩৭ নম্বর।) ১৮০৬ সালের ২ আইনানুসারে সম্পত্তির ক্রোক হওনের পূর্ব্বে যে প্রকৃতপ্রস্তাব বিক্রয় হইয়াছিল তাহা সদর দেওয়ানী আদালত আইনসিদ্ধ এমত ডিক্রী করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৫ সালের ১৭ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ হালম ১৯১ পৃষ্ঠা।

২৪০। ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারার বিধিতে এমত হুকুম নাই যে যে জিলাতে মোকদ্দমা হয় কেবল সেই জিলার মধ্যস্থিত সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে জামিন হলে হইলে আসামী যদি তাহা না দিতে পারে তবে তাহার সম্পত্তি যে কোন স্থানে থাকুক জজ সাহেব তাহা ক্রোক করাইতে পারেন।—১৮৩১ সালের ৬ জানুআরির ৬৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪১। যে ব্যক্তি ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণানুসারে আসামীর নিমিত্তে জামিন হইয়াছিল অধস্থ আদালতে সেই মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে এবং জিলার জজ সাহেব সেই ব্যক্তিকে আপনার জামিনীহইতে মুক্ত করণের হুকুম দিলে যদি ঐ অধস্থ আদালতের ডিক্রী তৎপরে আপীল আদালতে অন্যথা করা যায় তবে ঐ আপীল আদালতের ডিক্রী সেই জামিনের বিরুদ্ধে জারী করিতে কোন প্রতিবন্ধক নাই।—১৮৪০ সালের ৯ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫০ পৃষ্ঠা।

২৪২। মফঃসল আদালতের ডিক্রীর মতাচরণ করণার্থে কতক সম্পত্তি জামিনস্বরূপ দেওয়া গিয়াছিল তৎপরে সেই সম্পত্তি অন্য ব্যক্তির নিকটে বন্ধক দেওয়া গেল এবং কলিকাতার সরিফ সাহেব সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী জারীক্রমে তাহা নীলাম করিলেন এবং জিলার আদালতের হুকুমক্রমে তাহার দখল দেওয়ান গেল। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে যে ডিক্রীদারের দাওয়ার টাকার জন্যে ঐ সম্পত্তি জামিনস্বরূপ দেওয়া গিয়াছিল ঐ সম্পত্তির উপর ঐ ডিক্রীদারের যে স্বত্ব আছে তাহার কিছু হানি হয় নাহি।—১৮৩৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১১ পৃষ্ঠা।

২৪৩। উপরের উক্ত ঐ সকল প্রকারে প্রথমতঃ যে হুকুমনামা বিরোধীয় বস্তু ও দ্রব্যসামগ্রী থাকনের স্থানে পড়া গিয়া প্রকাশ ও প্রচার নিমিত্তে ছোট বড় সকল লোকের দৃষ্টিপাতস্থলে টাঙ্গাইয়া দেওয়া যাইবেক সেই হুকুমনামানুসারে যত বস্তু ও জিনিসপত্র ক্রোক হয় পরে ক্রোকের মধ্যে দান কি বিক্রয়ক্রমে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ঐ ক্রোকী বস্তু ও জিনিসপত্রের মধ্যের কিছু কোন ব্যক্তিকে দিলে সে দান বিক্রয়ইত্যাদি অসিদ্ধ ও রদ হইবেক আর যদি আসামী বস্তু ও সম্পত্তি ক্রোক হওনের সময়ে ক্রোকের হুকুম না খাটিবার নিমিত্তে ঐ বস্তু ও দ্রব্যাদি কোন প্রকারে স্থানান্তর করে তবে তাতে এ কথা প্রমাণ হইলে পর আদালতের হুকুম না মাননিসাদিগের ও দুঁদ্যামিকরণিয়াদিগের প্রতি যেমত শাস্তি দিবার নিরূপণ হইয়াছে ঐ আসামী সেই মত শাস্তি পাইবেক ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ৫ সা। ২ প্র।

২৪৪। ডিক্রী জারী করণের নিমিত্তে যে ভূমি নীলাম হইবার জন্যে ক্রোক হয় তাহা কলিকাতার সরিফ সাহেবের হাতহইতে রক্ষা করণের বিষয়ে ১৮১৬ সালের ১৭ ফেব্রুআরি তারিখের ৫০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে নিষ্পন্ন করা গিয়াছে কিন্তু যদ্যপি ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারানুসারে ক্রোকহওয়া ভূমি অথবা সম্পত্তির বিষয়ে ঐ সরক্যুলর অর্ডরে কিছু লেখা নাহি তথাপি এই গতিকেও সেইরূপ সাবধান হইয়া কর্ম্মকরা তদ্রূপ্য আবশ্যক ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। হিউম সাহেবের কএকটী নীলের কুঠী ও কতক নীল ক্রোক করিতে ঢাকার আদালতে দরখাস্ত হইয়াছে কিন্তু যদ্যপি উপরের উক্তমতে সাবধান না করা যায় তবে ঐ সাহেব আইনের কোন পেঁচের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টহইতে পরওয়ানা আনাইয়া তাঁহার সেই ভূমি বিপরীতরূপে ক্রোক করিতে পারেন তাহা হইলে ঐ ক্রোকী বস্তুর দ্বারা কোন প্রকারে ফরিয়াদীদিগের ডিক্রী জারী হইতে পারে না। অতএব আমার এই পত্র অগোচরে সদর দেওয়ানী আদালতে দরপেশ করুন এবং ঐ সম্পত্তির ক্রোক যাবৎ বরখাস্ত না হয় তাবৎ এক জন আমলাকে সেই ভূমির উপর নিযুক্ত করিতে সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম প্রার্থনা করি। যেহেতুক সদর আদালতের বিশেষ অনুমতি না পাইয়া কেবল আইনের বিধানের দৃষ্টে এমত কর্ম্ম করিতে আমার সাহস হয় না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ডিক্রী জারী করণার্থে ভূমি ক্রোক হইলে যেরূপ কার্য্য করিতে হয় ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারানুসারে ক্রোক হইলে সেইরূপ কার্য্য করিতে হইবেক যেহেতুক উভয় গতিকেই সম্পত্তি ক্রোক করণের একি অভিপ্রায়।—১৮৩৪ সালের ২১ নবেম্বরের ৯১৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪৫। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ৮ মে তারিখের ৮৩ নম্বরী এবং ১৮৪১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখের ১৬৭ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে হুকুম হইয়াছে যে অন্য এলাকার মধ্যস্থিত ভূমি নীলাম করিবার দরখাস্ত ঐ নীলামযোগ্য ভূমি যে জিলার শামিল সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং নীলামের হুকুমকরণিয়া আদালতের

এলাকার মধ্যে ঐ ভূমি থাকিলে জজ সাহেব ঐ ভূমির বিষয়ে যে সকল কার্য্য ও তজবীজ করিতেন যে জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে ঐ ভূমি থাকে তিনি সেইরূপে তাহার বিষয়ের সমস্ত কার্য্য ও তজবীজ করিবেন। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের বিধির অনুসারে যে ক্রোকের হুকুম হয় তাহার বিষয়ে ঐ বিধানের মর্ম্ম তুল্যমতে খাটে এবং ঐ মত মোকদ্দমায় উক্ত বিধানানুসারে কার্য্য করিলে সর্ব্ব সাধারণের সুগম হইবেক এবং ভূমি ক্রোকের হুকুম-করণিয়া আদালতছাড়া অন্য আদালতের এলাকার মধ্যস্থিত ভূমি ক্রোক করিবার দাওয়া কিম্বা আপত্তি শীঘ্র নিষ্পত্তি হইবেক। অতএব সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা উক্ত প্রকার সকল মোকদ্দমার প্রতি উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের বিধান খাটাইতে হুকুম দিয়াছেন এবং তাহা খাটাইবার বিষয়ে এক্ষণে সম্বাদ দিতেছেন।—১৮৪৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৪৬। যদি আদালতের সাহেব অধিক মূল্যের ভূমির মোকদ্দমাতে ন্যায় বিধানানুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওনপর্য্যন্ত অথবা যাবৎ মালজামিন না দেয় তাবৎ ঐ ভূমি আসামীর ভোগদখলছাড়া করিয়া লইয়া ক্রোক রাখা বিহিত বুঝেন তবে এমতে আপীলের মোকদ্দমাতে আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্ট ডিক্রীর টাকা আদায় করণার্থে ও ডিক্রী জারী হওনের নিমিত্তে জামিন না দিতে পারিলে যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ৫ আইনের ৬ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ১২ ধারার ৯ প্রকরণে লেখা গিয়াছে সেই প্রকারে সেই *জিলার কালেক্টর সাহেবের দ্বারা সে ভূমি ক্রোক রাখাইবেন। আর উপরের উক্ত প্রকরণব্যতিরেকে যদি এই* ধারানুসারে ভূমি কিম্বা অন্য বস্তু ও সম্পত্তি ক্রোক হয় কিন্তু যাহা কবুলকারীতে লেখা কর্ত্তব্য এমত কোন বিশিষ্ট হেতুব্যতিরেকে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওনপর্য্যন্ত আসামী কিম্বা তাহার সদৃশ ব্যক্তিকে ঐ ভূম্যাদি বস্তুসম্পত্তি আমলদখল করিতে কি যে কর্ম্ম করিলে ক্রোকের তাৎপর্য্যের ব্যাঘাত না হয় সে কর্ম্ম করিতে না দেওয়া কি ধারণ করণ কোন প্রকারে কর্ত্তব্য ও সঙ্গত হইবেক না ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

২৪৭। প্রধান সদর আমীন ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারানুসারে কএক দোকান ও বাণিজ্য কুঠীর অংশ ক্রোক করণের হুকুম করিলেন তাহাতে তাঁহাকে হুকুম দেওয়া গেল যে এ অংশ কেবল হস্তান্তর নিবারণের এত্তেলা দেন।—১৮৪৭ সালের ২৫ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৪৮। জজ সাহেব ও রেজিষ্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইলে পর ন্যায় বিচারানুসারে ও ডিক্রীর হুকুমমতে ঐ ক্রোকী ভূম্যাদি বস্তু ও সম্পত্তির বিষয়ে যেমত হুকুম দেওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয় সেইমত হুকুম দেন ইহাতে যদি ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে সরকারের মালগুজারীর বাকী টাকা ও আর২ যে ওয়াজিবী কর্জ্জা দেনার টাকা ডিক্রীর টাকা আদায়করণের পূর্ব্বে দিতে ও পরিশোধ করিতে হয় তাহার উপযুক্ত ভূম্যাদি ও বস্তু সম্পত্তিব্যতিরেকে আসামীর আর যাহা বক্রী থাকে তাহাহইতে ডিক্রীর টাকা আদায় হইবেক আর যদি ফরিয়াদীর নালিশী মোকদ্দমা ডিসমিস হয় কিম্বা কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত ফরিয়াদীর নালিশী দাওয়া প্রমাণ না হয় তবে ফরিয়াদীর নালিশকরণহেতুক ঐ ভূম্যাদি ক্রোকহওনেতে আসামীর যে খরচখরচা ও ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা আদালতের খরচার ন্যায় জ্ঞান করা গিয়া সেই টাকা আসামীকে ফরিয়াদীর দিতে হইবেক ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

২৪৯। কোন মোকদ্দমাতে উপরের ধারার উক্তমতে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের হুকুমানুসারে যদি কাহার বস্তুসম্পত্তি ক্রোক হয় তবে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার নম্বরবিলীর প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যত শীঘ্র হইতে পারে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন আর যদি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে আসামী প্রত্যয়স্থ মালজামিন দেয় তবে সে ক্রোকী ভূম্যাদি বস্তু ক্রোকহইতে ছাড়িয়া দেন ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ৬ ধা।

২৫০। জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালত কিম্বা কোর্ট আপীল আদালতের কোন মোকদ্দমাতে কোন ফরিয়াদী কি আসামীর স্থানে হাজিরজামিন ও মালজামিন তলব করা গেলে পর সে যদি প্রত্যয়জন্যে প্রয়োজনোপযুক্ত নগদ টাকা কিম্বা প্রমিসরি নোট অথবা নগদ টাকার সরকারী তমঃসুক ও খৎ কিম্বা নগদ টাকার আর কোন দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র আমানৎ অর্থাৎ গচ্ছিত রাখণের মতে দাখিল করে তবে ঐ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার জামিনীর বদলেতে তাহা মঞ্জুর ও কবুল অর্থাৎ গ্রাহ্য ও স্বীকার করিয়া ও আমানৎ রাখা টাকা ও নোট ইত্যাদির কাগজ আদালতের খাজাঞ্চীকে আপন নিকটে অতিসাবধানে রাখিতে হুকুম দেন

আর মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর কিম্বা তাহা আমানৎ থাকনের প্রযোজন না থাকিলে পর তাহা ফিরিয়া দেন কিম্বা যে প্রকারে উচিত বুঝেন্ তদনুরূপ কর্ম্ম করিবেন ইতি।- ১৮০৬ সা। ২ আ। ৮ ধা।

২৫১। সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের সঙ্গে ঐক্য হইয়া সদর আদালতের সাহেবেরা নিশ্চয় করিয়াছেন যে দেওয়ানী আদালতের দ্বারা যে সকল টাকা ক্রোক হয় তাহার জিম্মার ভারহইতে কালেকটর সাহেবেরা উত্তর কালে মুক্ত হন অতএব তোমার প্রতি হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে আমানৎথাকা কোন টাকা যখন এইরূপে ক্রোক হয় তখন তোমার আদালতে তাহা তৎক্ষণাৎ দাখিল করণের বিষয়ে এক বিশেষ হুকুম বাহির হয়।—১৮৪৮ সালের ২৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৫২। টাকার আসল হুকুম ও রসীদ কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং সেই টাকা পাওয়া গেলে তুমি আপনার আমানতের খাতায় জমা করিবা। -১৮৪৮ সালের ২৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৫৩। কালেক্টর সাহেব আবশ্যক হইলে ঐ টাকা নগদ দিবেন অথবা "আদালতহইতে প্রাপ্ত টাকা" এই খাতায় জমা করিবা খারিজদাখিল করিবেন এবং এইরূপ করিলে তোমাকে এক রসীদ দিবেন এবং তুমি রীতিমত আমানৎ এই খাতায় সেই টাকা জমা করিবা। "আদালতহইতে প্রেরিত টাকা" এই খাতায় খরচ লিখিতে পারিবা।—১৮৪৮ সালের ২৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১১ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত। -দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে ভূমি ক্রোক করণের সাধারণ বিধি।

২৫৪। উপরের লিখিত আইনসকলের হুকুমানুসারে যখন জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবেরা কোন অধিকারভূমির সরবরাহকারীর বিষয়ে হুকুম দেওয়া উপযুক্ত বোধ করেন তখন সেই আদালতের সাহেবেরা যে জিলাতে ঐ অধিকারভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবকে ঐ অধিকারভূমি ক্রোক করিতে ও তাহার সরবরাহকারী কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে কোন উপযুক্ত জনকে ঐ অধিকারভূমির পরিমাণ দৃষ্টে উপযুক্ত জামিন লইয়া নিযুক্ত করিতে চিঠী লিখিবেন কিন্তু এ হুকুমও দেওয়া যাইতেছে যে ঐ ভূমির স্বত্বসম্বন্ধীয় কোন জন যদি ঐ কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে কালেকটর সাহেবের নিযুক্তকরা লোকের বিষয়ে অসম্মত হয় কিম্বা তাহার নিযুক্তহওয়ার পরে কোন সময়ে ঐ সরবরাহকারের কর্ম্মতে অসম্মত হয় তবে ঐ জন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে আপন অসম্মতির হেতুসকল লিখিয়া জানাইতে পারে এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া যাহা বিহিত বুঝেন হয় ঐ সরবরাহকারকে ঐ কর্ম্মে বহাল রাখিতে কিম্বা অন্য কোন জনকে নিযুক্ত করিতে হুকুম দিবেন ইতি। -১৮২৭ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

২৫৫। জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবের হুকুমনামাতে ঐ ক্রোকের মধ্যে যত ভূমি আসিতে পারিবেক তাহা বিশেষরূপে লেখা যাইবেক এবং ঐ আদালতের সাহেবের নিকটহইতে ঐ ক্রোক বরখাস্তের নিমিত্তে অন্য এক হুকুমনামা হওনব্যতিরেকে সে ক্রোক বরখাস্ত হইবেক না ইতি।—১৮২৭ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

২৫৬। কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিতেছেন যে জিলার জজ সাহেব যে গতিকের বিষয়ে পত্র লিখিয়াছেন সেই গতিকে উক্ত ভূমি ক্রোক করিতে তাঁহার ক্ষমতা ছিল কিন্তু ১৮২৭ সালের ৫ আইনের যে অভিপ্রায় আইনের হেতুবাদে লেখা আছে অর্থাৎ আদালতের হুকুমেতে ক্রোক থাকা অধিকারভূমির, সরবরাহকারী কার্য্য সর্ব্বদা ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের অধীনতায় রাখণ কর্ত্তব্য তাহা দৃষ্টি করিয়া তাঁহারা বোধ করেন যে এক জন আমীনের দ্বারা সেই সম্পত্তি স্বয়ং ক্রোককরা জজ সাহেবের উচিত ছিল না কিন্তু কালেক্টর সাহেবকে তাহা ক্রোক করিতে হুকুম দেওয়া বিহিত ছিল। এবং ঐ ভূমি উভয় বিবাদির আপোসে বন্দোবস্তের অনুসারে ক্রোক হইয়াছিল বলিয়া আইনমতে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কার্য্যের কিছু বৈলক্ষণ্য হইবেক না।—১৮৩৩ সালের ১ ফেব্রুআরির ৭৫২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫৭। ১৮২৭ সালের ৫ আইনের হেতুবাদে যে কথা লেখা আছে তাহা সাধারণ। অতএব যেমন মালগুজারীর ভূমির বিষয়ে সেই আইন খাটে সেইরূপ লাখেরাজ ভূমির বিষয়েও খাটে। অতএব যখন লাখেরাজ ভূমি ক্রোক করিতে হয় তখন

কালেক্টর সাহেবকে চিঠীর দ্বারা তাহা ক্রোক করিতে হুকুম দিতে হয়।—১৮৩৬ সালের ১৯ আগষ্টের ১০৩৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫৮। দেওয়ানী আদালত যদি ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারাক্রমে কোন জমীদারী ক্রোক করণের হুকুম দেন এবং কালেক্টর সাহেব ১৮১৭ সালের ৫ আইনানুসারে তাহা ক্রোক করেন তবে সেই জমীদারীর আনুষঙ্গিক সরবরাহকারী কার্য্যে ঐ আদালত হস্ত ক্ষেপ করিতে পারেন না।—১৮৪২ সালের ১০ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২২ পৃষ্ঠা।

২৫৯। বিধান হইল যে যে জমীদারী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারাক্রমে ক্রোক করিবার হুকুম আছে এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনক্রমে রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের দ্বারা ক্রোক হয় সেই জমিদারীর সরবরাহের বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা কোন হুকুম করিতে পারেন না।—১৮৪৭ সালের ১৬ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১২ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত। পরওয়ানা।

২৬০। জানিবেন যে এই ধারায় যে এক বিশিষ্টানুরোধ ও বিশেষ কারণ লেখা গেল ইহাছাড়া সকল জিলা ও শহরের আদালতের সমস্ত হুকুম ও ডিক্রী তাহার লিখনানুসারে সেই২ আদালতের সীমাসরহদ্দের মধ্যে কাহারো অনুরোধ ও উপরোধ না রাখিয়া ও কাহাকেও তাহার মধ্যবর্ত্তী হইতে না দিয়া অব্যাজে জারী করা যাইবেক সেই সমন আদালতের নাজিরের নামে লেখা যাইবেক ইতি। ১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১৩ ধা।

২৬১। গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে নীচের লিখিত কার্য্যনির্ব্বাহের নিয়ম নিরূপণ হইল। দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে পোলীসের কার্য্যকারকদিগকে গ্রেফ্তার করণের অথবা তাহারদিগকে নিজে হাজির হওনের পরওয়ানা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা জারী হইবেক। কিন্তু যে এত্তেলানামা বা ঘোষণাপত্রে তাহারদের নিজে হাজির হওনের হুকুম না থাকে অথবা যে হুকুমনামা পাইয়া তাহারা নিজে হাজির হইতে পারে অথবা উকীল নিযুক্ত করিতে পারে এইমত পরওয়ানার বিষয়ে উক্ত নিয়ম খাটিবেক না।—১৮৪৫ সালের ২৫ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

২৬২। চলিত আইনানুসারে দেওয়ানী আদালতের যে কোন জজ কি রেজিষ্টর সাহেব কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা সরকারের কার্য্যকারক অন্য কোন সাহেব আপন হুকুমের তাবে কোন জন কি জনেরদিগকে গ্রেফ্তার কি তাহার কি তাহারদিগের ধন ক্রোক করিবার হুকুম দিতে কিম্বা দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতসম্পর্কীয় অন্য কোন হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখেন তাঁহারা বিশেষ কোন২ কারণপ্রযুক্ত ঐ হুকুম জারী করিবার সময়ে যদি স্বয়ং যাওয়া এবং আইনের লিখিত হুকুমানুসারে ঐ হুকুম উপযুক্তরূপে জারীহওয়া দৃষ্টি করা আবশ্যক বোধ করেন তবে সরকারের যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ হুকুম দিয়া থাকেন সেই সাহেব উপরের লিখিত কার্য্যের নিমিত্তে স্বয়ং যাইবার এবং ঐ হুকুম উপযুক্তরূপে জারী হইবার নিমিত্তে আইনানুসারে যে২ কার্য্যকরণের আবশ্যক হয় তাহা করিতে কি করিবার হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখিবেন ইতি।- ১৮২৫ সা। ১ আ। ২ ধা।

২৬৩। কোন সমন কি অন্য হুকুমনামা হওনের সময়ে উপরের প্রকরণের লিখিত নক্শামতে তলবানার যত টাকা দিতে হইবেক তাহা সেই হুকুমনামার পিঠে লেখা যাইবেক ও যে ব্যক্তি ঐ হুকুমনামা জারী করিবার দরখাস্ত রাখে সে ব্যক্তি যাবৎ তলবানার টাকা দাখিল না করে তাবৎ তাহা জারী হইবেক না অতএব নাজিরের কর্ত্তব্য যে তলবানার টাকা যখন উসুল হয় তখন তাহার রসীদ ঐ হুকুমনামার পৃষ্ঠে যত টাকা উসুল হয় তাহার সংখ্যা ও যে দাখিল করে তাহার নামনবিসী করিয়া লিখে ইতি।- ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৪ ধা। ৬ প্র।

২৬৪। জানিবেন যে যে সকল হুকুম কোন লোকের প্রতি আদালতহইতে হয় কর্ত্তব্য যে তাহা সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও শব্দে এবং সুবে বেহারে পারসী ও নাগরী অক্ষর ও শব্দে লেখা যায় ও তাহার উপর আদালতের মোহর ও জজ সাহেবের স্বাক্ষর হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ২০ ধা।

[সম্প্রতিকার জারীহওয়া আইনের দ্বারা বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গলা ভাষা এবং উত্তর পশ্চিম দেশে উর্দু ভাষা চলন হইবেক।]

২৬৫। যেং গতিকে সুবে বাঙ্গলাতে বাঙ্গলা ভাষা ও অক্ষর লইয়া ব্যবহার করিতে হইবেক সেইং গতিকে কটক জিলায় এবং পটাসপুর ও কুমার ডিচর ও বগরাই পরগনায় উড়ে ভাষা ও অক্ষর ব্যবহার হইবেক।—১৮০৫ সা। ১৪ আ। ১১ ধা।

২৬৬। সদর আদালতের সাহেবেরা বারম্বার দেখিয়াছেন যে নানা আদালতের সরকারী ও হুকুমনামার শিরোভাগে দেবতারদের নাম লেখা থাকে অতএব তোমাকে হুকুম করিতে আদেশ পাইয়াছি যে আদালতের সমুদয় হুকুমনামাতে এবং আদালতহইতে যে সকল পরওয়ানা বাহির হয় তাহাতে ঐ ব্যবহার রহিত হয়।—১৮৪১ সালের ৩ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৬৭। এইমত সময়ে তোমাকে আদেশ করিতে হুকুম পাইয়াছি যে দরখাস্ত কি দলীলদস্তাবেজ অথবা অন্য যে কোন প্রকার কাগজপত্র আদালতে দাখিল হয় তাহাতে উপরের হুকুম খাটিবেক না এবং ঐং বিষয়েতে তুমি সাবধান হইয়া হস্তক্ষেপ করিবা না।—১৮৪১ সালের ৩ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৩ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত। সুপ্রিম কোর্টের এলাকায় তাঁহারদের পরওয়ানা জারীকরণ।

২৬৮। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বায়ের সুপ্রিম কোর্টের এলাকার সীমার বাহির দেশের কোন আদালত বা জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রেরণকরা রিট বা ওয়ারণ্ট অর্থাৎ পরওয়ানা কি অন্য হুকুম নীচের লিখিত রীতিমতে ঐ সীমার মধ্যে জারী হইতে পারে অর্থাৎ ঐ রিট বা ওয়ারণ্ট অথবা অন্য হুকুম যে আদালত অথবা জজ সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে সহী অথবা তাহা প্রেরণ করেন তাঁহার দস্তখতের দ্বারা সিদ্ধ হইলে ইঙ্গরেজী ভাষার তরজমাসমেত তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের কোন জজ সাহেবকে দেওয়া যাইবেক এবং তিনি তাহার পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিয়া ঐ রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুমের প্রকার বুঝিয়া তাহা সরিফ সাহেব অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের দ্বারা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার মধ্যে জারী করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি। ১৮৪০ সা। ২৩ আ। ১ ধা।

২৬৯। কোন এক বিশেষ মোকদ্দমায় শ্রীযুত এক্টিং আর্ডবোকেট জেনবল সাহেব আপনার যে অভিপ্রায় জানাইলেন তদনুসারে সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৮৪০ সালের ২৩ আইনক্রমে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার কি জিনিস আটকের নিমিত্তে যে হুকুম দেওয়া যায় যে ব্যক্তিরদের প্রার্থনাক্রমে এবং যে ব্যক্তিরদের বিরুদ্ধে হুকুম হয় সেই ব্যক্তিরদের নাম সেই হুকুমনামাতে বিশেষ করিয়া লেখা যায় এবং যে নামে ঐ কুঠী অথবা কোম্পানি আপনং তেজারৎ কিম্বা বাণিজ্য কর্ম্মেতে বিখ্যাত কেবল সেই নাম সেই পরওয়ানাতে দিতে হইবেক না। কিন্তু যখন কোন বিশেষ আইনক্রমে কোন কোম্পানি ঐমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন যে তাহারদের কোন কর্ম্মকারক ঐ সমাজের পক্ষে নালিশ করিতে পারেন অথবা ঐ সমাজের নামে নালিশ হইলে ঐ কর্ম্মকারকের নামে হইবেক তবে এই বিধি খাটিবেক না।—১৮৪৫ সালের ৩০ মের সরক্যুলর অর্ডর।

২৭০। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐরূপ পৃষ্ঠে দস্তখৎহওয়া প্রত্যেক রিট কি ওয়ারণ্ট বা অন্য হুকুম পূর্ব্বোক্তমতে কোন সরিফ সাহেবকে দেওয়া গেলে ঐ সরিফ সাহেব তাহা পাওনের তারিখ তাহাতে টুকিয়া রাখিবেন। এবং তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে প্রথমতঃ বাহির হইলে এবং টুকিয়া রাখা তারিখে তাঁহার হস্তে পঁহুছিলে তিনি যেমত জারী করিতেন সেইমত ঐ রিট কি ওয়ারণ্ট অথবা অন্য হুকুম জারী করিবেন। এবং ঐ সরিফ সাহেব শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে প্রথমতঃ বাহির হওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম এবং এই আইনক্রমের কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম জারীকরণবিষয়ে এমত কোন ইতরবিশেষ করিবেন না যে একটা প্রথম অপর একটা পরে জারী করেন। কিন্তু প্রত্যেক রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম প্রথমতঃ সুপ্রিম কোর্টের হউক বা পূর্ব্বোক্তমতে পৃষ্ঠে জজ সাহেবকর্তৃক দস্তখৎকরা হউক তাহা পরস্পর জারী করণের রীতি এবং ক্রমের বিষয়ে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে প্রথমতঃ বাহির হওয়া রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুমের বিষয়ে যে নিয়ম এক্ষণে নির্দ্ধারিত আছে সেই নিয়ম চলিবেক ইতি।—১৮৪০ সা। ২৩ আ। ২ ধা।

২৭১। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে বাহিরহওয়া কোন রিট বা ওযারণ্ট কি অন্য হুকুম জারী করণের কার্য্যের বিষয়ে যেরূপে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে ঐ সরিফ সাহেবের নামে নালিশ হইতে পারে সেইরূপে এই আইনক্রমে জারীহওয়া কোন রিট বা ওযারণ্ট কি অন্য হুকুম জারী করণের কার্য্যের বিষয়ে তাঁহার নামে নালিশ হইতে পারিবেক। এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে প্রথমতঃ বাহিরহওয়া কোন রিট বা ওযারণ্ট কি অন্য হুকুমক্রমে আটক বা ক্রোকহওয়া কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তির বিষয়ে যেমত ব্যবহার হইতেছে এই আইনক্রমে জারীহওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুমক্রমে আটক বা ক্রোকহওয়া সমস্ত ব্যক্তি বা সম্পত্তির বিষয়ে সেইমত ব্যবহার হইবেক ইতি।—১৮৪০ সা। ২৩ আ। ৩ ধা।

২৭২। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন রিট বা ওযারণ্ট কি অন্য হুকুম শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে প্রথমতঃ বাহির হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে এই আইনক্রমে পৃষ্ঠে দস্তখৎহওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম যে সমস্ত ব্যক্তি না মানে অথবা তাহা জারী করণের ব্যাঘাত জন্মায় তাহারা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে শাস্তির যোগ্য হইবেক। কিন্তু সাক্ষিদের হাজির করাওণের হুকুম হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে বাহিরহওয়া সফীনার খরচা এবং অন্যং বিষয়ে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের জজ সাহেবেরা কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮৪০ সা। ২৩ আ। ৪ ধা।

২৭৩। আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে জারীহওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুমক্রমে যদ্যপি কোন জষ্টিস অফ দি পীস অথবা কোন সরিফ সাহেবের দ্বারা কোন ব্যক্তি গ্রেফ্তার বা আটক হয় তবে ঐ সরিফ সাহেব অথবা জষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের কর্ত্তব্য যে জজ সাহেব তাহার পৃষ্ঠে ঐমত হুকুম লিখিলে ঐ রিট বা ওযারণ্ট কি অন্য হুকুম প্রথমতঃ প্রেরণকারি কার্য্যকারক যে ব্যক্তির উপর জারী করণের ভার দিয়াছেন অথচ যে ব্যক্তির নাম তাহার পৃষ্ঠে বিশেষরূপে লেখা গিয়াছে তাঁহার হাতে ঐ কয়েদী ব্যক্তিকে অর্পণ করেন এবং সেই নিমিত্তে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার সীমার বাহিরে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের কোন স্থানে কয়েদী ব্যক্তিকে পাঠান্ ইতি। ১৮৪০ সা। ২৩ আ। ৫ সা।

২৭৪। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে যে রিট বা ওযারণ্ট কি অন্য হুকুমের পৃষ্ঠে দস্তখৎ করণের হুকুম আছে যদ্যপি তাহা বেদাড়া বোধ হয় তবে যে জজ সাহেবের প্রতি পৃষ্ঠে দস্তখৎ করণের হুকুম আছে তিনি তাহা প্রেরণকারি কার্য্যকারকের নিকটে শুধরণের নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন ইতি।—১৮৪০ সা। ২৩ আ। ৬ ধা।

২৭৫। এবং কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার বা আটক করণের নিমিত্তে যে রিট কি ওযারণ্ট অথবা অন্য হুকুমের পৃষ্ঠে এই আইনানুসারে দস্তখৎ করণের হুকুম আছে তদ্বিষয়ে এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে জজ সাহেবের প্রতি পৃষ্ঠে দস্তখৎ করণের হুকুম আছে তিনি পৃষ্ঠে লিখনের দ্বারা জামিন লইতে হুকুম করিতে পারেন। ঐ জামিনের টাকা এবং তাহার সংখ্যা পৃষ্ঠে বিশেষরূপে লিখিতে হইবেক। এবং সেই নিমিত্তে জজ সাহেব যে কাগজপত্র আবশ্যক বোধ করেন তাহা তলব করিতে পারেন এবং যে বিষয়ের অনুসন্ধান আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিতে পারেন ইতি।- ১৮৪০ সা। ২৩ আ। ৭ ধা।

২৭৬। সদর আদালতের হুকুমক্রমে ১৮৪০ সালের ২৩ আইনবিষয়ক নীচের লিখিত বিস্তারিত হুকুম দিতেছি।—প্রত্যেক দেওয়ানী বা ফৌজদারী পরওয়ানা এক খামে বন্ধ করিয়া ডাকের দ্বারা কিম্বা পেয়াদার বা অন্য কোন সরকারী কার্য্যকারকের দ্বারা যাহাতে সুগম হয় কলিকাতার ডেপুটী সরিফ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং তাহার সঙ্গে A চিহ্নিত নীচের লিখিত শরওয়ামতে লিখিত এক পত্রও পাঠান যাইবেক।—১৮৪১ সালের ১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৭৭। ডেপুটী সরিফ সাহেবের নিকটে যে কিছু টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হয় তাহা জেনরল ট্রেজুরীর উপর জিলার কালেক্টর সাহেবের এক বিলের দ্বারা পাঠান যাইবেক।—১৮৪১ সালের ১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৭৮। অধস্থ সমস্ত বিচারকের আদালতের যে কোন পরওয়ানা ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে জারী করণের আবশ্যক হয় তাহা ডেপুটী সরিফ সাহেবের নিকটে নির্দ্দিষ্টমতে পাঠাইবার নিমিত্তে তাঁহারা আপনারদের উপরিস্থ ইউরোপীয় কার্য্যকারক সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইবেন।—১৮৪১ সালের ১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৭৯। সমস্ত পরওয়ানা B এবং C চিহ্নিত শরওয়ামতে লেখা যাইবেক কিন্তু সদর দেওয়ানী এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সময়ে২ অন্য যে কোন শরওয়া পাঠান্ তদনুসারে লেখা যাইবেক।—১৮৪১ সালের ১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২৮০। যে ব্যক্তির দরখাস্তে কোন সাক্ষির তলব হয় তিনি ঐ সাক্ষির খরচের নিমিত্তে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরা যত টাকা ওয়াজীবী ও উচিত বোধ করেন তাহা সাক্ষিকে দিতে প্রস্তুত হইবেন।—১৮৪১ সালের ১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

২৮১। জিলার আদালতের জজ ও মাজিস্ট্রেট সাহেবেরা অতিসাবধান হইয়া আপন২ পরওয়ানা ঠিক করিয়া লিখিবেন এবং তাঁহারদের অধস্থ আদালতের যে২ পরওয়ানা ডেপুটী সরিফ সাহেবের নিকটে পাঠান যায় তাহা এই২ বিধি এবং গবর্ণমেণ্টের আইন ও হুকুমানুসারে লেখা যায় ইহা তহকীক করিবেন।—১৮৪১ সালের ১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

২৮২। আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখে তুমি এই আদালতে এক কৈফিয়ৎ পাঠাইবা তাহাতে ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে তোমার জিলার আদালতহইতে যে পরওয়ানা জারী হইয়াছে তাহার সংখ্যা ও রকম এবং তাহার নিমিত্তে উভয় পক্ষের যে খরচ হইয়াছে তাহার জুমলা লেখা যাইবেক। —১৮৪১ সালের ১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

২৮৩। (A) কলিকাতার শ্রীযুত সরিফ সাহেব বরাবরেষু।

আমি তোমার নিকটে এক হুলচিঠী* পাঠাইতেছি এবং তাহার মধ্যে লিখিত ব্যক্তিদের উপর তাহা জারী করিতে হইবেক অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্ট আদালতের জজ সাহেবদিগকে তাহা দিবেন। যে ব্যক্তির দরখাস্তে পরওয়ানা বাহির হয় সে ব্যক্তি ঐ পরওয়ানা জারী করণের সমস্ত খরচা দিবেক।

জিলা ——— শ্রীঅমুক।
জানুআরি ——— ১৮৪ । জজ অথবা মাজিস্ট্রেট।
—১৮৪১ সালের ১ মার্চের ও ১৮৪২ সালের ১৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

(C) দেওয়ানী হুকুম।

২৮৪। ১ নম্বর। সমন।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতে।

বৈদ্যবাটীর রামধন ফরিয়াদী। কলিকাতা শহরের কসাইটোলার সেখ ইদু আসামী।

কলিকাতা শহরের কসাইটোলার সেখ ইদু প্রতি আগে।

বৈদ্যবাটীর রামধন এই আদালতে (অথবা বৈদ্যবাটীর মুনসেফের আদালতে অথবা এই জিলার সদর আমীনের আদালতে) তোমার নামে ৩০০৲ টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছে। অতএব তোমার প্রতি হুকুম হইল যে ১৮০৬ সালের ২ আইনানুসারে এই সমনের রসীদ দিবা এবং আরো ঐ নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্তে স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা ১৮৪১ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে হাজির হইবা।

আমার দস্তখৎ এবং আদালতের মোহরে ১৮৪১ সালের ৫ আপ্রিল তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।
—১৮৪১ সালের ১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

---

* অথবা যে বাটীতে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিরা বাস করে তাহার সদর দরওয়াজায় দিবার নিমিত্তে এক ইশ্তিহারনামা। অথবা তাহার মধ্যের নির্দ্দিষ্ট সাক্ষিরদের উপর জারী হওনার্থে এক সফীনা। অথবা তাহার মধ্যের নির্দ্দিষ্ট সাক্ষিরদিগকে ধরিবার ও গ্রেফ্তার করিবার এক ওয়ারণ্ট অর্থাৎ দস্তক।

২৮৫। ২ নম্বর। আসামীকে হাজির করাইবার ইশ্‌তিহার।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতে।

কলিকাতা শহরের কসাইটোলার সেখ ইদু প্রতি আগে।

বৈদ্যবাটীনিবাসি রামধন এই আদালতে (অথবা বৈদ্যবাটীর মুনসেফের আদালতে অথবা এই জিলার সদর আমীনের আদালতে) তোমার নামে ৩০০৲ টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছে এবং ১৮৪১ সালের আপ্রিল মাসের ২১ তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে তোমার হাজির হইবার এবং নালিশের জওয়াব দিবার এক তলবচিঠী রীতিমতে পাঠান গিয়াছিল এবং নাজিরের রিপোর্টের দ্বারা (অথবা কলিকাতার ডেপুটী সরিফ সাহেবের রিপোর্টের দ্বারা) বোধ হইল যে অনেক অনুসন্ধান করিলেও তোমাকে পাওয়া গেল না এবং উক্ত তলবচিঠীর হুকুমমতে তাহা তোমার প্রতি জারী হইল না। অতএব ১৮০৬ সালের ২ আইনের অনুসারে ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৪১ সালের ১৫ মে তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে তুমি যদি স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা হাজির না হও তবে আদালত ঐ মোকদ্দমার একতরফা বিচার করিবেন এবং তুমি হাজির হইয়া নালিশের জওয়াব দিলে যেরূপ ডিক্রী করিতেন সেইরূপ ডিক্রী করিবেন।

আমার দস্তখৎ ও আদালতের মোহরে ১৮৪১ সালের ২৫ আপ্রিল তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ

—১৮৪১ সালের ১ মার্চের সরকুলর অর্ডর।

২৮৬। ৩ নম্বর। সফীনা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতে।

বৈদ্যবাটীনিবাসি রামধন ফরিয়াদী। কলিকাতা শহরের কসাইটোলার সেখ ইদু আসামী।

কলিকাতার কসাইটোলানিবাসি বাবু রামদাস প্রতি আগে।

উক্ত মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর (অথবা আসামীর) তরফে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে তোমার হাজির হইবার আবশ্যক আছে সেই নিমিত্তে ১৮৪১ সালের ২ জুন তারিখে এই আদালতে (অথবা বৈদ্যবাটীর মুনসেফের আদালতে) স্বয়ং হাজির হইতে তোমার প্রতি হুকুম হইল।

আমার দস্তখৎ ও আদালতের মোহরে ১৮৪১ সালের ১৭ মে তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪১ সালের ১ মার্চের সরকুলর অর্ডর।

২৮৭। ৪ নম্বর। সাক্ষিকে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্তে ওয়ারণ্ট অর্থাৎ হুকুমনামা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতের নাজির শ্রীমহম্মদ আলী বরাবরেষু।

বৈদ্যবাটীনিবাসি রামধন ফরিয়াদীর তরফে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে ১৮৪১ সালের ২৭ মে তারিখে কলিকাতা শহরের কসাইটোলানিবাসি বাবু রামদাসের নামে রীতিমত সফীনা হইয়াছিল এবং সেখ মঙ্গলু পেয়াদার কথায় বোধ হইতেছে যে উক্ত বাবু রামদাসকে খরচার নিমিত্তে ১০৲ টাকা দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল এবং ঐ সেখ মঙ্গলু পেয়াদা রীতিমতে ঐ সফীনা জারী করিলেক এমত কহিয়াছে। কিন্তু ঐ সফীনার হুকুমানুসারে ঐ বাবু রামদাস হাজির হইতে ত্রুটি এবং অস্বীকার করিয়াছে অতএব ঐ বাবু রামদাসকে গ্রেফ্তার করিতে এবং ঐ জিলার জজ সাহেবের সম্মুখে (অথবা ঐ জিলার বৈদ্যবাটীর মুনসেফের সম্মুখে) হাজির করিতে ইহাতে তোমার প্রতি হুকুম হইল। ইহাতে কিছু কসুর করিবা না ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ১০ জুন।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪১ সালের ১ মার্চের সরকুলর অর্ডর।

২৮৮। ৫ নম্বর আসামীর হাজিরজামিন দেওনবিষয়ের পরওয়ানা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতের নাজির শ্রীমহম্মদ আলী বরাবরেষু।

মুনশী খয়রুল্লা বারো শত টাকার দাবীতে এই আদালতে জান স্মিথের নামে নালিশ করিয়াছে এবং উক্ত মুনশী খয়রুল্লার প্রমাণের দ্বারা এই আদালতের জজ সাহেবের চিত্তে নিশ্চয় বোধ হইয়াছে যে ঐ জান স্মিথ পলাইতে এবং এই আদাল-

তের এলাকার বাহিরে যাইতে মানস করিয়াছে। অতএব ঐ জান স্মিথের এই আদালতের সম্মুখে স্বয়ং হাজির হইবার নিমিত্তে তাহার স্থানে ১৫০০৲ টাকার উত্তম ও মাতবর জামিন লইতে ইহার দ্বারা তোমাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল। এবং যদি ঐ জান স্মিথ পূর্ব্বোক্তমতে উপযুক্ত ও মাতবর জামিন না দেয় তবে এ জান স্মিথকে গ্রেফ্তার করিতে এবং এই আদালতের সম্মুখে তাহাকে হাজির করিতে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া গেল ও তোমার প্রতি হুকুম হইল।

আমার দস্তখৎ ও এই আদালতের মোহরে ১৮৪১ সালের ১০ মে তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪১ সালের ১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

২৮৯। ৬ নম্বর। আসামী যে মালজামিনী লিখিয়া দিবেক তাহা।

মুনশী খয়রুল্লা ফরিয়াদী আসামী জান স্মিথের নামে জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়াছে এবং আমি চব্বিশপরগনার শিয়ালদহনিবাসি রামমোহন মল্লিক উক্ত আসামীর উক্ত নালিশের জওয়াব দিবার এবং তাহাতে যে সকল হুকুম হয় তাহার মতাচরণ করণের নিমিত্তে চূড়ান্ত ডিক্রী জারী হওনপর্য্যন্ত হাজির হইবার নিমিত্তে স্নেহজ্ঞাপূর্ব্বক জামিন হইতেছি। অতএব আমি অঙ্গীকার করিতেছি এবং আপনাকে ও আপন উত্তরাধিকারিদিগকে ও প্রতিনিধিমানকে এই বিষয়ে বদ্ধ করিতেছি যে উক্ত আসামী উক্ত নালিশে উত্তর দেওনার্থে ১৮৪১ সালের ১০ মে তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা হাজির হইবেক। এবং আরো ঐ মোকদ্দমা যত কাল জিলা আদালতে থাকে তত কাল অথবা উক্ত আদালত তাহাতে যে চূড়ান্ত ডিক্রী করেন তাহা সম্পূর্ণরূপে জারী না হওনপর্য্যন্ত উক্ত আসামীকে জজ সাহেব যখন তলব করেন তখন সে স্বয়ং ঐ জিলার আদালতে হাজির হইবেক। ইহাতে যদি কিছু কসুর হয় এবং উক্ত আসামীর তলব হইলে আমি যদি তাহাকে হাজির না করি তবে যত টাকা তাহাকে দিতে হুকুম হয় তাহা ১৫০০৲ টাকার অধিক না হইলে আমি তাহার দায়ী হইব এবং তাহার বিরুদ্ধে যে কোন হুকুম বা ডিক্রী হয় তাহার মতাচরণ করণের বিষয়ে আমি দায়ী হইব ইতি। —১৮৪১ সাল তারিখ ১৫ জুন।

অমুক ও অমুকের সাক্ষাতে মোহর হইয়া দেওয়া গেল। রামমোহন মল্লিক।

—১৮৪১ সালের ১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

২৯০। ৭ নম্বর। ক্রোকী পরওয়ানা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতের নাজির শ্রীমহম্মদ আলী বরাবরেষু।

সেখ সৈফু এই আদালতে রামসহায় সিংহের নামে দশ হাজার টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছে এবং ঐ সেখ সৈফু এই আদালতে প্রমাণ দিয়াছে যে উপযুক্ত কারণে তাহার এমত ভয় জন্মে যে ঐ রামসহায় সিংহের বিরুদ্ধে শেষে যে ডিক্রী হয় তাহা জারী না হইবার নিমিত্তে সে ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে আপনার সম্পত্তি হস্তান্তর করণের মানস করিয়াছে। অতএব ঐ রামসহায় সিংহের স্থানে আদালতের শেষের ডিক্রী মানিবার অর্থে বারো হাজার টাকার উপযুক্ত ও মাতবর জামিন তলব করিতে তোমাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল। এবং যদি ঐ রামসহায় সিংহ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উপযুক্ত ও মাতবর জামিন না দেয় তবে ঐ রামসহায় সিংহের যে ভূমি বা জিনিসপত্র বা অন্য বিষয় থাকে কি তাহার দখলে থাকে তাহা বারো হাজার টাকাপর্য্যন্ত ক্রোক ও আটক করিতে তোমাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল এবং এই আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রী না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ সকল বিষয় ক্রোক ও আটক করিয়া রাখিবা।—

আমার দস্তখৎ ও এই আদালতের মোহরে ১৮৪১ সালের ১৫ জুন তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪১ সালের ১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

২৯১। ৮ নম্বর। ডিক্রী জারীর আসামী গ্রেফ্তারীর পরওয়ানা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতের নাজির বরাবরেষু।

১৮৪১ সালের ১৫ মে তারিখের এই আদালতের ডিক্রীর দ্বারা সেখ ইদুকে ৫০০৲ টাকা এবং মোকদ্দমার খরচা ৫০৲ টাকা একুনে ৫৫০৲ টাকা দিতে মনসারামের প্রতি হুকুম হইয়াছিল এবং উক্ত মনসারাম ঐ ডিক্রীর সম্বাদ পাইয়া ঐ টাকা

পরিশোধ করে নাই। অতএব ঐ মনসারামকে গ্রেফ্তার করিতে তোমার প্রতি হুকুম হইল এবং যদি ঐ মনসারাম উক্ত ডিক্রী ও খরচার বাবতে ৫৫০৲ টাকা এবং এই হুকুম জারী করণের খরচার ১০৲ টাকা তোমাকে না দেয় তবে তাহার প্রতি আইন মত আচরণ করণের নিমিত্তে তাহাকে এই আদালতে আনিবা।

আমার দস্তখৎ ও আদালতের মোহরে ১৮৪১ সালের ২ জুন তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪১ সালের ১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

২২১। ৯ নম্বর। ক্রোকী পরওয়ানা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতের নাজির বরাবরেষু।

১৮৪১ সালের ১৫ জুন তারিখে এই আদালতের ডিক্রীক্রমে মহম্মদ আলীকে ৫০০০৲ টাকা এবং দেওনের তারিখ-পর্য্যন্ত শতকরা ১২৲ টাকার হিসাবে সুদ অর্থাৎ অদ্যকার তারিখপর্য্যন্ত ৩৩ ।/৮ টাকা সুদ এবং মোকদ্দমার খরচা ৫০০৲ টাকা একুনে ৫৫৩৩ ।/৮ দিতে কাশীনাথের প্রতি হুকুম হইয়াছিল এবং ঐ কাশীনাথ ডিক্রীর সম্বাদ পাইয়া ঐ টাকা পরিশোধ করে নাই অতএব ঐ ৫৫৩৩ ।/৮ এবং এই হুকুম জারী করণের খরচা ১০৲ টাকা ঐ কাশীনাথের ভূমি ও জিনিস ও বিষয় ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া উসুল করিতে তোমার প্রতি হুকুম হইল এবং ঐ কাশীনাথের ভূমি ও জিনিস ও বিষয় ক্রোক করিতে ইহার দ্বারা তোমাকে আজ্ঞা ও হুকুম দেওয়া গেল এবং যে ৫৬৩৩ ।/৮ টাকার নিমিত্তে এই জিনিস ক্রোক হইল ঐ টাকা এবং ঐ দ্রব্য ক্রোক করণের ও রাখণের ওয়াজিবী খরচ যদি এত দিনের মধ্যে না দেওয়া যায় (তাহা ৩০ দিনের কম হইবেক না) তবে সেই বিষয় তুমি বিক্রয় করিবা এবং এই পরওয়ানার ক্ষমতাক্রমে তুমি যাহা২ করিবা তাহার এত্তেলা হুজুরে দিবা।

আমার দস্তখৎ ও আদালতের মোহরে ১৮৪১ সালের ২০ জুন তারিখে হুগলীতে করা গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪১ সালের ১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

২২৩। কলিকাতার মধ্যে যে সম্পত্তি থাকে তাহার নীলামের হুকুম ১ নম্বরী কৈফিয়ৎঅনুসারে প্রস্তুত করা যাইবেক এবং তাহার পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এক জন জজ সাহেবের দস্তখৎ হইলে পর সরিফ সাহেব ঐ আদালত-হইতে বাহিরহওয়া হুকুমনামা যেমতে জারী করেন সেইমতে তাহা জারী করিবেন।—১৮৪২ সালের ১৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২২৪। ১৮৪১ সালের ১ মার্চ তারিখের ১৪০ নম্বরী (পশ্চিম দেশের ১৮ জুন তারিখের) সরক্যুলর অর্ডরের মধ্যে ১৮৪০ সালের ২৩ আইনের বিষয়ি কার্য্যোপদেশ লেখা আছে ঐ সরক্যুলর অর্ডরের সম্পর্কে যে সম্পত্তির নীলামের নিমিত্তে মফঃসল আদালত হুকুম দিলে তাহার উপর কোন দাওয়া হইলে যেরূপ কার্য্য করিতে হইবেক তাহার বিষয়ে শ্রীযুত এক্টিং আডবোকেট জেনরল সাহেব যে মত লিখিয়াছেন তাহা সদর আদালতের সাহেবেরা সর্ব্ব সাধারণ লোকদিগকে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করিতেছেন।—শ্রীযুত এক্টিং আডবোকেট জেনরল সাহেবের ১৮৪১ সালের ১২ জুলাই তারিখের মত।—১৮৪০ সালের ২৩ আইনের ২ এবং ৩ ধারাতে এমত বিশেষ হুকুম আছে যে সরিফ সাহেব কোন পরওয়ানা সুপ্রিম কোর্টহইতে বাহির হইলে যেরূপে জারী করিতেন সেইরূপে মফঃসল আদালতের এবং জজেরদের হুকুমনামা ও ওয়ারণ্ট কি অন্য কোন হুকুম জারী করেন এবং তাহা উপযুক্তমতে জারী করণের বিষয়ে ঐ সাহেব কেবল সুপ্রিম কোর্টে জওয়াব দিবেন এবং তাহা জারী করণের সুগম হয় এ নিমিত্তে সুপ্রিম কোর্টের যে জজ সাহেব ঐ হুকুমের পৃষ্ঠে দস্তখৎ করেন তাঁহাকে ঐ হুকুম শুধরাইতে এবং অন্যান্য বিশেষ কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে। এইক্ষণে আমার নিকটে যে বিষয় অর্পিত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে যে আসামীরদের প্রতিকূলে পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল তাহারদের যে কএক খণ্ড স্থাবর সম্পত্তি ফরিয়াদীরা সরিফ সাহেবকে দেখাইয়া দিয়াছিল আসামীরদের ঐ সম্পত্তির স্বত্ব ও অধিকার সরিফ সাহেব রীতিমতে ক্রোক করিলেন। এমত হইতে পারে যে আসামীরদের ঐ জায়দাদে কোন স্বত্ব ও অধিকার নাই অথবা তাহাতে তাহারদের সম্পূর্ণ স্বত্ব বা সম্পর্ক নাই কি তাহা পূর্ব্বে বন্ধক দেওয়া গিয়াছে কিম্বা পূর্ব্বেই তাহা ক্রোক হইয়া রহিয়াছে অথবা এইরূপ অন্য কোন ব্যাপার ঘটিয়াছে। এবং সরিফ সাহেব আপনার ঝুঁকীতে ঐ সম্পত্তি ক্রোক করিয়া বিক্রয় করেন অথবা (নলা বোনা ইত্যাদি পরওয়ানাক্রমে) বিক্রয় করিতে অঙ্গীকার করেন অতএব যে ব্যক্তিরা তাঁহাকে সম্পত্তি ক্রোক করিতে বলে অথবা সম্পত্তি তাঁহাকে দেখাইয়া দেয় তাহারদিগকে কায়েং তিনি ইহা জানান যে যদি ফরিয়াদী এবং আসামীছাড়া অন্য ব্যক্তি সেই সম্পত্তির উপর দাওয়া করে তবে ফরিয়াদী তাঁহাকে নিরাপদ রাখিবেক। এবং যদি উভয় পক্ষের ব্যক্তি তাঁহাকে নিরাপদ রাখিতে অঙ্গীকার করে তবে যাহার নিরাপদ রাখণের অঙ্গীকার ঐ সরিফ সাহেবের উত্তম বোধ হয় সেই অঙ্গীকার আপন ইচ্ছানুসারে গ্রাহ্য

করিয়া তদনুসারে ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে অথবা খালাস করিতে পারেন কিন্তু তাহা তিনি আপনার ঝুঁকীতে করেন এবং যদি পক্ষান্তর ব্যক্তি আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করিতে পারে তবে সরিফ সাহেবের উপর ক্ষতির দাওয়া হইতে পারে। পরন্তু আমি এই পরামর্শ দিই যে মফঃসলের বিচারকর্ত্তারা সাধ্যপর্য্যন্ত এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করেন এবং যাহারা মোকদ্দমায় লিপ্ত আছে তাহারাই সরিফ সাহেবকে আদেশ ও বিজ্ঞাপন করুক সুতরাং তাহা আপনারদের খরচা ও আপনারদের ঝুঁকীতে করিতে হইবেক। ইঙ্গলণ্ড দেশের কোন জজ সাহেব যদি এমত ডিক্রী জারী করণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন তবে তাহাতে তাঁহার মর্য্যাদার হানি হইত কেবল নহে কিন্তু তাহা তাঁহার অকর্ত্তব্য কার্য্যই বোধ হইত। কেবল ফরিয়াদী অথবা আসামী যদি জজ সাহেবের নিকটে আদালতের সময়ে রীতিমতে দরখাস্ত করে তবে তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। এইক্ষণে যে বিষয় আমার নিকটে অর্পণ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে মফঃসলের জজ সরিফ সাহেবের সঙ্গে লিখনপঠন করিয়াছিলেন এবং তাহার খরচা অথবা রসুম দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। হইতে পারে যে মফঃসলের হুকুম জারী করণেতে এমত ব্যবহার নিয়মমত হইয়াছে এবং তাহা আবশ্যকও হইতে পারে কিন্তু ইঙ্গলণ্ড দেশের কোন আদালতে ইহা অসম্ভব বোধ হইত।—১৮৪১ সালের ১৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

২৯৫। ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে হুকুমবিষয়ক গত মার্চ মাসের ১ তারিখের ১৩৬৮ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের অনুযায়ি আদালতের সাহেবেরা নীচের লিখিত শরওয়া প্রকাশ করিতেছেন।—১৮৪১ সালের ২৪ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৯৬। ১০ নম্বর। যে আসামীর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী হয় তাহার নামে ডিক্রী জারী করণের এত্তেলা।

জিলা নদীয়ার দেওয়ানী আদালতে।

মিরজা গোলাম ফরিদ ফরিয়াদী। রামমোহন ছুতার এবং শহর কলিকাতার বাগবাজারনিবাসি বৃন্দাবন ছুতারের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ভীম ছুতার আসামী।

শহর কলিকাতার বাগবাজারনিবাসি রামমোহন ছুতার ও ভীম ছুতার প্রতি আগে।

তোমারদিগকে খবর দেওয়া যাইতেছে যে এই জিলার মধ্যে হুনরার মুনসেফ ফরিয়াদী মিরজা গোলাম ফরিদের পক্ষে ১৮৩৯ সালের ৭ আগষ্ট তারিখে তোমারদের নামে খরচা ও ১৮৪১ সালের ৭ মেপর্য্যন্ত সুদসমেত কোম্পানির ৪৫৶৬ টাকার একতরফা ডিক্রী করিয়াছেন।

অতএব তোমারদিগকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ১৮১৪ সালের ১৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণক্রমে তোমার এই এত্তেলা পাইবার রসীদ দিবা এবং ১৮৪১ সালের ৫ আগষ্ট তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে তোমরা স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির হইয়া ঐ ডিক্রী তোমার উপর জারী না হইবার এমত উপযুক্ত কারণ দেখাইবা যে তাহাতে আদালতের খাতিরজমা হয়।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে এই এত্তেলা অদ্য ১৮৪১ সালের ৯ জুলাই তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪১ সালের ২৪ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৯৭। ১১ নম্বর। উত্তরাধিকারিদিগের হাজির হওনের নিমিত্তে এত্তেলা।

অমুক জিলার দেওয়ানী আদালতে।

অমুক ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট। অমুক আসামী অথবা রেসপাণ্ডেণ্ট।

যেহেতুক এই আদালতের নাজিরের রিটর্ণের দ্বারা অথবা দরখাস্তপ্রভৃতির দ্বারা দৃষ্ট হইল যে উক্ত মোকদ্দমার অমুক ফরিয়াদী মরিয়াছে অতএব সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে মৃত অমুক ব্যক্তির উত্তরাধিকারিদের প্রতি এই আজ্ঞা ও হুকুম হইল যে তাহারা অমুক মাসের অমুক তারিখের পর এত দিনের মধ্যে এই আদালতে হাজির হইয়া উক্ত মৃত অমুক ব্যক্তির সম্পত্তি প্রাপণের বিষয়ে তাহারদের যে স্বত্ব ও অধিকার আছে তাহার প্রমাণ দেয়।

আমার দস্তখৎ ও আদালতের মোহরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪১ সালের ২৪ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৯৮। ১৮৪০ সালের ১৩ আইনক্রমে যে২ পাঠ বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ১৮৪১ সালের ১ মার্চ তারিখের ১৪০ নম্বরী এবং ১৮৪২ সালের ১৫ জুলাই তারিখের ২১৮ নম্বরী মোতাবেক পশ্চিম দেশের ১৮৪১ সালের ১৮ জুন এবং ১৮৪২ সালের ২২ আগষ্ট তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে প্রকাশ হইয়াছিল তদতিরিক্ত নীচের লিখিত পাঠ সদর আদালতের সাহেবেরা ব্যবহারার্থে নির্দ্ধার্য্য করিতেছেন।—১৮৪৬ সালের ১৫ মের সরক্যুলর অর্ডর।

২৯৯। ১২ নম্বর। রেস্পাণ্ডেণ্টের প্রতি এত্তেলা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতে।

জিলা মুরশিদাবাদের কওয়াস পরগনার আমীরপুরের বলদেব সরকার। আপেলাণ্ট।

মৃত নবনারায়ণ রায়ের বিধবা এবং নাবালগ কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সরবরাহকার কৃষ্ণপ্রিয়া। রেস্পাণ্ডেণ্ট।

শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া প্রতি আগে।

যেহেতুক বলদেব সরকার আপীলের দরখাস্ত দিয়া এই নিবেদন করিয়াছে যে ১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তারিখের সদর আমীনের আদালতের যে ডিক্রীর দ্বারা জিলা মুরশিদাবাদের তালুক আমীরাবাদের দখল তোমার ধার্য্য হইয়াছে তাহার অন্যথা হয় অতএব তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে এই এত্তেলানামা তোমার নিকটে পঁহুছনের স্বীকার কর এবং আরো প্রধান সদর আমীনের আদালতে তুমি স্বয়ং অথবা তোমার উকীল হাজির হইয়া অমুক মাসের অমুক তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে আপীলের দরখাস্তের জওয়াব দেও।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪৬ সালের ১৫ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০০। ১৩ নম্বর। রেস্পাণ্ডেণ্টের হাজির হইবার বিষয়ের ইশ্তিহার।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতে।

জিলা মুরশিদাবাদের কওয়াস পরগনার আমীরপুরের বলদেব সরকার। আপেলাণ্ট।

মৃত নবনারায়ণ রায়ের বিধবা এবং নাবালগ কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সরবরাহকার কৃষ্ণপ্রিয়া। রেস্পাণ্ডেণ্ট।

শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া প্রতি আগে।

যেহেতুক বলদেব সরকার আপীলের দরখাস্ত দিয়া নিবেদন করিয়াছে যে ১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তারিখের সদর আমীনের আদালতের যে ডিক্রীর দ্বারা জিলা মুরশিদাবাদের তালুক আমীরাবাদের দখল তোমার ধার্য্য হইয়াছে তাহার অন্যথা হয় এবং যেহেতুক অমুক মাসের অমুক তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে তোমাকে হাজির হইতে এবং আপীলের দরখাস্তের জওয়াব দাখিল করিতে রীতিমতে এত্তেলা জাহির হইয়াছিল এবং যেহেতুক নাজিরের কৈফিয়তের (অথবা কলিকাতাস্থ ডেপুটী সরিফ সাহেবের কৈফিয়তের) দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে যে অনেক অনুসন্ধান করিলেও তোমাকে পাওয়া গেল না এবং ঐ এত্তেলার হুকুমমতে তাহা তোমার উপর জারী হইল না অতএব ইহার দ্বারা ইশ্তিহার দেওয়া যাইতেছে যে অমুক মাসের অমুক তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে যদি তুমি স্বয়ং অথবা তোমার উকীল হাজির না হও তবে এই আদালত ঐ মোকদ্দমার এক তরফা বিচার করিবেন এবং তুমি হাজির হইয়া নালিশের জওয়াব দিলে যেরূপ করিতেন সেইরূপ ডিক্রী করিবেন।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪৬ সালের ১৫ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০১। ১৪ নম্বর। বন্ধকের এবং রয়েলওফাক্রমে ভূমি বিক্রয়ের উদ্ধার করণার্থে বন্ধকদেওনিয়া ব্যক্তির প্রতি এত্তেলা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতে।

কলিকাতাস্থ কসুটোলার শ্রীবাবু রামদাস প্রতি আগে।

যেহেতুক বৈদ্যবাটীর রামনারায়ণ বসু অমুক তারিখে এক দরখাস্ত করিয়াছে এবং তাহার এক নকল ইহার সঙ্গে গাঁথা

গিয়াছে এবং এই আদালতে নিবেদন করিয়াছে যে এই জিলার মধ্যস্থিত বতক ভূমিসম্পত্তির যে বন্ধক এবং বয়বলগুফাক্রমে বিক্রয়পত্র তাহার হাতে আছে তাহার নিয়মানুসারে সেই ভূমির বন্ধকের শেষ হয় এবং বিক্রয় সিদ্ধ হয়। অতএব ইহার দ্বারা তোমাকে এত্তেলা দেওয়া যাইতেছে যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৭ ধারার বিধানমতে যদি তুমি এই এত্তেলার তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রামনারায়ণ বসুর নিকটে যে সম্পত্তি বন্ধক আছে তাহা উদ্ধার না কর তবে ঐ বন্ধক চূড়ান্তরূপে শেষ হইবেক এবং বয়বলগুফাক্রমে বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে ১৮৪৬ সালের ৫ আপ্রিল তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪৬ সালের ১৫ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০২। ১৫ নম্বর। উকীলের মরণ বা তগীর হওন কি ইশ্‌তাফা দেওন অথবা বর্ত্তমান না হওনের এত্তেলা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতে।

বৈদ্যবাটীর রামধন। ফরিয়াদী। কলিকাতাস্থ কসাইটোলার সেখ ইদু। আসামী।

পেঁড়ুয়ার মহম্মদ আলী। ফরিয়াদী। কলিকাতাস্থ শোভাবাজারের গোলাম হুসেন। আসামী।

যেহেতুক এই আদালতে (অথবা অমুক স্থানের মুনসেফের আদালতে) উপস্থিত পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় নিযুক্তহওয়া এক জন উকীল মুনশী চৈতনচরণের মৃত্যু হইয়াছে * অতএব এ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তিদের প্রতি হুকুম হইতেছে যে তাহারা অদ্যকার তারিখঅবধি ছয় সপ্তাহের (অথবা দুই মাসের) মধ্যে স্বয়ং উক্ত আদালতে হাজির হয় অথবা তাহাদের দ্বারা পূর্ব্বে নিযুক্ত মুনশী চৈতনচরণের পরিবর্ত্তে অন্য উকীল নিযুক্ত করে।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে ১৮৪৬ সালের ৫ আপ্রিল তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪৬ সালের ১৫ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০৩। ১৬ নম্বর। ছানি তজরাজের মোকদ্দমার নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে ফরিয়াদীর প্রতি এত্তেলা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতে।

শহর কলিকাতার বাগবাজারের গোবিন্দরাম। ফরিয়াদী। বৈদ্যবাটীর গোলাম হযদর। আসামী।

শহর কলিকাতার বাগবাজারের গোবিন্দরাম প্রতি আগে।

যেহেতুক তুমি শহর কলিকাতার বাগবাজারনিবাসী গোবিন্দরাম যে মোকদ্দমায় ফরিয়াদী আছ এবং বৈদ্যবাটীর গোলাম হযদর আসামী সেই মোকদ্দমার এই আদালতে (অথবা অমুক স্থানের মুনসেফের আদালতে) অমুক মাসের অমুক তারিখে নিষ্পত্তি হইয়াছিল এবং সেই মোকদ্দমা অধিক তদন্তের নিমিত্তে (অথবা পুনর্বিচার হওনার্থে) অমুক আদালত-হইতে ফিরিয়া পাঠান গিয়াছে এবং হুকুম হইয়াছে যে তাহা এই আদালতের আসল নম্বরী নথীর শামিল পুনরায় করা যায় এবং যেহেতুক জিজ্ঞাসা করাতে দৃষ্ট হইয়াছে যে এই মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে তোমার পক্ষে কোন উকীল হাজির নাই † অতএব তোমাকে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই এত্তেলা জারীহওনের তারিখঅবধি হিসাব করিয়া যদি ছয় সপ্তাহ-পর্য্যন্ত তোমার মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে তুমি স্বয়ং অথবা তোমার উকীল কোন উপায় করিতে ত্রুটি কর তবে সেই মোকদ্দমা কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হইবেক।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪৬ সালের ১৫ মের সরক্যুলর অর্ডর।

---

* অথবা ডিস্মিস হইয়াছে অথবা ইশ্‌তাফা দিয়াছে কি বহু কালাবধি গয়হাজির আছে।

† অথবা এই মোকদ্দমার পূর্ব্বকার বিচারের সময়ে তোমার যে উকীল ছিলেন তিনি হাজির আছেন কিন্তু তোমার স্থানে কোন উপদেশ পান নাই এবং মোকদ্দমা চালাইতে অক্ষম।

৩০৪। ১৭ নম্বর। ছানি তজবীজের মোকদ্দমার জওয়াব দেওনের বিষয়ে আসামীর প্রতি এত্তেলা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতে।

বৈদ্যবাটীর রামধন। ফরিয়াদী। শহর কলিকাতার কসাইটোলার সেখ ইদু। আসামী।

শহর কলিকাতার কসাইটোলার সেখ ইদু প্রতি আগে।

যেহেতুক বৈদ্যবাটীর রামধন যে মোকদ্দমায় ফরিয়াদী এবং তুমি কলিকাতা শহরের কসাইটোলার সেখ ইদু আসামী সেই মোকদ্দমার এই আদালতে (অথবা প্রধান সদর আমীনের আদালতে) অমুক মাসের অমুক তারিখে নিষ্পত্তি হইয়াছিল এবং সেই মোকদ্দমা অমুক আদালত অধিক তদন্তের নিমিত্তে (অথবা পুনর্বিচার হওনার্থে) ফিরিয়া পাঠাইয়া হুকুম দিয়াছেন যে তাহা এই আদালতের আসল নম্বরী নথীর শামিল পুনর্বার করা যায় এবং যেহেতুক জিজ্ঞাসা করাতে দৃষ্ট হইয়াছে যে তোমার পক্ষে এই মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্তে কোন উকীল হাজির নাই* অতএব তোমাকে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে অমুক তারিখে অথবা অমুক তারিখের পূর্ব্বে যদি তুমি স্বয়ং অথবা তোমার উকীল সেই মোকদ্দমার জওয়াব দিবার উপায় করিতে ত্রুটি কর তবে এই আদালত ঐ মোকদ্দমার একতরফা বিচার করিবেন এবং তুমি হাজির হইয়া নালিশের জওয়াব দিলে যেরূপ করিতেন সেইরূপ ডিক্রী করিবেন।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪৬ সালের ১৫ মের সরকুলর অর্ডর।

৩০৫। ১৮ নম্বর। ছানি তজবীজের মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর হাজির হইবার বিষয়ের ইশ্তিহার।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতে।

শহর কলিকাতার বাগবাজারের গোবিন্দরাম। ফরিয়াদী। বৈদ্যবাটীর গোলাম হযদর। আসামী।

শহর কলিকাতার বাগবাজারের গোবিন্দরাম প্রতি আগে।

যেহেতুক তুমি শহর কলিকাতার বাগবাজারনিবাসী গোবিন্দরাম যে মোকদ্দমায় ফরিয়াদী এবং বৈদ্যবাটীর গোলাম হযদর আসামী সেই মোকদ্দমার এই আদালতে (অথবা মুনসেফের আদালতে) অমুক মাসের অমুক তারিখে নিষ্পত্তি হইয়াছিল এবং সেই মোকদ্দমা অমুক আদালত অধিক তদন্তের নিমিত্তে (অথবা পুনর্বিচার হওনার্থে) ফিরিয়া পাঠাইয়া হুকুম করিয়াছেন যে তাহা এই আদালতের আসল নম্বরী নথীর শামিল পুনর্বার করা যায় এবং যেহেতুক ঐ মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিতে উপায় করণার্থে হুকুম দিতে এক এত্তেলা রীতিমত বাহির হইয়াছিল এবং যেহেতুক মাজিরের কৈফিয়তের (অথবা কলিকাতাস্থ ডেপুটী মরিফ সাহেবের) কৈফিয়তের দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে অনেক অনুসন্ধান করিলেও তোমাকে পাওয়া গেল না এবং ঐ এত্তেলার হুকুমমতে ঐ এত্তেলা তোমার উপর জারী হইল না অতএব ইহার দ্বারা ইশ্তিহার দেওয়া যাইতেছে যে এই এত্তেলা জারী হওনের তারিখঅবধি হিসাব করিয়া যদি ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত তুমি আপনার মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্তে উপায় করিতে ত্রুটি কর তবে ঐ মোকদ্দমা কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হইবেক।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪৬ সালের ১৫ মের সরকুলর অর্ডর।

৩০৬। ১৯ নম্বর। ছানি তজবীজের মোকদ্দমায় আসামীর হাজির হইবার বিষয়ের ইশ্তিহার।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতে।

বৈদ্যবাটীর রামধন। ফরিয়াদী। শহর কলিকাতার কসাইটোলার সেখ ইদু। আসামী।

শহর কলিকাতার কসাইটোলার সেখ ইদু প্রতি আগে।

যেহেতুক বৈদ্যবাটীর রামধন যে মোকদ্দমায় ফরিয়াদী এবং তুমি কলিকাতা শহরের কসাইটোলার সেখ ইদু আসামী

---

* অথবা এই মোকদ্দমার পূর্ব্বকার বিচারের সময়ে তোমার যে উকীল ছিলেন তিনি হাজির আছেন কিন্তু তোমার স্থানে কোন উপদেশ পান নাই এবং মোকদ্দমা চালাইতে অক্ষম।

সেই মোকদ্দমার এই আদালতে (অথবা অমুক স্থানের মুনসেফের আদালতে) অমুক মাসের অমুক তারিখে নিষ্পত্তি হইয়াছিল এবং সেই মোকদ্দমা অমুক আদালত অধিক তদন্তের নিমিত্তে (অথবা পুনর্বিচার হওনার্থে) ফিরিয়া পাঠাইয়া হুকুম করিয়াছেন যে তাহা এই আদালতের আসল নম্বরী নথীর শামিল পুনরায় করা যায় এবং যেহেতুক ঐ মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করণার্থে হুকুম দিতে এক এত্তেলা রীতিমত বাহির হইয়াছিল এবং যেহেতুক নাজিরের কৈফিয়তের (অথবা কলিকাতাস্থ ডেপুটী সরিফ সাহেবের) কৈফিয়তের দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে অনেক অনুসন্ধান করিলেও তোমাকে পাওয়া গেল না এবং ঐ এত্তেলার হুকুমমতে ঐ এত্তেলা তোমার উপর জারী হইল না অতএব ইহার দ্বারা ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত মোকদ্দমার জওয়াব দেওনার্থে যদি তুমি অথবা তোমার উকীল অমুক তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে হাজির না হও তবে এই আদালত ঐ মোকদ্দমার একতরফা বিচার করিবেন এবং তুমি হাজির হইয়া নালিশের জওয়াব দিলে যেরূপ করিতেন সেইরূপ ডিক্রী করিবেন।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪৬ সালের ১৫ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০৭। ২০ নম্বর। কেতাব ও কাগজপত্র দাখিল করিবার সফীনা।

জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতে।

কালীকৃষ্ণ নাগ। আপেলাণ্ট। রামনিধি বসুওগয়রহ। রেস্পাণ্ডেণ্ট।

কলিকাতার শ্রীঅমুক প্রতি আগে।

যেহেতুক উক্ত মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে তোমার হাজির হইবার আবশ্যক আছে অতএব তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে অমুক মাসের অমুক তারিখে সদর দেওয়ানী আদালতে তুমি স্বয়ং হাজির হও এবং অমুক ব্যাঙ্কের যে রেজিষ্টরী বহীতে উক্ত ব্যাঙ্কের নীচের লিখিত নোট রেজিষ্টরী আছে তাহা তুমি আপনার সঙ্গে আন।

বিশেষতঃ ৫০০৲ টাকা করিয়া অমুক২ নম্বরী নোট।
১০০০৲ টাকা করিয়া অমুক২ নম্বরী নোট।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪৬ সালের ১৫ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০৮। ২১ নম্বর। আপেলাণ্টের জামিন যে জামিনীনামা লিখিয়া দিবেক তাহা।

যেহেতুক জিলা পূর্ব্বণিয়ার দেওয়ানী আদালতে জর্জ তামসের পক্ষে এবং উলিয়ম হণ্টরের বিরুদ্ধে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহার উপর উলিয়ম হণ্টর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিয়াছে অতএব সেই মোকদ্দমায় যে সকল হুকুম হয় তাহা উক্ত উলিয়ম হণ্টরের প্রতিপালনের বিষয়ে আমি অমুক স্থাননিবাসী স্বেচ্ছাক্রমে জামিন হইয়াছি এবং ইহার দ্বারা আমি আপনি ও আমার ওয়ারিসান অঙ্গীকার করিতেছি ও বদ্ধ আছি যে উক্ত রেস্পাণ্ডেণ্ট জর্জ তামসকে অথবা তাহার স্থলাভিষিক্তদিগকে সদর দেওয়ানী আদালত যে টাকার ডিক্রী দেন তাহা উক্ত জর্জ তামসকে উক্ত উলিয়ম হণ্টর দিবেন এবং তাহা দিবার ত্রুটি হইলে তাহার প্রতিকূলে যে টাকার ডিক্রী হয় তাহার বিষয়ে এবং উক্ত আপীলে তাহার বিরুদ্ধে যে কোন হুকুম বা ডিক্রী হয় তাহা মানিবার নিমিত্তে আমি ও আমার ওয়ারিসান দায়ী হইলাম।

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে।

অমুক ও অমুকের সাক্ষাতে মোহর হইয়া দেওয়া গেল।

—১৮৪৬ সালের ১৫ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০৯। গত মে মাসের ১৫ তারিখের ১৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের অনুক্রমে ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীলহওয়া মোকদ্দমায় রেস্পাণ্ডেণ্টেরদিগকে যে এত্তেলা দিতে হয় তাহার বিষয়ে পশ্চাৎ লিখিত পাঠ সদর আদালতের সাহেবেরা নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন।—১৮৪৬ সালের ২৬ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩১০। ২২ নম্বর। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীলী মোকদ্দমায় রেস্পাণ্ডেণ্টকে এত্তেলা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতে।

জিলা মুরশিদাবাদের কওয়াস পরগনার আমীরপুরের বলদেব সরকার। আপেলাণ্ট।

মৃত নরনারায়ণ রায়ের বিধবা এবং নাবালগ কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সংসারাধ্যক্ষ কৃষ্ণপ্রিয়া। রেস্পাণ্ডেণ্ট।

শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া প্রতি আগে।

যেহেতুক ১৮৪৬ সালের ১ জানুআরি তারিখে জিলা মুরশিদাবাদের আমীরাবাদ তালুকের দখল তোমাকে দেও য়াইতে সদর আদালত যে ডিক্রী করিয়াছিলেন সেই ডিক্রী অন্যথা করিবার নিমিত্তে বলদেব সরকার শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীলের দরখাস্ত দিয়াছেন এবং যেহেতুক ঐ বলদেব সরকার নিয়মিত জামিন দাখিল করিয়াছেন এবং ঐ মোকদ্দমার রোয়দাদ ইঙ্গলণ্ড দেশে পাঠাইবার পূর্ব্বে যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করণের আবশ্যক তিনি তদনুযায়ি কার্য্য করিয়াছেন অতএব এই বিষয়ের এত্তেলা ইহার দ্বারা তোমাকে দেওয়া যাইতেছে এবং আরো তোমাকে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঐ রোয়দাদের নকল অথবা প্রতিলিপি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের দফ্তরে পহুছিবার রেজিষ্টরী হওনের পর যদি দুই বৎসরের মধ্যে ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় এক বা ততোধিক ব্যক্তির দ্বারা তাহার বিষয়ে ইঙ্গলণ্ড দেশে কোন কার্য্য না হয় তবে ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তিদের অনুমতিক্রমে ঐ আপীল ত্যাগ হইয়াছে এবং উঠান গিয়াছে এমত বোধ ও ধার্য্য হইবেক এবং এই এত্তেলা পাইবার স্বীকার করিতে ইহার দ্বারা তোমাকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪৬ সালের ১৬ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

৩১১। ১৮৪৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখের ১৪৫ নম্বরী সরকুলর অর্ডরের সহিত যে পাঠ প্রেরিত হইয়াছিল তদনুযায়িক সদর আদালতের সাহেবেরা ১৮৪০ সালের ১৩ আইনানুসারে ব্যবহার হইবার নিমিত্তে নীচের লিখিত পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।—১৮৪৮ সালের ৯ জুনের সরকুলর অর্ডর।

৩১২। ২৩ নম্বর। যোত্রহীনরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতির দরখাস্ত করণের বিষয়ি এত্তেলা।

জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতে।

কলিকাতা শহরের অমুক স্থাননিবাসি শ্রীঅমুক প্রতি আগে।

যেহেতুক অমুক এত টাকা পাইবার নিমিত্তে তোমার নামে যোত্রহীনরূপে নালিশ করিবার অনুমতির দরখাস্ত করিয়াছে এবং দরখাস্তকারির যোত্রহীনতার বিষয় তহকীক করিবার জন্যে ঐ দরখাস্ত এই জিলার প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠান গিয়াছে। অতএব তোমাকে এত্তেলা দেওয়া যাইতেছে যে তুমি আপনি কিম্বা তোমার উকীল অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত প্রধান সদর আমীনের নিকটে হাজির হইলে দরখাস্তকারিকে যোত্রহীনরূপে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি না দেওনের কারণ ১৮১৪ সালের ১৮ আইনের ৫ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে দর্শাইবার অনুমতি তোমাকে দেওয়া যাইবেক। এবং এই এত্তেলানামা পহুছিবার রসীদ লিখিয়া দিতে ইহার দ্বারা তোমার প্রতি হুকুম হইল।

আমার দস্তখৎ ও এই আদালতের মোহরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪৮ সালের ৯ জুনের সরকুলর অর্ডর।

৩১৩। ২৪ নম্বর। যোত্রহীন খাতকের খালাসের নিমিত্তে দরখাস্ত করণের বিষয়ি এত্তেলা।

জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতে।

অমুক ফরিয়াদী বি আপেলাণ্ট। অমুক আসামী বা রেস্পাণ্ডেণ্ট।

কলিকাতা শহরের অমুক স্থাননিবাসি শ্রীঅমুক প্রতি আগে।

যেহেতুক অমুক তারিখে অমুক তারিখের প্রতিকূলে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহা জারীক্রমে তোমার প্রার্থনামতে সেই

ব্যক্তি এই জিলার জেলখানায় কয়েদ আছে এবং ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধানমতে খালাস পাইবার দরখাস্ত করিয়াছে অতএব তোমাকে এত্তেলা দেওয়া যাইতেছে যে তুমি অথবা তোমার উকীল অদ্যকার তারিখের পর এত দিবসের মধ্যে এই আদালতে* হাজির হইলে উপরের উক্ত খাতক খালাস না হওনের বিষয়ে তোমার যে আপত্তি থাকে তাহা জানাইতে তোমার প্রতি অনুমতি হইবেক এবং এই এত্তেলা পঁহুছিবার রসীদ লিখিয়া দিতে ইহার দ্বারা তোমার প্রতি হুকুম হইল।

আমার দস্তখৎ ও এই আদালতের মোহরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক। জজ।

—১৮৪৮ সালের ৯ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

১৪ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালতের হুকুমের বাধকতাকরণ। ভূমি জব্দ করণ। জরীমানা।

৩১৪। যদি সদরের মালগুজার ও জমীদারওগয়রহ সমস্ত ভূম্যধিকারী ও ইজারদার দেওয়ায় অপর কেহ জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের কিছু হুকুম জারী করিতে দুষ্টতা ও বাধকতা করে তবে তাহা সুকৃতিপূর্ব্বক প্রমাণ হইলে পর তাহার জওয়াব দিবার কারণ সেই আদালতের জজ সাহেব সমন জারীক্রমে সেই দুষ্টকে হাজির করাইবেন তাহাতে যদি সেই দুষ্ট পলায় কিম্বা আপন ঘরে অথবা অন্য কাহারো ঘরে লুকায় কিম্বা কোন স্থানে যায় যে এই সকল কারণে সেই সমন তাহার উপর জারী না হইতে পারে তবে এমত কর্ম্মান্বিত লোকদিগের সম্বন্ধে যে সকল উদ্যোগ করণের হুকুম আছে সেই সকল উদ্যোগ সেই দুষ্টের সম্বন্ধেও জজ সাহেব করিবেন ইতি। যদি সেই সকল উদ্যোগ করিলে পর সেই দুষ্ট নিয়মিত কালের মধ্যে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইলে ও জওয়াব দিলে ও তাহার সাক্ষিদিগের বাক্য শুনিলে পর তাহার অপরাধ প্রমাণ হয় তবে জজ সাহেব সেই অপরাধক্রমে তাহার বিষয় ও শক্ত্যনুসারে যে দণ্ডকরণ উচিত জানেন তাহার ডিক্রী করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ২৫ ধা।

৩১৫। সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে আদালতের হুকুমের বাধকতাকরণ বিষয়ের নালিশে যখন কোন ব্যক্তিকে জওয়াব দিতে তাহার উপর সমন জারী হইয়াছে তখন সেই ব্যক্তি আদালতে স্বয়ং হাজির না হইয়া উকীলের দ্বারা জওয়াব দিতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে উক্ত গতিকে সমন পাঠাইবার অভিপ্রায় এই যে তলবহওয়া ব্যক্তি হাজির হইয়া নালিশের জওয়াব দেয় কিন্তু অপরাধ সাব্যস্ত হইলে যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা না দেওয়াতে জেলখানায় কয়েদ করণের নিমিত্তে তাহাকে গ্রেফ্তার করণের যে হুকুম হয় তাহাতে এবং ঐ সমনেতে অনেক বিশেষ আছে অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে উক্ত নালিশক্রমে যে ব্যক্তির উপর সমন জারী হয় সেই ব্যক্তি উকীলের দ্বারা জওয়াব দিতে পারে এবং তাহার স্বয়ং হাজির হইবার আবশ্যক নাই।—১৮৩৯ সালের ৭ জুনের ১২১৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১৬। বিধান হইল যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২৫ ধারার বিধির অনুসারে যে জরীমানার দণ্ড হয় তাহা আদালতের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ি বিধির অনুসারে উসুল হইতে পারে অর্থাৎ যে ব্যক্তির জরীমানা হইয়াছে তাহার সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে অথবা সেই ব্যক্তি কয়েদ হইতে পারে।—১৮৩৯ সালের ৩ মের ১১১৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১৭। যদি সেই দুষ্ট নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ না করে তবে জজ সাহেব নগদ টাকার যাবদীয় মোকদ্দমার ডিক্রীর টাকা উসুলের বিষয়ে যেমত ক্ষমতা রাখেন সেইমত ক্ষমতানুসারে সেই দণ্ডের টাকা উসুলের বিষয়েও করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ২৫ ধা।

৩১৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে দেওয়ানী হুকুমের সামান্য প্রকারে বাধকতা করণের মোকদ্দমা জজ সাহেব আপনি ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২৫ ধারানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন এবং কেবল যে গতিকে এমত দাঙ্গা হইয়াছে যে তাহা শান্তিভঙ্গের অপরাধের মধ্যে গণ্য হইতে পারে কেবল সেই বিষয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ করিবেন। —১৮৩৬ সালের ১২ আগষ্টের ১০৩৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১৯। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানাক্রমে কোন ব্যক্তি আইনমতে গ্রেফ্তার হইলে যদি দেওয়ানী আমলার জিম্মাহইতে তাহাকে বলক্রমে খালাস করা যায় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ খালাসের প্রমাণ পাইলে খালাসহওয়া ব্যক্তি যে বাটীতে আছে সেই বাটীতে পোলীসের লোকদিগকে জবরদস্তী করিয়া প্রবেশ করিতে এবং ঐ

* অথবা বিষয় বিশেষে প্রধান সদর আমীনের সম্মুখে।

ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া দেওয়ানী আদালতে পাঠাইতে হুকুম করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা নাই উক্ত প্রকার কার্য্য হইলে দেওয়ানী আদালতের উচিত যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২৫ ধারানুসারে অপরাধি ব্যক্তিদের প্রতি কার্য্য করেন।—১৮৩৩ সালের ৮ মার্চের ৭৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২০। সদর আদালত জানাইতেছেন যে এক জিলার আদালতের হুকুম জারীর সাহায্য করিতে যখন অন্য জিলার জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করা যায় তখন শেষোক্ত জিলার জজ সাহেব সামান্যতঃ ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে আপনি দস্তখৎ করিয়া তাহা জারী করণের সাহায্যের নিমিত্তে আপনার আদালতের এক বা ততোধিক পেয়াদা সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া থাকেন। অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে সামান্য মোকদ্দমায় ঐ হুকুমের কোন বাধকতা হইলে তাহা যে আদালতের এলাকার মধ্যে হইয়াছিল সেই আদালতের হুকুমের বাধকতার ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং ঐ আদালতের জজ সাহেব তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন।—১৮৩৭ সালের ৮ ডিসেম্বরের ১১১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২১। যদি কোন জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা মফঃসলী তালুকদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী জিলার আদালতের কিছু হুকুম জারী হইতে দুষ্টতা ও বাধকতা করে তবে তাহা সুকৃতিপূর্ব্বক প্রমাণ হইলে পর তাহার জওয়াব দিবার কারণ জজ সাহেব সমন জারীক্রমে সেই দুষ্টকে হাজির করাইবেন তাহাতে যদি সেই দুষ্ট পলায় কিম্বা আপন ঘরে অথবা অন্যের ঘরে লুকায় কিম্বা কোন স্থানে যায় যে সেই সকল কারণে সে সমন তাহার উপর জারী না হইতে পারে তবে এমত কর্ম্মান্বিত লোকদিগের সম্বন্ধে যে সকল উদ্যোগ করণের হুকুম আছে সেই সকল উদ্যোগ সেই দুষ্টের সম্বন্ধেও জজ সাহেব করিবেন। যদি সেই সকল উদ্যোগ করিলে পর সেই দুষ্ট নিয়মিত কালের মধ্যে হাজির না হয় কিম্বা সে হাজির হইলে ও জওয়াব দিলে ও তাহার সাক্ষিদিগের বাক্য শুনিলে পর তাহার অপরাধ প্রমাণ হয় তবে জজ সাহেব সেই দুষ্টের অপরাধ তাহার সীমাসরহদ্দের মধ্যে হইয়া থাকিলে এই প্রকারে ডিক্রী করিবেন যে যে স্থানে সেই অপরাধ হইয়াছে সে স্থান জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা অন্য ভূমি বা হউক তাহা সরকারে জব্দ হইবেক আর সেই লোকের অপরাধ তাহার সরহদ্দের বাহিরে হইলে এই প্রকারে ডিক্রী করিবেন যে তাহার যে ভূমি জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে থাকে সে ভূমি সরকারে জব্দ হইবেক।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ২২ ধা।

৩২২। নিয়মিত কালের মধ্যে যদি সেই দুষ্ট মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ না করে তবে জজ সাহেব সেই মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শ্রীযুত গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে পাঠাইবেন।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ২২ ধা।

৩২৩। যদি সেই মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী তথায় গ্রাহ্য হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা শীঘ্র আপনারদিগের বিচারিত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের আগত সকল ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে দাখিল করিবেন ইতি। ১৭৯৩ সা। ৪ আ। ২২ ধা।

৩২৪। শ্রীযুত গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্ত্তৃত্ব আছে যে এই ধারাক্রমে সেই দুষ্টের যে সকল ভূমি জব্দের বিষয়ে যে ডিক্রী হয় তাহা সুগোচর করিয়া পরে ৪ চারি হপ্তার মধ্যে সেই ডিক্রী জারীর কারণ কিম্বা তাহার এওজে সেই দুষ্টের অপরাধক্রমে তাহার বিষয় ও শক্ত্যনুসারে যে দণ্ড লওন উচিত জানেন তাহাই লইতে হুকুম দেন। শ্রীযুত গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে দণ্ড লইবার হুকুম দিলে যে আদালত হইতে ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল ঐ শ্রীযুতের হুজুরে উপস্থিত হয় সেই আদালতের সাহেবেরা ঐ শ্রীযুতের হুকুম পাইলে পরে আপনারদিগের মোতালক আদালতের ডিক্রী জারীর বিষয়ে যে মত উদ্যোগ করেন সেই মত উদ্যোগ সেই দণ্ডের টাকা উসুলের বিষয়েও করিবেন। যদি ঐ শ্রীযুত ঐ কালের মধ্যে সেই ডিক্রী জারীর নিমিত্তে অথবা দণ্ড লইবার জন্যে হুকুম না করেন তথাচ সেই ডিক্রী সাব্যস্ত থাকিবেক। ঐ শ্রীযুত সেই ডিক্রী জারীর বিষয়ে হুকুম করিলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মফঃসল আপীল আদালতের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতী এক লিখনের দ্বারা কালেক্টর সাহেবকে অনুমতি করেন যে এক জন আমীন সরকারী আমলাসমেত সেই দুষ্টের ভূমি ক্রোক এবং তাহার মালগুজারীর তহসীল কারণ পাঠান্ এবং সেই লিখনে সেই আমীন ও তাহার আমলার মাহিয়ানাও ধার্য্য করিয়া লেখা যায় তাহাতে যদি মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই দুষ্টের ভূমি এমত অল্প জানেন যে তাহার উৎপন্ন সেই আমীনের মোতালক খরচা

না কুলায় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবকে এইরূপে অনুমতি লিখেন যে সেই ভূমির নিকটের যে তহসীলদার কিম্বা অন্য যে কেহ তাঁহার তরফ তহসীলের এলাকা রাখে তাহাকে সেই ভূমির এতদ্মামের বিষয়ে অর্থাৎ উসুল তহসীলওগয়রহের ব্যাপার কার্য্য করিতে হুকুম দেন তাহাতে সে কার্য্য যে নিষেধ ও বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমীনে করিত সেই নিষেধ ও বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে লোককে সে কার্য্য করিতে হয় সে করিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ২২ ধা।

৩২৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২২ ধারার এমত অভিপ্রায় নহে যে ভূমি জব্দকরণের ডিক্রী মঞ্জুর না হইলে তাহা ক্রোক হয়।—১৭৯৯ সালের ২ মের ২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২৬। ২২ দ্বাবিংশতি ধারার লিখনানুসারে কোন দুষ্টের ভূমি জব্দের বিষয়ের ডিক্রী সাব্যস্ত রহিলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্তৃত্ব আছে যে সেই দুষ্টের উত্তরাধিকারির' সরকারের যে টাকা সেই দুষ্টের স্থানে প্রকৃত পাওনা হয় তাহা ও সেই ভূমির মোকররী জমার সরবরাহ দিতে হুজুরী হইলে সরকারে ও মফঃসলী তালুক হইলে সেই তালুক যে জমীদারের জমীদারীর শামিলে থাকে তাহার নিকটে স্বীকার করিলে সেই উত্তরাধিকারিদিগেরে সেই ভূমিতে দখল দেওয়ান কিম্বা এই প্রকার জব্দের ভূমি নীলামের বিষয়ে যাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনে নির্দ্ধারিত আছে তদনুসারে সেই ভূমি নীলাম করান ইতি। —১৭৯৩ সা। ৪ আ। ২৩ সা।

[জমীদারের দ্বারা হুকুমের বাধকতার বিষয়ে উপরের উক্ত যে সকল বিধান আছে ইজারদার সেইরূপ বাধকতা করিলে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২৪ ধারানুসারে উক্ত বিধি তাহার বিষয়ে খাটিবেক।]

৩২৭। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে এই ধারার মতে সেই ইজারা বরখাস্তের বিষয়ের যে ডিক্রী হইয়া থাকে তাহা সুগোচর করিয়া পরে ৪ চারি হপ্তার মধ্যে সেই ডিক্রী জারীর কারণ কিম্বা তাহার এওজে সেই ইজারদারের অপরাধক্রমে তাহার বিষয় ও শক্ত্যনুসারে যে দণ্ড লওন উচিত জানেন তাহাই হুকুম দেন। তাহাতে যদি সেই ইজারদার দণ্ডের হুকুম হইলে পর না চাহে যে তাহার ইজারা বহাল থাকে তবে ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্ব আছে যে সেই দণ্ড সেই ইজারদারের স্থানহইতে সরকারে দাখিল করাইয়া হুকুম করেন যে সেই ইজারা মিয়াদ আখিরীতক বহাল থাকে এবং সেই ইজারার মুদ্দত ভরিয়া তাহার মালগুজারীর জওয়াব দেওয়া সেই ইজারদার ও তাহার মালজামিনের শিরে থাকে। ঐ শ্রীযুত দণ্ড লইবার হুকুম দিলে যে আদালতহইতে তাহার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল এ শ্রীযুতের হুজুরে উপস্থিত হয় সেই আদালতের সাহেবেরা ঐ শ্রীযুতের হুকুম পাইলে পর আপনারদিগের মোতালক আদালতের ডিক্রী জারীর বিষয়ে যেমত উদ্যোগ করেন সেই মত উদ্যোগ সেই দণ্ডের টাকা উসুলের বিষয়েও করিবেন। যদি ঐ শ্রীযুত ঐ কালের মধ্যে সেই ডিক্রী জারীর নিমিত্তে অথবা দণ্ড লইবার জন্যে হুকুম না করেন তথাচ সেই ডিক্রী সাব্যস্ত থাকিবেক আর মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা শীঘ্র সেই ডিক্রীর নকল কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। তাহাতে যদি সেই ইজারদারের ইজারা বরখাস্ত হইলে সেই ইজারা বরখাস্তী সাল আখিরীর পর সেই ইজারদারের শিরে সরকারের কিছু বাকী হয় তবে তাহা সেই ইজারদার ও তাহার মালজামিন দিবেক এবং সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে এই আইনের মতানুসারে যে সকল ইজারদারের ইজারা বরখাস্ত হয় তাহারদিগের শিরের বাকী উসুলের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ২০ বিংশতি ধারায় যে সকল উদ্যোগ করিবার ধার্য্য আছে এই বাকী টাকা উসুল করিবার বিষয়েও সেই সকল উদ্যোগ করেন। তাহাতে যদি সেই ইজারদারের ইজারার মোতালক কোন তালুকদার অথবা দরইজারদার কিম্বা প্রজার স্থানে তাহার ইজারা বরখাস্তী সময়পর্য্যন্ত তাহার কিছু প্রকৃত পাওনা থাকে তবে সেই ইজারদারের সাধ্য আছে যে তাহা উসুলের জন্যে যে জিলায় তাহার ইজারা ভূমি থাকে সেই জিলার আদালতে তাহারদিগের নামে নালিশ করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ২৪ ধা।

৩২৮। ১৭৯৫ সালের ৬ আইনের ২২ ধারায় লিখিত অপরাধ হইলে যখন কোন জিলার আদালত জমীদারী সরকারে জব্দ করেন তখন ঐ আদালতের ডিক্রীর উপর ঐ আইনের ২৩ ধারানুসারে যে আপীল হয় তাহা নম্বরী আপীলের ন্যায় উপস্থিত করিতে হইবেক এবং নম্বরী আপীলের বিষয়ে যে সাধারণ বিধি আছে তাহা এইপ্রকার আপীলের বিষয়ে খাটিবেক।—১৮১৫ সালের ৮ মার্চের ১৯৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২৯। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের বিধি যে জিলার মধ্যে জারী হইয়াছে সেই জিলার মধ্যে জজ সাহেবের সকল ডিক্রীর

উপর ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে কেবল সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে। অতএব আদালতের হুকুমের বাধকতা অথবা না মাননের মোকদ্দমায় ঐ জজ সাহেব ভূমি জব্দ করণের কি জরীমানা করণের যে ডিক্রী করেন সেই ভূমির সালিয়ানা জমা কিম্বা উপস্বত্ব কিম্বা জরীমানা যত সংখ্যার হউক তাহাতে দৃষ্টি না করিয়া ঐ ডিক্রীর উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে। এবং ইহার পূর্ব্বে মফঃসল আপীল আদালতে সেই বিষয়ের আপীল হইলে যেমত জজ সাহেবের আপীলের মিয়াদের প্রতীক্ষা করিতে হইত সেইমত এক্ষণে সদর আদালতে আপীল করণের মিয়াদের প্রতীক্ষা করিতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ১২ আপ্রিলের ৭৮০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৩০। সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসের জিলা ও শহরসকলের কোন দেওয়ানী আদালতের হুকুম জারীর বাধা কাহার দুন্দ্যামিতে জন্মিলে তাহাতে যদি সেই হুকুম ব্যর্থ হওয়া আদালতের জজ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ২২ এবং ২৩ এবং ২৪ ধারার আর ১৭৯৫ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫ এবং ৬ এবং ৭ এবং ৮ ধারার অনুসারে দুন্দ্যার অপরাধক্রমে তাহার অধিকার কিম্বা ইজারা বাজেয়াফ্ত করিবার বদলে দণ্ড লওয়া অতিসঙ্গত জানেন তবে সর্ব্বদাই সাধ্য আছে যে ঐ আইনসকলের মতে সে দুন্দ্যার অধিকার কিম্বা ইজারা বাজেযাফ্ত করিবার বদলে তাহার অবস্থা ও মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া যত দণ্ড করা উচিত তাহাই সেইরূপে ধার্য্য করেন যেরূপে অধিকার কিম্বা ইজারাআদির ভূমিশূন্য দুন্দ্যাদিগের দণ্ড ঐ ৪ আইনের ২৫ ধারাক্রমে করিতে পারা যায়। আর জানিবেন যে এরূপে দণ্ড নিরূপণহওয়া ডিক্রীর মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য কি অযোগ্য তাহার বিবেচনাও ঐ ২৫ ধারাদৃষ্টে হইতে পারিবেক।—১৭৯৯ সা। ৯ আ। ৩ ধা।

৩৩১। এবং ইহাও না জানিবেন যে উপরের প্রস্তাবিত আইনসকলের লিখিত হুকুমমতে অধিকার কিম্বা ইজারার ভূম্যাদি বাজেযাফ্তের কোন ডিক্রী শ্রীযুত গবর্ণর্ জেনরলের হজুর কৌন্সেলে পঁহুছিলে পর ৪ চারি সপ্তাহের মধ্যে তাহা মঞ্জুর কিম্বা ফেরফারাদির অর্থে কিছু হুকুম তথাহইতে না হইলেও সে ডিক্রী চূড়ান্ত কিম্বা জারীর যোগ্য হইবেক। বুঝিবেন যে পশ্চাৎ এমত সকল ডিক্রী ঐ হজুর কৌন্সেলহইতে মঞ্জুর না হইবা-পর্য্যন্ত চূড়ান্ত হইবেক না ও তাহা মঞ্জুর হইবার হুকুম না মিলিবাবধি জারীও করা যাইবেক না ইতি।—১৭৯৯ সা। ৯ আ। ৩ ধা।

৩৩২। বিধান হইল যে দেওয়ানী আদালতের হুকুমের বাধকতা হইলে দেওয়ানীর জজ সাহেব আপনার হুকুম জারী করণার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে হুকুম দিতে পারেন না কিন্তু আইনের মধ্যে যে প্রকার নিয়ম আছে তদনুসারে জজ সাহেবের কার্য্য করিতে হইবেক। ১৮৩৯ সালের ১১ আপ্রিলের ১১০৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৩৩। জিলা অথবা শহরের কি অন্যস্ত আদালতের হুকুমের বাধকতা হইলে ভূমি জব্দ করণ এবং ইজারা বরখাস্ত করণের বিষয়ে যে মোকদ্দমা হয় তাহা যে আদালতের হুকুমের বাধকতা হইয়াছিল সেই আদালত যদি বিচার করিতে ক্ষমতা রাখেন তবে সেই আদালতে প্রথমতঃ তাহার বিচার হইবেক এবং তৎপরে তাহার উপর রীতিমত আপীল হইবেক। যদ্যপি সেই আদালতের সেই প্রকার মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতা না থাকে তবে জজ সাহেবকে তাহা জানাইতে হইবেক এবং তিনি আপনার বিবেচনামতে তাহা অন্য কোন আদালতে অর্পণ করিবেন।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির গবর্ণমেণ্টের হুকুমের ৪ দফা।

১৫ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালতের কার্য্য ও সওয়াল জওয়াব।

৩৩৪। সকল জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের মোতালক আদালতের উপস্থিত সমস্ত মোকদ্দমা নম্বর বিলিক্রমে বিচার করেন কিন্তু যদি কোন আইনের মতে কোন মোকদ্দমার বিচার অগ্রে করণ উচিত হয় কিম্বা জজ সাহেবেরা কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত কোন মোকদ্দমার বিচার অগ্রে করণ আবশ্যক জানেন তবে তাঁহারদিগেরে হুকুম আছে যে সেই মোকদ্দমা অন্যং মোকদ্দমার বিচারের অগ্রে বিচার করেন এবং সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তির রোয়দাদে তাহা অগ্রে বিচার করিবার হেতু লিখেন। এবং রেজিষ্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল মোকদ্দমার বিচারের জন্যে যে দিন নির্দ্ধারিত হয় তাহা ফিরিস্তি বহীতে লিখেন ও সেই নির্দ্ধারিত দিবসে সেই দিনের মিসিলের ফর্দ্দের লিখিত সমস্ত মোকদ্দমা নম্বর বিলিমতে

আদালতে উপস্থিত করান এবং যে সকল মোকদ্দমার বিচারার্থে যে দিন স্থির হয় সেই দিনের নিদর্শনে সেই সকল মোকদ্দমার ফিরিস্তি পরিষ্কার হইয়া তাহার সপ্তাহ পূর্ব্বে আদালতের কাছারীতে সকলের দৃষ্টির স্থানে লট্‌কান যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১৯ ধা।

৩৩৫। যদি সে আসামী আপনি আদালতে হাজির হয় কিম্বা উকীল নিযুক্ত করে তবে জজ সাহেব ফরিয়াদীর নালিশের জওয়াব দাখিল করিবার কারণ এক দিন নিরূপণ করেন ও তদনুসারে জওয়াব দাখিল না হইতে পারিলে সে কারণে আসামীর পক্ষে কিছু অধিক কাল মিয়াদ দেওয়া আবশ্যক জানেন দেন। -১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৫ ধা।

৩৩৬। যদি কোন আসামী চিঠী পাইয়া চিঠীর লিখিত মিয়াদের মধ্যে আপনি কিম্বা তাহার উকীল আদালতে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া যদি ফরিয়াদীর দাওয়ার জওয়াব না দিতে চাহে অথবা অন্য কোন প্রকার ত্রুটি করে তবে উপরের লিখিত ঐং ধারাতে যেমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তদনুক্রমে আদালতের সাহেব সে আসামীর গরহাজিরী অর্থাৎ অনুপস্থিত থাকাতে মোকদ্দমা রুবকার করিয়া ফরিয়াদীর দাওয়ার কারণ ও বিবরণের বিচার ও বিবেচনাপূর্ব্বক আসামী হাজির হইয়া ফরিয়াদীর দাওয়ার জওয়াব দিলে যেমত বিচার ও মোকদ্দমার ডিক্রী করিতেন সেই মত এপ্রকারেও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ৩ ধা।

৩৩৭। যদি আসামী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে হাজির হইয়া এমত প্রমাণ দেয় যে আমি জানিয়া শুনিয়া কসুর করি নাই তবে মোকদ্দমার একতরফা বিচার আরম্ভ হইলেও সিরিশ্‌তায় জওয়াব দাখিল করিতে তাহাকে অনুমতি দিতে হইবেক এবং মোকদ্দমার দোষগুণ দৃষ্টে যদি আবশ্যক বোধ হয় তবে ঐ জওয়াব সাব্যস্ত করিবার নিমিত্তে তাহাকে সাক্ষ্য দিবার অনুমতি হইতে পারে। ১৮১৫ সালের ৪ ফেব্রুআরির ৩৭৫ নমুনরী আইনের অর্থ।

৩৩৮। নমুনরী মোকদ্দমা ডিসমিস করণার্থে আসামী যে২ কারণ দর্শায় তাহা নালিশী আরজীর জওয়াবের মধ্যে লিখিতে হইবেক এবং মুৎফরক্কা দরখাস্তেতে তাহা জ্ঞাত করা যাইতে পারে না। -১৮৪৫ সালের ৩ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬৩ পৃষ্ঠা।

৩৩৯। ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলে যে হুকুম আছে যে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের আদালতের সওয়াল জওয়াব ১৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক তাহা মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে ১০০০৲ এক হাজার টাকার অধিক সংখ্যা বা মূল্যের দাওয়ার বিষয়ি প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা এবং সদর আমীন ও মুনসেফের করা ফয়সলার উপর আপীলহওয়া মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াবব্যতিরেকে যে২ জিলা বা শহরে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম চলন হইয়াছে কি উত্তর কালে হইবেক সেই২ জিলা বা শহরের জজ সাহেবের আদালতের সমস্ত সওয়াল জওয়াব ৪৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক উপরের বিশেষ করিয়া লেখা দুই প্রকার মোকদ্দমার সমস্ত সওয়াল জওয়াব পূর্ব্বের মত কেবল ১৲ এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক ইতি।— ১৮৩২ সা। ৭ আ। ৩ ধা।

৩৪০। যে সকল সওয়াল ও জওয়াব ও দরখাস্ত ও এজহারী কাগজ ও যে সকল সনদ ও দস্তাবেজ ও অন্য২ কাগজপত্র আসল অথবা তাহার নকল ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাওনের অর্থে চলিত আইনে হুকুম আছে কর্ত্তব্য যে তাহা সমস্ত পড়িবার যোগ্য ও স্পষ্ট২ অক্ষরেতে লেখা যায় ও ইহার পূর্ব্বে যেমত প্রমাণ২ অক্ষর ও প্রতিশব্দ বিরল২ ও প্রতিফর্দ্দে পাইতের নিয়ম হইবার কি অন্য২ বিষয়ের দৃষ্টে লেখা যাইত উত্তর কালেও সেই২ বিষয়ের দৃষ্টে সেইমত লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

৩৪১। কিন্তু যদি ফরিয়াদী বিস্মৃতিক্রমে কিম্বা অপর কোন হেতুতে আপন দাওয়ার আবশ্যক কোন মর্ম্ম আরজীতে না লিখিয়া থাকে তবে জজ সাহেব তাহা ফরিয়াদী কিম্বা তাহার উকীলের বাক্যের দ্বারা অবগত হইয়া ফরিয়াদীর পক্ষে হুকুম দিবেন যে পূর্ব্ব আরজীতে যে মর্ম্ম লিখিতে ভুলিয়া থাকে তাহা সেই আরজীর মজমুনের অবশিষ্ট কথার মতে অন্য আরজীতে লিখিয়া আদালতে দাখিল করে ও আসামীকেও কর্ত্তব্য যে তাহার জওয়াব যে দিবসে দিবার ধার্য্য হয় সেই দিবসে দেয় এবং ফরিয়াদী ও আসামীর প্রতি হুকুম রহিবেক যে তাহার দরজওয়াব ও রদ্দজওয়াব উপরের লিখনানুসারে দেয়।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৫ ধা।

৩৪২। ফরিয়াদী আপনার আসল দাওয়ার তজবীজ হওনের পূর্ব্বে তাহা সংশোধন করিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১২ সালের ২৭ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৩০ পৃষ্ঠা।

৩৪৩। কোন মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব শুননির সময়ে যদি দৃষ্ট হয় যে যে কোন ব্যক্তি দাওয়ার বিষয়ে দায়ী হইতে পারে এমত ব্যক্তির নাম ফরিয়াদী লিখিতে ত্রুটি করিয়াছে তবে আদালত অবশেষ আরজীর দ্বারা সেই ব্যক্তিকে আসামী করিবার হুকুম ফরিয়াদীকে দিতে পারেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ১০ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৪২ পৃষ্ঠা।

৩৪৪। আর এইরূপে যদি আসামী ভুলক্রমে কিম্বা অপর হেতুতে আবশ্যক কোন মর্ম্ম আপন জওয়াবে না লিখিয়া থাকে তবে জজ সাহেব তাহা আসামী কিম্বা তাহার উকীলের কথাক্রমে জ্ঞাত হইয়া আসামীর পক্ষে হুকুম দিবেন যে পূর্ব্ব জওয়াবে যে মর্ম্ম লিখিতে ভুলিয়া থাকে তাহা সেই জওয়াবের মজমুনের অবশিষ্ট কথার মতে অন্য জওয়াবে লিখিয়া আদালতে দাখিল করে ও এ কালেও ফরিয়াদী ও আসামীর প্রতি হুকুম আছে যে তাহার দরজওয়াব ও রদ্দজওয়াব উপরের লিখনানুসারে দেয়। কিন্তু সেই সকল ছুটা মর্ম্মের আরজী ও জওয়াব একরারব্যতিরেকে আদালতে লওয়া যাইবেক না।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৫ ধা।

৩৪৫। কোন মোকদ্দমাতে নালিশী আরজীর অবশেষ কিম্বা অন্য সওয়াল ও জওয়াবের কাগজের অবশেষ মঞ্জুর করা যাইবেক না কিন্তু যদি মোকদ্দমাতে দাখিলহওয়া সওয়াল ও জওয়াবের কাগজ পড়া যাওনের পর ফরিয়াদী কি আসামীর এজহার দৃষ্টে যদি আদালতের সাহেব উচিত ও উপযুক্ত বুঝেন তবে অবশেষ আরজী ও অবশেষ সওয়াল ও জওয়াব দাখিল করণের বিষয়ে অনুমতি করিবেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।

৩৪৬। যদি দুই বা ততোধিক আসামী কোন নালিশের স্বতন্ত্র২ জওয়াব দেয় তবে ফরিয়াদী আদালতের বিশেষ অনুমতি না পাইলে প্রত্যেক জওয়াব দাখিল হওনের তারিখের পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেক জওয়াবের দরজওয়াব দিবেক নতুবা সেই ফরিয়াদী ত্রুটির দণ্ডের যোগ্য হইবেক।—১৮৪৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭১ পৃষ্ঠা।

৩৪৭। বোধ হয় যে দেওয়ানী আদালতের জজ অবশেষ আরজী বা জওয়াব দাখিল করিতে হুকুম দিয়া থাকেন্ এবং সেই আরজীতে যে২ বিষয় লিখিতে হইবেক এবং তাহার মধ্যে যে২ কথা লিখিতে হইবেক তাহার বিষয়ে হুকুম দিয়া থাকেন্ কিন্তু কোন আইনে এইমত করণের হুকুম নাই। অতএব বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ও পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিতেছেন যে দেওয়ানী আদালত উত্তর কালে কদাচ এমত ব্যবহার করিবেন না তাঁহারদের এইমাত্র ক্ষমতা আছে যে বাদী বা প্রতিবাদী ইচ্ছা করিলে এবং তাঁহারদের নিকটে দরখাস্ত দিলে তাহারা তাহারদিগকে এক অবশেষ আরজী বা জওয়াব দিতে হুকুম দেন্ কিন্তু ঐ বাদিপ্রতিবাদিদিগকে তদ্বিষয়ে হুকুম দিতে পারেন না এবং দরখাস্ত না পাইলে সেইরূপ আরজী বা জওয়াব দাখিল করিতে হুকুম দিতে পারেন্ না।—১৮৪২ সালের ১৪ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৪৮। কোন দেওয়ানী আদালত আপনার ইচ্ছাক্রমে অবশেষ আরজী দাখিল করিতে হুকুম করিতে পারেন না ঐ প্রকার আরজী কেবল যে ব্যক্তি আপনার ভ্রম সংশোধন করিতে চাহে তাহার দরখাস্তক্রমে গ্রাহ্য হইতে পারে।—১৮৪৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৪৯। যে এক মোকদ্দমার বিষয়ে পশ্চাৎ দৃষ্ট হইল যে তাহা ত্রুটিপ্রযুক্ত বরখাস্ত হইয়াছে এমত মোকদ্দমার ফরিয়াদী সেই বরখাস্ত হওনের পর যে এক অবশেষ ইষ্টাম্প দাখিল করিয়াছিল তাহার মূল্য তাহাকে ফিরিয়া দিতে সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিলেন এবং অধস্থ আদালত উকীলের যে রসুম নিণয় করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা সরাসরীরূপে মতান্তর করিলেন।—১৮৪৪ সালের ৮ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫৯ পৃষ্ঠা।

৩৫০। বারম্বার সদর আদালতকে জানান গিয়াছে যে কোন২ বিচারকেরা সওয়াল ও জওয়াবে অলিখিত বিষয়ের বিবেচনা করেন এবং বিশেষতঃ বিবাদিরদের মধ্যে এক জন অথবা উভয়কে কোন বিশেষ প্রকারে মোকদ্দমা পুনর্ব্বার উপস্থিত করিতে অথবা অন্য ব্যক্তিরদিগকে মোকদ্দমার শামিল করিতে এবং এইপ্রকার অন্যান্য কার্য্য করিতে হুকুম দেন্ এবং তাহারদের এইরূপ ক্ষমতা ধারণ করাতে অন্যায় হইয়াছে এবং দেওয়ানী আদালতে নালিশকরণিয়া ব্যক্তিরদের অনর্থক ব্যয় হইয়াছে এবং তাঁহারদের ঐ প্রকার হুকুম বাবস্থার আইনের এবং আদালতের ব্যবহারের বিপরীত দৃষ্ট হইয়াছে এবং তৎপ্রযুক্ত মোকদ্দমা নমসুট করণের আবশ্যক হইয়াছে। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে উভয় বিবাদী বিরোধের যে বিষয় বা বিষয়সকল আপনারাই জানায় কেবল সেই বিষয়ের আদালতের বিচারকেরা বিচার করেন্। তাঁহারদের ইহা স্মরণে রাখিতে হইবেক যে বিবাদিরদের মধ্যে এক বা অপর ব্যক্তি গোড়াগুড়ি নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে

ইহা বিচারকস্বরূপ কহিতে তাঁহারদিগের ক্ষমতা নাই এবং যে প্রকারে নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হয় তাহা জানাইতে তাঁহারদের ক্ষমতা নাই।—১৮৪৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩৫১। যথা যদ্যপি আসামী এই ওজর করে যে কোন মোকদ্দমা যে এলাকার মধ্যে উপস্থিত করা গিয়াছে সেই এলাকা-ছাড়া অন্য এলাকায় সেই মোকদ্দমার হেতু হইয়াছিল অথবা মোকদ্দমার অযথার্থ মূল্য ধরা গিয়াছে অথবা সময়াতীতপ্রযুক্ত কি কারণান্তরে ঐ মোকদ্দমা আদালত শুনিতে পারেন না তবে মোকদ্দমার বিচারকর্ত্রিণী জজ সাহেবের উচিত যে প্রথমতঃ কেবল সেই বিশেষ বিষয়ের বিচার করেন এবং যদি আসামীর ওজর মাতবর বোধ করেন তবে ফরিয়াদীকে ননসুট করেন। কিন্তু যে বিষয়ের বিচার অথবা নিষ্পত্তি তাঁহার আদালতে হইতে পারে না অথবা যে বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না এমত বিষয়ের বিবেচনাতে প্রবেশ না করেন এবং মোকদ্দমা পুনর্ব্বার উপস্থিত করণের বিষয়ে কোন হুকুম না দেন। সেই মতে যদ্যপি আপীল শুননির সময়ে মোকদ্দমা উপস্থিত করণেতে তাথবা যে আদালতে মোকদ্দমা প্রথমতঃ উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালতের কার্য্যে যদি কিছু বেদাঁড়া দেখা যায় তবে ঐ মোকদ্দমার দোষগুণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহার পুনর্ব্বিচারের বিষয়ের হুকুম দিতে হইবেক।—১৮৪৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৫২। বিহিত হয় যে ফরিয়াদীরা যে প্রকারে এবং যে ব্যক্তিরদের বিরুদ্ধে উচিত বোধ করে সেই প্রকারে ও সেই ব্যক্তিরদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করে এবং যে ব্যবহার এক্ষণে নিষেধ হইল তাহা ঐ বিহিত নিয়মের বিরুদ্ধ এবং তাহাতে কখনং এমত বেদাঁড়া ব্যাপার হইয়াছে যে জজ সাহেবের নিজ হুকুমক্রমে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে সেই মোকদ্দমা তিনি ননসুট করিয়াছেন।—১৮৪৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩৫৩। জজ সাহেবেরা মনোযোগপূর্ব্বক দেখিবেন যে তাঁহারদের অধীন বিচারকেরা এই সরকুলর অর্ডরের অর্থ এবং অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া তাহারি মতে কার্য্য করেন।—১৮৪৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৩৫৪। দ্বিতীয় অবশেষ আবজী দাখিল করিতে যদ্যপি আইনে কোন হুকুম নাই তথাপি তৎপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ননসুটের যোগ্য হইবেক না।—১৮৪৫ সালের ২১ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬৭ পৃষ্ঠা।

৩৫৫। কোন মোকদ্দমার আসামীর উত্তরাধিকারির নামের বিষয়ে যে ভুল হইয়াছিল তাহা সংশোধন করণার্থে দরখাস্ত দাখিল হইলে তাহা যে অবশেষ আরজীর বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ধারার বিধি খাটে এইমত অবশেষ আবজী জ্ঞান হইবেক না।—১৮৪৪ সালের ৮ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫৫ পৃষ্ঠা।

৩৫৬। ফরিয়াদীর দাওয়ার জওয়াব আসামী আদালতে দাখিল করিলে সে ফরিয়াদীর কর্ত্তব্য যে তাহার আইন্দা মিসিলের দিবসে তাহার দরজওয়াব দাখিল করে কিন্তু ফরিয়াদীকে উচিত হইবেক না যে আপনার নালিশী আরজীর মজমুনছাড়া অন্য কোন নয়া মজমুন তাহাতে লিখে বরং আসামীর জওয়াব সঙ্গত করিয়া মানে কিম্বা তাহার সকল বিবরণ অথবা তাহার মধ্যের কিছু মিথ্যা করে কিম্বা লিখে যে সে জওয়াব তাহার আরজীর অনুসারে নহে।— ১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৫ ধা।

৩৫৭। যে আসামী দাওয়া স্বীকার করে তাহার জওয়াব দিবার আবশ্যক নাই।—১৮৪৬ সালের ১৫ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮০ পৃষ্ঠা।

৩৫৮। বোধ হয় যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ধারা মোতাবেক ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৫ ধারার যে ভাগে হুকুম আছে যে ফরিয়াদীর দাওয়ার জওয়াব আসামী আদালতে দাখিল করিলে সেই ফরিয়াদীর কর্ত্তব্য যে তাহার আইন্দা মিসিলের দিবসে তাহার দরজওয়াব দাখিল করে সেই ভাগের অর্থের বিষয়ে বৈলক্ষণ্য হইতেছে অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা সর্ব্ব সাধারণ লোকের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে জানাইতেছেন যে উভয় সদর দেওয়ানী আদালতের অধিকাংশ সাহেবেরা উক্ত কথার এই অর্থ স্থির করিয়াছেন যে ফরিয়াদী আইন্দা মিসিলের দিবসে দরজওয়াব না দিলেও জজ সাহেব আপন বিবেচনাক্রমে অন্য দিবসে ঐ দরজওয়াব গ্রহণ করিতে পারেন অর্থাৎ আইন্দা মিসিলের দিবসেই দরজওয়াব দাখিল করণের হুকুম আইনের মধ্যে যদিও থাকে তথাপি ঐ দিবসের পরে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না এমত কোন স্পষ্ট হুকুম নাই কিন্তু ছয় সপ্তাহ মিয়াদের মধ্যে তাহা দাখিল করিতে হইবেক ইহাতে ত্রুটি হইলে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের অতিদৃঢ় বিধানমতে মোকদ্দমা অবশ্য ডিসমিস হইবেক।—১৮৪৫ সালের ২ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।

৩৫৯। গাজীপুরের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে আসল মোকদ্দমায় যদি আসামী নালিশের জওয়াব দিলে পর গরহাজির হয় তবে কি কর্ত্তব্য। তাহাতে বিধান হইল যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৬ ধারার বিধির অনুসারে এইমত গতিকে ঐ আইনের নিরূপিতমতে আট দিন মিয়াদের ইশ্তিহার কাছারীতে লট্‌কাইতে

হইবেক এবং যদ্যপি আসামী ঐ মিয়াদের মধ্যে হাজির না হয় তবে মোকদ্দমা একতরফা ডিক্রী করিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির ১৩১৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৬০। আসামীর কর্ত্তব্য যে সেই দিবসে তাহার রদ্দজওয়াব দাখিল করে ও তাহাতে আপনার প্রথম জওয়াবের মজমুনছাড়া অন্য কোন নয়া মজমুন না লিখে বরং দরজওয়াবের সকল বিবরণ অথবা তাহার মধ্যের কিছু মিথ্যা করে কিম্বা লিখে যে আমি ফরিয়াদীর দাওয়ার যে জওয়াব দিয়াছি তাহা প্রমাণ কিম্বা তাহার আরজীব অনুসারে বটে ও উপরের প্রস্তাবিতছাড়া অতিরিক্ত উত্তর প্রত্যুত্তর আদালতে গ্রহণ না করা যায়।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৫ ধা।

৩৬১। কোন দেওয়ানী আদালতে প্রথমত উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাতে আসামী নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে রদ্দজওয়াব দাখিল না করিলে পূর্ব্বমত রেজিষ্টর সাহেবের তাহার তরফহইতে রদ্দজওয়াব দাখিল করিতে হইবেক না কিন্তু আদালতের যে সাহেবের হজুরে মোকদ্দমা রুবকার হয় তাহার কর্ত্তব্য যে রদ্দজওয়াব দাখিল করণের বিষয়ে আসামীর যে অস্বীকার কি শৈথিল্য হয় তাহার কৈফিয়ৎ আপন রুবকারীতে লিখিয়া আসামী ফরিয়াদীর দাওয়া আসলে অস্বীকার করণের মজমুনে রদ্দজওয়াব দাখিল করিলে যেমত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতেন সেই মতে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

৩৬২। প্রথমতঃ কি আপীলমতে সরাসরীভিন্ন কোন মোকদ্দমার বিচার করণেতে যাবৎ সওয়াল ও জওয়াবের সমস্ত কাগজ দাখিল হইয়া দরবারের সময় আদালতের সাহেবের হজুরে পড়া না যায় তাবৎ কোন দস্তাবেজ দাখিলহওয়া কি ফরিয়াদী কি আসামী কাহার এজহার সাবুদের নিমিত্তে সাক্ষী তলব করা সঙ্গত হইবেক না কিন্তু যদি বিশেষ কোন প্রকারেতে সওয়াল ও জওয়াবের কাগজ সমস্ত দাখিল হওয়া ও পড়া যাওনপর্য্যন্ত কোন সাক্ষির জোবানবন্দী লইতে বিলম্ব না করার কোন বিশিষ্ট হেতু জানা যায় তবে তাহারি মধ্যে সে সাক্ষির জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

১৬ পারা।

জিলা ও শহরের আদালত।- ফরিয়াদীর কসুরপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস হওন। কসুর প্রকাশ না হইলে মোকদ্দমা ডিসমিস না করণ।

৩৬৩। যদি কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী ৬ হপ্তার মধ্যে সেই মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব না করে তবে সেই ফরিয়াদী তাহা করণের বিলম্বের বিশিষ্ট হেতু আদালতের জজ সাহেবের নিকটে না জানাইতে পারিলে সে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক এবং সেই মোকদ্দমা ডিসমিস হইবার সময়তক আসামীর যে ব্যয়ব্যসন হইয়া থাকে জজ সাহেব তাহা সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে যাহা সেই আসামীকে দেওয়ান উচিত জানেন তাহা সেই ফরিয়াদীর স্থানহইতে দেওয়াইবেন। এবং এমত হইতে লাগিলে জজ সাহেব চাহেন সেই ফরিয়াদীকে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে হুকুম দেন নতুবা ডিসমিস করেন এই দুই মতের যাহা করেন তাহার হেতু রোয়দাদের বহীতে লেখান্ ইতি। -১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১০ ধা।

৩৬৪। ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১০ ধারানুসারে যে নম্বরী মোকদ্দমা ডিসমিস হয় তাহার বিষয়ে ১৭৯৫ সালের ২১ আগষ্ট তারিখে সদর দেওয়ানী আদালত এক সরকুলর পত্রের দ্বারা জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগকে জানাইলেন যে ঐ বিধানক্রমে যে২ মোকদ্দমা ডিসমিস হয় ফরিয়াদীরা আইনানুসারে ঐ২ মোকদ্দমা পুনরায় উপস্থিত করিতে পারে।—১৮১৭ সালের ১৯ ফেব্রুআরির ২৬৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৬৫। ইহাতে হুকুম হইল যে কোন আদালতে কোন সময়ে যদি ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত মোকদ্দমা বা আপীল চালাইতে ত্রুটি করে তবে সেই মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস হইবেক এবং মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস করণের পূর্ব্বে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্টকে কিছু এত্তেলা দিবার আবশ্যক হইবেক না। যদি বিশেষ দরখাস্তক্রমে অধিক মিয়াদ দেওয়ার বিষয়ে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট কিম্বা তাহার মৃত্যু হইলে তাহার মোখ্তারকার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি না পাইয়া থাকে তবে আদালতের অথবা আসামীর

কি অন্য কাহারো কোন কর্ম্ম করণব্যতিরেকে এবং কারণ না দর্শাইয়া ঐ মোকদ্দমা বা আপীল কাযেং ডিসমিস হইবেক। এবং আদালত যদি কোন গতিকে অধিক মিয়াদ দেন তবে অধিক মিয়াদ দেওনের কারণ বিশেষ করিয়া রোয়দাদের বহীতে লেখাইবেন কিন্তু অধিক মিয়াদের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলে তাহার কারণ বিশেষরূপে লিখনের আবশ্যক হইবেক না ইতি। —১৮৪১ সা। ২৯ আ। ১ ধা।

৩৬৬। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন মোকদ্দমা বা আপীল উক্ত ধারানুসারে ডিসমিস হইলে আসামী অথবা রেস্পাণ্ডেণ্ট মোকদ্দমায় বা আপীলে যে সকল খরচপত্র করিয়া থাকে তাহা আদালত তাহাকে দেওয়াইয়া দিবেন কিন্তু যদি ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের প্রতি সময়ের খেলাফপ্রযুক্ত অথবা আপীলের মিয়াদ-প্রযুক্ত প্রতিবন্ধক না থাকে অথবা ডিসমিসহওয়া মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিত করণ এবং তাহা ডিসমিস হওনপ্রযুক্তভিন্ন অন্য কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস হওয়াতে নূতন মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিত করণের কিছু প্রতিবন্ধক হইবেক না এবং ঐ মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস হওয়াতে মোকদ্দমার মিয়াদের আইনক্রমে সময়ের খেলাফ নিবারণ হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২৯ আ। ২ ধা।

৩৬৭। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণ এবং মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ৬ আইনের ২৬ ধারার ২ প্রকরণ রদ হইল এবং এই আইনের পূর্ব্বোক্ত ধারার বিধির অনুসারে যে হুকুম হয় তাহার উপর কোন আপীল হইবেক না কেবল ত্রুটি নিতান্ত হইয়াছে কি না এই বিষয়ের সবাসরী আপীল হইতে পারে ইতি।—১৮৪১ সা। ২৯ আ। ৩ ধা।

৩৬৮। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধির বিষয়ে তোমাকে জানাইতে আদেশ পাইয়াছি যে ঐ আইন জারী হওনের তারিখে তোমার নথীতে যে সকল মোকদ্দমা মুলতবী ছিল তাহাতে বাদী কিম্বা আপেলাণ্ট ঐ তারিখঅবধি ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত চালাইতে ত্রুটি করিলে ঐ মোকদ্দমাতে ঐ আইন খাটিবেক এবং ঐ আইন কলিকাতা গেজেটের যে নম্বরে প্রকাশ হয় তাহা অথবা ঐ আইনের ছাপাহওয়া নকল যে তারিখে তোমার কাছারীতে পঁহুছে সেই তারিখঅবধি ঐ ছয় সপ্তাহ গণ্য করিতে হইবেক। ঐ আইন জারী হওনের পরে যত মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে সুতরাং ঐ আইন খাটিবেক। আরো তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে তুমি উপরের লিখিত হুকুম এদেশীয় বিচারকদিগকে অবিলম্বে জানাইবা।—১৮৪১ সালের ২৪ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

৩৬৯। কানপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ১৮৩১ সালের ৭ জানুআরি তারিখের সদর দেওয়ানী আদালতের ২৫ নম্বরী সরকুলর অর্ডরের বিধির অনুসারে যে মিয়াদ অতীত হইলে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনক্রমে মোকদ্দমা ডিসমিস হয় সেই মিয়াদের হিসাব করণেতে আদালতে নিরূপিত বন্দের সময় ধরা যাইবেক না।—১৮৪২ সালের ২৩ ডিসেম্বরের ১৩৬৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭০। সদর আদালতের সাহেবেরা বারবার দেখিতেছেন যে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনক্রমে ফরিয়াদীরা মোকদ্দমাতে ত্রুটির নির্দ্ধারিত দণ্ডের যোগ্য হইলেও দলীলদস্তাবেজ ও ইসমনবিসীর ফর্দ্দ দাখিল করিতে এবং আপনং মোকদ্দমার নির্ব্বাহের নিমিত্তে অন্যান্য কর্ম্ম করিতে অনুমতি পাইয়াছে। আরো নম্বরী এবং মুৎফরকা মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের তারিখের পর এক বৎসর অতীত হইলেও নথীতে যে দেখা যাইতেছে ইহার কারণ বিলম্ব। এবং যদি নিয়মিত কালে ও রীতিমতে তাহা নিষ্পত্তির নিমিত্তে প্রস্তুত হইত তবে সেই বিলম্ব নিবারণ হইত। অতএব কনুবপ্রযুক্ত যে মোকদ্দমা নিবৃত্ত হইয়াছে তাহা বেদাঁড়ামতে পুনরুত্থান হইবার নিবারণার্থে এবং আইনের হুকুম যথার্থমতে প্রতিপালন করণপূর্ব্বক যথাসাধ্য দেওয়ানী কার্য্য শীঘ্র নিষ্পত্তির নিমিত্তে নীচের লিখিত বিধান দেওয়ানীর জজ সাহেবেরদের ও তাঁহারদের অধীন বিচারকেরদের উপদেশের নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে।—প্রথম। মওয়াল জওয়াব অথবা দলীলদস্তাবেজ দাখিল করিবার কি আসামীকে এজেলা দিবার বা ঘোষণা করিবার অথবা সাক্ষিবদিগকে হাজির করণার্থে সফীনা দিবার অথবা বোয়দাদহইতে কাগজপত্র আনাইবার হুকুম যখন দেওয়া যায় সেই হুকুমের যে অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য হউক যদি তাহা নিয়মিত কালের মধ্যে জারী করা যাইতে পারে এবং যদি চলিত আইনানুসারে তাহা জারী করণের নিমিত্তে কোন মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট নাহি তবে নিয়ত সেই হুকুম প্রতিপালনের কোন মিয়াদ সেই সময়ে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবেক।—দ্বিতীয়। যে নম্বরী মোকদ্দমা অথবা মুৎফরকা মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার রোয়দাদের প্রথমে এক উপরি ফর্দ্দ দিতে হইবেক এবং যে প্রত্যেক কাগজ নথীর শামিল করা যায় তাহার নাম যেং তারিখে তাহা দাখিল হইয়াছিল সেইং তারিখের ক্রমে লেখা যাইবেক ও সেইরূপ কাগজ দাখিল করণের তারিখ ও তাহাতে যে হুকুম দেওয়া গেল ও সেই হুকুম জারী করিবার নিমিত্তে যে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইল তাহাও ঐ উপরি ফর্দ্দে লেখা থাকিবেক।—তৃতীয়। যদি সেই মিয়াদ অতীত হইলে সেই হুকুম জারী না হইয়া থাকে তবে সিরিশ্তাদার অথবা অন্য কোন আমলার উচিত যে সেই ত্রুটি কর্ত্তৃত্বকারি বিচারককে জানান্ ও সেই মোকদ্দমার রোয়দাদ তাঁহাকে

দেখান এবং তিনি যে হুকুম উচিত বোধ করেন সেই হুকুম করিবেন।—চতুর্থ। সিরিশ্‌তাদার অথবা অন্য কোন আমলার উচিত যে যে সকল মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী আপন মোকদ্দমা নির্ব্বাহার্থে ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত কোন কর্ম্ম করে নাই সেই মোকদ্দমার রোয়দাদ বিচারকের সম্মুখে রাখেন এবং তিনি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে নথীহইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া দেওনের যথোচিত হুকুম করিবেন।—পঞ্চম। চিহ্নিত ও অচিহ্নিত জজেরদের প্রতি হুকুম হইল যে ফরিয়াদীর দাখিলহওয়া কোন দলীল-দস্তাবেজ গ্রাহ্য করণের পূর্ব্বে অথবা ঐ মোকদ্দমা নির্ব্বাহার্থে তাহাকে কোন কর্ম্ম করিতে অনুমতি দেওনের পূর্ব্বে ইহা নিশ্চয় করেন যে ঐ ফরিয়াদীর ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে এমত কোন ত্রুটি হয় নাই যে তাহাতে তাহা ডিসমিস হওনের আবশ্যক হইয়াছে।—১৮৪৫ সালের ৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩৭১। এই বিধিমতে অবিকল কার্য্য করিলে বোধ হয় যে অতিসুফল জন্মিবেক এবং এক কাগজমাত্র দৃষ্টি করিয়া ফরিয়াদীরদের কসুর বা ত্রুটি ধরা পড়িবেক এবং তাহারদের গতিক্রিয়া নিবারণার্থে অতিসহজ ও প্রবল উপায় হইবেক। এবং আরো আদালতের কার্য্যকারকের। আপনারদের অধীন বিচারকেরদের বেদাড়া ও বিশৃঙ্খল কর্ম্ম জানিতে ও তাহার বিষয়ে তাহারদিগকে চেতাইতে পারিবেন। মুনসেফেরদের উপর এবং দেওয়ানীর জজ সাহেবেরদের অধীন অন্যান্য কার্য্যকারকেরদের উপর ঐ জজ সাহেবেরদের যে কর্তৃত্ব আছে তাহারও এইরূপে বৃদ্ধি হইবেক এবং ঐ কর্তৃত্ব করণের সুগম হইবেক। যেহেতুক যদ্যপি এইমত বোধ হয় যে কোন নম্বরী অথবা মুৎফরকা মোকদ্দমায় অনুচিত বিলম্ব হইয়াছে তবে দেওয়ানীর জজ সাহেব ঐ উপরি ফন্দের এক নকল তলব করিয়া তাহা দেখিয়া এ বিলম্ব কিরূপে হইল ও কাহার কসুরে হইল ইহা জানিতে পারিবেন।—১৮৪৫ সালের ৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৭২। এক্ষণে বিচারকেরদের সংখ্যা যথেষ্ট এবং ঐ বিচারকেরা সামান্যতঃ সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমন্ত ও কর্ম্মণ্য অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকিলে মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের তারিখের পর বারো মাসের মধ্যে তাহা অবশ্য নিষ্পত্তিকরা উচিত এবং প্রায় সকল মোকদ্দমা ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি হইতে পারে। অতএব উভয় কালে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কত কালের মধ্যে হয় সদর আদালত এই বিষয় দেখিয়া প্রত্যেক জিলার দেওয়ানী কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিসেরদের মনোযোগ ও আদালতের কার্য্যের দক্ষতা নিগম করিবেন।—১৮৪৫ সালের ৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩৭৩। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারায় হুকুম আছে যে বিশেষ দরখাস্তক্রমে অধিক মিয়াদ দেওয়ার বিষয়ে যদি ফরিয়াদী অথবা আপেলান্ট কিম্বা তাহার মৃত্যু হইলে তাহার মোক্তারকার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি না পাইয়া থাকে তবে আদালতের অথর আসামীর কি অন্য কাহারো কোন কর্ম্ম করণব্যতিরেকে এবং কারণ না দর্শাইয়া ঐ মোকদ্দমা বা আপীল কার্য্য ডিসমিস হইবেক।—১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩৭৪। কলিকাতা ও উত্তরপশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের উক্ত কথার শক্তির বিষয়ে বিবেচনা করণের আবশ্যক হওয়াতে অধিকাংশ সাহেবের এই মত হইয়াছে যে যে ছয় সপ্তাহের মধ্যে কোন নিয়মিত কার্য্য করিতেই হইবেক সেই মিয়াদ অতীত হওনের পূর্ব্বে মৃত ফরিয়াদী অথবা আপেলান্টের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির আবশ্যক যে ঐ মিয়াদ বাড়াইবার নিমিত্তে আদালতে দরখাস্ত করে ইহার বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং ঐ আইনের ভাবদৃষ্টে এইমত অর্থ কোন প্রকারে হইতে পারে না যে ফরিয়াদী অথবা আপেলান্টের মরণের সম্বাদ মিয়াদ অতীত হওনের পূর্ব্বে উত্তরাধিকারিদিগকে সদর আদালতের অবশ্য দিতে হইবেক তথাপি পূর্ব্বোক্ত ছয় সপ্তাহ মিয়াদ অতীত হওনের পূর্ব্বে সদর আদালতের সাধারণ ক্ষমতানুসারে ঐ আদালতের ইচ্ছাক্রমে সেইরূপ কর্ম্ম করিতে ঐ আইনে প্রকৃত কোন নিষেধ নাই।—১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৭৫। উভয় আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরা আরো কহেন যে "ত্রুটিপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস" করা যদি ত্রুটিকারি ব্যক্তির পুনাহগারী করিবার নিমিত্তে হুকুম হইয়াছে বোধ হয় তবে যেং গতিকে সেই ত্রুটি এডান সর্ব্বতোভাবে অসাধ্য সেইং গতিকে ঐ পুনাহগারী করা অযথার্থ অর্থাৎ যে তারিখে ত্রুটি হইবার প্রায় বাকী নাই যদি এমত সময়ে ফরিয়াদী অথবা আপেলান্টের মৃত্যু হয় এবং যে স্থানে মৃত্যু হইল তথাহইতে উত্তরাধিকারী অথবা স্থলাভিষিক্ত যদি এমত দূরে থাকে যে আইনের হুকুম প্রতিপালন করা নিতান্ত অসাধ্য এই স্থলে সেই পুনাহগারী করা অযথার্থ। এইমত স্থলে মোকদ্দমা ডিসমিস করিলে আপীল করণের হক বারম্বার লোপ হইবেক এবং আইনের দ্বারা স্পষ্টতঃ অযথার্থ কর্ম্ম হইবেক। কিন্তু এইমত নীতি আছে যে আইনের দ্বারা কোন অসাধ্য বিষয়ের হুকুম হয় না। অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে যথার্থ ও ন্যায্য ও ধর্ম্মতঃ কার্য্য করিতে আইনানুসারে তাঁহারদের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতানুসারে অসাধ্য কর্ম্ম না করণের পুনাহগারী করিলে যে অযথার্থ হয় তাহা নিবারণ করা তাঁহারা অত্যাবশ্যক বোধ করেন এবং মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী যদি মোকদ্দমা চালাইতে ইচ্ছুক হয় তবে মিয়াদের মধ্যে তাহার আদালতে হাজির হইবার অসাধ্য যাহাতে নিবারণ হইতে পারে এইমত কর্ম্মনির্ব্বাহের এক নিয়ম করা উচিত বোধ করেন।—১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩৭৬। অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা আদালতের কর্ম্মকারকেরদের উপদেশের নিমিত্তে পশ্চাৎ লিখিত কর্ম্ম-নির্ব্বাহের নিয়ম ধার্য্য করিতেছেন। এবং সকলকে জানাইতেছেন যে সেই নিয়ম উত্তর কালাবধি সদর আদালতে চলিবেক।

প্রথম। যখন কোন জিলা অথবা শহরের জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন কিম্বা মুনসেফকে এইমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে ঐ জিলা বা শহরের জজ বা প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন কিম্বা মুনসেফের আদালতে উপস্থিতথাকা কোন আসল অথবা আপীলী মোকদ্দমার ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট মরিয়াছে তখন ঐ আদালতের জজ অথবা বিচারক যথার্থ এবং উচিত বোধ করিলে তাহার সম্বাদ এক ঘোষণাপত্রে লিখিয়া তাহা আপন কাছারীতে এবং ঐ জিলার অন্য সকল দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে এবং কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে লট্‌কাইতে পারেন। উপস্থিত থাকা যে সকল মোকদ্দমায় ঐ মৃত ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট লিপ্ত ছিল তাহার বিবরণ ঐ ঘোষণাপত্রে থাকিবেক এবং তাহার উত্তরাধিকারী অথবা স্থলাভিষিক্তেরদিগকে ইহা জানান যাইবেক যে নিয়মিত দিবসের পূর্ব্বে উপস্থিত মোকদ্দমা অথবা আপীলের নির্ব্বাহার্থে তাহারা স্বয়ং কিম্বা তাহারদের উকীল যদি হাজির না হন তবে তাহারদের মোকদ্দমা বা আপীল ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ১ ধারার বিধির অনুসারে ত্রুটিপ্রযুক্ত ডিসমিস হইবেক এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট দিবস ঐ ঘোষণা-পত্রে নিরূপণ হইবেক এবং লেখা যাইবেক এবং তাহা ঐ ঘোষণাপত্রের তারিখঅবধি ছয় সপ্তাহের তাধিক হইবেক না।

দ্বিতীয়। উক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিয়ম সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতথাকা আপীলের বিষয়েও খাটিবেক কেবল এই বিশেষ হইবেক যে পূর্ব্বোক্ত নিরূপিত ঘোষণাপত্র এইমত গতিকে সদর আদালতের কাছারীতে লট্‌কান যাইবেক এবং যে জিলা অথবা জিলাসকলহইতে উপস্থিতথাকা আপীল পাওয়া গিয়াছিল সেই জিলার নানা দেওয়ানীর কার্য্যকারকেরদের কাছারীতে তাহা লট্‌কান যাইবেক এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা সেই বিষয়ের প্রিসেপ্ট পাইলে নিরূপিত স্থানে উক্ত ঘোষণাপত্র রীতিমতে লট্‌কাইতে হুকুম দিবেন এবং সদর আদালতের হুদ্দোধের নিমিত্তে ঐ হুকুমের রীতিমতে প্রতিপালনের বিষয়ে যথাসাধ্য শীঘ্র সম্বাদ দিবেন। -১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৩৭৭। ঐ ঘোষণাপত্রের পাঠ সাধারণ ব্যবহারের নিমিত্তে নিম্নে লেখা যাইতেছে এবং দেওয়ানীর জজ সাহেবদিগকে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে সরকারের পাথরীয়া ছাপাখানায় পত্র লিখিলে তাহারা ঐ পাঠের ছাপাহওয়া নকল পাইতে পারেন।—১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ৫ দফা।।

نمونہ اشتہار بعرض اعلان خبر فوت یعنے ارتحامین مقدمہ

حکم اشتہار عدالت دیوانی فلان ابنکہ واسطے حاضری قائم مقام شخص متوفی کے جسکانام تصریح مصرحہ ذیل مین مندرج ہی خبر فوت شخص مذکور اور ضروری حاضری دائم مقام اسکیہی تصری و یجاتی ہی جوکوئی کہ اوعاے وراث اور قائم مقامی او ر استحقاق پیروی مقدمہکا بجای متوفی مذکور کے رکھتاہو اوسکو چاہئے کہ قبل تاریخ معینہ کے عدالت مذکورہ بالا مین اصالتا یا بذریعہ وکیل یا مختار حسب ضابطہ کے حاضر ہوکے لوازم پیروی مقدمہ عمل مین لاوے ورصورتیکہ مابین میعاد مذکورہ حاضر نہوکا یا بحالت حاضری مابین اس معاملت کے جو از تاریخ حاضری حسب قانون اسکو حاصل ہو امور واجب التعمیل کو سوانجام نکریکا توجو حکم کہ اصدار اسکا بحالت پیروی مقدمہ از جانب متوفی مذکور از روی قانون ضابطہ

عدالت کے مناسب ہونا صادر ہوکا اور بعد اوسکے کوئی عذر وعویدار قائم مقامے متوفی مذکور کا مسموع نہ کیا جائیگا

نمبر مقدمہ	نام متخاصمین	بیان شے دعوی	اشیای اشخاص	تاریخ معینہ جسکا
	زید وعمر وغیرہ	بابت زر نقد از	متوفی بقید	ذکر مین اشتہار
	ایپیلانٹان رسا	روی سمک	بعضط مدعی	مین مندرج ہی
	ندن احمد و	یا اپیلانٹ زا	دوسری فبروری	
نمبر ۳	محمود وغیرہ	ید اپیلانٹ	سنہ ۱۸۴۸ ع مطا	

بق فلان روز فلان

৩৭৮। যদি কোন মোকদ্দমার অন্যান্য আসামীরদের মধ্যে গবর্ণমেণ্টও আসামী হন তবে ফরিয়াদীর আপন নালিশী আরজী দাখিল করণের পর গবর্ণমেণ্টের জওয়াব দেওনের পূর্ব্বে ঐ মোকদ্দমা চালাইবার কোন উদ্যোগ করণের আবশ্যক নাহি।—১৮৪৫ সালের ২৪ নবেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭২ পৃষ্ঠা।

৩৭৯। বিধান হইল যে মোকদ্দমার নির্ব্বাহ হওন সময়ে যদি ফরিয়াদী অন্যান্য আসামীরদের বিষয়ে কোন ত্রুটি বা কসুর না করে তবে নিয়মিত মিয়াদের মধ্যে কেবল এক জন আসামীর জওয়াবের উত্তর দিতে ত্রুটি করিলে তাহা যে ত্রুটির দ্বারা ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে মোকদ্দমা ডিসমিস হওনের যোগ্য হয় এমত ত্রুটি জ্ঞান হইবেক না।- সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ৭ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২২৬ পৃষ্ঠা।

৩৮০। ফরিয়াদী যদি অন্যান্য প্রকারে আপনার মোকদ্দমা চালাইতেছে তবে কোন বিশেষ কার্য্য করিতে ত্রুটি হইলে তাহাতে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনমতে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবার যোগ্য হয় না।—১৮৪৭ সালের ১১ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৮১। কোন মোকদ্দমার নিযুক্ত উকীল ছুটী লইয়া গরহাজির হইলে তাহার দ্বারা ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারানুসারে ঐ মোকদ্দমা ডিসমিস হওনের কোন প্রতিবন্ধক হইবেক না।—১৮৪২ সালের ২ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩১ পৃষ্ঠা।

৩৮২। যদি কোন মোকদ্দমার সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর সাহেব এক পক্ষ হন এবং ঐ রিসিবরের পদে অন্য জন নিযুক্ত হন তবে ঐ নূতন ব্যক্তির প্রতি নূতন এত্তেলা দিবার আবশ্যক নাহি।—১৮৪৫ সালের ১৮ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬৬ পৃষ্ঠা।

৩৮৩। যে এক মোকদ্দমার বিষয়ে পশ্চাৎ দুষ্ট হইল যে তাহা ত্রুটিপ্রযুক্ত বরখাস্ত হইয়াছে এমত মোকদ্দমার ফরিয়াদী সেই বরখাস্ত হওনের পর যে এক অবশেষ ইস্টাম্প দাখিল করিয়াছিল তাহার মূল্য তাহাকে ফিরিয়া দিতে সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিলেন এবং অধস্ত আদালত উকীলের যে রসুম নির্ণয় করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা সরাসরীরূপে মতান্তর করিলেন।—১৮৪৪ সালের ৮ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫৯ পৃষ্ঠা।

৩৮৪। যদি মোকদ্দমা অন্যান্য প্রকারে চলিতে থাকে তবে সেই মোকদ্দমার চলন সময়ে কোন এক হুকুম প্রতিপালনের শৈথিল্য হইলে তাহা ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে ত্রুটি নহে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১০ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৮৫। কোন মোকদ্দমা দোষগুণপ্রযুক্ত এবং ১৮৪১ সালের ২৯ আইনক্রমে ত্রুটিপ্রযুক্ত এই উভয় কারণে একি সময়ে ডিসমিস হইতে পারে না।—১৮৪৭ সালের ৩১ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৮৬। যে মোকদ্দমায় ননসুটের হুকুম হইয়াছে সেই মোকদ্দমার নালিশী আবজীর ইষ্টাম্পের মুল্যের কোন অংশ ফিরিয়া দিতে আইনে কোন হুকুম নাই।—১৮৪২ সালের ২৪ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩১ পৃষ্ঠা।

৩৮৭। যেহেতুক এমত বিধান আছে যে বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন দেশস্থ কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার কিম্বা আপীলের বিষয়ে যদি এমত দৃষ্ট হয় যে তাহা নির্ব্বাহ করণেতে ত্রুটি হইয়াছিল তবে ঐ ত্রুটি হওনের পরে ঐ মোকদ্দমার কিম্বা আপীলের যে সকল কার্য্য হয় তাহা অসিদ্ধ এবং যেহেতুক এই বিধানেতে অনেক ক্লেশ হইয়াছে। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালতে যে সকল মোকদ্দমা কিম্বা আপীল এইক্ষণে উপস্থিত আছে কিম্বা উত্তর কালে উপস্থিত করা যায় এবং যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে কিন্তু তাহার উপর আপীল হইতে পারে সেই সকল মোকদ্দমায় ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট কোন ত্রুটি করিলে যদি অন্য পক্ষ সেই ত্রুটি না ধরিয়া মোকদ্দমার কিম্বা আপীলের কোন কার্য্য করে অথবা সেই অন্য পক্ষ সেইমত কোন কার্য্য করিলে বা না করিলে যদি সেই মোকদ্দমায় কিম্বা আপীলে আদালত ডিক্রী করিয়াছেন তবে ঐ ত্রুটি খণ্ডন হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি।—১৮৪৭ সা। ১৭ আ।

১৭ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত।—মোকদ্দমার যে২ বিষয় নাব্যস্ত করিতে হইবেক তাহার এত্তেলা।

৩৮৮। যদি কোন মোকদ্দমাতে সওয়াল ও জওয়াবের কাগজের দ্বারা ফরিয়াদী আসামীদিগের বিবাদের বিষয় সুন্দররূপে স্পষ্ট ও প্রকাশ না হয় কিম্বা অন্যহেতুক কোন বিষয় স্পষ্ট ও ব্যক্তহওনের আবশ্যক হয় তবে যে দিবসে মোকদ্দমা প্রথম কবকার হয় সেই দিবসে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যথার্থ দাওয়ার নিরূপণ ও বিরোধের বিষয়ের নিশ্চয় ও তদন্ত করিবার নিমিত্তে যে২ তহকীককরা উচিত বোধ হয় তাহা ফরিয়াদী ও আসামীরদিগের কিম্বা তাহারদিগের উকীলদিগের স্থানে অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহারা যাহা২ এজহার করে তাহার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত আপনারদিগের মিসিলের রোয়দাদেতে লিখেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

৩৮৯। বারয়াব সদর আদালতকে জানান গিয়াছে যে কোন২ বিচারকেরা সওয়াল ও জওয়াবে অলিখিত বিষয়ের বিবেচনা করেন এবং বিশেষতঃ বিবাদিবদের মধ্যে এক জন অথবা উভয়কে কোন বিশেষ প্রকারে মোকদ্দমা পুনর্ব্বার উপস্থিত করিতে অথবা অন্য ব্যক্তিবদিগকে মোকদ্দমার শামিল করিতে এবং এইপ্রকার অন্যান্য কার্য্য করিতে হুকুম দেন এবং তাঁহারদের এইরূপ ক্ষমতা ধারণ করাতে অন্যায় হইয়াছে এবং দেওয়ানী আদালতে নালিশকরণিয়া ব্যক্তিবদের অনর্থক ব্যয় হইয়াছে এবং তাঁহারদের ঐ প্রকার হুকুম বারয়াব আইনের এবং আদালতের ব্যবহারের বিপরীত দৃষ্ট হইয়াছে এবং তৎপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ননসুট করণের আবশ্যক হইয়াছে। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে উভয় বিবাদী বিরোধের যে বিষয় বা বিষয়সকল আপনারাই জানায় কেবল সেই বিষয় আদালতের বিচারকেরা বিচার করেন। তাঁহারদের ইহা স্মরণে রাখিতে হইবেক যে বিবাদিরদের মধ্যে এক বা অপর ব্যক্তি গোড়াগুড়ি নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে ইহা বিচারকস্বরূপ কহিতে তাঁহারদিগের ক্ষমতা নাই এবং যে প্রকারে নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হয় তাহা জানাইতে তাহারদের ক্ষমতা নাই।—১৮৩৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩৯০। যথা যদ্যপি আসামী এই ওজর করে যে কোন মোকদ্দমা যে এলাকার মধ্যে উপস্থিত করা গিয়াছে সেই এলাকাছাড়া অন্য এলাকায় সেই মোকদ্দমার হেতু হইয়াছিল অথবা মোকদ্দমার অযথার্থ মুল্য ধরা গিয়াছে অথবা সময়াতীতপ্রযুক্ত কি কারণান্তরে ঐ মোকদ্দমা আদালত শুনিতে পারেন না তবে মোকদ্দমার বিচারকারক জজ সাহেবের উচিত যে প্রথমতঃ কেবল সেই বিশেষ বিষয়ের বিচার করেন এবং যদি আসামীর ওজর মাতবর বোধ করেন তবে ফরিয়াদীকে ননসুট করেন। কিন্তু যে বিষয়ের বিচার অথবা নিষ্পত্তি তাঁহার আদালতে হইতে পারে না অথবা যে বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না এমত বিষয়ের বিবেচনাতে প্রবেশ না করেন এবং মোকদ্দমা পুনর্ব্বার উপস্থিত করণের বিষয়ে কোন হুকুম না দেন। সেই মতে যদ্যপি আপীল শুননির সময়ে মোকদ্দমা উপস্থিত করণেতে অথবা যে আদালতে মোকদ্দমা প্রথমতঃ উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালতের কার্য্যে যদি কিছু বেদাঁড়া দেখা যায় তবে ঐ মোকদ্দমার দোষগুণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহার পুনর্ব্বিচারের বিষয়ের হুকুম দিতে হইবেক।—১৮৪৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৯১। বিহিত হয় যে ফরিয়াদীরা যে প্রকারে এবং যে ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উচিত বোধ করে সেই প্রকারে ও সেই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করে এবং যে ব্যবহার এক্ষণে নিষেধ হইল তাহা ঐ বিহিত নিয়মের বিরুদ্ধ এবং তাহাতে কখন২ এমত বেদাঁড়া ব্যাপার হইয়াছে যে জজ সাহেবের নিজ হুকুমক্রমে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে সেই মোকদ্দমা তিনি ননসুট করিয়াছেন।—১৮৪৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩৯২। জজ সাহেবেরা মনোযোগপূর্ব্বক দেখিবেন যে তাঁহারদের অধীন বিচারকেরা এই সরক্যুলর অর্ডরের অর্থ এবং অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া তাহারি মতে কার্য্য করেন।—১৮৪৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৩৯৩। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৮৪৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখের ৩৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফাতে যে ভুল দেখা গিয়াছে তাহা এই প্রকারে সংশোধন করা যায় অর্থাৎ ঐ দফার নবম পঁক্তিতে শেষ কথা [৩৯১ নম্বরের পঞ্চম পঁক্তিতে প্রথম কথা] "করেন" ইহার পর এই২ কথা পাঠ করা যায় "অথবা বিষয় বিশেষে মোকদ্দমা ডিসমিস করেন"।—১৮৪৫ সালের ১৭ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৯৪। তাহার পরে আদালতের সাহেবদিগের উচিত হইবেক যে যে২ বিষয় ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের কি আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্টের সাবুদ করণের আবশ্যকতা হয় তাহা বিবেচনা করিয়া ও ঠাহরাইয়া তাহার বৃত্তান্ত আপন মিসিলের রোয়দাদেতে লিখেন ও ঐ২ বিষয় সাবুদ করিবার জন্যে ফরিয়াদী ও আসামীর তরফহইতে যে২ দলীল দরপেশ হয় আইনমতে তাহা গ্রহণ করেন ইতি। ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১০ ধা। ৩ প্র।

৩৯৫। ঐ মত যদি কোন মোকদ্দমার তজবীজের কালে কোন বিষয়ের তহকীকের কারণ দলীলদস্তাবেজ দরপেশ হওনের প্রয়োজন হয় তবে তাহাতে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে নিমিত্তের কৈফিয়ৎ মিসিলের রোয়দাদে লিখিয়া ফরিয়াদী আসামী উভয়ের মধ্যে যাহার প্রতি ঐ২ বিষয় সাবুদ করিবার দায় থাকে তাহাকে আবশ্যকী দলীল দাখিল করিতে হুকুম দেন ও যে বিষয়ের প্রমাণ ও দলীল দরপেশ করিতে আদালতহইতে হুকুম হয় যে দলীল কি যে সাক্ষির দ্বারা সেই বিষয় প্রমাণ কি রদ হইবেক ইহা স্পষ্ট জানা যায় সেই দলীল ও সাক্ষ্যব্যতিরিক্ত কোন দলীল দাখিল ও কোন সাক্ষী তলব হইবেক না ইতি। ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১০ ধা। ৪ প্র।

৩৯৬। মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব সাঙ্গ হইলে পর এবং দলীলদস্তাবেজ দাখিল হওনের অথবা সাক্ষির তলব হওনের পূর্ব্বে মোকদ্দমা প্রথম শুনানি হওনের সময়ে মোকদ্দমার প্রকৃত অভিপ্রায় ও বিরোধের হেতু এবং যে২ বিষয় বাদি প্রতিবাদির সাব্যস্ত করিতে হয় তাহা তদস্থ ও নিশ্চয় করিবার নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত বিধি এবং বিশেষতঃ ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারায় যে বিধি আছে তদনুসারে অবিকল কার্য্য করা অত্যাবশ্যক সেহেতুক তাহা হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করণেতে নিষ্ফল কোন বিষয় উপস্থিত হইতে পারে না এবং অনাবশ্যক কিছু বিলম্ব হয় না অতএব জিলা ও শহরের আদালতের জজ ও মেজিষ্টর সাহেব ও মফঃসল আদালতের জজ সাহেবেরদের প্রতি হুকুম হইল যে তাঁহারদের সম্মুখে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে উক্ত বিধির অনুসারে কার্য্য করেন।—১৮১৭ সালের ৭ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৯৭। আপীলী মোকদ্দমার যে মিসিল ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৮ ধারার বিধির অনুসারে সদর আদালতে পাঠাইতে হয় তাহাতে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারাতে যে কৈফিয়ৎ লিখিতে জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইয়াছিল ঐ কৈফিয়ৎ না লিখিয়া মিসিল বারবার পাঠান গিয়াছে সদর দেওয়ানী আদালত ইহা অবগত হইয়া জানাইতেছেন যে ঐ কৈফিয়ৎ না পাঠানেতে অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে বিশেষতঃ যে স্থলে আপেলাণ্ট কহে যে আমি যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল করিতে চাহিয়াছিলাম তাহা জজ সাহেব লন্ নাই অথবা যে সাক্ষিদের তলবনবিসী দিয়াছিলাম জজ সাহেব তাহারদিগের নামে সফীনা দেন নাই অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে সদর আদালতে যে সকল আপীলী মোকদ্দমা তোমার পাঠাইতে হয় তাহার সঙ্গে নিয়ত ঐ কৈফিয়ৎ পাঠাইবা।—১৮৩৬ সালের ৫ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৯৮। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে জজ সাহেবেরা ও প্রধান সদর আমীনেরা যখন আসল মোকদ্দমা এবং আপীলী মোকদ্দমার বিচার করেন এবং সদর আমীন যখন আসল মোকদ্দমার বিচার করেন তখন তাহারা অতি মনোযোগপূর্ব্বক ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার বিধির অনুসারে কার্য্য করেন। সেই ধারা অবিকলরূপে প্রতিপালন করিতে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ৭ প্রকরণে পুনরায় হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঐ ধারাতে হুকুম আছে যে সওয়াল জওয়াব সমাপ্ত হইলে পর এবং কোন দস্তাবেজ দাখিল হওন কি সাক্ষির তলবহওনের পূর্ব্বে মোকদ্দমার প্রথম শুনানি হওন সময়ে আদালতের বিচারক মোকদ্দমার যথার্থ অভিপ্রায় এবং যে২ হেতুর উপর মোকদ্দমার নির্ভর আছে এবং যে বিষয় বা যে২ বিষয় বাদিপ্রতিবাদির সাবুদ করণের আবশ্যক হয় তাহা নিশ্চয় করিয়া রোয়দাদে লেখেন।—১৮৪৮ সালের ১১ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩৯৯। সদর আদালতের সাহেবেরা লেখেন যে এই২ বিধান যদ্যপিও অতিস্পষ্ট এবং নিশ্চিত লেখা আছে তথাপি তাহা অনেক২ কার্য্যকারক সম্পূর্ণরূপে হেয় করেন অথবা এই মত বিপরীত অর্থ করেন যে ঐ২ বিধি যে অভিপ্রায়ের নিমিত্তে করা গিয়াছিল তাহা বিফল হয়। সেই অভিপ্রায় এই যে সওয়াল জওয়াবের মূল বিষয় নিশ্চয় করিয়া বাদিপ্রতিবাদিদিগকে হুকুম দেওয়া যায় যে যে দস্তাবেজ কিম্বা সাক্ষ্য তাহারা প্রস্তাব করিতে পারে তাহার দ্বারা সেই বিষয় সাব্যস্ত করে। সদর আদালতের সম্মুখে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে তাহার কতক২ মোকদ্দমায় নালিশের অভিপ্রায় এবং যে২ হেতুর উপর তাহার নির্ভর আছে এবং বাদিপ্রতিবাদির যে২ বিষয় সাব্যস্ত করণের আবশ্যক তাহা যেরূপে নিশ্চয় করিয়া লিখিতে হুকুম আছে সেইরূপে লেখা যায় নাই। অন্যান্য মোকদ্দমায় বিচারকেরা আইনের আজ্ঞার অতিরিক্ত এবং আপনারদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়া বাদিপ্রতিবাদিদিগকে বিশেষ দস্তাবেজ দাখিল করিতে হুকুম দিয়াছেন অথবা প্রকারান্তরে যে প্রকার সাক্ষ্যের দ্বারা তাহারদের স্বং এজহারের পোষকতা করা উচিত সেই প্রকার সাক্ষ্য তাহারদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।—১৮৪৮ সালের ১৩ অক্টোবরের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

৪০০। যদ্যপি আইনের হুকুম প্রচুরমতে স্পষ্ট ও নিশ্চিত লেখা আছে এবং যদ্যপিও ১৮৪৭ সালের ১১ ফেব্রুআরি তারিখের ৪ নম্বরী সরকুলর অর্ডরের ৭ দফাতে সেই বিষয়ে মনোযোগ করিতে তাহারদের প্রতি বিশেষ হুকুম হইয়াছিল তথাপি সদর আদালত মোকদ্দমার বিচারের সময়ে দেখিয়াছেন যে ঐ হুকুম বারম্বার অবহেলা হইয়াছিল এবং কোন এক গতিকে জিলার জজ সাহেবেরা ঐ হুকুমের বিষয়ে ত্রুটি হওনের কোন রিপোর্ট সদর আদালতে করেন নাই।—১৮৪৮ সালের ১৩ অক্টোবরের সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৪০১। এক্ষণে সদর আদালত জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনদিগকে উক্ত আইনের বিষয়ে মনোযোগ করিতে হুকুম করিতেছেন এবং তাহারদিগকে জানাইতেছেন যে যে কোন কার্য্যকারক উত্তর কালে এই২ অতিআবশ্যক বিষয়ে সামান্যতঃ অমনোযোগী হন সদর আদালত তাহাকে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মের অতিভারি ত্রুটির দোষী জ্ঞান করিবেন।—১৮৪৮ সালের ১৩ অক্টোবরের সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৮ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত। দলীলদস্তাবেজ এবং ইসমনবিসী দাখিল করিতে বাদি প্রতিবাদিরদের প্রতি এত্তেলা।

৪০২। রদ্দজওয়াবওগয়রহ সকল সওয়াল ও জওয়াবের কাগজপত্র দাখিল হইলে পর জজ সাহেব চাহেন তবাতে অথবা অবকাশক্রমে সে মোকদ্দমার বিচারকারণ এক দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার ৮ অষ্টাহপূর্ব্বে উভয়কে সংবাদ দিয়া যদি উভয়ে সুকৃতি করিতে স্বীকার করে তবে তাহারদিগের সুকৃত্যনুসারে অথবা সাক্ষিদিগের বাক্যক্রমে সে মোকদ্দমার বিচার করিবেন। ১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৬ ধা।

৪০৩। যে সময়ে কোন মোকদ্দমা প্রথম রুবকার হয় তখন বাদী ও প্রতিবাদী ও তাহারদিগের মোকররকরা উকীলেরা দস্তাবেজ দাখিল করিবার ও সাক্ষির ইসমনবিসী দাখিল করিবার ও মোকদ্দমার বিষয় স্পষ্ট হইবার কারণ যাহা২ জানিবার আবশ্যক হয় তাহা জানিবার কারণ প্রস্তুত থাকিবার নিমিত্তে সমস্ত আদালতের সাহেবদিগকে হুকুম আছে যে মোকদ্দমা রুবকার হওনের নিমিত্তে যে দিবস নিরূপণ হয় সেই দিবসহইতে আট দিবস পূর্ব্বে বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরে সমাচার দিবার বিষয়ে আইনের দাঁড়াসকলেতে অতিসাবধানপূর্ব্বক দৃষ্টি রাখেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১২ ধা। ১ প্র।

৪০৪। জানা কর্ত্তব্য যে আদালতের সাহেবেরা উপরের লিখিতমতে উভয় বিবাদিকে সমাচার দিবার নিমিত্তে আদালতের কাছারীর মধ্যে লোকদিগের দৃষ্টিহওনের স্থানে মোকদ্দমার নম্বর ও উভয় বিবাদী ও তাহারদিগের উকীলের নাম ও যে তারিখে আদালতের সাহেব সে মোকদ্দমা রুবকার করণের মনস্থ রাখেন সে তারিখের নিয়ম লিখিয়া এক ইশ্তিহারনামা দিলেই হইবেক ও জানা কর্ত্তব্য যে ঐ ইশ্তিহারনামা মোকদ্দমার নিরূপিত দিবসে রুবকার হয় কি তাহার পরেই বা হয় যে দিবসে রুবকার হয় সেইপর্য্যন্ত বহাল থাকিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১২ ধা। ২ প্র।

৪০৫। উপরের নিরূপিত প্রকারে সম্বাদ দেওয়া যাওনের পরে যে কোন মোকদ্দমা রুবকার হয় তাহাতে

যদি ফরিয়াদী কি আসামী আপন দলীলদস্তাবেজ ও সাক্ষির ইসমনবিসী দাখিল করিবার ও মোকদ্দমার বিষয় স্পষ্ট জানা যাইবার নিমিত্তে আদালতের সাহেবদিগের হুজুরহইতে যেং কথার অনুসন্ধান হয় তাহা জাহির করিবার নিমিত্তে প্রস্তুত না থাকে তবে তাহাতে যদি এবিষয়েতে বিলম্ব হওনের বিশিষ্ট হেতু ও মাতবর ওজর দরপেশ না করে তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহার যত টাকা জরীমানা করা উপযুক্ত হয় তাহা করেন্ কিন্তু ঐ জরীমানার টাকা এমত মোকদ্দমার নালিশের প্রথমকার রসুমের কি তাহার বদলে ইষ্টাম্প কাগজের যে রসুম এতাবতা মূল্য নিরূপণ হইয়াছে তাহার চারি হিস্যার এক হিস্যাহইতে অধিক না হয় ও পুনর্ব্বার মোকদ্দমা রুবকার হইবার নিমিত্তে যে দিবস নিরূপণ হয় সে দিবসের সম্বাদপাওনের পরে যদি ঐ ব্যক্তিহইতে পুনরায় এমত আলস্য ও শৈথিল্য হয় তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উপরের লিখিত কথার দৃষ্টে অন্য জরীমানা করেন্ কিম্বা ফরিয়াদী কি আসামীহইতে অন্য কসুর হইলে যেমতাচরণ করিয়া থাকেন্ সেই মতাচরণ করেন্ ইতি। ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১২ ধা। ৩ প্র।

৪০৬। এই সময়ে সদর আদালত আরো আদালতের কার্য্যকারকদিগকে ঐ আইনের ১২ ধারার যে কার্য্যের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে কর্ম্ম করণের আবশ্যকতা বিশেষরূপে জানাইতে উচিত বোধ করেন যেহেতুক তাহার দ্বারা আসল মোকদ্দমার নিষ্পত্তির তাগাদা হইবেক (১১৯১ নম্বরী আইনের অর্থ দেখ) এবং যে বিষয় বা বিষয়সকল সাব্যস্ত করণের আবশ্যক আছে তাহা ১০ ধারার নিরূপিত আলাহিদা রোয়দাদে লেখা গেলে পর জোবানী ও লিখিত সাক্ষ্য দাখিল করণেতে যে অনাবশ্যক ও ক্ষতিজনক বিলম্ব বারম্বার দুষ্ট হইতেছে তাহা নিবারণ হইবেক। সেই দিবসে যে তারিখে মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপণ হয় সে তারিখের এত্তেলা ১২ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে দেওনা যাইতে পারে। এবং যদি সেই দিবসে কিম্বা তৎপর কোন দিবসে উভয় বিবাদির কোন একজন আপনারদের দস্তাবেজ কি সাক্ষিদের ইসমনবিসী দাখিল করিতে প্রস্তুত না হয় এবং সেই বিলম্বের কোন উপযুক্ত ও মাতবর কারণ না দর্শায় তবে সে দণ্ড করণের অনুমতি আইনে আছে সেই দণ্ড অপরাধি ব্যক্তির করা উচিত।—১৮৪৮ সালের ১১ অক্টোবরের সরকুলর অর্ডরের ৫ দফা

৪০৭। আদালতের কার্য্যকারকেরা বিশেষরূপে অবধান করিবেন যে সে বিশেষ দস্তাবেজ বা জোবানী সাক্ষ্য উপস্থিত করা উচিত তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে তাহারদের কোন ক্ষমতা নাই। উভয় বিবাদী যে প্রমাণেতে তাহারদের বিশেষ উপকার হইবেক বুঝে সেই প্রমাণ দাখিল করিতে তাহারদের অধিকার আছে এবং আদালতের কর্ত্তব্য যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারানুসারে তাহা হেয় করিবার মাতবর কারণ না থাকিলে তাহা গ্রাহ্য করিয়া তদনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন।—১৮৪৮ সালের ১১ অক্টোবরের সরকুলর অর্ডরের ৬ দফা।

৪০৮। এক মোকদ্দমার কেবল পূর্ব্বে নিষ্পত্তিগুলা অন্যান্য মোকদ্দমার রোয়দাদের দৃষ্টে প্রধান সদর আমীন ও জিলার জজ সাহেবের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়াছিল। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উভয় নিষ্পত্তি অন্যথা করিলেন এবং মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইয়া হুকুম করিলেন যে ফরিয়াদীরদের দাওয়া সাব্যস্ত করণার্থে যে প্রমাণের আবশ্যক আছে তাহা দাখিল করিতে তাহারদিগকে হুকুম দেওয়া যায়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৩ সালের ২২ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৩০ পৃষ্ঠা।

৪০৯। দলীলদস্তাবেজ কেবল দর্শাইতে হইবেক এমত নহে কিন্তু রোয়দাদের নথীর সঙ্গে দিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তিরদের ঐ দলীলেতে কিছু ক্ষতি হইতে পারে তাহারদের তদ্বিষয়ের আপত্তি শুনিতে হইবেক।- সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ৫ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৫১ পৃষ্ঠা।

৪১০। ধার্য্য হইল যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১২ ধারা এবং ১০ ধারার নিয়মের মতাচরণ হইলে পর যদি কোন মোকদ্দমার বাদিপ্রতিবাদিদিগকে সওয়াল জওয়াব দাখিল করিবার অনুমতি দেওয়া যায় তবে ঐ আইনের ১২ ধারায় যে আট দিবসের এত্তেলা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা পুনর্ব্বার দিতে হইবেক এবং ঐ আইনের ১০ ধারাক্রমে যে সকল কার্য্যের বিবরণ লিখিবার হুকুম আছে তাহা পুনরায় লিখিতে হইবেক।—১৮৪৫ সালের ১৯ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬৫ পৃষ্ঠা।

৪১১। ধার্য্য হইল যে যে কতক দলীলদস্তাবেজ ফিরিয়া পাইবার বিষয়ের নালিশ হয় সেই দলীল দাখিল না করণের বিষয়ে জজ সাহেব ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১২ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে নালিশী আরজীর ইষ্টাম্পের মূল্যের চারি অংশের এক অংশের জরীমানা দিতে আসামীর প্রতি হুকুম করিতে পারেন না।—১৮৪১ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৭ পৃষ্ঠা।

১৯ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত।—সাক্ষিরদের জোবানবন্দী।

৪১২। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধের বিষয়ে দোষ সাব্যস্ত হওয়াপ্রযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিতহওয়া কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমার কোন শ্রেণীতে সাক্ষ্য দিবার অযোগ্য হইবেক না ইতি।—১৮৩৭ সা। ১৯ আ।

৪১৩। সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত বিধান করিয়াছেন যে কোন ব্যক্তির কুষ্ঠ রোগ হওয়াপ্রযুক্ত আদালতে সাক্ষ্য দেওনের নিষেধ নাহি।—১৮৩১ সালের ২৬ অক্টোবরের ৭২৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪১৪। যদি কোন আদালতের বিচারক কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদীর দাওয়া সাব্যস্ত করণার্থে আসামীরদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষি করিয়া তাহার জোবানবন্দী লন তবে তাহা বেদাড়া কর্ম্ম।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৩ সালের ২ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৪১ পৃষ্ঠা।

৪১৫। মৃত চতুর্থ জর্জের নবম বৎসরীয় আইনের ৭৩ অধ্যায়ানুসারে যে ব্যক্তি দেউলিয়া কুঠীর আসৈনি পদে নিযুক্ত হইলেন সেই আসৈনি যে আপীলী মোকদ্দমার জওয়াব দিলেন সেই মোকদ্দমাতে ঐ কুঠীর অংশিদের এক জনের সাক্ষ্য আপীলেতে গ্রাহ্য হইল। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ৫ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৭১ পৃষ্ঠা।

৪১৬। যে ব্যক্তি ঘুষ দিল কথিত হইল সেই ব্যক্তিকে ঐ ঘুষের বিষয়ে শপথপূর্ব্বক সাক্ষ্য দিতে হুকুম হইতে পারে না যেহেতুক ঐ ঘুষ দেওনের বিষয়ে সেই ব্যক্তি ফৌজদারী নালিশের যোগ্য হয়।—১৮৩৩ সালের ২৮ ফেব্রুআরির ৭৫৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪১৭। পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালত কহিলেন যে যদ্যপি মহাজনেরদের খাতাবহীর বিষয়ে কোন বিশেষ আইন নির্দ্দিষ্ট নাহি তথাপি আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমার প্রমাণস্বরূপ আপন২ খাতাবহী দাখিল করণের হুকুম মহাজনেরদিগকে দিতে আদালতের বহু কালাবধি ব্যবহার আছে এবং তাহারা বোধ করেন যে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে এই ব্যবহারে কোন আপত্তি নাই। অতএব পশ্চিম দেশের সদর আদালত কলিকাতার সদর আদালতের অনুমতিক্রমে কমিসানর সাহেবকে ইহা জ্ঞাত করিতে প্রস্তাব করেন যে ঐ প্রকার ব্যবহার যদি সাবধানপূর্ব্বক করিতে হয় এবং আবশ্যক না হইলে তাহা করিতে নাই তথাপি আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমার দোষগুণ সম্পূর্ণরূপে অবগত হওনের জন্যে যখন মহাজনের খাতাবহীর অন্বেষণ করণের আবশ্যক হয় তখন ঐ মহাজনেরদিগকে প্রমাণস্বরূপ আপন২ খাতাবহী দাখিল করিবার হুকুম দিতে দেওয়ানী আদালতের অবশ্য ক্ষমতা আছে।—১৮৩৩ সালের ৮ ফেব্রুআরির ৭৫৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪১৮। কোন তেজারতের কুঠীর খাতাবহীর মধ্যের লিখিত হিসাবের প্রামাণ্যের বিষয়ে সেই হিসাবের লেখক যদি সুকৃতি করে অথবা যদি অন্য কোন বিশিষ্ট কুঠীর খাতাবহীর মধ্যে সেই প্রকার নিদর্শন থাকাতে তাহার প্রামাণ্যের অনুভব হইতে পারে তবে সেই তেজারতের কুঠীর খাতা বহী কোন কর্জের মাতবর প্রমাণ বোধ হইতে পারিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৪ সালের ১ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৪১৭ পৃষ্ঠা।

৪১৯। খাতকের খাতাবহীতে আপনার কর্জের কোন অংশ দেওনের যে নিদর্শন থাকে তাহা তাহার উত্তরাধিকারী যদি সাক্ষ্যস্বরূপ দাখিল করে তবে মাতবর প্রমাণের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৮ সালের ১৫ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৪২ পৃষ্ঠা।

৪২০। সিদ্ধ বিক্রয়ক্রমে যে কতক স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর হইয়াছিল তাহার ভোগদখলের বিষয়ের এক মোকদ্দমা হইল কিন্তু আসামীরা জওয়াব দিয়া কহিল যে ঐ বিক্রয় কটকওয়ালাক্রমে হইয়াছিল। ফরিয়াদী বিক্রয়পত্র দাখিল করিতে পারিল না কিন্তু সেই বিক্রয় যে সময়ে কেবল কটকওয়ালারূপে ধার্য্য ছিল সেই সময়ের লিখিত একরারনামা আসামীরা ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিয়াছিল এবং তাহা সিদ্ধ বিক্রয়ের স্বদ্বোধ প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৮১ পৃষ্ঠা।

৪২১। আনন্দ ও বলরাম কাশীনাথের স্থানে প্রাপ্ত বিক্রয়পত্রক্রমে এক মহালের দাওয়া করে। বলরামের বিক্রয়পত্র যদ্যপি পূর্ব্বের তারিখে লেখা গিয়াছিল তথাপি তাহা অসিদ্ধ হইল। যেহেতুক আনন্দের স্থানে দলীলদস্তাবেজ থাকাতে এবং

অন্যান্য বিষয় দৃষ্টে অনুভব হইল যে এই কার্য্যে বলরাম ও কাশীনাথের চাতুরী ছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ১০ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৪১ পৃষ্ঠা।

৪২২। ধার্য্য হইল যে সামান্য ব্যক্তিদের হিসাবের বিষয়ে যেরূপ প্রমাণ দিতে হয় সেইরূপে সরকারের দফ্তরের হিসাব সকলের প্রমাণ দিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ১৪ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৭০ পৃষ্ঠা।

৪২৩। যে ক্রিয়া ফৌজদারী আদালতে সাব্যস্ত হইয়াছিল তাহা যদি দেওয়ানী মোকদ্দমার হেতু হয় তবে সেই ক্রিয়া না হওনের বিষয়ে যে প্রমাণ উপস্থিত করা যায় তাহা লইতে দেওয়ানী আদালত অস্বীকার করিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৫ সালের ১৯ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২১৬ পৃষ্ঠা।

৪২৪। ১৮১৪ সালের ১ আইনক্রমে মুরশিদাবাদে স্থিত সম্পত্তি হস্তান্তর করণার্থে কলিকাতাস্থ এক জন উকীল ইস্টাম্প-রহিত কাগজে যদি এক দানপত্র প্রস্তুত করেন এবং যদি সম্পত্তিদাতা তৎসময়ে কলিকাতায় বাস করে এবং সম্পত্তিগ্রহীতা মুরশিদাবাদে বাস করে তবে সেই দানপত্র কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না।- ১৮১৯ সালের ১ আপ্রিলের ৩১২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪২৫। যে কাগজে নিরূপিত ইস্টাম্প নাই সেই কাগজে লিখিত কোন দলীল কোন আদালতে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না অথবা দাখিল হইতে পারে না। কিন্তু যদি ফরিয়াদী অন্য কোন সাক্ষ্যের দ্বারা আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করিতে পারে তবে সেই প্রকার সাক্ষ্য লইতে আদালতের প্রতি নিষেধ নাই।—১৮১৮ সালের ৯ জুলাইর ২৯২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪২৬। যখন এমত হুকুম হয় যে কোন জামিনী খৎ শাদা কাগজে বা অনুপযুক্ত ইস্টাম্প কাগজে লিখিত হওনপ্রযুক্ত গ্রাহ্য হইতে পারে না তখন ফরিয়াদী সেই জামিন যে নিতান্ত দেওয়া গিয়াছিল ইহার অন্য প্রমাণ দিলে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে। -১৮৩৫ সালের ৭ আগস্টের ২৭০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪২৭। মৃত চতুর্থ জর্জের নবম বৎসরীয় ৭৩ অধ্যায়ের আইন অর্থাৎ মোত্রহীনেরদের উপকারার্থ আইনের ৭৯ ধারাক্রমে যে দলীল শাদা কাগজে লেখা যায় তাহা ইস্টাম্প না হইলেও কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১১৮ পৃষ্ঠা।

৪২৮। কোন দলীলে ইস্টাম্প না দেওনের যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই দণ্ডের টাকা পাওনের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব টাকার রসীদ দিলে তাহার দ্বারা সেই দলীল আইনসিদ্ধ হয় না কিন্তু সেই দলীল ইস্টাম্প হওনার্থে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক।—১৮০৫ সালের ৩ আপ্রিলের ৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪২৯। দুষ্ট হইতেছে যে ননসুটহওয়া মোকদ্দমায় ইহার পূর্ব্বে যে সাক্ষ্য দেওয়া গিয়াছিল তাহা তৎপরে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমায় গ্রাহ্য করা উচিত কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের এবং উত্তর পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালত ইহা জ্ঞাত করিতেছেন যে ননসুটহওয়া মোকদ্দমায় যে জোবানবন্দী দেওয়া গিয়াছিল তাহা মোকদ্দমার সেই কারণমূলক এবং সেই বিবাদিবদের মধ্যে তৎপরে হওয়া কোন মোকদ্দমায় সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে। কিন্তু বিচারকর্ত্তা অথবা বাদী কি প্রতিবাদী আপনং বিবেচনাক্রমে সাবেক সাক্ষিদিগকে পুনর্ব্বার জোবানবন্দী দেওনার্থে অথবা তাহারদের অতিরিক্ত অন্যান্য সাক্ষিদিগকে সশং উপস্থিত হইবার দাওয়া করিতে পারে।—১৮৪৭ সালের ১৬ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৪৩০। অধস্থ আদালতে যদি সাক্ষ্য দাখিল করিতে ত্রুটি হয় তবে ঐ ত্রুটি হওনের পূর্ব্বে যে সাক্ষ্য নথীর শামিল করা গিয়াছিল তৎক্রমে আপীলী মোকদ্দমা শুনিবার বাধা নাই। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ৯ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩১২ পৃষ্ঠা।

৪৩১। সাবেক জজ সাহেব যে সাক্ষ্য হেয় করিয়াছিলেন তৎপরে নিযুক্ত জজ সাহেব আপন বিবেচনামতে তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ৯ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩১২ পৃষ্ঠা।

৪৩২। অন্য মোকদ্দমার রোয়দাদে দৃষ্টি করা যাইতে পারে। কিন্তু আবশ্যক কাগজপত্র ও সাক্ষ্যের নকল তাহাহইতে লইয়া বিচারাধীন মোকদ্দমার নথীর শামিল করা উচিত।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ৯ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩১২ পৃষ্ঠা।

৪৩৩। সাধারণ ব্যবহারপ্রযুক্ত যে উপলব্ধি হয় কেবল তৎপ্রযুক্ত সাক্ষ্যের দোষ হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ২৬ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৪৯ পৃষ্ঠা।

৪৩৪। যদি পূর্ব্বে হওয়া মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তি কোন মহালের নীলামে খরীদারস্বরূপ স্বীকৃত হয় তবে তৎপরে ঐ বাদিপ্রতিবাদির মধ্যে মোকদ্দমা হইলে ঐ স্বীকার তাহার স্বত্বের চূড়ান্ত প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩২৩ পৃষ্ঠা।

৪৩৫। যখন সাক্ষিদের জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারে তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় তাহারা যে সাক্ষ্য দিয়াছিল তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা বেদাঁড়া। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩২৮ পৃষ্ঠা।

৪৩৬। এক দলীলদস্তাবেজের সাক্ষিরা উপস্থিত হওয়াতে অন্য ব্যক্তিদের সম্পর্কীয় মোকদ্দমায় তাহারা যে সাক্ষ্য দিল সেই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করা বেদাঁড়া।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ৬ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৪৩৭। এক জন আসামী স্বীকার করিলে তাহা অন্যান্য আসামীদের উপর যে দাওয়া সাক্ষ্যের দ্বারা সাব্যস্ত হয় সেই দাওয়াহইতে তাহারদিগকে মুক্ত করণের কোন মাতবর কারণ নহে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৪ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৩৯ পৃষ্ঠা।

৪৩৮। এক পুত্র আপনার পিতার সম্পত্তি কতক ভূমি হস্তান্তর করিয়াছিল এবং ঐ পিতা নয় বৎসরপর্য্যন্ত তাহার বিষয়ে কোন আপত্তি করিল না। অতএব তাহার পুত্রের ঐ কর্ম্মে তাহার সম্মতি ছিল এমত অনুভব করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৫৬ সালের ২৪ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১২৯ পৃষ্ঠা।

৪৩৯। যদি কোন ব্যক্তির বিষয় পঞ্চাশ বৎসরপর্য্যন্ত কিছু শুনা না যায় তবে অনুভব হয় যে সেই ব্যক্তি মরিয়াছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১২ সালের ১৭ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৪ পৃষ্ঠা।

২০ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালতে সাক্ষির বিষয়।

৪৪০। সাক্ষির তলবকরণ কি জোবানবন্দী লওনের বিষয়ে দরখাস্ত কি আরজী তাহাতে লিখিত জনেরদের সংখ্যানুসারে দলীলদস্তাবেজের মূল্যের তুল্য ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। এবং জাবেতামতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় কোন সাক্ষির নাম উপরের লিখিত মতে দরখাস্ত কি আরজীতে না লেখা গেলে সেই সাক্ষির তলব করা কি তাহার স্থানে জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক না।—১৮২৯ সা। ১০ আ। B চিহ্নিত তফসীলের ১১ ধা।

৪৪১। বুন্দেলখণ্ডের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে বাদী বা প্রতিবাদী আদালতে দরখাস্ত না করিয়া আপনং সাক্ষিদিগকে আনাইতে পারে কি না অথবা আদালতের দ্বারা যে সাক্ষির তলব হয় কিম্বা বাদী প্রতিবাদী যে সাক্ষিকে আনিতে চাহে এইরূপ উভয় প্রকার প্রত্যেক সাক্ষির বিষয়ে ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত করিতে হইবেক কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে যে ইষ্টাম্পের আইন সর্ব্বশেষে জারী হইয়াছে তাহার নিরূপিতমতে দরখাস্ত না করিলে নম্বরী মোকদ্দমার কোন সাক্ষির জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারে না।—১৮১৪ সালের ১৭ আগষ্টের ১৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৪২। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৩ ধারামতে জজ সাহেবের আদালতে মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব যে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক কেবল সেই বিষয়ে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীল মহান্তর হইয়াছে এবং সাক্ষিদের ইসমনবিসীতে পূর্ব্বের মত দলীলদস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রের তুল্য মাসুল লাগিবেক এবং তাহা ১৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। (B চিহ্নিত তফসীলের ৫ এবং ১১ প্রকরণ দেখ।)—১৮৩৭ সালের ২১ আপ্রিলের ১০৮৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৪৩। তাহাতে সাক্ষিদিগকে হাজির করিবার কারণ হুকুম করিতে হইবেক যে ফরিয়াদী অথবা আসামী কিম্বা উভয়ের উকীলেরা যে সকল সাক্ষিরদের তলবের দরখাস্ত করিয়া নাম লিখিয়া দেয় জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেব সেই সকল সাক্ষিরদের নামে সফীনা অর্থাৎ পরওয়ানা এই মজমুনে যে অমুক তোমাকে আপন মোকদ্দমার সাক্ষী মানিয়াছে অতএব তুমি অমুক দিবসে আদালতে রুজু হইয়া মোকদ্দমার বৃত্তান্ত যাহা জ্ঞাত থাকহ তাহার সাক্ষ্য দেও লিখিবেন। তাহাতে যদি কোন মুসলমান কিম্বা হিন্দুর স্ত্রীলোক সাক্ষী হয় ও

তাহাকে এ দেশের চলনমতে আদালতে আনান অকর্ত্তব্য হয় তবে তাহাকে হাজির করিবার কারণ সফীনা করিবেন না।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৬ ধা।

৪৪৪। কোন নালিশের এক পক্ষ ব্যক্তিকে বিপক্ষ যে সাক্ষিরদের নাম দিয়াছিল তাহারদিগকে দেখাইতে হুকুম করা যাইতে পারে না।—১৮৪৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭১ পৃষ্ঠা।

৪৪৫। দেওয়ানী মোকদ্দমার এক পক্ষ ব্যক্তির সরবরাহকারকে বিপক্ষের প্রস্তাবক্রমে তলব করিতে এবং সাক্ষিস্বরূপ তাহার জোবানবন্দী লইতে আইনে কোন প্রতিবন্ধক নাই। মন্তব্য কথা। উক্ত মোকদ্দমায় ঐ সরবরাহকার আদালতে নিযুক্ত মোখ্তার ছিল না কিন্তু আপনার মনিবের সম্পত্তির সরবরাহকারী কার্য্যে গোমাশ্‌তার ন্যায় নিযুক্ত ছিল।—১৮৩৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১২ পৃষ্ঠা।

৪৪৬। যদি ফরিয়াদীর অনুমতি বিনা এক জন আসামীর দরখাস্তক্রমে অন্যান্য আসামীরদিগকে খালাস করা যায় এবং তাহারদিগকে আসামীর পক্ষে সাক্ষী করা যায় তবে তাহাতে মোকদ্দমার সমস্ত কার্য্য পণ্ড হইল এবং সেই সকল কার্য্য নিবৃত্ত হইয়া ঐ মোকদ্দমা যেমতে প্রথম প্রস্তাব হইয়াছিল সেইমতে তাহার বিচার হওনার্থে তাহা ফিরিয়া পাঠান গেল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ৭ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৭৭ পৃষ্ঠা।

৪৪৭। মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেল যেহেতুক মুনসেফের আদালতে আসামীরদের মধ্যে কএক জনকে মোকদ্দমাতে সাক্ষি করা গেল। যখন প্রবঞ্চনাপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তিরদিগকে আসামী করা যায় তখন যে বিষয় কর্ত্তব্য তাহা পশ্চাতে লেখা আছে [এই অধ্যায়ের ১০০ নম্বরী বিধান দেখ।] - সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১১ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৮০ পৃষ্ঠা।

৪৪৮। সদর দেওয়ানী আদালত জানাইতেছেন যে গবর্ণমেণ্টের হুকুমানুসারে আদালতে যে সকল সাক্ষির তলব হয় তাহারদের খোরাকীর পয়সা দিতে হইবেক না। - ১৮১৭ সালের ৩১ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৪৪৯। যদি কোন সাক্ষী সফীনা পাইয়া অবধারিত দিবসে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে না চাহে অথবা এই ধারার পশ্চাৎ যে হুকুমের প্রস্তাব হয় তদনুসারে আপন জোবানবন্দীতে স্বাক্ষর না করে ও জজ সাহেবের নিকটে সুকৃতিক্রমে প্রমাণ হয় যে সেই সাক্ষির কথা শুনিবার আবশ্যক আছে তবে আদালতের নাজিরকে হুকুম দিবেন যে সেই গরহাজির সাক্ষিকে ধরিয়া আদালতে হাজির করে এবং জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে এই সকল প্রকারে কিছু দণ্ড লইতে হইলে তাহা সিক্কা ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত হুকুম সেই সাক্ষির প্রতি করিয়া যাবৎ সাক্ষ্য না দেয় কিম্বা জোবানবন্দীতে দস্তখৎ না করে তাবৎ তাহাকে কয়েদ রাখেন্।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৬ ধা।

৪৫০। উপরের লিখিত ধারামতে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা সাক্ষিদিগের উপর তলবচিঠী হইলে তাহারা তাহা পাওনের পরে হাজির না হইলে কি হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে না চাহিলে কিম্বা আপনং জোবানবন্দীতে দস্তখৎ না করিলে তাহারদিগকে শক্ত কয়েদ করণ ও পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা করণের বিষয়ে যে ক্ষমতা রাখেন সেই ক্ষমতা জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব লোকের ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হইবেক কিন্তু যে সকল সাক্ষিরা হাজির হইয়া দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমাতে সাক্ষ্য দিতে না চাহে তাহারদিগকে প্রথমতঃ কেবল কয়েদ রাখা যাইবেক ও আট প্রহরের কম না হয় এমত কাল গতে জজ সাহেব উচিত জানিলে পুনরায় তলব করিবেন তখনো যদি সাক্ষ্য দিতে না চাহে তবে তাহার আহওয়াল বুঝিয়া উপরের নিরূপিত সংখ্যাহইতে অধিক না হয় এমত জরীমানার হুকুম তাহার উপর করিবেন ও জরীমানা যাবৎ দাখিল না করে তাবৎ দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ রাখাইবেন কিম্বা জরীমানার বদলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারার নিরূপিত মিয়াদে কয়েদ রাখাইবেন অথবা সাক্ষ্য দেওনের অপেক্ষায় মোকদ্দমা মুলতবী থাকিলে যাবৎ সাক্ষ্য দিতে না চাহে তাবৎ কয়েদ রাখাইবেন ও পরে কয়েদহইতে খালাসী পাইবেক ও জরীমানা মাফ হইবেক ইতি।—১৮০৩ সা। ৫০ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৪৫১। সাক্ষিরা শপথপ্রভৃতি করিতে অস্বীকার করিলে যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার পরিবর্ত্তে আদালত যে কয়েদের হুকুম করিতে পারেন তাহার কোন মিয়াদ নিরূপণ নাহি। আদালতের কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক গতিকের বিশেষ বিষয় দৃষ্টে আপনার বিবেচনানুসারে কার্য্য করেন। যে সাক্ষির শপথ না করণের বিষয়ে জরীমানা হয় যদি সেই সাক্ষী ঐ জরীমানার টাকা দেয় এবং যে মোকদ্দমাতে তাহার ঐ সাক্ষ্যের আবশ্যক ছিল যদি সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তবে

সেই সাক্ষী খালাস হইবেক কিন্তু সেই ব্যক্তি জরীমানা দেউক বা না দেউক যদি মোকদ্দমা সেই সময়ে উপস্থিত থাকে তবে যাবৎ হুকুম মত শপথপূর্ব্বক সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে তাবৎ সেই ব্যক্তি কয়েদ থাকিবেক।—১৮১২ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের ১১০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৫২। যদি কোন সাক্ষির শপথ না করণের নিমিত্তে জরীমানা হয় এবং যদি সেই ব্যক্তি সেই জরীমানা দেয় তবে যে জজ সাহেব জরীমানা করিয়াছিলেন তিনি যদি আপনার পূর্ব্বের মত অন্যথা করিয়া ঐ আসামীকে শপথহইতে মুক্ত হওনের যোগ্য ব্যক্তি বোধ না করেন তবে সেই ব্যক্তি জরীমানার টাকা দিলে পরও সুকুতিক্রমে সাক্ষ্য দিবার অনুমতি পাইতে পারে না। যদি জজ সাহেব তাহাকে শপথহইতে মুক্তহওনের যোগ্য বোধ করেন তবে সেই জরীমানা ক্ষমা হইতে পারে এবং সাক্ষিকে হলফনামাক্রমে সাক্ষ্য দিবার অনুমতি হইতে পারে।—১৮১২ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের ১১০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৫৩। কলিকাতার দাবেরসাবেরী আদালতের জিজ্ঞাসা করাতে সদর নিজামৎ আদালত উক্ত ধারার অর্থ স্পষ্ট করিয়া ইহা জানাইলেন যে সাক্ষী সফীনা পাইয়া যদি হাজির না হয় তবে সেই সাক্ষির সাক্ষ্য লওনের আবশ্যক আছে কি না এই বিষয়ের প্রমাণ সুকুতিক্রমে দিতে হইবেক এবং কেবল ফরিয়াদীর সুকুতির প্রমাণ গ্রাহ্য হইবেক না। কিন্তু যদি সাক্ষী হাজির হইয়া সাক্ষ্য না দেয় অথবা জোবানবন্দীতে দস্তখৎ না করে তবে সেই সাক্ষির সাক্ষ্য লওনের আবশ্যক এই বিষয়ে কোন নূতন প্রমাণের প্রয়োজন নাই।—১৮১৪ সালের ১৯ মের ১৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৫৪। আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া কলিকাতাস্থ সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে নম্বরী মোকদ্দমার ফরিয়াদী যে সাক্ষিরদের তলবের দরখাস্ত করিয়াছিল তাহারা সফীনা পাইয়া যদি হাজির না হয় তবে জজ সাহেবের উচিত যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারার ভাবানুসারে ঐ মোকদ্দমাতে সেই সাক্ষির সাক্ষ্য লওনের আবশ্যক আছে এই বিষয়ে জজ সাহেবের মনঃপ্রত্যয় হইবার নিমিত্তে ফরিয়াদীর উকীলকে হুকুম দেন যে তিনি সুকুতিপূর্ব্বক ইহা সাব্যস্ত করেন এবং যাবৎ ফরিয়াদীকে উক্তমতে কার্য্য করিতে স্পষ্টরূপে হুকুম না দেন তাবৎ ঐ মোকদ্দমা নথীহইতে উঠাইয়া দেওয়া অনুচিত।—১৮৩৮ সালের ২৬ জানুআরির ১১২৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৫৫। সদর দেওয়ানী আদালত নিয়ম করিলেন যে সাক্ষির গরহাজিরীপ্রযুক্ত অধস্ত আদালত কোন মোকদ্দমা ত্রুটি-প্রযুক্ত ডিসমিস করণের হুকুম দেওনের পূর্ব্বে জিলার জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ গরহাজির সাক্ষী ঐ মোকদ্দমায় সাক্ষ্য না দিলে নয় ইহার হুদ্বোধ প্রমাণ শপথপূর্ব্বক লন।—১৮৪০ সালের ১১ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৭ পৃষ্ঠা।

৪৫৬। হস্তির উপর সাক্ষির গমন সময়ে যদি সফীনা তাহাকে দর্শান যায় তবে তাহা তাহার নিজের উপর ও প্রকৃতমতে জারী হইয়াছে বোধ হইবেক।—১৮৪৬ সালের ৩ নবেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮৭ পৃষ্ঠা।

৪৫৭। যদি কোন ব্যক্তির সাক্ষিস্বরূপ আদালতে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক কিন্তু তাহার নামে সফীনা জারী হয় নাই তবে তাহার বিষয়ে জরীমানা করণের বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারার বিধান খাটে না। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ৭ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১৮৭ পৃষ্ঠা।

৪৫৮। যদি সফীনা সাক্ষির উপর জারী না হয় তবে তাহার জরীমানা হইতে পারে না অথবা তাহাকে গ্রেফ্তার করণার্থে পরওয়ানা বাহির হইতে পারে না। ১৮১৪ সালের ২৭ জুলাইর ১৭২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৫৯। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে যে সাক্ষির উপর সফীনা জারী না হইয়া থাকে সেই সাক্ষির জরীমানা করা যাইতে পারে কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে যে ব্যক্তিকে সাক্ষির ন্যায় হাজির করাইবার আবশ্যক আছে কিন্তু সফীনা তাহার উপর জারী হয় নাই তাহার বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারার বিধি খাটে না।—১৮২৭ সালের ৭ ডিসেম্বরের ৪৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৬০। সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে যদি কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য দেওনার্থে তলব হয় এবং যদি সেই ব্যক্তি এই ওজর করে যে স্বয়ং আদালতে হাজির হইলে আমার অপমান হইবেক তবে সেই ওজর অগ্রাহ্য।—১৮৪১ সালের ২ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩০ পৃষ্ঠা।

৪৬১। যদি সাক্ষী দেখা না দেওয়াতে দেওয়ানী আদালতের সফীনা তাহার উপর জারী হইতে পারে না এবং যদি পেয়াদার তাহার বাটীতে সেই সফীনা লইয়া যাওনের বিষয়ে এবং জারী করণের যথোচিত উদ্যোগ করণের বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকে তবে সেই প্রকার সাক্ষির উপর দস্তক বাহির হইতে ও তাহার জরীমানা হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে যে সাক্ষির উপর সফীনা নিতান্ত জারী না হইয়া থাকে সেই সাক্ষির নামে দস্তক বাহির হইতে পারে না এবং তাহার জরীমানা হইতে পারে না।—১৮২৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের ৪৮৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৬২। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে সাক্ষির উপর যদি সফীনা জারী হয় এবং সে ব্যক্তি হাজির না হয় এবং তৎপরে তাহার নামে দস্তক বাহির হয় এবং সে আপনাকে দেখা না দেওয়াতে দস্তক জারী হইতে না পারে তবে তাহার বিষয়ে কি কর্ত্তব্য। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এমত গতিকে যাহা কর্ত্তব্য তাহা ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারায় লেখা আছে অর্থাৎ ৫০০৲ টাকার অনধিক তাহার জরীমানা করিতে হইবেক।—১৮২৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের ৪৮৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৬৩। তুমি যে কাগজ পাঠাইয়াছে তাহার দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে গঙ্গারামের উপর সফীনা জারী হইয়াছিল কিন্তু সফীনা পাইয়া যে একরার লিখিয়া দিয়াছিল তদনুসারে সে হাজির হয় নাই তাহাতে সদর আদালত জানাইতেছেন যে ঐরূপ কসুর করাতে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারার বিধির অনুসারে সে ব্যক্তি গ্রেফ্তার হওনের এবং ৫০০৲ টাকার অনধিক জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেক। ঐ সাক্ষিকে গ্রেফ্তার করিতে যে দস্তক বাহির হইয়াছিল তাহাও সে না দেখ দেওয়াতে জারী হইতে পারিল না অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে তাহাকে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হাজির হইতে এক ইশ্তিহার দেওয়া উচিত এবং ইশ্তিহারনামার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে যদি সে ব্যক্তি হাজির না হয় তবে ৫০০৲ টাকার অনধিক যত টাকা তোমার উচিত বোধ হয় তত টাকা জরীমানা করিবা এবং তাহার সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা সেই জরীমানার টাকা উসুল করিবা।—১৮১৪ সালের ২৭ জুলাইর ১৭১ নম্বরী আইনের অর্থ।

[যদ্যপি আইনের মধ্যে ঐরূপ ইশ্তিহার দেওনের হুকুম নাহি তথাপি সদর দেওয়ানী আদালত বোধ করেন যে সাক্ষির কোন প্রকার গুজর না থাকে এই নিমিত্তে জরীমানা করিবার পূর্ব্বে ইশ্তিহার দিলে ভাল হয়।]

৪৬৪। তুমি সদর দেওয়ানী আদালতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে যদি মহাজনের খাতাবহী দেখাইবার আবশ্যক হয় তবে আদালত সেই খাতা মহাজনকে আনাইতে হুকুম করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত জানাইলেন যে ঐ প্রকার কাগজপত্র কোন সাক্ষির নিকটে আছে ইহা নিশ্চয় জানা গেলে অথবা ইহার অতিদৃঢ় অনুভব হইলে এবং সেই কাগজপত্র দাখিল করিতে ঐ সাক্ষিকে হুকুমদেওনের আবশ্যক হইলে যদি সেই ব্যক্তি ঐ কাগজপত্র তলবহওনের পর তাহা দাখিল করিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করে এবং তাহা দাখিল না করণের কোন বিশিষ্ট কারণ না দিতে পারে তবে সাক্ষিরদিগকে সাক্ষ্য দেওয়াইবার বিষয়ে ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৭ ধারা এবং ৮ আইনের ২৫ ধারায় যে বিধি আছে তাহার ভাবানুসারে ঐ ব্যক্তির প্রতিকূলে কার্য্য হইতে পারে অর্থাৎ তাহার ৫০০৲ টাকার অনূর্দ্ধ জরীমানা হইতে পারে এবং যাবৎ ঐ তলবহওয়া হিসাবের খাতা দাখিল করিতে করুল না করে তাবৎ সে কয়েদ থাকিবেক।—১৮১৭ সালের ১৬ মার্চের ১৭০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৬৫। যদি কোন সাক্ষী সফীনার মতে আদালতে হাজির হইয়া সে কারণে খরচান্ত হয় তবে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার সাক্ষ্য লওয়া যায় কিম্বা না যায় তাহার খরচের কারণ যাহা দেওযান উচিত জানেন্ তাহা যে লোক তাহাকে সাক্ষী মানিয়া তলব করাইয়া থাকে তাহার স্থানহইতে দেওয়ান্। তাহাতে যদি সেই খরচের টাকা শীঘ্র না দেয় কিম্বা তাহা সেই সাক্ষী পায় এমত নিতান্ত মনঃপ্রত্যয় জজ সাহেবের না হয় তবে যাহার দরখাস্তে সেই সাক্ষিকে যে তারিখে হাজির করা গিয়া থাকে সেই তারিখহইতে সেই সাক্ষির স্থানে প্রমাণজনক কথা পাইতে নিরাশ হইবেক বরং জজ সাহেব সেই মোকদ্দমার ডিক্রীর হুকুম দিয়া পরে যে ব্যক্তি সেই সাক্ষিকে তলব করাইয়া থাকে সে যাবৎ সেই খরচের টাকা সেই সাক্ষিকে না দেয় তাবৎ তাহাকে কয়েদ রাখিবেন।— ১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৬ ধা।

৪৬৬। বিদেশীয় রাজার কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে সাক্ষ্য দেওনার্থে তলব হইতে পারে না।—১৮৪৪ সালের ২৬ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫৭ পৃষ্ঠা।

৪৬৭। নিমক মহালের আমলা কি এলাকাদারদিগের কেহ কোন মোকদ্দমার আসামী হইলে নিমক্ পোখ্তানীর সময়ের মধ্যে তাহার তলবে চিঠী যেমতে জারী করিতে হয় তাহারদিগের কাহারু নামে কোন মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিবার কারণ সফীনা সে সময়ে জারী করিতে হইলেও তাহা সেই মতেই জারী করা যাইবেক ও যদি সে কারণে সে কালে তাহারদিগের কাহাকেও আদালতে তলবকরণ আবশ্যক হয় তবে জজ সাহেব তলব করিয়া যত ত্বরাতে পারেন তাহার জোবানবন্দী করিয়া লইয়া অব্যাজে বিদায় করিবেন এইহেতুক যে সে লোক নিমকের কর্ম্মে ছাড়া হইয়া যত কম হইতে পারে তাহার অধিক কাল না থাকে ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ৮ প্র।

৪৬৮। দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ প্রকরণের

লিখিত হুকুমসত্ত্বেও আদালতের কর্ম্ম চলিবার নিমিত্তে নিমক মহালের মোতালক কোন এদেশী আমলা কিম্বা অন্য এলাকাদারকে কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা সাক্ষিক্রমে নিমকপোখ্তানীর কালের মধ্যেও আপনারদিগের নিকটে তলবকরণ আবশ্যক ও উপযুক্ত হইলে তাহা করিতে এবং অন্য২ লোকের উপর এমত বিষয়ে যে মতে হুকুম জারী করেন সেই মতেই তাহার উপর হুকুম জারী করিতে পারেন কিন্তু যদি দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবেরা ঐ সকল হুকুমের ব্যতিক্রমে এমত কার্য্য করেন তবে যে কারণে করেন তাহার বেওরা তাঁহারদিগের রুবকারীর বহীতে লেখাইবেন ও এই প্রকরণের লিখনক্রমে অত্যাবশ্যকজন্য যে২ তলবচিঠী ও দস্তক জারী করিতে হয় তাহাতে আবশ্যকতার প্রস্তাব লেখাইবেন যে এই প্রকরণের হুকুমমাফিক জজ ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের ক্ষমতা আবশ্যকতাজন্য যে আছে তদনুসারে ইহাতে তলবের হুকুম লেখা গেল কিন্তু জজ ও ফৌজদারীর সাহেবেরা আবশ্যক হওন বিনা কদাচ ঐ ক্ষমতানুসারে আচরণ না করেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ৯ প্র।

৪৬৯। জানান যাইতেছে যে নিমকের পোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবদিগের তাবেতে নিমকপোখ্তানীর কর্ম্মে মোতালক থাকা লোকদিগের বিষয়ে বিশেষ কোন২ প্রকারেতে জজ সাহেব লোক ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে এই আইনের ২১ ধারার ৯ প্রকরণের অনুসারে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতা ঐ সাহেবদিগকে নিমকচৌকীর মোতালক লোকদিগের বিষয়েও দেওয়া গেল ইতি। ১৮১৯ সা। ১০ আ। ২৮ ধা।

২১ ধারা।

শপথ।

৪৭০। যেহেতুক হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তিরদের গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া অথবা কোরাণের দ্বারা অথবা তাহারদের ধর্ম্ম ও ইষ্টের বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রকারে শপথ করিতে হওনপ্রযুক্ত যথার্থ বিচারের ব্যাঘাত এবং অন্য২ ক্লেশ হইতেছে। একারণ হুকুম হইল যে নীচের লিখিত নির্দ্দিষ্ট বিষয়ব্যতিরিক্ত এক্ষণে আইনক্রমে যে শপথ বা সুকৃতি করিতে অনুমতি বা হুকুম আছে তাহার পরিবর্ত্তে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি নীচের লিখিতমতে প্রতিজ্ঞা করিবেক।

আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া সর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এক্ষণে যাহা কহিব তাহা সত্য ও সম্পূর্ণ সত্য হইবেক এবং সত্যভিন্ন হইবেক না ইতি। ১৮৪০ সা। ৫ আ। ১ ধা।

৪৭১। এবং হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে এইরূপ প্রতিজ্ঞাকারি কোন ব্যক্তি যদি জানিয়াশুনিয়া এমত কোন বিষয় বা ব্যাপারে মিথ্যা কহে যে এ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে তাহাতে শপথ করিলে মিথ্যা শপথের তুল্য হইত তবে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে মিথ্যা শপথ সাব্যস্তহওয়া ব্যক্তিরদের যে শাস্তি হইত ঐ অপরাধির সেই শাস্তি সমস্ত আদালতে হইবেক ইতি। ১৮৪০ সা। ৫ আ। ২ ধা।

৪৭২। আরো হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধ অন্যকে করায় বা করিতে প্রবৃত্তি জন্মায় তবে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি জন্মাওনের অপরাধ সাব্যস্তহওয়া ব্যক্তিরদের যে শাস্তি হইত তাহার সেই শাস্তি সমস্ত আদালতে হইবেক ইতি। ১৮৪০ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

৪৭৩। ১৮৪০ সালের ৫ আইনের বিধি দৃষ্টে যে প্রতিজ্ঞা সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান সাক্ষিরদের করিবার হুকুম হইয়াছে তাহার নীচের লিখিত উর্দ্দু ও বাঙ্গলা ভাষার তরজমা তোমার নিকটে পাঠাইতে আমি হুকুম পাইয়াছি এবং যেপর্য্যন্ত ঐ আইনের বিধির কার্য্য সিদ্ধ করণবিষয়ে তোমার নিকটে পুনশ্চ কোন আজ্ঞা না পাঠান যায় সেইপর্য্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা লইয়া ব্যবহার করিবা।—১৮৪০ সালের ৩ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

میں ایمان سی خدای تعالی کی حضور میں اقرار کرتا ہون کہ اس مقدمہ میں میں سچ کہونگا
بالکل جو جانتا ہون سچ کہونگا اور سیوای سچ کی کچھ نہیں

مین دھرم سی پرمیشرکی حضور مین اقرار کرتا ہون کہ اس مقدمہ مین مین سچ کہونگا بلکل
جو جانتا ہون سچ کہونگا اور سیوای سچ کی کچھ نہین

আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এক্ষণে যাহা কহিব তাহা সত্য ও সম্পূর্ণ সত্য হইবেক এবং সত্যভিন্ন হইবেক না ইতি।

৪৭৪। যদি মুসলমানেরদের বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষায় তরজমাকরা প্রতিজ্ঞার ব্যবহার করিতে হয় তবে পরমেশ্বরকে যে-রূপে ঐ তরজমাতে লেখা গিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে মুসলমানেরদের মধ্যে পরমেশ্বরের যে নাম আছে তাহা লিখিতে হইবেক। —১৮৪০ সালের ৩ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৪৭৫। সাক্ষির কোন প্রতিজ্ঞাতে আপনার নাম সহী করণের আবশ্যক নাহি কিন্তু জোবানবন্দী দেওনের পূর্ব্বে আদালতের মধ্যে ঐ প্রতিজ্ঞা সে ব্যক্তি আপনি পাঠ করিবেক অথবা তাহার নিকটে পাঠ করা যাইবেক এবং তদনুসারে সে আপনিও আওড়াইবেক এবং তাহার লিখিত জোবানবন্দীর শিরোভাগে এইমত লিখিতে হইবেক যে ১৮৪০ সালের ৫ আইনের বিধির অনুসারে সে ব্যক্তি শপথ করিয়াছে।—১৮৪০ সালের ৩ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৪৭৬। এই আইন সকল লোকের জ্ঞাতসার না হওয়াপর্য্যন্ত যাহারা তোমার আদালতে সাক্ষ্য দিবেক তাহারদিগকে ২ ধারার বিধান অতিস্পষ্টরূপে বুঝাইতে হইবেক।—১৮৪০ সালের ৩ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৪৭৭। মোকদ্দমার উভয় পক্ষের সম্মতি না হইলে ফরিয়াদীর শপথের দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণের ব্যবহার গ্রাহ্য হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ২ ডিসেম্বরের নমুরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৩০৫ পৃষ্ঠা।

২২ ধারা।

জিলার আদালতে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওন।

৪৭৮। যদি সাক্ষী এ দেশস্থ হয় তবে পারসী কিম্বা বাঙ্গলা অথবা খোট্টা ভাষায় সাক্ষ্য দেয় ও এই সকল ভাষার মধ্যের যে ভাষায় তাহার কথাও মঞ্জুর হয় সেই ভাষাতেই তাহার কথা লেখা যায় ও সেই সাক্ষী জোবানবন্দীতে আপন নাম স্বাক্ষর কিম্বা আপন নিশানী সহী করে। —১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৬ ধা।

৪৭৯। কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে ইউরোপীয় সাহেবেরদের জোবানবন্দী ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিতে হইবেক এবং প্রধান আসিস্টাণ্ট তাহার পারসী ভাষায় তরজমা করিয়া ঐ ইঙ্গরেজী জোবানবন্দীর সঙ্গে রাখিবেন।—১৮৩৬ সালের ১২ আগষ্টের ১০৩৫ নমুরী আইনের অর্থ।

৪৮০। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে সকল দেওয়ানীর কার্য্যকারকের সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লিখিতে হইলে তাঁহারা নিম্নত পশ্চাৎ লিখিত বিধানানুসারে কর্ম্ম করেন ঐ বিধান গত বৎসরের দেওয়ানী কার্য্য নির্ব্বাহের বিষয়ি গোরক্ষপুরের জজ সাহেবের রিপোর্টের ২১ দফা। এই বিষয়ে আমার এইং কারণে মনোযোগ হইয়াছে প্রথমতঃ দেখিলাম যে মুনসেফের আদালতে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লিখিবার একি প্রকার নিয়ম নাই দ্বিতীয়তঃ পরাজিত ফরিয়াদী অনায়াসে বিচারের এই কলঙ্ক করিতে পারে যে অধস্থ আদালতের জোবানবন্দীর বিষয়ে কারসাজী হইয়াছে এবং ঐ জোবানবন্দীর রোয়দাদ দৃষ্টে ঐ কলঙ্ক দূর হয় না। আমার বোধ আছে যে কখনং জোবানবন্দী হুদ্দ করিয়া লেখা যায় এবং তাহার পর দুরস্ত করিয়া নকল হয়। এবং আমার দৃষ্ট হইয়াছে যে এদেশীয় বিচারকেরা কখনং সাক্ষ্যের বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়া কোনং দাওয়া বিবেচনা না করিয়া ডিসমিস করিয়াছেন কিন্তু ঐ জোবানবন্দী অতিসূক্ষ্মরূপে পাঠ করিয়াও তাহাতে আমি কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাইলাম না। ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি হুকুম দিলাম যে প্রত্যেক আদালতে সকল সাক্ষির জোবানবন্দী পৃথক্‌মতে দুই শ্রেণী করিয়া অর্থাৎ এক শ্রেণীতে সওয়াল অন্য শ্রেণীতে জওয়াব আর লেখা না যায় কিন্তু সদর নিজামৎ আদালতের ১৮৩০ সালের ১১ জুলাই তারিখের ৫৪ নমুরী সরক্যুলর অর্ডরের শেষের লিখিত নির্দ্দেশানুসারে ব্যবধান না দিয়া লেখা যায় এবং সাক্ষিরদের জিজ্ঞাসাবাদ ক্রমিক হয় অর্থাৎ প্রথম যে ব্যক্তির তলবে তাহারা হাজির হইয়াছে তাহার কিম্বা তাহার উকীলের সওয়াল তৎপরে প্রতিবাদির সওয়াল এবং শেষে এদেশীয় বিচারকের সও-

য়াল এবং সমুদয় সওয়াল একাদিক্রমে নম্বর হয় এবং যদ্যপি দৈবাৎ বা কোন কারণান্তরে ঐ জোবানবন্দীর সাফ নকল করণের আবশ্যক হয় তবে আসল জোবানবন্দীতে তদ্রূপ স্বাক্ষর হইয়া তাহা নথীর শামিল করা যায়। অতএব অতি মনোযোগ ও সাবধানরূপে জোবানবন্দী লওয়া গিয়াছে কি না ইহা আমি এইমত নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারি এবং এদেশীয় বিচারকের-দের নিজ সওয়ালের দ্বারা ও তাহা দৃষ্ট হয়। যখন তাঁহারা কোন বৈলক্ষণ্যের বিষয় লেখেন তখন তাহার যে সওয়ালে সেইরূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল তাহার নম্বর লিখিলে হইবেক।—১৮৪৬ সালের ১৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৪৮১। জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি অবকাশ না থাকনপ্রযুক্ত কোন সাক্ষির জোবানবন্দী নিজে করিয়া লইতে না পারেন তবে সে সাক্ষির জোবানবন্দী করিয়া লইতে আপনং আদালতের নিযোজিত রেজিষ্টর সাহেব কি আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগকে কিম্বা এদেশীয় প্রধান কোন আমলাকে হুকুম করেন কিন্তু কর্ত্তব্য যে ঐ জোবানবন্দী আদালতের কাছারীর মধ্যে দরবারের সময় ফরিযাদী ও আসামীর কি তাহার-দিগের উকীলদিগের সাক্ষাৎ করিয়া লওয়া যায় ও এ প্রকারেতে হওয়া প্রত্যেক সাক্ষির জোবানবন্দীর প্রত্যেক ফর্দ্দেতে ফরিযাদী ও আসামী কি তাহারদিগের উকীলেরা তাহা তাহারদিগের সাক্ষাৎ হইযাছে ইহা প্রমাণ হই-বার নিমিত্তে আপনং দস্তখৎ করিবেক ও যদি জোবানবন্দী হওনের সময়ে তাহাতে কোন প্রকারে তকরার কি আপত্তি উপস্থিত হয় তবে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে যত শীঘ্র হইতে পারে তাহার তজবীজ করিয়া সে বিষয়েতে যে হুকুম দেওযা উচিত বুঝেন্ তাহা দেন ইতি। ১৮১৪ সা। ২৪ আ। ১১ ধা। ১ প্র।

৪৮২। আদালতের সাহেবেরা লিখিতে আদেশ করিয়াছেন যে আবশ্যক গতিকে এবং ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ১১ ধারার বিশেষ হুকুমানুসারে এদেশীয় আমলারদিগকে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে নিযুক্তকরণের যে ক্ষমতা দেওয়া গি-যাছে তদনুসারে না করিয়া যদি জজ ও রেজিষ্টর সাহেবেরা সাধ্যমতে আপনারাই সাক্ষিবদের জোবানবন্দী লন্ তবে জিলা ও শহরের জজ ও রেজিষ্টর সাহেবেরদের আদালতে দেওযানী মোকদ্দমার যথার্থরূপে বিচারে অত্যন্ত উপকার হইতে পারে এবং সাক্ষিবদের অনর্থক অধিক জোবানবন্দী লওযার নিবারণ হইতে পারে। -১৮১৭ সালের ৭ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফা।

৪৮৩। জিলা ও শহরের জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের কর্ম্ম বাহুল্যপ্রযুক্ত আপনং আদালতে যে ভূরি২ সাক্ষির জোবানবন্দী লইতে হয় তাহার প্রত্যেক জনকে আপনারাই জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন না ইহা সদর আদালতের সাহেবেরা সুজ্ঞাত আছেন। কিন্তু এমত স্থলে ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ১১ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত বিধির অতিমনোযোগপূর্ব্বক মতাচরণ করিবেন এবং তদতিরিক্ত ঐ সাক্ষিবদিগকে জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্তে যে আসিষ্টাণ্ট বা এদেশীয় আমলা নিযুক্ত হন তাহা কোন্ বিষয় বা বিষয়সকলেতে সাক্ষ্য লইতে হইবেক তাহা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারাক্রমে তাঁহাকে এক কবকারীর দ্বারা স্পষ্টরূপে জানাইবেন এবং তাঁহাকে আদেশ করিবেন যে উভয় বিবাদী বা তাহারদের উকীলদিগকে অন্য কোন বিষয় সাক্ষিরদের স্থানে জিজ্ঞাসা করিতে অনুমতি না দেন। কিন্তু জিলা ও শহরের জজ এবং রেজিষ্টর সাহেবেরদের সম্মুখে উপস্থিতহওযা দেওযানী মোকদ্দমার সাক্ষিদিগকে যে জজ অথবা রেজিষ্টর সাহেবের উপর মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের এবং মোকদ্দমার বিষয়ি দোষগুণ নিশ্চয় করণের ভার থাকে তিনি যথাসাধ্য স্বয়ং জোবানীতে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইহা স্পষ্টত আইনের অভিপ্রায় এবং যথার্থ বিচার সিদ্ধ করণের নিমিত্তে অতিবাঞ্ছনীয়। অতএব যখন আবশ্যকতা-প্রযুক্ত জজ অথবা রেজিষ্টর সাহেব স্বয়ং সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে না পারেন এবং তাহারদের জোবানবন্দী লইতে কোন আসিষ্টাণ্ট বা এ দেশীয় আমলাকে নিযুক্ত করিতে হয় তখন যে কবকারীতে ঐরূপ জোবানবন্দী লওনের হুকুম দেওয়া যায় তাহাতে প্রত্যেক গতিকে ঐ বিশেষ কারণ লিখিয়া রাখিতে হইবেক।—১৮১৭ সালের ৭ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফা।

৪৮৪। তুমি সাধারণ বিধির ন্যায় ইহা সর্ব্বত্র জ্ঞাপন করিবা যে বেদাঁড়ার দায় কোন্ ব্যক্তির উপর পড়িবেক ইহা বোধ হইবার নিমিত্তে যখন এদেশীয় কোন আমলা জোবানবন্দী লন তখন ঐ জোবানবন্দী যে তাঁহার সম্মুখে লওয়া গিয়াছিল ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি তাহাতে দস্তখৎ করিবেন।—১৮২২ সালের ২৫ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৪৮৫। আরো ইহা তোমাকে জ্ঞাত করিতে আমি আজ্ঞা পাইযাছি যে কোন মোকদ্দমার বিচারকারক জজ সাহেব কোন বিশেষ বিষয়ে কোন সাক্ষ্য অনুপযোগি বোধে হেয় করণের পূর্ব্বে যদ্যপি এমত বিবেচনা করিতেন যে ঐ সাক্ষ্য যদ্যপি আ-মার নিজ শুদ্ধাবোধের নিমিত্তে আবশ্যক বোধ না হয় তথাপি যে জজ সাহেবের সমক্ষে ঐ মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে তাঁহার ঐ সাক্ষ্য আবশ্যক বোধ করণের সম্ভাবনা থাকিতে পারে তবে যথার্থ বিচারের অভিপ্রায়ের সাহায্য হইত সদর আ-দালতের সাহেবেরদের এমত বিবেচনা হইতেছে।—১৮২২ সালের ২৫ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৪৮৬। যদি হিন্দু কিম্বা মুসলমানের কোন স্ত্রীলোক সাক্ষী হয় ও জাতি ও মর্য্যাদাক্রমে তাহাকে আদালতে হাজির করাণ এদেশের চলনমতে অকর্ত্তব্য হয় তবে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজ সাহেবের শক্তি আছে যে তিন জন স্ত্রীলোককে আমীন সনদানুসারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহারদিগকে এইমতে দিব্য করাইয়া যে আমরা এই কার্য্য প্রকৃতপ্রস্তাবে করিব নিযুক্তা করিবেন সেই তিন জন স্ত্রী যে স্ত্রীলোক সাক্ষী থাকে তাহার নিকটে গিয়া জজ সাহেবের বিবেচনাক্রমে তাহার ধর্ম্ম ও জাত্যনুসারে দিব্য করাইয়া অথবা কেবল একরারনামায় দস্তখৎ করাইয়া উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদিগের উকীলেরা যে সকল সওয়ালের ফর্দ্দ তাহারদিগেরে দেয় তদনুসারে সেই স্ত্রীলোক সাক্ষির জোবানবন্দী করাইয়া আনে।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৬ ধা।

২৩ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত।—অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওন।

৪৮৭। ইহাতে হুকুম হইল যে অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনবিষয়ক কোন রাজধানীর সমস্ত আইন এবং আইনের ভাগ ইহার দ্বারা রদ হইল ইতি।—১৮৪১ সা। ৭ আ। ১ ধা।

৪৮৮। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের অন্তঃপাতি দেশের কোন আদালত এবং ঐ আদালতের প্রত্যেক জজ ঐ আদালতে উপস্থিত সকল দেওয়ানী কার্য্যে ঐ কার্য্যসম্পর্কীয় কোন পক্ষের দরখাস্তক্রমে ঐ আদালতের কোন কার্য্যকারকের অথবা হুকুমে নির্দ্দিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সমক্ষে ঐ কার্য্য যে আদালতে উপস্থিত থাকে সেই আদালতের এলাকার মধ্যে কোন সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দী লিখিত জিজ্ঞাসার দ্বারা অথবা প্রকারান্তরে লইতে হুকুম দিতে পারেন অথবা লিখিত জিজ্ঞাসার দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে ঐ সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লইবার নিমিত্তে কোন অধীন আদালতের প্রতি কমিস্যন পাঠাইতে হুকুম দিতে পারেন অথবা আদালতের এলাকার বাহিরে কোন স্থানে বা স্থানসকলে লিখিত জিজ্ঞাসার দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার নিমিত্তে অন্য কোন আদালতে কমিস্যন পাঠাইতে হুকুম দিতে পারেন এবং সেই হুকুম অথবা পশ্চাৎ দেওয়া কোন হুকুম বা হুকুমসকলের দ্বারা যে আদালতে ঐ বিষয় উপস্থিত থাকে তাহার এলাকার মধ্যে কিম্বা বাহিরে ঐ জোবানবন্দী লইবার বিষয়ে যে সকল নিয়ম উচিত ও যথার্থ বোধ হয় তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন। এবং যে আদালতে এইরূপ কোন কমিস্যন প্রেরণ হয় সেই আদালত যে সকল গতিকে সাক্ষিরা আদালতে হাজির হইতে পারে এবং নিতান্ত আইনের দ্বারা কিম্বা আদালতের বিবেচনাক্রমে হাজির হইতে ক্ষমা পায় নাই সেই সকল গতিকে ঐ জোবানবন্দী খোলা কাছারীতে লইবেন। কিন্তু আদালতের এলাকার বাহিরে সাক্ষির জোবানবন্দীর বিষয়ে পূর্ব্বোক্তমতে যে কমিস্যন প্রেরণ হয় তাহা বিশেষং গতিকে কমিস্যনপ্রেরক আদালতের উচিত বোধ হইলে কোন আদালতের নামে না হইয়া অন্য কাহারু নামে প্রেরণ হইতে পারে। কিন্তু কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালত যে কোন কমিস্যন পাঠান্ অথবা যে হুকুম দেন্ তাহা যদ্যপি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে জারী করিতে হয় তবে তাহা পশ্চাৎ লিখিতমতে পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ৭ আ। ২ ধা।

৪৮৯। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে আদালতে কার্য্য উপস্থিত থাকে তাহার এলাকার মধ্যে যখন এই আইনের ক্ষমতাক্রমে সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর বিষয়ে কোন হুকুম দেওয়া যায় তখন ঐ আদালত অথবা তাহার কোন এক জন জজ সেই বিষয়ে প্রথম যে হুকুম দেন তাহার দ্বারা অথবা পশ্চাৎ দেওয়া কোন হুকুমের দ্বারা ঐ হুকুমে নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে হাজির হইতে হুকুম দিতে পারেন এবং ঐমত কোন ব্যক্তিকে আপনার নিজ বাস স্থানে অথবা আবশ্যক বা ভদ্র হইলে অন্য কোন স্থানে হাজির হইতে এবং যে সকল দলীল ও কাগজপত্রের প্রয়োজন হয় তাহা আনিতে হুকুম দিতে পারেন্। এবং যদি কেহ ঐমত হুকুম জানিয়াশুনিয়া লঙ্ঘন করে তবে তাহা আদালতের অবজ্ঞার ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং অন্য ২ গতিকে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করিলে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার সেই দণ্ড হইবেক। কিন্তু আদালতে হাজির হইলে খরচ ও সময়ক্ষতির বিষয়ে টাকা দেওয়া এক্ষণে যেং গতিকে নির্দ্দিষ্ট আছে এই আইনানুসারে যে সকল ব্যক্তির প্রতি হাজির হইবার

হুকুম হয় তাহারা সেই২ গতিকে খরচ ও সময়ক্ষতির টাকা পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ৭ আ। ৩ ধা।

৪৯০। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে প্রেরণকরা কোন হুকুম অথবা কমিস্যানের দ্বারা যে প্রত্যেক আদালত বা ব্যক্তিকে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাঁহারা ঐ জোবানবন্দী শপথপূর্ব্বক লইতে পারেন্ অথবা যে স্থলে মোকদ্দমার বিচারের সময়ে প্রতিজ্ঞা লওয়া যাইতে পারে অথবা লইবার হুকুম আছে সেই স্থলে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সকল জোবানবন্দী লইতে পারেন এবং সেইরূপে জোবানবন্দী লইতে ইহার দ্বারা তাঁহারদিগকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল। এবং যদি কোন ব্যক্তি সেইরূপ শপথ অথবা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক জানিয়াশুনিয়া এবং দুষ্টামী করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে ঐ অপরাধি ব্যক্তি মিথ্যা শপথের দোষে দোষী জ্ঞান হইবেক এবং যে কোন ব্যক্তি অন্যেরে এই আইনের নির্দ্দিষ্ট মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্তি দেয় সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথের প্রবৃত্তি দেওনের দোষে দোষী জ্ঞান হইবেক ইতি। ১৮৪১ সা। ৭ আ। ৪ ধা।

৪৯১। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কোন সাক্ষির জোবানবন্দী লওনের বিষয়ে কোন হুকুম অথবা কমিস্যান পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহা প্রেরণকারি আদালত অথবা জজ সাহেবের ইহা নিশ্চয় করিয়া জানান উচিত যে ঐ এলাকার মধ্যে না থাকনপ্রযুক্ত কিম্বা পীড়া বা আইনসিদ্ধ অন্য কোন কারণ-প্রযুক্ত সাক্ষী জোবানবন্দী দিবার নিমিত্তে নিরূপিত সময়ে হাজির হইতে পারিবেক না ইহা বিশ্বাস করণের উপযুক্ত কারণ আছে। এবং ঐরূপ কমিস্যান দেওনের পূর্ব্বে কমিস্যানদেওনিয়া আদালত ঐ কমিস্যানক্রমে যে সাক্ষির জোবানবন্দী লইতে হয় তাহার এক্ষণকার বাসস্থানের বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন এবং কমিস্যানদেওনিয়া আদালতের তুল্য শ্রেণীর অথবা অধস্থ শ্রেণীর কোন্ আদালত সাক্ষির নিবাসের অতিনিকট এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন এবং তুল্য শ্রেণী অথবা অধস্থ শ্রেণীর যে আদালতের দ্বারা অক্লেশে ঐ হুকুম জারী হইতে পারে এই মত আদালতের নামে সামান্যতঃ ঐ কমিস্যান দেওয়া যাইবেক। কিন্তু তুল্য শ্রেণীর অথবা অধস্থ শ্রেণীর কোন্ আদালতের দ্বারা অক্লেশে কর্ম্ম হইতে পারে এই বিষয়ে যদি কিছু সন্দেহ হয় তবে যে জিলায় ঐ কমিস্যান জারী করিতে হয় তাহার মধ্যে যে জজ সাহেবের এলাকা থাকে তাঁহার নামে তাহা দেওয়া যাইবেক। এবং ঐ জজ সাহেব আপনার বিবেচনাক্রমে হয় নিজ আদালতে ঐ কমি-স্যানের কার্য্য করিবেন অথবা তাঁহার জিলার মধ্যে কোন অধীন আদালতকে তাহা করিতে হুকুম দিতে পারেন তাহা হইলে ঐ কমিস্যান প্রথমতঃ ঐ অধীন আদালতের নামে হইলে যেরূপ এই আইনের কার্য্য সিদ্ধ হইত সেইরূপ সিদ্ধ হইবেক। এবং যদ্যপি এইমত প্রমাণ না হয় যে জোবানবন্দীদায়ক ব্যক্তি আদালতের এলা-কার বাহিরে আছে অথবা মরিয়াছে অথবা রোগ কি দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত স্বয়ং সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে হাজির হইতে পারে না অথবা কারসাজী বিনা আদালতের মোকামহইতে ৫০ ক্রোশের অধিক দূরে আছে অথবা নিতান্ত আইনের দ্বারা কিম্বা আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতে স্বয়ং হাজির হইতে ক্ষমা পাইযাছে অথবা যদ্যপি আদালত আপনার বিবেচনাক্রমে উক্ত সকল বিষয়ের প্রমাণ দেওয়া ক্ষমা না করেন্ অথবা সেই-রূপ জোবানবন্দী লওনের কারণ জোবানবন্দী পাঠ করণের সময়ে নিবৃত্ত হইয়াছে ইহার প্রমাণ হইলেও যদ্যপি আদালত কোন সাক্ষির জোবানবন্দী সাক্ষ্যস্বরূপ পাঠ করিতে হুকুম না দেন্ তবে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছে তাহার অনুমতি বিনা তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ পাঠ করা যাইবেক না। এবং সাক্ষিকে হাজির করা গেলে এবং সে আপনার সাক্ষ্য দিলে আদালত আপনার বিবেচনাক্রমে তাহার জোবানবন্দী পাঠ করিতে হুকুম দিতে পারেন। এবং যে সকল জোবানবন্দী এই আইনক্রমে লওয়া যায় তাহাতে নিয়মিতমতে সহী হইলে দস্তখতের বিষয়ের প্রমাণ না লইয়াও তাহা আদালতের বিবেচনাক্রমে পাঠ করা যাইতে পারে ইতি।—১৮৪১ সা। ৭ আ। ৫ ধা।

৪৯২। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতভিন্ন অন্য কোন আদালত অথবা তাহার কোন এক জন জজ এই আইনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারার নির্দ্দিষ্ট উক্ত প্রকার কমিস্যান অথবা হুকুম শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে জারী হওনার্থে দিতে পারেন এবং ঐ প্রকার সকল কমিস্যান এবং হুকুম কোন আদালতভিন্ন অন্য কাহারু নামে দিতে হইলে তাহা ঐ সীমার মধ্যে বা তাহার কোন ভাগে যে কোর্ট রিক্বেষ্টের এলাকা থাকে তাহার নামে হইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ৭ আ। ৬ ধা।

৪৯৩। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে যেং রাজা ও অধিকারিরা মৈত্রভাবে আছেন তাঁহারদের রাজ্যের মধ্যে জারী হওনার্থে উক্ত প্রকার কমিস্যান এবং হুকুম এই আইনক্রমে প্রেরণ হইতে পারে। এবং শেষোক্ত রাজ্যের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের কার্য্যে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত থাকেন তাঁহারদিগের তাহা প্রতিপালন করিতে হইবার দ্বারা হুকুম হইল এবং যদ্যপি তাঁহারা ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন তবে যে আদালত অথবা জজের দ্বারা ঐ কমিস্যান অথবা হুকুম প্রেরণ করা গিয়া থাকে তাঁহার এলাকার মধ্যে তাহারদিগকে পাওয়া গেলে ঐ এলাকার মধ্যে সেই অপরাধ করিলে যেরূপ দণ্ডনীয় হইতেন সেইরূপ দণ্ডনীয় হইবেন। এবং ঐ কমিস্যান অথবা আজ্ঞার সম্বন্ধে যদি কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে সে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে কোন আদালতে দণ্ডনীয় হইতে পারিবেক ইতি। -১৮৪১ সা। ৭ আ। ৭ ধা।

৪৯৪। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে আদালতে উপস্থিতহওয়া কার্য্যের নিমিত্তে সাক্ষির আবশ্যক সেই আদালতের এলাকার বাহিরে অনুপস্থিত কোন সাক্ষির জোবানবন্দীর আবশ্যক হইলে এবং ঐ কমিস্যান কোন আদালতের নামে দেওয়া গেলে ঐ আদালত পূর্ব্বোক্তমত হুকুম আপনি না দিলেও সেই হুকুমের খামখা না মাননের দোষ আদালতের অবজ্ঞার ন্যায় জ্ঞান করিয়া সাক্ষ্য দেওনের অস্বীকার বা ত্রুটির যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে সেই দণ্ড করিতে পারেন ইতি।—১৮৪১ সা। ৭ আ। ৮ ধা।

৪৯৫। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিয়াছেন যে ১৮৪১ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে যখন অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে হয় তখন সকল দেওয়ানী আদালত নীচের লিখিত কমিস্যানের শরওয়ামতে ব্যবহার করিবেন।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৪৯৬। যখন আদালতের আমলাদিগের অথবা আদালতের এলাকার মধ্যনিবাসি অন্য ব্যক্তিরদের নিকটে কমিস্যান দিতে হয় তখন ১ নম্বরী শরওয়ামতে ব্যবহার করিতে হইবেক। —১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৪৯৭। যে আদালতহইতে কমিস্যান বাহির হয় তদপেক্ষা অধস্ত ঐ জিলার কোন আদালতে কমিস্যান পাঠাইতে হইলে ২ নম্বরী শরওয়ামতে ব্যবহার করিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৪৯৮। যে আদালতহইতে কমিস্যান বাহির হয় তাহার তুল্য অথবা তদপেক্ষা নীচ অন্য কোন জিলার আদালতে কমিস্যান পাঠাইতে হইলে অথবা কোন্ আদালতে পাঠাইলে সুগম হয় এই বিষয়ে সন্দেহ হইলে ঐ অন্য জিলার জজ সাহেবের নিকটে কমিস্যান পাঠাইতে হইলে অথবা বিশেষ গতিকে ঐ অন্য জিলানিবাসি কোন ব্যক্তির নিকটে পাঠাইতে হইলে ৩ নম্বরী শরওয়ামতে ব্যবহার করা যাইবেক। যদি ঐ কমিস্যান জজ সাহেবের নিকটে পাঠান যায় এবং ঐ জজ সাহেবকে আইনের দ্বারা যে ক্ষমতা অর্পণ করা গিয়াছে সেই ক্ষমতানুসারে যদ্যপি তিনি ঐ কমিস্যান আপনার অধীন কোন আদালতে পাঠাওন উচিত বোধ করেন তবে তিনি আসল কমিস্যানের পিঠে নীচের লিখিত প্রকার হুকুম লিখিলে হইবেক।

অমুক এলাকার শ্রীঅমুক প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন কিম্বা মুনসেফ বরাবরেষু।

এই কমিস্যানের সনদের হুকুমানুসারে কার্য্য করিতে তোমাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল। যে আদালতহইতে ঐ কমিস্যান বাহির হইল সেখানে ইহার রিটর্ণ করিবা। আমার দস্তখৎ ও আদালতের মোহরে অদ্য অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৪৯৯। যখন কলিকাতানিবাসি কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লইতে হয় তখন ৪ নম্বরী শরওয়ামতে ব্যবহার করিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৫০০। আইনের মধ্যে অনুমতি আছে যে লিখিত জিজ্ঞাসাক্রমে এবং তাহা বিনাও জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারে কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন যে সাধ্যপর্য্যন্ত প্রত্যেক গতিকে কমিস্যানের সঙ্গে লিখিত জিজ্ঞাসা পাঠাইতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

৫০১। অধস্ত আদালতেরদিগকে এই সরক্যুলর অর্ডরের বিষয়ে মনোযোগ করিতে হুকুম দিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

শরওয়া।

৫০২। ১ নম্বর।

অমুক জিলার দেওয়ানী আদালত।

রামনারায়ণ সিংহ ফরিয়াদী। রামজীবন দাস আসামী।

শ্রীঅমুক বরাবরেষু।

যেহেতুক উক্ত মোকদ্দমায় অমুক তারিখের হুকুমনামাতে অমুক স্থাননিবাসি অমুক এবং অমুক ব্যক্তিরদের সাক্ষ্য ১৮৪১ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে কমিসানের দ্বারা লইতে হুকুম হইয়াছে এবং যেহেতুক ঐ হুকুমানুসারে সাক্ষিরদের সাক্ষ্য লইতে তুমি নিযুক্ত হইয়াছ। অতএব তোমার প্রতি ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে এই কমিসানের সঙ্গে গাঁথা লিখিত জিজ্ঞাসার বিষয়ে অথবা আদালতের রবকারীর যে চুম্বক ইহার সঙ্গে গাঁথা আছে তাহার লিখিত বিষয়ের অনুসারে উক্ত আইনের ৪ ধারার নিরূপিতমতে শপথ অথবা প্রতিজ্ঞাক্রমে ঐ সাক্ষিরদের সাক্ষ্য ও জোবানবন্দী লইবা। ঐ কার্য্য তুমি প্রকৃত ও বিশ্বস্তরূপে এবং এই মোকদ্দমার কোন বিবাদির প্রতি বিনাপক্ষপাতে করিবা। এবং ঐ উভয় বিবাদির অথবা তাহারদের মোখ্তারেরা উপস্থিত হইলে তাহারদের সাক্ষাতে ঐ সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবা। এবং নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে তাহারা ঐ সাক্ষিরদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেক। পরে তুমি এই কমিসানের সনদ এবং "ইহার সঙ্গে যে লিখিত জিজ্ঞাসা গাঁথা আছে তাহা এবং"* তাহার বিষয়ে ঐ সাক্ষিরদের জোবানবন্দী এই আদালতে আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে ফিরিয়া পাঠাইবা।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক।

—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৫০৩। ২ নম্বর।

অমুক জিলার দেওয়ানী আদালত।

রামনারায়ণ সিংহ ফরিয়াদী। রামজীবন দাস আসামী।

শ্রীযুক্ত মুনসেফ বরাবরেষু।

যেহেতুক উক্ত মোকদ্দমায় উক্ত তারিখের হুকুমনামাতে তোমার আদালতের দ্বারা অমুক স্থাননিবাসি অমুক এবং অমুক ব্যক্তিরদের ১৮৪১ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে সাক্ষ্য লইতে হুকুম হইল। অতএব তোমার প্রতি হুকুম দেওয়া গেল যে এই কমিসানের সঙ্গে গাঁথা লিখিত জিজ্ঞাসার অনুসারে অথবা আদালতের রবকারীর যে চুম্বক ইহার সঙ্গে গাঁথা আছে তাহার লিখিত বিষয়ের অনুসারে উক্ত আইনের ৪ ধারার নিরূপিত মতে শপথ অথবা প্রতিজ্ঞাক্রমে ঐ সাক্ষিরদের সাক্ষ্য ও জোবানবন্দী লইবা। ঐ কার্য্য তুমি প্রকৃত ও বিশ্বস্তরূপে এবং এই মোকদ্দমার কোন বিবাদির প্রতি বিনাপক্ষপাতে করিবা এবং ঐ উভয় বিবাদির অথবা তাহারদের মোখ্তারেরা উপস্থিত হইলে তাহারদের সাক্ষাতে ঐ সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবা। এবং নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে তাহারা ঐ সাক্ষিরদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেক পরে তুমি এই কমিসানের সনদ এবং "ইহার সঙ্গে যে লিখিত জিজ্ঞাসা গাঁথা আছে তাহা এবং"* তাহার বিষয়ে ঐ সাক্ষিরদের জোবানবন্দী এই আদালতে আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে ফিরিয়া পাঠাইবা।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক।

—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৫০৪। ৩ নম্বর।

অমুক জিলার আদালত।

রামনারায়ণ সিংহ ফরিয়াদী। রামজীবন দাস আসামী।

অমুক জিলার শ্রীঅমুক জজ বরাবরেষু।

যেহেতুক উক্ত মোকদ্দমায় উক্ত তারিখের হুকুমনামাতে অমুক স্থাননিবাসি অমুক এবং অমুক ব্যক্তিরদের ১৮৪১ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে তোমার আদালতের দ্বারা সাক্ষ্য লইতে হুকুম হইল। অতএব তোমার প্রতি হুকুম দেওয়া

* যখন লিখিত জিজ্ঞাসা না পাঠান যায় তখন এই চিহ্নের " " মধ্যের কথা দিতে হইবেক না।

গেল যে এই কমিস্যানের সঙ্গে গাঁথা লিখিত জিজ্ঞাসার অনুসারে অথবা আদালতের রুবকারীর যে চুম্বক ইহার সঙ্গে গাঁথা আছে তাহার নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের অনুসারে উক্ত আইনের ৪ ধারার নিরূপিতমতে শপথ অথবা প্রতিজ্ঞাক্রমে ঐ সাক্ষিরদের সাক্ষ্য ও জোবানবন্দী লইবা। এবং ঐ উভয় বিবাদির অথবা তাহারদের মোখ্তারেরা উপস্থিত হইলে তাহারদের সাক্ষাতে ঐ সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবা। এবং নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে তাহারা ঐ সাক্ষিরদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেক। পরে তুমি এই কমিস্যানের সনদ এবং "ইহার সঙ্গে যে লিখিত জিজ্ঞাসা গাঁথা আছে তাহা এবং"* তাহার বিষয়ে ঐ সাক্ষিরদের জোবানবন্দী এই আদালতে আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে ফিরিয়া পাঠাইবা।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক।

—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৫০৫। ৪ নম্বর।

কলিকাতার কোর্ট অফ রিক্বেস্টের শ্রীযুত কমিস্যনর বরাবরেষু।

যেহেতুক উক্ত মোকদ্দমায় উক্ত তারিখের হুকুমনামাতে ১৮৪১ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে অমুক স্থাননিবাসি অমুক এবং অমুক ব্যক্তিরদের আপনার আদালতে সাক্ষ্য লইতে হুকুম হইল। অতএব আপনারদের অথবা আপনারদের কোন এক জনের প্রতি আদেশ হইতেছে যে এই কমিস্যানের সঙ্গে গাঁথা লিখিত জিজ্ঞাসার অনুসারে অথবা আদালতের রুবকারীর যে চুম্বক ইহার সঙ্গে গাঁথা আছে তাহার নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের অনুসারে উক্ত আইনের ৪ ধারার নিরূপিতমতে শপথ অথবা প্রতিজ্ঞাক্রমে ঐ সাক্ষিরদের সাক্ষ্য ও জোবানবন্দী আপনারা লইবেন। এবং ঐ উভয় বিবাদি অথবা তাহারদের মোখ্তারেরা উপস্থিত হইলে তাহারদের সাক্ষাতে ঐ সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবেন। এবং নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে তাহারা ঐ সাক্ষিরদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেক। পরে আপনি এই কমিস্যানের সনদ এবং "ইহার সঙ্গে যে লিখিত জিজ্ঞাসা গাঁথা আছে তাহা এবং"* তাহার বিষয়ে ঐ সাক্ষিরদের জোবানবন্দী এই আদালতে আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে ফিরিয়া পাঠাইবেন।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। শ্রীঅমুক।

—১৮৪১ সালের ৫ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

৫০৬। কোর্ট রিক্বেস্টের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রার্থনামতে কলিকাতানিবাসি সাক্ষিরদের জোবানবন্দী সহজে লওয়া যায় এনিমিত্তে সদর আদালতের সাহেবেরা নীচের লিখিত বিধান করিয়াছেন (১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির ৪৪০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা দেখ)।—১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৫০৭। যে ফরিয়াদীর কিম্বা যে আসামীর পক্ষে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনের নিমিত্ত কোর্ট রিক্বেস্টে কমিস্যান পাঠান যায় সেই ব্যক্তি ঐ সাক্ষিদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে এবং তলবচিঠীর নিমিত্তে রীতিমতে ঐ আদালতের নির্দ্ধারিত রসুম দেওনের নিমিত্তে আপনি ঐ আদালতে উপস্থিত হইবেক কিম্বা রীতিমত নিযুক্ত মোখ্তারকে পাঠাইবেক।—১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৫০৮। উপযুক্ত মিসালের মধ্যে যদি এই প্রকার কার্য্য না করা যায় তবে যে জিলাহইতে দলীলদস্তাবেজ পাওয়া গিয়াছিল সেই জিলাতে কোর্ট রিক্বেস্টের সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনামতে ঐ সমস্ত দলীল ফিরিয়া পাঠাইবেন।—১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৫০৯। সমস্ত জিজ্ঞাসা এবং অন্যান্য কাগজপত্র অতি স্পষ্ট ও সহজ কথাতে লেখা যাইবেক এবং অতিউত্তমরূপে ও যাহাতে সহজে পাঠ করা যায় এমত অক্ষরে লিখিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৫১০। যদি মাতবর কারণ দর্শান যায় তবে সদর দেওয়ানী আদালত অথবা আদালতকে ১৮৪১ সালের ৭ আইনের নির্দ্দিষ্টমতে স্থানান্তরনিবাসি সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য লইবার জন্যে এক কমিস্যন পাঠাইতে হুকুম দিবেন।—১৮৪২ সালের ৭ নবেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪০ পৃষ্ঠা।

৫১১। এদেশীয় মান্য ব্যক্তির সাক্ষ্য ১৮৪১ সালের ৭ আইনানুসারে কমিস্যনের দ্বারা লইতে হয়।—১৮৪৪ সালের ২৬ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫৭ পৃষ্ঠা।

---

* যখন লিখিত জিজ্ঞাসা না পাঠান যায় তখন এই চিহ্নের " " মধ্যের কথা দিতে হইবেক না।

২৪ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত। মিথ্যা শপথ।

৫১২। দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে কিম্বা সরকারের অন্য যে কোন কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি দিব্য করাইবার ভার আছে তাঁহার সাক্ষাৎ কেহ কোন দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী মোকদ্দমার কোন কথাতে জানিয়া শুনিয়া শপথের কিম্বা সুকৃতিপত্রের পাঠের অন্যথাচরণ করিয়া মিথ্যা জোবানবন্দী করিয়া দেয় তাহাকে মিথ্যা সাক্ষিদিগের মধ্যে গণা যাইবেক এবং উপরের ধারার লিখিত শাস্তি পাইবার উপযুক্ত হইবেক ইতি।--১৮০৭ সা। ২ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

৫১৩। উপরের বিবরণানুসারে যে ব্যক্তি অন্যেরদিগকে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় সে ব্যক্তিকে উৎকটাপরাধিস্বরূপ জ্ঞান করা যাইবেক এবং তাহার প্রতি এমত অপরাধ প্রমাণ হইলে ঐ উৎকটাপরাধী এই আইনের ৩ ধারার লিখিত মত শাস্তি পাইবেক ইতি।- ১৮০৭ সা। ২ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

৫১৪। সদর নিজামৎ আদালতের রিপোর্টের প্রথম বালমের ২৮২ পৃষ্ঠায় নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমার দ্বারা নির্দ্ধারিত বিধির অনুসারে মিথ্যা শপথের আইনের বিষয়ে সদর আদালত বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে যে কোন সাক্ষী যে মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার নিষ্পত্তি সম্পর্কে আবশ্যক কোন বিষয়ে জানিয়া শুনিয়া পরস্পর বিপরীত দুই সাক্ষ্য দিয়াছে সে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের দোষ করিয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক এবং ঐ সাক্ষির দোষ সাব্যস্ত হইলে সে তদনুসারে দণ্ডনীয় হইবেক। এই বিবেচনা আইনের ব্যাখ্যার দ্বিতীয় বালমের ২১ পৃষ্ঠার নিম্নের দফাতে মহম্মদীয় শরার যে অর্থ লেখা আছে তাহারি সঙ্গে ঠিক মিলে।—সদর নিজামৎ আদালতের ১৮৪১ সালের ১৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৫১৫। শপথপূর্ব্বক অথবা শপথের পরিবর্ত্তে সুকৃতিপূর্ব্বক যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যায় যদি সাক্ষী তাহাতে জানিয়া শুনিয়া কাহারো বিশেষ অপবাদ করিয়া থাকে এবং যদি সাক্ষী তাহা অমূলক জ্ঞানে এবং যদি তাহা দ্বেষপূর্ব্বক হইয়াছে দুষ্ট হয় তবে ১৮১১ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার দ্বেষপূর্ব্বক ও ক্লেশজনক এবং অমূলক নালিশের বিধি থাকিলেও ঐ অপরাধ ১৮০৭ সালের ২ আইনের নির্দ্দিষ্ট মিথ্যা শপথের অপরাধ গণ্য হইবেক।--১৮১৬ সালের ২৯ জানুআরির ২৩৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫১৬। মিথ্যা শপথের অপরাধের বিষয়ে কমিস্যনর সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহার বিষয়ে নীচের লিখিত কথা জানাইতে হুকুম প্রাপ্ত হইয়াছি। কমিস্যনর সাহেব লিখিয়াছিলেন যে মিথ্যা শপথের অপরাধের বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত বোধ করেন যে ঐ বিষয়ে তিনি কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া লিখিয়াছেন। ঐ কমিস্যনর সাহেব আরো লিখিয়াছিলেন যে ঐ অপরাধের কথিত বৃদ্ধি আইনের চুকপ্রযুক্ত হইতেছে কিন্তু ইহাতে সদর দেওয়ানী আদালত সম্মত নহেন। তাঁহারা বোধ করেন যে এই বিষয়ে আইনের কিছু দোষ নাই এবং তাঁহারা নিশ্চয় বোধ করেন যে মাজিস্ট্রেট সাহেবেরদের যেমন উচিত তেমন ঐ সাহেবেরা যদি আপন২ আদালতে ঐ সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লন এবং তাহারদের জোবানবন্দীতে যে প্রত্যেক অসঙ্গত দুষ্ট হয় সেই২ বিষয়ে তাহারদিগকে আঁটাআঁটিরূপে জিজ্ঞাসা করেন এবং যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা হয় তাহা তাহারদিগকে বুঝাইবার উপযুক্ত যত্ন হয় এবং তাহারা যে জওয়াব দেন তাহা যদি এইরূপে লেখা যায় যে তাহাতে সাক্ষির অভিপ্রায় অতি স্পষ্টরূপে বোধ হয় তবে কমিস্যনর সাহেব যেরূপ কহিয়াছেন অর্থাৎ এই অপরাধের তাদৃশ শাসন হইতেছে না সেইরূপ অশাসন হইত না। কমিস্যনর সাহেব লিখিয়াছেন যে মিথ্যা শপথের মোকদ্দমায় ফৌজদারী আদালত মুসলমানেরদের শরা-অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন কিন্তু ইহা যথার্থ নয় এবং তাঁহার উচিত ছিল যে অপবাদিত ব্যক্তি যে পুনঃ২ খালাস হইতেছে এই দোষ আইনের উপর নিক্ষেপ করণের পূর্ব্বে তিনি এই বিষয় অধিক উত্তমরূপে অবগত হন। বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে যে এই অপরাধের যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তদ্দ্বারা যদি জজ সাহেবের এইমত হৃদ্বোধ হয় যে যে অপরাধ মিথ্যা শপথরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে সেই অপরাধ অপবাদিত আসামী জানিয়া শুনিয়া নিতান্ত করিয়াছে তবে তিনি দণ্ডের হুকুম করিতে পারেন এবং ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণে নিরূপণ আছে যে মিথ্যা শপথের অপরাধে অপবাদিত ব্যক্তি স্বেচ্ছাধীন তাহার আপন অপরাধ মানিয়া লওনেতে কিম্বা মাতবর সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যের দ্বারা অথবা অন্য যে কোন কথাক্রমে এই প্রকার দৃঢ় সন্দেহ জন্মে যে অবশ্যই ঐ ব্যক্তিহইতে ঐ অপরাধ হইয়া থাকিবেক তাহার দ্বারা সাব্যস্ত হইতে পারে। কমিস্যনর সাহেব লিখিয়াছেন যে যে জজ সাহেবের সম্মুখে মিথ্যা শপথের নালিশের সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়া যায় তিনি ঐ সাক্ষ্যের সত্যাসত্যতার বিষয়ে যেরূপে যথার্থ অনুমান করিতে পারেন সেইরূপে যে জজ সাহেব কেবল লিখিত জোবানবন্দী পাঠ করেন তিনি করিতে পারেন না এবং মিথ্যা শপথের মোকদ্দমা এই আদালতে অর্পণের দ্বারা যে বিলম্ব

হয় তাহাতে দণ্ডের ফলের লাঘব হইতেছে কিন্তু যদি ঐ সাহেবের এই২ কথা যথার্থ হয় তবে তাহা যেমন মিথ্যা শপথের মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে তেমনি অন্য সকল মোকদ্দমার বিষয়েও খাটিবেক। কমিস্যনর সাহেবের রিপোর্টের ৫৮ দফায় সাক্ষিরদিগকে মিথ্যা শপথের বিষয়ের তজবীজ হওনার্থে তাহারদিগকে সোপর্দ্দ না করণের যে২ কারণ লেখা আছে তাহা সদর আদালত অপ্রচুর বোধ করেন। যদ্যপি তাঁহার বোধ ছিল যে তাহারা জানিয়া শুনিয়া ঐ অপরাধ করিয়াছে ইহা প্রবলমতে অনুভব করণের মাতবর প্রমাণ ছিল তবে তাহারদিগকে বিচার হওনার্থে সোপর্দ্দ করা তাঁহার উচিত ছিল এবং যে কারণ তিনি লিখিয়াছেন সেই কারণ দুষ্টে তাঁহার সেইরূপ সোপর্দ্দ না করণেতে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যের একপ্রকারআমিরূপে শৈথিল্য হইয়াছে।—১৮৩১ সালের ২৭ মের ৬৩৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫১৭। সদর নিজামৎ আদালত তোমার গত মাসের ৩০ তারিখের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে তুমি এই প্রার্থনা করিয়াছ যে নবমসৎখ্যক এলাকার দায়েবসায়েরীর কমিস্যনর সাহেব গত ৯ ফেব্রুআরি তারিখের আপনার পত্রে মিথ্যা শপথের বিষয়ে মুসলমানেরদের শরার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা যথার্থ কি না ইহা মুফ্তীরদের স্থানে জিজ্ঞাসা করা যায়। সেই ব্যাখ্যা এই যে যে ব্যক্তির প্রতি মিথ্যা শপথের অপরাদ হয় সেই ব্যক্তি যদি তাহা কবুল না করে তবে তাহাকে দোষী করা যাইতে পারে না। ২। সদর নিজামৎ আদালত আরো আদেশ করিতেছেন যে ঐ কমিস্যনর সাহেব ঐ মিথ্যা শপথের বিষয়ে ১৮৩০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ও ১৮৩১ সালের ২৩ জুন তারিখে যে দুই পত্র লিখিলেন তাহার এবং সেই২ পত্রের বিষয়ে গত মাসের ১৬ তারিখে বাস সাহেব যে মত লিখিলেন তাহার নকল শ্রীযুত বৈস প্রসীডেন্ট সাহেবের হজুর কৌন্সেলে জানান যায়। ৩। এই আদালতের সাহেবেরা এই বিষয়ে আপনারদের মুফ্তীরদের মত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতে আবশ্যক বোধ করিলেন না যেহেতুক ইহার কতক বৎসর পূর্ব্বে এই বিষয়ের সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা হইয়াছিল এবং এই আদালতের তিন জন মুফ্তী একবাক্য হইয়া এই বিষয়ে শরার যথার্থ বচন এক ফতওয়াতে লিখিয়া দাখিল করিলেন। ঐ ফতওয়ার এক নকল এবং তাহার ইঙ্গরেজী ভাষার এক তরজমা এই পত্রের সঙ্গে পাঠান যাইতেছে এবং তাহার দ্বারা দৃষ্ট হইবেক যে অপরাদিত ব্যক্তির কবুল না হইলেও তাহার মিথ্যা শপথের অপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারে আদালতের এই মত যথার্থ ছিল এবং কমিস্যনর সাহেব যে অনুভব করিয়াছিলেন তাহা অনুপযুক্ত। আদালতের ঐ মত আরো পুষ্ট করণার্থে এবং ঐ ফতওয়াতে যেরূপ শরা লেখা আছে তদনুসারে আদালতের কার্য্য হইয়া আসিতেছে ইহা দর্শাইবার জন্যে এই আদালতের মুফ্তীরা এবং দায়েবসায়েরী আদালতের মুফ্তীরা তৎপরে যে কএক ফতওয়া দিয়াছিলেন তাহার নকল পাঠাইতেছি। ৪। এই২ বিষয় দৃষ্টে এবং ১৮০৭ সালের ১ আইনের বিধানে সেই মূল বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে ইহাও দৃষ্টি করিয়া সদর নিজামৎ আদালত বোধ করেন যে এই বিষয়ে কোন নূতন আইন করণের আবশ্যক নাই এবং যদি দায়েবসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবেরদের এবং তাঁহারদের মুফ্তীরদের মধ্যে ইহার পর কোন মতের বিভিন্নতা হয় তবে তাহা এই আদালতে অর্পণ হইতে পারে। ৫। কমিস্যনর সাহেব আপনার গত ২৩ জুন তারিখের পত্রের ২২ দফাতে জিজ্ঞাসা করেন যে এদেশীয় আমলারদের দ্বারা যে জোবানবন্দী লওয়া যায় তাহা মিথ্যা হইলে সেই অপরাধ মিথ্যা শপথ কি না। এই আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরা ধার্য্য করিয়াছেন যে এদেশীয় আমলা এই আদালতের ১৮০৯ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের নির্দ্দিষ্টমতে মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে শপথপূর্ব্বক যে জোবানবন্দী লন তাহাতে যদি কোন আদালতের সম্পর্কীয় কার্য্যে এবং কোন মোকদ্দমার আবশ্যক বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যায় তবে তাহা মিথ্যা শপথের অপরাধ গণ্য হইবেক। বাস সাহেব ও বাটরি সাহেব কহেন যে উক্ত সরক্যুলর অর্ডরে যে কামরাতে মাজিস্ট্রেট সাহেব বসিয়া অন্যান্য কার্য্য করিতেছেন সেই কামরাতে ফৌজদারী আদালতের আমলারা ফরিয়াদী ও সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে পারেন ইহাতে ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেবের পরিবর্ত্তে ঐ আমলারদিগকে জোবানবন্দী লইতে ফলতঃ অনুমতি দেওয়া গেল। কিন্তু আইনেতে মাজিস্ট্রেট সাহেবেরদের প্রতি সেই জোবানবন্দী লইবার হুকুম আছে এবং এইরূপে আমলার দ্বারা জোবানবন্দী লওয়া আইনসিদ্ধ নহে অতএব ঐ দুই সাহেব বোধ করেন যে যে জোবানবন্দী এইরূপে আমলারদের দ্বারা লওয়া যায় তাহাতে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা মিথ্যা শপথের অপরাধ হইতে পারে না।—১৮৩১ সালের ২ সেপ্টেম্বরের ৬৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫১৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে যে যোত্রহীন খাতক আপন সম্পত্তির বিষয়ে শপথপূর্ব্ব জোবানবন্দী দেয় সেই ব্যক্তি খতের দরুন আপনার যে টাকা পাওনা থাকে তাহা যদি জানিয়া শুনিয়া ছাপাইয়া রাখে তবে ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১৩ ধারার ১ প্রকরণের অনুসারে সেই ব্যক্তির মিথ্যা শপথ করণের দোষ সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইতে পারে।—১৮৩৭ সালের ১৪ আপ্রিলের ১০৮৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫১৯। ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২৬ ও ৩০ ও ৩৩ ধারার লিখিত হুকুমের অতিরিক্ত এই ধারানুসারে এমত হুকুম হইল যে সরকারের যে কার্য্যকারক হলফ অর্থাৎ দিব্য করাইবার ক্ষমতা রাখেন তাঁহার সমক্ষে যদি কেহ ইচ্ছাক্রমে হলফের কি হলফনামার নিয়মের ব্যতিক্রমে মিথ্যা জোবানবন্দী লেখায় ও

তাহার অপরাধ দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের কি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে সাবুদ হয় তবে যদি ঐ জোবানবন্দী কোন আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার কথা ও বৃত্তান্তের সহিত সম্পর্ক না রাখিলেও তথাপি যদি এমত স্পষ্ট জানা যায় যে ঐ ব্যক্তি যে বিষয়েতে যথার্থ বৃত্তান্ত জানিবার অপেক্ষা থাকে তাহাতে শরারতী করিয়া মিথ্যা জোবানবন্দী লেখাইয়া দিয়াছে তবে সে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্যদেওনিয়া ঠাহরা গিয়া এই আইনের ৯ ধারাতে ঐ অপরাধের নিমিত্তে যে শাস্তি নিরূপণ হইয়াছে সেই শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি। —১৮১৭ সা। ১৭ আ। ১৩ ধা। ১ প্র।

৫২০। ১৮০৩ সালের ২৪ আইনে যে পেনসন নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার বিষয়ে কোন ব্যক্তিরদের শপথপূর্ব্বক জোবানবন্দী লইতে রাজস্বের কর্ম্মকারকদিগকে ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২২ ধারার দ্বারা কোন ক্ষমতা দেওয়া যায় নাই এই-প্রযুক্ত ধার্য্য হইল যে যে ব্যক্তির বিষয়ে এই অভিযোগ হয় যে সেই ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের দ্বারা করাণ শপথপূর্ব্বক পেনসনের বিষয়ে মিথ্যা জোবানবন্দী দিয়াছে সেই ব্যক্তির নামে মিথ্যা শপথের নালিশ হইতে পারে না। কিন্তু এদেশীয় যে আমলার পেনসন দিবার ক্ষমতা আছে সেই আমলার কার্য্যের বিষয় তজবীজ করণের সময়ে যদি সেই মিথ্যা শপথ হইয়াছিল তবে ১৮০৯ সালের ৮ আইনের ১০ ধারার ৫ প্রকরণ সেই স্থলে খাটিবেক।—১৮৩৭ সালের ৬ অক্টোবরের ১১০৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫২১। যে কোন ব্যক্তি অন্যেরে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া উপরের প্রকরণের উক্ত মত মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্ত করে সে ব্যক্তি ভারি অপরাধনবনিয়া জানা যাইবেক ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের কি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে এই আইনের ৯ ধারার নিরূপিত শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১৭ আ। ১৩ ধা। ২ প্র।

৫২২। কোন সাক্ষী কিম্বা অন্য কেহ কোন মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে জজ সাহেব সে লোককে শীঘ্র কয়েদ করিবেন পশ্চাৎ সেই এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের নিকটে তাহার বিচার হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১৪ ধা।

৫২৩। জিলা ও শহর সকলের মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের কাহার কর্ত্তব্য নহে যে দেওয়ানী আদালতের ফরিয়াদী কিম্বা আসামীতে নিজ সাক্ষিগণের কিম্বা বিপক্ষের সাক্ষিদিগের নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া নালিশ করিলে অথবা কেহ কাহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার কারণ কাহাকেও কিছু দিয়াছে কহিয়া ফরিয়াদী হইলে তাহা শুনেন। এ ধারাক্রমেও হুকুম আছে যে দেওয়ানী আদালতের সংক্রান্ত ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা সাক্ষিগণের কাহার নামে এমত নালিশ হইবেক না। কিন্তু যদি তাহারদিগের কাহাকেও এমত কোন মোকদ্দমায় জিলা কিম্বা শহর সকলের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের কেহ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ১৪ চতুর্দশ ধারার অনুসারে প্রাপ্ত ভারক্রমে দায়ের ও সায়েরী আদালতের বিচারার্থে সঁপেন্ তবে তৎকালে তাহার নামে এমত নালিশ হইতে পারিবেক ইতি। ১৮০১ সা। ৩ আ। ২ ধা।

৫২৪। জানা কর্ত্তব্য যে যদি দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে উপরের লিখিত কোন অপরাধ কোন ব্যক্তির প্রতি প্রমাণ হয় এবং বিচার ও ন্যায্যার্থে সেই মোকদ্দমার আসামীকে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে সোপর্দ্দ করা উচিত ও আবশ্যক বোধ হয় তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বের কোন আইনের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ঐ অপরাধিকে দায়েরসায়েরী আদালতের বিচার ও নিষ্পত্তি হইবাবধি কয়েদ করিয়া রাখেন ইতি।—১৮০৭ সা। ২ আ। ৫ ধা।

৫২৫। এই প্রকরণানুসারে [১৮০১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার মোতাবেক] জানান যাইতেছে যে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের কি রেজিষ্টর সাহেবের হজুরে কি কোন সদর আমীনের কি মুনসেফের কিম্বা কোন মোকদ্দমার তহকীকাতের নিমিত্তে মোকররহওয়া সালিস কি সালিসদিগের নিকটে কিম্বা জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের হুকুমমতে অন্য যে কার্য্যকারক সরে জমীনে তহকীক করিবার কি অন্য বিষয়ের তহকীকাতের অথবা কোন দেওয়ানী আদালতহইতে হওয়া হুকুমনামা জারী করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হয় তাহার নিকটে দেওয়ানী কোন মোকদ্দমা কি মোকদ্দমাসকলের বাদী কি প্রতিবাদী কি সাক্ষিদিগের নামে মিথ্যা হলফ করণের কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি লওয়াইবার যে সকল দাওয়া দরপেশ হয় সে সমস্ত দাওয়ার সহিত উপরের লিখিত দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবেক ও

এ সকল প্রকারেতে যদি মিথ্যা হলফ করণের কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি লওয়াইবার দাওয়া প্রথমতঃ জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে দরপেশ না হইয়া রেজিষ্টর সাহেবের কি সদর আমীন কি মুনসেফের কিম্বা অন্য কার্য্যকারকের নিকটে উপস্থিত হয় তবে তাঁহারদিগের উচিত যে আপন বিবেচনায় কথাসম্বলিত এক কুবকারী মোকদ্দমার যে বৃত্তান্ত ও কাগজপত্র মিথ্যা হলফ করণের কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি লওয়াইবার দাওয়ার মূল তাহা সহিত আপনং এলাকা বুঝিয়া জজ সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেন ও যদি ঐ জজ সাহেবের চিত্তে যে ব্যক্তির প্রতি ইহার তহমত হয় তাহাকে ঐ অপরাধের নিমিত্তে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ করণের মাতবর হেতু বোধ হয় তবে তাহার কর্ত্তব্য হইবেক যে তাহার কথাসম্বলিত আপন মত লিখেন এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৫ ধারানুসারে তাঁহার প্রতি যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে আসামীকে জামিনীতে রাখিবার কিম্বা কয়েদ রাখিবার হুকুম দেন ও হওয়া হুকুমের নকল আদালতের মোহর ও দস্তখতে মোকদ্দমার সমস্ত আসল কাগজের সহিত ফৌজদারী আদালতে এই মনস্থে পাঠান যাইবেক যে ঐ মোকদ্দমা প্রথমতঃ ফৌজদারী আদালতে দরপেশ হইলে যেমত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দেওয়া হুকুম আমলে আসিত সেই মত জজ সাহেবের দেওয়া এমত হুকুম আমলে আইসে ও দায়েরসায়েরী আদালতের জজ সাহেবের হজুরে দরপেশ করা যায় ইতি।—১৮১৭ সা। ১৭ আ। ১৪ ধা। ২ প্র।

৫২৬। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের হজুরে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহাতে মিথ্যা শপথ করণের কিম্বা মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি দেওনের নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে উক্ত জজ সাহেবেরদের সোপর্দ্দ করণের যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ক্ষমতা প্রধান সদর আমীনেরদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ প্রধান সদর আমীনেরদের প্রতি অর্পণ হইল এবং উক্ত প্রকরণানুসারে উক্ত জজ সাহেবদিগকে ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে যেমতে কার্য্য করণের হুকুম ও আদেশ আছে সেই মতে ঐ প্রধান সদর আমীনদিগকে ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে কার্য্য করিতে ইহার দ্বারা হুকুম ও আদেশ হইল ইতি।—১৮৪৮ সা। ১ আ। ৩ ধা।

৫২৭। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেওয়ানীর জজ সাহেবেরা উক্ত প্রকরণের বিধানমতে যাহারদিগকে মিথ্যা শপথ করিবার কিম্বা মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি দিবার অপরাধে সোপর্দ্দ করেন তাহারদের বিচার তাঁহারা সেশন জজস্বরূপ করিতে পারেন এবং ইহার বিরুদ্ধ কোন আইন থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।—১৮৪৮ সা। ১ আ। ৪ ধা।

৫২৮। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে দেওয়ানী আদালত এই কথাতে রাজস্বের যে সকল কার্য্যকারককে আদালতের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাঁহারদিগকেও বুঝাইবেক।—১৮৪৮ সা। ১ আ। ৫ ধা।

৫২৯। সেখ বখতিয়ার দেওয়ানী মোকদ্দমার সাক্ষিরদিগকে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্যে টাকা দিয়াছিল তাহাতে ঐ সেখের নামে সরকারের তরফহইতে নালিশ হইল ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে সদর নিজামৎ আদালতে সিজ্ঞাসা হওয়াতে ঐ আদালত উত্তর করিলেন যে ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে ঐ ব্যক্তিকে বিচার হওনার্থে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিতে জিলার জজ সাহেবের ক্ষমতা ছিল না। অতএব নিজামৎ আদালত ঐ ব্যক্তিকে সোপর্দ্দ করা রহিত করিয়া তাহাকে অগৌণে খালাস করিবার নিমিত্তে তোমাকে হুকুম দিতেছেন।—১৮২৯ সালের ২৫ আপ্রিলের ৫০৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৩০। দেওয়ানী আদালতে কি জজ সাহেব কি অধীন বিচারকের সম্মুখে মিথ্যা শপথ হইলে ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে জজ সাহেব নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিবেন। এবং জজ সাহেব সেই সময়ে নিরূপণ করিবেন যে ঐ ব্যক্তিরদের জামিন লইতে হইবেক কি তাহারদিগকে কয়েদ করিতে হইবেক। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এইমাত্র কর্ত্তব্য যে ঐ মোকদ্দমার যে আদালতে বিচার হইবেক সেই আদালতে উভয় বিবাদি ও সাক্ষিরদিগকে হাজির করান। দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব কোন ব্যক্তিকে এরূপে সোপর্দ্দ করিলে ঐ সাহেব সেশন জজরূপে বৈঠক করিলে তাহার বিচার করিতে পারেন না ঐ এলাকার কমিস্যনর সাহেবের সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে হইবেক।—১৮৩৫ সালের ২৯ মের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৫৩১। সদর আদালত বোধ করেন যে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী করণ ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত "দেওয়ানী কার্য্যের" মধ্যে গণ্য করিতে হইবেক অতএব দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর সাহেবের সম্মুখে

মিথ্যা শপথ হইলে জজ ও রেজিষ্টর সাহেব ঐ প্রকরণের বিধির অনুসারে কার্য্য করিবেন।—১৮৩১ সালের ২৫ নবেম্বরের ৬১১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৩২। যখন রেজিষ্টর সাহেবের সম্মুখে মিথ্যা শপথ হয় তখন তাঁহার উচিত যে আপনার সরকারী জজ সাহেবের নিকটে পাঠান্ এবং যদি জজ সাহেবের এমত বিবেচনা হয় যে ঐ অপরাদিত ব্যক্তির নামে নালিশ করণের মাতবর হেতু আছে তবে তিনি সেই মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিবেন এবং সেই সোপর্দ্দ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিজের দ্বারা হইলে তিনি যেরূপ করিতেন সেইরূপে তিনি সেই মোকদ্দমা আপনার কালেক্টরের মধ্যে অর্পণ করিবেন।—১৮১৮ সালের ৪ ফেব্রুআরির ২৮৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৩৩। সদর আমীনের বাটীতে শপথক্রমে যে জোবানবন্দী লওয়া যায় তাহা বেআইনী এবং গ্রাহ্য হইতে পারে না। এবং যদি সেই জোবানবন্দী মিথ্যা হয় তবে সাক্ষী মিথ্যা শপথের দণ্ডের যোগ্য হইবেক না।—১৮৩১ সালের ২৮ ফেব্রুআরির ৬২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৩৪। জিলার জজ সাহেব জাল কাগজ করণের বিষয়ে অথবা মিথ্যা শপথ দেওনের বিষয়ে কোন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আমি নালিশ করিব না বলিয়া যে হুকুম দেন তাহা চূড়ান্ত।—১৮৪৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৫ পৃষ্ঠা

৫৩৫। উত্তর কালে সেই প্রকার মোকদ্দমাতে মিথ্যা শপথের নালিশপত্র নীচের লিখিতমতে * লেখা যাইবেক কিন্তু প্রয়োজনানুসারে তাহার কিছু মতান্তর করিতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ১৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৫৩৬। সদর নিজামৎ আদালত দেখিয়াছেন যে কোন২ গতিকে মিথ্যা শপথ করণের নালিশ যথোচিত প্রকৃতমতে প্রস্তুত হয় না অতএব তাঁহারা বিষয় বিশেষে পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে ঐ নালিশপত্র প্রস্তুত করিতে হুকুম দিতেছেন।

"মিথ্যা শপথ করণের নালিশ।

আসামী ১৮৪৭ সালের ১ মে তারিখে শপথের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মতঃ কহা প্রতিজ্ঞাক্রমে অমুক স্থানের অমুক বিচারকের সম্মুখে এই জোবানবন্দী দিল যে (এই স্থানে যে মিথ্যা এজহারেতে মিথ্যা শপথ ছিল তাহা লিখিতে হইবেক) ঐ জোবানবন্দী মিথ্যা এবং মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সম্পর্কে আবশ্যক এক বিষয়ে জানিয়া শুনিয়া এবং বিবেচনাপূর্ব্বক দেওয়া গিয়াছে।"

"মিথ্যা শপথ করণের নালিশ।

আসামী ১৮৪৭ সালের ১ জানুআরি তারিখে শপথের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মতঃ কহা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অমুক স্থানের অমুক বিচারকের সম্মুখে জানিয়া শুনিয়া এবং বিবেচনাপূর্ব্বক এই জোবানবন্দী দিল যে (এই স্থানে প্রথম এজহারের কথা লিখিতে হইবেক) এবং তৎপরে ১৮৪৭ সালের ১৩ ফেব্রুআরি তারিখে শপথের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মতঃ কহা প্রতিজ্ঞাক্রমে উক্ত স্থানের উক্ত বিচারকের সম্মুখে (অথবা অন্য কোন আদালতের সম্মুখে) জানিয়া শুনিয়া এবং বিবেচনাপূর্ব্বক এই জোবানবন্দী দিল (এই স্থানে দ্বিতীয় এজহার লিখিতে হইবেক) ঐ দুই এজহার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সম্পর্কে আবশ্যক এক বিষয়ে পরস্পর বিপরীত।"
—১৮৪৭ সালের ২৩ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৫৩৭। দ্বিতীয় পাঠ বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ১৮৪১ সালের ১৮ জুন তারিখের এবং পশ্চিম দেশের ২৩ জুলাই তারিখের ১২৬ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের পাঠের মতান্তর এবং যে গতিকে ঐ এজহার পরস্পর বিপরীত সেই গতিকে তাহার ব্যবহার করিতে হইবেক। প্রথম পাঠ মিথ্যা শপথের অন্যান্য মোকদ্দমায় ব্যবহার করিতে হইবেক।—১৮৪৭ সালের ২৩ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৫৩৮। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে সদর নিজামৎ আদালতের ১৮৩০ সালের ১৬ জুলাই তারিখের ৫৪ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ১৬ দফায় যে আলাহিদা কাগজে ইঙ্গরেজী ও দেশীয় ভাষায় অপরাধের বৃত্তান্ত লিখিবার হুকুম আছে সেই কাগজ কোন দেওয়ানী মোকদ্দমা সরকার করণ সময়ে প্রকাশহওয়া মিথ্যা শপথ কিম্বা জালসাজীর অপরাধের বিষয়ে যে জজ সাহেব অপরাধিকে সোপর্দ্দ করেন সেই জজ সাহেব তাহা প্রস্তুত ও তাহাতে সহী করিবেন।—১৮৪৭ সালের ১২ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

---

* ১৮৪০ সালের ২৫ আপ্রিল তারিখে এবং ১৮৪০ সালের ৫ মে তারিখে জিলা হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ও সেশন জজ সাহেবের সম্মুখে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সম্পর্কে কোন আবশ্যক বিষয়ে শপথপূর্ব্বক বিপরীত সাক্ষ্য দেওনপ্রযুক্ত মিথ্যা শপথে নালিশগ্রস্ত হইয়াছে।

২৫ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত।— দলীলদস্তাবেজের গ্রহণ ও দাখিল করণের বিষয়ি বিধি।

[দলীলদস্তাবেজ দাখিল করণের দরখাস্তে যে ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক তাহার বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৮৪ পৃষ্ঠায় দেখ।]

৫৩৯। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারার লিখিত কথা ফেরফার করিয়া শুধরার নিমিত্তে এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে প্রত্যেক দস্তাবেজ দাখিল করণের বিষয় কি প্রত্যেক সাক্ষী তলব করণের বিষয়ে আলাহিদাং দরখাস্ত দিতে হইবার বদলে এক্ষণে ফরিয়াদী ও আসামীদিগের এমত ক্ষমতা হইল যে যেং দস্তাবেজ দাখিল করিতে হয় তাহার কৈফিয়ৎ কি যেং সাক্ষীস্তলব করিতে হয় তাহারদিগের ইসমনবিসী এক ফর্দ্দ দরখাস্তে কি তাহাহইতে অধিক দরখাস্তে লিখিয়া দাখিল করে কিন্তু এমত দরখাস্তেতে ইষ্টাম্প কাগজ এক বন্দ কি দুই বন্দ কি তাহাহইতে অধিক যাহা লাগে কর্ত্তব্য যে তাহার মূল্য মোট ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারার মতে একং ফর্দ্দ দস্তাবেজের ও একং জন সাক্ষির বাবৎ আলাহিদাং দরখাস্ত ভিন্নং ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইতে হইলে যত টাকা মূল্য দিতে হইবেক তাহার সংখ্যার সমান হয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২২ ধা।

৫৪০। যে সকল নিদর্শন লিখন অপ্রত্যক্ষ সাক্ষিদিগের অপেক্ষায় প্রমাণ না হইতে পারে তাহা ছাড়া যে সকল লিখন আদালতে উপস্থিত হয় সে সকল লিখন সাক্ষিস্বরূপ জ্ঞান হইবেক এবং তাহাতে কর্ত্তব্য যে সে লিখন সমস্তই মোকদ্দমার বিচারকালে এবং দরবারের সময়ে আদালতে দাখিল করা যায় ও যদি তাহার মাতবরীর বিষয়ে কিছু আপত্তি দর্শে তবে তাহার প্রমাণ সাক্ষিদিগের কথাক্রমে হয় এবং তাহারদিগের প্রমাণজনক বাক্য উপরের লিখনানুসারে লেখা গিয়া স্বাক্ষর হয় ও সেই প্রত্যেক লিখনের উপর তাহার সংখ্যার স্মরণার্থে অর্থাৎ নুমারের ইয়াদদাস্ত কারণ নম্বর কিম্বা এক অক্ষর লেখা যায় এবং যে সাক্ষির বাক্য সেই লিখনের প্রমাণার্থে লেখা যায় তাহাতে কর্ত্তব্য যে সেই সাক্ষির জোবানবন্দীতেও সেই লিখনের প্রস্তাবে যে নম্বর অথবা অক্ষর নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা বিবেচনা ও তজবীজে আইসে ও যে সকল লিখন অপ্রত্যক্ষ সাক্ষিদিগের দ্বারা প্রমাণ করিতে হয় তাহাতেও উপরের লিখনানুসারে নম্বর কিম্বা অক্ষর লেখা যায় ও তাহার প্রমাণার্থে যে জোবানবন্দী হয় সে জোবানবন্দীতেও উপরের লিখনানুসারে লিখনের প্রস্তাবে যে নম্বর কিম্বা অক্ষর লেখা গিয়া থাকে তাহা তজবীজে আইসে ও যে সময়ে সে লিখন আদালতে পাঠ হয় সে সময়ে সেই লিখনের পৃষ্ঠে এবং আদালতের রোয়দাদের বহীতেও পাঠ হইল এই শব্দ লেখা যায়। - ১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৬ ধা।

৫৪১। অধস্থ আদালতে দাখিলহওয়া আসল দলীলদস্তাবেজ সদর আদালতে পঁহুছিলে তাহার বিষয়ে সম্প্রতি এই হুজুর বারম্বার হইয়াছে যে ঐ কাগজপত্রে দস্তখৎ হওনের তারিখের পর তাহাতে অনেক কাটকুট হইয়াছে অথচ ঐ দলীল দস্তাবেজ দাখিল হওনের সময়ে এবং ঐ অধস্থ আদালতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওনের সময়ে তাহা বেওজরে গ্রাহ্য হইয়াছিল এবং তাহার মাতবরীর বিষয়ে যে কোন সন্দেহ আছে এমত প্রসঙ্গও হয় নাই। সদর আদালত বোধ করেন যে যে ব্যক্তিরদের ঐ কাটকুট হওনেতে উপকার হইতে পারে তাহারা ঐ দলীলদস্তাবেজের বিষয়ে সন্দেহ জন্মাইবার নিমিত্তে এবং আপনারদের ইষ্টসিদ্ধ করণের নিমিত্তে অধস্থ আদালতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে পর অথবা এই আদালতে মিসিল পঁহুছিলে পর ঐ প্রকার কাগজের কাটকুট বারবার করিয়াছে। অতএব এই অত্যন্ত অনিষ্ট ব্যাপার যথাসাধ্য নিবারণের জন্যে সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে তুমি আপনার আদালতের মহাফেজকে অথবা তোমার সিরিশ্তার অন্য কোন মান্য এবং বিশ্বাসযোগ্য আমলাকে এমত হুকুম দেহ যে তোমার আদালতে প্রমাণের স্বরূপ যে সকল আসল দলীলদস্তাবেজ দাখিল হয় তাহা দাখিল হওনের সময়ে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থার বৃত্তান্ত উভয় বিবাদির অথবা তাহারদের উকীলের সাক্ষাতে লিখিয়া রাখেন এবং সেই সময়ে যদি দুষ্ট হয় যে ঐ কাগজের মধ্যে কোন নূতন কথা বসান গিয়াছে অথবা কোন কথা কাটা গিয়াছে অথবা তাহাতে অন্য প্রকার কোন কাটকুট হইয়াছে তাহা টুকিয়া রাখেন। এবং এই আদালতে যে সকল মোকদ্দমার আপীল হয় তাহার রোয়দাদের মিসিল পাঠাওনের সময়ে তুমি সেইরূপ সাবধান হইয়া কার্য্য করিবা এবং ঐ২ মোকদ্দমায় উভয় বিবাদী যে সকল আসল দলীলদস্তাবেজ দাখিল করিয়া থাকে তাহা এবং ফরিয়াদী ও আসামীর সাক্ষিরদের আসল জোবানবন্দী দুই পুলিন্দা করিয়া পাঠাইবা প্রত্যেক পুলিন্দায় স্বতন্ত্র খাম ও মোহর থাকিবেক এবং প্রত্যেক পুলিন্দায়

উপর নীচের লিখিত মত কথা * লিখিবা এবং তাহার মধ্যে যে সকল কাগজপত্র থাকে তাহার এক ফিরিস্তি এবং উক্ত প্রকারে হুকুম করা সর্টিফিকট পাঠাইবা। এই বিষয়ে তুমি আপনার অধীন আদালতে যথোচিত হুকুম দিবা এবং সদর আদালত ভরসা করেন যে ঐ২ আদালতে এই প্রকার নিয়মানুসারে কার্য্য হইলে এই অনিষ্ট বিষয় যদি এক কালেও নিবারণ না হয় তথাপি তাহার অনেক উপশম হইবেক।—১৮৩৬ সালের ২৯ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৫৪২। ১৮৩৬ সালের ২৯ জুলাই তারিখের ১৭৮ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে এইমত হুকুম দেওয়া গিয়াছে যে সদর আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমার রোয়দাদ পাঠাইবার সময়ে সাক্ষিরদের আসল জোবানবন্দী এবং উভয় পক্ষের দ্বারা যে দস্তাবেজ দাখিল হয় তাহা স্বতন্ত্র খামে মোহর করিয়া পাঠাইতে হইবেক এবং প্রত্যেক পুলিন্দায় যে সকল কাগজপত্র থাকে তাহার নির্ঘণ্ট এবং দস্তাবেজের নথীতে দেওন সময়ে তাহা যেরূপ ছিল তাহার এক সর্টিফিকট পাঠাইতে হইবেক। কিন্তু আদালতের সাহেবেরা দেখিয়াছেন যে ঐ বিধি প্রতিপালনের বিষয়ে দিন২ আরো অমনোযোগ হইতেছে অতএব তাঁহারা ঐ সরক্যুলর অর্ডরের উক্ত বিধিতে জজ সাহেবেরদের বিশেষ মনোযোগ করিবার হুকুম দিতেছেন। ঐ বিধি অধস্ত আদালতের প্রতিও খাটাইবার ঐ সরক্যুলর অর্ডরের দ্বারা হুকুম দেওয়া গিয়াছিল অতএব যদি ঐ আবশ্যক বিধিতে উত্তর কালে কিছু অমনোযোগ হয় তবে সদর আদালতের সাহেবেরা তাহা অতিগুরুতর দোষ জ্ঞান করিবেন।—১৮৪১ সালের ৮ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

৫৪৩। যদি জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজ সাহেব কোন মোকদ্দমার বিচারকালে কেহ কোন নিদর্শনী লিখন দাখিল করিতে লাগিলে তাহা নামঞ্জুর করেন তবে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে নামঞ্জুরী শব্দ ও সেই মোকদ্দমার উভয় বিবাদির নাম ও যে লোক সেই লিখন দিয়া থাকে তাহার নাম ও তাহা নামঞ্জুর করিবার তারিখ সেই লিখনের পৃষ্ঠে লিখেন এবং তাহা নামঞ্জুর করিবার হেতু সেই লিখনের পৃষ্ঠে অথবা পৃথক্ ফর্দ্দে লিখিয়া তাহা সেই লিখনের শামিলে রাখিয়া সেই লিখনের পৃষ্ঠে আপন দস্তখৎ করিয়া তাহা সেই পৃথক্ ফর্দ্দসমেত যে লোক সেই লিখন দিয়া থাকে তাহাকে ফিরিয়া দেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৬ দা।

৫৪৪। মাজিস্ট্রেট সাহেব বোধ করিয়াছেন যে যে সকল দলীলদস্তাবেজ দেওয়ানী আদালতের বিবেচনায় জাল বোধ হয় তাহা ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারানুসারে যে ব্যক্তিরা দাখিল করিয়াছিল তাহারদিগকে ফিরিয়া দিতে হইবেক। কিন্তু সদর আদালত জানাইতেছেন যে ইহা ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিতান্ত ভ্রম যেহেতুক ঐ ৬ ধারাতে যে দলীলদস্তাবেজ ফিরিয়া দেওনের হুকুম আছে তাহা এই২ অর্থাৎ যে দলীলপ্রভৃতি মোকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকাতে কিম্বা উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দাখিল না হওয়াতে অথবা অন্য উত্তম মাতবর কারণে কোন আদালত নথীতে রাখিতে স্বীকার না করিয়া থাকেন। কিন্তু যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল হয় তাহা যদি দুষ্টি করিলে জাল দেখা যায় বা জালের বিষয়ে সন্দেহ হয় সেইপ্রকার দলীলের বিষয়ে ঐ ৬ ধারা খাটে না। সেই প্রকার দলীল যাহারা দাখিল করে তাহারদিগকে ফিরিয়া দিলে যথার্থ বিচারের ব্যাঘাত হয়।—১৮১৩ সালের ১১ ডিসেম্বরের ১৩৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৪৫। কোন এক জিলার জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে জানাইলেন যে কোন মোকদ্দমার আসল দলীলদস্তাবেজ এবং অন্যান্য কাগজপত্র খোয়া গিয়াছে কিন্তু মোকদ্দমাসংক্রান্ত ব্যক্তিরদের নিকটে ঐ সকল কাগজপত্রের নকল আছে এবং তাহা পাওয়া যাইতে পারে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে খোয়া কাগজের যে নকল ঐ ব্যক্তিরদের নিকটে আছে অথবা যে কাগজপত্রের নকল তাহারা আনাইতে পারে সেই নকল তাহারদের স্থানে তলব করণেতে কোন আপত্তি নাই।—১৮৩৪ সালের ১৪ ফেব্রুআরির ৮৬৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৪৬। যে দলীলদস্তাবেজে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৪ ধারার ৫ প্রকরণের বিধির অনুসারে ইষ্টাম্প হয় তাহা গ্রাহ্য হইল যেহেতুক এমত অনুভব হইল যে ইষ্টাম্প দেওনের যে২ রীতির আবশ্যক সেই২ রীত্যনুসারে কার্য্য হইয়াছে। —সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৫ সালের ১৯ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২১ পৃষ্ঠা।

৫৪৭। কোন বিশেষ বন্দোবস্ত কম মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত হইলে সেই বন্দোবস্তক্রমে খাজানার বাকীর যে দাওয়া হয় তাহা ডিসমিস হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ২৪ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৩০৩ পৃষ্ঠা।

---

* অমুক ফরিয়াদী অমুক আসামী এই মোকদ্দমায় ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট যে সকল দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি দাখিল করিয়াছে তাহা।

অমুক ফরিয়াদী অমুক আসামী এই মোকদ্দমায় আসামী অথবা রেসপাণ্ডেণ্ট যে সকল দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি দাখিল করিয়াছে তাহা।

৫৪৮। যে কাগজে নিরূপিত ইষ্টাম্প নাই এমত কাগজে লিখিত দলীলদস্তাবেজ সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক না অথবা তাহা কোন আদালতে দাখিল হইতে পারে না।—১৮১৮ সালের ৯ জুলাইর ২৯২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৪৯। মৃত চতুর্থ জর্জের নবম বৎসরীয় আইনের ৭৩ অধ্যায়ের যোত্রহীন খাতকের উপকারার্থ আইনের ৭৯ ধারাক্রমে যে দলীলদস্তাবেজ শাদা কাগজে লেখা গিয়াছে তাহাতে ইষ্টাম্প না দিলেও তাহা কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১১৮ পৃষ্ঠা।

৫৫০। কএক ফরিয়াদীরা কলিকাতা শহরে ১৮২৪ সালের ২৭ ফেব্রুআরি তারিখে শাদা কাগজে লিখিত এক বণ্ড সাক্ষ্যস্বরূপ দাখিল করিয়াছিল এবং আসামী আপনার জওয়াবে ঐ বণ্ড সামান্যরূপে স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু ধার্য্য হইল যে ঐ দলীলে ১৮২৪ সালের ১৬ আইনানুসারে ইষ্টাম্প না হইলে তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না। এইপ্রযুক্ত তাহাতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প দিবার জন্যে তাহা দাখিলকরণিয়া ব্যক্তিকে ফিরিয়া দেওয়া গেল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ৫ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৭১ পৃষ্ঠা।

২৬ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত। দলীলদস্তাবেজের মাতবরীর বিষয়ি সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি।

৫৫১। হস্যার বাজীসূচক এক দলীলঅনুসারে কতক ভূমি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত সেই ভূমির স্বত্ব মঞ্জুর করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৭৯৪ সালের ১০ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৪ পৃষ্ঠা।

৫৫২। এক দলীল এক জন মুনশী লিখিয়াছিলেন এবং এক জন কাজী তাহাতে আপন মোহর করিলেন কিন্তু তাহাতে দস্তখৎ করিলেন না এবং সেই দলীলে কোন সাক্ষির দস্তখৎ ছিল না তথাপি ঐ মুনশী এবং ঐ কাজীর সাক্ষ্যক্রমে মুফ্তীরদের মতানুসারে সেই দলীল গ্রাহ্য হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০১ সালের ১৪ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৫২ পৃষ্ঠা।

৫৫৩। এক দলীলে সহী করণের পর দস্তখৎকারি ব্যক্তি তাহাতে গোপনে লিখিয়াছিল যে এই দলীল মিথ্যা তথাপি ঐ দলীল মাতবর স্বীকার হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ২ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৩২ পৃষ্ঠা।

৫৫৪। এক দলীলে সহীকারি ব্যক্তির দস্তখৎ অনুপযুক্ত উপায়ের দ্বারা করা গিয়াছিল তাহাতে ঐ দলীল অগ্রাহ্য হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের জুলাই মাসের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৪৭ পৃষ্ঠা।

৫৫৫। প্রবিন্সিয়াল আদালত কতক ভূমির দাওয়াদারের পক্ষে ডিক্রী করিয়াছিলেন সেই ডিক্রী হওনের পর কতক দলীল পাওয়া গেল এবং তাহার দ্বারা দখীলকার ব্যক্তির পিতার স্বত্ব প্রমাণ হইল। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত ঐ দলীলক্রমে ঐ প্রবিন্সিয়াল আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ১ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৫৯ পৃষ্ঠা।

৫৫৬। এক আমানৎনামা বিশ বৎসরপর্য্যন্ত দেখান যায় নাই এবং যে ব্যক্তির উপকারার্থে তাহা করা গিয়াছিল কথিত হইল সেই ব্যক্তি বিশ বৎসরপর্য্যন্ত ঐ দলীলক্রমে কোন দাওয়া করিল না তাহাতে তাহা কৃত্রিম বলিয়া অগ্রাহ্য হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৮ সালের ১ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৪৫ পৃষ্ঠা।

৫৫৭। যদি কোন দলীলের বিষয়ে এইমত ওজর হয় যে দস্তখৎকারি ব্যক্তি না জানিয়া তাহাতে সহী করিয়াছিল তবে সেই ওজরপ্রযুক্ত ঐ দলীল অগ্রাহ্য হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১২ সালের ২৭ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৩০ পৃষ্ঠা।

৫৫৮। এক জন কহিল যে ভূম্যধিকারী আমার পক্ষে দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিল এবং সেই দানপত্রক্রমে কতক ভূমির হাবৎ অন্য ব্যক্তির নামে নালিশ করিল। এমত মোকদ্দমায় আদালতের এইমাত্র আবশ্যক যে দাওয়াদারের স্বত্বের বিষয়ের তদারক করেন এবং যদি দৈবাৎ দৃষ্ট হয় যে উভয় পক্ষের সেই সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব নাই তথাপি সেই ভূমির যথার্থ উত্তরাধিকারিরা নম্বরী মোকদ্দমা না করিলে সেই ভূমি ফিরিয়া পাইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৬ সালের ৫ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১৭৮ পৃষ্ঠা।

৫৫৯। এক জিলার আদালতের ডিক্রীর মধ্যে হুকুম হইল যে এক দলীল গ্রাহ্য হইতে পারে না ঐ ডিক্রীর

উপর আপীল হইল কিন্তু আপীল তৎপরে রাজীনামা দাখিল করাতে রহিত হইল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে প্রথম মোকদ্দমাতে ঐ ডিক্রী দাখিল করণপ্রযুক্ত তৎপরের কোন মোকদ্দমায় ঐ দলীলের সত্যাসত্যতার বিষয়ের তজবীজ করা নিবারণ হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৩ সালের ১৪ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ২০০ পৃষ্ঠা।

৫৬০। এক মোকদ্দমায় এক দানপত্র উপস্থিত করা গেল এবং ফরিয়াদী কহিল যে মৃত ভূম্যধিকারী তাহাতে সহী করিয়াছিল কিন্তু তাহা এই২ কারণে মঞ্জুর হইল না যে ঐ মৃত ভূম্যধিকারির বিধবা এক্ষণকার দাওয়াদারের নামে ইহার পূর্ব্বে নালিশ করিয়াছিল এবং ঐ দাওয়াদার পোষ্যপুত্রত্বের যে দাওয়া করিল তাহা অগ্রাহ্য হইলে ঐ আদালতে এক দলীল দাখিল করিল এবং তাহাতে ঐ দাওয়াদার ঐ স্ত্রীর উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব স্বীকার করিল এবং যদ্যপি ঐ ব্যক্তি ঐ দলীল এক্ষণে অপ্রভব করে তথাপি তাহা রীতিমত রোয়দাদে লেখা গেল এবং তৎসময়ে বিনা আপত্তিতে তদনুসারে কার্য্য করা গেল এবং সেই মোকদ্দমাতে এক্ষণকার উপস্থিত দানপত্রের বিষয়ে কিছু কথা হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৩ সালের ২২ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ২৭৫ পৃষ্ঠা।

৫৬১। এক কথিত দানপত্র দাখিল হইল কিন্তু ঐ দানপত্রে সহী হইয়াছিল কি না এবং যদ্যপি তাহাতে সহী হইয়াছিল তথাপি তাহাতে সহী হওনের সময়ে দাতা বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত স্থিরমনা ছিল কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইল অতএব ঐ দানপত্র ছেয় হইল এবং আইনানুযায়ি উত্তরাধিকারির দাওয়া স্বীকার হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৪ সালের ২৩ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৩৭৭ পৃষ্ঠা।

৫৬২। কথিত হইল যে এক জন স্ত্রী এক একরারনামা লিখিয়া দিয়াছিল কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে অতিপ্রবল অনুভবের সাক্ষ্য হওয়াতে ঐ একরারনামা সম্পত্তি হস্তান্তর করণের প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৫৭ পৃষ্ঠা।

৫৬৩। আসামী ফরিয়াদীকে এই একরারনামা লিখিয়া দিয়াছিল যে তুমি আমার জমীদারীর এক অংশের মালিক এবং যদ্যপি ঐ ফরিয়াদীর সেই ভূমির নিমিত্তে কিছু টাকা দেওনের প্রমাণ ছিল না তথাপি ঐ একরারনামা ঐ ভূমি হস্তান্তর হওনের মাতবর প্রমাণ বোধ হইল। এই মোকদ্দমায় আসামী ফরিয়াদীর দেওয়া বিপরীত এক একরারনামার প্রমাণ দিতে উদ্যোগ করিল কিন্তু তাহা মিথ্যা হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৪ সালের ২১ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৩৯২ পৃষ্ঠা।

৫৬৪। এক বিক্রয়পত্র অসিদ্ধ করণার্থে যে দাওয়া হইল তাহা ডিসমিস করা গেল কিন্তু হুকুম হইল যে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ করণের ডিক্রীর দ্বারা তৃতীয় ব্যক্তির স্বত্বের কিছু হানি হয় না। -সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৫ সালের ২১ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ৩৮ পৃষ্ঠা।

৫৬৫। এক অসিদ্ধ দানপত্রক্রমে যে ফারখৎনামা লেখা গিয়াছিল তাহা সিদ্ধ হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৭ সালের ১৩ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ২১০ পৃষ্ঠা।

৫৬৬। এক ফরিয়াদী স্ত্রীর দাওয়া তাহার খুড়ী স্বীকার করিয়া রাজীনামা লিখিয়া দিয়াছিল কিন্তু দুষ্ট হইল যে তাহার মাতামহের যে এক দলীল অসিদ্ধ হইয়াছিল সেই দলীলমূলক ঐ রাজীনামা হইল তাহাতে ধার্য্য হইল যে ঐ রাজীনামা ও স্বীকারপত্র আইনমতে সিদ্ধ নহে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ২৮ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৬৪ পৃষ্ঠা।

৫৬৭। এক দলীলের বিষয়ে দৃষ্ট হইল যে অনবধানতাপ্রযুক্ত ফসলী সন না লেখা গিয়া তাহাতে সমতের সন লেখা হইয়াছিল তাহাতে ধার্য্য হইল যে তৎপ্রযুক্ত ঐ দলীল অসিদ্ধ হয় না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৫ সালের ১৪ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৩২ পৃষ্ঠা।

৫৬৮। এক দলীল আদালতে মিথ্যা ও অসিদ্ধ নির্দ্দিষ্ট হইলে যদ্যপি কোন ব্যক্তি তৎপরে তাহা দাখিল করে এবং তাহা সত্য ও মাতবর কহে তথাপি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধেও ঐ দলীলঅনুসারে কোন দাওয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৫ সালের ২৬ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৩৯ পৃষ্ঠা।

২৭ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত।—জাল করণ।

৫৬৯। যে কোন ব্যক্তি চাতুর্য্য কিম্বা শঠতা করিয়া এবং অন্যেরদিগের ক্ষতি হয় এমত মনে করিয়া

ছাপার কিম্বা লেখা দলীলদস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র কিম্বা কাগজপত্র জাল অর্থাৎ কৃত্রিম সৃষ্টি করে কিম্বা তাহাতে লিখিত কোন কথার বিনিময় অর্থাৎ বদল করে কিম্বা এপ্রকার নিদর্শনপত্র ও কাগজপত্রাদিতে মিথ্যা দস্তখৎ কিম্বা কৃত্রিম মোহর করে কিম্বা চাতুর্য্য ও শঠতা করিয়া সরকারী ইস্টাম্প কাগজ ও মোহরসকল কৃত্রিম করে সে অপরাধি ব্যক্তি এবং এইরূপ যে ব্যক্তি অন্যেরদিগকে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া কাগজপত্র ও নিদর্শনপত্রাদি কৃত্রিম সৃষ্টি করায় তাহার প্রতি এমত অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সে ব্যক্তিও এই আইনের ৩ ধারার নির্ণীত শাস্তি পাইবেক ইতি।—১৮০৭ সা। ২ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।

৫৭০। যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ২ আইনে এ বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ হয় নাহি যে যেং লোকের প্রতি জানিয়াশুনিয়া দাগাবাজী করিয়া জাল ও তগল্লবী কাগজ ও নিদর্শনপত্র চালাইবার কিম্বা তাহা চালাইতে উদ্যত হইবার অপরাধ কিম্বা জানিয়াশুনিয়া জাল ইস্টাম্প কাগজ ব্যবহার করণের কি চালাইবার কি বিক্রয় করণের কি কোনহ প্রকারে বাঁটিয়া দেওনের কি তাহা করিতে প্রবৃত্ত হওনের অপরাধ অথবা জানিয়াশুনিয়া কলব অর্থাৎ কৃত্রিম আশরফী কি টাকাআদি কি জাল বেঙ্কনোট অথবা প্রমিসরি নোট কি দেনা পাওনার বাবৎ অন্য নিদর্শনপত্র দেওনের কি তাহাতে প্রবৃত্ত হওনের অপরাধ প্রমাণ হয় তাহারদিগের কি শাস্তি হইবেক অতএব যাহারা উপরের লিখিত অপরাধসকলের কোন অপরাধ করে তাহারদিগের শাস্তি নিরূপণ করণের নিমিত্তে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।— ১৮১৭ সা। ১৭ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

৫৭১। যদি কোন জনের প্রতি উপরের প্রকরণের লিখিত কোন অপরাধ দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের তজবীজে কি সদর নিজামতের জজ সাহেবদিগের হজুরে সাবুদ হয় তবে সে অপরাধী মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব যে মিয়াদ উপযুক্ত জানেন সেই মিয়াদে কয়েদের শাস্তির যোগ্য হইবেক কিন্তু সে মিয়াদ সাত বৎসরের অধিক হইবেক না ও যে সকল প্রকারেতে অপরাধিহইতে যাহাতে অপরাধের আধিক্য হয় এমত দুস্কর্ম্ম হইয়া থাকে কিম্বা সে অপরাধী একবার তাহার অপরাধ সাবুদ হইয়া শাস্তি পাওনের পর খালাস হইয়া পুনরায় যদি সেই অপরাধ করিয়া থাকে তবে তাহার প্রতি তশহীর অর্থাৎ দুরবস্থা করিয়া নগর ফিরাণের হুকুম হইবেক ও যে কেহ প্রথমবার যে অপরাধ সাবুদ হইয়া শাস্তি পাইয়া খালাস হইয়া থাকে সে জন সেই অপরাধ পুনরায় করণের প্রকারেতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে এমত অপরাধির উপর ঐ শাস্তির অতিরিক্ত ৩০ ঘা কোড়া কি বেতের অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তির হুকুম দেন ও যদি কাহারু প্রতি উপরের প্রকরণের লিখিত কোন অপরাধ দুইবার সাবুদ হইয়া তাহার শাস্তি পাওনের পর খালাস হইয়া তৃতীয়বার তাহার সেই অপরাধ করণ সাবুদ হয় ও দায়েরসায়েরী আদালতের জজ সাহেব ঐ অপরাধিকে সাত বৎসরের অধিক মিয়াদে কয়েদ রাখণের যোগ্য জানেন তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার রোয়দাদ আপন বিবেচনার কথা সম্বলিত এক চিঠীসহিত ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ২ ধারার ৭ প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন ইতি।—১৮১৭ সা। ১৭ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

৫৭২। যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে অপরাধিরদের অঙ্গে গোদনা দিয়া দাগ করণের ও তাহারদিগকে তশহীর করণের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে রহিত করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ১১ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারা ও ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১২ ধারার ২। ৩। ৪ প্রকরণ এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের ও ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ৯। ১০ ধারার যেং ভাগ এবং চলিত অন্য যে কোন আইনে কিম্বা আইনের অংশেতে হুকুম আছে যে অপরাধিরদের কপালে কিম্বা তাহারদের শরীরের কোন অঙ্গে যাহা লুপ্ত হইতে না পারে এমত কোন দাগ দেওয়া যায় তাহা কিম্বা যে আইনেতে সামান্যতঃ তশহীর নামেতে খ্যাত দণ্ড অর্থাৎ অপরাধিকে সকল লোকের দৃষ্টিতে প্রকাশ করিবার কোন দণ্ডের হুকুম করা যায় তাহা রদ হইল ইতি।- ১৮৪১ সা। ২ আ। ১ ধা।

৫৭৩। এই আইন জারী হওনের পরে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে অপরাধির দোষ সাবুদ হইল তাহার কোন অঙ্গে গোদনার কোন দাগ কিম্বা যাহা লুপ্ত হইতে পারে না এমত কোন দাগ কিম্বা লুপ্ত হইলে পর পুনরায় নূতন দাগ দেওনের হুকুম কিম্বা কোন অপ-

রাধিকে তশহীরের দ্বারা সকল লোকের দৃষ্টিতে প্রকাশ করিবার কিম্বা অন্য কোন প্রকারে অপমানজনকরূপে প্রকাশ করিবার হুকুম করিতে পারিবেন না।—১৮৪৯ সা। ২ আ।২ ধা।

৫৭৪। জরিপের কাগজপত্র দলীলদস্তাবেজের মধ্যে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তি তাহা মিথ্যা ও কৃত্রিম জানিয়া চাতুরী করিয়া চালায় অথবা প্রবঞ্চনা করিয়া তাহা জারী করে কিম্বা জারী করিতে উদ্যত হয় সেই ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১০ ধারার বিধির অনুসারে সেই ব্যক্তি ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের যোগ্য হইবেক।—১৮৩৬ সালের ৯ ডিসেম্বরের ১০৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৭৫। দেওয়ানী মোকদ্দমায় বাদিপ্রতিবাদিদিগকে মিথ্যা শপথবিষয়ক নালিশ করিতে ১৮০১ সালের ৩ আইনে নিষেধ আছে। সেইরূপে দেওয়ানী আদালতে যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল হয় তাহা যদি কোন ব্যক্তি জাল কহে তবে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব ঐ জালের বিষয়ে নালিশ করিতে হুকুম না দিলে অথবা ঐ জাল কাগজের দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতি হয় তাহাকে ঐ বিষয়ের নালিশ করিতে বিশেষ অনুমতি না দিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জাল কাগজের বিষয়ের কোন নালিশ শুনিতে পারেন না।—১৮২৭ সালের ১৩ জুলাইর ৪৫৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৭৬। জানা কর্ত্তব্য যে যদি দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে উপরের লিখিত কোন অপরাধ কোন ব্যক্তির প্রতি প্রমাণ হয় এবং বিচার ও ন্যায্যার্থে সেই মোকদ্দমার আসামীকে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে সোপর্দ্দ করা উচিত ও আবশ্যক বোধ হয় তবে এ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বের কোন আইনের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ঐ অপরাধিকে দায়েরসায়েরী আদালতের বিচার ও নিষ্পত্তি হইবার্থি কয়েদ করিয়া রাখেন ইতি।—১৮০৭ সা। ২ আ। ৫ ধা।

৫৭৭। সেশন জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে মুৎফরকক্কা মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির নামে জালের বিষয়ের নালিশ করণের উপযুক্ত হেতু দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তির নামে আমি নালিশ করিতে পারি কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণে "কোন প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমায়" এ কথা লেখা আছে অতএব তাহার মধ্যে যে মুৎফরকক্কা মোকদ্দমার বিষয় তুমি লিখিয়াছ তাহা গণ্য করিতে হইবেক। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে তুমি যদি সেই অপরাধি ব্যক্তিকে বিচারার্থে সোপর্দ্দ করিয়া থাক তবে সেশন জজ সাহেবের ন্যায় তুমি তাহার মোকদ্দমার বিচার করিতে পার না কিন্তু কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা তাহার বিচার হইবেক।—১৮৩৩ সালের ১১ অক্টোবরের ৮৩৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৭৮। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সদর আমীনের বিচারহওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমায় যদি জালকাগজ ধরা পড়ে তবে সেই বিষয়ের মোকদ্দমা আমি শুনিতে পারি কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে যে দেওয়ানী মোকদ্দমায় ঐ জাল কাগজ দাখিল হইয়াছিল সেই মোকদ্দমা যদ্যপি আপীলরূপে তোমার আদালতে উপস্থিত থাকে তবে তোমার বোধে যে ব্যক্তি তাহা জাল করিয়া থাকে অথবা জাল জানিয়া আদালতে দাখিল করিয়া থাকে সেই ব্যক্তিকে তুমি দায়েরসায়েরী আদালতে বিচার হওনার্থে সোপর্দ্দ করিতে পার। কিন্তু যদ্যপি ঐ আপীল নিষ্পত্তি হইয়া গিয়া থাকে তবে যাবৎ তোমার ডিক্রী পুনর্ব্বিবেচনা করণের নিমিত্তে তুমি সদর দেওয়ানী আদালতের অনুমতি না পাইয়াছ তাবৎ ঐ কথিত জালের অপরাধের বিষয় তোমার বিচার্য্য হইতে পারে না।—১৮৩০ সালের ২৭ আগষ্টের ৫৭২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৭৯। সদর দেওয়ানী আদালত আরো জানাইতেছেন যে ঐ মোকদ্দমা প্রথমতঃ যে সদর আমীনের দ্বারা বিচার হইয়াছিল তিনি যদি এমত বোধ করিলেন যে ঐ কাগজ নিতান্ত জাল এবং যে ব্যক্তি তাহা দাখিল করিল সেই ব্যক্তি জাল জানিয়াই দাখিল করিল তবে তাঁহার উচিত ছিল যে সেই বিষয় জজ সাহেবের নিকটে অর্পণ করেন্ এবং এই অপরাধে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে ঐ জজ সাহেব দোষী জ্ঞান করেন আপন আদালতে উপস্থিতহওয়া মুলতবীথাকা মোকদ্দমায় যেরূপ কার্য্য করিতেন তাহারদের প্রতিকূলেও সেই রূপ কার্য্য করিবেন।—১৮৩০ সালের ২৭ আগষ্টের ৫৭২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৮০। বারাণসের সেশন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে দেওয়ানী আদালতসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব জালচক্রান্তের বিষয়ের নালিশে বিচার হওনার্থে সোপর্দ্দ করিতে পারেন্ না। কিন্তু সেই মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাওয়ালে করিতে হয় এবং তিনি নালিশের বিষয় তদন্ত করিয়া হয় আপনি তাহা নিষ্পত্তি করিবেন কিম্বা যদি আইনানুসারে তাহা সেশন আদালতে সোপর্দ্দ হইতে পারে তবে আপনার বিবেচনামতে সেশন আদালতে বিচারহওনার্থে সোপর্দ্দ করিবেন।—১৮৩৯ সালের ১২ জুলাইর ১২২৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৮১। এক জন দেওয়ানীর জজ সাহেব জালকরণ এবং চাতুরী ও জালকরাওণের মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া তাঁহাকে হুকুম করিলেন যে সাক্ষ্য যদি প্রচুর হয় তবে অপরাধিকে সোপর্দ্দ কর মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে সোপর্দ্দ করিলেন তাহাতে সেশন জজ সাহেবকে কহা গেল যে এই কার্য্য রীত্যনুসারে হইয়াছে এবং তুমি সেশন জজস্বরূপ ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে পার।—১৮৩৯ সালের ৫ জুলাইর ১২২১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৮২। আসামী যে টাকা পাইয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্তে যদি প্রবঞ্চনা করিয়া দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত দেয় তবে জজ সাহেব বিচারার্থে তাহাকে সোপর্দ্দ করিতে পারেন না। জজ সাহেবের উচিত যে আপনার যেপর্য্যন্ত ক্ষমতা থাকে সেইপর্য্যন্ত তহকীক করিয়া আপন মত লিখিয়া কাগজপত্র মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠান্ এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমত তাহাকে বিচারার্থে সোপর্দ্দ করিবেন কি না করিবেন।—১৮৩৫ সালের ২৭ মার্চের ২২৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৮৩। কালেক্টর সাহেব জালসাজীর যে নালিশ ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত করেন তাহা স্থগিত করণের জন্যে দেওয়ানী আদালত সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।—১৮৪৬ সালের ১৯ নবেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮৭ পৃষ্ঠা।

৫৮৪। ১৮২৪ সালের ১৫ আইনানুসারে কোন যে কদ্দমা যত কাল মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত থাকে তত কাল ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব জাল কাগজ করণ বা জাল কাগজ চালাওনের অপরাধের অপরাধিকে সোপর্দ্দ করিতে পারেন কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জালসাজীর তজবীজ দেওয়ানী আদালতে অর্পণ করণের পর সেইরূপ সোপর্দ্দ করিতে পারেন না। যে মোকদ্দমার বিষয়ে উল্লেখ হইতেছে সেই মোকদ্দমা যে সদর আমীন নিষ্পত্তি করিলেন তিনি ঐ কথিত জালসাজীর বিষয়ে কিছু কহিলেন না এবং ঐ মোকদ্দমার উপর তৎপরে জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইল। আপীল থাকনসময়ে ঐ দলীল অতিস্পষ্টতঃ জাল দুষ্ট হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি এই হুকুম হইল যে মোকদ্দমাসংক্রান্ত ব্যক্তিবদিগকে ফৌজদারী আদালতে জালসাজীর বাবৎ নালিশ করণের অনুমতির দরখাস্ত জজ সাহেবের নিকটে করিতে আদেশ কর। -১৮৩৩ সালের ২৩ আগষ্টের ৮২০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৮৫। যে দলীলদস্তাবেজ দেওয়ানী আদালতে দাখিল হইয়াছে তাহার জালসাজীর বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নালিশ আরম্ভ করিতে পারেন না।—১৮৩১ সালের ১৩ জুলাইর ৭০৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৮৬। সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে জাল করণ দোষ নিবারণ করিবার জন্যে সর্ব্ব প্রকার উপযুক্ত উপায় করা উচিত এই বিষয় যেমন সকলের অধিক বোধ হয় তেমন দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পাদ হওন সময়ে ধরা পড়া সেই দোষের বিষয়ে নালিশ ক্রমে৷ বাড়িবেক অতএব তাঁহারা ইহা জানাইতে উচিত বোধ করেন যে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের এবং উত্তর পশ্চিম দেশের নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে দেওয়ানী মোকদ্দমার নির্ব্বাহ হওন সময়ে জাল করণ দোষ ধরা পড়িলে যে ব্যক্তির প্রতি অভিযোগ হয় সে ব্যক্তি যদি নালিশগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করে তবে দেওয়ানীর জজ সাহেব ১৮০৪ সালের ৩ আইনের ৪ ধারামতে কার্য্য করিতে পারেন। এমত গতিকে দেওয়ানীর জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে এ রূপোশহওয়া ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিবার জন্যে ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ১৮০৪ সালের ৩ আইনের ৪ ধারা ও ১৮১৭ সালের ২০ আইনের তদনুসারি ধারার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে হুকুম করেন এবং সেই হুকুমমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কার্য্য করিতে হইলেক এবং ফৌজদারী যে দোষ প্রথমতঃ ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে বিচার্য্য হয় সেই দোষে অভিযুক্ত ব্যক্তি রূপোশ হইলে যেপ্রকার করিতেন মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই প্রকার কার্য্য করিবেন। আরো হুকুম হইল যে উক্ত আইনানুসারে সম্পত্তি ক্রোক করিবার বিষয়ে যে হুকুম আছে তাহার প্রতি এবং এই বিধানের প্রতি ৬৪৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফার মূল নিয়ম খাটে।—১৮৪৭ সালের ১৭ মের সবক্যুলর অর্ডর।

৫৮৭। ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টরের দ্বারা স্থাপিত আদালতের বিশেষ সীমাভিন্ন বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের সীমাসরহদ্দের মধ্যে দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমায় যে দলীলদস্তাবেজ এবং কাগজপত্র ঐ মোকদ্দমার বিপক্ষ পক্ষেরদের বিরুদ্ধে অথবা অন্য ব্যক্তিরদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ দাখিল হয় তাহার বিষয়ে সেই দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তিরা কৃত্রিম করণের বিষয়ে অথবা কৃত্রিম করাওণের বিষয়ে কিম্বা মিথ্যা ও কৃত্রিম দলীলদস্তাবেজ ও কাগজপত্র সত্য বলিয়া চাতুরীক্রমে বাহির করণের এবং প্রকাশ করণের বিষয়ে বা ঐ দলীলপ্রভৃতি মিথ্যা ও কৃত্রিম জানিয়া তাহা প্রকারান্তরে চাতুরীক্রমে আমলে আনিবার কিম্বা আমলে আনিবার উদ্যোগের বিষয়ে যেং নালিশ করে সেইং নালিশ নানা জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা পশ্চাৎ লিখিত ধারার নিরূপিত প্রকারভিন্ন অন্য কোন প্রকারে গ্রাহ্য করিবেন না ইতি।—১৮৪৮ সা। ১ আ। ১ ধা।

৫৮৮। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে (মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সোপর্দ্দ করণের ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য কর্ম্মকারকের আদালতভিন্ন) কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত আছে সেই২ মোকদ্দমায় যদি ঐ আদালতের এমত বোধ হয় যে এই আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের বিষয়ে কোন নালিশ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে তজবীজ হওনার্থে পাঠাইবার উপযুক্ত কারণ আছে তবে সেই আদালত নালিশগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে কয়েদ করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং নালিশের সম্পর্কীয় সাক্ষ্য এবং দলীলদস্তাবেজও পাঠাইবেন এবং সেই বিষয়ে যে সকল সাক্ষী ঐ প্রকার সাক্ষ্য দিয়াছে তাহারদের প্রত্যেক জনের স্থানে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে উপস্থিত হওনের বিষয়ে এক মুচলকা লিখিয়া লইবেন। এবং তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই নালিশ গ্রাহ্য করিয়া রীতিমতে তাহার বিচার করিবেন। পরন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে তাহার দ্বারা বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৬ ধারায় কৃত্রিম করণের মোকদ্দমার বিষয়ে সেশন জজ সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছিল তাহার কিছু ব্যাঘাত হইয়াছে ইতি। ১৮৪৮ সা। ১ আ। ২ ধা।

৫৮৯। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে দেওয়ানী আদালত এই কথাতে রাজস্বের যে সকল কার্য্যকারককে আদালতের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহারদিগকেও বুঝাইবেক ইতি।—১৮৪৮ সা। ১ আ। ৫ ধা।

৫৯০। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে সদর নিজামৎ আদালতের ১৮৩০ সালের ১৬ জুলাই তারিখের ৫৪ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ১৬ দফায় যে আলাহিদা কাগজে ইঙ্গরেজী ও দেশীয় ভাষায় অপরাধের বৃত্তান্ত লিখিবার হুকুম আছে সেই কাগজ কোন দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজুকার করণ সময়ে প্রকাশ হওয়া মিথ্যা শপথ কিম্বা জালসাজীর অপরাধের বিষয়ে যে জজ সাহেব অপরাধিকে সোপর্দ্দ করেন্ সেই জজ সাহেব তাহা প্রস্তুত ও তাহাতে সহী করিবেন।—১৮৪৭ সালের ১১ মার্চ্চের সরক্যুলর অর্ডর।

৫৯১। জিলার জজ সাহেব জাল কাগজ করণের বিষয়ে অথবা মিথ্যা শপথ দেওনের বিষয়ে কোন ব্যক্তিরদের বিরুদ্ধে আমি নালিশ করিব না বলিয়া যে হুকুম দেন তাহা চূড়ান্ত।—১৮৪৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮৫ পৃষ্ঠা।

২৮ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত।—বিশেষ তহকীক।

৫৯২। সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের যথেষ্ট ত্বরা ও তাকীদ আছে যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের যে কোন আইনের মতে যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্ত্যর্থে তাহার গতিকের বেওরা কৈফিয়ৎ আদালতের কোন আমলা কিম্বা অন্য যাহার স্থানে যে সময় তলব করিবার ও জিজ্ঞাসিবার হুকুম আছে তাহাছাড়া সময়ান্তরে তলব না করেন্ ও না শুনেন্।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১৬ ধা।

৫৯৩। এদেশীয় ভাষার হিসাবের বহীতে লেখা টাকার বিষয়ে যে দাওয়া হয় তাহা সিদ্ধ কি না ইহা নির্ণয় করণার্থে ঐ হিসাবের বহীর প্রত্যয়ের যোগ্যতার বিষয়ের রিপোর্ট করিতে দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আপন২ সিরিশ্তার খাজাঞ্চীকে হুকুম দিয়া থাকেন্। কিন্তু ঐ ব্যবহার ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৬ ধারার বিপরীত। ঐ ধারাতে জজ সাহেবেরদের প্রতি এইমত নিষেধ আছে যে কোন আইনের দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা না দেওয়া গেলে তাঁহারা আপনারদের সমক্ষে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার বিষয়ে ডিক্রী করণের অভিপ্রায়ে আদালতের কোন আমলা কি অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে বেওরা কৈফিয়ৎ লইবেন না কেবল শরা ও শাস্ত্রের কোন বিধানে পণ্ডিত ও মৌলবীর নিকটে কোন বিষয় অর্পণ করিতে পারেন অতএব সদর আদালত উক্ত ব্যবহার এইক্ষণে নিষেধ করিতেছেন এবং পশ্চাৎ লিখিত বিধানানুসারে কার্য্য করিতে হুকুম দিতেছেন।—১৮৪০ সালের ৪ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১। ২ দফা।

৫৯৪। যদ্যপি কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় এদেশীয় হিসাবের বহী অনুসন্ধান ও তহকীক করণের আবশ্যক হয় তবে ইউরোপীয় জজ সাহেবেরা সাধ্যানুসারে সেই নিমিত্তে আসেসর অর্থাৎ সহকারিরদিগকে আহ্বান করিবেন কিন্তু যে২ স্থলে এইরূপকরা তাঁহারদের বিহিত বোধ না হয় সেই২ স্থলে তাঁহারা আমীনের দ্বারা ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ঐ আমীনেরা মো-

কদ্দমা দুষ্টে ফরিয়াদী কি আসামীর খরচে নিযুক্ত হইবেক এবং তাহারদের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার সমস্ত বিষয় এবং ফরিয়াদী আসামীর ইচ্ছা বুঝিয়া যেমত উচিত বোধ হয় সেই মতে হয় মহাজনের ঘরে কি আদালতে ঐ হিসাবের বহীর তহকীক করিবেক। এবং এদেশীয় যে বিচারকেরা পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে আসেসর অর্থাৎ সহকারী নিযুক্ত করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন তাঁহারা শেষোক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন।—১৮৪০ সালের ৪ ফেব্রুআরির সবক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৫৯৫। জিলা ও শহরের আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে কিম্বা আর২ মুৎফরক্কা মোকদ্দমাতে যখন ডিক্রী জারী করা যাইবার বাবৎ কিম্বা তেজারতের কারবার কি মালগুজারীর বাবৎ হিসাবকিতাব রফা করণের আবশ্যক হয় কিম্বা ভূম্যধিকারী ও প্রজাদিগের মধ্যে বিরোধের বিষয়ের তহকীক করণের অথবা হিসাবকিতাবের কি কোন মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের কি দেশের ব্যবহারের সম্পর্কীয় অন্য যে২ বিষয়ের তহকীক করণের আবশ্যক হয় ও আদালতের সাহেবের এমত অবকাশ না থাকে যে আপনি ঐ সকল বিষয়ের তহকীক করেন্ তবে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাঁহার তাবে সদর আমীনদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে ঐ সকল বিষয়ের তহকীকতদন্ত করিবার হুকুম দেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৭৬ ধা। ১ প্র।

৫৯৬। ঐ সকল প্রকারেতে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে সদর আমীনদিগকে জ্ঞাত করিবার ও দাঁড়া জানাইবার কারণ আপন কুরকারীর মধ্যে যাহা কি অন্য যে সকল হুকুম তাহারদিগের নিকটে পাঠান আবশ্যক বুঝেন্ তাহা পাঠান্ এবং ফরিয়াদী ও আসামীকে কি তাহারদিগের উকীলদিগকে কি তাহারদিগের মোখ্তারকারকে হুকুম করেন্ যে যে বিষয়ের তহকীক করণের প্রয়োজন হয় তাহার তহকীক করা যাওনের সময়ে সদর আমীনের নিকটে হাজির থাকে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৭৬ ধা। ২ প্র।

৫৯৭। জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল হুকুমেতে স্পষ্ট করিয়া ইহা লিখেন্ যে সদর আমীনের প্রতি যে বিষয়ের তহকীক করণের ভার হয় সে সদর আমীন কেবল তাহার তহকীকের কাগজপত্র জজ সাহেবের হজুরে পাঠায় কিম্বা সে বিষয়ে আপনি যাহা বিবেচনা করে তাহাও ঐ কাগজপত্রের শামিলে পাঠাইয়া দেয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৭৬ ধা। ৩ প্র।

৫৯৮। সদর আমীনদিগের পাঠান কাগজপত্র যে মোকদ্দমার তহকীকের হুকুম হইয়াছিল তাহাতে সাক্ষির সাক্ষ্যের মত বোধ হইবেক কিন্তু যদি জজ সাহেব বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত তাহার প্রতি বিশ্বাস না করেন্ তবে তাহাতে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে নূতন তহকীক তদন্ত করণের পরে সে মোকদ্দমাতে যে শেষ হুকুম দেওয়া উচিত বুঝেন্ তাহা দেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৭৬ ধা। ৪ প্র।

৫৯৯। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৬ ধারার ১ প্রকরণেতে হুকুম লেখা গিয়াছে যে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের নিকটে জাবেতামতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে কিম্বা অন্য সামান্য মোকদ্দমাতে যদি আদালতের হুকুমমত কার্য্য করিবার বিষয়ে মহাজনী কি বাজস্বের বিষয়ের হিসাবকিতাব দুরস্ত করণের কিম্বা জমীদার ও প্রজার মধ্যে হওয়া বিবাদের বিষয় অনুসন্ধান করণের কিম্বা হিসাবের কি ভাবগতিকের কি রীতি ব্যবহারের অন্য বিশেষ কোন বিষয়ের অনুসন্ধানকরণের আবশ্যক হয় এবং জজ সাহেব নিজে তাহা করিতে হইলে তাহা নির্ব্বাহ করিতে যে কাল লাগে সে কালপর্য্যন্ত অন্যং কর্ম্মের ব্যাঘাত হইবেক বোধ হয় তবে এই প্রকরণের দ্বারা জজ সাহেব ক্ষমতা রাখিবেন যে আপন তাবে কোন সদর আমীনকে ঐ হিসাবকিতাব দুরস্ত কি অনুসন্ধান করিতে হুকুম দেন্ ও ঐ উপরের লিখিত ধারার ২ ও ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ প্রকরণেতে ঐং প্রকরণের লিখিত বিষয়ে অন্যং হুকুম আছে এবং ঐ ধারার ঐং প্রকরণ ইহার পরে সদর আমীনেরা সরকারহইতে মাহিয়ানা পাওনের অবধারণ হওনপ্রযুক্ত রদ হইল যে ৫ প্রকরণ তাহাব্যতিরেকে বহাল থাকিবেক ও ইহাও জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত হিসাবকিতাব স্তধরণ কি অনুসন্ধান করণের বিষয়ে কোন আবশ্যক খরচ হইলে ঐ স্তধরণ কি অনুসন্ধান করা সারা হইলে পর জজ সাহেবের যাহা ন্যায্য ও উপযুক্ত বোধ হয় সেই খরচ ঐ বিবাদের এক পক্ষের কিম্বা উভয় পক্ষের দিতে হইবার হুকুম দিতে তাঁহার ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১৩ আ। ৫ ধা।

৬০০। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৬ ধারার বিধির অনুসারে জজ সাহেবের আদালতের করা ডিক্রী জারী করা যাইবার বাবৎ যখন হিসাব কিতাব রফা করণের কিম্বা বিরোধীয় বিষয়ের তহকীক করণের অথবা হিসাব কিতাবের কি কোন মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের কি দেশের ব্যবহারের সম্পর্কীয় অন্য বিষয়ের তহকীক করণের আবশ্যক হয় তখন যেমন ঐ জজ সাহেব অন্য সদর আমীনদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন তেমনি প্রধান সদর আমীনদিগকেও নিযুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু

চলিত আইনানুসারে সদর আমীন ও মুনসেফের আদালতে করা ডিক্রীছাড়া অন্যান্য ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইতে পারে না। [পরন্তু ১৮৩৬ সালের ৫ আইনানুসারে ডিক্রী জারীর দরখাস্ত সামান্যতঃ প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হইতে পাবে]।—১৮৩৩ সালের ১৫ মার্চের ৭৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬০১। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৬ ধাবাব ১।২।৩।৪।৬ প্রকরণ প্রধান সদর আমীনের বিষযে খাটে কি না। তাহাতে সদর দেওযানী আদালত উত্তব করিতেছেন যে উক্ত প্রকবণ যদ্যপি প্রধান সদর আমীনের বিষযে খাটিবার কোন বিশেষ হুকুম নাই তথাপি ১৮৩১ সালের ৫ আইনেব সাধাবণ ভাব দৃষ্টে বোধ হয় যে সদর আমীনেব বিষযে ঐ প্রকবণ যেরূপ খাটে সেইরূপে তাহা প্রধান সদর আমীনেব বিষযেও খাটিবেক।—১৮৩৩ সালের ১ নবেম্বরের ৮১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬০২। এদেশীয় বিচাবকেরা যদি আপনাবদেব মনঃপ্রত্যযেব নিমিত্তে অথবা বাদিপ্রতিবাদিব অনুবোধে বিরোধের সম্পত্তি তদারক করিতে অথবা সরে জমীনে গিযা তহকীক করিতে উচিত বোধ করেন্ তবে পথখবচের কি অন্য কোন বাবতে টাকা পাইবার দাওযা কবিতে পাবেন্ না।। কিন্তু সদর আদালত বোধ কবেন যে যখন তাঁহাবা উপরিস্থ কোন আদালতেব হুকুমক্রমে সরে জমীনে গিযা তদারক করেন্ তখন তাহারদেব খরচ তাঁহাবদিগকে দেওযাইতে হয।—১৮৩৮ সালের ১৪ সেপ্টেম্বরের ১১৭১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬০৩ পূর্ব্বে সকল ভূম্যধিকারী ও খাস মহালাতের ইজারদারেরা ও তাহারদিগের পেটার তালুকদারেরা ও কটকিনাদারেরা ও প্রজাবর্গ এবং পেটার তালুকদারেরা ও তাহারদিগের কটকিনাদারেরা ও প্রজাবর্গ এবং যে সকল কটকিনাদার ভূম্যধিকারিদিগের কিম্বা খাস মহালাতের ইজারদারদিগের অথবা তাহারদিগের পেটার তালুকদারদিগের স্থানে কটকিনা লইয়া থাকে তাহারা এবং তাহারদিগের তাবে তালুকদারেরা ও কটকিনাদারেরা ও প্রজাবর্গ এবং অন্যং যে সকল লোক স্বয়ং কিম্বা জামিনীক্রমে মালগুজারী দিবার ও লইবার এলাকা রাখে তাহারদিগের আপোসী ঐ সকল এলাকার যে যে মোকদ্দমা মাল আদালতের মোতালক ছিল সে সকল মোকদ্দমার হিসাবের আপত্তি উপস্থিত হইলে তাহা মিটাইবার কারণ জজ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে সকল হিসাব কালেক্টর সাহেবদিগেরে সমর্পণ করিয়া তাঁহারদিগের স্থানে তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ তলব করেন্ ইহার যে কোন কালেক্টর সাহেবকে সে হিসাব সমর্পণ করিতে হয় তাহা আদালতের মোহর ও জজ সাহেবের দস্তখতে এক লিখন লিখিয়া তাহার মধ্যে সেই হিসাবের নাম ও সেই হিসাবের প্রতিপোষকের যে যে কাগজপত্র জজ সাহেবের স্থানহইতে সেই হিসাবের সঙ্গে পাঠাইবার আবশ্যক হয় তাহার নামনিদর্শন ও যে ক্লালের মধ্যে তাহার কৈফিয়ৎ পাঠাইতে হইবেক তাহার নিরূপিত মিয়াদের প্রস্তাব করিয়া সেই সকল কাগজপত্রসমেত কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন আর সেই হিসাবী মোকদ্দমার ফরিয়াদী ও আসামী ও তাহার উভয় পক্ষের যে উকীল ও সাক্ষী থাকে তাহারদিগেরেও জজ সাহেব হুকুম দিবেন যে তাহারা কালেক্টর সাহেবের নিকটে গিযা রুজু হয় ও তাহাতে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবকে এমত ক্ষমতা অর্পণ করেন্ যে সেই মোকদ্দমার প্রমাণের জন্যে আইনের মতে সাক্ষিদিগেরে সুকৃতি করাইয়া বেওরা শুনিয়া জোবানবন্দীতে দস্তখৎ করান্ কিম্বা উভয় বিবাদির সম্মতিক্রমে উভয়ের কথা সেই মোকদ্দমার প্রমাণার্থে গ্রাহ্য হইলে উভয়ের জোবানবন্দী সুকৃতিপূর্ব্বক করাইয়া কালেক্টরী মোহর ও আপন দস্তখতে কৈফিয়ৎ দুরস্ত করিয়া মিয়াদের মধ্যে জজ সাহেবের স্থানে পাঠান্ ও তাহা মিয়াদের মধ্যে না পাঠাইতে পারিলে যে হেতুতে না পারেন্ তাহার বেওরা লিখিয়া সমাচার দেন্ জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবের স্থানহইতে কৈফিয়ৎ পাইলে সে কৈফিয়ৎ মঞ্জুর করেন্ কিম্বা নামঞ্জুর করিয়া যে মতান্তর হিসাবে সে মোকদ্দমার ন্যায্য বিচার হয় তাহা করিতে পারিবেন। এই ধারানুসারে জজ সাহেবদিগের প্রতি এমত হুকুম না জানিবেন যে ঐ সকল মতের যে যে মোকদ্দমার এলাকার ফরিয়াদী কিম্বা আসামী কালেক্টর সাহেবেরা নিজে কিম্বা কালেক্টরী আমলারা অথবা কালেক্টর সাহেবদিগের নিজের চাকর লোক অথবা সরকার হন্ তাহা কালেক্টর সাহেবদিগেরে সমর্পণ করেন্ ইতি।—১৭৯৪ সা। ৮ আ। ১৩ ধা।

৬০৪। তুমি সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবের নিকটে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ লিখন পাঠাইয়া যদি নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে তাহা জারী করিতে হুকুম দেন্ কিম্বা ঐ মিয়াদের মধ্যে ঐ হুকুম জারী না হয় তবে তাহার মাতবর কারণ দর্শাইতে হুকুম দেন্ তবে ইহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে জিলার জজ সাহেব এমত কার্য্য করিতে চাহিলে অবশ্য করিতে পারেন্।—১৮৩৫ সালের ২১ আগষ্টের ৯৬৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬০৫। জিলা ও শহরসকলের দেওযানী আদালতের জজ সাহেবদিগের সাধ্য আছে যে যে সময়ে ঐ সকল আইনের কিম্বা এই আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন বহী তাঁহারদিগের কাহার দেখিবার আবশ্যক হয সে সময়ে সেই বহী কিম্বা তাহার নকল যাহা চাহেন্ তাহা কালেক্টর সাহেবের দস্তখতে সটীক করিয়া পাঠাইবার কারণ তলব করেন। ইহাতে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই তলবী লিখন পাইলে পর যদি তৎকালে আসল বহী পাঠাইবাতে কোন কর্ম্মের ভণ্ডুল না হয তবে তৎক্ষণাৎ এদেশীয লোক আমলা জনেককে সঙ্গে দিযা আসল বহী পাঠাইয়া দেন্। এরূপে সে বহী যাবৎ ফিরিযা না আইসে তাবৎ সেই আমলার জিম্মায় রহিবেক। ও যদি আসল বহী পাঠাইবার কিছু বাগড়া থাকে তবে যে বিষয় জানিবার অর্থে সে বহী তলব হইয়া থাকে সেই বিষয়ের বেওরা হকীকতের নকল অবিশেষে উঠাইয়া আপনার ভার নিদর্শনী দস্তখতে সটীক করিয়া অব্যাজে পাঠান্।—১৮০০ স। ৮ আ। ১৫ ধা।

৬০৬। গবর্ণমেণ্ট হুকুম করিতেছেন যে ইঙ্গলণ্ড দেশের আইনের যে কোন বিষযে শ্রীযুত আডবোকেট জেনরল সাহেবের মত জানিতে চাহ এই সদর আদালতের দ্বারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবা।—১৮৪৩ সালের ২১ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

[সরে জমীনে তদারক করণের নিমিত্তে আমীন পাঠাইবার বিষযের বিধি দ্বিতীয অধ্যাযের ২৬ ধারা দেখ।]

২৯ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত।- অমূলক এবং ব্যামোহদাযক মোকদ্দমার দণ্ড।

৬০৭। যদি কোন জিলা কিম্বা শহরের আদালতে এমত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয যে তাহাতে জজ সাহেবের নিশ্চয জ্ঞান হয যে সে মোকদ্দমা মিথ্যা কিম্বা ব্যামোহদাযক অথবা অমূলক অর্থাৎ অনর্থক বিপক্ষের দুঃখকর তবে সেই জজ সাহেবের কর্ত্তব্য সে এই দুই প্রকার মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করিযা তাহাতে আদালতের যে খরচা প্রকৃত হয তাহা দিতে সেই ফরিযাদীর প্রতি হুকুম করেন ও তাহাছাড়া সেই ফরিযাদীর স্থানে মোকদ্দমা বুঝিয়া তাঁহার শক্ত্যনুসারে যে দণ্ড লওন উচিত জানেন তাহাও তাহার স্থানে লন্ ও যাবৎ সে দণ্ডের টাকা না দেয তাবৎ তাহাকে কযেদ রাখেন্ ইতি।- ১৭৯৩ স। ৩ আ। ১২ ধা।

৬০৮। ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১২ ধারার বিধিক্রমে যে ব্যক্তির জরীমানা হয সেই ব্যক্তি জরীমানার টাকা না দিলে চলিত আইনানুসারে কযেদ হওনের যোগ্য হইবেক।--১৮৩৭ সালের ৭ জুলাইর ১০৯৬ নমুরী আইনের অর্থ।

৬০৯। বিলাযতের সনদপ্রাপ্ত অর্থাৎ সরকারের চিহ্নিত কার্য্যকারকেরা আপনং পদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার সময়ে যাহা করেন তাহা যদি উপরিস্থ কার্য্যকারকেরদের বিশেষ হুকুমক্রমে করা গিযা থাকে তবে তাহার বিষযে দেওযানী আদালত তাঁহারদিগের জরীমানা করিতে পারেন না।—১৮৩৩ সালের ২৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৬১০। যদ্যপি সরকারের কোন চিহ্নিত কার্য্যকারক উপরিস্থ কর্ত্তারদের অনুমতিবিনা কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করেন এবং যদি দেওযানী আদালতের জজ সাহেব সেই মোকদ্দমা ব্যামোহদাযক নিশ্চয জ্ঞান করেন তবে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করণের বিষযে দেওযানী আদালত ঐ কার্য্যকারকের জরীমানা করিতে পারেন।—১৮৩৩ সালের ২৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৬১১। যদ্যপি সরকারের কোন চিহ্নিত চাকর বোর্ডের সাহেবেরদের অথবা উপরিস্থ যে কর্ত্তারদের হুকুম আইনমতে তাঁহার মানিতে হয সেই কর্ত্তারদের অনুমতিক্রমে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করেন তবে দেওযানী আদালতের জজ সাহেব সেই মোকদ্দমা ব্যামোহদাযক নিশ্চয জ্ঞান করিলেও ঐ কর্ম্মকারকের জরীমানা করিবেন না।—১৮৩৩ সালের ২৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৬১২। বোর্ডের সাহেবেরা অথবা উপরিস্থ কর্ত্তারা যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে আপনারদের তাবেদার কর্ম্মকারকদিগকে হুকুম দেন তাহা যদ্যপি দেওযানী আদালতের জজ সাহেব ব্যামোহদাযক নিশ্চয জ্ঞান করেন তবে তিনি ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের অথবা উপরিস্থ কর্ত্তারদের জরীমানা করিতে পারেন না।—১৮৩৩ সালের ২৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৬১৩। যে রেস্পাণ্ডেণ্ট অধস্থ আদালতে নালিশ করিয়াছিল তাহার মোকদ্দমার আপীল হইলে যদ্যপি আপীল

আদালত তাহা ব্যামোহদায়ক নিশ্চয় জ্ঞান করেন তথাপি ঐ আপীল আদালত ঐ বেসপাণ্ডেণ্টের জরীমানা করিতে পারেন না।—১৮৩৩ সালের ২৫ জানুআরির সরকুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৩০ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত।—দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারকরণেতে এদেশীয় মান্য ব্যক্তিরদের সাহায্য লওন।

৬১৪। এই আইনানুসারে হুকুম হইল যে এ আইনের ইহার পরের ধারার লিখিত ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতের ইউরোপীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবকে অর্পণ করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উচিত বোধ করিলে তাহা দিতে পারিবেন এবং ঐ কার্য্যকারক সাহেব ঐ ক্ষমতানুসারে কোন বিশেষ জিলার কোন বিশেষ মোকদ্দমায় অথবা সামান্যতঃ ঐ কার্য্যকারক সাহেবের সম্মুখে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সেই মোকদ্দমায় এবং তিনি দেশের মধ্যে যে কোন স্থানে নিযুক্ত থাকেন সেই স্থানে কার্য্য করিতে পারিবেন কিন্তু জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐরূপ ক্ষমতা রহিত করিতে উচিত বুঝিলে করিতে পারিবেন ইতি।—১৮৩২ সা। ৬ আ। ২ ধা।

৬১৫। প্রথমতঃ উপস্থিত কি আপীল হওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করণে উপরের উক্তমত ক্ষমতাপন্ন ইউরোপীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি অনুমতি আছে যে নীচের লিখিত তিন প্রকারের কোন এক প্রকারে এদেশীয় মান্য লোকদিগের সহায়তা লইতে পারেন্ ইতি। ১৮৩২ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

৬১৬। প্রথমতঃ ঐ সাহেব পঞ্চাইতমতে নির্দ্ধারিত ব্যক্তিরদিগকে ঐ মোকদ্দমা অথবা তদ্ঘটিত কোন বিশেষ বিষয়ের বিবেচনার ভার অর্পণ করিতে পারেন্ তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে আদালতহইতে স্বতন্ত্র হইয়া তাহা তদন্ত করিয়া তাহার রিপোর্ট করেন্ পঞ্চাইতের লোকদিগের স্থানে যাহা অর্পণ হইবেক তাহা ও তাহার উত্তর লিখিয়া দিতে হইবেক এবং তাহা মোকদ্দমার কাগজের নথীতে গাঁথিয়া রাখিতে হইবেক ইতি। ১৮৩২ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৬১৭। দ্বিতীয়তঃ ঐ সাহেব দুই অথবা ততোধিক লোককে আসেসর অর্থাৎ সহকারী এতাবতা আদালতের মেম্বর নিযুক্ত করিতে পারিবেন তাহারদিগকে নিযুক্ত করণের অভিপ্রায় এই যে তাঁহারদের বিবেচনাক্রমে বিশেষতঃ সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দী লওয়াতে উপকার হইবেক প্রত্যেক আসেসর আপনং মত স্বতন্ত্রং কহিলে পর তাহার বিচার হইবেক এবং কোন আসেসর অথবা ঐ সাহেব ইচ্ছা করিলে আসেসরেরদের বিবেচনার কথা লেখা গিয়া মোকদ্দমার কাগজের নথীতে গাঁথা যাইবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

৬১৮। তৃতীয়তঃ কার্য্যকারক সাহেব জুরীর ন্যায় তাঁহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন ঐ রূপ হইলে তাঁহারা মোকদ্দমার বিচারের সময়ে উপস্থিত থাকিবেন এবং মোকদ্দমাহওন সময়ে যে বিষয় তাঁহারদের জিজ্ঞাস্য বোধ হয় তাহা জানাইবেন এবং তাহাতে যদি কোন আপত্তি বোধ না হয় তবে ঐ সাহেব যথাসাধ্য তাঁহারদের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সম্বাদ পাওনের উদ্যোগ করিবেন এবং বিবেচনা করণের পর তাঁহারা আপনারদের মত জানাইবেন জুরীর ব্যক্তিরা যেরূপে বাচনী করা যাইবেক এবং কত জন তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহারা যেরূপে আপনারদের মত জানাইবেন এ সকল ঐ আদালতের সাহেব নিরূপণ করিবেন ইতি।—১৮৩২ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

৬১৯। কিন্তু ইহাও স্পষ্টরূপে জানা কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত তিন প্রকরণের লিখিত যে কোন মতে কার্য্যসম্পাদন হউক চূড়ান্ত হুকুমের ভার আদালতের কর্তৃত্বকারি সাহেবের প্রতিই থাকিল ইতি।—১৮৩২ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

৬২০। দৃষ্ট হইবেক যে উক্ত আইনের দ্বারা আদালতের কর্ত্তৃত্বকারি সাহেবকে আপনার বিবেচনামতে কার্য্য করিতে প্রচুর অনুমতি আছে। উক্ত আইনে কার্য্যের বিষয়ে যে তিন প্রকার নিয়ম আছে তাহার কোন্ এক নিয়ম তিনি অবলম্বন করিতে পারেন অথবা সমুদয় হেয় করিতে পারেন যদি তিনি তাহার কোন একটা অবলম্বন করেন তবে যে বিশেষরূপে তাহা নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহাও তাঁহার বিবেচনার অধীন। এ বিষয়ে আরো এইমাত্র কহা উচিত যে আইনানুসারে তিনি জোর করিয়া কোন ব্যক্তিকে ঐ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত করিতে পারেন না। এই বিষয়ে সকল সরকারী কার্য্যকারকদিগকে বিশেষ মনোযোগ

করাইতে হয় এবং তাঁহারদিগকে অতিস্পষ্টরূপে ইহা জানাইতে হইবেক যে ১৮২৫ সালের যে দ্বাদশ আইনেতে আদালতের অবজ্ঞা করণের বিষয়ে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই আইনের অথবা অন্য কোন আইনের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে তাহার দ্বারা উক্ত কর্ম্মে যাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে প্রবৃত্ত হইতে না চাহেন্ তাঁহারদিগকে জোর করিয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্ত করিতে জজ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে। জজ সাহেবেরা দেশীয় জনগণকে সালিস বা আসেসর কি জুরীর ন্যায় কার্য্য করিতে আহ্বান করিতে পারেন কিন্তু জোর করিয়া তাঁহারদিগকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন না।—১৮৩৩ সালের ১৮ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৬২১। যে ব্যক্তিরা উপরের উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হন তাঁহারদিগের শপথ করণের আবশ্যক নাই এবং তাঁহারদিগকে শপথ করিতে কখনো হুকুম দিতে হইবেক না। শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে বোধ করেন যে শপথ করণের বিষয়ের প্রস্তাবও না করিলে ভাল হয়।—১৮৩৩ সালের ১৮ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৬২২। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের বিধি যে২ জিলাতে জারী হইয়াছে সেই প্রত্যেক জিলার জজ সাহেবকে জানান যাইতেছে যে ১৮৩১ সালের ৬ আইনের ২ ধারাতে যে ক্ষমতার বিষয় লেখা আছে তাহা আমলে আনিতে তাঁহারদের প্রতি হুকুম হইল এবং ইহার পর যে সাহেবেরা কি অল্প কাল কি বহু কালের নিমিত্তে দেওয়ানীর জজী পদে নিযুক্ত হন তাঁহারদেরও সেই ক্ষমতা হইবেক ফলতঃ দেওয়ানীর জজের পদে নিযুক্ত হইলেই উক্ত ধারার লিখিত ক্ষমতা জজমাত্রেরি হইবেক যফঃসল আপীল আদালতের জজ সাহেবদিগেরও সেই ক্ষমতা থাকিবেক এবং সদর দেওয়ানী আদালতের ঐ ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরণের কোন সুযোগ হইলে সুতরাং তাহা আমলে আনিতে পারেন।—১৮৩৩ সালের ১৮ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

৩১ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত।—যথার্থ বিচারের বাধা ও আদালতের অবজ্ঞা।

৬২৩। যদি কেহ আদালতের সময় অবজ্ঞা করে কিম্বা আদালতের বল ও শক্তিকে আপনি ধারণ করে অথবা আদালতের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের যে সকল কার্য্য তাহার কর্ত্তব্য নহে তাহা আপন মোকদ্দমায় করে তবে জজ সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাকে দুই শত টাকার অধিক না হয় এমত দণ্ড লইবার দ্বারা শাস্তি দিবেন এবং সেই দণ্ডের টাকা উসুলপর্য্যন্ত তাহাকে কয়েদ রাখিবেন ও সেই দণ্ড সেই অপরাধির বিষয় ও সম্ভাবনাক্রমে নিরূপণ করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ২১ ধা।

৬২৪। যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে যথার্থ বিচারের যে বাধা হয় তাহা নিবারণের প্রচুর বিধান নাহি অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জিলা বা শহরের মাজিস্ট্রেট সাহেবের অথবা জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মাজিস্ট্রেট সাহেবের অধীনে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে অথবা কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোন উপরিস্থ বা নীচস্থ আদালতের সম্মুখে যে সকল ব্যক্তি ভয় দর্শাওনের অঙ্গভঙ্গীর কিম্বা কথার দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে যথার্থ বিচারের বাধা জন্মায় সেই সকল ব্যক্তি সামান্যতঃ কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের অধীন হউক কি না হউক যে কার্য্যকারকের বিচারের বাধা জন্মায় তাঁহার দ্বারা তাহারা ২০০৲ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক কিম্বা ঐ জরীমানা না দেওয়া গেলে এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক। কিন্তু এইমত গতিকে যে কার্য্যকারক জরীমানা করেন তাঁহার নিষ্পত্তির উপর অন্য২ মোকদ্দমাতে যে কোন দেওয়ানী অথবা ফৌজদারীর কার্য্যকারক আপীল শুনিতে আইনমতে নিযুক্ত হন্ তাঁহার নিকটে এক মাসের মধ্যে ঐ দণ্ডের হুকুমের উপর আপীল হইতে পারে। এবং উপরের উক্ত যে কোন গতিকে এই আইনের পূর্ব্বে নালিশ হইতে পারিত সেই২ গতিকে যে আদালতে অপরাধ হইয়াছিল সেই আদালতে অপরাধির বিরুদ্ধে কোন কার্য্য না হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের অধীন কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের নিমিত্তে এই আইনের কোন বিধি থাকিতেও ঐ সুপ্রিম কোর্টে নালিশ হইতে পারে কিন্তু অন্য গতিকে হইতে পারে না ইতি।—১৮৪১ সা। ৩০ আ। ১ ধা।

৬২৫। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪২ ধারা এবং ৭৪ ধারার নিয়মান্তরের কথা এবং ১৮২৫ সালের ১২ আইনের ৫ ধারার ২। ৩ প্রকরণ এবং ৬ ধারা রদ হইল ইতি।—১৮৪১ সা। ৩০ আ। ৩ ধা।

৩২ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত।—ডিক্রী।—তাহাতে যাহা লিখিতব্য তাহা ও ডিক্রী প্রস্তুত করণ।

৬২৬। জজ সাহেব উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার উভয়ের সওয়াল ও জওয়াব ও উভয়ের সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী শুনিলে ও নিদর্শন লিখনাদি অবগত হইলে পর বিচারক্রমে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া যাহার ন্যায্যের উপর ডিক্রী হয় তাহাকে আদালতের খরচা দেওয়ানের হুকুম করিবেন।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৭ ধা।

৬২৭। সকল জিলা ও শহরের আদালতের মোতালক যে সকল মোকদ্দমার কারণ বিবেচনাক্রমে কোন হুকুম ও ত্বরা ধার্য্য না হইয়া থাকে সেই সকল আদালতের জজ সাহেবেরা আপনারদিগের দিয়ানৎদারীতে অর্থাৎ ন্যায়বোধকতাক্রমে ধর্ম্মতো বিচলিত না হইয়া যথার্থক্রমে সে সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ২১ ধা।

৬২৮। সদর দেওয়ানী আদালত নিষ্পত্তি করিলেন যে আনন্দ ও বলরামেতে যে মোকদ্দমা ছিল তাহাতে আনন্দ কোন জবরদস্তী কর্ম্ম করে নাই অতএব অধস্থ আদালতের সেই জবরদস্তী কর্ম্ম প্রমাণ হইয়াছে বলিয়া আনন্দের বিপক্ষে এবং কাশীনাথের পক্ষে ডিক্রী করণের ক্ষমতা ছিল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২০ সালের ২৬ জুলাইর নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৪১ পৃষ্ঠা।

৬২৯। তুমি সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে দেউলিয়া ব্যক্তির বিষয়ে আদালতের কি ক্ষমতা আছে। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে আইনের মধ্যে দেউলিয়ার বিষয়ে কিছু বিশেষ বিধি নাই অতএব যদি ঐ প্রকার কোন মোকদ্দমা তোমার নিকটে উপস্থিত হয় তবে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ২১ ধারার দ্বারা আপনার বিবেচনামতে কার্য্য করিতে তোমাকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিবা এবং তোমার হুকুমেতে যাহারা নারাজ হয় তাহারা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিতে পারে।—১৮৩১ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের ৭১৬ নয়রী আইনের অর্থ।

৬৩০। যদি ফরিয়াদী আপনার রীতিমত নিযুক্ত উকীলের দ্বারা আসামীর শপথপূর্ব্বক এজহারঅনুসারে আপনার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের সম্মতি দেয় তবে সেই এজহারঅনুসারে আদালতের যে ডিক্রী হয় তাহার বিষয়ে ঐ ফরিয়াদী আপত্তি করিতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৩ সালের ২৯ আগষ্টের নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৩০ পৃষ্ঠা।

৬৩১। ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চের পরে যে খৎ হইয়া থাকে সে খৎ দুই জন সাক্ষির প্রমাণে লেখা হইয়াছে কিম্বা সেই খতের লিখিত টাকা নগদ কিম্বা জিনিসে অথবা অন্যপ্রকারে সেই খাতক পাইয়াছে এমত প্রমাণ জজ সাহেবের নিকটে না হইলে কোন জিলা কিম্বা শহরের আদালতে সে খতের মোকদ্দমার টাকা দিবার বিষয়ে ডিক্রী হইবেক না কিন্তু এ ধারায় যে নিষেধ লেখা যাইতেছে এ নিষেধ হুণ্ডী ও টীপ ও রসীদের মোকদ্দমার প্রতি নহে সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি দেশের চলনমতে করিতে হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩ আ ১৫ ধা।

৬৩২। সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা যে সকল সাক্ষির জোবানবন্দী আদালতে হয় তাহারদিগের নাম ও মোকদ্দমার বিচারকালে যে কোন নিদর্শনলিখন আদালতে পাঠ হয় তাহার শিরনামা এবং যে ভূমি কিম্বা নগদ টাকা অথবা অপর বস্তুর উপর ডিক্রী করেন সে সকলের মধ্যে ভূমির উৎপন্নের কিম্বা নগদ টাকার সংখ্যা অথবা অপর বস্তুর মূল্য আপনং আদালতের কৃত প্রত্যেক ডিক্রীতে লেখান্। এবং সমস্ত ডিক্রীতেই আদালতের মোহর ও জজ সাহেবের দস্তখৎ ও ডিক্রীর হুকুমের তারিখ লেখা যায়।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ২৬ ধা।

৬৩৩। ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২৬ ধারার যে ভাগে হুকুম আছে যে যে সকল সাক্ষির জোবানবন্দী আদালতে হয় তাহারদিগের নাম ও মোকদ্দমার বিচারকালে যে সকল নিদর্শন লিখন আদালতে পাঠ হয় তাহার শিরনামা এবং যে ভূমি কিম্বা নগদ টাকা অথবা অপর বস্তুর উপর ডিক্রী করেন সেই সকলের মধ্যে ভূমির উৎপন্নের কিম্বা নগদ টাকার সংখ্যা অথবা অপর বস্তুর মূল্য আপনং আদালতের কৃত প্রত্যেক ডিক্রীতে লেখান্। সদর দেওয়ানী আদালত বারবার অবগত হইয়াছেন যে এই হুকুমের বিষয়ে বিশেষতঃ তাহার শেষ ভাগের বিষয়ে জজ সাহেবেরদের তাদৃশ মনোযোগ হয় না এবং সদর আদালতে যে ডিক্রী দাখিল হয় তাহা আপীলের যোগ্য কি না ইহা ঐ আদালতের নিশ্চয় করিবার নিমিত্তে ঐ শেষ

ভাগের মতে কার্য্য করা অত্যন্ত আবশ্যক। অতএব তোমার এলাকার নানা আদালতের জজ সাহেবদিগকে হুকুম দিবা যে উত্তর কালে ঐ হুকুম তাঁহারা অবশ্য প্রতিপালন করেন এবং ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৪ ধারানুসারে ফরিয়াদী মোকদ্দমার হেতুর যে কৈফিয়ৎ দাখিল করিয়াছে তাহার বিষয়ে যদি আসামী ওজর করিয়া কহে যে ঐ মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হওনের যোগ্য নহে তবে ঐ ওজরের বিষয়ে অধস্থ আদালত যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন অথবা যে সংখ্যার টাকা নালিশের যথার্থ হেতু স্থির করিয়াছেন তাহা সদর আদালতে জানাইবার নিমিত্তে ডিক্রীর মধ্যে লেখান্। —১৭৯৬ সালের ২৭ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।

৬৩৪। যেহেতুক দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি এবং সেই নিষ্পত্তির হেতু নিষ্পত্তি করণের সময়ে জজের স্বকীয় ভাষায় লেখা ও দস্তখৎ করা উচিত বোধ হইল। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর অধীন দেশে যে২ বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহা এবং সেই২ বিষয়ের নিষ্পত্তি এবং সেই২ নিষ্পত্তির হেতু ডিক্রীর যে২ ভাগে লেখা যায় সেই২ ভাগ এবং নম্বরী মোকদ্দমার ডিক্রী সংশোধনের যে হুকুম ও ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের যে হুকুম সদর আদালতের জজ সাহেবেরা অথবা জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা অথবা জিলার অধীন জজ কিম্বা আসিষ্টাণ্ট জজ সাহেবেরা করেন তাহা প্রথমে ইঙ্গরেজী ভাষাতে লেখা যাইবেক এবং সেই নিষ্পত্তি ও হুকুম করণের সময়ে ঐ জজ সাহেবের অথবা জজ সাহেবেরদের দ্বারা তাহাতে দস্তখৎ হইবেক এবং ঐ ডিক্রী অথবা হুকুমসম্পর্কীয় মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের সামান্যতঃ চলন ভাষাতে তাহার তরজমা করা যাইবেক এবং সেই তরজমা ডিক্রীর অন্তর্গত করা যাইবেক ইতি।—১৮৪৩ সা। ১২ আ। ১ ধা।

৬৩৫। ১৮৪৩ সালের ১২ আইনানুসারে ইঙ্গরেজী ভাষাতে যে ডিক্রী লেখা যায় তাহার নকল দরখাস্ত হইলে দিতে হইবেক।—১৮৪৬ সালের ৮ জুনের সর্বাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮০ পৃষ্ঠা।

৬৩৬। ১৮৪৩ সালের ১২ আইনের বিধানের বিষয়ে ভিন্ন ব্যক্তিরদের ভিন্ন মত হইয়াছে অবগত হইয়া কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালত উত্তরপশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই বিষয়ে সর্ব্বত্র একি প্রকার ব্যবহার হইবার জন্যে সর্ব্ব সাধারণ লোকেরদের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে হুকুম প্রকাশ করা উচিত বোধ করিয়াছেন।—১৮৪৪ সালের ১৬ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

৬৩৭। উভয় সদর আদালতের সাহেবেরা বিধান করিয়াছেন যে উক্ত আইনের কথাক্রমে সকল শ্রেণীর বিচারকেরদের অবশ্য কর্ত্তব্য যে তাঁহারা আপনারদের আসল নিষ্পত্তি ও সেই নিষ্পত্তির হেতু আপনারদের হাতে লেখেন এবং সেই আইনের বিধির অনুসারে ঐ নিষ্পত্তি জানাইবার সময়ে তাহাতে দস্তখৎ করেন এবং ঐ ডিক্রী অথবা হুকুমসম্পর্কীয় মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের সামান্যতঃ চলন ভাষাতে ঐ নিষ্পত্তি ও তাহার হেতু শুদ্ধরূপে তরজমা করান্। আরো জানিবেন যে উক্ত আইনের ১ এবং ৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট সকল নিষ্পত্তি ও হুকুমের সহিত এই বিধান সম্পর্ক রাখে।—১৮৪৪ সালের ১৬ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

৬৩৮। ঐ বিচারকের নিজ ভাষা এবং ঐ অধীন দেওয়ানী আদালতের চলন ভাষা যদি এক হয় তবে তরজমা করিবার আবশ্যক নাই কিন্তু নিষ্পত্তি এবং নিষ্পত্তির হেতু প্রথমে এদেশীয় বিচারকের নিজ হাতে লিখিতে হইবেক এবং যে মোকদ্দমার সহিত তাহা সম্পর্ক রাখে সেই মোকদ্দমার বোয়দাদের শামিল করিতে হইবেক এবং তাহা চূড়ান্ত ডিক্রীর অন্তর্গত করা যাইবেক।—১৮৪৪ সালের ১৬ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৬৩৯। দেওয়ানীর জজ সাহেবেরদের প্রতি হুকুম হইল যে এই বিধান প্রতিপালন হইতেছে কি না ইহা অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত মিয়াদের পর তাহার রিপোর্ট করেন এবং এই বিষয়ে যেমত উচিত বোধ করেন সেইমত সতর্কতার বিষয়ের হুকুম দেন।—১৮৪৪ সালের ১৬ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৬৪০। নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমার নম্বর সহজে পাওয়া যায় এই অভিপ্রায়ে সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৮৪৩ সালের ১২ আইনানুসারে সকল শ্রেণীর বিচারকেরা যে২ নিষ্পত্তি আপন হাতে লেখেন তাহা একাদিক্রমে এক জন কেরাণি কি মুহুরীর এক বহীতে নকল করে এবং তাহা যথার্থরূপে নকল হইয়াছে ইহার প্রমাণের নিমিত্তে নিষ্পত্তিকারক বিচারকর্ত্তা তাহাতে দস্তখৎ করেন। নীচের লিখিত পাঠানুসারে নির্ঘণ্টের এক খোলাসা ঐ বহীতে লেখা থাকিবেক।

মোকদ্দমার নম্বর ও বৎসর	বাদিপ্রতিবাদির নাম	নালিশের মর্ম্ম	মোকদ্দমার হুকুম ও তারিখ	বিচারকর্ত্তার নাম	মন্তব্য কথা

—১৮৪৫ সালের ২৮ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৬৪১। গত মাসঅবধি যে২ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহা এই বহীতে লেখা থাকিবেক। অধীন আদালতের নিষ্পত্তির বহী বৎসরের শেষে জজ সাহেবেরদের সিরিশ্‌তায় থাকিবার নিমিত্তে পাঠাইতে হইবেক।—১৮৪৫ সালের ২৮ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৬৪২। গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় করিয়াছেন যে ১৮৪৩ সালের ১২ আইনানুসারে জিলার জজ সাহেবেরদের যে ফয়সলা ইঙ্গরেজী ভাষাতে লেখা যায় তাহা মাসেং কলিকাতা রাজধানীতে ছাপা হয় অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে আগামি ১ মে তারিখঅবধি তোমার আদালতের ডিক্রী ১৮৪৫ সালের ২৮ ফেব্রুআরি তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের হুকুমমতে বহীতে নকল না হইয়া আলাহিদা যদ্দ কাগজে নকল হয় এবং ছাপা হইবার নিমিত্তে প্রত্যেক মাসের শেষে এই দফ্তরে পাঠান যায়। মাসের দুই এক দিন পরে সমস্ত ডিক্রী পাঠান হয় এই নিমিত্তে প্রত্যেক ডিক্রী হওনের পর যত শীঘ্র সাধ্য তাহার নকল করিতে হইবেক। তোমার কাছারীতে এইমত উদ্যোগ করিতে হইবেক যে সেই নকল অতি-ঠিক হয়।—১৮৪৬ সালের ১৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৬৪৩। যখন কোন মাসে কোন ডিক্রী না হয় তখন জজ সাহেব তাহার রিপোর্ট সদর আদালতে করিবেন। যদি জজ সাহেব বর্ত্তমান না থাকেন তবে যে কার্য্যকারকের প্রতি কাছারীর কর্ম্মের ভার থাকে তিনি মাসের শেষ হইবামাত্র তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন।—১৮৪৬ সালের ১৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৬৪৪। এক জন জজ সাহেব আপনার নিষ্পত্তিপত্রে সহী না করিয়া মরিলেন তাহাতে তৎপরে জজী পদে যিনি নিযুক্ত হইলেন তাঁহার প্রতি এই হুকুম হইল যে যদি প্রতিবাদির যে উকীলের সম্মুখে ঐ নিষ্পত্তি হইল এবং যে ব্যক্তি তাহা লিখিল তাহারদের জোবানবন্দী লন এবং মৃত জজ সাহেবের স্বহস্তে লিখিত যে কোন ইয়াদদাশ্‌ত বহী পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে ঐ ডিক্রী মোকাবিলা করেন এবং যদি ঐ রূপ তদারক করণেতে ঐ ডিক্রী প্রকৃত ঐ জজ সাহেবেরই এ বিষয়ে সন্দেহ না জন্মে তবে তাহাতে দস্তখৎ করেন এবং যে নিমিত্তে তাহাতে তাহার দস্তখৎ হইল তাহা টুকিয়া রাখেন।—১৮৩৪ সালের ১৭ অক্টোবরের ৯১০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৪৫। কোন এক মোকদ্দমায় স্বতন্ত্র পাট্টাদার কএক আসামীর বিশেষ২ দেয় টাকা ডিক্রীর মধ্যে লিখিত না হওয়াতে সদর আদালতের জজ সিক্লপিয়র সাহেব অধস্থ আদালতকে ঐ ডিক্রী সংশোধিত করিয়া প্রত্যেক আসামীর শিরে কত টাকা দেনা পড়িল তাহা লিখিতে হুকুম দিলেন তাহার অভিপ্রায় এই যে ঐ মোকদ্দমার সম্পর্কীয় ব্যক্তিরা এক২ করিয়া আপীল করণের যে অধিকার রাখে তাহা বিফল না হয়।—১৮৩৩ সালের ২০ ডিসেম্বরের ৮৪৯ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

৬৪৬। ধার্য্য হইল যে ভূমি সম্পত্তির ডিক্রীতে যে ভূমির দখল দিবার হুকুম হয় তাহার বেওরা ঐ ডিক্রীতে লিখিতে হইবেক এবং সেই সম্পত্তি কি২ ইহা নিরূপণ করণার্থে অন্যান্য কোন দলীলদস্তাবেজ অন্বেষণ করিবার হুকুম দিতে হইবেক না। —সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ৩ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৪১ পৃষ্ঠা।

৬৪৭। ভূমির দখলের বিষয়ে নালিশ হইলে যদি তাহার সীমাসরহদ্দের বিষয়ে বিবাদ ঘটে তবে ডিক্রী করণের পূর্ব্বে সেই সীমার বিষয় নির্ণয় করিতে হইবেক এবং এই মোকদ্দমায় যেরূপ হইয়াছিল সেইরূপে ঐ বিষয়ের তৎপরে নির্ণয় হওনার্থে মুলতবী রাখিতে হইবেক না অতএব তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার জন্যে তাহা ফিরিয়া পাঠান গেল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১১ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৭৯ পৃষ্ঠা।

৬৪৮। এক হিন্দু বিধবার পক্ষে তাহার স্বামির ভূমি সম্পত্তির বিষয়ের অধস্থ আদালতে ডিক্রী হইল। কিন্তু সেই সম্পত্তিতে ঐ বিধবার কি প্রকার লাভ আছে এবং তাহার মরণানন্তর ঐ সম্পত্তি লইয়া কি করিতে হইবেক এই২ বিষয় ডিক্রীর

মধ্যে বিশেষ করিয়া না লেখা থাকাপ্রযুক্ত ঐ ডিক্রী সংশোধিত হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২১ সালের ৫ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১১৪ পৃষ্ঠা।

৬৪৯। সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়া ক্ষমতা যথার্থরূপে জারী করিতে ঐ আদালতের সাহেবদিগকে পরাক্রম দিবার নিমিত্তে সকল অধীন আদালতের প্রতি দৃঢ়রূপে হুকুম হইল যে চলিত আইনের যেং দাঁড়ানুসারে উভয় পক্ষের বিবাদের মূলীভূত বিষয়সকল লেখা আবশ্যক এবং যে হেতুর উপর তাঁহারদিগের ডিক্রী কি হুকুম জারী হইয়া থাকে তাহা লেখা আবশ্যক তদনুসারে কর্ম্ম করেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৭ প্র।

৬৫০। সমস্ত আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উকীলের রসুমেতে কি ইষ্টাম্প কাগজের রসুম এতাবতা মূল্যেতে কি সাক্ষিদিগের খরচায় কি সমন জারী করিবার পেয়াদাদিগের তলবানাতে কি অন্যং হেতুতে মোকদ্দমার খরচা বাবৎ যত টাকা উভয় বিবাদির স্থানে উসুল হইয়া থাকে কি তাহারদিগের স্থানে ওয়াজিবী তলব থাকে সে সকল টাকার বেওরা বিনাতফাওতে আপনং আদালতের ডিক্রীতে লেখান এবং অবশেষে ঐ রসুম ও অন্যং খরচা যে ব্যক্তি পরাভব হয় তাহার শিরে দেনা হইবেক কিম্বা তাহা উভয় বিবাদির শিরে আদালতের সাহেবের বিবেচনায় যত করিয়া ন্যায্য বোধ হয় তত করিয়া দেনা হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ২৭ ধা।

৩৩ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত।—ডিক্রী।—তাহাতে যাহা লেখা থাকিবেক ও ডিক্রী যেমতে প্রস্তুত করিতে হইবেক তদ্বিষয়ে সংগৃহীত বিধি।

৬৫১। অধস্থ আদালতের করা ফয়সলা নিয়মমতে এবং একি রীতিতে লেখা যাইতেছে না এবং তৎপ্রযুক্ত ঐ ফয়সলাতে এবং নথীর শামিলহওয়া দলীলদস্তাবেজে যেং বিষয় লেখা থাকে তাহার অনুসন্ধান করাতে সদর আদালতের অনেক সময় হরণ হয় এবং নম্বরী কি খাস আপীলের অনুহাৎ প্রস্তুত করণেতে এবং জোবানী ও লিখিত সাক্ষ্যের ভাব তদন্ত করণেতে উকীলেরদের অনেক সময় ক্ষতি হয় অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উদ্ধর কালে অধস্থ আদালতের সকল ফয়সলা নীচের লিখিত নিয়মমতে ও পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে প্রস্তুত করা যায়।—১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৬৫২। যে কাগজে ফয়সলার নকল হইবেক তাহার উভয় পার্শ্বে এক বুকল করিয়া ফাক থাকিবেক এবং নিষ্পত্তিকারী কিম্বা দস্তখৎকরণিয়া কার্য্যকারকের মোহর ও দস্তখতের জন্যে ঐ কাগজের উপরি ভাগে পাঁচ ছয় বুকল ফাক থাকিবেক।—১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৬৫৩। সরেনও মোকদ্দমার ফয়সলার উপরি ভাগে সরেনও মোকদ্দমার নম্বর লিখিতে হইবেক এবং সেই মোকদ্দমা বিচারকারি আদালতে উপস্থিত প্রথমতঃ হইয়াছিল কি উপরি আদালতহইতে অর্পণ করা গিয়াছে অথবা তুল্যক্ষমতাবিশিষ্ট কোন আদালতহইতে প্রেরণ করা গিয়াছে তাহা লেখা থাকিবেক এবং প্রত্যেক গতিকে উক্ত আদালতের খ্যাতি ও দাবীর টাকার মোট সংখ্যা লিখিতে হইবেক। এই সকল বিষয়ের পরেই এই পাঠানুসারে ফয়সলার শিরনামা লেখা থাকিবেক যথা "ফয়সলা আদালতে দেওয়ানী জিলা অমুক শ্রীযুত অমুক জজ কি প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন কি মুনসেফের অমুক সালের অমুক তারিখে মোতাবেক ফসলী কি হিজরী কিম্বা বাঙ্গলা। [যে স্থানে যে সন চলন] অমুক সালের অমুক তারিখ।" কিন্তু যে আদালতে কেবল প্রথমত উপস্থিতওয়া মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতা থাকে সেই আদালতের ফয়সলার শিরনামার "সরেনও" এই কথা লিখিবার আবশ্যক নাই।—১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৬৫৪। উক্ত প্রকার শিরনামার পরে এক পার্শ্বে সকল বাদির ও সকল প্রতিবাদির নাম ও ওজরদার থাকিলে ঐ সকল ওজরদারের নাম লিখিতে হইবেক এবং প্রভৃতি বা ওগয়রহ এই প্রকার শব্দ থাকিবেক না। অন্য পার্শ্বে বাদি প্রতিবাদির নামের সম্মুখে তাহারদের উকীলেরদের নাম লিখিতে হইবেক কিম্বা উভয় পক্ষের কোন পক্ষ যদি নিজে সওয়াল জওয়াব করে তবে তাহার নামের সম্মুখে "আসালতন" এই কথা লিখিতে হইবেক এবং তাহার উপস্থিত থাকন কি না থাকনের প্রমাণস্বরূপ সেই স্থানেই "হাজির কি গরহাজির" এই কথা লিখিতে হইবেক।—১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৬৫৫। কাগজের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে যে ফাক থাকিবেক তাহাতে দাওয়ার ও দাবীকরা বস্তুর প্রকার ও তাহার মূল্য ও দাওয়ার মূল লিখিতে হইবেক এবং বাদী যে হুকুম বা হুকুমসকলের অন্যথা করিতে চাহে তাহার নিদর্শন এবং যে স্থলে

আবশ্যক হয় এমত স্থলে [অর্থাৎ সুদের কি ওয়াসিলাতের অথবা হিসাব নিষ্পত্তি কি খাজানার দাবী হইলে] ঐ দাওয়ার আরম্ভের ও শেষ হওনের তারিখ লিখিতে হইবেক। যদি অবশেষ আবজীব দ্বারা ঐ দাওয়ার বৃদ্ধি কি ন্যূনতা হইয়াছে তবে সেই বিষয় ফয়সলার এই স্থানে লিখিতে হইবেক সুতরাং কেবল যে আদালতের অবশেষ আরজী লওনের ক্ষমতা আছে সেই আদালতের ফয়সলাতে তাহা লেখা যাইবেক। এবং যে দাওয়া এই প্রকারে ধার্য্য হয় তাহার সম্পূর্ণ সংখ্যা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক।—১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৬৫৬। উক্ত কথার পরে শেষ রুবকারীর মজমুনে যেরূপ লেখা থাকে তদনুসারে বাদি প্রতিবাদিদের কি তাহারদের উকীলেরদের হাজিরী অথবা গরহাজিরীর বিষয় লিখিতে হইবেক। ২। ইঙ্গরেজী সনের এবং স্থানবিশেষে যে সন চলন আছে তাহার যে তারিখে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল সেই তারিখ এবং ফরিয়াদী যোত্রহীন হইলে ঐ ফরিয়াদী যোত্রহীনের ন্যায় নালিশ করিতে যে তারিখে দরখাস্ত করে ও তাহার যোত্রহীনতা যে তারিখে গ্রাহ্য হয় তাহা লিখিতে হইবেক। ৩। তাহার দরখাস্ত যে তারিখে আদালতে দাখিল করা গিয়াছিল কি কাছারীতে পঁহুছিয়াছিল তাহা। এবং ৪। মোকদ্দমার হেতুর খোলাসা লিখিতে হইবেক। নিষ্পত্তির নিমিত্তে মোকদ্দমা প্রস্তুত করিতে যে নানা কার্য্য হইল তাহা অথবা যে ক্রমে নানা কাগজাত নথীর শামিল করা গেল* তাহা লিখিবার আবশ্যক নাই। কেবল বিশেষ গতিকে তাহা লেখা যাইবেক যথা মোকদ্দমা যদি উপরিস্থ আদালতহইতে অর্পণ হইয়া থাকে অথবা সমান শ্রেণীর আদালতহইতে প্রেরিত হইয়া থাকে কিম্বা মোকদ্দমার একি হেতু থাকিলে যদি ভিন্ন২ এলাকাস্থিত সম্পত্তি লইয়া সেই মোকদ্দমা হয় এইমত গতিকে ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরি তারিখের ১৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে ঐ বিশেষ আদালতে মোকদ্দমার শুনানি ও নিষ্পত্তির বিষয়ে সদর আদালতের হুকুম পাওনের বৃত্তান্ত লিখিতে হইবেক। কিম্বা মোকদ্দমার প্রতিবাদির মধ্যে গবর্ণমেণ্ট এক জন হইলে ১৮২৬ সালের ১ আইনানুসারে মোকদ্দমা রীতিমত উপস্থিত করণ ও বিচার করণের বিষয়ে কমিস্যানর সাহেবের সম্মতি পাওয়া গিয়াছে ইহা লিখিতে হইবেক। যদি বিষয় বুঝিয়া আবশ্যক হয় তবে মোকদ্দমার কোন পক্ষীয় ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহা এবং তাহার পরিবর্ত্তে তাহার ওয়ারিসের স্থলাভিষিক্ত হওন এবং বাদির দাওয়া সম্পূর্ণরূপে কি তাহার কতক অংশের তাহার পক্ষে ডিক্রী হইলে মোকদ্দমা একতরফা তজবীজ করণের পূর্ব্বে যে২ কর্ম্ম হয় তাহার বৃত্তান্ত এবং কোন সাক্ষির তলব না হইলে কিম্বা তলব হইয়া তাহার জোবানবন্দী লিখিত না হইলে তাহার কারণ এই স্থলে লিখিতে হইবেক।—১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৬৫৭। তৎপরে নালিশের আরজীর মর্ম্ম অতিমনোযোগপূর্ব্বক লিখিতে হইবেক এবং কথার এবং বিষয়ের বাহুল্য ত্যাগ করিতে হইবেক ঐ খোলাসার মধ্যে ফরিয়াদীর আবজীমতে মোকদ্দমার হেতু যে তারিখে হয় তাহার বেওরা এবং বংশাবলির বিবরণ দাখিল হইলে তাহা এবং আসামীরদের সম্পূর্ণ নাম ও অনেকের একি নাম থাকিলে যদি আরজীর কিম্বা মোকদ্দমার রোয়দাদের দ্বারা তাহারদের পিত্রাদির নাম জানিতে পারা যায় তবে তাহা ও তাহারদের বাসস্থান লিখিতে হইবেক। এবং যে সম্পত্তির দাওয়া হয় তাহার বেদখলী কোন ব্যক্তিকে প্রতিবাদিগণের মধ্যে লিখিবার যে কারণ বাদী কহে তাহা এবং মোকদ্দমা গ্রাহ্য হওনের যে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মিয়াদ অতীত হইলেও সেই মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার যে হেতু বাদী লেখে তাহাও লিখিতে হইবেক। তৎপরে অবশেষ আবজী দাখিল হইলে তাহার খোলাসা এবং তাহা দাখিল হওনের তারিখ অতিসংক্ষেপ করিয়া লিখিতে হইবেক [ঐ অবশেষ আবজী যদি তৎপরে দাখিল হইয়া থাকে তবু তাহার বিষয় এই স্থানে লিখিতে হইবেক] এবং যে সম্পত্তির দাবী হয় তাহাও এই স্থানে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক। তৎপরে জওয়াব ও অবশেষ জওয়াবের খোলাসা লিখিতে হইবেক এবং যেমন অবশেষ আবজীর বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে তেমনি এই জওয়াব দাখিল করণের তারিখও লিখিতে হইবেক কিন্তু ঐ জওয়াবের যে২ ভাগে আরজীর প্রকৃত প্রস্তাবিত বিষয়ের উত্তর লেখা যায় কেবল তাহা লিখিতে হইবেক। তাহার পর জওয়াবলজওয়াবেতে আসামীর জওয়াবে লিখিত এজহারের বিষয় কিছু থাকিলে তাহার খোলাসা এবং সেই প্রকারে হদ্দজওয়াবের খোলাসা ও তাহা দাখিল করণের তারিখও লিখিতে হইবেক পরিশেষে আরজীর ও ওজরদারেরদের ওজরের খোলাসাও লিখিতে হইবেক। যদি হদ্দজওয়াব দাখিল না হয় তবে তাহা লিখিয়া জানাইতে হইবেক।—১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

৬৫৮। পরে যে২ আদালতে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারা খাটে সেই২ আদালতের ডিক্রীতে ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট রোয়দাদের খোলাসা সংক্ষেপ করিয়া লিখিতে হইবেক। (১২২৬ নম্বরী আইনের অর্থ এবং ১৮৪১ সালের ২০ আগস্ট তারিখের ১৬৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর দেখ)।—১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

৬৫৯। তৎপরে বাদির তরফে যে সকল দলীল দাখিল হয় তাহা এবং যে সকল সাক্ষির তলব হয় তাহারদের ইসম-

---

* এই বিষয়ের হুকুম উত্তর পশ্চিম দেশের ১৮৪৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখের ৩৮ নম্বরী ও বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ১৮৪৫ সালের ৩ ফেব্রুআরি তারিখের ৭৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে লিখিত হইয়াছে।

নবিসী এবং নানা কাগজপত্র যে ক্রমেতে দাখিল হয় সেই ক্রমানুসারে তাহার নাম ও নম্বর এবং বাদী সেই২ দলীলের দ্বারা যে বিষয়ের প্রমাণ করিতে চাহিল তাহা বিশেষরূপে এই স্থানে লিখিতে হইবেক এবং ফরিয়াদী যে কোন দলীল আপনার দাবীর মূল কহে কিম্বা দাবীর প্রমাণের পোষক কহে সেই দলীলের অভিপ্রায়ের এবং কথার বিষয়ে বিরোধ হইলে তাহার খোলাসাও লিখিতে হইবেক। সেইরূপে প্রতিবাদির তরফে যে দলীল দাখিল হয় এবং যে সাক্ষিদের তলব হয় তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক এবং বাদী কি প্রতিবাদী যে প্রমাণ দিতে প্রসঙ্গ করে তাহা নামঞ্জুর করণের হুকুম কিম্বা ইষ্টাম্পবহিত কাগজে অথবা কম মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে দলীল দাখিল করণহেতুক উকীলেরদের জরীমানা করণের হুকুম কি ১৮৪২ সালের ৩১ জানুআরির ১৭৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে দলীলদস্তাবেজে ইষ্টাম্প করিবার জন্যে তাহা ফেরত দিবার হুকুম অথবা পুনর্ব্বিচারের অনুমতি হইলে তাহার বিষয়ি হুকুম ও সেই সকল বিষয়ের তারিখ লিখিতে হইবেক। এবং আমীনের রিপোর্টে নির্ভর করিয়া যদি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তবে সেই রিপোর্টের খোলাসা ও সেই আমীনকে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশ্বস্ততাপূর্ব্বক সম্পাদন করণ বিষয়ে শপথ করাণ গিয়াছে কি না তাহা ও তাহার তারিখ লিখিতে হইবেক। (ঐ আমীনকে শপথ করাণ না গেলে তাহার রিপোর্ট প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না*) তৎপরে ফতওয়া কি ব্যবস্থা অথবা সালিসেরদের ফয়সলা কিম্বা উভয় পক্ষের সোলেনামার অনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে ঐ সকল কাগজাতের নকল লিখিতে হইবেক এবং সেই নিয়মানুসারে উভয় পক্ষের কি তাহারদের উকীলেরদের স্থানে যে২ বিষয় জিজ্ঞাসা করা যায় তাহা ও তাহার উত্তর ও যে তারিখের দলীলে তাহা লেখা থাকে তাহাও লিখিতে হইবেক। এবং ১৮৪৩ সালের ১২ আইনানুসারে প্রস্তুতকরা ফয়সলা যে২ কথায় লেখা থাকে অবিকল সেই২ কথায় নিষ্পত্তিকারি বিচারক আপন ফয়সলার হেতু লিখিবেন। এবং সদর আদালত এই সুযোগে সকল আদালতের কার্য্যকারকদিগকে এই সাবধান করিতেছেন যে তাহারা আপনারদের ফয়সলার হেতু এবং যে মৌখিক অথবা লিখিত সাক্ষ্য সেই ফয়সলার মূল তাহা বিশেষ করিয়া লেখেন এবং যখন ফয়সলা দাওয়ার সঙ্গে ঠিক ঐক্য না হয় তখন যে বস্তুর ডিক্রী হইল তাহা আপনারদের "হুকুমে" লিখিবেন এবং যে দ্রব্য অথবা সম্পত্তির অংশ কি অন্য বস্তুর দাওয়া হইয়াছিল কিন্তু আসামীর পক্ষে হওয়া ডিক্রীহইতে ছাড়া হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া আপনার "হুকুমে" লিখিবেন।—১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফা।

৬৬০। "হুকুমের" অব্যবহিত নীচে ডিক্রীর তারিখপর্য্যন্ত আসল টাকা ও সুদের যে জুমলা বাদির পক্ষে ডিক্রী হয় তাহার এক হিসাব লিখিতে হইবেক এবং উভয় বিবাদির যে খরচা সেই সময়ে দিতে হইবেক অথবা পরাজিত ব্যক্তি আপীল করিলে তৎপরে দিতে হইবেক তাহা ঐ হিসাবের নীচে লেখা থাকিবেক।—১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফা।

৬৬১। দেওয়ানীর কার্য্যকারকেরা অতি সাবধান হইয়া প্রত্যেক কাগজপত্রের নাম অর্থাৎ দরখাস্ত ও জওয়াব ও মৌখিক বা লিখিত জিজ্ঞাসা বা অন্য বিষয়ে ডিক্রীর পার্শ্বের যে স্থানে ঐ প্রত্যেক কাগজইত্যাদির খোলাসা লেখা থাকে তাহার পাশাপাশি লিখিবেন। এবং সেই বিষয়ের মর্ম্ম লিখনের আরম্ভে একটা কমি (অর্থাৎ হিন্দীতে যাহাকে "মদ" বলে) দিবেন তাহাতে যে কোন বিশেষ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হয় তাহা অনায়াসে পাওয়া যায়।—১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১০ দফা।

৬৬২। আপীল আদালতের ডিক্রীতে "সবেনও" মোকদ্দমা এই কথা না লিখিয়া তাহার পরিবর্ত্তে "নম্বরী আপীল" কিম্বা "খাস আপীল" এই কথা লিখিতে হইবেক এবং তাহার নম্বর এবং আসল যে দাওয়া হইয়াছিল এবং আপীলেতে যে দাওয়া হয় তাহার সংখ্যা এবং বাদিপ্রতিবাদির নামের সঙ্গে ঐ ফরিয়াদী ও আপেলান্ট ও আসামী ও রেসপাণ্ডেণ্ট ইহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবেক। তৎপরে দাওয়ার নিদর্শন ও তাহার সংখ্যা কি তাহার মূল্য এবং তাহার মূল। তাহার পরে যেরূপে সবেনও মোকদ্দমার আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপে বাদিপ্রতিবাদি ও তাহারদের উকীলেরদের উপস্থিত হইবার বা না হইবার বিষয় সংক্ষেপে লিখিতে হইবেক। এবং তাহার পরে অধস্থ আদালতের ফয়সলা বা ফয়সলাসকলের খোলাসা এবং আপীলের কারণের ও জওয়াবের খোলাসা এবং যে তারিখে তাহা নথীর শামিল করা গেল তাহা। অন্যান্য যে কাগজপত্র দাখিল হয় তাহার বিষয়ে যে বিধি সবেনও মোকদ্দমার আদালতের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে কার্য্য হইবেক কিন্তু নিষ্পত্তিকারি বিচারকের ফয়সলাছাড়া অধস্থ আদালতের রোয়দাদের অন্য কোন অংশের খোলাসা দিবার আবশ্যক নাই।—১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১১ দফা।

৬৬৩। যখন আসল ডিক্রী উক্ত বিধানানুসারে প্রস্তুত হইয়াছে তখন তাহা সমাপ্ত হওনের এবং নকলের নিমিত্তে প্রস্তুত হওনের তারিখ এবং বাদিপ্রতিবাদিকে কি তাহারদের প্রতিনিধিকে তাহার এত্তেলা দেওনের তারিখ এবং ডিক্রীর নকল লিখিবার জন্যে সমুদয় ইষ্টাম্প কাগজ কি তাহার কতক কেতা প্রথম দাখিল করণের তারিখ এবং ডিক্রী প্রস্তুত হওনের পর

---

* ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৮ ধারা ও ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৭ ধারা দেখ।

এবং বাদিপ্রতিবাদিকে অথবা তাহাবদের প্রতিনিধিকে এত্তেলা দেওনেব পব অতিবিক্ত ফর্দ্দ দাখিল করণের তাবিখ এবং কত কেতা কাগজ দাখিল হইল এবং ডিক্রীব নকল প্রস্তুত হওনেব এবং বাদিপ্রতিবাদিকে অথবা তাহাব প্রতিনিধিকে দিবার কি দিবার প্রস্তাব করণের তারিখ ডিক্রীর পৃষ্ঠে কেবল অঙ্কেতে নহে কিন্তু অক্ষবে লিখিতে হইবেক এবং যে২ নকল বাদিপ্রতিবাদিকে দিতে হইবেক কেবল তাহাব উপব নহে কিন্তু যে আসল ডিক্রী মোকদ্দমাব বোয়দাদেব সঙ্গে রাখিতে হয় তাহার উপরেও এই সকল বিষয় লিখিতে হইবেক।—১৮৪৭ সালেব ১২ ফেব্রুআরির সবক্যুলব অর্ডরেব ১২ দফা।

৬৬৪। আরো কেবল ইহা মন্তব্য যে যে তাবিখে মোকদ্দমাব নিষ্পত্তিব নির্ভব থাকে এমত তাবিখ যদি ডিক্রীর শিরোভাগে কি তাহার মধ্য ভাগে লিখিতে হয় তবে সেই স্থানে যে সন চলন আছে তদনুযায়ি তাবিখ নিয়ত লিখিতে হইবেক এবং বাদিপ্রতিবাদির ও পবগনার নাম যেখানে লিখিতে হয় তাহা নিঃসন্দিগ্ধ অক্ষরে নোক্তা অর্থাৎ বিন্দু সহিত লিখিতে হইবেক। —১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুআরিব সরক্যুলর অর্ডরেব ১৩ দফা।

৬৬৫। উক্ত বিধানের খোলাসা অর্থাৎ সাবসংগ্রহ নানা আদালতে নিযুক্ত ডিক্রীনবীসেরদের উপদেশেব নিমিত্তে দেশীয় ভাষায় প্রকাশ হইতেছে। —১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরেব ১৪ দফা।

৬৬৬। ফয়সলার সংক্ষেপ ও বাহুল্যের নিদর্শন।

নং ২৫ সন ১৮৪৪ সাল সবেনও।

যোত্রহীনতাক্রমে শ্রীলশ্রীযুত জজ সাহেবের কাছারীর

অর্পিত দাবীব সংখ্যা ২৪২৪৲ টাকা।

ফয়সলা আদালতে দেওয়ানী জিলা অমুক বেঞ্চকে শ্রীযুক্ত অমুক অমুক পদাভিষিক্ত তারিখ ৩ অক্টোবর ১৮৪৪ সাল মোতাবেক————।

গণপতিরাম যোত্রহীন বাদী। বাম সিংহেব পুত্র যশোবন্ত সিংহ ও ঠাকুবদয়াল সিংহের পুত্র দ্বিতীয় যশোবন্ত সিংহ প্রতিবাদিগণ।

রামচরণ লাল উকীল। হোসেনবখশ ও রামনাথ উকীলদ্বয়।

দাবী ফসলী ১২৪৯ সালের ১ আষাঢ় মোতাবেক ১৮৪২ সালেব ২৩ জানের লিখিত বয়নামাঅনুসারে বসুনাবাদ পরগনার রামপুর মৌজায় দখল পাইবার ও স্বীয় স্বত্বের প্রতি সবকারী বহীব জমীদারীব ঘরে নাম দাখিল হইবার মৌজা মজকুরের এক বর্ষের উপস্বত্ব ২০০০৲ টাকা পরিমাণে ও অবশেষ আরজীব দ্বারা বেদখলী সময়ের ওয়াসিলাৎ ৪২৪৲ টাকা আসল মায় সুদ আর আগামি কাল অর্থাৎ দখল পাইবাব দিবসপর্য্যন্তের ওয়াসিলাৎ ও নালিশেব পূর্ব্বের ও পরেব ওয়াসিলাতের সুদ সহিত অবশেষ আরজীর তফসীলেব লিখিতমত একুনে ২৪৩৯ দুই হাজার চারি শত চল্লিশ টাকার পরিমাণে।

আরজীব খোলাসা। অদ্য এই মোকদ্দমা বাদিব উকীল রামচরণ লালেব এবং প্রতিবাদিব উকীল হোসেনবখ্শের সম্মুখে প্রতিবাদিগণের দ্বিতীয় উকীল বামনাথের অসাক্ষাতে উপস্থিত হইল বিবরণ এই যে বাদী ১৮৪৪ সালের ১ জানুআরি তাবিখে ১ কেতা দবখাস্ত উপবোক্ত দাবীর নালিশ যোত্রহীনতা সূত্রে মঞ্জুব হইবাব প্রার্থনায় শ্রীলশ্রীযুক্ত জজ সাহেবেব সমীপে দাখিল করে আর উক্ত সনের ২ মার্চ তারিখে উহাব দরখাস্ত গ্রাহ্য হয় তৎপরে ১৮৪৪ সালের ২৩ জুন মোতাবেক ফসলী ১২৫১ সালের ২৩ আষাঢ় তাবিখে নালিশী আরজী উক্ত বিচারস্থলে দাখিল হয় আর মোকদ্দমা তৈয়ারী ও বিচার কারণ ১৮৪৪ সালের ২৪ জুন তাবিখে অত্র বিচারস্থলে অর্পণ হয় বাদিব দাবীর চুম্বক এই যে ফতেপুর কসবার মহল্যে আওরঙ্গ আবাদবাসি বাম সিংহের পুত্র যশোবন্ত সিংহ ও ঠাকুরদয়াল সিংহের পুত্র দ্বিতীয় যশোবন্ত সিংহ সাবেক কর্জ্জার বাকী বাবৎ যাহা হিসাব কই মবলগে ৩৫০০৲ টাকা উহারদিগের দেনা ছিল তাহার পরিবর্ত্তে উপবোক্ত তাবিখে আপন জমীদাবী মৌজে রামপুবের বয়নামা আমাব নাম বরাবব লিখিয়া বেজিষ্টবী করাইয়া দিয়াছে আর সাবেক তমসুক সকল ফেরত লইয়াছে এইক্ষণে উক্ত মৌজায় দখল দিতে ও আমি খরীদারের নাম সবকারী বহীতে দাখিল করাইতে টালমটাল করিতেছে একারণ নালিশ করিতেছি আর জওয়াব দাবী দাখিলের পূর্ব্বে ১৮৪৪ সালেব ১০ জুলাই তাবিখে বাদী এক কেতা অবশেষ আরজী বেদখলী কালের ওয়াসিলাৎ আসল মায় সুদ ও আগামি কালেব ওয়াসিলাৎ পাইবার জন্যে ও তাহা মঞ্জুরীর প্রার্থনায় দাখিল করে এবং উক্ত দিবসে তাহা হাকিমের মঞ্জুরীতে কাগজাতের শামিল হয়।

অবশেষ আরজীর বিবরণ।

তফসীল।

অবশেষ আরজীর নিম্নের লিখিত মত নালিশের দিনপর্য্যন্তের ওসাসিলাৎ আসল মায় সুদ ৪২৪৲

১৮৪২ সালের ২৩ জুন অবধি ১৮৪৪ সালের ২৩ জুনপর্য্যন্ত রিমজ্জীম জমাবন্দীর কাগজ সরঞ্জামী বাদে আসল মুনফা ফিসন ২০০৲ টাকার হিসাবে ৪০০৲

নালিশের দিবসপর্য্যন্ত গণিত এক বর্ষের সুদ ২০০৲ টাকার উপর যাহা আদায় করিতে নালিশের দিবসপর্য্যন্ত এক বৎসর গত হইয়াছে বৎসরে ১২০ টাকার হিসাবে ২৪৲

জওয়াব দাবীর খোলাসা। ১৮৪৪ সালের ১৫ জুলাই তারিখে প্রতিবাদিদ্বয়ের পক্ষহইতে জওয়াব দাখিল হয় তাহার চুম্বক এই যে আমরা বাদির স্থানে না কিছু টাকা লইয়াছি ও না বাদির সাবেক কিছু পাওনা আমারদিগের স্থানে ছিল বরং আমরা রামপ্রসাদ ডিক্রীদারের ডিক্রীর দেনাহইতে আপন বস্তু রক্ষার্থে আপন দেনা বাদির পাওনা সাবেক কর্জ্জার প্রসঙ্গে উক্ত মৌজার রসনামা বাদির নামে লিখিয়া দিয়া রেজিষ্টরী করাইয়া দিয়াছিলাম আর ১৮৪৪ সালের ২৩ জুন তারিখে বাদির স্থানে এই মধ্যে এক কেতা একরারনামা লেখাইয়া লইয়াছিলাম যে আমার উক্ত মৌজার যথার্থ স্বত্বের সহিত কোন সম্পর্ক নাই কোন হিত প্রয়োজনার্থে মৌজা মজকুরের বিক্রয়পত্র আমার নামে লেখা গিয়াছে যদি আগামিতে উক্ত বিক্রয়পত্রানুসারে কোন দাবী করি তাহা মিথ্যা আর ঐ একরার আমারদের নিকটে প্রস্তুত আছে উপস্বত্বের যাথার্থ্যাযাথার্থ্যের প্রতি কোন আপত্তি জওয়াবে করে নাই ইতি।

বন্দ জওয়াবের খোলাসা। ১৮৪৪ সালের ১৭ জুলাই তারিখে বন্দজওয়াব প্রতিবাদিগণের এক্তেয়ারের ও একরারনামা লিখিত হওয়া অস্বীকারের প্রসঙ্গে দাখিল হইল ইতি।

হন্দ জওয়াবের খোলাসা। ১৮৪৪ সালের ১৯ জুলাই তারিখে হন্দজওয়াব জওয়াবের পোষকতায় দাখিল হইল ইতি।

১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার মর্ম্মানুসারে রুবকারী হওনের বিষয়। ১৮৪৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার মর্ম্মানুসারে মোকদ্দমা রুবকার হইয়া এই কথা লিখনের পর যে যৎকালীন বাদির উল্লিখিত বিক্রয়পত্র লিখিত হইতে প্রতিবাদিগণ অস্বীকার নহে বরং আপন দেনাহইতে অস্বীকৃত হইয়া এই কথা প্রকাশ করে যে বিক্রয়পত্র অন্য কিছু গ্রহণ বিনা কেবল কোন হিত প্রয়োজনার্থে লেখা গিয়াছিল এস্থলে এই মোকদ্দমার এই বিষয়ের তদস্থাবশ্যক যে প্রতিবাদিগণ বাদির উল্লিখিত আপন সাবেক দেনার পরিবর্ত্তে যথার্থ উক্ত বিক্রয়পত্র লিখিয়া দিয়াছিল কি প্রতিবাদিগণের প্রকাশিত কেবল কোন হিত প্রয়োজনের মূলীভূত হইয়াছিল এমতে উভয়ের উচিত যে উপরোক্ত বিষয়ের প্রমাণ ও তাহা অন্যথার যে কিছু প্রমাণ প্রয়োগ রাখে দুই দিবসমধ্যে দাখিল করে ইতি।

বাদির প্রমাণের প্রসঙ্গ। ১৮৪৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে বাদী যে সকল প্রমাণ দাখিল করে।

১১ নং।

বাদির দেনা লেনার হিসাবী সাবেক পাওনা মবলগে ৩৫০০৲ সাড়ে তিন হাজার টাকা যাহা প্রতিবাদিগণস্থানে ছিল তাহার প্রমাণার্থে ১৮২৮ সম্বতের উভয়ের দেনা লেনার হিসাবের নকল মায় তাহার তরজমা ও আসল খাতা বহী।

১২ নং।

দাবীর পোষকতায় ১৮৪২ সালের ২৩ জুন তারিখের লিখিত রসনামা ১ কেতা।

১৩ নং।

সাবেক দেনার পরিবর্ত্তে রসনামার লিখিত ও উভয় বাদিপ্রতিবাদিতে হিসাব নিষ্পত্তি হওনের প্রমাণার্থে ৪ জনা সাক্ষির ইসমনবীসী।

চুনিলাল	১	বালমুকুন্দ	১
গৌরীলাল	১	দুর্গাদীন	১

বাদির প্রমাণের অন্যথায় প্রতিবাদির প্রমাণের প্রসঙ্গ। ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে বাদির প্রমাণের অন্যথার্থে যাহা দাখিল হয়।

১৬ নং।

বাদির উল্লিখিত বিক্রয়পত্র যাথার্থিক নহে কেবল কোন প্রয়োজনার্থে যে লেখা গিয়াছিল তাহার প্রমাণ জন্য ১৮৪২ সালের ২৩ জুন তারিখের লিখিত একরারনামা ১ কেতা।

১৭ নং।

একরারনামার লিখিত ৪ জনা সাক্ষির ইসমনবীসী।

সগা সিংহ ১ দেবকীনন্দন ১ গোলজার সিংহ ১ ভবানী বখ্‌শ ১।

বিচার। মিছিল তরতীব ও প্রস্তুত হওনের পর এই মোকদ্দমায় যে বিচার হইল তাহার বিবরণ এই যে বাদী উপরোক্ত দাবীতে ময়নামাঅনুসারে নালিশ করিয়াছে আর প্রতিবাদিগণ ময়নামা লিখিয়া দেওয়া হইতে অস্বীকার নহে বরং ইহা প্রকাশ করে যে উক্ত দলীল কেবল কোন হিত প্রযোজনার্থে বাদির নামে লিখিত হইয়াছিল আর এই বিষয়ের পোষকতায় বাদী আমারদিগকে এক কেতা একরারনামা লিখিয়া দিয়াছে আর বাদির সালেক পাওনা কোন টাকা আমারদিগের স্থানে ছিল না যে তাহার পরিবর্ত্তে এই দলীল যথার্থ পক্ষে লেখা যাইত এমতে এই মোকদ্দমার বিচার আসামীর ওজরের প্রমাণাপ্রমাণের প্রতি নির্ভর অস্মদের নিকটে মিছিলের অবস্থা দৃষ্টে প্রতিবাদিগণের আপত্তি নিম্নের লিখিত হেতুসকলে প্রমাণ হয় না।

প্রথম এই যে

[এই স্থলে ফয়সলার হেতুসকল বিস্তারিতরূপে লেখা আবশ্যক কিন্তু এই নমুনায় তাহার কিছু লেখার আবশ্যক নাই ইতি।]

এমতে হুকুম হইল যে বাদির দাবী বিরোধীয় তালুকে দখল ও আবজীব লিখিত ওয়াসিলাৎ যাহার সংখ্যার প্রতি প্রতিবাদিগণের কোন আপত্তি নাই আর আগামি সালের ওয়াসিলাৎ দখল পাইবার তারিখঅবধি দেলাইবার আর সরকারী বহীতে ফরিয়াদীর নাম দাখিল হইবার নিমিত্তে বাদির পক্ষে ডিক্রী হয় আর মোকদ্দমার সমুদয় খরচা প্রতিবাদিগণের জিম্মায় লেখা যায় আর বাদী নালিশের দিবসঅবধি ফয়সলার দিনপর্য্যন্ত আসল ওয়াসিলাতের সুদ ও ফয়সলার তারিখহইতে আসল ওয়াসিলাৎ ও তাহার সুদ মোট হইয়া তাহার সুদ ও খরচা মায় সুদ ফয়সলার তারিখহইতে উসুলের তারিখপর্য্যন্ত আর নালিশের পরের ওয়াসিলাৎ বাদির দখল পাওনের তারিখঅবধি কালেক্টরীর কাছারির দাখিলী জমাবন্দী কাগজ রুই ফিশত সালিয়ানা দশ টাকা সরঞ্জামী বাদে আসল টাকা দেনা হওনের তারিখঅবধি মায় সুদ ১২ টাকার হিসাবে দেওয়ান যায়।

দেওয়ায় খরচা ফয়সলার তারিখপর্য্যন্ত মোট ডিক্রীর টাকা	...	...	৪৩৭ ৮/৪
নালিশের তারিখ অর্থাৎ ১৮৪৪ সালের ১৩ জুনপর্য্যন্তের আসল ওয়াসিলাতের পরিমাণ	...	...	ওয়াসিলাতের টাকার উপর সুদ ৩৭ ৮/৪
নালিশের পূর্ব্বের দুই বৎসরের বাবৎ ২০০৲ দুই শত টাকার উপর ২৪৲			১৮৪৪ সালের ১৩ জুন নালিশের তারিখঅবধি উক্ত সনের ১৩ অক্টোবর ফয়সলার তারিখপর্য্যন্ত সুদ ৪০০৲ টাকার উপর শতকরা মাসিক ১৲ টাকার হিসাবে গণিত ৩।১০ তিন মাস দশ দিনের কাত ১৩ ৮/৪

[ইহা কেবল নক্‌শামাত্র আর ইহা সকল মোকদ্দমার হুকুমের প্রতি দস্তুরল আমল অর্থাৎ নিদর্শনস্বরূপ জ্ঞান হইবেক না যেমত সকল মোকদ্দমার নালিশ উপস্থিত হওনের পূর্ব্বের ওয়াসিলাতের সুদ দেওয়ান যায় না মগর সদর দেওয়ানী আদালতের চতুর্থ রিপোর্ট বহীর ১৭৬ পৃষ্ঠার ছাপাহওয়া আসমান সিংহদিগর বনাম পরমেশ্বরী সহায়ের মোকদ্দমা দৃষ্ট্যাবশ্যক কিন্তু কর্জ্জা টাকার অথবা কোন বিশেষ অস্থাবর ওয়াসিলাতের টাকার সুদ দেওয়ান যায় সেই মোকদ্দমা এই নক্‌শায় লিখিত হইবেক আর যদি নালিশ উপস্থিতের পূর্ব্বের ওয়াসিলাতের সুদ দেওয়ান না যায় তবে এই নক্‌শার বিশেষ সেই ঘর খালি রাখা যাইবেক ইতি।]

উভয় বিবাদির তরফ মোকদ্দমার খরচার টাকার তফসীল।

বাদির খরচ।	প্রতিবাদিগণের খরচ।

ফয়সলার পৃষ্ঠে যাহা লিখিতে হইবেক তাহার নমুনা।

১৮৪৪ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে আসল ফয়সলা প্রস্তুত হইল।

১৮৪৪ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে আসল ফয়সলা প্রস্তুত হওনের সম্বাদ উভয়ের উকীলগণকে দেওয়া গেল।

বাদির উকীল রামচরণ লাল প্রতিবাদির উকীল হোসেন বখ্‌শ।

উক্ত মাহার ১১ তারিখে বাদির উকীল ৪ কেতা ইষ্টাম্প দাখিল করিলেক ইতি।

উক্ত সনের ৪ অক্টোবর তারিখে প্রতিবাদিগণের উকীল ১ কেতা ইষ্টাম্প দাখিল করিলেক উক্ত সনের ১০ অক্টোবর তারিখে প্রতিবাদিগণের উকীল মৈএদ হোসন বখ্‌শ বাকী তিন কেতা কাগজ দাখিল করিলেক।

প্রতিবাদিগণের উকীল হোসেন বখ্‌শ।

বাদির উকীল রামচরণ লাল।

উক্ত সনের ১৩ অক্‌টোবর তারিখে উভয়ের ডিক্রীর নকল প্রস্তুত হইয়া আদালতের মোহর ও হাকিমের দস্তখৎ হইল।

উক্ত সনের ১৪ অক্‌টোবর তারিখে প্রতিবাদিগণের উকীলকে ডিক্রীর নকল দেওয়া গেল।

উক্ত সনের ২০ অক্‌টোবর তারিখে বাদির উকীলকে ডিক্রীর নকল দেওয়া গেল আর বিলম্বের কারণ এই যে বাদির উকীল রোখ্‌সত লইয়া কাছারীতে হাজির ছিল না ইতি।

৬৬৭। নানা প্রকার মোকদ্দমা ভিন্নং রূপে প্রস্তুত এবং নিষ্পত্তি হওনের সম্ভব হেতু ফয়সলা লিখিবার কালীন শ্রেণীপূর্ব্বক যে সকল বিষয় দৃষ্ট্যাবশ্যক ডিক্রী লিখিবার সময় ডিক্রীনবীসের সম্মুখে থাকিবার জন্যে তাহার এক ফিরিস্তি লেখা যাইতেছে।

১। ডিক্রীর শিরোভাগ এবং পার্শ্বের পরিমাণ।

২। ডিক্রীর উপরি ভাগে দস্তুরল আমলের ২ দফার মর্ম্মমত অর্থাৎ সরেনও কি আপীল আর প্রথমত উপস্থিত হওয়া কি সোপর্দ্দীয় মোকদ্দমার দাবীর সংখ্যাসংযুক্ত মোকদ্দমার নম্বর।

৩। ২ দফার লিখিত মতানুসারে ডিক্রীর শিরোভাগ লিখিবার দাঁড়া।

৪। দস্তুরল আমলের ৩ দফার লিখিতমত উভয় বিবাদির ও ওজরদারের নাম উকীলদিগের নামসম্বলিত লিখিতে হইবেক।

৫। দস্তুরল আমলের ৪ দফার লিখিতঅনুসারে দাবীর পরিমাণ ও দাবীর বস্তু ও দাবী লিখিবার দাঁড়া।

৬। ১০ দফার লিখিতমত ফয়সলার পার্শ্বে যে কিছু বিষয়ের চিহ্ন লিখিতে হইবেক।

৭। ৫ দফার মতানুসারে ফয়সলার প্রথমে উভয় বিবাদির ও ওজরদারের ও তাহারদিগের উকীলদিগের উপস্থিত ও অনুপস্থিতের প্রসঙ্গ।

৮। ৫ দফার লিখিত তারিখ সম্বলিত যোত্রহীনতার গ্রাহ্য হওনের প্রার্থনার দরখাস্ত দাখিলের প্রসঙ্গ।

৯। ৫ দফার লিখিত তারিখ সম্বলিত যোত্রহীনতারূপে নালিশ গ্রাহ্য হওনের প্রসঙ্গ।

১০। আরজী দাবী দাখিল হইবার তারিখ মোতাবেক তারিখসংযুক্ত।

১১। ৫ দফামত ভিন্ন২ জিলা কি কাছারীর অধীনের জায়দাদের মোকদ্দমা এক কাছারীতে শ্রোতব্য হওনের অনুমতির প্রসঙ্গ।

১২। ৫ দফাঅনুসারে সরকারের নামে নালিশের জওয়াব দিবার অনুমতির প্রসঙ্গ।

১৩। এক কাছারীহইতে অন্য কাছারীতে মোকদ্দমা অর্পণ হওনের প্রসঙ্গ হেতু সম্বলিত।

১৪। উভয় পক্ষের কাহার মৃত্যু হওনের ও অন্য ব্যক্তি তাহার স্থলাভিষিক্ত হওনের প্রসঙ্গ।

১৫। একতরফা বিচার সম্পূর্ণের প্রসঙ্গ যদ্যপি বাদির দাবীর কিঞ্চিৎ অংশ অথবা সমুদয় ডিক্রী হইয়া থাকে।

১৬। ৬ দফার লিখিতঅনুসারে আরজী দাবীর খোলাসা।

১৭। ৬ দফার লিখিতমত অবশিষ্ট আরজীর খোলাসা তাহার দাখিলের তারিখ সহিত।

১৮। ৬ দফার লিখনানুসারে জওয়াবের খোলাসা দাখিলের তারিখ এবং ভিন্ন২ জওয়াব দাখিলের স্থলে প্রতিবাদিগণের নাম সম্বলিত।

১৯। ৬ দফার মতানুসারে অবশিষ্ট আরজীর জওয়াবের খোলাসা দাখিলের তারিখসংযুক্ত উপর উক্তমতে।

২০। ৬ দফার রীত্যনুসারে জওয়াবলজওয়াবের খোলাসা মায় দাখিলের তারিখ।

২১। ৬ দফার রীত্যনুসারে অবশিষ্ট আরজীর জওয়াবের জওয়াবলজওয়াবের খোলাসা মায় দাখিলের তারিখ।

২২। ৬ দফার লিখনানুসারে হদ্দজওয়াব সকলের খোলাসা দাখিলের তারিখ ও আসামীগণের নাম সম্বলিত ভিন্ন২ জওয়াব দাবীর স্থলে।

২৩। ৬ দফার মত অবশিষ্ট আরজীর জওয়াবলজওয়াবের হদ্দজওয়াব সকলের খোলাসা মায় দাখিলের তারিখ।

২৪। ৬ দফামত ওজরদারের ওজরের খোলাসা মায় দাখিলের তারিখ।

২৫। ৭ দফামত সন ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের দশ ধারার মর্ম্মানুসারে কবকারীর খোলাসা তারিখ সম্বলিত।

২৬। ৮ দফার মর্ম্মানুসারে বাদির পক্ষের দলীলসকলের আর সাক্ষিগণের ফিরিস্তি।

২৭। ৮ দফামত দাবীর মর্ম্মের অথবা পোষকতার দলীলসকলের নকলের খোলাসা যদিস্যাৎ ঐ দস্তাবেজের মজমুন ও এবারত বিরোধীর মূলীভূত আর মোকদ্দমার বিচার তাহার তদন্তের উপর নির্ভর হয়।

২৮। ৮ দফামত প্রতিবাদির পক্ষের সাক্ষিগণ ও দস্তাবেজসকলের ফিরিস্তি।

২৯। উভয় পক্ষের কোন প্রমাণ প্রয়োগ লওনের দরখাস্ত যে হুকুমের দ্বারা নামঞ্জুর হয় এবং গরহাজিরী জন্য অথবা হাজির থাকিলেও কোন সাক্ষির এজাহার যে কোন হুকুমের দ্বারা লিপিবদ্ধ না হয় তাহার খোলাসা হেতু সম্বলিত।

৩০। ৮ দফামতে শাদাকাগজে অথবা ন্যূন মূল্যের কাগজে দলীল দাখিল করণ হেতু উকীলের প্রতি জরীমানার হুকুমের খোলাসা মায় তারিখ।

৩১। উভয় পক্ষকে ইষ্টাম্প করণের উপদেশে কোন দলীল ফেরত দেওনের প্রসঙ্গ তাহার হেতু সম্বলিত।

৩২। ৮ দফামত মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচার মুলতে নিষ্পত্তি হইলে পুনর্ব্বিচার গ্রাহ্য হওনের প্রসঙ্গ।

৩৩। মোকদ্দমা সাবেক নম্বরে ফেরত হইবার প্রসঙ্গ উপরি বিচার স্থলের কবকাবীর লিখিত হেতু সম্বলিত।

৩৪। ৮ দফামত আমীনের যে কৈফিয়তের উপর মোকদ্দমার বিচার নির্ভর হয় তাহার খোলাসা আর উক্ত বিশেষ মোকদ্দমার তদন্তের বিষয়ে আমীনের স্থানে হলফ লওনের প্রসঙ্গ।

৩৫। ৮ দফামত আদালতের তলবী ব্যবস্থা ও যতওয়ার নকল।

৩৬। ৮ দফামত সালিসের ফয়সলাঅনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে সালিসদিগের ফয়সলার লিখিত বিচারের নকল।

৩৭। ৮ দফামত মোকদ্দমা সোলেনামাঅনুসারে নিষ্পত্তি হইলে উভয় পক্ষের সোলেনামার নকল।

৩৮। ৮ দফামত উভয় পক্ষের কি উভয়ের উকীলের যে সওয়াল জওয়াবের উপর মোকদ্দমার বিচার সম্পর্ক রাখে ঐ সওয়াল ও জওয়াব তারিখ সম্বলিত।

৩৯। ৮ দফামত হাকিমের বিচারের হেতু সকল তাহার এবারত সহিত এবং ফয়সলার হুকুম সম্বলিত।

৪০। ৯ দফামত ফয়সলার হুকুমের এবারত লেখা শেষ হইলে যে টাকা ডিক্রী হয় তাহার আসল ও ফয়সলার তারিখপর্য্যন্ত সুদ সহিতের বিবরণ।

৪১। ৯ দফামত উভয়ের খরচা যাহা এইক্ষণে অথবা আপীলের অবস্থায় পরাজিত ব্যক্তির জিম্মা হইতে পারে তাহার তফসীল।

৪২। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিচারাগারের ফয়সলাসকলে এগার দফার উপর দৃষ্ট্যাবশ্যক।

ফয়সলার পৃষ্ঠে।

৪৩। ১২ দফামত আসল ফয়সলা প্রস্তুত হওনের তারিখ আঙ্কবিক ও অক্ষপাত সহিত কেবল অঙ্ক নহে।

৪৪। ১২ দফামত উভয় পক্ষের উকীলকে আসল ডিক্রী প্রস্তুতের দিনহইতে সংবাদ দিবার তারিখ উপরউক্ত মত উহারদিগের দস্তখৎযুক্ত।

৪৫। ১২ দফার মত ইষ্টাম্প কাগজ যতবার যত খানা দাখিল হয় তাহার দাখিলের তারিখ উপর উক্তমত।

৪৬। ১২ দফামত নকল ডিক্রী প্রস্তুত হওনের তারিখ উপর উক্তমত।

৪৭। ১২ দফামত নকল ডিক্রী তাহার প্রাপক ব্যক্তিকে দেওনের তারিখ উপর উক্তমত।

৪৮। সকল ডিক্রী তাহার প্রাপক ব্যক্তিকে দেওনে যে বিলম্ব হইয়া থাকে তাহার হেতু।

৪৯। যে সকল তারিখ বিচারের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার মতারক্ষ আর উভয় বিবাদির ও মোজাসকলের ও পরগনাসকলের নাম বিঃসন্দিগ্ধ অক্ষরে নোক্তা অর্থাৎ বিন্দু সহিতে লিখিতে হইবেক।—১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।

[১৮৪৮ সালের ১৩ অক্টোবরের সরকুলর অর্ডর দেখ। এই অধ্যায়ের ৩৯৮ নম্বর অবধি ৪০১ নম্বর পর্য্যন্ত।]

৩৪ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত।—ডিক্রী।—বাদিপ্রতিবাদিকে নকল দেওন।

৬৬৮। জজ সাহেব কিম্বা রেজিষ্টর সাহেব ডিক্রী করিবার দিবসে কিম্বা তাহার পর দশ দিনের মধ্যে উভয় বিবাদি কিম্বা উভয়ের উকীলদিগেরে ডিক্রীর নকল আদালতের মোহর ও আপন দস্তখতে দেন্ ও সেই নকল দিবার যে দিন ধার্য্য হয় তাহা উভয় বিবাদী কিম্বা উভয়ের উকীলদিগেরে সমাচার করেন্। এবং রেজিষ্টর সাহেব সেই নকলের পৃষ্ঠে উভয় বিবাদিকে তাহা দিবার তারিখ লিখেন্ এবং রোয়দাদের বহীর যে স্থানে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী লেখা থাকে তাহার পার্শ্বে সমান স্থানে ডিক্রীর নকল দেওয়া গেল এই শব্দ

লিখেন। যদি ডিক্রী হইবার দিন তাহার নকল প্রস্তুত হয় তবে উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদিগের উকীলেরা তাহা লইবার কারণ হাজির না হইলে কিম্বা তাহা দিবার অন্য দিন ধার্য্য হইয়া থাকিলে সে দিনেও যদি উভয় বিবাদী কিম্বা উভয়ের উকীলেরা সমাচার পাইয়া হাজির না হয় অথবা হাজির হইয়াও ডিক্রীর নকল না লয় তবে এই সকল হেতুতে সে নকল আদালতের কাগজপত্রের শামিলে রাখা যায় এবং তাহা না দিবার হেতু সেই নকলের উপর এবং রোয়দাদের বহীর যে স্থানে সে মোকদ্দমার ডিক্রী লেখা থাকে তাহার পার্শ্বে সমান স্থানে লেখা যায় এবং তাহার উপর রেজিষ্টর সাহেব দস্তখৎ করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ২৬ ধা।

৬৬৯। জিলার আদালতের জজ সাহেবের বিষয়ে সদর আদালত হুকুম করিলেন যে প্রত্যেক ডিক্রী এবং চূড়ান্ত হুকুম করণের পর দশ দিবসের মধ্যে তাহার নকল হইবার নিমিত্তে প্রস্তুত করিতে হইবেক এবং সেইরূপে প্রস্তুত করিতে তাঁহারদের প্রতি হুকুম হইল।—১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফা।

৬৭০। নকল অর্থাৎ প্লেণ্টনামেতে যেরূপ লেখা যাইবেক তৎপ্রকার গণিত যে সকল মোকদ্দমা জাবেতা-মত উপস্থিত করা যায় তাহার ডিক্রীর রেজিষ্টর সাহেবের অথবা জিলা কি শহরের জজ সাহেবের আদালত অথবা ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের ক্ষমতাপন্ন সদর আমীনের দ্বারা নিষ্পত্তি করা গেলে তাহার নকলের মূল্য ১৲ টাকা।—১৮২৯ সা। ১০ আ। B চিহ্নিত তফর্সীলের ২ দফা।

৬৭১। উপরের উক্তমতে যে কোন ব্যক্তি কোন নিষ্পত্তির নকল লইবার মনস্থ রাখে তাহার কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৯ ধারার নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজ (এইক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আই-নের) যে এক বন্দ কি দুই বন্দ কি তাহাহইতে অধিক বন্দ ডিক্রীর নকলের কারণ আবশ্যক ও প্রয়োজন হয় তাহা যে আদালতে সেই নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই আদালতে দাখিল করে ইতি। ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৮ প্র।

৬৭২। উপরের লিখনানুসারে ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করিলে আদালতের সিরিশতাদার কি অন্য প্রধান যে আমলার প্রতি এমত কর্ম্ম করণের ভার আদালতহইতে হয় তাহার কর্ত্তব্য হইবেক যে সেই ইষ্টাম্প কাগজের পৃষ্ঠে তাহা দাখিলহওনের তারিখ ও যে ব্যক্তির তরফহইতে দাখিল হয় তাহার নাম ও যে মোকদ্দমার ডিক্রী ও নকল করণের কারণ কাগজ দিয়াছে তাহার নম্বর লিখে ও সেই ব্যক্তিকে তাহার এক রসীদ ইষ্টাম্প কাগজভিন্ন অন্য কাগজে লিখিয়া দেয় ও তাহার পরে ডিক্রীর নকল তৈয়ার করা গিয়া তাহাতে আদালতের মোহর ও আ-দালতের সাহেবের দস্তখৎ হইয়া দরবারের সময়ে যে ব্যক্তির তরফহইতে ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল হইয়া থাকে তাহাকে কি তাহার উকীলের স্থানে দেওয়া যাইবেক কিম্বা তাহাকে দিবার নিমিত্তে উপস্থিত করা যাইবেক ও ডিক্রীর নকল দেওয়া যাওনের কি দিবার নিমিত্তে উপস্থিত করণের তারিখ সেই ডিক্রীর পৃষ্ঠে লেখা যাইবেক।

১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৯ প্র।

৬৭৩। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে আদালতের ডিক্রীর নকল পাইবার নিমিত্তে বাদী কি প্রতিবাদী যে ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করে তাহা অধস্ত আদালতের আমলারা কএক মাসপর্য্যন্ত রাখিয়া ডিক্রীর নকল প্রস্তুত করে না তাহাতে আপীল করণের মিয়াদ অনাবশ্যকমতে বাড়ে অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে তুমি অতিসাবধান হইয়া দেখিবা যে তোমার আদালতের আমলারা ঐ ডিক্রীর নকল প্রস্তুত করণেতে অনাবশ্যকমতে কিছু বিলম্ব না করে এবং যে বৃত্তান্ত লিখিতে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ৯ প্রকরণে হুকুম আছে সেই সকল বৃত্তান্ত ডিক্রীর নকলের পৃষ্ঠে লিখিতে তোমার আদালতের সিরিশতাদারকে হুকুম দিবা এবং ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করণের পর এক মাসের মধ্যে যদি ডিক্রীর নকল না দেওয়া যায় তবে ঐ বিলম্বের কারণ স্পষ্ট লিখিতে তাহাকে হুকুম দিবা।—১৮৩২ সালের ১৮ মের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৬৭৪। তোমার অধীন আদালতকেও তুমি এইরূপ হুকুম দিবা।—১৮৩২ সালের ১৮ মের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৬৭৫। জিলার জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে জানাইলেন যে আমার আদালতে নম্বরী আপীল মঞ্জুর করণের যে মিয়াদ নিরূপণ আছে তাহা হিসাব করণেতে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ৭। ৮। ৯। ১০ প্রকরণের লি-খিতমতে জিলার আদালতে নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজ বাদি বা প্রতিবাদির দ্বারা দাখিল হওনঅবধি ঐ ডিক্রীর নকল তাহাকে দেওন কি দিতে প্রস্তাবহওনপর্য্যন্ত যে সময় গত হয় তাহা ঐ মিয়াদহইতে বাদ দেওয়া যায় না। ঐ জজ সাহেব আরো লিখিলেন যে ঐ সময় বাদ দেওয়া ঐ ১০ প্রকরণের নিতান্ত অভিপ্রায় ছিল আমার এমত বোধ হয় তাহাতে সদর আদালত

বিধান করিলেন যে জজ সাহেব আইনের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা যথার্থ এবং নম্বরী অথবা সরাসরী কি খাস আপীলের মিয়াদহইতে সেই সময় অবশ্য বাদ দিতে হইবেক।—১৮২৬ সালের ৩ মার্চের ৪১৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৭৬। তোমার এবং তোমার অধীন প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরদের আদালতসম্পর্কীয় কার্য্যকারকেরদের কর্ম্ম করণের নিমিত্তে তোমাকে ইহা জানাইতে আমার প্রতি হুকুম হইয়াছে যে সদর আদালতের সাহেবেরা সাধারণ রীতির ন্যায় ইহা স্থির করিয়াছেন যে যে ব্যক্তি ডিক্রীর নকলের নিমিত্তে দরখাস্ত করে সে ঐ ডিক্রীর নকল করিবার নিমিত্তে যত ইষ্টাম্প কাগজের আবশ্যক হইবেক তাহা সমুদয় একেবারে দিবেক। কিন্তু ঐ ডিক্রী প্রস্তুত হওনের পূর্ব্বে যদি ঐ কাগজের কেবল কতক দাখিল হইয়া থাকে তবে ঐ ডিক্রী নকল করিবার নিমিত্তে প্রস্তুত হইতে সমস্ত কাগজ দাখিল করিতে হইবেক এবং তাহার পর আবশ্যক সমুদয় ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করণেতে যদি কিছু বিলম্ব হয় তবে তৎপ্রযুক্ত আপীল করণের মিয়াদের হিসাব করণেতে কিছু দিন বাদ দেওয়া যাইবেক না।—১৮৪০ সালের ৮ মের সবক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৬৭৭। ঐ ডিক্রী নকল হইবার নিমিত্তে প্রস্তুত হইলে ডিক্রীনবীস প্রত্যেক ডিক্রীর পৃষ্ঠে সর্টিফিকট করিয়া লিখিবেক যে কোন্ তারিখে তাহা প্রস্তুত হইল এবং যে ব্যক্তির নকল লওনের আবশ্যক সেই ব্যক্তিকে তাহা নকল করণের নিমিত্তে কত অতিরিক্ত ইষ্টাম্প কাগজ লাগিবেক তাহাও জানাইবেক। আরো সেই সময়ে ডিক্রীনবীস যে তাহাকে ঐ বিষয় জানাইয়াছে ইহাও আসল ডিক্রীর পৃষ্ঠে ঐ ব্যক্তি কি তাহার উকীলের দ্বারা লেখাইয়া লইবেক। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি কিম্বা তাহার উকীল উপস্থিত না থাকে তবে ডিক্রীনবীস জজ সাহেবের নিকটে তাহার রিপোর্ট করিবেক এবং জজ সাহেব তাহার সত্যতার বিষয় নিশ্চয় জানিয়া উত্তর কালে দেখিবার নিমিত্তে তাহা টুকিয়া রাখিবেন।—১৮৪০ সালের ৮ মের সবক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৬৭৮। ঐ সর্টিফিকটের তারিখঅবধি কিম্বা সেই ব্যক্তি কি তাহার পক্ষের অন্য কোন ব্যক্তির গরহাজিরের বিষয়ে জজ সাহেবের হুকুম লিখনের তারিখঅবধি ঐ অতিরিক্ত ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করণের দিনপর্য্যন্ত এ আপীলের নিরূপিত মিয়াদের হিসাব করণেতে কিছু দিন বাদ দেওয়া যাইবেক না। এবং ঐ ডিক্রীর নকল করণের সময়ে যদি দৃষ্ট হয় যে অধিক ইষ্টাম্প কাগজের আবশ্যক আছে তবে সেই প্রকারে কার্য্য করিতে হইবেক কিন্তু আমার প্রতি ইহা লিখিতে হুকুম হইয়াছে যে আসল ডিক্রী যত কাগজে লেখা গিয়াছিল তাহার নকল করিবার নিমিত্তে তত কাগজ নিরূপণ করিয়া যদি নকলনবীস আপনি উচিতমত সাবধানতা করে এবং যদি তাহার প্রতি এমত সাবধানতা করা যায় তবে ঐরূপ বিঘ্ন হইবেক না।—১৮৪০ সালের ৮ মের সবক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৬৭৯। সদর আদালতের সাহেবেরা এই সুযোগে প্রকাশ করিতেছেন যে যে ডিক্রী ও হুকুমের উপর আপীল হয় তাহার নকলের পৃষ্ঠে আবশ্যক বেওরা না লেখা যাওয়াতে আপেলান্ট সেই ডিক্রী বা হুকুম নকল করিবার নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প কাগজ দিয়াছিল তাহা কোন অধস্ত আদালতের সিরিশ্তায় থাকনপ্রযুক্ত ঐ আপেলান্ট আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদের অধিক ঠিক কত দিন দাওয়া করিতে পারে এই বিষয় নিশ্চয় করা যাইতে পারে না এবং কিছু বিলম্ব হইলে সেই বিলম্ব হওনের দোষ আপীল করণের অনুমতি প্রার্থনাকারির উপর যথার্থরূপে অর্শিতে পারে কি না হয় নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য এইহেতুক আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিয়াছেন যে উত্তর কালে তোমরা যে কোন ডিক্রী কি হুকুম দিবা তাহার পৃষ্ঠে নীচের লিখিত বিশেষ বেওরা লেখাইবা এবং তোমার এলাকার মধ্যে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরদিগকে সেইমত কার্য্য করিতে শক্ত হুকুম দিবা।

ডিক্রী বা হুকুমের নকলের পৃষ্ঠে ইহা লেখা যাইবেক।

১৮৪০ সালের অমুক তারিখে এই ডিক্রীর আসল দস্তখৎ হইয়াছিল।

১৮৪০ সালের অমুক তারিখে অমুক ফরিয়াদী (কিম্বা বিষয় বিশেষে আসামী কি আপেলান্ট অথবা রেস্পাণ্ডেণ্ট) ডিক্রীর নকল করিবার নিমিত্তে এত কেতা ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করিয়াছিল।

১৮৪০ সালের অমুক তারিখে এই নকলে দস্তখৎ ও মোহর করা গেল।

১৮৪০ সালের অমুক তারিখে এই নকল অমুক ব্যক্তিকে দেওয়া গেল।

১৮৪০ সালের অমুক তারিখে ডিক্রীর নকল প্রস্তুত হইল এবং পাপরকে অথবা অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া গেল অথবা তাহা দেওনের প্রস্তাব হইলে সেই ব্যক্তি লইতে স্বীকৃত না হওয়াতে রিকার্ডদফ্তরে দাখিল করা গেল।—১৮৪০ সালের ৮ মের সবক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৬৮০। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত বিষয় স্পষ্ট করিয়া লিখিবার নিমিত্তে এই প্রকরণের অনুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে জিলা ও শহরের জজ সাহেব ও আসিষ্টাণ্ট জজ সাহেব ও

রেজিষ্টর সাহেবদিগের কি প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবদিগের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে সরাসরী কি সরাসরীভিন্ন মোকদ্দমাতে হওয়া যে সকল ডিক্রীর নকল ফরিয়াদী আসামীদিগকে দেওয়া যায় তাহা ইষ্টাম্প ছাপাকরা যে বিলায়তী কাগজ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৯ ধারাতে (এইক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনে) নিরূপণ হইয়াছে তাহাতে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৬ ধা। ১ প্র।

৬৮১। আদালতের সিরিশ্তার কাগজের শামিলে রাখিবার জন্যে ডিক্রীর যে নকল তৈয়ার করিতে হয় তাহা ইষ্টাম্পছাপা হওয়াভিন্ন অন্য যে কাগজ বিলাযতের বানান হয় ও উভয় বিবাদিকে দিবার কারণ ডিক্রীর নকল করিবার অর্থে যে ইষ্টাম্প কাগজ নিরূপণ হইয়াছে তাহার মত লম্বা ও চৌড়া ও সেই রকম হয় তাহাতে লেখা যাইবেক ইতি।— ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৬ ধা। ২ প্র।

৬৮২। সম্প্রতি অধস্থ আদালতের যে কএক ডিক্রী সদর আদালতে পাঠান গিয়াছে তাহা পোকায় খাওয়াতে এবং শবদাইর দ্বারা ও বারবার আঙ্গলানেতে এমত নষ্ট হইযাছে তাহা পড়া দুঃসাধ্য ইহাতে অতিক্লেশ হইযাছে। সদর আদালত বোধ করেন যে ঐ ডিক্রী দেশীয় কাগজে লিখিত হওযাতে এইরূপ নষ্ট হইযাছে অতএব ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৬ ধারার ২ প্রকরণের বিষযে মনোযোগ করিতে জিলার জজ সাহেবকে হুকুম দিতেছেন। তাহাতে লেখে যে ডিক্রীর যে নকল আদালতের রোবদাদে থাকিবেক তাহা ইউরোপে বানান ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে লিখিতে হইবেক। —১৮৩৭ সালের ৩০ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

৬৮৩। যে সকল রোয়দাদী কাগজ ও হুকুমনামা ও কৈফিযতী কাগজের ও হিসাবের কি অন্য কাগজের নকল আদালতের দফ্তরে রাখিবার জন্যে কি অন্য আদালতে কি সিরিশতায পাঠাইবার নিমিত্তে তৈয়ার করিতে হয় তাহা সমস্ত সাবেক দস্তুরমতে ইষ্টাম্প কাগজভিন্ন অন্য কাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু যদি এমতং কাগজপত্রের নকল ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবার অর্থে বিশেষ কোন হুকুম কোন আইনেতে থাকে তবে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক ইতি। - ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৬ ধা। ৩ প্র।

৬৮৪। জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের লিখিত কথার দ্বারা এমত বোধ না হয় যে কোন ব্যক্তিব আপনার বিশেষ কোন কর্ম্মের নিমিত্তে আদালত কি মালগুজারীসম্পর্কীয কাগজপত্রের নকলের প্রয়োজন হইলে ঐ কাগজ যে জজ সাহেবের কি কালেক্টর সাহেব কি সরকারের অন্য কার্য্যকারক সাহেবের সিরিশতার হয তাঁহার অনুমতিক্রমে নিজহইতে মোকররী খরচ দিযা যে কাগজে ইচ্ছা তাহাতে ঐ কাগজের নকল লইতে নিষেধ আছে কিন্তু যদি ঐ সকল নকল ইষ্টাম্প কাগজভিন্ন অন্য কাগজে লেখা যায় তবে জজ সাহেব কি কালেক্টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে সে সকল নকলেতে আপন মোহর ও দস্তখৎ করিতে অনুমতি নাহি ও এমতং নকল কোন আদালতে কি অন্য সিরিশতার কাছারীতে দরপেশ হইলে কদাচ দস্তাবেজ ও দলীলরূপে মঞ্জুর ও গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৬ ধা। ৪ প্র।

৩৫ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত।—ডিক্রী।—সরকারী কার্য্যকারক সাহেবদিগকে নকল দেওন।

৬৮৫। যে মোকদ্দমাতে সরকার আসামী কিম্বা ফরিয়াদী থাকেন্ প্রথম বিচার কিম্বা আপীলের সময়ে এমত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইলে পর তথাকার আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে চলিত আইনানুসারে উভয় বিবাদিকে যে ডিক্রীর নকল দেওয়া যায় তাহাব্যতিরেকে আর এক নকল শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া তাহার এক কেতা ইঙ্গরেজী তরজমার সহিত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দেন্ এবং যে সাহেব এমত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন তাহার কর্ত্তব্য যে যে ডিক্রীর নকল হজুরে পাঠাইবেন তাহাতেও আপন দস্তখৎ ও আদালতের মোহর করেন কিন্তু ইষ্টাম্প কাগজে সে নকল লিখিবার প্রয়োজন নাহি ইতি।—১৮০৫ সা। ২ আ। ৯ ধা।

৬৮৬। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইনের মতানুসারে হুকুম আছে যে খেরাজী জমীনের পাঁচং সনী কৈফিয়তের বহী তৈয়ার হয় অতএব সেই কৈফিয়তের বহী সমস্ত শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ সহী ও দুরস্ত করিয়া লেখা

যাইবার কারণ সকল জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবদিগের প্রতি যথেষ্ট ত্বরা ও তাকীদ আছে যে তাঁহারদিগের মোতালক আদালতে জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুক অথবা অন্য খেরাজী জমীনের বিষয়ে যেং ডিক্রী হয় ও উপরের প্রস্তাবিতের ন্যায় যেং ডিক্রী জারীর বিষয়ে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতহইতে তাঁহারদিগেরে হুকুম পঁহুছে এবং ঐ সকল জমীদারীওগয়রহের স্বত্বাধিকারের পরিবর্ত্তের বিষয়ের যে কোন ডিক্রী যোগ্য হয় সে সকল ডিক্রীর নকল যে তারিখে সেই সকল ডিক্রী জারীর হুকুম হয় কিম্বা জারী করিতে হুকুম পঁহুছে সেই তারিখহইতে ১০ দশ দিনের মধ্যে আপনং দস্তখৎ ও আদালতের মোহরে আপনারদিগের জিলার মোতালক কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের স্থানে পাঠাইতে থাকেন। এবং সে সকল ডিক্রীর সারার্থ অর্থাৎ খোলাসা তাহার তারিখ নির্দ্দিষ্টে এবং যে কোন পরগনা কিম্বা তালুক অথবা তরফ কিম্বা মৌজা অথবা কিসমতের ডিক্রী হয় তাহার নাম ও ডিক্রীর সময়তক সেই সকল পরগনাওগয়রহ যাহারদিগের ভোগদখলে রহে তাহারদিগের নাম এবং মাফিক ডিক্রী সেই পরগনাওগয়রহ যাহারদিগের দখলে আইসে তাহারদিগের নাম নির্দর্শনে এবং যদি সেই সকল পরগনাওগয়রহ সাধারণের অর্থাৎ সরাকতের মতে দুই তিন জনের স্বত্বে ডিক্রী হয় তাহার প্রত্যেক জনার অংশের বেওরা ভিন্ন ফর্দ্দে লিখিয়া সেই নকলের শামিলে পাঠান্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৯ ধা।

৬৮৭। সদর দেওয়ানী আদালত অবগত হইয়াছেন যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৯ ধারানুসারে মালগুজারীর ভূমির বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে যে সকল ডিক্রী হয় তাহার এক নকল রাজস্বের কার্য্যকারকের নিকটে পাঠাওনেতে অনেক ক্লেশ হইতেছে যেহেতুক ঐ ডিক্রী পাঠাওনের পরে কখনং আপীল আদালতে তাহা মতান্তর বা অন্যথা হইয়া থাকে অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে যে ডিক্রী চূড়ান্ত এবং যে ডিক্রী জারী করিতে হুকুম দেওয়া গিয়াছে তাহাছাড়া অন্য ডিক্রীর নকল উত্তর কালে রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের নিকটে পাঠাইতে হইবেক না। তোমার এলাকার এদেশীয় বিচারকদিগের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে এই হুকুম তাহারদিগকে জানাইবা।—১৮৩৮ সালের ৫ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

৬৮৮। চারি সুবা ও এলাকার জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে লোকদিগের আপোসী সমস্ত সংজ্ঞার নিষ্কর ভূমির দাওয়ার মোকদ্দমার যে সকল ডিক্রী স্বত্বাধিকার কিম্বা দখলের চলবিচলে আপনারা করেন অথবা এমতের যে সকল ডিক্রী জারীর কারণ তাঁহারদিগের নিকটে পঁহুছে সে ডিক্রী সমস্তের নকল যে যে জিলায় সে সকল ভূমি থাকে তথাকারং কালেক্টর সাহেবদিগের ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে পাঠান এই জন্যে যে কালেক্টর সাহেবেরা সে সকল ভূমির স্বত্বাধিকারের কিম্বা দখলের চলবিচলের কৈফিয়ৎ নিষ্কর ভূমির পাঁচং সনা যে বহী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের এবং ৩৭ আইনের আর ১৭৯৫ সালের ৪১ আইনের এবং ৪২ আইনের অনুসারে রাখিবার হুকুম আছে সেই বহীতে লিখিবেন। ও দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সে সকল ডিক্রী আপনারা করিলে কিম্বা জারীর কারণ পাইলে পর ২০ কুড়ি দিনের মধ্যে তাহার নকল পাঠাইয়া দেন ইতি। ১৭৯৫ সা। ৫৮ আ। ৩ ধা।

৩৬ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত।—পূর্ব্বকার ডিক্রী ও নিষ্পত্তির ফল।

৬৮৯। যদি ইহার পূর্ব্বে কোন সম্পত্তির বিষয়ের চূড়ান্ত ডিক্রী হইয়া থাকে তবে সেই সম্পত্তির বিষয়ে সেই ডিক্রীর বিরুদ্ধে কোন আদালত নূতন মোকদ্দমার ডিক্রী করিতে পারেন না। এবং ঐ প্রথম ডিক্রীর দোষগুণের বিচার হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৬ সালের ২৫ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১৪৬ পৃষ্ঠা।

৬৯০। ধার্য্য হইল যে যথোচিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়াছিল যদি সেই নিষ্পত্তি আইনবিরুদ্ধ কথিত হয় অথবা অযথার্থরূপে হইয়াছে কথিত হয় তথাপি অন্য কোন আদালত সেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দোষগুণ বিবেচনা করিতে পারেন না। যে নিষ্পত্তির বিষয়ে উপরে উল্লেখ হইয়াছে তাহা ১৭৭৭ সালে পাটনার কৌন্সেলের দ্বারা এবং ১৭৯৬ সালে পাটনা শহরের আদালতের দ্বারা করা গিয়াছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৬ সালের ১৭ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১৩৭ পৃষ্ঠা।

৬৯১। ১৭৮৫ সালে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালত যে ডিক্রী এক তালুকদারের বিধবার পক্ষে করিলেন সেই ডিক্রী জারী হইল না কিন্তু তাহার অনুসারে ঐ বিধবা আপনার স্বামির দখলে যে তালুক ছিল তাহা পাইবার জন্যে নালিশ করিল। মোকদ্দমার সময়ে দৃষ্ট হইল যে ১৭৭৩ সালে ঐ স্ত্রী খালসাতে সেই বিষয়ের দাওয়া করিয়াছিল এবং তাহার সেই মোকদ্দমা দোষগুণ বিবেচনায় ডিসমিস হইয়াছিল। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে খালসার ঐ নিষ্পত্তি আদালতের নিষ্পত্তির ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সেই বিষয় পুনর্ব্বার উত্থিত হইতে পারে না এইপ্রযুক্ত সদর আদালতের ১৭৮৫ সালের নিষ্পত্তি বেআইনী এবং মোকদ্দমা ডিসমিস হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১০ সালের ২১ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৩০৭ পৃষ্ঠা।

৬৯২। প্রবিন্সাল আদালত ভূমি সম্পত্তির এক মোকদ্দমার ডিক্রী করিলেন এবং ডিক্রীকরণ সময়ে সেই সম্পত্তির বিষয়ের অন্য এক মোকদ্দমা আপীলক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত ছিল এবং সেই ডিক্রী সদর আদালত না জানিতে পারেন এজন্যে গোপন করা গেল তাহাতে ধার্য্য হইল যে সদর আদালত যে নিষ্পত্তি শেষে করেন তাহার দ্বারা ঐ প্রবিন্সাল আদালতের ডিক্রীর কিছু ব্যাঘাত হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০২ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৬১ পৃষ্ঠা।

৬৯৩। আপেলান্ট এক মহালের বিষয়ে যে দাওয়া করে অন্য মোকদ্দমায় তাহার বিরুদ্ধে দৈবায়ত্ত ডিক্রীহওয়াপ্রযুক্ত ঐ দাওয়ার তজবীজের নিষেধ হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১১ সালের ৫ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৩৫৫ পৃষ্ঠা।

৬৯৪। কতক ভূমির বিষয়ে বলরামের নামে আনন্দের নালিশ করাতে বলরাম এই ওজর করিল যে আমার পক্ষে ইহার পূর্ব্বে যে দুই ডিক্রী হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত আনন্দের দাওয়া নিষেধ আছে। কিন্তু ঐ দুই মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে এক্ষণকার মোকদ্দমার কিছু আইসে যায় না অতএব বলরামের ঐ ওজর নামঞ্জুর হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৬ সালের ৪ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৪৯ পৃষ্ঠা।

৬৯৫। এক জন ভূম্যধিকারির ইচ্ছানুসারে তাহার অনুগত কোন ব্যক্তি তাহার ভূমির ইজারা লইয়াছিল এবং সেই অনুগত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক ডিক্রী হইল তাহাতে ধার্য্য হইল যে ঐ ভূম্যধিকারির আজ্ঞানুসারে অথবা তাহার জ্ঞাতসারে ঐ মোকদ্দমার জওয়াব দেওয়া যায় নাই অতএব ঐ ডিক্রী ঐ ভূম্যধিকারির বিরুদ্ধ জ্ঞান হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৭ সালের ৭ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২২৩ পৃষ্ঠা।

৬৯৬। এক জন মুসলমান যে সম্পত্তি রাখিয়া মরিল সেই সম্পত্তির অর্দ্ধেকের বারৎ ঐ ব্যক্তির ভগিনী তাহার বিধবার বিরুদ্ধে দাওয়া করিল কিন্তু শেষে এই নিষ্পত্তি হইল যে সেই সম্পত্তি সেই বিধবার যৌতুকের পরিবর্ত্তে তাহারি সম্পত্তি। ঐ নিষ্পত্তির একুশ বৎসর পরে ঐ ফরিয়াদী ইহা বলিয়া সেই আসামীর নামে সেই সম্পত্তির বারৎ নালিশ করিল যে ঐ যৌতুক যদ্যপি ঐ দাবীর টাকার তুল্য হয় তথাপি ঐ বিধবা ঐ ভূমির উপস্বত্বহইতে যৌতুকের সম্পূর্ণ টাকা পাইয়াছে। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ঐ দাওয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১০ সালের ৯ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১২ পৃষ্ঠা।

৬৯৭। দুই ব্যক্তির পরস্পর মোকদ্দমা হয় কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেই মোকদ্দমায় বাদিপ্রতিবাদী ছিলেন না তাহাতে ধার্য্য হইল যে তাহারদের মধ্যে এক জনের পক্ষে ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রীসম্পর্কীয় ভূমির উপর গবর্ণমেণ্টের যে দাওয়া থাকে তাহা ঐ ডিক্রীপ্রযুক্ত নিবারণ হয় না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২২৭ পৃষ্ঠা।

৩৭ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত।—রাজীনামা।—সোলেনামা।—রফানামা।

৬৯৮। রাজীনামা ও রফানামা ও সোলেনামাইত্যাদি অর্থাৎ কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা যে লিখনের দ্বারা কি যদনুসারে করা যায় কিম্বা আদালতে যে জজ সাহেব কি অন্য কর্ম্মকারি সাহেব বৈঠক করেন তাঁহার সাক্ষাৎ সওয়াল জওয়াববিতিরেকে রফা করিতে না পারা যায় এমন দরখাস্ত যে আদালতে উপস্থিত করা যায় ঐ আদালতে সওয়ালজওয়াব যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় তত্তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।—১৮২৯ সা। ১০ আ। B চিহ্নিত তফসীলের ১০ দফা।

৬৯৯। ঐ মোকদ্দমার লওয়ালজওয়াব করা পূর্ণ না হইবার এবং ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে হুকুম হইবার এবং ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে হুকুম দেওয়া যাইবার পূর্ব্বে উপরের লিখিত প্রকার দরখাস্তযুক্ত ঐ মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে ফরিয়াদী ঐ আদালতের সাহেবের নিকটে ঐ নালিশের দরখাস্ত যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়াছে তাহার মূল্য এবং তাহার নম্বর ও পৃষ্ঠে লেখা বিশেষ কথাবোধক সার্টিফিকট পাইতে পারে ঐ সার্টিফিকট জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিলে ঐ ফরিয়াদী ঐ ইষ্টাম্প কাগজের সমুদয় মূল্য ফিরিয়া পাইবেক কিন্তু সর্ব্বদা ইহা জানা কর্ত্তব্য যে ঐ কাগজ কি তাহার উপর দস্তখৎ কি পৃষ্ঠে লেখায় কোন দোষ না থাকে।—১৮২৯ সা। ১০ আ। B চিহ্নিত তফসীলের ১০ দফা।

৭০০। সওয়ালজওয়াব সম্পূর্ণ হইলে এবং নিষ্পত্তির নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করণের হুকুম হইলে অথবা শুনানি ও বিচারের নিমিত্তে যে২ মোকদ্দমার ফর্দ্দ লেখা কি দাখিল করা গিয়াছে ঐ২ মোকদ্দমা তাহার মধ্যে লেখা থাকিলে ফরিয়াদী ঐ নালিশের আরজীর ইষ্টাম্প কাগজের সেই মূল্যের অর্দ্ধেক ফিরিয়া পাইবার সার্টিফিকট পাইবেক।—১৮২৯ সা। ১০ আ। B চিহ্নিত তফসীলের ১০ দফা।

৭০১। রাজীনামা কি সোলেনামাতে যে রফা করা যায় তাহার মতাচরণ করিবার নিমিত্তে আদালতের ডিক্রীহওয়ার আবশ্যক হইলে ফরিয়াদী ঐ ইষ্টাম্প কাগজের মূল্যের কোন অংশ ফিরিয়া পাইবেক না।—১৮২৯ সা। ১০ আ। B চিহ্নিত তফসীলের ১০ দফা।

৭০২। সদর দেওয়ানী আদালতকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে মোকদ্দমার তজবীজতদন্তী না করিয়া যদি আসামী দেনা কবুল করাতে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে উপস্থিত রসুমের বদলে যে ইষ্টাম্পের মাসুল নিরূপণ হইয়াছে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ফরিয়াদীর দাওয়া যদি আসামী কবুল করে তবে রাজীনামার দ্বারা ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক এমত অপেক্ষা হইতে পারে। তাহা হইলে রাজীনামার দ্বারা নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমায় উপস্থিত রসুম অথবা তাহার বদলে যে ইষ্টাম্পের মাসুল নিরূপিত হইয়াছে তাহা ফিরিয়া দেওন বিষয়ে যে বিধি চলন আছে তদনুসারে কার্য্য হইবেক। কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন যে রাজীনামা দাখিল করণ বিনা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে চলিত আইনানুসারে উপস্থিত রসুম অথবা তাহার বদলে যে ইষ্টাম্পের মাসুল নিরূপণ হইয়াছে তাহা ফিরিয়া দেওনের হুকুম নাহি।—১৮১৫ সালের ১ জুনের ২০৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭০৩। জিলার জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ১০ ধারার বিধির অনুসারে রাজীনামার দ্বারা রফাহওয়া মোকদ্দমাতে যেরূপ উপস্থিত রসুম ফিরিয়া দেওয়া যায় সেইরূপে দস্তবরদারী হইলে অর্থাৎ ফরিয়াদী আপনার দাওয়া স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করিলে উপস্থিত রসুম ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে যদি রফানামা আইনমতে সিরিশ্তায় দাখিল না হয় তবে উপস্থিত রসুমের বদলে যে ইষ্টাম্পের মাসুল নিরূপিত হইয়াছে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারে না।—১৮৩৫ সালের ২৮ আগষ্টের ৯৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭০৪। যে মোকদ্দমায় ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট "বাজদাওয়া" দাখিল করে সেই মোকদ্দমায় নালিশের ও আপীলের দরখাস্তের ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে দাওয়া হইলে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে সদর আদালত বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের দেওয়ানীর কর্ম্মকারকদিগকে নীচের লিখিত বিষয়ে মনোযোগ করিতে হুকুম দিতেছেন।—১৮৪৬ সালের ২৩ জানুআরির সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

৭০৫। কেহ২ কহিয়াছেন যে "বাজদাওয়া" এবং রাজীনামা অথবা সোলেনামার একি ফল হয় অর্থাৎ সকলেরি দ্বারা মোকদ্দমা আদালতের নথীহইতে উঠান যায় অতএব ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ১০ দফায় যে অভিপ্রায় আছে সেই অভিপ্রায়ের নিমিত্তে ঐ দলীল একি জ্ঞান করিতে হইবেক বিশেষতঃ ঐ দলীল বাজদাওয়া হইয়া যদি কেবল এক পক্ষের কর্ম্ম হয় কিম্বা সোলেনামা বা রফানামা কি রাজীনামা হইয়া যদি মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের কর্ম্ম হয় তবে তাহার বলে দাখিলকরণিয়া ব্যক্তি ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া পাইবার তুল্য দাওয়া করিতে পারে।—১৮৪৬ সালের ২৩ জানুআরির সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

৭০৬। কিন্তু উক্তয় সদর দেওয়ানী আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরা বোধ করেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ১০ দফায় এবং ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ২ ধারায় যে নিষ্পত্তির বিষয় লেখা আছে তাহা উভয় বিবাদির পরস্পর সম্মতিক্রমে দাওয়ার আপোসে নিষ্পত্তি বুঝায় এবং যদি "বাজদাওয়ার" এইমাত্র অভিপ্রায় হয় যে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট আপনার দাওয়া অথবা আপীলে ক্ষান্ত হয় তবে নালিশ বা আপীলের আরজীর ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া দিতে হইবেক না এমত জানি করিতে হইবেক। উক্ত প্রভেদের পোষকতা করিবার নিমিত্তে ইহা কহা যাইতে পারে

যে রাজীনামানামক দলীল যদ্যপি কেবল এক পক্ষের দ্বারা সহী হয় তথাপি তাহার তাৎপর্য্য এই যে বিপক্ষ কিছু ছাড়িয়া দিয়াছে কিম্বা তাহাতে অনুমতি দিয়াছে এবং যদ্যপি এইরূপে কিছু ছাড়িয়া দেওনের কর্ম্ম না হয় অথবা যদি পরস্পর বন্দোবস্ত না হয় তবে ঐ রাজীনামা প্রকৃতপ্রস্তাবে সেইরূপ দলীল বোধ হইতে পারে না। সদর আদালত আরো বোধ করেন যে "সোলেনামা" ও "রফানামাতে" মোকদ্দমার উভয় পক্ষের স্বীকার ও সহী থাকে এবং তৎপ্রযুক্ত সামান্যতঃ ফরিয়াদী বা আপেলাণ্ট ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া পাইতে পারে।—১৮৪৬ সালের ২৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৭০৭। উক্ত কথার দ্বারা সদর দেওয়ানী আদালত ইহা জানাইতে চাহেন যে লিখিত দরখাস্ত যে কোন নামে নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাতে যদি ইহা জানান যায় যে বিরোধীয় বিষয়ের নিষ্পত্তি হইয়াছে অর্থাৎ উভয় বিবাদির পরস্পর সম্মতিক্রমে মোকদ্দমার আপোসে নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং ঐ দরখাস্তে মোকদ্দমার উভয় পক্ষের স্বীকার ও সহী লেখা থাকে তবে সেইপ্রকার দরখাস্ত যে ব্যক্তি দাখিল করে সেই ব্যক্তি ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ১০ দফার লিখিত উপকার পাইতে পারে।—১৮৪৬ সালের ২৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৭০৮। কিন্তু যে কোন দেওয়ানীর কর্ম্মকারকেরা বোধ করেন যে এই বিষয়ে ৯৭৭ নম্বরী আইনের অর্থের দ্বারা ইহার পূর্ব্বে বিধান হইয়াছে তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে যে ঐ আইনের অর্থের মধ্যে "দস্তবরদারী" যে কথা আছে তাহা দাওয়ার জোবানীতে ক্ষান্ত হওনের অর্থ বোধ হয় এবং তাহা "বাজদাওয়ার" ন্যায় লিখিত দলীল নয়।—১৮৪৬ সালের ২৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৭০৯। যদি উকীল বা মোখ্তার আপনার ওকালৎনামার অথবা মোখ্তারনামার লিখিত বিশেষ কথার দ্বারা ঐ টাকা (অর্থাৎ রাজীনামার দ্বারা যে মোকদ্দমা রফা হইয়াছে তাহার ইষ্টাম্পের মাসুলের যে টাকা ফিরিয়া দেওয়া যায় তাহা) লইতে ক্ষমতা না পাইয়া থাকেন তবে আদালতের খাজাঞ্চীর প্রতি ঐ উকীল অথবা মোখ্তারকে টাকা দিতে নিষেধ আছে এবং যখন তাঁহারা ঐ টাকা লইবার এরূপ ক্ষমতা দেখাইতে না পারেন তখন যে ব্যক্তি ঐ টাকা পাইবার অধিকার রাখেন তিনি যাহৎ ঐ টাকার নিমিত্তে সদর আদালতে দরখাস্ত না করেন এবং ঐ টাকা দিতে সদর আদালত হুকুম না করেন তাবৎ ঐ টাকা সদর আদালতে আমানৎ থাকিবেক।—১৮৩৪ সালের ৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৭১০। যে মোকদ্দমা রাজীনামার দ্বারা রফা হইয়াছে তাহার নালিশের আবজীতে যে ইষ্টাম্পের মাসুল দেওয়া গিয়াছিল তাহা ফিরিয়া দেওনের পূর্ব্বে নালিশের আবজী মোকাবিলা হওনের নিমিত্তে ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দফ্তরখানায় তাহা পাঠাইবার যে রীতি এক্ষণে চলন আছে তাহা রহিত করিতে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর সাহেব হুকুম করিতেছেন।—১৮৩৯ সালের ২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৭১১। গত ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখের ৬০ নম্বরী সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফাতে এমত বোধ হইতে পারে যে যে মোকদ্দমা রাজীনামার দ্বারা রফা হয় তাহার নালিশের দরখাস্ত যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় তাহা কালেক্টর সাহেব বিশেষরূপে তলব না করিলে তাঁহার নিকটে দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা পাঠাইবেন না। অতএব এক্ষণে তোমাকে ইহা জ্ঞাত করিতে আমি হুকুম পাইয়াছি যে চলিত সরক্যুলর অর্ডরের অনুসারে ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া দেওনের হুকুম হইলে নালিশের আসল দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে পাঠাওনের যে রীতি আছে তাহাতে কোন ফেরফার করা ঐ সরক্যুলর অর্ডরের অভিপ্রায় ছিল না অতএব ঐ ৬০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের শেষ দফা রদ হইয়াছে ইহা জ্ঞান করিবা।—১৮৪০ সালের ২৯ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৭১২। যদি কোন মোকদ্দমা আসামীর কবুলক্রমে এবং দোষগুণের বিবেচনা বিনা ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে উকীলেরা আপনারদের সম্পূর্ণ রুসুম পাইতে পারেন। কিন্তু যদি তাহাতে রীতিমত ডিক্রী হইল না এবং তাহা রাজীনামাক্রমে ডিসমিস হইল তবে ঐ রাজীনামা সওয়াল জওয়াব দাখিল হওনের পূর্ব্বে করা গেলে উকীলেরা সিকী রুসুম পাইবেন কিন্তু সওয়ালজওয়াব দাখিল হওনের পর হইলে তাঁহারা অর্দ্ধেক রুসুম পাইবেন।—১৮১৫ সালের ১ জুনের ২০৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭১৩। তুমি সদর দেওয়ানী আদালতে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে সাক্ষ্য লওনের পর যে মোকদ্দমার রাজীনামার দ্বারা নিষ্পত্তি হয় তাহাতে উকীলেরদিগকে সমুদয় রুসুম দিবার হুকুম করিতে আদালতের ক্ষমতা আছে কি না অথবা সাক্ষ্য লওনের পর এবং সওয়ালজওয়াব সিরিশ্তার দাখিল হইলে পর রাজীনামার দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে উকীলেরদিগকে নিরূপিত রুসুমের অর্দ্ধেক দেওনের বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩১ ধারায় যে হুকুম আছে তাহা খাটিবেক কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত এই বিধান করিলেন যে যে মতে রাজীনামা দাখিল না হইলে উকীলেরা সমুদয় রুসুম পাইতে পারেন সেই মতে তাবৎ সাক্ষ্য লওনের পর মোকদ্দমার রাজীনামার দ্বারা নিষ্পত্তি হইলে উকীলেরা সমুদয় রুসুম পাইতে পারেন।—১৮২৬ সালের ৫ মের ৪১৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭১৪। কেবল এক জন সাক্ষির প্রমাণ হইলে যদি তাহা অনুভবের সাক্ষ্যের দ্বারা পুষ্ট হয় তবে তাহার দ্বারা রাজীনামা হওনের মাতবর প্রমাণ হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ৭ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১০৭ পৃষ্ঠা।

৭১৫। এক জন ফরিয়াদী আপনার দাওয়া উঠিয়া লওনের দরখাস্ত দিল এবং জিলার জজ সাহেব তাহা মঞ্জুর করিলেন না তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ নালিশ উঠিয়া লওনের দ্বারা অন্যান্য ব্যক্তিরদের স্বত্ব হানি হইতে পারে না অতএব তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত ছিল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৮১ পৃষ্ঠা।

৭১৬। এক মোকদ্দমায় উভয় বিবাদী এক রাজীনামা ও সোলেনামা লিখিয়া দিল তদনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া অধস্ত আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৫ সালের ১৯ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২০২ পৃষ্ঠা।

৭১৭। এক মোকদ্দমায় উভয় বিবাদী এক রাজীনামা লিখিয়া দিল কিন্তু সেই মোকদ্দমায় কোন চূড়ান্ত ডিক্রী হইয়াছিল না এবং আপীলের দরখাস্তের ইষ্টাম্পের মূল্য ফিরিয়া দেওয়া গিয়াছিল। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত সেই রাজীনামা জারী করিতে স্বীকার করিলেন না।—১৮৪০ সালের ১৬ নবেম্বরের ও ১৮৪১ সালের ১৬ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৯ পৃষ্ঠা।

৭১৮। উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্বক্রমে কতক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ি মোকদ্দমায় উভয় বিবাদী সোলেনামা লিখিয়া দিল তাহাতে ধার্য্য হইল যে ঐ সোলেনামার সময়ে আসামীরা চাতুরীক্রমে যে কতক পৈতৃক সম্পত্তির বিষয় গোপনে রাখিয়াছিল সেই সম্পত্তির বিষয়ে সেই ফরিয়াদীরদের সেই আসামীরদের নামে নালিশ করণের প্রতিবন্ধক নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৩১ পৃষ্ঠা।

৭১৯। এক মোকদ্দমায় রাজীনামা দাখিল হইলে পর ফরিয়াদী কহিল যে জবরদস্তীপূর্ব্বক ঐ রাজীনামা আমার স্থানে লওয়া গিয়াছে ইহার প্রমাণ দিতে তাহাকে বারম্বার কহা গেল কিন্তু প্রমাণ দিতে পারিল না। তাহাতে প্রবিন্সাল আদালত সেই মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেন এবং সদর দেওয়ানী আদালত ঐ নিষ্পত্তি মঞ্জুর রাখিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৫ সালের ২ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ৮০ পৃষ্ঠা।

৭২০। মোকদ্দমা উপস্থিত থাকন সময়ে উভয় বিবাদির মধ্যে এক সোলেনামা হইল কিন্তু ঐ বিবাদিরদের এক জন তাহার নিয়ম প্রতিপালন না করাতে ঐ সোলেনামা নামঞ্জুর হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৭ সালের ৫ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৮৮ পৃষ্ঠা।

৭২১। যদি বিবাদিরদের মধ্যে এক জন সোলেনামার নিয়ম প্রতিপালন না করে তবে তবে অন্য পক্ষ সেই সোলেনামার দ্বারা বদ্ধ নহে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৭ সালের ৫ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৮৮ পৃষ্ঠা।

৭২২। ফরিয়াদী আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে নালিশ করিল এবং ঐ আসামী এক একরারনামা লিখিয়া দেওয়াতে ফরিয়াদী আপনার মোকদ্দমা নিবৃত্ত করিল। সেই একরারনামাতে এই নিয়ম ছিল যে নিয়মিত কালের মধ্যে তাহারদের এজমালী জমীদারী বিভক্ত হইলে ঐ ফরিয়াদীকে কতক দেবোত্তর ভূমি দেওয়া যাইবেক। এবং যদ্যপি ঐ নিয়ম এইপর্য্যন্ত প্রতিপালন হয় নাই তথাপি সদর দেওয়ানী আদালত মোকদ্দমার সমস্ত বৃত্তান্ত দৃষ্টে ঐ লিখিত একরারনামা বহাল রাখিলেন এবং ঐ আদালত এই ডিক্রী করিলেন যে ঐ বণ্টন সমাপ্ত হইলে ফরিয়াদী সেই দেবোত্তর ভূমি পাইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২২২ পৃষ্ঠা।

৭২৩। দুই বিবাদী এক সোলেনামা লিখিয়া দিল এবং তৎপরে তাহারদের মধ্যে এক জন কহিল যে আমাকে ভয় দেখাইয়া এবং চাতুরী করিয়া আমার স্থানে ঐ সোলেনামা লওয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই ওজর যদ্যপি অতিস্পষ্টরূপে প্রমাণ না হয় তবে তাহাতে সোলেনামালেখক ব্যক্তি মুক্ত হইতে পারে না এবং সমস্ত বৃত্তান্ত আমি জ্ঞাত ছিলাম না এই ওজরেতেও সেই লেখক মুক্ত হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১২ সালের ২৭ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২৩ পৃষ্ঠা।

৭২৪। আনন্দ বলরামের নামে যে নালিশ করিল তাহা উপস্থিত থাকন সময়ে তাহারদের মধ্যে এক সোলেনামা হইল তাহাতে এই নিয়ম ছিল যে বলরাম কতক টাকা দিলে উভয়েই পরস্পর মুক্ত হইবেক। কিন্তু আনন্দ যে ফারখৎ লিখিয়া কাশীনাথকে অর্পণ করিল তাহার মধ্যে এমত কোন নিয়ম লিখিত ছিল না কিন্তু কাশীনাথ সেই প্রকার নিয়ম হইয়াছিল ইহার প্রমাণ দেওয়াতে সেই সোলেনামা জারী হইল এবং আনন্দকে বলরামের সেই টাকা দিতে হইল এবং মোকদ্দমার খরচা

সমান অংশে বাদিপ্রতিবাদির শিরে দেনা পড়িল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ৭ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১০৭ পৃষ্ঠা।

৭২৫। এক এজমালী জমীদারীর দখল পাইবার বাবৎ আনন্দ বলরামের নামে নালিশ করে বলরাম উত্তর করিল যে সমস্ত জমীদারীতে আমার স্বত্ব আছে। তৎপরে এক সোলেনামা হইল এবং তাহাতে আনন্দ বলরামের প্রতি এই অঙ্গীকার করিল যে আমার মরণের পর সেই জমীদারীর আমার অর্দ্ধেক হিস্যা এবং ফলতঃ আমার সাধারণ সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তোমার হইবেক এবং সেই সোলেনামাক্রমে সেই মোকদ্দমা উঠান গেল। পরে আনন্দের উত্তরাধিকারিরা বলরামের নামে নালিশ করিল এবং তাহাতে এই ধার্য্য হইল যে সেই সোলেনামাপ্রযুক্ত তাহারদের ঐ জমীদারীর অর্দ্ধেক হিস্যার দাওয়া নিবারণ হইয়াছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১৪৩ পৃষ্ঠা।

৭২৬। সোলেনামার অর্থ ঔদার্য্যরূপে করিতে হইবেক। অতএব বিবাদিরদের মধ্যে বণ্টন যোগ্য সম্পত্তির যে তফসীল সোলেনামার সঙ্গে দেওয়া গিয়াছিল তাহার মধ্যে যদি কিছু সম্পত্তি ছাড়া গিয়াছিল তবে ফরিয়াদী ঐ সোলেনামার অভিপ্রায়ানুসারে আপনার বিষয় পাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ১৭ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১৫৯ পৃষ্ঠা।

৭২৭। যে সোলেনামার নিয়ম বিবাদিরদের মধ্যে এক জনের দ্বারা প্রতিপালন হয় নাই সেই সোলেনামা অন্য ব্যক্তির দাওয়ার সংখ্যার প্রমাণস্বরূপ তাহার পক্ষে গ্রাহ্য হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ২৭ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৬০ পৃষ্ঠা।

৭২৮। এক সোলেনামার দ্বারা কতক জমীর স্বত্ব অর্পণ হইয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে যদ্যপি ওয়াসিলাতের বিষয়ে কিছুই লেখা যায় নাহি। লেখা না থাকিলেও ধার্য্য হইল যে ঐ সোলেনামার দ্বারা ওয়াসিলাতের স্বত্বও দেওয়া গিয়াছে এমত বোধ করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৪ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৪১ পৃষ্ঠা।

৩৮ ধারা।

জরীমানার বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বারা নিষ্পত্তি।

৭২৯। সদর দেওয়ানী আদালতের এক ডিক্রীর বিষয়ে পুনশ্চ হুকুমের অপেক্ষায় মফঃসল আপীল আদালত তাহা জারী করা স্থগিত রাখিয়াছিলেন সেই ডিক্রী জারী করণের হুকুম পাইবার অভিপ্রায়ে বিরোধীয় সম্পত্তির সম্পর্কীয় প্রবিন্সাল আদালতের এক ডিক্রীর বিষয়ে রেস্পাণ্ডেণ্ট সদর আদালতে মিথ্যা কহিল তাহাতে সদর আদালত ঐ রেস্পাণ্ডেণ্টের ১০০৲ টাকা জরীমানা করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০২ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৫৯ পৃষ্ঠা।

৭৩০। কএক রেস্পাণ্ডেণ্ট এক রোয়দাদের মিথ্যা নকলের দ্বারা সদর দেওয়ানী আদালতকে ভোগা দিতে উদ্যোগ করিল তাহাতে সদর আদালত প্রত্যেক রেস্পাণ্ডেণ্টের ২০০৲ দুই শত টাকা করিয়া জরীমানা ও তাহারদের মোক্তারের ৫০৲ টাকা জরীমানা করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৮৫ পৃষ্ঠা।

৭৩১। কএক রাইয়তের খাজানা বাকী পড়িল এবং তাহারা ইজারদারকে ভূমির দখল দিতে স্বীকার করিলেন তাহাতে জিলার জজ সাহেব ইজারদারের পক্ষে সেই ভূমি দখলের সরাসরী ডিক্রী করিলেন এবং রাইয়তেরদের বলপূর্ব্বক ভূমির দখল রাখণপ্রযুক্ত সরকারে তাহারদের ১০০৲ টাকা জরীমানা করিলেন। কিন্তু সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এই মত জরীমানা করণের হুকুম কোন আইনে নাই এবং তাহা ক্ষমা করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৭ সালের ৩ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২০৬ পৃষ্ঠা।

৭৩২। এক তহসীলদার অন্যায়রূপে টাকা তহসীল করিলেন তাহাতে কএক ভূম্যধিকারী তাহার নামে নালিশ করিল তাহাতে হুকুম হইল যে ঐ তহসীলদার সেই টাকা ভূম্যধিকারিরদিগকে ফিরিয়া দিবেক এবং তদতিরিক্ত যত টাকা অন্যায়রূপে লইয়াছিল তাহার তিনগুণ সরকারে জরীমানা দিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৮ সালের ১৯ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২২৯ পৃষ্ঠা।

৭৩৩। টাকা ও সম্পত্তি তছরুফ করণের বিষয়ের এক মোকদ্দমায় প্রবিন্সাল আদালত হুকুম করিলেন যে আসামীরদের যে এক জন এই বিষয় জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছিল সেই ব্যক্তি তছরুফ করা টাকার তিন ভাগের এক ভাগ জরীমানা

দিবেক। কিন্তু সেই নিষ্পত্তির উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হওয়াতে ঐ আদালত তাহা অন্যথা করিয়া কহিলেন যে আইনে এইমত কোন হুকুম নাই এবং তাহা দেওয়ানী আদালতের ব্যবহারের বিরুদ্ধ।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৭ সালের ১৩ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ২৬৮ পৃষ্ঠা।

৭৩৪। যে ব্যক্তির সাক্ষিস্বরূপ হাজির হইবার আবশ্যক আছে কিন্তু তাহার উপর সফীনা জারী হয় নাই এমত ব্যক্তির বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারায় জরীমানার বিষয়ে যে নিয়ম আছে তাহা খাটে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৭ সালের ৭ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ২৮৭ পৃষ্ঠা।

৭৩৫। এক জিলার জজ সাহেব এক জন আসামীর অসম সাহসপূর্ব্বক জওয়াব লিখিয়া দেওয়াতে তাহার ১০০৲ টাকা জরীমানা করিলেন কিন্তু সদর আদালত কহিলেন যে এই হুকুম অযথার্থ এবং আদালতের ব্যবহারের বিরুদ্ধ।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ১৫ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৯২ পৃষ্ঠা।

৩৯ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত।—খরচা।

৭৩৬। সদর আদালত জানাইতেছেন যে মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় খরচার ডিক্রী করিতে এপর্য্যন্ত আলাহাবাদের এবং কলিকাতাস্থ সদর আদালতের রীতি নাই। কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন যে নম্বরী মোকদ্দমায় যেমত হইয়া থাকে সেইমত মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় বাদি বা প্রতিবাদির আপনারদের যথার্থ বিষয় সাব্যস্ত করণেতে অথবা জওয়াব দেওনেতে যে খরচ হইয়াছে তাহা তাহারদিগকে ফিরিয়া দিতে পক্ষান্তর ব্যক্তিকে হুকুমকরা অতিযথার্থ হয় এবং ঐ সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে ইহার বিরুদ্ধ আইনে কিছু লেখা নাই। অতএব তাঁহারা বিধান করিতেছেন যে নম্বরী মোকদ্দমার খরচা দেওয়াইবার বিষয়ে যেরূপ বিধি আছে মুৎফরক্কা মোকদ্দমার বিষয়ে সেইরূপ বিধির অনুসারে কার্য্যকরা উচিত।—১৮৩৮ সালের ১৩ জুলাইর ১১৫৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৩৭। এক মোকদ্দমায় আপেলাণ্ট কহিল যে রেসপাণ্ডেণ্ট আপনার পিতার পুত্র অথবা উত্তরাধিকারী নহে এবং যদ্যপি ঐ আপেলাণ্টের পক্ষে ডিক্রী হইল তথাপি তাহার খরচা তাহাকে দেওয়া গেল না কিন্তু নানা আদালতে যাহার যে খরচা হইয়াছিল তাহা তাহার শিরে দেনা পড়িবার হুকুম হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০১ সালের ২০ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৪৮ পৃষ্ঠা।

৭৩৮। এক মোকদ্দমায় হুকুম হইল যে জয়ি ব্যক্তি মোকদ্দমার সকল খরচা দিবেক কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত সেই হুকুম অন্যথা করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২০ সালের ২ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৪৪ পৃষ্ঠা।

৭৩৯। নম্বরী মোকদ্দমার ডিক্রীতে খরচার বিষয়ে যে হুকুম হয় তাহার উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে না।—১৮৪৮ সালের ২২ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৭৪০। এক ফরিয়াদী কর্ত্তের নালিশে ননসুট হইল এবং খরচা তাহার শিরে পড়িল সে ব্যক্তি পুনরায় নালিশ করিল এবং তাহার পক্ষে ডিক্রী হইল ইতিমধ্যে আসামী ঐ ননসুটসম্পর্কীয় ডিক্রী অন্য ব্যক্তির নিকটে বিক্রয় করিল। তাহাতে বিধান হইল যে ঐ বিক্রয় সম্পর্কে প্রণতাক্রমে হইয়াছে অতএব প্রথম ডিক্রীতে ফরিয়াদীর যে খরচা দেনা হইল তাহা তাহার দ্বিতীয় ডিক্রীক্রমে তাহার পাওনা টাকাইতে বাদ দিতে কোন আপত্তি নাই।—১৮৪৬ সালের ২৭ অক্টোবরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮১ পৃষ্ঠা।

৭৪১। যদি ডিক্রীর মধ্যে খরচার হুকুম দেওয়া যায় নাই তবে দেওয়ানী আদালত ডিক্রীদারের দরখাস্তক্রমে ডিক্রী সার্জ্জন না করিয়া খরচার নিমিত্তে জিনিস বিক্রয় করিতে পারেন না।—১৮৪৭ সালের ৫ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৭৪২। যে মোকদ্দমা পশ্চাতে ফরিয়াদী এবং অন্য আসামীরদের মধ্যে আপোসে রফা হইল এইমত মোকদ্দমায় যে এক ব্যক্তিকে অনাবশ্যকমতে আসামী করা গিয়াছিল তাহাকে তাহার খরচা দেওয়া গেল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২৭ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৭৪৩। যদি হুকুম হইল যে এত টাকা দেওনের যে সময় নিরূপণ হইয়াছিল যদি তাহার পূর্ব্বে সেই টাকা পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তবে তদ্দ্বারা বন্ধের টাকা দেয় হইলে পর মহাজনকে সুদ দেওয়া নিবারণ হয় না কিন্তু তাহা খরচা না দেওন

অথবা মোকদ্দমা ননসুট করণের উপযুক্ত কারণ।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২১ সালের ১২ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৬৮ পৃষ্ঠা।

৭৪৪। এক জন ফরিয়াদীর স্থানে এক নিষ্পত্তিক্রমে যে টাকা লওয়া গিয়াছিল তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্যে সেই ব্যক্তি নালিশ করিল এবং জিলার জজ সাহেব ঐ দাবীর টাকার তাহার পক্ষে ডিক্রী করিলেন এবং যে ক্ষতিপূরণের টাকা ও খরচার বিষয়ে ফরিয়াদী নালিশ করিয়াছিল না তাহা ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৬ ধারানুসারে তাহার পক্ষে তাহাকে দেওয়াইলেন। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত ডিক্রীর ঐ ভাগ অন্যথা করিলেন এবং যে টাকার বিষয়ে আদৌ নালিশ হইয়াছিল কেবল সেই টাকার উপর খরচা পরাজিত ব্যক্তির প্রতি দিতে হুকুম করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৭ সালের ১২ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ২৯৩ পৃষ্ঠা।

৭৪৫। আনন্দনামক পোলীসের এক আমলা বলরামকে কিঞ্চিৎ কাল বেআইনীমতে কয়েদ করিল এবং তাহাকে মারিতে উদ্যত হইল। তাহাতে বলরাম ১০,০০০৲ টাকার ক্ষতির জন্যে নালিশ করিল এবং প্রবিন্সাল আদালত তাহার পক্ষে ১০০৲ টাকা ক্ষতি এবং দাবীর সমস্ত টাকার উপর খরচার ডিক্রী করিলেন (সর্ব্বসুদ্ধ ৬৩৭৲ টাকা) কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত ডিক্রী করিলেন যে যে ক্ষতির টাকার ডিক্রী হইল কেবল তাহার হিসাবে আসামী খরচা দিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ২৭ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২২৯ পৃষ্ঠা।

৭৪৬। মফঃসল নিবাসি যে এক ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টের এলাকার অধীন নহে এমত ব্যক্তির উপর মহাজন দাওয়া করিল এবং সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ মহাজনের উকীলের খরচা মফঃসল আদালতে নালিশের দ্বারা দেওয়ান যাইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ৩০ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৭৫ পৃষ্ঠা।

৭৪৭। আপীল আদালতে আসামী ফরিয়াদীর দাওয়াহইতে মুক্ত হইলেও সমস্ত খরচা দিতে তাহার প্রতি হুকুম হইল। পরে সদর দেওয়ানী আদালত সেই খরচা ক্ষমা করিলেন কিন্তু খাস আপীলের খরচা এই হেতুতে তাহার দিবার হুকুম করিলেন যে খাস আপীল না করিয়া অধস্থ আপীল আদালতে মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করিতে তাহার উচিত ছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ১২ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৭৪৮। খরচার হুকুম ডিক্রীহওয়া টাকার সংখ্যাদৃষ্টে অপরিমিত বোধ হইল এবং তাহার কোন কারণ দেওয়া গেল না এই নিমিত্তে ঐ নিষ্পত্তি অন্যথা হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৩ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৫৩ পৃষ্ঠা।

৪০ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালত।—ক্ষতিপূরণ।

৭৫১। আনন্দ আপনাকে বলরাম ও কাশীনাথের সংসারাধ্যক্ষ কহিল এবং আনন্দের বিরুদ্ধে ক্ষতির বিষয়ে ডিক্রী হইলে তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ ক্ষতির টাকা আনন্দের নিজ দেনা এবং সেই ব্যক্তি তাহার কুটুম্ব হইতে পারে না এবং সেই ক্ষতির বিষয়ে ডিক্রী জারীর জন্যে বলরাম ও কাশীনাথের জমীদারী নীলাম হইতে পারে না।—১৮৩৯ সালের ২৯ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৬ পৃষ্ঠা।

৭৫০। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমির উপসত্বস্বরূপ আনন্দ নির্দ্দিষ্ট টাকা ফিরিয়া পাইবার জন্যে নালিশ করিল। এবং সেই টাকা ক্ষতি বলিয়া বেআইনমতে লওয়া গিয়াছিল এবং অধস্থ আদালত তাহার ডিক্রী করিলেন এবং সদর দেওয়ানী আদালত সেই ডিক্রী মঞ্জুর রাখিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ৩০ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ২৩১ পৃষ্ঠা।

৭৫১। চড়াউ এবং অযথার্থ কয়েদের ক্ষতিস্বরূপ ফরিয়াদী আসামীর স্থানে নির্দ্দিষ্ট কতক টাকা লইতে বাকী ছিল এবং আসামী সেই টাকা দিতে ত্রুটি করিল তাহাতে ফরিয়াদী উভয়ের মধ্যে যে টাকার বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা হইতে অধিক টাকার ক্ষতির বাবৎ নালিশ করিল। এইমত গতিকে সদর দেওয়ানী আদালত যে টাকা ফরিয়াদী প্রথমে স্বীকার করিয়াছিল কেবল সেই টাকা এবং মোকদ্দমার সকল খরচা তাহার পক্ষে ডিক্রী করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২৭৫ পৃষ্ঠা।

৭৫২। এক চুরীর বিষয়ে এক পোলীসের দারোগা আইনবিরুদ্ধে ফরিয়াদীর খানাতল্লাসী করিয়াছিল এবং তাহার ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে পোলীসের দারোগার বিরুদ্ধে ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ২৭ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৩৯ পৃষ্ঠা।

৪১ ধারা।

বিলায়তের সনদঅপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত বিচারকেরদের কার্য্যের উপর জিলার জজ সাহেবেরদের কর্তৃত্বের বিষয়ি এবং প্রধান সদর আমীনেরদের প্রতি কার্য্য সমর্পণ করণের বিষয়ি সাধারণ বিধি।

৭৫৩। জজ সাহেবের সম্মুখে প্রথমত উপস্থিতহওয়া সমস্ত মোকদ্দমা উপযুক্ত আদালতে নিষ্পত্তিহওনার্থে একেবারে অর্পণ করিতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ১৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ বিধি।

৭৫৪। অচিহ্নিত বিচারকেরদের নিষ্পত্তির উপর যত আপীল হয় তাহা স্থাপিত রীত্যনুসারে কার্য্য করণের পর যথা-সাধ্য শীঘ্র শুনিতে ও পুনর্দৃষ্টি করিতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ১৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ বিধি।

৭৫৫। মুনসেফ ও সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর আপীলের কতক অংশ নিষ্পত্ত্যর্থে প্রধান সদর আমীনের হস্তে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারাক্রমে অর্পণ করণবিষয়ে জিলার জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতের অনুমতি ১৮৩২ সালের ২৯ অক্টোবর তারিখের ৬৫ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে* লইবেন। যখন প্রধান সদর আমীনের সমক্ষে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার সংখ্যা দুই শতের কম হয় তখন এইরূপ দরখাস্ত করিতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ১৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ বিধি।

৭৫৬। অচিহ্নিত বিচারকেরদের আদালতের দেওয়ানী কার্য্যের অবস্থার বিষয়ে জিলার জজ সাহেবের কর্তৃত্ব করিতে হইবেক এবং মোকদ্দমা শীঘ্র নিষ্পত্তি হয় এবং বিশেষ কারণ বিনা ছয় কিম্বা আট মাসের অধিক কাল মুলতবী থাকিতে না পায় এবিষয় নিশ্চয় করিতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ১৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ বিধি।

৭৫৭। ৫। ৬। ৭। ৮। ১০। ১১। ১২ নম্বরের শিরোভাগের নীচে উপস্থিতহওয়া ও মুলতবীথাকা যে সকল মুৎফরক্কা বিষয় লেখা আছে তাহা এবং অন্য যে সকল মুৎফরক্কা বিষয় আইনমতে ঐ প্রধান সদর আমীনের হাতে অর্পণ হইতে পারে তাহা ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারাক্রমে তাঁহারদের হাতে অর্পণ করিতে হইবেক এবং এই পত্রের দ্বারা তাহা অর্পণ করিতে হুকুম দেওয়া যাইতেছে।—১৮৪১ সালের ১৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৫ বিধি।

৭৫৮। সকল বেদীয়া সওয়াল জওয়াব নিবারণ করিতে হইবেক এবং অচিহ্নিত বিচারকেরা এই বিষয়ে এবং আপনারদের জিলা উপযুক্তমতে প্রস্তুত করণের বিষয়ে উচিতমত মনোযোগ করেন ইহা নিশ্চয় করিতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ১৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৬ বিধি।

৭৫৯। খাস আপীল ও নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিবেচনা করিবার নিমিত্তে সম্মত হওনের বিষয়ে আইনের বিধান এবং এই বিষয়ের মকদ্দমানুসারে অবিলম্ব কার্য্য করিতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ১৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৭ বিধি।

৭৬০। অচিহ্নিত বিচারকেরদের অতিঘোরতর ত্রুটি বা অপারকতা দৃষ্ট হইলে তাহা নিয়ত শীঘ্রিমত সদর আদালতে জানাইতে হইবেক এবং সেইরূপে ঐ বিচারকেরদের মধ্যে যাঁহারা উৎসাহ ও পরিশ্রম ও মনোযোগপূর্ব্বক উচ্চ পদ পাইবার যোগ্য তাঁহারদের প্রার্থনা জানাইবার যখন সুগম হয় তখন তাহা অবশ্য জানাইবা।—১৮৪১ সালের ১৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৮ বিধি।

৭৬১। এক বৎসরের অধিক কাল মুলতবীথাকা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওনের বিষয়ে দেওয়ানী রেজিষ্টরের বহরের তৃতীয় ভাগে যে কারণ লেখা যায়" তাহা কোন২ জিলার জজ সাহেবেরা ত্রৈমাসিক কৈফিয়তের মধ্যে অর্পণ করিয়া থাকেন। এবং সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিতেছেন যে অচিহ্নিত বিচারকেরা উক্ত যে কারণ দর্শান তাহা যাবৎ [illegible] সকল জজ সাহেবেরা তাহা আপনারদের ত্রৈমাসিক কৈফিয়তে লিখিবেন। মুৎফরক্কা কার্য্যনির্ব্বাহ [illegible] যে কারণ দর্শান যায় তাহাও জজ সাহেবেরা ছয়২ মাসান্তরিত আপনারদের কৈফিয়তে লিখিবেন।—১৮৪১ সালের ১৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৭৬২। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৮ ধারানুসারে প্রধান সদর আমীনেরদের প্রতি যে প্রকার মুৎফরক্কা কার্য্য

---

* এই সরক্যুলর অর্ডর ১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের দ্বারা মতান্তর হইয়াছে। তাহা অন্য পৃষ্ঠায় প্রকাশ হইয়াছে।

১৮৪১ সালের ১৫ জানুআরির ১৩১ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর।

অর্পণ হইতে পারে সেই বিষয়ে নীচের লিখিত* সাবেক সরক্যুলর অর্ডর মতান্তর হইল এবং সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে নীচের লিখিত মুৎফরকা বিষয় জজ সাহেবেরা আপন২ বিবেচনাক্রমে প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন। ১৩ নম্বর ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৫ ধারানুযায়ি পাপর অবস্থা অর্থাৎ যোত্রহীনতার বিষয়ি যোত্রহীনেরদের দরখাস্ত। ১৪ নম্বর ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুযায়ি অযোত্রাপন্ন কর্জা খাতকেরদের দরখাস্ত। ১৫ নম্বর ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারা এবং ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারানুযায়ি বন্ধকী বিষয় উদ্ধার করণার্থ এবং বন্ধকী বিষয়ের বিক্রয় সিদ্ধ করণার্থ দরখাস্ত। ১৬ নম্বর ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারানুযায়ি ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত। ১৭ নম্বর ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৩। ৪। ৬ প্রকরণ এবং ৪ ধারার ৪। ৫ প্রকরণ এবং ৫ ধারার ১ প্রকরণানুযায়ি নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ অথবা ডিক্রী জারী করণসম্পর্কীয় যে হুকুম হইয়াছিল তাহার বিষয়ি ওজরের দরখাস্ত এবং ডিক্রী জারীসম্পর্কীয় অন্য প্রকার সকল দরখাস্ত। ১৮ নম্বর ডিক্রী জারী করণের বা প্রকারান্তর হুকুমের প্রতিবন্ধকতা করণের মোকদ্দমা। ১৯ নম্বর ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণানুযায়ি সালিসেরদের ফয়সলা জারী করণার্থ দরখাস্ত।—১৮৪৫ সালের ৫ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৭৬৩। সদর আদালত আরো হুকুম করিতেছেন যে ২ নম্বরী কৈফিয়তের সংশোধিত পাঠ আগামি ১ জানুআরি তারিখ অবধি ব্যবহার হয়। এই কৈফিয়তে যে ফেরফার হইয়াছে তাহা এদেশীয় বিচারকেরদের এলাকা বিস্তার করণার্থ আইন রদ হওন এবং নূতন আইন জারী হওনপ্রযুক্ত আবশ্যক হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে তাহাতে কৈফিয়ত করাতে কোন বিশেষ হুকুম যে২ ঘরে লিখিতে হইবেক তদ্বিষয়ের সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক এবং প্রধান সদর আমীনের নিমিত্তে নিরূপিত ঘরে ১ দফার নির্দ্দিষ্টব্যতিরেকে অন্য শিরোভাগের নিকটে যে ফুল দেওয়া গিয়াছে তাহা দ্বারা ঐ বিষয়ের প্রতি অর্পণীয় উপরের নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমাভিন্ন অন্য প্রকার মোকদ্দমা অনবধানতাপ্রযুক্ত অর্পণ করণ নিবারণ হইবেক।—১৮৪৫ সালের ৫ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৪২ ধারা।

মুনসেফেরদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার।—সাধারণ ও বিবিধ বিধান।

৭৬৪। মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে উপস্থিত মোকদ্দমা কাছারীতে বসিয়া আপনি নিজে বিচার ও নিষ্পত্তি করে ও আপনারদিগের আমলা কি চাকর কিম্বা গণাক্রান্ত লোকদিগের কোন ব্যক্তিকে অথবা অন্য কাহাকেও তাহাতে হাত দিতে না দেয় এবং কর্ত্তব্য যে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার মঞ্জুরী ও বিচার ও নিষ্পত্তি নীচের লেখা ধারার লিখিত সকল হুকুমের মতে করিতে থাকে ও যে সকল প্রকারেতে বিশেষরূপে এই আইনেতে কিছু হুকুম না লেখা গিয়া থাকে তাহাতে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে জিলা ও শহরের আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল আইনেতে যে২ দাঁড়া ও হুকুম লেখা আছে যথাসাধ্যে সেই২ দাঁড়া ও হুকুমমতে কার্য্য করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ১৪ ধা।

৭৬৫। মুনসেফদিগকে ১৮৪৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের বিধিমতে অবিকলরূপে কার্য্য করিতে হুকুম আছে। [২৫৩ পৃষ্ঠার ৩৮৯। ৩৯০। ৩৯১। ৩৯২ নম্বর দেখ।]

৭৬৬। আরো মুনসেফেরা ১৮৪৪ সালের ১৮ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের বিধিমতে কার্য্য করিবেন। [২১৫। ২১৬ পৃষ্ঠার ১৭৩। ১৭৪ নম্বর দেখ।]

৭৬৭। মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার নম্বর বিলিমতে বিচার করে কিন্তু যদি মুনসেফের রিপোর্টের দ্বারা কিম্বা অন্য প্রকার অবগত হওনানুসারে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের বিবেচনায় কোন মোকদ্দমার বিচার পূর্ব্বে হওয়া উচিত বোধ হয় তবে মুনসেফের নামে এ বয়ানে হুকুম দেন যে নম্বর বিলিতে দৃষ্টি না করিয়া আর২ মোকদ্দমার বিচারের পূর্ব্বে সে মোকদ্দমা কি মোকদ্দমাসকল রুবকার করিয়া নিষ্পত্তি করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২৬ ধা।

৭৬৮। জিলা ও শহরের আদালতে নালিশ করিবার মিয়াদের বিষয়ে এবং বিরোধি নম্বর মুলতবি করিবার বিষয়ে যে সকল হুকুম এক্ষণকার চলিত আইনে লেখা আছে ঐ সকল হুকুম মুনসেফের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার উপর খাটিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ৫ ধা। ৬ প্র।

---

* বাঙ্গালাপ্রভৃতি দেশের ১৮৪১ সালের ১৫ জানুআরি তারিখের ১৩৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ৫ বিধি।

৭৬৯। মুনসেফের শুনিবার যোগ্য মোকদ্দমায় যদি বণ্ড কি অন্য কোন দলীলের বিষয়ের নালিশ হয় তবে নালিশের হেতু ঐ বণ্ডপ্রভৃতিতে সহী হওনের তারিখঅবধি হিসাব করিতে হইবেক কি ঐ বণ্ড বা অন্য দলীলের লিখিত ও নির্দ্দিষ্টমতে যে তারিখে ঐ টাকা দেয় হইল এবং আসামী সেই টাকা দিতে ত্রুটি করিল এবং আপনার অঙ্গীকার প্রতিপালন না করিল সেই তারিখঅবধি গণ্য হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে বণ্ড অথবা টাকা দেওনের অন্য কোন দলীলের মোকদ্দমা হইলে যে তারিখে ঐ টাকা দেয় হইল সেই তারিখের পূর্ব্বে মোকদ্দমার হেতু আরম্ভ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না।—১৮১৫ সালের ১ মার্চের ১২৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৭০। যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি উপরের লিখিত হুকুমানুসারে মুনসেফের অধীনে হয় সেই সকল মোকদ্দমা সামান্যরূপে মুনসেফেরদের কাছারীতে উপস্থিত করিতে হইবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে জিলা কি শহরের আদালতের জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে প্রবল হেতু থাকিলে ঐ প্রকার মোকদ্দমা গ্রহণ করেন ও আপনি তাহার বিচার করেন কিম্বা আপনার অধীন কোন কাছারীতে বিচারের কারণ তাহা সমর্পণ করেন ইতি। —১৮৩১ সা। ৫ আ। ৭ ধা।

৭৭১। ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে যে মুনসেফেরা নিযুক্ত হন যদি তাঁহারা মাসের মধ্যে মোকদ্দমার তজবীজ-তনকী করিয়া ২৫ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না করেন তবে তাহার কারণ স্পষ্ট করিয়া জানাইতে হইবেক। এমত বিধান হওয়াতে সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে ১৮১৭ সালের ১২ মার্চে* সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে যে বিধি প্রকাশ হইয়াছিল তাহা তোমার জিলার প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফের বিষয়ে খাটে এমত বোধ করিবা।—১৮৩২ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৭৭২। এই সম্বাদ তুমি আপনার অধীন বিচারকদিগকে জানাইয়া তাঁহারদিগকে এই উপদেশ দিবা যে তাঁহারা সামান্যতঃ যে ওজর করিয়া থাকেন অর্থাৎ মোকদ্দমা প্রস্তুত ছিল না কিম্বা বাদিপ্রতিবাদী হাজির হইয়া নালিশের প্রমাণ দাখিল করিতে ত্রুটি করিল কি সাক্ষিরা হাজির ছিল না ইত্যাদি ওজরের বিষয়ে যদ্যপি জজ সাহেব এমত স্পষ্টরূপে না লেখেন যে আমি তাহা মাতবর জ্ঞান করি তবে তাহা সদর আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না।—১৮৩২ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৭৭৩। সদর আদালত বোধ করেন যে নথীর মোকদ্দমার পরিপাটীর বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের কোন দাঁড়া না থাকা বাদিপ্রতিবাদির কসুর করণের একপ্রকারে কারণ জ্ঞান হইতে পারে। অতএব মোকদ্দমার পরিপাটীর বিষয়ে আইনে যে২ বিধি আছে বিশেষতঃ ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫। ৬ এবং ১০ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৯। ২১। ২২ এবং ২৭ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১২ ধারার বিধির বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতে তোমার অধীন এদেশীয় বিচারকদিগকে হুকুম করিবা। এমত হইতে পারে যে বাদিপ্রতিবাদিরা যখন দেখে যে হাজির হইলেই আমারদের মোকদ্দমার নিয়মমতে বিচার হইবেক এবং হাজির না হইলে আমারদের মোকদ্দমা কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হওনের যোগ্য হইবেক অথবা আমারদের হাজির হওন সময়ে নিষ্পত্তি হইবেক তখন আদালতের কার্য্যের সুদাঁড়া হইয়া আসিবেক এবং দেওয়া[illegible]রের ব্যাপার পূর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র ও বিলক্ষণরূপে চলিবেক।—১৮৩২ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৭৭৪। ময়মুনসিংহের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে কোন মোকদ্দমার বিশেষ ভাবগতিক দৃষ্টে আবশ্যক বোধ হইলে যে জজ সাহেবের অধীনে মুনসেফ থাকেন তাঁহার দ্বারা ঐ মুনসেফ কোন মোকদ্দমার রোয়দাদের কাগজ অন্য কোন আদালতহইতে তলব করিতে পারেন কিন্তু সামান্যতঃ যদি বিশেষ কোন এক কাগজপত্রের আবশ্যক হয় তবে যে ব্যক্তি তাহা আদালতে দাখিল করিতে চাহে তাহার উচিত যে রীতিমতে দস্তখৎহওয়া এক নকল দরখাস্ত করিয়া আনে।—১৮৩৯ সালের ১ নবেম্বরের ১২৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৭৫। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে রাইয়তের নামে যদি মুনসেফের আদালতে খাজানার বিষয়ে নালিশ হয় তবে "যে ভূমির খাজানার দাওয়া হয় সেই লাখেরাজ ভূমি" ইহা বলিয়া ঐ রাইয়ত সেই মোকদ্দমা মুনসেফের আদালতহইতে উঠাইয়া

---

* সদর আমীনের দ্বারা নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার যে মাসিক রিপোর্ট দেওনের হুকুম আছে তাহা দাখিল করণের সময়ে কসুরপ্রযুক্ত যে মোকদ্দমা ননসুট হইয়াছে এবং রাজীনামার দ্বারা যে মোকদ্দমার রফা হইয়াছে তাহাছাড়া যখন তাঁহারা মাসের মধ্যে ৩০ মোকদ্দমার কম বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন তখন অধিক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না করণের কারণ স্পষ্ট করিয়া জানাইতে হইবেক এবং যে কারণ তাঁহারা দর্শান্ তাহা জজ সাহেবের বিবেচনায় প্রচুর এবং মাতবর কি না এই বিষয়ে জিলার জজ সাহেবেরা আপনারদের মত ঐ রিপোর্টে লিখিবেন।—১৮১৭ সালের ১২ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ১১ দফা।

কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে দাখিল করিতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত কহিলেন যে সে ব্যক্তি পারে না। যেহেতুক ঐ ভূমি লাখেরাজ কি না এই বিষয়ে মুনসেফের আদালতে মোকদ্দমা হয় নাই কিন্তু যে বৎসরের খাজানার বিষয়ে নালিশ হয় তাহার পূর্ব্ব বৎসরে রাইয়ত সেই ভূমির খাজানা দিয়াছিল কি না এই বিষয়ের নালিশ হইল এবং মুনসেফ এই বিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন। এবং যদি প্রকৃতরূপে দস্তখৎহওয়া গ্রামের হিসাবের বহীর দ্বারা কিম্বা আইন-সিদ্ধ অন্য সাক্ষ্যের দ্বারা এমত প্রমাণ হয় যে রাইয়ত তাহার পূর্ব্ব বৎসরে খাজানা দিয়াছিল তবে যত খাজানা পাওনা বোধ হয় তত খাজানার ডিক্রী মুনসেফ করিতে পারেন। এবং লাখেরাজরূপে সেই ভূমির ধার্য্য করণের অধিকার রাইয়তের আছে কি না তাহা ঐ রাইয়ত ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে মোকদ্দমা করিয়া সাব্যস্ত করিবেক।—১৮৩২ সালের ২৫ মের ৬৯৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৭৬। মুনসেফের আদালতে মোখ্তারনামার জন্যে কোন ইষ্টাম্পের মাসুল নাই।—১৮২৬ সালের ১৪ আপ্রিলের ৪১৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৭৭। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারা অর্থাৎ যে ধারাতে বিরোধীয় বিষয় বোযদাদে লিখনের হুকুম আছে এবং ১২ ধারা অর্থাৎ যে ধারাতে মোকদ্দমা শুনানির পূর্ব্বে আট দিবসের এত্তেলা দিবার হুকুম আছে তাহা মুনসেফের আদালতে খাটে না।—১৮৩৯ সালের ২ আগষ্টের ১২২৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৭৮। যদ্যপি ১৮৩৩ সালের ১ নবেম্বর তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের ১০ দফাঅনুসারে মুনসেফেরা আপনারদের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার সরে জমীনে তদারক করণার্থে আমীন পাঠাইতে পারেন তথাপি অন্যান্য আদালত যে তদারক করিতে তাঁহারদিগকে হুকুম দেন তাহা করিবার নিমিত্তে তাঁহারা মুহুরীর অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে পাঠাইতে পারেন না যদি সেইরূপ তদারক করণার্থে মুনসেফ আপনার মোকামহইতে স্থানান্তরে গমন করিলে তাঁহার নিজ কাছারীর কর্ম্মের ব্যাঘাত হইবেক বোধ হয় তবে তাঁহার উচিত যে সেই বিষয় জজ সাহেবকে জ্ঞাত করেন এবং তিনি সেই কর্ম্মে অন্য কোন ব্যক্তিকে পাঠাইতে পারেন।—১৮৩৪ সালের ১৪ ফেব্রুআরির ৮৬৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৭৯। এক মুনসেফের কাছারী দগ্ধ হইয়াছিল এবং কাছারীর কাগজপত্র সকল নষ্ট হইল তাহার মধ্যে এগারটা মোকদ্দমার ডিক্রীর কাগজপত্র ছিল এবং তদ্বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিলেন যে অন্য কোন উপায় করণের পূর্ব্বে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহার ভাব নির্ণয় করণার্থে উদ্যোগ হয় অতএব জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে ডিক্রীর মর্ম্মের কোন নকল বা টুকিয়া রাখা লিপির নিমিত্তে উভয় বিবাদী ও তাহারদের উকীল এবং মুনসেফের স্থানে আটাআটি-রূপে জিজ্ঞাসা করা যায় এবং কাছারীর বহী অন্বেষণ করা যায়। যদি তাহা পাওয়া যায় তবে মুনসেফ তাহা দেখিয়া নূতন ডিক্রী প্রস্তুত করিতে পারিবেন কিন্তু যদি এই প্রকার সকল দলীলদস্তাবেজ না পাওয়া যায় তবে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহার ভাবের বিষয়ে উভয় বিবাদি ও তাহারদের উকীলদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে ভাল হয় এবং যদি তাহারা এবিষয়ে ঐক্য হয় তবে মুনসেফ তাহারদের কথাক্রমে ডিক্রী প্রস্তুত করিতে পারিবেন এই সকল উপায় করণের পর যদ্যপি এই মত হয় যে কোন২ মোকদ্দমার ডিক্রীর বিষয়ে কোন সম্বাদ পাওয়া যাইতে পারে না অথবা তাহার ভাবের বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে তবে সেই বিষয়ের বিশেষ রিপোর্ট এই আদালতে কর এবং ডিক্রীর মর্ম্ম জানিবার নিমিত্তে যে২ উদ্যোগ করা গিয়াছে এবং তাহা বিফল হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বেওরা এই আদালতে জানাও।—১৮৩৪ সালের ৩ অক্টোবরের ৮৯৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৮০। পোলীসের এক দারোগার নামে বেআইনী কয়েদের দাবৎ মুনসেফের সম্মুখে নালিশ হইল এবং জজ সাহেবের হুকুমক্রমে তাহার নম্বর খারিজ হইল কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে তাহা পুনর্ব্বার মুনসেফের সাবেক নম্বরে বাহাল করা গেল।—১৮৪৪ সালের ৮ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫৫ পৃষ্ঠা।

৪৩ ধারা।

মুনসেফেরদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার।—ইষ্টাম্পের বিষয়ে সংগৃহীত বিধি।

৭৮১। মুনসেফের আদালতের কার্য্যসম্পর্কীয় কোন২ বিষয়ে ভ্রমযুক্ত ব্যবহার যেখানে হইয়া থাকে দুষ্ট হয় তাহা শুদ্ধ করণের নিমিত্তে এই সদর আদালত সকল সাধারণ লোকের নিমিত্তে আইনের কোন২ ব্যাখ্যা নীচের লিখিত প্রকারে ঘোষণা করিতেছেন।—১৮৪১ সালের ১৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৭৮২। ৭৯৮ নম্বরী আইনের অর্থেতে লেখে যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণানুসারে মুনসেফের বিচার্য্য মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব ও জওয়াবলজওয়াব ও রুদ্দজওয়াব ও দস্তাবেজ দাখিল করণের এবং সাক্ষিকে হাজির করণের

দরখাস্ত ও ডিক্রীর নকল ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই। অতএব সদর আদালত এমত বোধ করেন যে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারাক্রমে মুনসেফেরদের নিকটে তাঁহারদের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে যে দরখাস্ত করা যায় এবং তাঁহারদের নিকটে উপস্থিত মোকদ্দমায় যে ওকালৎনামা দাখিল করা যায় তাহা শাদা কাগজে লিখিতে হয়। এই বিধি ২৫০ নম্বরী আইনের অর্থেতে পুনর্ব্বার লেখা আছে।—১৮৪১ সালের ১৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৭৮৩। ৭০৬ নম্বরী আইনের অর্থক্রমে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে যে দরখাস্ত মুনসেফেরদের আদালতে দেওয়া যায় তাহাও ইষ্টাম্প কাগজে লিখনের আবশ্যক নাই।—১৮৪১ সালের ১৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৭৮৪। ১৮৩৮ সালের ২০ জুলাই তারিখের বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের সরক্যুলর অর্ডর অথচ ঐ সালের ৩ আগষ্টের পশ্চিম দেশের সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে কি নম্বরী মোকদ্দমায় কি ডিক্রী জারী করণের গতিকে মুনসেফের আদালতে যে সকল রাজীনামা দাখিল হয় তাহা শাদা কাগজে লিখনের অনুমতি আছে।—১৮৪১ সালের ১৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৭৮৫। ১৮৪০ সালের ২৬ জুন তারিখে উভয় সদর আদালত ঐক্য হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে মুনসেফেরদের ডিক্রী জারী করণার্থে কোন সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর হইলে তাহাতে যে২ ব্যক্তি আপত্তি করে তাহারদের দরখাস্ত ঐ মুনসেফেরা শাদা কাগজে লইতে পারেন।—১৮৪১ সালের ১৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৭৮৬। সদর আদালত এই সুযোগে সকলকে স্মরণ করাইতেছেন যে মুনসেফের বিচার করণের যোগ্য যে মোকদ্দমা জজ সাহেব বিচারার্থে কোন সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন সেই মোকদ্দমায় ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারানুসারে উক্ত বিধিসকল খাটিবেক এবং ঐ২ গতিকে ঐ সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীন তদনুসারে কার্য্য করিবেন।—১৮৪১ সালের ১৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

৭৮৭। জজ সাহেবেরদের প্রতি হুকুম হইল যে তাঁহারা এই সকল বিধি আপন২ জিলার নানা বিচারকেরদিগকে জ্ঞাত করেন এবং যদ্যপি তাঁহারদের আদালতে উক্ত বিধির বিরুদ্ধ কোন ব্যবহার হইতেছে তবে তাহা শুদ্ধ করেন।—১৮৪১ সালের ১৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

৪৪ ধারা।

মুনসেফেরদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার।—নালিশের আরজী।

৭৮৮। উপরের লিখিত হুকুমানুসারে যে সকল মোকদ্দমার নালিশ মুনসেফের নিকটে হয় ঐ২ মোকদ্দমার দাওয়ার আরজী ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার লিখিত ২ দ্বিতীয় অর্থাৎ B চিহ্নিত তফসীলের নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

৭৮৯। যে সন্দেহ আছে বোধ হয় তাহা ভঞ্জনের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের অনুমতির অনুযায়ি সদর আদালতের আজ্ঞাক্রমে তোমাকে জ্ঞাপন করিতেছি যে যে গতিকে নালিশ অথবা আপীলের দরখাস্ত নকল করিবার নিমিত্তে কিম্বা ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১২ ধারার ১ প্রকরণের বিধানানুসারে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনরূপে আপীল করণের আকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদের দরখাস্ত নকল করিবার নিমিত্তে এক কেতা ইষ্টাম্পের অধিকের আবশ্যক হয় সেই গতিকে ঐ ২ ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাক্রমে যে কএক কেতা ইষ্টাম্পের মোট মূল্য আইনের নির্দ্ধারিত মূল্যের তুল্য হয় এমত কএক কেতা ইষ্টাম্প দাখিল করিতে পারেন অথবা সম্পূর্ণ মূল্যের এক কেতা ইষ্টাম্প কাগজ এবং তাহার সঙ্গে যত শাদা কাগজের আবশ্যক হয় তত যোড়া দিয়া দাখিল করিতে পারেন।—১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৭৯০। মুনসেফের নিকটে নালিশের যে আরজী গুজরিবেক কর্ত্তব্য যে সেই আরজীতে দাওয়ার যথার্থ বৃত্তান্ত লেখা থাকে এবং মোকদ্দমার বিষয় যে সময়ে হইয়া থাকে সে সময় এবং আসামী কিম্বা আসামীদিগের নাম ও তাহারদিগের সাকিম ও বিরোধীয় নগদ টাকার কিম্বা অস্থাবর বস্তুর মূল্যের সংখ্যা ফল সমস্ত বৃত্তান্ত ইত্যাদিতে যে মোকদ্দমার আহওয়াল বিলক্ষণ স্পষ্ট বুঝা যায় তাহা ও বিরোধের বিষয়ের বিবরণ ও বেওরা হইবার অর্থে গুণদায়ক যাহা হয় ও কার্য্যে আইসে তাহা সেই আরজীতে লেখা যায় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ১৭ ধা।

৭৯১। মুনসেফের কর্ত্তব্য যে ফরিয়াদীকে যথাসাধ্য ইহা বারণ করিয়া দেয় যে উপস্থিত মোকদ্দমার বি-

বরণছাড়া অন্য কথা ও বৃত্তান্ত ও যাহা প্রকৃতার্থে সে মোকদ্দমার সহিত কিছু সম্বন্ধ না রাখে তাহা এবং আসামীওগয়রহের প্রতি তহমৎ অর্থাৎ অপবাদের কথা ও কটূকথার প্রসঙ্গ আপন আরজীতে না লিখে। এবং মুনসেফের কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক নালিশী আরজীতে আপন দস্তখৎ করে ও তাহা দাখিল হইবার নম্বর ও তারিখ লিখে এবং তাহার প্রতি হুকুম আছে যে এই আইনের শেষে ৪ চতুর্থ নম্বরেতে যে বহীর নক্শা লেখা আছে সেইমত বহীতে মোকদ্দমার নম্বর ও উভয় বিবাদী অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামীর নাম ও ফরিয়াদীর নালিশী আরজী শুনা যাওনের তারিখ ও দাওয়ার টাকার সংখ্যা ও মোকদ্দমার প্রকৃত মর্ম্ম সাবধানপূর্ব্বক লিখে। ও মুনসেফের কর্ত্তব্য যে সেই বহীর দুই ঘর খালী রাখিয়া তাহার প্রথম ঘরেতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনের তারিখ ও প্রত্যেক মোকদ্দমাতে যে শেষ হুকুম হয় তাহার খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক এই বিবরণে লিখে যে দাওয়ামত টাকার তাহা সমুদয় কিম্বা তাহাহইতে কতক ফরিয়াদীর হকে ডিক্রী হইযাছে কিম্বা সেই দাওয়া নামসমুয়া অর্থাৎ অগ্রাহ্য হইয়াছে কিম্বা সে মোকদ্দমাতে রাজীনামা দাখিল হইয়াছে অথবা মোকদ্দমার তজবীজতনকী করিয়া ডিসমিস হইয়াছে কিম্বা অন্য প্রকারে রহিত হইযাছে এবং আদালতের খরচার এত টাকা ফরিযাদী ও আসামী উভয়ের মধ্যে এক জনের শিরে কিম্বা উভয়ের শিরে দেনা পড়িয়াছে ও দ্বিতীয় ঘরেতে উভয় বিবাদী অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামী দুই জনকে ডিক্রীর নকল দেওয়া যাওনের কি দিতে উপস্থিত করণের তারিখ লেখা যাইবেক। ও ঐ বহী সর্ব্ব কালে প্রকৃতপ্রস্তাবে তৈযার হইবার নিমিত্তে এবং মুনসেফেরা আরজী দাখিল হইবার শৃংখলামতে পরে২ মোকদ্দমা শুনে এ নিমিত্তে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে প্রতিবৎসর ঐ বহী একং বার দৃষ্টি করেন অতএব মুনসেফদিগকে হুকুম দিবেন যে দশহরা কিম্বা মহরম এই দুই সময়েতে তাহারা যে অবকাশ কাল পায় সেই সময়ে ঐ বহী জিলা কি শহরের আদালতে পাঠাইয়া দেয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ১৮ ধা।

৭৯২। স্থাবর সম্পত্তিতে দখল পাইবার নিমিত্তে গোপাল রামের নামে মুনসেফের আদালতে নালিশ করে। মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পর কিন্তু নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তিতে রামের যে স্বত্ত্ব ও সম্পর্ক ছিল তাহা আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থে কৃষ্ণকে বিক্রয় করা গেল। তাহাতে বিধান হইল যে ফরিযাদী আপনার মোকদ্দমাতে কৃষ্ণকে আসামী করণার্থে যে দরখাস্ত করে তাহা মুনসেফ লইতে পারেন কিন্তু মুনসেফ যে অবশেষ আরজী গ্রহণ করিতে পারেন না ঐ স্থধরা দরখাস্ত সেই প্রকার অবশেষ আরজী জ্ঞান হইবেক না।—১৮৪১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরের ১৩০৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৯৩। ১৩০৮ নম্বরী আইনের অর্থে হুকুম আছে যে মুনসেফেরা অবশেষ আরজী অথবা অবশেষ জওয়াব লইতে পারেন না সেই আইনের অর্থের উপলক্ষে সদর আদালতের সাহেবেরা এক্ষণে সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করিতেছেন যে আরজী অথবা জওয়াবে স্পষ্টতঃ যে ভুল হইয়াছিল তাহা সংশোধন করণার্থে যে দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহার বিষয়ে ঐ নিষেধ খাটে না। ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ধারায় এবং তাহাতেকে ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৫ ধারায় যে অবশেষ আরজী অথবা উত্তরের বিষয় লেখা আছে তাহার অভিপ্রায় এই যে ফরিযাদী অথবা আসামী বিস্মৃতিক্রমে অথবা অপর কোন হেতুতে আপন দাওয়ার আবশ্যক কোন মর্ম্ম আরজীতে না লিখিলে তাহা ঐ অবশেষ আরজীতে লিখিতে পাবে। কিন্তু কোন কথা না লিখন এবং যাহা লেখা গিযাছে তাহার স্পষ্টতঃ ভুল এই দুই ভিন্ন২ বিষয়। যথা যদি ফরিয়াদী মুনসেফের আদালতে কর্জ্জের আসল টাকার বিষয়ে নালিশ করিয়া সুদের বিষয়ে নালিশ করে নাই তবে সেই ব্যক্তি সেই ত্রুটি শুধরাইতে পারিবেক না কিন্তু যদি আসল টাকা ও সুদের বিষয়ে নালিশ করিযা থাকে কিন্তু সুদ কসিতে কিছু ভুল হইয়াছিল তবে তাহা সংশোধন করিতে তাহাকে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।— ১৮৪৭ সালের ৩ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

৭৯৪। এক জন প্রধান সদর আমীন মুনসেফকে অবশেষ আরজী লইতে যে হুকুম দিলেন সদর আদালত তাহা বেআইনী করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ২৭ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৪৫ ধারা।

মুনসেফেরদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার।—এত্তেলা।—ইশ্তিহার।

৭৯৫। ফরিয়াদীর নালিশ শুনা গেলে ও নিরূপিতমতে ঐ বহীতে লেখা গেলে পরে মুনসেফের কর্ত্তব্য যে আসামীর নামে এক চিঠী কেবল মোকদ্দমার নম্বর ও ফরিয়াদী ও আসামী উভয় বিবাদির নাম ও ফরিয়াদীর দাওয়ার বেওরা চুম্বকে এবং ঐ চিঠীতে যে দিন নিরূপণ করিয়া লেখা থাকিবেক সেই দিনে আসামী নিজে কি

তাহার উকীল হাজির হইয়া দাওয়ার জওয়াব দিবার তাকীদযুক্তে লিখিয়া আপন মোহর ও দস্তখতে আসামীর নিকটে পাঠায় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ১৯ ধা। ১ প্র।

৭১৬। মুনসেফের কর্ত্তব্য যে ঐ চিঠী ফরিয়াদী কিম্বা তাহার উকীলের স্থানে দেয় ও ফরিয়াদীকে অনুমতি আছে যে তাহা আপনি নিজে কিম্বা অন্য যে ব্যক্তিকে এ কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে চাহরায় তাহার মারফত আসামীর নিকটে পঁহুছায় ও ঐ চিঠী ফরিয়াদী কি তাহার উকীলকে দিবার পূর্ব্বে মুনসেফের কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তির মারফত আসামীর নিকটে ঐ চিঠী পাঠাইবেক তাহার নাম সেই চিঠীর পিঠে লিখিয়া দেয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ ১৯ ধা। ২ প্র।

[মুনসেফের আদালতহইতে হুকুম জারীকরণের বিধান দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ ধারার ১৪০ বিধি এবং তৎপর বিধিতে লেখা আছে।]

৭১৭। যে ব্যক্তির মারফত ঐ চিঠী আসামীর নিকটে পঁহুছান যাইবেক তাহার কর্ত্তব্য যে আসামীর স্থানে ঐ চিঠীর পিঠে তাহা পাইবার রসীদ লেখাইয়া লয় এবং সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে আসামীর নিকটে চিঠী পঁহুছাইবার সাক্ষী তাহার প্রতিবাসিদিগের মধ্যে কোনং ব্যক্তিকে কিম্বা গ্রামের মণ্ডল কি পাটওয়ারী কি অন্য কোন প্রধান লোককে অথবা মহল্লার মহল্লাদারকে করে ও সর্ব্বদা আপনার রিপোর্টে ঐ সাক্ষিদিগের নাম লিখিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ১৯ ধা। ৩ প্র।

৭১৮। আসামী যদি তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবের তাবে তাঁতী কি অন্য লোকদিগের কিম্বা নিমক পোখ্তানী কি আফীন তৈয়ার করণের কার্য্যে নিবিষ্ট লোকদিগের মধ্যে কেহ হয় তবে মুনসেফের কর্ত্তব্য যে ঐ চিঠী খাম করিয়া তাহার উপর তেজারতের কুঠীর কি নিমক পোখ্তানীর কি আফীনের মোখ্তারকার সাহেবের কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেবের নামে কিম্বা তাঁহার তাবে যে আড়ঙ্গ কি কুঠী কিম্বা চৌকী অতিনিকটে হয় তাহার গোমাশ্তা কি আমীন কি সরদার আমলার নামে শিরনামা দিয়া ও সেই খাম করাতে আপনার মোহর করিয়া পাঠাইয়া দেয় ও সেই সাহেব ও তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেবের কিম্বা তাঁহার তাবে যে আড়ঙ্গ কি কুঠী কিম্বা চৌকী অতিনিকটে হয় তাহার গোমাশ্তা কি আমীন কিম্বা সরদার আমলার কর্ত্তব্য যে আসামীর নিকটে চিঠী পঁহুছাইয়া ও তাহার স্থানে চিঠী পঁহুছিবার রসীদ লেখাইয়া লইয়া পুনরায় চিঠী মুনসেফের নিকটে ফিরিয়া পাঠান্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২০ ধা।

৭১৯। কোন মোকদ্দমার আসামীর নামে চিঠী জারী হইলে যদি সে আসামী নিজে কিম্বা তাহার উকীল নিরূপিত সময়ে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হওনের পরে দাওয়ার জওয়াব না দেয় তবে মুনসেফের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার একতরফা তজবীজ করে ও ফরিয়াদী আপন দাওয়া সাবুদ করিবার কারণ যে সকল সাক্ষী মানিয়া থাকে তাহারদিগের সাক্ষ্য লইয়া ও আর যে দলীল দরপেশ করে তাহা বিবেচনা করিয়া আসামী হাজির হইয়া জওয়াব দিলে যে প্রকারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ও ডিক্রীর হুকুম করিতে হয় সেই প্রকারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে ও ডিক্রীর হুকুম দিতে থাকে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২১ ধা। ১ প্র।

৮০০। কিন্তু মোকদ্দমার একতরফা তজবীজ করণের পূর্ব্বে মুনসেফের উচিত যে যে ব্যক্তির মারফত চিঠী আসামীর নিকটে পঁহুছান গিয়াছিল তাহার দ্বারা এবং সেই ব্যক্তি আসামীর নিকটে চিঠী পঁহুছাইবাতে যে সকল সাক্ষী করিয়া থাকে তাহারদিগের সাক্ষ্য দ্বারা এ বিষয়ের বিলক্ষণ তহকীক করে যে সেই চিঠী আসামীর নিকটে পঁহুছিয়াছিল কি না ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২১ ধা। ২ প্র।

৮০১। যে ভূমি ডিক্রীদারের ভোগদখলে নাই এমত ভূমির খাজানার বিষয়ে একতরফা ডিক্রী বারবার হইয়াছে সদর আদালত ইহা অবগত হইয়া হুকুম করিতেছেন যে জিলা ও শহরের জজ সাহেব আপনার জিলার প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফদিগকে এই হুকুম দেন যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২১ ধারার যে বিধি আছে তাহাতে বিশেষ অবধান করেন সেই ধারাতে হুকুম আছে যে আসামী হাজির হইয়া নালিশের জওয়াব দিলে যেরূপে ফরিয়াদীর দাওয়ার প্রমাণ লইতে হয় সেইরূপে একতরফামতে ডিক্রীহওয়া মোকদ্দমার ফরিয়াদীর দাওয়ার প্রমাণ লইতে হইবেক।—১৮৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৮০২। কোন মোকদ্দমার আসামীর নামে উপরের ধারার লেখা হুকুমমতে চিঠী হইলে যদি সে আসামী রূপোশ হয় কি লুকাইয়া থাকে কিম্বা অনেক তালাশেতে না মিলে অথবা চিঠীর পিঠে একরার লিখিয়া না দেয়

তবে চিঠী পঁহুছাইবার ভার যে ব্যক্তির উপর থাকে তাহার কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ের দেওয়া চিঠীর পিঠে লিখে এবং আসামী অনেক তালাশেতে মিলিল না কিম্বা ঐ চিঠীর পিঠে তাহা পঁহুছিবার একরার লিখিয়া দিল না এ কথা সাবুদ হইবার কারণ আসামীর প্রতিবাসি কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদিগকে কিম্বা গ্রামের মণ্ডল কি পাটওয়ারী কি অন্য কোন প্রধান বাশিন্দাকে অথবা আসামী প্রায় সর্ব্বদা যে মহল্লা অর্থাৎ পাড়াতে থাকে সেই মহল্লার মহল্লাদারকে সাক্ষী করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২২ ধা। ১ প্র।

৮০৩। ঐ বেওরা মুনসেফের নিকটে পঁহুছিলে পর তাহার কর্ত্তব্য যে আপন আদালতের কাছারীতে সকল লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে এক ইশ্‌তিহারনামা সেই চিঠীর নকল লেখা সুদ্ধা আর এই সকল কথা লিখিয়া লট্‌কাইয়া দেয় যে ঐ আসামী যদি এই ইশ্‌তিহারনামার তারিখহইতে পনের দিনের মধ্যে হাজির না হয় তবে তাহার হাজির হওন ও জওয়াব দাখিল করণ বিনা মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করা যাইবেক। এবং সেই ইশ্‌তিহারনামার নকল আসামী যে বাটীতে বাস করে সেই বাটীর সদর দরওয়াজাতে কিম্বা তাহার নিকটে যে স্থানে দিলে সকলের দৃষ্টি হয় তথায় লট্‌কান যাইবেক ও সেই ইশ্‌তিহারনামা এ দেশের চলন অক্ষর ও ভাষাতে লেখা কর্ত্তব্য ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২২ ধা। ২ প্র।

৮০৪। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২১ ধারার ২ প্রকরণে বিধান আছে যে মুনসেফের আদালতের হুকুম যে ব্যক্তি জারী করে সে ব্যক্তির সাক্ষ্যভিন্ন সেই হুকুম জারী হওনের বিষয়ে অন্যেরদের সাক্ষ্যের আবশ্যক আছে কিন্তু ঐ হুকুম যে কালে হইল সেই কালে ফরিয়াদী আপনি অথবা তাহার তরফের কোন ব্যক্তি ঐ হুকুম জারী করিত। কিন্তু এইক্ষণে রেজিষ্টরীহওয়া পেয়াদার দ্বারা মুনসেফের হুকুম জারী হইতেছে অতএব সেই বিষয়ে অন্যেরদের সাক্ষ্য লওনের তাদৃশ আবশ্যক নাই এবং যদি পেয়াদার এজহারের বিষয়ে সন্দেহ না হয় তবে হুকুম নিতান্ত জারী হওনের বিষয়ে ঐ পেয়াদা যে সাক্ষ্য দেয় তাহা মাতবর জ্ঞান করা যাইতে পারে। টর্ণবুল সাহেব বোধ করেন্ যে চলিত আইনানুসারে মুনসেফ আপনার বিবেচনামতে অন্যেরদের সাক্ষ্য তলব করিতে পারেন্ বা না পারেন্ কিন্তু কালবিন সাহেব কহেন্ যে ঐ ২ ধারার লিখিত বিধানানুসারে অবিকল কার্য্য করিতেই হইবেক এবং প্রত্যেক গতিকে যে পেয়াদা হুকুম জারী করে সে ভিন্ন ঐ হুকুম জারী হওনের বিষয়ে অন্যেরদের সাক্ষ্য লইতে হইবেক। তাহাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত কালবিন সাহেবের মতে সম্মত হইলেন। —১৮৩৩ সালের ৩ মের ৭৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮০৫। ঐ ইশ্‌তিহারনামা দেওয়া গেলেও যদি আসামী আপনি নিজে কিম্বা তাহার উকীল হাজির না হয় তবে তাহাতে মুনসেফের কর্ত্তব্য যে ইশ্‌তিহারনামার মিয়াদ গত হইলে পর এই আইনের ২১ ধারার ২ প্রকরণের লেখা উপায় ও হুকুমের মতে কার্য্য করিয়া মোকদ্দমার একতরফা বিচার ও নিষ্পত্তি করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২২ ধা। ৩ প্র।

৮০৬। সদর আদালত বোধ করেন্ যে মুনসেফের আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার আসামী যদি অন্য মুনসেফের এলাকায় বাস করে তবে যে মুনসেফের এলাকায় আসামী থাকে সেই মুনসেফ হুকুমের পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিলে তাহা জারী হইতে পারে।—১৮৩৩ সালের ৬ জুলাইর ৭০১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮০৭। যে নিয়মানুসারে সরকারের চিহ্নিত কর্ম্মকারকেরদের সঙ্গে ইহার পূর্ব্বে মুনসেফেরদের লিখনপঠন হইত তাহা গত ১৫ আপ্রিল তারিখের ৭ নম্বরী সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডরের দ্বারা রদ হওয়াতে ঐ আদালতের সাহেবেরা সকল লোককে জানাইতেছেন যে ঐ নিয়মক্রমে মুনসেফেরা যে জজ সাহেবের অধীন তাঁহার দ্বারা এবং তাঁহার মোহর ও দস্তখৎক্রমে অন্যান্য জিলায় জারী করণের যোগ্য হুকুমনামা পাঠাইবার যে আজ্ঞা ১২৩৫ নম্বরী আইনের অর্থের দ্বিতীয় দফাতে মুনসেফেরদিগকে দেওয়া গিয়াছিল তাহা রদ হইল।—১৮৪৩ সালের ১১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৮০৮। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২২ আইনের যে২ ভাগে সদর আমীন ও মুনসেফদিগের প্রতি আসামীর স্থানে জামিন চাহিবার অথবা তাঁহারদের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমাতে আসামীর সম্মতি ক্রোক করণের অথবা জিলার জজ সাহেবের অনুমতিবিনা তাঁহারদের হুকুমকরা জরীমানা উসুল করণের নিষেধ আছে সেই২ ভাগ রদ হইল ইতি।—১৮৪৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা।

৮০৯। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমায় তাঁহারা আসামীর স্থানে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ এবং ৫ ধারার বিধির অনুসারে জামিন চাহিতে পারেন্ এবং জিলার জজ সাহেবের অনুমতি না লইয়া আপনারদের হুকুমকরা জরীমানা উসুল করিতে পারেন্ কিন্তু এই

ধারার অনুসারে সদর আমীন ও মুনসেফেরা যে সকল হুকুম করেন্ তাহার উপর আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারে ইতি।—১৮৪৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা।

৮১০। যে সকল মোকদ্দমা মুনসেফদিগের বিচার্য্য আছে তদ্বিষয়ে চলিত আইনে যে সকল হুকুম লেখা আছে যে যে মোকদ্দমা এই আইনানুসারে মুনসেফের নিকটে উপস্থিত হইবেক ঐ সকল মোকদ্দমার উপর তাহা এই প্রকরণক্রমে সমানরূপে খাটিবেক।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ৮ ধা। ৩ প্র।

৮১১। পূরণিয়ার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ১৮১৭ সালের ১১ আইনের ২৪ ধারাতে যে হুকুম আছে অর্থাৎ আদালতের জজ সাহেব পাটওয়ারীদের হিসাব তলব করিলে তাহারদের সেই হিসাব দাখিল করিতে হইবেক সেই হুকুম অধস্থ আদালতের বিষয়েও খাটিবেক। এবং যে মুনসেফেরদের ঐ ধারার মতে আচরণ করা আবশ্যক হয় তাঁহারদের উচিত যে কোন পাটওয়ারী তাহারদের হুকুম না মানিলে তাহাকে এক লিখনমতে জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠান্।—১৮৪০ সালের ২৪ জুনের ১৩৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৬ ধারা।

মুনসেফেরদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার।—সওয়ালজওয়াব।

৮১২। মুনসেফেরদের সম্মুখে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় ওকালৎনামা শাদা কাগজে লওয়া যাইতে পারে।—১৮৩৩ সালের ১৪ জুনের ৭৯৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮১৩। যদি আসামী নিজে কিম্বা উকীলের দ্বারা চিঠী কি ইশ্তিহারনামার নিরূপণ করিয়া লেখার সময়ে কিম্বা তাহার মিয়াদ গত হওনের পর ফরিয়াদীর মানিত সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য লওনের ও দস্তাবেজ দাখিল হওনের পূর্ব্বে হাজির হয় তবে তাহাকে অনুমতি আছে যে ফরিয়াদীর দাওয়ার আরজীর নকল লইয়া তাহার জওয়াব লিখিয়া দাখিল করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২৪ ধা।

৮১৪। মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে আসামীকে ইহা বারণ করে যে প্রকৃতার্থে যে সকল কথা মোকদ্দমার সহিত কিছু সম্পর্ক না রাখে তাহা কিম্বা ফরিয়াদীওগয়রহের প্রতি তহমতের কি কটু কথার প্রসঙ্গ আপন জওয়াবেতে না লিখে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২৫ ধা। ১ প্র।

৮১৫। যদি আসামী আপন জওয়াবেতে ফরিয়াদীর দাওয়া কবুল রাখে অর্থাৎ মানে কিম্বা তাহা কিছুই কবুল না রাখে তবে অন্য২ প্রকার সওয়ালজওয়াব মুনসেফের নিকটে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমাতে করার দরকার হইবেক না কিন্তু যদি আসামীর জওয়াবে এমত কোন কথা লেখা থাকে যে বিরোধের বিষয়ের বেওরা জানা যাইবার কারণ ফরিয়াদীর প্রতি তাহার জওয়াব দেওয়া আবশ্যক হয় কিম্বা ফরিয়াদী তাহার জওয়াব দিবার মনস্থ আপনি জানায় এমতে তাহার কর্ত্তব্য যে আসামী নালিশের আরজীর জওয়াব দাখিল করণের পর দিন আপন জওয়াবলজওয়াব দাখিল করে কিন্তু ফরিয়াদীকে অনুমতি থাকিবেক না যে আপনার নালিশের আরজীর মজমুনভিন্ন আর কোন নূতন কথা তাহাতে লিখে বরং তাহার কর্ত্তব্য যে আসামীর জওয়াবের কথা কবুল রাখে অর্থাৎ মানে কিম্বা তাহার লেখা সমুদয় কি যে২ কথা হয় তাহা কবুল না রাখে কিম্বা এই কথামাত্র লিখে যে ঐ জওয়াব আমার আরজীর লেখা মজমুনের মতানুযায়ী নহে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২৫ ধা। ২ প্র।

৮১৬। আসামীরো কর্ত্তব্য যে ফরিয়াদী যে দিবসে জওয়াবলজওয়াব দাখিল করে সেই দিবসেই তাহার রদ্দজওয়াব দাখিল করে ও প্রথম জওয়াবে যাহা২ লিখিয়া থাকে তাহাছাড়া আর কোন নয়া কথা ঐ রদ্দজওয়াবেতে না লিখে বরং তাহার কর্ত্তব্য যে জওয়াবলজওয়াবের লেখা সমুদয় কিম্বা তাহার যে কথা হয় তাহা না মানে অথবা এই কথামাত্র লিখে যে ফরিয়াদীর দাওয়ার যে জওয়াব দিয়াছি তাহা সমস্ত ওয়াজিবী ও তাহার আরজীর মতানুযায়ী। ও উপরের লেখা মজমুনব্যতীত অন্য সওয়াল ও জওয়াব মুনসেফদিগের আদালতে শুনা যাইবেক না ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২৫ ধা। ৩ প্র।

৮১৭। মুনসেফেরদের কাছারীতে যে সকল মোকদ্দমার তজবীজ হয় তদ্বিষয়ের জওয়াব ও রদ্দজওয়াব ও জওয়াবলজওয়াব এবং দস্তাবেজ দাখিল করিবার নিমিত্তে ও সাক্ষির তলব করিতে উভয় পক্ষের দেওয়া দরখাস্ত এবং ডিক্রীর নকল ইষ্টাম্প কাগজে লেখার আবশ্যক নাহি ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

৮১৮। যে সকল মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী জওয়াবলজওয়াব দাখিল করিতে কিম্বা আসামী রদ্দজওয়াব দাখিল করিতে নিরূপিত সময়ের অতিরিক্ত বিলম্ব করে তাহাতে মুনসেফদিগকে হুকুম নাহি যে এমত বিলম্ব-হওয়াতে মোকদ্দমার তজবীজকরা মৌকুফ রাখে বরং তাহারদিগকে অনুমতি আছে যে জওয়াবলজওয়াব কিম্বা রদ্দজওয়াব দাখিল করিলে যেমত বিচার করিত ইহাতেও সেইমত সে মোকদ্দমার বিচার করে ইতি। —১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২৫ ধা। ৫ প্র।

৮১৯। যে সকল মোকদ্দমাতে আসামীর তরফহইতে জওয়াব দাখিল হইয়া থাকে তাহার কোন মোকদ্দমার বিচার হওনের নিরূপিত প্রথম দিবসে ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ে কিম্বা তাহারদিগের এক জন গরহাজির থাকিলে মুনসেফের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার তজবীজ করা মৌকুফ রাখিয়া এক এত্তেলানামা দশ দিবসের কম না হয় এমত এক মিয়াদের নিরূপণ ও ঐ নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে ঐ মোকদ্দমার তজবীজ করা যাইবেক এ কথা লিখিয়া আপন কাছারীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টি হওনের স্থানে লটকাইয়া দেয়। যদি ঐ নিরূপিত দিবসে ফরিয়াদী কিম্বা তাহার উকীল মুনসেফের নিকটে হাজির না হয় তবে সে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক আর যদি আসামী নিরূপিত দিবসে হাজির না হয় তবে মুনসেফের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার একতরফা তজবীজ করে ইতি। —১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২৭ ধা। ১ প্র।

৮২০। মুরাদাবাদের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ফরিয়াদীরা মোকদ্দমা চালাইতে কসুর করিলে মুনসেফেরদের কার্য্য করণের যে বিধি ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ১ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের দ্বারা মতান্তর হইয়াছে কি না এবং কসুরপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস করণের পূর্ব্বে ছয় সপ্তাহ অতীত হওনের অপেক্ষা মুনসেফেরদের করিতে হয় কি না। তাহাতে এইমত বিধান হইল যে যে কোন প্রকরণ অথবা আইনের দ্বারা মুনসেফ ছয় সপ্তাহ অতীত না হইলে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট ও প্রকাশ করিলে পর ফরিয়াদীর কসুরপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে পারেন এমত কোন আইন অথবা প্রকরণ ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের দ্বারা রদ হয় নাহি কিন্তু ঐ আইনের অভিপ্রায় যে যে সকল মোকদ্দমা ছয় সপ্তাহের অধিক মুলতবী থাকিত সেই২ মোকদ্দমা ডিসমিস করণের দ্বারা নিষ্পত্তি হয়।—১৮৪২ সালের ৮ আপ্রিলের ১৩২১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮২১। আলাহাবাদের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে মুনসেফের আদালতে কোন মোকদ্দমার জওয়াব দাখিল করণের পূর্ব্বে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধি খাটিতে পারে কি না। তাহাতে উভয় সদর দেওয়ানী আদালত এই বিধান করিলেন যে ৭৫৮ নম্বরী আইনের অর্থ পরিবর্ত্ত হইয়া উক্ত আইন খাটিবেক এবং জওয়াব দাখিল করণের পূর্ব্বে ছয় সপ্তাহ অতীত না হইলে কোন মোকদ্দমা কসুরপ্রযুক্ত নথীহইতে উঠান যাইতে পারে না।—১৮৪২ সালের ১০ জুনের ১৩৩৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮২২। আসামীকে এত্তেলা দেওনের পূর্ব্বে অথবা তাহার জওয়াব দাখিল হওনের পূর্ব্বে যদি ফরিয়াদী গরহাজির হয় তবে তাহার মোকদ্দমা নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক না এবং তাহা ডিসমিস করিতে হইবেক।—১৮৩৪ সালের ২৭ মার্চের ৮৭০ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

৮২৩। যদি ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১২ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ১ প্রকরণ এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১২ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে মোকদ্দমা ডিসমিস হয় তবে মোকদ্দমার শুনানি না হইলে ফরিয়াদী সেই দাওয়ার বিষয়ে যেরূপে নূতন নালিশ করিতে পারিত সেই রূপে ঐ দাওয়ার বিষয়ে নূতন নালিশ করিতে পারিবেক।—১৮৩৪ সালের ২৭ মার্চের ৮৭০ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৮২৪। যদ্যপি মোকদ্দমার তজবীজ তলকী করিয়া নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে এবং কেবল কসুরপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়া থাকে তবে যে বিচারক ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন তিনি আপনার রোযদাদী কাগজে "ননসুট" এ কথা না লেখাতে সরাসরী আপীল করিতে ফরিয়াদীর যে অধিকার আছে তাহা লোপ হইবেক না।—১৮৩৪ সালের ২৭ মার্চের ৮৭০ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৮২৫। ৮৫৯ নম্বরী আইনের অর্থের বিষয়ে কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত বিবেচনা করিয়া তাহা এই পত্রের দ্বারা রদ করিলেন এবং এক্ষণে হুকুম হইল যে ১২২৬ নম্বরী আইনের অর্থ মতান্তর হইয়া ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ও ১২ ধারা প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের আদালতের বিষয়ে খাটিবেক এবং মুনসেফের আদালতের বিষয়ে খাটিবেক না।—১৮৪১ সালের ২০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৮২৬। মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের রুবকারকরা মোকদ্দমা ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ের কিম্বা তাহারদিগের মোকররকরা উকীলের মোকাবিলায় সওয়াল ও জওয়াব শুনিয়া ও উভয়ের দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র ও উভয়ের মানিত সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী দেখিয়া বিচার ও নিষ্পত্তি করে বরং যদি উভয়ে হলফ করিতে রাজী হয় তবে তাহারদিগের হলফের অনুসারে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে থাকে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২৮ ধা।

৮২৭। সওয়াল জওয়াব প্রস্তুত করণের নির্দ্দিষ্ট হুকুমের বিষয়ে এদেশীয় বিচারকেরা ও তাঁহারদের আদালতের উকীল ও মোখ্তারকারেরা মনোযোগ করেন না ইহা বারবার সম্প্রতি সদর আদালতের জ্ঞাতসার হওয়াতে ঐ আদালতের হুকুমক্রমে আদেশ করিতেছি যে তোমার জিলার এদেশীয় প্রত্যেক বিচারকর্ত্তার নিকটে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৫ ধারা ও ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৫ ধারার ২ ও ৪ প্রকরণ এবং ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৯ ধারার তরজমা আছে ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিবা। আরো তৎসময়ে এদেশীয় বিচারকর্ত্তারদিগকে জানাইবা যে তাঁহারদের আদালতের উকীলেরা ও মোখ্তারকারেরা দরখাস্ত ও তাহার জওয়াব ও জওয়াবলজওয়াব ও রদ্দজওয়াব এবং অজুহাত ও তাহার জওয়াব অবিকল আইনের মতে প্রস্তুত করেন এ বিষয়ে তাঁহারদের মনোযোগ করা উচিত। এবং উত্তর কালে এই গুরুতর বিষয়ে কোন কার্য্যকারক সাধারণে অমনোযোগী আছেন ইহা প্রমাণ হইলে সদর আদালতের সাহেবেরা তাঁহাকে কর্ত্তব্য ক্রিয়ার ভাবি ত্রুটির দোষে দোষী জ্ঞান করিয়া ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারার হুকুমমতে তাঁহার বিষয়ে আচরণ করিবেন।—১৮৪১ সালের ৮ জানুআরির সরকুলর অর্ডর।

৪৭ ধারা।

মুনসেফেরদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার।—সাক্ষী।

৮২৮। মুনসেফেরদের কাছারীতে যে সকল মোকদ্দমার তজবীজ হয় তদ্বিষয়ের জওয়াব ও রদ্দজওয়াব ও জওয়াবলজওয়াব এবং দস্তাবেজ দাখিল করিবার নিমিত্তে ও সাক্ষির তলব করিতে উভয় পক্ষের দেওয়া দরখাস্ত এবং ভিক্রীর নকল ইষ্টাম্প কাগজে লেখার আবশ্যক নাহি ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

৮২৯। ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৩১ ধারার ১ ও ২ প্রকরণ এবং ৩২ ধারার ১ প্রকরণ রদ হইল ইতি।—১৮৪৫ সা। ১৭ আ। ১ ধা।

৮৩০। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে যদি কোন মুনসেফ আপনার বিশেষ এলাকায় না থাকা ব্যক্তির সাক্ষ্য চাহেন এবং যদি সেই ব্যক্তি বাদিপ্রতিবাদির তলবকরাতে হাজির না হয় তবে ঐ ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্তে মুনসেফ যথোচিত পরওয়ানা দিবেন এবং যে মুনসেফের বিশেষ এলাকার মধ্যে সেই ব্যক্তি থাকে সেই মুনসেফের নিকটে তাহা পাঠাইবেন এবং ঐ মুনসেফ সেই পরওয়ানার পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিবেন এবং তাহা রীতিমত জারী ও সম্পন্ন করিবেন ইতি।—১৮৪৫ সা। ১৭ আ। ২ ধা।

৮৩১। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির উপর সাক্ষিস্বরূপ জিলার আদালতে হাজির হইতে সমন হইয়াছে এবং সেই ব্যক্তি ঐ আদালতে হাজির হইতে ত্রুটি করিয়াছে সেই ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্তে জিলার জজ সাহেবের এক্ষণে যে সকল ক্ষমতা আছে এই আইন জারীহওনঅবধি এবং তাহার পর মুনসেফের আদালতে সাক্ষিস্বরূপ হাজির হইতে কোন ব্যক্তির উপর সমন জারী হইলে পর সেই ব্যক্তি হাজির হইতে ত্রুটি করিলে সেই ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্তে মুনসেফেরদের সেই সকল ক্ষমতা থাকিবেক। কিন্তু এই আইনানুসারে মুনসেফেরা যে সকল হুকুম করেন তাহার উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৮৪৫ সা। ১৭ আ। ৩ ধা।

৮৩২। যদি ফরিয়াদী কিম্বা আসামী মুনসেফের নিকটে সাক্ষিদিগকে হাজির করাইবার দরখাস্ত করে ও সাক্ষী কি সাক্ষিরা কেবল ফরিয়াদী কিম্বা আসামীর কথাক্রমে হাজির না হয় তবে সেই মুনসেফ যে সাক্ষী কি সাক্ষিরা তাহার এলাকা অর্থাৎ অধিকারস্থ হয় তাহারদিগের নামে সফীনা করিবেক আর এদেশের রীতি ও রেওয়াজ মতে যাহারদিগকে আদালতে হাজির করাণ সঙ্গত নহে এমত কোন স্ত্রীলোক যদি সাক্ষী থাকে তবে

তাহাকে হাজির করণের কারণ সফীনা জারী হইবেক না ও তাহার সাক্ষ্য লওনের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারাতে ও ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ২ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৭ ধারাতে যে উপায় লেখা আছে তাহাই করিবেক ইতি। --১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২৯ ধা। ১ প্র।

৮৩৩। যদি কোন সাক্ষী মুনসেফী কাছারীহইতে অতিদূরে বাস করে কিম্বা তাহাকে মুনসেফের আদালতে হাজির করাণ উচিত না হয় তবে মুনসেফের ক্ষমতা আছে যে সেই সাক্ষির জোবানবন্দী আপনি যেং সওয়ালের জওয়াব লওয়া আবশ্যক জানে সেই সওয়ালের ফর্দ্দ কিম্বা উভয় বিবাদী অথবা তাহারদিগের উকীলেরা মোকদ্দমার তজবীজের সময়ে যে সওয়ালের ফর্দ্দ দাখিল করে তাহার মতে লওনের নিমিত্তে জজ সাহেবের হজুরে দরখাস্ত করে ও সেই জজ সাহেব সেই সাক্ষির জোবানবন্দী লইবার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ২ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৭ ধারার লিখিত উপায় করিবেন ইতি।--১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৩২ ধা। ২ প্র।

[অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনের বিধানবিষয়ে এই অধ্যায়ের ২৩ ধারা দেখ।]

৮৩৪। সেই সফীনাতে মোকদ্দমার নম্বর ও উভয়ের মধ্যে যাহার দরখাস্তমতে সফীনা জারী হয় তাহার নাম ও সাক্ষিদিগের এবং তাহারদিগের সাকিনের নাম লেখা যাইবেক আর ইহা লেখা যাইবেক যে ঐ সাক্ষী নিরূপিত দিবসে মুনসেফী আদালতের কাছারীতে হাজির হইয়া মোকদ্দমার যে কিছু বৃত্তান্ত জ্ঞাত থাকে তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ কহে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২৯ ধা। ২ প্র।

৮৩৫। মুনসেফের কর্ত্তব্য যে ঐ সফীনা যে ব্যক্তি তাহার দরখাস্ত করে তাহার স্থানে কিম্বা তাহার উকীলের স্থানে দেয় ও সেই ব্যক্তির কিম্বা তাহার উকীলের ক্ষমতা আছে যে সাক্ষিদিগকে ঐ সফীনা আপনি নিজে দেয় কিম্বা এ কর্ম্মের উপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা সাক্ষিদিগের নিকটে পঁহুছায় কিন্তু তাহাতে এই নিয়ম থাকিবেক যে সফীনা পঁহুছাইবার নিমিত্তে যে ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাকে মুনসেফ ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তির কিম্বা তাহার উকীলের স্থানে সফীনা দিবার পূর্ব্বে জ্ঞাত হইবেক ও তাহার নাম সফীনার পিঠে লেখা যাইবেক ইতি।- ১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২৯ ধা। ৪ প্র।

৮৩৬। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৯ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে সাক্ষিরদিগকে হাজির করাইবার নিমিত্তে তলবচিঠী জারী করণের কারণ কোন রসুম দাওয়া করিতে কি লইতে মুনসেফদিগকে নিষেধ আছে এবং ঐ ধারার ৪ প্রকরণক্রমে উভয় বিবাদির মধ্যে কোন ব্যক্তি অথবা তাহার উকীল নিজে তলবচিঠী জারী করিবেক এমত হুকুম আছে কিন্তু ঠিক ঐ হুকুমমতাচরণ করিলে ক্লেশ হইতে পারে এবং সম্প্রতি মুনসেফেরা যে ভারি মোকদ্দমা শুনিতে ক্ষমতা পাইয়াছে ঐ মোকদ্দমাতে বিশেষ ক্লেশ হইতে পারে এপ্রযুক্ত এক্ষণে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে ঐ তলবচিঠী বাহির হয় সে ব্যক্তি তাহা নিজে কি অন্য ব্যক্তির দ্বারা জারী না করিয়া যদি এক জন পেয়াদার মারফতে জারী করিতে চাহে তবে মুনসেফের ক্ষমতা আছে যে ঐ বিষয়ের তলবানা লয় ইতি। ১৮৩২ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

৮৩৭। যদি কোন সাক্ষী তাহার নামে নিরূপিতমত সফীনা জারী হইলে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে কিম্বা আপন জোবানবন্দীতে দস্তখৎ করিতে না চাহে তবে মুনসেফের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া সেই সাক্ষির যে জরীমানা করা উচিত বুঝে তাহা করে। ১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৩১ ধা। ৩ প্র।

৮৩৮। সদর আমীনেরা ও মুনসেফেরা জিলার জজ সাহেবের অনুমতি না লইয়া আপনারদের হুকুমকরা জরীমানা উসুল করিতে পারেন কিন্তু এই ধারার অনুসারে সদর আমীন ও মুনসেফেরা যে সকল হুকুম করেন তাহার উপর আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারে ইতি।— ১৮৪৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা।

৮৩৯। মুনসেফদিগকে সম্পূর্ণ নিষেধ আছে যে সাক্ষিদিগকে কয়েদ কিম্বা তাহারদিগের উপর আরং প্রকার জবরদস্তী না করে এবং মুনসেফদিগের প্রতি হুকুম আছে যে সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী যত শীঘ্র হইতে পারে তাহারি মধ্যে করিয়া লয় যে অনর্থক বিলম্ব হওয়াতে ও আপনং নিবাস ও কর্ম্ম ছাড়িয়া অন্যত্র থাকাতে তাহারদিগের ক্লেশ ও ব্যামোহ না হয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৩৩ ধা।

৮৪০। মুনসেফদিগের সর্ব্ব কালে এ ক্ষমতা আছে যে যদি ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ে কিম্বা তাহারদি-

গের উকীলেরা রাজী হয় তবে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য বিনাহলফে হলফনামাক্রমে বরং হলফনামাবিনা অমনি লইয়া মোকদ্দমার বিচার করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৩৫ ধা।

৮৪১। মুনসেফেরা এ বিষয়ে অতিসাবধান ও সতর্ক হইবেক যে উভয় বিবাদী অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামী কিম্বা তাহারদিগের উকীলেরা কি মোখ্তারেরা সাক্ষিদিগকে শিক্ষাইয়া দিতে ও ভয় দেখাইতে না পায় কিম্বা যেং সওয়ালেতে তাহারদিগের আশয় টের পাইয়া জওয়াব দিতে পারে তাহা অথবা উভয় বিবাদির মানমর্য্যাদার কিম্বা স্পষ্টতঃ বিরোধের বিষয়ের সহিত সম্পর্ক না রাখে এমত সওয়াল না করিতে পায় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৩৬ ধা।

৮৪২। প্রত্যেক সাক্ষির জোবানবন্দী প্রথমে সেই সাক্ষির নাম ও তাহার পিতার নাম ও বিবাহিতা স্ত্রীলোক সাক্ষী হইলে তাহার জাতি ও পর্ম্ম ও ব্যবসায়ের নাম ও বয়ঃক্রমের সংখ্যা ও সাকিনের নাম লেখা যাইবেক এবং কর্ত্তব্য যে সেই জোবানবন্দীতে ঐ সাক্ষী আপন দস্তখৎ কিম্বা কিছু নিশানী করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৩৭ ধা।

৮৪৩। যদি সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে সরকারের তেজারতের দ্রব্যজাত কিম্বা নিমক অথবা আফীন তৈয়ার করিবার কর্ম্মে নিযুক্ত কোন তাঁতী কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির নামে সফীনা হয় তবে সেই সফীনা ঐ সাক্ষী আসামী হইলে তাহার নামে এই আইনের ২০ ধারার লেখা হুকুমমতে যে প্রকারে সমন জারী হইত সেই প্রকারে জারী হইবেক কিন্তু মুনসেফদিগের এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত যে আবশ্যক না হইলে ঐ তাঁতীইত্যাদি কোন ব্যক্তিকে আপনারদিগের নিকটে না আনায় ও আবশ্যকমতে হাজির হইলে তাহার জোবানবন্দী যত শীঘ্র হইতে পারে তাহার মধ্যে করিয়া লইয়া তাহাকে বিদায় করে ইতি।— ১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৩০ ধা।

৮৪৪। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে সকল দেওয়ানীর কার্য্যকারকের সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লিখিতে হইলে তাঁহারা নিম্ন পশ্চাৎ লিখিত বিধানানুসারে কর্ম্ম করেন ঐ বিধান গত বৎসরের দেওয়ানী কার্য্য নির্ব্বাহের বিষয়ি গোরক্ষপুরের জজ সাহেবের রিপোর্টের চুম্বক অর্থাৎ ২১ দফা। এই বিষয়ে আমার এই২ কারণে মনোযোগ হইয়াছে প্রথমতঃ দেখিলাম যে মুনসেফের আদালতে সাক্ষিদের জোবানবন্দী লিখিবার একি প্রকার নিয়ম নাই দ্বিতীয়তঃ পরাজিত ফরিয়াদী অনায়াসে বিচারের এই কলঙ্ক করিতে পারে যে অন্য আদালতের জোবানবন্দীর বিষয়ে কারসাজী হইয়াছে এবং ঐ জোবানবন্দীর রোয়দাদ দৃষ্টে ঐ কলঙ্ক দূর হয় না। আমার বোধ আছে যে কখন২ জোবানবন্দী ভুল করিয়া লেখা যায় এবং তাহার পর দুরস্ত করিয়া নকল হয়। এবং আমার দৃষ্ট হইয়াছে যে এদেশীয় বিচারকেরা কখন২ সাক্ষ্যের বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়া কোন২ দাওয়া বিবেচনা না করিয়া ডিসমিস করিয়াছেন কিন্তু ঐ জোবানবন্দী অতিসূক্ষ্মরূপে পাঠ করিয়াও তাহাতে আমি কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাইলাম না। ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি হুকুম দিলাম যে প্রত্যেক আদালতে সকল সাক্ষির জোবানবন্দী পূর্ব্বমতে দুই শ্রেণী করিয়া অর্থাৎ এক শ্রেণীতে সওয়াল অন্য শ্রেণীতে জওয়াব আর লেখা না যায় কিন্তু সদর নিজামৎ আদালতের ১৮৩০ সালের ১৬ জুলাই তারিখের ৫৪ নম্বরী সরকুলর অর্ডরের শেষের লিখিত নিদর্শনানুসারে ব্যবধান না দিয়া লেখা যায় এবং সাক্ষিদের জিজ্ঞাসাবাদ ক্রমিক হয় অর্থাৎ প্রথম যে ব্যক্তির তলবে তাহারা হাজির হইয়াছে তাহার কিম্বা তাহার উকীলের সওয়াল তৎপরে প্রতিবাদির সওয়াল এবং শেষে এদেশীয় বিচারকের সওয়াল এবং সমুদয় সওয়াল একাদিক্রমে নম্বর হয় এবং যদ্যপি দৈবাৎ বা কোন কারণান্তরে ঐ জোবানবন্দীর সাফ নকল করণের আবশ্যক হয় তবে আসল জোবানবন্দীতে তদ্রূপ সাক্ষর হইয়া তাহা নথীর শামিল করা যায়। অতএব অতি মনোযোগ ও সাবধানরূপে জোবানবন্দী লওয়া গিয়াছে কি না ইহা আমি এইমতে নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারি এবং এদেশীয় বিচারকের-দের নিজ সওয়ালের দ্বারাও তাহা দৃষ্ট হয়। যখন তাঁহারা কোন বৈলক্ষণ্যের বিষয় লেখেন তখন তাহার যে সওয়ালে সেই-রূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল তাহার নম্বর লিখিলে হইবেক।—১৮৪৬ সালের ১৮ মের সরকুলর অর্ডর।

৪৮ ধারা।

মুনসেফেরদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার।— দলীলদস্তাবেজ।

৮৪৫। মুনসেফেরদের কাছারীতে যে সকল মোকদ্দমার তজবীজ হয় তদ্বিষয়ের জওয়াব ও রদ্দজওয়াব ও জওয়াবলজওয়াব এবং দস্তাবেজ দাখিল করিবার নিমিত্তে ও সাক্ষির তলব করিতে উভয় পক্ষের দেওয়া দরখাস্ত এবং ডিক্রীর নকল ইষ্টাম্প কাগজে লেখার আবশ্যক নাহি ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

৮৪৬। মুনসেফদিগের নিকটে উপস্থিতহওযা মোকদ্দমার বিষয়ে যে সকল দস্তাবেজ তাহারদিগের নিকটে দাখিল হয় তাহার কিছুমাত্র রসুম লওয়া যাইবেক না ও ঐ সকল দস্তাবেজ দাখিল করণের কারণ প্রথমতঃ দরখাস্ত দিবার আবশ্যক নাহি কিন্তু মুনসেফদিগকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ হুকুম আছে যে যে কোন তমঃসুক কিম্বা একরারনামা অথবা অন্য২ দস্তাবেজ আসল অথবা তাহার নকল ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবার অর্থে এইক্ষণে হুকুম হইয়াছে কিম্বা উত্তর কালে হয় তাহা এক্ষণকার চলিত আইনেতে যে ইষ্টাম্প কাগজের রকম ও মূল্য লেখা গিযাছে এক্ষণকার চলনমতে সেই ইষ্টাম্প কাগজে না লেখা গেলে তাহা দস্তাবেজরূপে না লয় ও মঞ্জুর না করে ইতি। -১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৩৮ ধা। ১ প্র।

৮৪৭। মুনসেফের নিকটে যে সকল দস্তাবেজ দাখিল হয় তাহার মধ্যে কোন দস্তাবেজে যদি সেই মুনসেফের এমত সন্দেহ হয় যে ঐ দস্তাবেজ নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়াছে কি না তবে সে মুনসেফের উচিত যে সে দস্তাবেজ মোকদ্দমার বেওরাসহিত জজ সাহেবের অভিমতের কারণ তাঁহার হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও সেই জজ সাহেব সে দস্তাবেজ রদ কিম্বা মঞ্জুর হওনের বিষয়ে যে হুকুম দেন সেই হুকুমমতে কার্য্য করিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৩৮ ধা। ২ প্র।

১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর দেখ। ১৬৬ পৃষ্ঠার ৪৯৪ নম্বর।

১৮৩৬ সালের ২৯ জুলাইর ও ১৮৪১ সালের ৮ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর দেখ। ২৭৬। ২৭৭ পৃষ্ঠার ৫৪১। ৫৪২ নম্বর।

৮৪৮। মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের নিকটে উপস্থিতহওযা মোকদ্দমাতে যে দস্তাবেজ দাখিল হয় সে দস্তাবেজেতে তাহা দাখিল হওনের তারিখ লিখিযা আপন দস্তখৎ ও মোহর করে ও সেই সকল দস্তাবেজের চিকানা থাকিবার নিমিত্তে তাহাতে এক২ অঙ্ক অর্থাৎ নম্বর কিম্বা এক২ অক্ষরের নিশানী করে ও যে২ সাক্ষির জোবানবন্দীতে কিম্বা যে সকল রুবকারীতে অথবা ডিক্রীতে সেই দস্তাবেজের প্রসঙ্গ লিখিতে হয় তাহাতে নম্বর কি হরফের নিশানীর কথাসুদ্ধ লিখে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৩৮ ধা। ৩ প্র।

৮৪৯। যদ্যপি কোন দেওযানী মোকদ্দমায এদেশীয হিসাবের বহী অনুসন্ধান ও তহকীক করণের আবশ্যক হয তবে ইউরোপীয় জজ সাহেবেরা সাধ্যানুসারে সেই নিমিত্তে আমেসর অর্থাৎ সহকারিবদিগকে আহ্বান করিবেন কিন্তু যে২ স্থলে এইরূপ করা তাঁহারদের বিহিত বোধ না হয সেই২ স্থলে তাঁহারা আমীনের দ্বারা ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ঐ আমীনেরা মোকদ্দমা দুস্টে ফরিযাদী কি আসামীর খরচে নিযুক্ত হইবেক এবং তাহারদের করণ্য যে মোকদ্দমার সমস্ত বিষয এবং ফরিযাদী আসামীর ইচ্ছা বুঝিযা যেমত উচিত বোধ হয সেইমতে হয মহাজনের ঘরে কি আদালতে ঐ হিসাবের বহীর তহকীক করিবেক। এবং এদেশীয যে বিচারকেরা পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রাযে আমেসর অর্থাৎ সহকারী নিযুক্ত করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন তাঁহারা শেষোক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন।—১৮৪০ সালের ৪ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৪৯ ধারা।

সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের দাওয়ার মোকদ্দমা শরার এবং শাস্ত্রের মতে মুনসেফেরদের নিষ্পত্তি করণ।

৮৫০। অধিকার ভূমির কর্ত্তার অনুরূপ হওনের ও উত্তরাধিকারিত্বের দাওয়ার মোকদ্দমাতে মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে মুসলমানের মোকদ্দমা শরার মতে ও হিন্দুর মোকদ্দমা শাস্ত্রের মতে নিষ্পত্তি করে আর ঐ২ প্রকার মোকদ্দমায় সন্দেহ হইলে মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে শরা কি শাস্ত্রের মত মৌলবী কিম্বা পণ্ডিতের স্থানে জিজ্ঞাসা করে ও তাহার জওয়াব পাইবার কারণ মোকদ্দমার বেওরা চুম্বকে লিখিয়া আদালতের মৌলবী কি পণ্ডিতের নিকটে পাঠাইযা দেয় কিন্তু মুনসেফদিগের ঐ জিজ্ঞাসা করাতে জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইলে শরা ও শাস্ত্রের উক্তমত পুনরায যে কিছু তাঁহার জিজ্ঞাসা করণের আবশ্যক হয় তাহা জিজ্ঞাসিবার বারণ নাহি। যে সকল মোকদ্দমাতে আসামী ও ফরিয়াদী ভিন্ন২ মতাবলম্বী হয় ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি আসামীর ধর্ম্মানুসারে হইবেক কিন্তু যে সকল মোকদ্দমাতে আসামী মুসলমান কিম্বা হিন্দু হয় কেবল সে সকল মোকদ্দমার উপর ঐ হুকুম খাটিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

৮৫১। যে সকল মোকদ্দমায় উপরের লিখিত হুকুম না খাটে মুনসেফেরা সেই সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ন্যায় ও যাথার্থ্য ও ধর্ম্মানুসারে করিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।

৮৫২। স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের দাওয়ার বিষয়ে উপরের লিখিত প্রকরণে যে বিধান আছে তাহা কেবল মুনসেফেরদের উপদেশের নিমিত্তে হইয়াছে এবং ঐ বিধানের কেবল সেই অভিপ্রায়।—১৮৩২ সালের ২০ জুলাইর ৭০৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ি আইন পরে যে প্রকারে মতান্তর হইয়াছে তাহা ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৯ ধারাতে আছে।

৮৫৩। জমীদারী ও তালুক ও ভূমি ও বাটী কিম্বা অন্য স্থাবর বস্তুর কর্ত্তার অনুরূপ হওনের ও উত্তরাধিকারিত্বের দাওয়ার মোকদ্দমার বিষয়ি ইশ্তিহারনামা মুনসেফেরা আপনারদিগের কাছারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে এবং যে গ্রামে ঐ২ বস্তু থাকে সেই গ্রামে কি তাহার নিকটবর্ত্তি স্থানে এক মিয়াদ নিরূপণ করিয়া এই মজমুনে লট্কাইয়া দিবেক যে যে সকল লোক ঐ নালিশী বস্তুর উপর দাওয়া রাখে তাহারা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করে আর যদি দাওয়াদার এক জনের অধিক হয় আর শরা কি শাস্ত্রমতে আপন২ ধর্ম্মানুসারে ঐ বস্তুর কোন অংশ পাইতে যোগ্য হয় তবে এরূপ মোকদ্দমার ডিক্রী মুনসেফেরা না করে কিন্তু ডিক্রীক্রমে ঐ ধনের স্বকীয়২ অংশ পাইবার যোগ্য সকল দাওয়াদারেরা হইলে ডিক্রী করিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ৬ ধা। ৪ প্র।

৮৫৪। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার ৪ প্রকরণে যে ইশ্তিহারনামার বিষয়ে হুকুম আছে তাহা আসামীকে রীতিমতে এত্তেলা দেওনের পূর্ব্বে জারী করিতে হয়। ঐ ইশ্তিহারনামাক্রমে যে দাওয়াদারেরা উপস্থিত হয় তাহারা খরচার অংশ দিবার যোগ্য হইবেক।—১৮৪১ সালের ৩০ জুলাইর ১২৯৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮৫৫। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার ৪ প্রকরণের বিধানানুসারে মুনসেফের যে বিচার করিতে হয় তাহা কেবল দাবীহওয়া সম্পত্তিতে দাওয়াদারের স্বত্বের বিষয়ের হইবেক এবং মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির বিষয়ের বিচার করিবেন না।—১৮৪১ সালের ১৮ জুনের ১৩০০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮৫৬। সদর আদালত বোধ করেন যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে ইশ্তাহারনামাক্রমে যে সম্পত্তির নালিশ হয় তাহার কোন অংশের বিষয়ের দরখাস্ত হইলে সেই "দরখাস্ত আদালতে উপস্থিতহওয়া" বিষয়সম্পর্কীয় দরখাস্তের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক। ১৮১৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৭ প্রকরণে মুনসেফেরদের বিষয়ে কিছু লেখা নাই এই দৃষ্টে এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণের বিধি দৃষ্টে মুনসেফের আদালতে উক্ত প্রকার যে সকল দরখাস্ত হয় তাহা সাদা কাগজে লিখিতে হইবেক।—১৮৩২ সালের ২০ জুলাইর ৭০৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫০ ধারা।

মুনসেফেরদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার।—যথার্থ বিচারের বাধকতা করণ।—পরওয়ানা না মানন। জরীমানা।

৮৫৭। যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে যথার্থ বিচারের যে বাধা হয় তাহা নিবারণের প্রচুর বিধান নাহি অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জিলা বা শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীনে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে অথবা কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোন উপরিস্থ বা নীচস্থ আদালতের সম্মুখে যে সকল ব্যক্তি ভয় দর্শাওনের অঙ্গভঙ্গীর কিম্বা কথার দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে যথার্থ বিচারের বাধা জন্মায় সেই সকল ব্যক্তি সামান্যতঃ কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের অধীন হউক কি না হউক যে কার্য্যকারকের বিচারের বাধা জন্মায় তাঁহার দ্বারা তাহারা ২০০৲ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক কিম্বা ঐ জরীমানা না দেওয়া গেলে এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক। কিন্তু এইমত গতিকে যে কার্য্যকারক জরীমানা করেন তাঁহার নিষ্পত্তির উপর অন্য২ মোকদ্দমাতে যে কোন দেওয়ানী অথবা ফৌজদারীর কার্য্যকারক আপীল শুনিতে আইনমতে নিযুক্ত হন্ তাঁহার নিকটে এক মাসের মধ্যে ঐ দণ্ডের হুকুমের উপর আপীল হইতে পারে। এবং উপরের উক্ত যে কোন গতিকে এই আইনের পূর্ব্বে নালিশ হইতে পারিত সেই২ গতিকে যে আদালতে অপরাধ হইয়াছিল সেই আদালতে অপরাধির বিরুদ্ধে কোন কার্য্য না হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের অধীন কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের নিমিত্তে এই আইনের কোন বিধি থাকিতেও ঐ সুপ্রিম কোর্টে নালিশ হইতে পারে কিন্তু অন্য গতিকে হইতে পারে না ইতি।—১৮৪১ সা। ৩০ আ। ১ ধা।

৮৫৮। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪২ ধারা এবং ৭৪ ধারার নিয়মান্তরের কথা এবং ১৮২৫ সালের ১২ আইনের ৫ ধারার ২। ৩ প্রকরণ এবং ৬ ধারা রদ হইল ইতি। ১৮৪১ সা। ৩০ আ। ৩ ধা।

৮৫৯। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের যে২ ভাগে সদর আমীন ও মুনসেফদিগের প্রতি আসামীর স্থানে জামিন চাহিবার অথবা তাহারদের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমাতে আসামীর মুক্তি ক্রোক করণের অথবা জিলার জজ সাহেবের অনুমতিবিনা তাহারদের হুকুমকরা জরীমানা উসুল করণের নিষেধ আছে সেই২ ভাগ রদ হইল ইতি। ১৮৪৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা।

৮৬০। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমায় তাঁহারা আসামীর স্থানে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ এবং ৫ ধারার বিধির অনুসারে জামিন চাহিতে পারেন এবং জিলার জজ সাহেবের অনুমতি না লইয়া আপনারদের হুকুমকরা জরীমানা উসুল করিতে পারেন কিন্তু এই ধারার অনুসারে সদর আমীন ও মুনসেফেরা যে সকল হুকুম করেন তাহার উপর আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারে ইতি। ১৮৪৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা।

৮৬১। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪২ ধারা এবং ঐ আইনের যে ৭৪ ধারা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণের প্রথম ভাগের দ্বারা প্রধান সদর আমীনের বিষয়ে খাটিবার হুকুম হইয়াছিল সেই দুই ধারা রদ হওনাতে বৈঠকের সময়ে আদালতের অসম্ভ্রম করণের বিষয়ে মুনসেফেরা যে জরীমানা করেন তাহা জজ সাহেবের নিকটে পূর্ব্বে রিপোর্ট না করিয়া উসুল করিতে তাঁহারদের প্রতি যে নিষেধ ছিল তাহা রহিত হইল এবং সাধারণ আইনানুসারে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরা যে জরীমানা করেন তাহা তাঁহারা আপনং ক্ষমতাক্রমে উসুল করিতে পারেন। এক্ষণে দেশীয় বিচারকেরদের আদালতের অবজ্ঞার দণ্ড করণের বিষয়ে ১৮৪১ সালের ৩০ আইনভিন্ন আর কোন আইন চলন নাই অতএব ১৮৪১ সালের ৩০ আইনের ৩ ধারার যে ফল হইতেছে তাহাতে নানা জিলার দেওয়ানী আদালতের কার্য্যকারকেরদিগকে মনোযোগ করিতে হুকুম হইল।—১৮৪২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৮৬২। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৮ ধারার ১ প্রকরণের বিধির অনুসারে ইষ্টাম্পের আইনের ব্যতিক্রম করণের বিষয়ে এদেশীয় বিচারকের। যে জরীমানা করেন তাহা তাঁহারা জজ সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনারদের ক্ষমতাক্রমে উসুল করিতে পারেন কিন্তু তাহার উপর রীতিমত আপীল হইতে পারে।—১৮৩৯ সালের ৭ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

৫১ পারা।

মুনসেফেরদের ডিক্রী ও হুকুম।

৮৬৩। মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের রুবকার করা মোকদ্দমা ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ের সওয়াল ও জওয়াব ও সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী শুনিয়া ও দস্তাবেজ দেখিয়া ও বিবেচনা করিয়া ন্যায় ও বিচারানুসারে নিষ্পত্তি ও সমাধা করে ইতি। ১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৩৯ ধা।

৮৬৪। মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের আদালতের প্রত্যেক ডিক্রীতে উভয় বিবাদির অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামীর নাম ও তাহারদিগের আদালতে যে সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লওয়া গিয়া থাকে তাহারদিগের নাম এবং মোকদ্দমার তজবীজের সময়ে যে সকল দস্তাবেজ পড়া গিয়া থাকে তাহার নাম ও ফরিয়াদী ও আসামীর সওয়াল ও জওয়াবের বিশেষং বৃত্তান্তের খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক ও আপনারদিগের নিষ্পত্তির আসলং হেতু ও প্রমাণের বয়ান ও বিবরণ লিখে এবং সেই ডিক্রীতে যে নগদ টাকা অথবা অস্থাবর বস্তুর মূল্যের ডিক্রী কোন ব্যক্তির হকে হয় তাহার সংখ্যা এবং আদালতের যে খরচা ফরিয়াদী ও আসামীর শিরে দেনা হয় তাহার সংখ্যা লিখে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪০ ধা।

৮৬৫। এবং যেহেতুক যে ভাষা লইয়া ব্যবহার করিতে হইবেক সেই ভাষার বিষয়ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে উপরিস্থ আদালতের উপদেশের নিমিত্তে এই আইনের পূর্ব্বোক্ত ধারায় যে সকল নিয়ম আছে সেইং নিয়মানুসারে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন এবং মুনসেফেরদের কার্য্য করা উচিত বোধ হইল। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে সকল রাজধানীর অধীন দেশে যেং বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহা এবং সেইং বি-

যয়ের নিষ্পত্তি এবং সেই২ নিষ্পত্তির হেতু প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন কি মুনসেফের করা সকল ডিক্রীর যে ভাগে লেখা যায় সেই ভাগ ঐ প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফ প্রথমে স্বকীয় ভাষাতে লিখিবেন এবং ঐ প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন কি মুনসেফেরা সেই নিষ্পত্তি করণের সময়ে তাহাতে দস্তখত করিবেন এবং ডিক্রীসম্বন্ধীয় মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের চলন ভাষা যদি ঐ প্রধান সদর আমীনপ্রভৃতির স্বকীয় ভাষা না হয় তবে ঐ ডিক্রী সেই আদালতের চলন ভাষায় তরজমা করিতে হইবেক এবং সেই তরজমা ঐ ডিক্রীর অন্তর্গত করা যাইবেক ইতি।—১৮৪৩ সা। ১২ আ। ৩ ধা।

৮৬৬। মুনসেফেরা ১৮৪৪ সালের ১৬ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের [১৯০ পৃষ্ঠার ৬৩৬। ৬৩৭। ৬৩৮। ৬৩৯ নম্বর] ও ১৮৪৫ সালের ২৮ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের [৬৪০। ৬৪১ নম্বর] বিধিমতে কার্য্য করিবেন।

৮৬৭। যে মোকদ্দমাতে মুনসেফ ফরিয়াদীর দাওয়া কেবল আসামীকে দুঃখ ও ক্লেশ দিবার নিমিত্তে বুঝে তাহাতে যে আন্দাজ খরচা ও দণ্ড উচিত হয় তাহাই ফরিয়াদীর উপর মোকরর করিয়া তাহারো প্রসঙ্গ উপরের লিখিতমতে ফয়সলাতে লিখিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪০ ধা।

৮৬৮। দুঃখ ও ক্লেশ দিবার নিমিত্তে যে মোকদ্দমা করা যায় তাহার নিমিত্তে জরীমানা করণের হুকুম ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪০ ধারাতে নাই। জরীমানা কেবল সরকারের নিমিত্তে উসুল হয় কিন্তু যদি ক্ষতির টাকা পূরণ করিবার হুকুম হয় তবে যে ব্যক্তি তাহা পাইবার যোগ্য ডিক্রীতে লেখা যায় সেই ব্যক্তি সেই ক্ষতিপূরণের টাকা পাইবেক। এইমত হইলে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার হুকুম ডিক্রীর মধ্যে লিখিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তি সেই ডিক্রীতে নারাজ হয় সে যদি তাহার আপীল না করে তবে আদালতের অন্যান্য ডিক্রীর মত জজ সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই ডিক্রী জারী হইবেক।—১৮৩৫ সালের ১৭ জুলাইর ২১৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮৬৯। উপরের লিখিত প্রকারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর মুনসেফেরদিগের কর্ত্তব্য যে ডিক্রীর দুই নকল লেখাইয়া তাহাতে আপনারদিগের মোহর ও দস্তখত করিয়া মোকদ্দমা ফয়সলা অর্থাৎ নিষ্পত্তি হওনের তারিখহইতে সাত দিবসের মধ্যে আপনারদিগের আদালতের কাছারীতে উভয় বিবাদী অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামীকে কিম্বা তাহারদিগের উকীলদিগকে দেয় এবং কর্ত্তব্য যে ডিক্রীর সেই নকলের পিঠে তাহা দেওয়া যাওনের তারিখ লিখিয়া দেয় আর যদি ফরিয়াদী আসামী উভয়ে কিম্বা তাহারদিগের এক জন তাহা লইবার নিমিত্তে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া তাহা লইতে না চাহে তবে তাহার বৃত্তান্ত সেই ডিক্রীর নকলের পিঠে লিখিয়া রাখিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪১ ধা। ১ প্র।

৮৭০। জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব ও রেজিষ্টর সাহেবদিগের প্রতি হুকুম হইয়াছে যে তাঁহারা যে২ ডিক্রীর নকল দিবেন দেওনের তারিখ সে নকলের পৃষ্ঠে লিখিয়া দেন আর সে তারিখ কুরকারীর মধ্যেও লিখেন এক্ষণে কমিস্যনর লোকদিগের (অর্থাৎ মুনসেফেরদের) প্রতি হুকুম হইল যে এতদনুসারে তাহারা যত ডিক্রীর নকল দিবেক তাহার পৃষ্ঠে দেওনের তারিখ লিখিয়া দেয় এবং কুরকারীতেও লিখে কেননা দেওনের তারিখে কখন কিছু সন্দেহ না হয় অতএব জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপন২ অধিকারের সমস্ত কমিস্যনর লোকদিগকে এই মতমন সুন্দররূপে বুঝান যে এতদনুসারে কর্ম্ম করে ইতি।—১৮০৫ সা।২ আ। ৮ ধা।

৮৭১। আলাহাবাদের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে মুহফরক্কা বিষয়ে মুনসেফেরদের হুকুমের উপর আপীল করণের মিয়াদ আপীলহওয়া হুকুমের তারিখঅবধি গণ্য করিতে হইবেক কিন্তু হুকুমের নকলের দরখাস্ত করিলে পর তাহা প্রস্তুত করিতে যত কাল লাগে তাহা ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক না। মুনসেফের ঐ হুকুমের নকল শাদা কাগজে দিতে হইবেক। নকল পাইবার দরখাস্তের তারিখ এবং তাহা দিবার নিমিত্তে প্রস্তুত হওনের তারিখ ঐ হুকুমের নকলে মুনসেফেরদের সর্ব্বদাই টুকিয়া রাখিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ৮ আপ্রিলের ১৩২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮৭২। ইহার পূর্ব্বে মুনসেফেরদের প্রতি যেরূপ হুকুম ছিল সেইরূপ এক্ষণেও তাঁহারা যে ডিক্রী বা চূড়ান্ত হুকুম করেন তাহার এক নকল ডিক্রীর পর এক সপ্তাহের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া বাদি বা প্রতিবাদিকে দিতে প্রস্তাব করিবেন এবং ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারানুসারে যে মোকদ্দমা সদর আমীন এবং প্রধান সদর আমীনের নিকটে সমর্পণ হয় তাহার ডিক্রী প্রস্তুত করণের বিষয়েও উক্ত বিধি খাটিবেক। অন্য২ মোকদ্দমাতেও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের প্রতি হুকুম

আছে যে তাঁহারা প্রত্যেক ডিক্রী এবং চূড়ান্ত হুকুম ঐ অষ্টাহের মধ্যে প্রস্তুত করেন।—১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ৭ দফা।

৮৭৩। যদি প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে ইহা প্রমাণ হয় যে কোন মুনসেফ তারিখ লিখিতে ও যে২ কথা লিখিবার অর্থে উপরের প্রকরণেতে লেখা গিয়াছে তাহা লিখিতে জানিয়া শুনিয়া একে আর লিখিয়াছে কিম্বা আপীল না হইতে পায় এই মনস্থে ফরিয়াদী ও আসামীর মধ্যে কোন ব্যক্তিকে ডিক্রীর নকল দেয় নাই তবে ঐ মুনসেফ তগীর হওনের ও ঐ সাহেবদিগের বিবেচনায় যত টাকা জরীমানা উপযুক্ত বোধ হয় তত টাকা জরীমানা সরকারে দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪১ ধা। ২ প্র।

৮৭৪। মুনসেফেরদের কাছারীতে যে সকল মোকদ্দমার তজবীজ হয় তদ্বিষয়ের জওয়াব ও রদ্দজওয়াব ও জওয়াবলজওয়াব এবং দস্তাবেজ দাখিল করিবার নিমিত্তে ও সাক্ষির তলব করিতে উভয় পক্ষের দেওয়া দরখাস্ত এবং ডিক্রীর নকল ইষ্টাম্প কাগজে লেখার আবশ্যক নাহি ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

৮৭৫। সদর আদালতের সাহেবেরা এই সুযোগে প্রকাশ করিতেছেন যে যে ডিক্রী ও হুকুমের উপর আপীল হয় তাহার নকলের পৃষ্ঠে আবশ্যক বেওরা না লেখা যাওনাতে আপেলান্ট সেই ডিক্রী বা হুকুম নকল করিবার নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প কাগজ দিয়াছিল তাহা কোন অধস্থ আদালতের সিরিশ্তায় থাকনপ্রযুক্ত ঐ আপেলান্ট আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদের অধিক ঠিক কত দিন দাওয়া করিতে পারে এই বিষয় নিশ্চয় করা যাইতে পারে না এবং কিছু বিলম্ব হইলে সেই বিলম্ব হওনের দোষ আপীল করণের অনুমতি প্রার্থনাকারির উপর যথার্থরূপে অর্শিতে পারে কি না ইহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য এইহেতুক আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিয়াছেন যে উত্তর কালে তোমরা যে কোন ডিক্রী কি হুকুম দিবা তাহার পৃষ্ঠে নীচের লিখিত বিশেষ বেওরা লেখাইবা এবং তোমার এলাকার মধ্যে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরদিগকে সেইমত কার্য্য করিতে শক্ত হুকুম দিবা।

যে স্থলে পাপর ফরিয়াদী বা আসামী হয় অথবা ডিক্রী মুনসেফের আদালতে হইয়া থাকে সেই স্থলে ইহা লিখিতে হইবেক। অমুক সালের অমুক তারিখে পাপর কি অন্য ব্যক্তি উপযুক্ত এত্তেলা পাইলে পর স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির না হওয়াতে ঐ নকল বিকার্ড দপ্তরে রাখা গেল।—১৮৪০ সালের ৮ মের সরকুলর অর্ডর।

[ডিক্রী যে প্রকারে প্রস্তুত করিতে হইবেক তদ্বিষয়ে ১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর দেখ। ২৯২ পৃষ্ঠা।]

৫২ ধারা।

মুনসেফেরদের আদালতে রাজীনামা।

৮৭৬। জানান যাইতেছে যে মুনসেফের আদালতে রাজীনামা হইয়া যে মোকদ্দমার রফা হয় তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারার ২। ৩ প্রকরণের হুকুম খাটিবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

৮৭৭। ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের মে মাসের ১ তারিখের পরে প্রথমতঃ কি আপীলরূপে উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমা সদর আমীনদিগের নিকটে সোপর্দ্দ হইয়া রাজীনামার দ্বারা তাহার রফা হয় তাহার সওয়াল ও জওয়াব দাখিল হওনের ও পড়া যাওনের পূর্ব্বে যদি রাজীনামা দাখিল হয় তবে ঐ মোকদ্দমা প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতকরণের সময়ে নালিশী আরজীর নিমিত্তে দাখিলকরা ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য সমুদয় তাহা দাখিলকরণিয়াকে কি আইনানুসারে তাহার স্থলাভিষিক্তহওয়া জনকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও যদি সওয়াল ও জওয়াব দাখিল হওনের ও পড়া যাওনের পরে রাজীনামা দাখিল হয় তবে ঐ দাখিলহওয়া ইষ্টাম্পের মূল্যের অর্দ্ধেক ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১৩ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৮৭৮। সদর আমীনেরা যে২ জজ এবং রেজিষ্টর সাহেবের আদালতের তাবে নিযুক্ত থাকে সেই২ জজ কি রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে উপরের প্রকরণের অনুসারে ইষ্টাম্পের মূল্য ফিরিয়া পাওনের যোগ্য লোকেরা তাহা যত ফিরিয়া পাইতে পারে তাহার ফর্দ্দ মাসং দাখিল করিবেক এবং জজ সাহেবেরা ঐ ফর্দ্দের লিখিত টাকা বিবেচনাপূর্ব্বক যথার্থ জানিলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২৫ ধারানুসারে যে২ লোক তাহা

পাইবার যোগ্য হয় তাহারদিগকে ঐ টাকা ফিরিয়া দেওনের নিমিত্তে যাহা আবশ্যক হয় তাহা করিবেন ইতি। —১৮২৪ সা। ১৩ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

৮৭৯। গত ২৭ অক্টোবর তারিখে সদর আদালত যে সরক্যুলর অর্ডর পাঠান্ তাহার রিটর্ণের দ্বারা সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে এই দেশের কএক মুনসেফেরদের সম্মুখে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার রাজীনামা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত না হওয়াতে তাঁহারা তাহা গ্রাহ্য করেন নাই অতএব সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ১০ প্রকরণে হুকুম আছে যে রাজীনামা যে আদালতে দাখিল হয় সেই আদালতে সওয়াল জওয়াব যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম আছে সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ রাজীনামা লিখিতে হইবেক এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণে হুকুম আছে যে মুনসেফের আদালতের সওয়ালজওয়াব ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই অতএব উক্ত প্রকার রাজীনামার বিষয়ে মুনসেফেরা যে ব্যবহার করিতেছেন তাহা বেআইন এবং যে কোন মুনসেফের আদালতে তাহা হইয়া আসিতেছে সেই প্রত্যেক আদালতে তাহা নিবারণ করিতে হইবেক। মুনসেফেরদের আদালতে ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে রাজীনামা দাখিল হইলেও সেই বিধান চলিবেক অর্থাৎ সেই রাজীনামা শাদা কাগজে লেখা যাইবেক।—১৮৩৮ সালের ২০ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৮৮০। গত ১০ মের অর্থাৎ পশ্চাৎ লিখিত ৮৮২ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের উপলক্ষে সদর আদালতের আজ্ঞাক্রমে গত ২৮ জুনের পূরণিয়া জিলার জজ সাহেবের পশ্চাৎ লিখিত পত্রের নকল তোমার নিকটে পাঠাইতেছি তদ্বিষয়ে সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে তোমার জিলাতে অথবা তাহার কোন বিশেষ পরগনায় যদি তহসীলদার না থাকে তবে রাজীনামার দ্বারা রুফাহওয়া মোকদ্দমায় ফরিয়াদী ইষ্টাম্পের যে মূল্য ফিরিয়া পাইতে পারে তাহা তাহারদিগকে ফিরিয়া দেওনের বিষয়ে ঐ পত্রের ৪ দফাতে যে উপায় লেখা আছে তদনুসারে কার্য্য করিবা।—১৮৩৩ সালের ৯ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৮৮১। পূরণিয়ার জজ সাহেবের পত্র এই। আমার পরামর্শ এই যে রাজীনামার দ্বারা কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে নালিশের আরজীর ইষ্টাম্পের মূল্য যদি ফরিয়াদী ফিরিয়া পাইতে চাহে তবে তাহার উচিত সে শাদা কাগজে তাহার বিষয়ে মুনসেফের নিকটে এক দরখাস্ত করে এবং মুনসেফ সেই দরখাস্তের পৃষ্ঠে মোকদ্দমার নম্বর ও নিষ্পত্তির তারিখ লিখিয়া জজ সাহেবের নিকটে তাহা পাঠাইবেন এবং তিনি নথীর সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া দরখাস্ত রীতিমত হইয়াছে নিশ্চয় জানিলে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলে যে সর্টিফিকট দিতে হুকুম আছে সেই সর্টিফিকট দিবেন এবং যে ইষ্টাম্প কাগজে নালিশের আরজী লেখা ছিল তাহা ঐ সর্টিফিকটসমেত কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন যেহেতুক মুনসেফের আদালতে মাসের মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় তাহার নথী প্রতিমাসের শেষে জজ সাহেবের কাছারীতে পাঠান গিয়া থাকে। পরে কালেক্টর সা হব ঐ ইষ্টাম্প কাগজ প্রকৃত কি না ইহা নিশ্চয় করিয়া ঐ আরজী এবং যে টাকা ফিরিয়া দিতে হইবেক সেই টাকা জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। তৎপরে নালিশের আরজী পুনর্বার নথীর শামিল রাখিতে হইবেক এবং টাকা মুনসেফের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং মুনসেফ যাহার হক তাহাকে ঐ টাকা দিয়া তাহার স্থানে রসীদ লইয়া জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।—১৮৩৩ সালের ৯ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৮৮২। রাজীনামার দ্বারা রফাহওয়া মোকদ্দমায় মুনসেফ অথবা সদর আমীন উপস্থিত রসুম অর্থাৎ ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া দিতে হুকুম করিলে তাঁহার উচিত যে যে ইষ্টাম্প কাগজে নালিশের আরজী লেখা গিয়াছিল তাহা ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের নিরূপিত সর্টিফিকটসমেত কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। কালেক্টর সাহেব তাহা পাইয়া ঐ ইষ্টাম্প কাগজের তজবীজ হওনের নিমিত্তে তাহা ইষ্টাম্পের দফ্তরে পাঠাইবেন। পরে তজবীজ হইয়া তথাহইতে ফিরিয়া আইলে কালেক্টর সাহেব তাহা মুনসেফের নিকটে অথবা অন্য যে কোন বিচারক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন এবং যে ব্যক্তির ঐ টাকা পাওনা হয় তাহাকে ঐ টাকা দিতে সে তহসীলদারের কাছারী মুনসেফ অথবা মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকারি অন্য বিচারকের কাছারীর নিকটে থাকে তাহার উপর হুকুম পাঠাইবেন এবং যদি সেই অঞ্চলে কোন তহসীলদার না থাকে তবে জিলার খাজাঞ্চীর উপর সেইমত হুকুম দিবেন। পরে মুনসেফ অথবা অন্য বিচারক সেই ব্যক্তিকে কালেক্টর সাহেবের সেই হুকুমনামা দিয়া তহসীলদার অথবা খাজাঞ্চীর নিকটে ঐ টাকার বিষয়ে দরখাস্ত করিতে হুকুম করিবেন। এবং ঐ তহসীলদার বা খাজাঞ্চী ঐ টাকা দিবার বিষয়ে ঐ হুকুমনামার দ্বারা ক্ষমতা পাইয়াছেন জ্ঞান করিয়া তাহা অতিযত্ন করিয়া আপনার দফ্তরে রাখিবেন।—১৮৩৩ সালের ১০ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৮৮৩। জিলার সদর মোকামছাড়া অন্য মোকামে নিযুক্ত সদর আমীন ও মুনসেফেরদের আদালতে রাজীনামার দ্বারা মোকদ্দমার রফা হইলে ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া দেওনের বিষয়ে ১৮৩৩ সালের ২৫ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরে* কতক

* উপরের লিখিত ১৮৩৩ সালের ১০ মের ও ৯ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর দেখ।

বিধি ছিল। ঐ সরক্যুলর অর্ডরের অনুক্রমে এক্ষণে গত ৩০ সেপ্টম্বরের রেবিনিউ ও জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টর একটিং আকৌণ্টেণ্ট সাহেব যে পত্র গবর্ণমেণ্টের নিকটে লিখিলেন তাহার নীচের লিখিত চুম্বক তোমার নিকটে পাঠাইতেছি। ঐ সাহেবের পরামর্শানুসারে তোমরা কার্য্য করিবা। ঐ আকৌণ্টেণ্ট সাহেবের পরামর্শ এই। রাজীনামার দ্বারা রুক্ষা-হওয়া মোকদ্দমার ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া দেওনের বিষয়ে পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালত যে রীতি করিয়াছেন তাহা অতিউত্তম। তথাপি আমি এই পরামর্শ দিতেছি যে মুনসেফ ও সদর আমীনেরদের প্রতি এই হুকুম হয় যে তাঁহারা ফেরৎ টাকা যে ব্যক্তি পাইবেক তাহাকে দস্তখৎহওয়া সর্টিফিকট এবং কালেক্টর সাহেবের টাকা ফিরিয়া দেওনের হুকুম দেন এবং ঐ ব্যক্তি সেই দুই কাগজ তহসীলদারকে দিবেক তাহাতে ঐ তহসীলদার সেই কাগজপত্র কালেক্টর সাহেবের দপ্তরখানায় পাঠাইতে পারিবেন এবং কালেক্টরী হিসাবে ইষ্টাম্পের মাসুলের বাবতের যে খরচা লেখা যায় তাহার প্রমাণ-স্বরূপ ঐ কাগজপত্র এই আকৌণ্টেণ্টের দপ্তরে কালেক্টর সাহেব পাঠাইতে পারিবেন।—১৮৩৪ সালের ১৪ নবেম্বরের সর-ক্যুলর অর্ডর।

৫৩ ধারা।

সদর আমীনেরদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার।—সাধারণ বিধান।

৮৮৪। জানান যাইতেছে যে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার লিখিত B তফসীলের ৮ নম্বরের লেখা হুকুমমত হিসাব করিয়া ১০০০৲ এক হাজার টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যা কি মূল্যের নগদ কি অস্থাবর বস্তুর কিম্বা ভূমি কিম্বা অন্য কোন স্থাবর বস্তুর স্বত্বাধিকার ও ভোগদখলের দাওয়ার যে২ মোকদ্দমা আপন আদালতে প্রথমত উপস্থিত হইয়া থাকে কিম্বা উত্তর কালে হইবেক ঐ২ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে আপনার এলাকার অধীন কোন সদর আমীনকে সোপর্দ্দ করেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে২ মোকদ্দমাতে সদর আমীন আপনি কিম্বা তাহার কুটুম্ব কিম্বা আশ্রিত ব্যক্তিরা কিম্বা তাহার আদালতের উকীল কিম্বা আমলারা কিম্বা কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা কিম্বা ইউরোপীয় কোন ভিন্ন দেশীয় অথবা কোন আমেরিকা দেশীয় আসামী কিম্বা ফরিয়াদী হন সেই সকল মো-কদ্দমা বিচার করিবার নিমিত্তে সদর আমীনের সমীপে সোপর্দ্দ করা যাইবেক না ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।

৮৮৫। প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমা উপরের লিখিত প্রকরণানুসারে সদর আমীনের নি-কটে সোপর্দ্দ করা যাইবেক তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের হুকুমানুসারে হই-বেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৫ ধা। ৩ প্র।

৮৮৬। সদর আমীনদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল বিষয়েতে বিশেষরূপে কোন হুকুম লেখা না গিয়া থাকে সে সকল বিষয়েতে জিলা ও শহরের আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করণের সম্পর্কীয় আইনসকলেতে যে২ দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া লেখা আছে সেই২ দাঁড়া কার্য্যোপদেশ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে আপনারদিগেরে অর্পণহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৭৪ ধা।

৮৮৭। সদর আমীনদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা তাহারদিগের প্রতি অর্পণ হইয়াছে তাহা আপন আদালতের কাছারীতে নিজে বিচার ও নিষ্পত্তি করে ও তাহাতে আপনারদিগের আমলা কি চাকর কি সম্পর্কীয় লোকদিগের মধ্যে কোন জন অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে হাত দিতে না দেয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৭১ ধা।

৮৮৮। এই আইনের ১৮ ও ২৩ ধারা ও ২৫ ধারার ৪ প্রকরণ ও ২৬ ও ৩৩ ও ৩৪ ও ৩৫ ও ৩৬ ও ৩৭ ও ৩৮ ও ৩৯ ও ৪০ ও ৪১ ও ৪৩ ও ৪৪ ও ৪৬ ও ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ধারার লিখিত যে২ হুকুম মুনসেফদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখে সেই২ হুকুম সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দ-হওয়া মোকদ্দমাতেও সম্পর্ক রাখিবেক এবং সদর আমীনদিগের কর্ত্তব্য যে অধিকারভূমির কর্ত্তার অনুরূপ হও-নের কি উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ের বিশেষ যে সকল হুকুম এই আইনের ৫৭ ও ৫৮ ও ৫৯ ধারাতে লেখা আছে তাহার মতে সাবধানে কর্ম্ম করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৭৩ ধা।

৮৮৯। জিলা গাজীপুরের জজ সাহেব সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে গবর্ণমেণ্ট অথবা তাঁহারদের কর্ম্মকারক

যে মোকদ্দমায় বাদী বা প্রতিবাদী হন সেই মোকদ্দমা ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের বিধির অনুসারে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের এমত অভিপ্রায় ছিল না যে সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরা সেইপ্রকার মোকদ্দমা না শুনেন্ অতএব যেং মোকদ্দমা তাঁহারা আইনমতে বিচার করিতে পারেন্ তাহা জজ সাহেব যেরূপে তাঁহারদের নিকটে অর্পণ করিতে পারেন সেইরূপে আপনার বিবেচনামতে এই প্রকার মোকদ্দমাও অর্পণ করিতে পারিবেন।—১৮৩৭ সালের ১০ নবেম্বরের ১১১২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮৯০। যে মোকদ্দমার উভয় বিবাদী মুসলমান হয় এমত মোকদ্দমা সদর আমীন মুসলমানের শরামতে বিচার করিবেন ও আবশ্যক হইলে মৌলবীর স্থানে ফতওয়া লইবেন।—১৮২৬ সালের ৩০ জুনের ৪২৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

সদর আমীনেরদের প্রতি হুকুম আছে যে তাঁহারা ১৮৪৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের বিধিমতে অবিকলরূপে কার্য্য করেন। (২৫৩ পৃষ্ঠার ৩৮১। ৩৯০। ৩৯১। ৩৯২ নম্বর দেখ।)

সদর আমীনেরদের প্রতি মোকদ্দমা অর্পণ করণের বিষয়ি আর কএক বিধি ১৮৪৪ সালের ৯ আইনে লিখিত আছে। (৭৫ পৃষ্ঠার ৪৯১। ৪৯২। ৪৯৩ নম্বর দেখ।)

১৮৪৪ সালের ১৮ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের বিধি সদর আমীনেরদের প্রতি খাটে। (২১৫ পৃষ্ঠার ১৭৩। ১৭৪ নম্বর দেখ।)

মোকদ্দমায় কসুর করণের বিষয়ি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১। ২। ৩ ধারা (১৪৮ পৃষ্ঠার ৩৬৫। ৩৬৬। ৩৬৭ নম্বরের বিধি) ও ১৮৪৫ সালের ৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১। ২। ৩ দফা (২৪৯ পৃষ্ঠার ৩৭০। ৩৭১। ৩৭২ নম্বরের বিধি) সদর আমীনেরদের প্রতি খাটে।

মাসের মধ্যে সদর আমীনের যত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে হইবেক তাহার বিষয়ে এই অধ্যায়ের ৭৭১ নম্বরের বিধি দেখ।

নালিশ ও ইষ্টাম্প।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৮ ধারা (এই অধ্যায়ের ৭৯১ নম্বরের বিধান) সদর আমীনেরদের প্রতিও খাটে।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৭৩ ধা।

নালিশের দরখাস্ত যে মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৮৬ পৃষ্ঠায় লেখা আছে।

৮৯১। ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণানুসারে যদি মোকদ্দমা ননসুট হয় এবং যদি করিয়াদী এমত প্রমাণ দিতে পারে যে সেই ব্যক্তি সম্পত্তির যে মুল্য ধরিয়াছিল তাহা কম নহে অতএব সদর আমীন বা প্রধান সদর আমীন যে হুকুম করিলেন তাহা অসঙ্গত তবে ঐ ননসুট মোকদ্দমার সরাসরী আপীল হইতে পারে।—১৮৩৪ সালের ২৪ অক্টোবরের ৮৭২ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

[যে প্রার্থনাপত্র অথবা দরখাস্তইত্যাদি সদর আমীনের নিকটে করা যায় তাহার ইষ্টাম্পের মাসুলের বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৮৪ পৃষ্ঠায় দেখ।]

৮৯২। যে সন্দেহ আছে বোধ হয় তাহা ভঞ্জনের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের অনুমতির অনুযায়ি সদর আদালতের আজ্ঞাক্রমে তোমাকে জানাইতেছি যে যে গতিকে নালিশ অথবা আপীলের দরখাস্ত নকল করিবার নিমিত্তে কিম্বা ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১২ ধারার ১ প্রকরণের বিধানানুসারে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনরূপে আপীল করণের আকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদের দরখাস্ত নকল করিবার নিমিত্তে এক কেতা ইষ্টাম্পের অধিকের আবশ্যক হয় সেই গতিকে ঐং ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাক্রমে যে কএক কেতা ইষ্টাম্পের মোট মুল্য আইনের নির্দ্ধারিত মুল্যের তুল্য হয় এমত কএক কেতা ইষ্টাম্প দাখিল করিতে পারে অথবা সম্পূর্ণ মুল্যের এক কেতা ইষ্টাম্প কাগজ এবং তাহার সঙ্গে যত শাদা কাগজের আবশ্যক তত যোড়া দিয়া দাখিল করিতে পারে।—১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৮৯৩। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন মুনসেফের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা উক্ত রাজ্যের কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেব বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৭ ধারাতে দেওয়া ক্ষমতাক্রমে বিচারের নিমিত্তে সদর আমীন অথবা প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন তখন সেই মোকদ্দমার প্রথমতঃ মুনসেফের দ্বারা গ্রহণ হইয়া বিচার হইলে ইষ্টাম্পের মাসুল ও আপীলের বিষয়ে যেং বিধানানুসারে কার্য্য হইত সেইং বিধি এই গতিকেও চলন হইবেক ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৫ ধা।

৮৯৪। যখন কোন বিশেষ কারণপ্রযুক্ত ৩০০৲ টাকার অনূর্দ্ধ মোকদ্দমা মুনসেফের বিচার করণের যোগ্য হয় না এবং তাহার বিচার করণের ভার সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হয় তখন সেই মোকদ্দমাতে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারার বিধান খাটিবেক এবং সদর আমীনের আদালতের মোকদ্দমায় যে ইষ্টাম্পের মাসুল নির্দ্দিষ্ট আছে সেই ইষ্টাম্পের মাসুল তাহাতে লাগিবেক।—১৮৪০ সালের ১০ আপ্রিলের ১২৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮৯৫। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন যে মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন সেই সকল মোকদ্দমাতে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের ব্যবহার সদর আমীনের আদালতে হইত সেই মূল্যের ইষ্টাম্প অন্য আদালতেও ব্যবহার হইবেক ইতি।—১৮৪৪ সা। ৯ আ। ৫ ধা।

এত্তেলানামা।

৮৯৬। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৪ ধারার যে সকল স্থলে এমত হুকুম আছে যে সদর আমীনের নিকটে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার বিষয়ের প্রত্যেক এত্তেলানামা কি সমন কি ক্রোকী পরওয়ানা কি অন্য হুকুমনামা জজ সাহেবের কিম্বা রেজিষ্টর সা হবের দস্তখতে জারী হইবেক তাহা এই প্রকরণক্রমে রদ হইল ঐ প্রকার হুকুমনামাইত্যাদি সদর আমীনের মোহর ও দস্তখতে তাহারদিগের আপনং আমলার দ্বারা জারী হইবেক আর যেমত পূর্ব্বে জজ সাহেবের দস্তখতে আদালতের নাজিরের মারফৎ জারী হইত তাহা হইবেক না ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৫ ধা। ৪ প্র।

৮৯৭। সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে যে সদর আমীনের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় তাঁহারা যে হুকুম দেন তাহা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে কিরূপে জারী হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ইহার পূর্ব্বে জজ সাহেবের আদালতে নাজিরের যে পেয়াদা নিযুক্ত আছে সেইরূপ নিযুক্তহওয়া পেয়াদার দ্বারা এবং নাজিরের পেয়দার বিষয়ে যেরূপ বিধি আছে সেই বিধি দৃষ্টে ঐ হুকুম জারী করিতে হইবেক। কিন্তু নাজির সেই কর্ম্মে হাত দিতে পারিবেন না যেহেতুক উক্ত প্রকরণের শেষ কথায় তাহা বিশেষরূপে নিষেধ আছে। পেয়াদারদের দ্বারা সদর আমীনেরা কিছু লভ্য করিতে পারিবেন না কেননা সরকারহইতে তাহারা যে মাহিয়ানা পান তাহাছাড়া আপনং পদসম্পর্কে কিছু লাভ করিতে তাঁহার প্রতি নিষেধ আছে। যে পেয়াদারা সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তাহারদের নাম ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৪ ধারার অনুসারে রেজিষ্টরী করিতে হইবেক এবং তাহারদিগকে চাপরাস দিতে হইবেক। ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার বিধি দেখ।—১৮৩২ সালের ১১ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৮৯৮। দিনাজপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের যে হুকুম অন্য জিলায় জারী করিতে হয় তাহা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার ৪ প্রকরণের নিয়মিত মতে তাঁহারদের মোহর ও দস্তখতে পাঠান যাইবেক এবং ১৮০৬ সালের ২ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণ দৃষ্টে সদর আমীনেরদের ঐ হুকুম যে জিলার মধ্যে জারী করিতে হইবেক তাহা ঐ জিলা বা শহরের আদালতের জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক।—১৮৩৯ সালের ৯ আগষ্টের ১২৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮৯৯। ৮৫৯ নম্বরী আইনের অর্থের বিষয়ে কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত বিবেচনা করিয়া তাহা এই পত্রের দ্বারা রদ করিলেন এবং এক্ষণে হুকুম হইল যে ১০২৬ নম্বরী আইনের অর্থ মতান্তর হয় এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ও ১২ ধারা প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের আদালতের বিষয়ে খাটিবেক এবং মুনসেফের আদালতের বিষয়ে খাটিবেক না।—১৮৪১ সালের ২০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৯০০। পূরণিয়ার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২৪ ধারাতে যে হুকুম আছে অর্থাৎ আদালতের জজ সাহেব পাটওয়ারীবদের হিসাব তলব করিলে তাহারদের সেই হিসাব দাখিল করিতে হইবেক সেই হুকুম অধস্ত আদালতের বিষয়েও খাটিবেক। এবং যে মুনসেফেরদের ঐ ধারার মতে আচরণ করা আবশ্যক হয় তাঁহারদের উচিত যে কোন পাটওয়ারী তাঁহারদের হুকুম না মানিলে তাহাকে এক লিখনসমেত জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠান্।—১৮৪২ সালের ২৪ জুনের ১৩৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

আসামীরদের স্থানে জামিন।

১৮৪৩ সালের ৬ আইনের ৩। ৪ ধারা দেখ। (৩২৬ পৃষ্ঠার ৮৫৯। ৮৬০ নম্বর।)

সওয়ালজওয়াব।

সদর আমীনেরদের সম্মুখে সওয়ালজওয়াবের ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৮৭ পৃষ্ঠায় আছে।

১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারাতে অর্থাৎ এই অধ্যায়ের ৮৯৩ নম্বরী বিধানেতে যে বিশেষ কথা লিখিত হইয়াছে তাহার বিষয়ে সওয়ালজওয়াব সম্পর্কে মনোযোগ করিতে হইবেক।

১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১। ২। ৩ ধারা (২৪৮ পৃষ্ঠার ৩৬৫। ৩৬৬। ৩৬৭ নম্বর) সদর আমীনেরদের প্রতি খাটে।

উকীল।

সদর আমীনেরদের আদালতের উকীলেরদের বিষয় ১৩৩ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৬৭। ২৬৮। ২৬৯ নম্বরী বিধানে দেখ।

সাক্ষী।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৩৩ ধারা অর্থাৎ এই অধ্যায়ের ৮৩৯ নম্বরী বিধান এবং ৩৬ ধারা অর্থাৎ এই অধ্যায়ের ৮৪১ নম্বরী বিধান এবং ৩৭ ধারা এই অধ্যায়ের ৮৪২ নম্বরী বিধান সদর আমীনেরদের আদালতের প্রতি ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৩ ধারানুসারে খাটে।

সদর আমীনেরদের আদালতে মিথ্যা শপথ করণের বিষয় এই অধ্যায়ের ৫২৪। ৫২৫। ৫২৯। ৫৩০ নম্বরী বিধানে লিখিত হইয়াছে।

সাক্ষিরদের তলব করণের বিষয়ি দরখাস্তের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পের মাসুল লওয়া যাইবেক তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৮৮ পৃষ্ঠায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

তলবানার বিষয়ি হুকুম দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৩৭ নম্বরী বিধানে আছে। এবং ১৮৪৩ সালের ৬ আইনের ৩। ৪ ধারা দেখ (৩১৮ পৃষ্ঠায় ৮০৮। ৮০৯ নম্বর।)

দলীলদস্তাবেজ দাখিল করিতে এবং সাক্ষিরদের তলব করিতে এত্তেলা।

ইহার বিষয় এই অধ্যায়ের ৪০৩। ৪০৪। ৪০৫ নম্বরী বিধানে লেখা আছে।

দলীলদস্তাবেজ।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৩৮ ধারার ১ ও ২ ও ৩ প্রকরণ অর্থাৎ এই অধ্যায়ের ৮৪৬। ৮৪৭। ৮৪৮ নম্বরী বিধানের নির্দ্দিষ্ট বিধি ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৩ ধারানুসারে সদর আমীনেরদের প্রতি খাটে।

দলীলদস্তাবেজ দাখিল করণের বিষয়ি দরখাস্তের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পের মাসুল দিতে হইবেক তাহা ১৮৪ পৃষ্ঠায় নির্দ্দিষ্ট আছে।

১৮৪১ সালের ৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর ও ১৩৩১ নম্বরী আইনের অর্থ দেখ (১৬৬। ১৬৭ পৃষ্ঠার ৪২৪ অবধি ৫০১ পর্য্যন্ত নম্বর।)

১৮৩৬ সালের ২৯ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে ঐ সরক্যুলর অর্ডরের লিখিত বিধি সদর আমীনেরদের আদালতে খাটান গিয়াছে পরে ১৮৪১ সালের ৮ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরেতে ঐ ২৯ জুলাইর অর্ডরের বিধান পুনশ্চ উল্লেখ হইয়াছে ও তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিবার হুকুম হইয়াছে (২৭৭ পৃষ্ঠার ৫৪১ নম্বর দেখ।)

নিষ্পত্তি এবং ডিক্রী।

১৮৪৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর দেখ। (২৯২ পৃষ্ঠায় এই অধ্যায়ের ৩৩ ধারা।)

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬১ ধারা অর্থাৎ এই অধ্যায়ের ৮৬৩ নম্বরী বিধান এবং ৪০ ধারা অর্থাৎ ৮৬৪ নম্বরী বিধান এবং ৪১ ধারার ১ ও ২ প্রকরণ অর্থাৎ ৮৬৯ এবং ৮৭৩ নম্বরী বিধানেতে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৩ ধারানুসারে সদর আমীনেরদের আদালতে খাটে।

ডিক্রীর নকলের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পের মাসুল দিতে হয় তাহা ১৮৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে।

১৮৪৩ সালের ১২ আইনের ৩ ধারা দেখ (এই অধ্যায়ের ৮ নম্বর।)

ডিক্রীর বিষয়ে ১৮৪৩ সালের ১২ আইনের ১ ধারার এবং ১৮৪৪ সালের ১৬ আগষ্টের ও ১৮৪৫ সালের ২৮ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের (এই অধ্যায়ের ৬৩৪ নম্বর এবং ৬৩৬ অবধি ৬৪১ পর্য্যন্ত নম্বরের) লিখিত বিধান সদর আমীনেরদের প্রতি খাটে।

৯০১। ইহার পূর্ব্বে মুনসেফেরদের প্রতি যেরূপ হুকুম ছিল সেইরূপ এক্ষণেও তাঁহারা যে ডিক্রী বা চূড়ান্ত হুকুম করেন তাহার এক নকল ডিক্রীর পর এক সপ্তাহের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া বাদি বা প্রতিবাদিকে দিতে প্রস্তাব করিবেন এবং ১৮৩৭

সালের ২৫ আইনের ৫ ধারানুসারে যে মোকদ্দমা সদর আমীন এবং প্রধান সদর আমীনের নিকটে সমর্পণ হয় তাহার ডিক্রী প্রস্তুত করণের বিষয়েও উক্ত বিধি খাটিবেক। অন্য২ মোকদ্দমাতেও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের প্রতি হুকুম আছে যে তাঁহারা প্রত্যেক ডিক্রী এবং চূড়ান্ত হুকুম ঐ অষ্টাহের মধ্যে প্রস্তুত করেন।'—১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ৭ দফা।

রাজীনামা।

১০২। ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের মে মাসের ১ তারিখের পরে প্রথমতঃ কি আপীলরূপে উপস্থিত হওয়া যে সকল মোকদ্দমা সদর আমীনেরদিগের নিকটে সোপর্দ্দ হইয়া রাজীনামার দ্বারা তাহার রফা হয় তাহার সওয়াল ও জওয়াব দাখিল হওনের ও পড়া যাওনের পূর্ব্বে যদি রাজীনামা দাখিল হয় তবে ঐ মোকদ্দমা প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিত করণের সময়ে নালিশী আরজীর নিমিত্তে দাখিল করা ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য সমুদয় তাহা দাখিলকরণিয়াকে কি আইনানুসারে তাহার স্থলাভিষিক্তহওয়া জনকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও যদি সওয়াল ও জওয়াব দাখিল হওনের ও পড়া যাওনের পরে রাজীনামা দাখিল হয় তবে ঐ দাখিলহওয়া ইষ্টাম্পের মূল্যের অর্দ্ধেক ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১৩ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

১০৩। সদর আমীনেরা যেং জজ এবং রেজিষ্টর সাহেবের আদালতের তাবে নিযুক্ত থাকে সেইং জজ কি রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে উপরের প্রকরণের অনুসারে ইষ্টাম্পের মূল্য ফিরিয়া পাওনের যোগ্য লোকেরা তাহা যত ফিরিয়া পাইতে পারে তাহার ফর্দ্দ মাসং দাখিল করিবেক এবং জজ সাহেবেরা ঐ ফর্দ্দের লিখিত টাকা বিবেচনাপূর্ব্বক যথার্থ জানিলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২৫ ধারানুসারে যেং লোক তাহা পাইবার যোগ্য হয় তাহারদিগকে ঐ টাকা ফিরিয়া দেওনের নিমিত্তে যাহা আবশ্যক হয় তাহা করিবেন ইতি। —১৮২৪ সা। ১৩ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

যথার্থ বিচারের বাধকতা করণ।—পরওয়ানা না মানন।—জরীমানা।

১০৪। যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে যথার্থ বিচারের যে বাধা হয় তাহা নিবারণের প্রচুর বিধান নাহি অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জিলা বা শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীনে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে অথবা কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোন উপরিস্থ বা নীচস্থ আদালতের সম্মুখে যে সকল ব্যক্তি ভয় দর্শাওনের অঙ্গভঙ্গীর কিম্বা কথার দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে যথার্থ বিচারের বাধা জন্মায় সেই সকল ব্যক্তি সামান্যতঃ কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের অধীন হউক কি না হউক যে কার্য্যকারকের বিচারের বাধা জন্মায় তাঁহার দ্বারা তাহারা ২০০৲ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক কিম্বা ঐ জরীমানা না দেওয়া গেলে এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক। কিন্তু এইমত গতিকে যে কার্য্যকারক জরীমানা করেন তাঁহার নিষ্পত্তির উপর অন্যং মোকদ্দমাতে যে কোন দেওয়ানী অথবা ফৌজদারীর কার্য্যকারক আপীল শুনিতে আইনমতে নিযুক্ত হন তাঁহার নিকটে এক মাসের মধ্যে ঐ দণ্ডের হুকুমের উপর আপীল হইতে পারে। এবং উপরের উক্ত যে কোন গতিকে এই আইনের পূর্ব্বে নালিশ হইতে পারিত সেইং গতিকে যে আদালতে অপরাধ হইয়াছিল সেই আদালতে অপরাধির বিরুদ্ধে কোন কার্য্য না হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের অধীন কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের নিমিত্তে এই আইনের কোন বিধি থাকিতেও ঐ সুপ্রিম কোর্টে নালিশ হইতে পারে কিন্তু অন্য গতিকে হইতে পারে না ইতি।—১৮৪১ সা। ৩০ আ। ১ ধা।

১০৫। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ১১ আইনের যেং ভাগে সদর আমীন ও মুনসেফদিগের প্রতি আসামীর স্থানে জামিন চাহিবার অথবা তাঁহারদের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমাতে আসামীর সম্মতি ক্রোক করণের অথবা জিলার জজ সাহেবের অনুমতিবিনা তাঁহারদের হুকুম করা জরীমানা উসুল করণের নিষেধ আছে সেইং ভাগ রদ হইল ইতি।—১৮৪৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা।

১০৬। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমায় তাঁহারা আসামীর স্থানে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ এবং ৫ ধারার বিধির অনুসারে জামিন চাহিতে পারেন এবং জিলার জজ সাহেবের অনুমতি না লইয়া আপনারদের হুকুম করা জরীমানা উসুল করিতে পারেন কিন্তু এই ধা-

রার অনুসারে সদর আমীন ও মুনসেফেরা যে সকল হুকুম করেন তাহার উপর আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারে ইতি।—১৮৪৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা।

৯০৭। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪২ ধারা এবং ঐ আইনের যে ৭৪ ধারা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণের প্রথম ভাগের দ্বারা প্রধান সদর আমীনের বিষয়ে খাটিবার হুকুম হইয়াছিল সেই দুই ধারা রদ হওয়াতে বৈঠকের সময়ে আদালতের অসম্ভ্রম করণের বিষয়ে মুনসেফেরা যে জরীমানা করেন তাহা জজ সাহেবের নিকটে পূর্ব্বে রিপোর্ট না করিয়া উসুল করিতে তাঁহারদের প্রতি যে নিষেধ ছিল তাহা রহিত হইল এবং সাধারণ আইনানুসারে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরা যে জরীমানা করেন তাহা তাঁহারা আপন২ ক্ষমতাক্রমে উসুল করিতে পাবেন। এক্ষণে দেশীয় বিচারকেরদের আদালতের অবজ্ঞার দণ্ড করণের বিষয়ে ১৮৪১ সালের ৩০ আইনভিন্ন আর কোন আইন চলন নাই অতএব ১৮৪১ সালের ৩০ আইনের ৩ ধারার যে ফল হইতেছে তাহাতে নানা জিলার দেওয়ানী আদালতের কার্য্যকারকেরদিগকে মনোযোগ করিতে হুকুম হইল।—১৮৪২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৯০৮। ফরক্কাবাদের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে এদেশীয় বিচারকেরদের আদালতের হুকুম জিলার কালেক্টর সাহেবেরা না মানিলে ঐ বিচারকদিগকে আপনারদের বিবেচনামত ঐ কালেক্টর সাহেবেরদের জরীমানা করণের ক্ষমতা দেওয়া অনুচিত। অতএব তাঁহারদের হুকুম কালেক্টর সাহেব প্রতিপালন না করিলে তাঁহারদের কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক বিষয়ের বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া জজ সাহেবকে জানান্ এবং জজ সাহেব আইনে দৃষ্টি রাখিয়া যেরূপ উদ্যোগ করা বিহিত বোধ করেন সেইরূপ উদ্যোগ করিবেন। —১৮৩৮ সালের ২১ ডিসেম্বরের ১১৯৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৪ ধারা।

প্রধান সদর আমীনেরদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার।—সাধারণ বিধি।

৯০৯। যে সকল মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠান যাইবেক প্রকাশ কাছারীতে তাহার বিচার করিবেন এবং তাঁহার আমলা কি চাকর কি আশ্রিত ব্যক্তি কি অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহাতে হাত দিতে দিবেন না ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৮ ধা। ২ প্র।

৯১০। প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমা ও আপীলী মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের সমীপে পাঠান যাইবেক সদর আমীনের বিষয়ে যে২ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন আর যে বিষয়ে ঐ সকল বিধি স্পষ্টরূপে না খাটে ঐ বিষয়ে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের উপদেশের নিমিত্তে আইনসকলে যে সকল বিধি লেখা আছে তদনুসারে কর্ম্ম করিবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৮ ধা। ৪ প্র।

৯১১। বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণ মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব প্রধান সদর আমীনকে প্রথমত উপস্থিত যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন সেই২ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করণেতে জিলা এবং শহরের জজ সাহেবদিগের আদালতের কার্য্য চালাওনের নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুসারে প্রধান সদর আমীনেরা কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮৪৩ সা। ৬ আ। ১ ধা।

উকীল।

৯১২। জিলা অথবা শহরের জজ সাহেব আপন আদালতের উকীলকে কিম্বা সদর আমীনের কাছারীর উকীলকে প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে ওকালতী কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা দিতে পারিবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৮ ধা। ৩ প্র।

নাজির।

৯১৩। প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরা আপন২ সিরিশ্‌তার মধ্যে নাজিরনামে খ্যাত আমলা রাখিবেন এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৪ ধারার ৮ প্রকরণের হুকুম ঐ নাজিরের উপর খাটিবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ৫ প্র।

ইষ্টাম্প।

১১৪। জিলা ও শহরের জজ সাহেবের আদালতের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার B চিহ্নিত তফসীলে ইষ্টাম্পের যেং মূল্য নিরূপিত হইয়াছে প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে দাখিল করা কাগজের মূল্য তদনুসারে লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২০ ধা।

১১৫। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২০ ধারায় এমত হুকুম আছে যে ৫০০০৲ টাকা সংখ্যা বা মূল্যের যে সকল মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তি হওনের নিমিত্তে সমর্পণ হয় তাহার সকল সওয়ালজওয়াব ১৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। এবং ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের দ্বারা যদ্যপি ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমা বিচার করিতে প্রধান সদর আমীনকে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তথাপি সেই আইনে সওয়ালজওয়াব অধিক মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখনের বিষয়ে কোন বিধি নাই অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ১ ধারাক্রমে প্রধান সদর আমীনের প্রতি যে কোন সংখ্যা বা মূল্যের মোকদ্দমা অর্পণ হয় তাহাতে আইনমতে সওয়ালজওয়াব ১৲ টাকার অধিক মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই।—১৮৩৮ সালের ৫ জানুআরির ১১১৮ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১১৬। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন মুনসেফের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা উক্ত রাজ্যের কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেব বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৭ ধারাতে দেওয়া ক্ষমতাক্রমে বিচারের নিমিত্তে সদর আমীন অথবা প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন তখন সেই মোকদ্দমার প্রথমতঃ মুনসেফের দ্বারা গ্রহণ হইয়া বিচার হইলে ইষ্টাম্পের মাসুল ও আপীলের বিষয়ে যেং বিধানানুসারে কার্য্য হইত সেইং বিধি এই গতিকেও চলন হইবেক ইতি। —১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৫ ধা।

১১৭। ফরক্কাবাদের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারানুসারে যদি কোন মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের প্রতি সোপর্দ্দ হয় তবে হুকুম জারী করণের তলবানার বিষয়ে এবং অবশেষ সওয়ালজওয়াব লইবার বিষয়ে মুনসেফেরদের আদালতে যে বিধান চলন আছে সেই বিধানমতে প্রধান সদর আমীনের কার্য্য করিতে হইবেক কি না। তাহাতে বিধান হইল যে প্রধান সদর আমীনেরা যেং বিশেষ বিষয়েতে মুনসেফেরদের আদালতের নির্দ্দিষ্ট বিধানমতে কার্য্য করিবেন তাহা ঐ ২৫ আইনে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ ইষ্টাম্পের মাসুলের বিষয় এবং আপীলের বিষয়। অতএব এই দুই বিষয়ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাঁহারা ঐ ২৫ আইনের ৫ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন না এবং তৎপ্রযুক্ত যে দুই বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে সেই দুই বিষয়ে মুনসেফেরদের আদালতে যে হুকুম খাটে তাহাতে প্রধান সদর আমীনেরা বদ্ধ নহেন।—১৮৪২ সালের ৯ সেপ্টেম্বরের ১৩১২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১১৮। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন সদর আমীনের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা উক্ত রাজ্যের কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেব বিচারের নিমিত্তে প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন তখন ঐ মোকদ্দমা প্রথমতঃ সদর আমীনকে অর্পণ হইলে এবং তাঁহার দ্বারা বিচার হইলে ইষ্টাম্পের মাসুলের ও আপীলের বিষয়ে যেং বিধি চলিত ঐ মোকদ্দমার এইং গতিকেও সেইং বিধি চলন হইবেক ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৭ ধা।

১১৯। এক জন সদর আমীনের আদালতহইতে এক মোকদ্দমা খারিজ হইয়া প্রধান সদর আমীনের আদালতে দাখিল হইল। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিবেচনা করিলেন যে সদর আমীন যে সাক্ষ্য লইয়াছিলেন তদনুসারে প্রধান সদর আমীন তাহা নিষ্পত্তি না করিয়া তাঁহার নূতন সাক্ষ্য লওয়া উচিত।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২৪ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৭৮ পৃষ্ঠা।

এত্তেলা।—যেং বিষয়ের বিচার করিতে হইবেক তাহার এত্তেলা।

১২০। প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ও আপীলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবাতে প্রধান সদর আমীনের প্রতি হুকুম আছে যে কোন দস্তাবেজ দাখিল করিবার কিম্বা উভয় পক্ষের কোন ব্যক্তির এজহারের পুষ্টির নিমিত্তে সাক্ষী তলব করিবার পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার লিখিত প্রকার ও দাঁড়ানুসারে যথার্থরূপে কার্য্য করেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২১ ধা।

১২১। ৮৫৯ নম্বরী আইনের অর্থের বিষয় কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত বিবেচনা করিয়া তাহা এই পত্রের দ্বারা রদ করিলেন এবং এক্ষণে হুকুম হইল যে ১২২৬ নম্বরী আইনের অর্থ মতান্তর হয় এবং ১৮১৪ সালের

২৬ আইনের ১০ ও ১২ ধারা প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের আদালতের বিষয়ে খাটিবেক কিন্তু মুনসেফের আদালতের বিষয়ে খাটিবেক না।—১৮৪১ সালের ২০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

ডিক্রী।

৯২২। যে সকল ডিক্রী প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে হইবেক তাহা জিলা ও শহরের জজ সাহেবের করা ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে যে সকল সামান্য হুকুম আছে তদনুসারে ঐ প্রধান সদর আমীনের দ্বারা জারী হইবেক কিন্তু জান। কর্ত্তব্য যে এমত বিষয়সকলে প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর প্রথমতঃ জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপীল ও খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২২ ধা।

উক্ত ধারা নীচের লিখিত ১৮৪৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারার দ্বারা মতান্তর হইল।

৯২৩। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীনেরা যে ডিক্রী করেন যে২ আদালতে তাহার প্রথম ডিক্রী হইয়াছিল সেই২ আদালতের করা ডিক্রী জারীর বিষয়ে যে সাধারণ বিধি আছে তদনুসারে সেই আদালতের দ্বারা ঐ আপীল আদালতের ডিক্রী জারী হইবেক। এবং যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে ঐ২ ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনের ডিক্রীর সর্টিফিকট করা নকলসমেত দিতে হইবেক। এই২ গতিকে মুনসেফ অথবা সদর আমীনের হুকুমের উপর আপীল হইলে জিলা অথবা শহরের জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি। —১৮৪৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা।

৯২৪। ইহার পূর্ব্বে মুনসেফেরদের প্রতি যেরূপ হুকুম ছিল সেইরূপ এক্ষণেও তাঁহারা যে ডিক্রী বা চূড়ান্ত হুকুম করেন তাহার এক নকল ডিক্রীর পর এক সপ্তাহের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া বাদি বা প্রতিবাদিকে দিতে প্রস্তাব করিবেন এবং ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারানুসারে যে মোকদ্দমা সদর আমীন এবং প্রধান সদর আমীনের নিকটে সমর্পণ হয় তাহার ডিক্রী প্রস্তুত করণের বিষয়েও উক্ত বিধি খাটিবেক। অন্য২ মোকদ্দমাতেও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের প্রতি হুকুম আছে যে তাঁহারা প্রত্যেক ডিক্রী এবং চূড়ান্ত হুকুম ঐ অষ্টাহের মধ্যে প্রস্তুত করেন।—১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

৯২৫। প্রধান সদর আমীন মোকদ্দমার যে কৈফিয়ৎ মাসে২ পাঠান তাহার সঙ্গে উর্দ্দু ভাষায়* কিম্বা ইঙ্গরেজী ভাষা জানিলে সেই ভাষায় এমত এক সর্টিফিকট লিখিয়া দিবেন যে যে মাসের বিষয়ে কৈফিয়ৎ হইয়াছে সেই মাসের ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছি তাহার ডিক্রী করণের পর এ ডিক্রী সাত দিনের মধ্যে প্রস্তুত করিলাম। পরে জজ সাহেব ঐ সর্টিফিকট আপনার কৈফিয়তের প্রথম নম্বরের প্রথম ভাগে সূতার দ্বারা গাঁথিয়া রাখিবেন এবং আপনার সাময়িক কাগজপত্রের সঙ্গে সদর আদালতে পাঠাইবেন। —১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১৪ দফা।

৯২৬। ১১০৯ নম্বরী ছাপাহওয়া আইনের অর্থেতে লেখে যে ১৮৩৭ সালের ৩০ জুন তারিখের সরক্যুলর অর্ডর কেবল জিলা ও শহরের আদালতে খাটিবার অভিপ্রায় ছিল অতএব প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরদের ডিক্রীর যে নকল মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিল থাকিবার কারণ প্রস্তুত হয় তাহা ইউরোপ দেশের প্রস্তুত করা কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাহি। সদর আদালতের সাহেবেরা প্রধান সদর আমীনের সম্পর্কে উক্ত আইনের অর্থ পুনর্বিবেচনা করিয়া তাহা কিঞ্চিৎ মতান্তর করিয়া সরক্যুলর অর্ডরের বিধান উক্ত কার্য্যকারকেরদের বিষয়ে চলন করিতে স্থির করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে হুকুম হইল যে প্রধান সদর আমীনেরদের যে ডিক্রী রোয়দাদের শামিল থাকিবার নিমিত্তে প্রস্তুত হয় তাহা উত্তর কালে ইউরোপের বানান কাগজে লিখিতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ২১ মের সরক্যুলর অর্ডরের ১। ২ দফা।

আসামীরদের কয়েদ রাখণ।

৯২৭। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারা প্রধান সদর আমীন ও মুনসেফের বিষয়ে খাটে অতএব জজ সাহেবের অনুমতিব্যতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন আসামীকে কয়েদ করিতে পারেন না।—১৮৩৫ সালের ২২ মের ৯৪৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

* বাঙ্গলা দেশে বঙ্গভাষায় ও কটকে উড়ীয়া ভাষায়।

২২৮। আলাহাবাদ ও কলিকাতার সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরদের মত হইয়াছে যে কোন মোকদ্দমার বিষয়ে জজ সাহেবের যে হুকুম দেওনের ক্ষমতা আছে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনানুসারে প্রধান সদর আমীনেরও সেইরূপ হুকুম দেওনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে কিন্তু তাঁহার হুকুমের উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে। অতএব ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমায় তিনি আসামীকে কয়েদ করিবার হুকুমও দিতে পারেন। এবং প্রধান সদর আমীনের লিখনানুসারে জজ সাহেব ঐ আসামীকে কয়েদ করিতে অথবা খালাস করিতে দেওয়ানী জেলরক্ষককে হুকুম দিতে পারিবার নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমায় জজ সাহেবের কর্ত্তৃত্ব যে থাকে ইহার আবশ্যক নাই এমত গতিকে জজ সাহেবের এইমাত্র কর্ত্তব্য যে তিনি সেইরূপ পরওয়ানা দেন এবং ১৮৩৩ সালের ৪ জানুআরি তারিখের ৭৬ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে রাজস্বসম্পর্কীয় হুকুমানুসারে আসামীদিগকে জেলখানায় স্থান দিবার যেরূপ জেলখানারক্ষকের প্রতি হুকুম ছিল সেইরূপে এই গতিকে জেলখানারক্ষক আসামীকে কয়েদ বা খালাস করিবেন। ঐ সরক্যুলর অর্ডরেতে কালেক্টর সাহেবেরদের প্রতি আপন২ বাকীদার আসামীদিগকে কয়েদ অথবা খালাস করণ বিষয়ে আপনারদের হুকুম পাঠাইতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল। তোমার এলাকার প্রধান সদর আমীনের নিকটে এই আইনের অর্থ জানাইতে তোমার প্রতি আজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে। —১৮৪০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ ও ৩ দফা।

রিপোর্ট।

২২৯। প্রধান সদর আমীন প্রতিমাসে কিম্বা অন্য যে সময়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের আজ্ঞা হইবেক তদনুসারে আপনার কাছারীর কর্ম্মের রিপোর্ট পাঠাইবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৩ ধা।

৫৫ ধারা।

এদেশীয় বিচারকেরদের নিষ্পত্তি হওযা মোকদ্দমার রিপোর্ট ও রোয়দাদ জিলার আদালতে পাঠাওন।

২৩০। মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিমাসের ১৫ তারিখে কিম্বা ইহার যত পূর্ব্বে হইতে পারে গত মাসে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সে সকল মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ এই আইনের শেষের লেখা ৫ নম্বরের নক্‌শামতে তৈয়ার করিয়া আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেয় এবং কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক মোকদ্দমার মোতালক আসল কাগজপত্র ও দস্তাবেজ মোকদ্দমার কৈফিয়তের সহিত পাঠাইতে থাকে যে আদালতের সিরিশ্‌তায় দাখিল হয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৩ ধা। ১ প্র।

২৩১। মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিবৎসর জানুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখে তাহারদিগের নিকটে যত মোকদ্দমা রুবকার থাকে তাহার কৈফিয়ৎ ঐ জানুআরি মাসের ১৫ তারিখে কি ইহার যত পূর্ব্বে হইতে পারে এবং প্রতিবৎসর জুলাই মাসের ১ পহিলা তারিখে যত মোকদ্দমা তাহারদিগের নিকটে রুবকার থাকে তাহার কৈফিয়ৎ ঐ জুলাই মাসের ১৫ তারিখে কি ইহার যত পূর্ব্বে হইতে পারে এই আইনের শেষের লেখা ৬ নম্বরের নক্‌শামতে তৈয়ার করিয়া পাঠাইয়া দেয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৩ ধা। ২ প্র।

২৩২। জজ সাহেবের হজুরে মাহওয়ারী ও ছয় মাসীযা যে২ কৈফিয়ৎ পাঠাইবার হুকুম আছে কর্ত্তব্য যে তাহা খাম করিয়া তাহার উপরে আদালতের জজ সাহেবের নামে শিরনামা দিয়া ও তাহাতে মুনসেফের মোহর হইয়া সরকারী ডাকে কিম্বা মুনসেফের চাকর লোকের মধ্যে কাহারু মারফৎ ঐ সাহেবের হজুরে পাঠান যায় অতএব এই ধারানুসারে ডাকের আমলা লোককে হুকুম আছে যে এপ্রকার পুলিন্দাসকল মাসুল না লইয়া আদালতের জজ সাহেবের হজুরে রওয়ানা করিতে থাকে ও মুনসেফের এ ক্ষমতাও আছে যে যদি চাহে তবে নিকটে পোলীসের যে দারোগা থাকে তাহার নিকটে পাঠাইয়া দেয় ও পোলীসের দারোগার প্রতি হুকুম আছে যে তাহার রসীদ দিয়া সেই পুলিন্দা ঐ সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় এবং মুনসেফেরা এ বিষয়ে অতিসাবধান হইবেক যে যে২ পুলিন্দা ও কৈফিয়ৎ পাঠাইবার হুকুম আছে তাহার খাম এপ্রকারে আঁটিবেক ও তাহার উপর আপনারদিগের মোহর এমতে করিবেক যে তাহা চলিয়া যাইবার সময়ের মধ্যে খোলা গেলে কি মোহর ভাঙ্গাচুরা হইলে জজ সাহেবের হজুরে পঁহুছিলে তাহা দেখিবামাত্র বুঝা যায় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৩ ধা। ৩ প্র।

[১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৩ ধারার দ্বারা এই সকল বিধান সদর আমীনেরদের প্রতি খাটে। এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণের দ্বারা প্রধান সদর আমীনেরদের প্রতিও খাটে।]

৯৩৩। মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৩ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে যে মাসিক কৈফিয়ৎ সকল পাঠাইবার আবশ্যক তাহার সহিত যে সকল মোকদ্দমা তাহারদিগের নিকটে পূর্ব্ব মাসে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহার ফিরিস্তি পাঠায় ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১০ ধা।

৯৩৪। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৩ ধারার ১ প্রকরণে হুকুম আছে যে মুনসেফেরা মাসের মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন তাহার রিপোর্ট এবং প্রত্যেক মোকদ্দমার আসল কাগজপত্র ও দলীলদস্তাবেজ জজ সাহেবের আদালতের সিরিশ্‌তায় থাকিবার নিমিত্তে তৎপর মাসের ১৫ তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে জজ সাহেবের নিকটে পাঠান্। এবং ঐ আইনের ৭৩ ধারানুসারে সদর আমীনেরদের প্রতিও সেইরূপ হুকুম হয় এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে সেই হুকুম প্রধান সদর আমীনের বিষয়েও বিস্তার হইল। যদ্যপি ঐ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৩ ধারা ১৮২৯ সালের ৭ আইনের ২ ধারাক্রমে রদ হইয়াছে তথাপি ঐ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণানুসারে তাহা অদ্যাপি বলবৎ আছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক যেহেতুক সদর আদালত তাহা পাঠাইতে কখন বিশেষরূপে নিষেধ করেন নাই।—১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৯৩৫। মুনসেফ ও সদর আমীনেরদের নিষ্পত্তিহওয়া কার্য্যের যে সাময়িক কৈফিয়ৎ পাঠাইতে হুকুম আছে তাহার বিষয়ে গত বৎসরের ৭ ডিসেম্বরের ২৮ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফায় হুকুম হইল যে তোমার কৈফিয়ৎ সদর আদালতে যে সময়ে পাঠাইতে হয় সেই সময়ে পাঠাইতে হইবেক অতএব তাঁহারদের আপন২ কৈফিয়ৎ যে মাসের হয় তাহার শেষ হওনের পর দশ কি ঊর্দ্ধ সংখ্যা পনের দিবসের মধ্যে তাহা পাঠাইতে হইবেক এবং ঐ নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার যে রিপোর্ট এবং প্রত্যেক মোকদ্দমার আসল কাগজপত্র ও দলীলদস্তাবেজ ও শেষ ডিক্রী পাঠাইবার হুকুম আছে তাহা কৈফিয়তের সঙ্গে পাঠাইবেন। এবং ৫০০০৲ টাকার কম মোকদ্দমার বিষয়েও প্রধান সদর আমীন সেইরূপে কার্য্য করিবেন।—১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফা।

৯৩৬। মুনসেফ ও সদর আমীন এবং প্রধান সদর আমীনেরদের আদালতে উপস্থিতহওয়া নম্বরী মোকদ্দমার যে রোয়দাদী কাগজপত্র পাঠাইতে হয় তাহার সঙ্গে পূর্ব্ব মাসে তাঁহারা যে সকল ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা এবং মুৎফরক্কা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার রোয়দাদও জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। কিন্তু ঐ মাসের মধ্যে ডিক্রী জারী করণের যে মোকদ্দমা নথীহইতে উঠান গিয়াছে এবং রোয়দাদ পাঠাওনের তারিখের পূর্ব্বে তাহা জারী করণের নিমিত্তে নূতন দরখাস্ত হইয়াছে সেইপ্রকার মোকদ্দমার রোয়দাদ পাঠাইবেন না কিন্তু তাঁহারা ঐ রোয়দাদের বদলে নথীহইতে মোকদ্দমা উঠাওনের হুকুমের এবং ডিক্রী জারী করণের পুনর্ব্বার যে দরখাস্ত দেওয়া গিয়াছে তাহার নকল এবং ঐ দরখাস্তক্রমে তাঁহারা যাহা২ করিয়াছেন তাহার কৈফিয়ৎ পাঠাইতে হইবেক।—১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১০ দফা।

৯৩৭। এই সকল কার্য্যে কোন মন্দাচরণ কিম্বা বেদাঁড়া হয় নাই ইহা জজ সাহেবের মনঃপ্রত্যয় হইবার নিমিত্তে তাঁহার উচিত যে ঐ রোয়দাদ মধ্যে২ তদারক করেন বিশেষতঃ কসুরপ্রযুক্ত যে ডিক্রী জারী করণের হুকুম নথীহইতে উঠান গিয়াছে তাহা। এবং যদ্যপি তাহাতে কোন মন্দাচরণ বা বেদাঁড়া কর্ম্ম হইয়া থাকে তবে তাহা তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিবেন।—১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১১ দফা।

৯৩৮। ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ যে মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন নিষ্পত্তি করেন তাহার বিষয়ে উক্ত নিয়ম খাটিবেক না কিন্তু সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ঐ মোকদ্দমার উপর আপীল হইলে সদর দেওয়ানী আদালত সেই আপীলের বিষয়ে তাঁহার নিকটে যে সকল হুকুম পাঠান্ তাহা তিনি জারী করিতে পারেন এই নিমিত্তে ঐ২ মোকদ্দমার রোয়দাদ ছয় মাসপর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে থাকিবেক তৎপরে সেই সকল রোয়দাদ জজ সাহেবের সিরিশ্‌তায় থাকিবার নিমিত্তে তথায় পাঠান যাইবেক। যে কৈফিয়ৎ জজ সাহেবের মাসে২ পাঠাইতে হয় তাহার মধ্যে এই প্রকার ডিক্রীর বিষয় লিখিতে হইবেক।—১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১৩ দফা।

৯৩৯। নানা অধীন আদালতের মাসিক নিষ্পত্তির রোয়দাদ সদর মোকামে পাঠাওনের বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা নীচের লিখিত বিষয় জানাইতেছেন ও হুকুম দিতেছেন।—১৮৪৫ সালের ১৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৯৪০। ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১০ ধারার ৮ প্রকরণে পোলীসের দারোগার প্রতি হুকুম আছে যে অধীন দেওয়ানী আদালত সদর মোকামে প্রেরণার্থে যে সকল কাগজপত্র তাঁহারদের নিকটে পাঠান্ সেই২ কাগজ থানার ডাকের দ্বারা অথবা সুযোগ হইলে আপনারদের বরকন্দাজের দ্বারা পাঠান্। অন্য পক্ষে মাসিক নিষ্পত্তির রোয়দাদ নিশ্চিত সময়ে২ পাঠাইবার হুকুম আছে কিন্তু দৈবায়ত্ত যে সুযোগ উপস্থিত হয় তাহাতে পোলীসের দারোগা আপন ইচ্ছাক্রমে কখন মনোযোগ করিবেন কখন বা না করিবেন অতএব যদি কেবল এইমত দৈবায়ত্ত সুযোগ হইলে ঐ কাগজপত্র পাঠান যায় তবে ১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ৪৯ নম্বরী সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডরের লিখিত বিধি প্রতিপালন হইতে

পারে না। ইহাছাড়া সদর আদালত অবগত আছেন যে অধীন আদালতের ক্ষমতা বৃদ্ধিহওয়াতে এবং তৎপ্রযুক্ত তাঁহারদের সম্মুখে উপস্থিত কার্য্যের বাহুল্য হওয়াতে তাঁহারদের রোয়দাদ অতিভারী হইতেছে ইহাতে থানার ডাকের দ্বারা সেই সকল রোয়দাদ সদর মোকামে পাঠাইবার প্রতিবন্ধক হইতেছে।—১৮৪৫ সালের ১৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৯৪১। কিন্তু ঐ রোয়দাদের সঙ্গে পোলীসের বরকন্দাজের যাইবার হুকুম আইনে আছে এবং তাহাতে প্রেরিত কাগজপত্র নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছনের খাতিরজমা হইতেছে অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা ঐ বরকন্দাজের তৎসঙ্গে গমন মৌকুফ করিতে ইচ্ছুক নহেন এবং তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে হুকুম করিতেছেন যে অধীন আদালতের বিচারকেরা আপনং মাসিক নিষ্পত্তির রোয়দাদ সদর মোকামে পঁহুছিবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট তারিখে নিকটস্থ থানায় পাঠাইবেন এবং দারোগা অথবা তাঁহার অবর্ত্তমানে থানার প্রধান আমলার এক রসীদ লইবেন। ঐ আদালতের বিচারকেরা রোয়দাদ বহিবার নিমিত্তে যত মজুরের আবশ্যক হয় তাহা নিযুক্ত করিবেন এবং জজ সাহেবের স্থানে তাহারদের খরচ চাহিবেন। পোলীসের দারোগার কর্ত্তব্য যে সেই কাগজপত্র অবিলম্বে বরকন্দাজের জিম্মা করিয়া সদর মোকামে পাঠান্। এবং আদালতের বিচারক ঐ রোয়দাদের সঙ্গে আপন দস্তখৎকরা এক চালান দিবেন তাহাতে থানায় পাঠাইবার তারিখ এবং রোয়দাদের মধ্যে যত মিসিল থাকে তাহার সংখ্যা লেখা থাকিবেক তাহাতে দৃষ্ট হইবেক যে সদর মোকামে পাঠাওনের বিষয়ে পোলীসের আমলারা কিছু গতিক্রিয়া করিয়াছে কি না।—১৮৪৫ সালের ১৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৯৪২। জজ সাহেবেরদের প্রতি হুকুম হইল যে ১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ৪৯ নম্বরী সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডরের বিধি প্রতিপালনার্থে সদর মোকামহইতে প্রত্যেক রোয়দাদপাওনিয়া থানার দূরত্ব বুঝিয়া যে তারিখের মধ্যে প্রত্যেক মুনসেফের আপন মাসিক নিষ্পত্তির রোয়দাদ পোলীসের দারোগার নিকটে দাখিল করিতে হইবেক তাহা নিরূপণ করেন।—১৮৪৫ সালের ১৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৯৪৩। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ৪৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ১৩ দফানুসারে প্রধান সদর আমীনেরা ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওনের তারিখঅবধি ছয় মাসপর্য্যন্ত তাহার রোয়দাদ আপন২ কাছারীতে রাখিতে পারেন যেহেতুক এই মোকদ্দমার আপীল ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুসারে একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে হইয়া থাকে। যে বিবেচনাক্রমে ঐ হুকুম দেওয়া গেল সেই বিবেচনাদৃষ্টে যে আপীল প্রধান সদর আমীন ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১১ ধারানুসারে নিষ্পত্তি করেন তাহার রোয়দাদের বিষয়েও ঐ হুকুম খাটান উপযুক্ত বোধ হয় যেহেতুক ১৮৪৩ সালের ৩ আইনের দ্বারা এই মোকদ্দমাতে প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে কেবল সদর দেওয়ানী আদালতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে অতএব সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিতেছেন যে ইহার পর শেষোক্ত প্রকার মোকদ্দমার কাগজপত্রসকল ছয় মাসপর্য্যন্ত প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে থাকিবেক যেহেতুক এমত হইতে পারে যে বিবাদিবদের মধ্যে কোন এক পক্ষ তাঁহারদের নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল করণের দরখাস্ত দিবার ইচ্ছা করিতে পারে।—১৮৪৫ সালের ১৫ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৯৪৪। জিলা গোরক্ষপুরে মুনসেফের আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমার রোয়দাদের অধিকাংশ দগ্ধ হওয়াতে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব ঘটিয়াছে এইপ্রযুক্ত সদর দেওয়ানী আদালত জজ সাহেবেরদের প্রতি হুকুম করিতেছেন যে যাহাতে অধস্থ আদালতের রোয়দাদে অগ্নি না লাগে অথবা অন্য কোন প্রকারে ক্ষতি না হয় এমত এক স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করা অত্যাবশ্যক। যে মোকদ্দমা ঐ অধস্থ আদালতের বিচারকেরা নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা মাসেং জজ সাহেবের কাছারীতে পাঠাইবার হুকুম আছে অতএব যে কাগজপত্রের বিষয়ে এক্ষণে হুকুম হইতেছে তাহা কেবল বিচারাধীন মোকদ্দমার কাগজপত্র।—১৮৪২ সালের ১৮ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৯৪৫। সদর আদালত বোধ করেন যে মুনসেফেরা যখন পরবপ্রযুক্ত বন্দের সময়ে কি অন্যং সময়ে আপনারদের মোকাম ছাড়া হন তখন তাঁহারা আপনং কাছারীর রোয়দাদ নিকটস্থ থানায় গচ্ছিত করিয়া রাখেন্। এই ব্যবহার অনুপযুক্ত অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে পরবপ্রযুক্ত বন্দের সময় ছাড়া যখন মুনসেফেরা ছুটী লইয়া স্থানান্তর যান্ তখন তাঁহারা আপনারদের রোয়দাদ আমলারদের হাতে গচ্ছিত করিয়া রাখিবেন। এবং পূজাপ্রযুক্ত নিয়মিত ছুটীর সময়ে যখন আমলারা আপনং বাটীতে যাইতে অনুমতি পান তখন মুনসেফেরা আপনং সিন্দুকে রোয়দাদ পূরিয়া এবং রীতিমত সে সিন্দুকে মোহর করিয়া আপনারদের অবর্ত্তমান সময়পর্য্যন্ত কাছারীতে পেয়াদারদের চৌকীতে রাখিবেন।—১৮৪৬ সালের ৯ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৫৬ ধারা।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় এদেশীয় বিচারকেরদের এলাকা।

৯৪৬। এই আইনের ৩ ধারাতে (নীচের লিখিত ৯৪৭। ৯৪৮। ৯৪৯ নম্বরী বিধান) যেং হুকুম লেখা

গিয়াছে তাহা ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ২ আইনের ৫ ধারামতে যে সকল সদর আমীন দেড় শত টাকার অধিক দাওয়ার দেওয়ানী মোকদ্দমার তজবীজ করণের ক্ষমতা রাখে তাহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক এবং অন্য যে২ সদর আমীনেরা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারীর মোকামেতে থাকে তাহারদিগেরো সহিত তাহারদিগকে উপরের উক্ত ক্ষমতা অর্পণ না হইয়া থাকিলেও সম্পর্ক রাখিবেক ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা ঐ সদর আমীনদিগকে উপরের নিরূপিত প্রকারেতে ফৌজদারী মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২১ সা। ৩ আ। ৪ ধা।

৯৪৭। জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা তাঁহারদিগের হজুরে উপস্থিতহওযা গালিগালাজ ও মারিপীট ও ক্ষুদ্র২ হঙ্গামা অর্থাৎ ঝকড়া গণ্ডগোলের ন্যায় অল্প২ অপরাধের বাবৎ এবং অল্প২ যে সকল চুরীতে কিছু জোরজবরী না হইয়া থাকে তাহার বাবৎ সমস্ত মোকদ্দমা আপন২ আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত লোককে বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২১ সা। ৩ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

৯৪৮। জানান যাইতেছে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সাবেক আইনমতে ফৌজদারী যে সকল মোকদ্দমা ঐ আদালতের আসিষ্টাণ্ট সাহেবের বিচারযোগ্য সে সমস্ত মোকদ্দমাও পণ্ডিত ও মৌলবী লোককে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন ও ঐ সকল মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করণ ও তজবীজ করণেতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও মৌলবী ও পণ্ডিত লোকেরা আইনের লিখিত হুকুম আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮২১ সা। ৩ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৯৪৯। উপরের প্রকরণানুসারে সোপর্দ্দহওয়া ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করণার্থে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ২০ ধারার ও ঐ ধারার লিখিত অন্য২ আইনানুসারে আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগকে যে২ ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে সেই২ ক্ষমতা আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত লোকেরো হইবেক। জানান যাইতেছে যে ঐ২ আইনেতে ইহা লেখা গিয়াছে যে আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা তাঁহারদিগকে সোপর্দ্দহওযা মোকদ্দমাতে যে কোন জনের প্রতি গালিগালাজ দেওন কি মারিপীট কিম্বা ক্ষুদ্র২ হঙ্গামা অর্থাৎ গণ্ডগোল ও বিরোধ করণের অপরাধ সাবুদ হইবেক তাহার পক্ষে ১৫ পনেরো দিনের অধিক কয়েদের ও ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক জরীমানা দিবার ও তাহা না দিলে আর ১৫ পনেরো দিনের অধিক কয়েদের এতাবতা মোটে এক মাসহইতে অধিক দিন কয়েদের হুকুম দিতে পারিবেন না এবং অল্প চুরীর অপরাধ সাবুদ হইলে অপরাধির পক্ষে ৩০ ত্রিশ ঘা বেতের অধিক শারীরিক শাস্তির ও এক মাসের অধিক কয়েদের হুকুম দিতে পারিবেন না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে মৌলবী ও পণ্ডিতেরা যাহারদিগের পক্ষে কয়েদের হুকুম দেন যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহারদিগকে পায় বেড়ী দিয়া কয়েদ রাখা উপযুক্ত না বুঝেন্ তবে তাহারদিগের পায় বেড়ী দেওযা যাইবেক না ইতি। ১৮২১ সা। ৩ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

[এক্ষণে মাজিষ্ট্রেটের অধীন পদস্থ কোন কার্য্যকারক শারীরিক শাস্তি দিতে পাবেন না।]

৯৫০। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪২ ধারা এবং ৭৪ ধারার নিয়মান্তরের কথা এবং ১৮২৫ সালের ১২ আইনের ৫ পারার ২। ৩ প্রকরণ এবং ৬ ধারা রদ হইল ইতি।—১৮৪১ সা। ৩০ আ। ৩ ধা।

৯৫১। যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে যথার্থ বিচারের যে বাধা হয় তাহা নিবারণের প্রচুর বিধান নাহি অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জিলা বা শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীনে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে অথবা কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোন উপরিস্থ বা নীচস্থ আদালতের সম্মুখে যে সকল ব্যক্তি ভয় দর্শাওনের অঙ্গভঙ্গীর কিম্বা কথার দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে যথার্থ বিচারের বাধা জন্মায় সেই সকল ব্যক্তি সামান্যতঃ কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের অধীন হউক কি না হউক যে কার্য্যকারকের বিচারের বাধা জন্মায় তাঁহার দ্বারা তাহারা ২০০৲ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক কিম্বা ঐ জরীমানা না দেওয়া গেলে এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক। কিন্তু এইমত গতিকে যে কার্য্যকারক জরীমানা করেন্ তাঁহার নিষ্পত্তির উপর অন্য২ মোকদ্দমাতে যে কোন দেওয়ানী অথবা ফৌজদারীর কার্য্যকারক আপীল শুনিতে আইন মতে নিযুক্ত হন্ তাঁহার নিকটে এক মাসের মধ্যে ঐ দণ্ডের হুকুমের উপর আপীল হইতে

পারে। এবং উপরের উক্ত যে কোন গতিকে এই আইনের পূর্ব্বে নালিশ হইতে পারিত সেই২ গতিকে যে আদালতে অপরাধ হইয়াছিল সেই আদালতে অপরাধির বিরুদ্ধে কোন কার্য্য না হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের অধীন কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের নিমিত্তে এই আইনের কোন বিধি থাকিতেও ঐ সুপ্রিম কোর্টে নালিশ হইতে পারে কিন্তু অন্য গতিকে হইতে পারে না ইতি।—১৮৪১ সা। ৩০ আ। ১ ধা।

৯৫২। ১৮৪২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখের ৩৪৬৫ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের দ্বারা আদালতসম্পর্কীয় কার্য্যকারকদিগকে জ্ঞানান গিয়াছিল যে ১৮৪১ সালের ৩০ আইনবিনা এক্ষণে আর কোন আইনের দ্বারা আদালতের অবজ্ঞার দণ্ড হইতে পারে না। এবং ঐ আইনের দ্বারা যে "যথার্থ বিচারের বাধার" অপরাধের দণ্ড নিরূপণ আছে সেই অপরাধের মধ্যে "অপ্রকৃত উত্তর" জ্ঞান হইতে পারে না। এই নিমিত্তে কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর নিজামৎ আদালত ১১৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ রদ করিয়াছেন।—১৮৪৩ সালের ৩ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৯৫৩। মাজিষ্ট্রেট সাহেব সদর নিজামৎ আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮২১ সালের ২ আইনের ৫ ধারার দ্বারা যে সদর আমীনদিগকে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তাঁহারদিগকে বিচার করণার্থে ১৮২৪ সালের ১৫ আইনানুসারে যে মোকদ্দমা ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত আছে তাহা অর্পণ হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে সেই প্রকার মোকদ্দমা বিচারার্থে সদর আমীনকে অর্পণ হইতে পারে না।—১৮২৬ সালের ১৪ আপ্রিলের ৪১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৯৫৪। জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮২১ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার বিধিক্রমে যে মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচার ও নিষ্পত্তিহওনের নিমিত্তে সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করেন সেই মোকদ্দমাতে ঐ সদর আমীন থানাদার অথবা পোলীসের দারোগা কি পোলীসের অন্য মফঃসল আমলার নামে পরওয়ানা পাঠাইতে পারেন কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে উক্ত তিন প্রকার আমলারদের নামে পরওয়ানা পাঠাইতে সদর আমীনকে আইনের দ্বারা কোন ক্ষমতা দেওয়া যায় নাহি কিন্তু যখন পরওয়ানা পাঠাইতে হয় তখন সদর আমীনের উচিত যে সেই বিষয় জজ অথবা মাজিষ্ট্রেট কি অতিরিক্ত রেজিষ্টর সাহেবকে জানান্ এবং ঐ পরওয়ানা তাঁহারদের আদালতহইতে পাঠান যাইবেক।—১৮২৭ সালের ৩০ মার্চের ৪৫১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৯৫৫। ১৮২১ সালের ৩ আইনের ৩ এবং ৪ ধারানুসারে যে মোকদ্দমা সদর আমীনেরদের নিকটে অর্পণ হয় তাহার নিষ্পত্তি করণের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসিষ্টান্টের উপদেশের নিমিত্তে যে২ বিধি হইয়াছে সেই২ বিধির অনুসারে ঐ সদর আমীনেরা কার্য্য করিবেন অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে এমত মোকদ্দমায় তাঁহারদের হুকুমনামাতে তাঁহারদের দস্তখৎ করিতে হইবেক কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মোহরক্রমে ও তাঁহার আমলার দ্বারা তাহা জারী হইবেক।—১৮৩২ সালের ৭ ডিসেম্বরের ৭৪১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৯৫৬। কখনং এমত হইতে পারে যে যে মোকদ্দমা ছোট বিষয় বোধ হয় তাহার বিচারের সময়ে অতিভারী দেখা যাইবেক তাহা হইলে দেশীয় যে বিচারক অথবা যে পণ্ডিত কি যে মৌলবীর নিকটে ঐ মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে অর্পণ হইয়াছিল তাঁহারদের উচিত যে সেই মোকদ্দমার তজবীজতদন্তী করিয়া তাঁহারা যাহা তাহরিয়াছেন তাহার কিছু না লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তাহা ফিরিয়া দেন্ এবং সদর দেওয়ানী আদালত বোধ করেন যে যে মোকদ্দমা ছোট বিষয়ের হয় এবং পণ্ডিত ও মৌলবীর দ্বারা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে কেবল এমত মোকদ্দমা তাঁহারদিগকে অর্পণ করিতে হয়।—১৮২৯ সালের ২৪ জুলাইর ৫১৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৯৫৭। জজ সাহেব সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সদর আমীন কাছারীহইতে দেড় ক্রোশ অন্তরে আপনার নিজ বাটীতে শপথ করাইয়া যে জোবানবন্দী লন্ তাহা আইনসিদ্ধ জ্ঞান হইবেক কি না এবং যদি তৎপরে দৃষ্ট হয় যে ঐ সাক্ষী সদর আমীনের বাটীতে শপথক্রমে যে জোবানবন্দী দিয়াছিল তাহা মিথ্যা ছিল তবে মিথ্যা শপথ করণের বিষয়ে ঐ সাক্ষির দণ্ড হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে এইরূপে যে জোবানবন্দী লওয়া যায় তাহা বেআইনী এবং গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং যদি সেই জোবানবন্দী মিথ্যা হয় তবে সাক্ষী মিথ্যা শপথের দণ্ডের যোগ্য হইবেক না।—১৮৩১ সালের ২৮ ফেব্রুআরির ৬২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৯৫৮। জিলা ও শহরের আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত লোক আপনারদিগকে সোপর্দ্দ হওয়া মোকদ্দমাতে যে২ হুকুম দিয়া থাকেন তাহা লেখা কৈফিয়ৎ প্রতিমাসের ৫ তারিখে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইতে হইবেক ও ঐ সাহেব তাহা দৃষ্টি করিয়া যদি ইহা বুঝেন যে ঐ হুকুমেতে কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে তবে তাহা শুধরিয়া ঐ কৈফিয়ৎ আর যে সকল রিপোর্ট দায়েরসায়েরী আদালতে ও সদর নিজামতে যাইবেক তাহার শামিলে রাখা যাইবেক ইতি।—১৮২১ সা। ৩ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

১৫৯। ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার হুকুমসকল যাহা এই আইনানুসারের নিযুক্ত প্রধান সদর আমীনের উপর খাটিবেক তদতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ত্তব্য যে যদ্যপি কোন ফৌজদারী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সদর আমীনের দ্বারা চূড়ান্ত হইবেক না তথাপি এমত মোকদ্দমা তদন্ত করিবার নিমিত্তে যে সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীন আদালতের মৌলবী না হন এমত ব্যক্তির নিকটে অর্পণ করেন কিন্তু ঐ সদর আমীন আসামীর মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্তে তাহাকে দওরায় সোপর্দ্দ করিতে পারেন না আর চলিত আইনক্রমে ফৌজদারী মোকদ্দমাসকলে শাস্তি দিবার হুকুমের ক্ষমতার বহির্ভূত হইবেন না ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৮ ধা। ৬ প্র।

১৬০। সদর দেওয়ানী আদালত বোধ করেন যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনকে বিচারার্থে অর্পণ করিতে পারেন না কেননা ঐ ধারার দ্বারা কেবল ফৌজদারী মোকদ্দমা তাঁহারদিগকে অর্পণ করিতে পারেন।—১৮৩২ সালের ১৮ মের ৬৮৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬১। আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় করিয়াছেন যে ১৮১৯ সালের ৭ আইনের নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা তজবীজ ও রিপোর্ট করণার্থে প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ হইতে পারে।—১৮৪০ সালের ১০ মার্চের ১২৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৭ ধারা।

ফৌজদারী মোকদ্দমার এদেশীয় বিচারকেরদের দণ্ডাজ্ঞা বা হুকুমের উপর আপীল।

১৬২। যেহেতুক ফৌজদারী আপীলের বিষয়ি এবং ফৌজদারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞা ও হুকুম শুধরিবার বিষয়ি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের বিধান সংশোধন করা উচিত বোধ হইল অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে আপীলের বিষয়ে এবং উপস্থিত আদালতের দ্বারা অপস্থ আদালতের দণ্ডাজ্ঞা শুধরিবার বিষয়ে ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতা ও কার্য্যের সহিত বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের যেং ভাগ সম্বন্ধ রাখে তাহা রদ হইল ইতি। —১৮৪১ সা। ৩১ আ। ১ ধা।

১৬৩। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট অথবা সদর আমীন অথবা পণ্ডিত কি মৌলবী অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন অন্য যে কোন কার্য্যকারক ফৌজদারী বিষয়ের বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন তিনি ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৮ ও ৯ ধারা এবং ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ৮ এবং ৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের সীমার মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমায় অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমাছাড়া আদালতসম্বন্ধীয় অন্য কার্য্যে যে সকল দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম করেন তাহার উপর মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের নিকটে ঐ দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুমের তারিখের পর এক মাসের মধ্যে এক আপীল করিতে অনুমতি হইল। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট কিম্বা ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৮ ও ৯ ধারা এবং ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ৮ ও ৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের সীমার বহির্ভূত ফৌজদারী মোকদ্দমায় অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমাছাড়া আদালতসম্বন্ধীয় অন্য কার্য্যে যে সকল দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম করেন তাহার উপর পূর্ব্বোক্তমতে এক মাসের মধ্যে সেশন জজ সাহেবের নিকটে এক আপীল করিতে অনুমতি হইল। এবং সেশন জজ সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমায় যে সকল দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম করেন তাহার উপর তিন মাসের মধ্যে সদর নিজামৎ আদালতে এক আপীল করিতে অনুমতি হইল। এবং এই আইনের ৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট গতিকভিন্ন ঐ আপীলের উপর যেং দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম হয় তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ৩১ আ। ২ ধা।

১৬৪। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা নিয়ত অধস্থ কোন আদালতের ফৌজদারী কোন মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব করিতে পারেন এবং তাহার বিষয়ে যেং হুকুম উচিত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন ইতি।—১৮৪১ সা। ৩১ আ। ৩ ধা।

১৬৫। কিন্তু ইহাতে আরো হুকুম হইল যে যে মোকদ্দমা সদর নিজামৎ আদালত এরূপ তলব করেন সেই মোকদ্দমায় ঐ আদালত অথবা যে আপীল কোন ফৌজদারী আদালতে হয় তাহাতে ঐ আদালত হুকুম হওয়া দণ্ড বেশী করিতে পারেন না অথবা যে ব্যক্তি অধস্থ আদালতের দ্বারা নির্দ্দোষী হইয়াছিল তাহার দণ্ড করিতে পারেন না ইতি।—১৮৪১ সা। ৩১ আ। ৪ ধা।

১৬৬। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সেশন জজ সাহেব এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব নিয়ত আপনং আদালতের অব্যবহিত অধীন কোন আদালতের কার্য্য নিয়মমত হইতেছে কি না ইহা হৃদ্বোধরূপে নিশ্চয় জানিবার নিমিত্তে ঐং আদালতের রোয়দাদ তলব করিয়া তজবীজ করিতে পারেন। কিন্তু নিজামৎ আদালতের তুল্য আদালত ব্যতিরিক্ত অন্য কোন আদালত অধস্থ কোন আদালতের দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুমের উপর তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিরা এই আইনের বিধানানুসারে রীতিমত আপীল না করিলে ঐ দণ্ডাজ্ঞা বা হুকুমের অন্যথা করিতে পারেন না ইতি।—১৮৪১ সা। ৩১ আ। ৫ ধা।

১৬৭। যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৫ ধারা কিপর্য্যন্ত ১৮৪১ সালের ৩১ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৫ ধারার যে অংশ এখনো প্রবল আছে তাহা রদ হইল ইতি।—১৮৪৮ সা। ১৯ আ। ১ ধা।

১৬৮। বাঙ্গলা রাজধানীর নিজামৎ আদালতে সোপর্দ্দ না হওয়া যে কয়েদীরদের দণ্ড করা যায় তাহারদের কৈফিয়তের খোলাসা অর্থাৎ কালেক্তর দৃষ্টি করিয়া যদি কোন গতিকে উক্ত আদালতের এমত বোধ হয় যে যে দণ্ডের হুকুম হইয়াছে তাহা কৈফিয়তের খোলাসা কি কালেক্তরের লিখিত অপরাধের অপরাধগ্রস্ত কোন ব্যক্তির প্রতি আইনমতে হইতে পারে না তবে ঐ আদালতের সাহেবেরা তাহা রহিত করিয়া ঐ অপরাধের যে দণ্ড বা দণ্ডসকল আইনমতে হইতে পারে তাহা ঐ অধস্থ আদালতে জানাইবেন এবং তাহাতে ঐ অধস্থ আদালত আইনানুসারে দণ্ডের নূতন হুকুম করিবেন এবং তদনুসারে রোয়দাদ স্তধরাইবেন ইতি।—১৮৪৮ সা। ১৯ আ। ২ ধা।

১৬৯। অর্পণ না হওয়া যে কয়েদীরদের দণ্ড করা যায় তাহারদের কৈফিয়তের খোলাসা অর্থাৎ কালেক্তর দৃষ্টি করিলে যদি কোন গতিকে উক্ত নিজামৎ আদালতের এমত বোধ হয় যে কয়েদীর বিষয়ে যে হুকুম বা নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা সাক্ষ্য দৃষ্টে উপযুক্ত নয় কিম্বা দণ্ড অতিকঠিন হইয়াছে তবে তাঁহারা উচিত বোধ করিলে যে আদালতে অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে সেই আদালতের জজ সাহেবকে এইমত হুকুম করিতে পারেন যে ঐ মোকদ্দমাতে ঐ কয়েদীরদের বিষয়ে যে সকল সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছে তাহা এবং হুকুম বা নিষ্পত্তি কি দণ্ড স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার নিমিত্তে তিনি যে কোন মন্তব্য কথা লিখিতে চাহেন তাহা এক সর্টিফিকটে লেখেন এবং তাহাতে দস্তখৎ করিয়া পাঠান্। তাহাতে যদি বিষয়বিশেষে উক্ত নিজামৎ আদালতের এমত বোধ হয় যে ঐ হুকুম কি নিষ্পত্তি সাক্ষ্য দৃষ্টে উপযুক্ত নয় তবে তাঁহারা ঐ হুকুম বা নিষ্পত্তি কি দণ্ড রহিত করিতে পারেন কিম্বা যদি তাঁহারা বোধ করেন যে দণ্ড অতিকঠিন হইয়াছে তবে তাহা কমাইতে পারেন। এবং উভয় গতিকে যে আদালতে উক্ত দণ্ডের হুকুম হইয়াছিল সেই আদালতে তাঁহারা আপনারদের ঐ কার্য্য জানাইবেন এবং ঐ আদালত নিজামৎ আদালতের নিষ্পত্তির অনুসারে হুকুম করিবেন এবং আবশ্যক হইলে তদনুসারে রোয়দাদ স্তধরাইবেন ইতি।—১৮৪৮ সা। ১৯ আ। ৩ ধা।

১৭০। উক্ত নিজামৎ আদালত যখন উপযুক্ত বোধ করেন তখন এই আইনানুসারে কার্য্য না করিয়া কোন অধীন আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন ফৌজদারী মোকদ্দমার সকল রোয়দাদ তলব করিয়া তাহার বিষয়ে যে হুকুম উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারেন। কিন্তু অধীন আদালতে যে দণ্ডের হুকুম হইয়াছে তাহা বৃদ্ধি করিতে অথবা যে ব্যক্তিকে নির্দ্দোষি করা গিয়াছে তাহার দণ্ড করিতে হুকুম করিবেন না ইতি।—১৮৪৮ সা। ১৯ আ। ৪ ধা।

১৭১। ১৮৪১ সালের ৩১ আইনের বিধির বিষয়ে তোমাকে মনোযোগ করাইতে এবং ফৌজদারী আপীলসম্পর্কীয় নীচে লিখিত বিষয় তোমাকে জানাইতে আদেশ পাইয়াছি।—১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৯৭২। তুমি এই২ বিষয় জানিবা যে প্রথমতঃ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে আসিষ্টাণ্ট বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়াছেন তিনি কিম্বা প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন অথবা পণ্ডিত কি মৌলবী ফৌজদারী মোকদ্দমাতে কি কার্য্যেতে যে প্রত্যেক হুকুম দেন তাহার উপর মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ম্মনির্ব্বাহক অন্য কোন কার্য্যকারকের নিকটে আপীল হইতে পারে এবং আপীলে ঐ সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক।—১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

[উক্ত বিধান নীচের লিখিত সরক্যুলর অর্ডরক্রমে মতান্তর হইয়াছে।]

৯৭৩। বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের এবং উত্তর পশ্চিম দেশের সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা বিধান করিয়াছেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে আসিষ্টাণ্ট বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়াছেন তিনি কিম্বা প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন অথবা পণ্ডিত কি মৌলবী ফৌজদারী মোকদ্দমাতে অথবা কার্য্যে ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের অধিক দণ্ডের যে হুকুম দেন তাহার উপর সেশন জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইবেক। বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ১৮৪২ সালের ৭ জানুআরি তারিখের এবং উত্তর পশ্চিম দেশের ১৮ জানুআরি তারিখের ১০০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর উক্ত হুকুমানুসারে শোধিত করিতে হইবেক।—১৮৪৪ সালের ৯ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৯৭৪। উপরের লিখিত কথার উপলক্ষে তোমাকে আদেশ করা যাইতেছে যে তোমার ১১ নম্বরী মাসিক কৈফিয়তে অন্য এক ঘর করিয়া তাহাতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরদের নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীল লেখা যাইবেক। তোমার কৈফিয়তের চতুর্থ ঘরের শিরোভাগের কথা ত্যাগ করিয়া "মাসের মধ্যে দাখিলহওয়া" এই কথা লিখিতে হইবেক এবং ১৮৩৮ সালের ২ ফেব্রুআরি তারিখের ৬ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফাতে যে মন্তব্য কথা আছে তাহা ত্যাগ করিতে হইবেক। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে হুকুম দেওয়া গিয়াছে যে তাঁহার অধীন আসিষ্টাণ্ট সাহেব ও প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন এবং পণ্ডিত কি মৌলবীর নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞার উপর যে সকল আপীল তাঁহার নিকটে করা যায় তাহার এক মাসিক কৈফিয়ৎ তোমার দফ্তরখানার নিমিত্তে ১১ নম্বরী কৈফিয়তের পাঠানুসারে প্রস্তুত করিয়া তোমার নিকটে পাঠাইবেন এবং তুমি ঐ কৈফিয়ৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের অন্যান্য কৈফিয়তের সঙ্গে সদর আদালতে পাঠাইবা।—১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৯৭৫। বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ১৮৪২ সালের ৭ জানুআরি তারিখের এবং উত্তর পশ্চিম দেশের ১৮ জানুআরি তারিখের ১০০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ৩ বিধান মতান্তর করিয়া বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের এবং উত্তর পশ্চিম দেশের সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিয়াছেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট সাহেব কি বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রধান সদর আমীন কিম্বা সদর আমীন অথবা পণ্ডিত কি মৌলবী ফৌজদারী মোকদ্দমাতে বা কার্য্যে ১৮৪১ সালের ৩১ আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে যে দণ্ডের হুকুম করেন সেই প্রত্যেক হুকুমের উপর আপীল মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে হইতে পারে।—১৮৪৫ সালের ২৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৯৭৬। ১৮৪১ সালের ৩১ আইনের ৫ ধারায় হুকুম আছে যে সেশন জজ সাহেব ও মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্মকারক সাহেব আপনার অধীনস্থ আদালতের কার্য্য নিয়মমত হইতেছে কি না ইহা হৃদ্বোধরূপে জানিবার নিমিত্তে ঐ২ আদালতের মিসিল তলব করিয়া তজবীজ করিতে পারেন কিন্তু ঐ আইনক্রমে তাঁহারদের নিকটে নম্বরী আপীল না হইলে তাঁহারা ঐ আদালতের কোন দণ্ডাজ্ঞা বা হুকুম মতান্তর করিতে পারেন না। ঐ ধারার হুকুম সম্পর্কে এক্ষণে সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ঐ মোকদ্দমার তজবীজ করণেতে যদ্যপি দৃষ্ট হয় যে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত তবে নিজামৎ আদালত সেই২ মোকদ্দমার বিষয়ে যেমত উপযুক্ত বোধ হয় সেইমত কার্য্য করিতে পারেন এই নিমিত্তে তদ্বিষয়ের এক রিপোর্ট নিজামৎ আদালতে দিবেন।—১৮৪২ সালের ১৮ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৯৭৭। যে মোকদ্দমা এইরূপে অর্পণ হয় তাহার মিসিল ঐ রিপোর্টের সঙ্গে২ পাঠাইতে হইবেক এবং ইঙ্গরেজী ভাষার এক পত্রও প্রেরণ করিতে হইবেক তাহার আরম্ভে এই কথা থাকিবেক "১৮৪১ সালের ৩১ আইনের ৫ ধারা ও ১৮৪২ সালের ১৮ মার্চ তারিখের নিজামৎ আদালতের সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে নিজামৎ আদালতে অর্পণ হইবার নিমিত্তে পশ্চাৎ লিখিত মোকদ্দমার মিসিল তোমার নিকটে পাঠাইয়া এই২ রিপোর্ট করিতেছি।" তাহার পর যে কার্য্য বেদাঁড়া হইয়াছে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এবং অন্য যে বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ করণের প্রার্থনা হইতেছে তাহা লেখা থাকিবেক। মাজিষ্ট্রেটী কার্য্যকারকেরা যে সেশন জজ সাহেবের অধীনে থাকেন সেই সাহেবের দ্বারা ঐ২ রিপোর্ট এই সদর আদালতে অর্পণ হইবার নিমিত্তে পাঠাইবেন।—১৮৪২ সালের ১৮ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৯৭৮। উক্ত আইনক্রমে ঐ কার্য্যকারকেরদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সদর আদালতের সাহেবেরা এইরূপে তাঁহারদিগকে জ্ঞাত করিতেছেন কিন্তু যে২ বিশেষ গতিকে এইমত রিপোর্ট করিতে হয় তাহার কোন বিবরণ অথবা যে২ প্রকার ভারি বেদাঁড়া

কার্য্য বা অনুচিত কঠিন দণ্ডপ্রভৃতি এইরূপে হইলে রিপোর্টকরা আবশ্যক তাহা সদর আদালতের সাহেবেরা নির্দ্দিষ্ট করেন না। ঐ কার্য্যকারকেরদিগকে এই সাধারণ হুকুমমাত্র দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন যে যাহাতে এক পক্ষে কোন ভারি ভুল এবং ত্রুটি অশুধরাণ না থাকে এবং অন্য পক্ষে সদর আদালতের যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করণের আবশ্যক নাই এমত বিষয়ে তাঁহারদের নিরর্থক সময় হরণ না হয় এইমতে তাঁহারা সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক এই বিধানক্রমে নিজামৎ আদালতে মোকদ্দমা অর্পণ করেন।—১৮৪২ সালের ১৮ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৭৯। বিধান হইল যে ১৮৪১ সালের ৩১ আইন জারী হওনের তারিখে যে সকল ফৌজদারীবিষয়ক আপীল মুলতবী ছিল তাহা ঐ আইনের বিধির অনুসারে নিষ্পত্তি হইবেক।—১৮৪১ সালের ১১ ফেব্রুআরির ১৩১৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮০। আজিমগড়ের সেশন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ১৮৪১ সালের ৩১ আইনে "দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম" এই কথা মোকদ্দমা রুবকার হওনকালীন হুকুমের বিষয়ে খাটে না এবং অধস্থ আদালতের মোকদ্দমা রুবকার হওনকালীন হুকুমে উপরিস্থ আদালতের ঐ আইনের বিধির দ্বারা হস্তক্ষেপ করণের নিষেধ নাহি।—১৮৪২ সালের ১ আপ্রিলের ১৩২২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮১। ছিলটের সেশন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে এই বিধান হইল যে দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুমের উপর ১৮৪১ সালের ৩১ আইনানুসারে আপীল হইলে যদি তাহা ঐ দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুম হওনের পর এক মাসের মধ্যে না হয় তবে তাহা অগ্রাহ্য এবং যে কার্য্যকারকের নিকটে আপীল হয় তিনি আপনার বিবেচনানুসারে আইনমতে এক মাসের পরে আপীল লইতে পারেন না।—১৮৪২ সালের ১ আপ্রিলের ১৩৩২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮২। এক জন সদর আমীনের দ্বারা আদৌ যে মোকদ্দমার তজবীজ হইয়াছিল মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই মোকদ্দমা-সংক্রান্ত যে হুকুম করেন তাহার উপর ঐ সদর আমীন আপীল করিতে পারেন না যেহেতুক ঐ হুকুমেতে নারাজ ব্যক্তির আপীল করণের অধিকার থাকাতে যাথার্থ্য প্রবল করণের প্রচুর উপায় হয়।—১৮৩৮ সালের ১৯ নবেম্বরের ১১৮৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৮ ধারা।

আদালতের দ্বারা মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করণ।

২৮৩। হিসাবী ও শরাকতী ও কর্জ্জা ও খরীদ ও ফরোখ্তীর কৌলকরারী এবং কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ বেল্-মোক্তাচুক্তি করারদাদের না আদায়ের বিরোধের যে সকল মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতসকলে উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমার মধ্যে যে যে মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা সিক্কা ২০০৲ দুই শত টাকার অধিক হয় তাহাতে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই মোকদ্দমার উভয় বিবাদিকে পরামর্শ দেন যে সেই২ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে মধ্যস্থাদরণ এতাবতা সালিস কবুল করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ২ ধা।

২৮৪। বিধান হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে প্রধান সদর আমীন উভয় বিবাদির সম্মতিক্রমে মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন।—১৮৪১ সালের ২৬ মার্চের ১২৯২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮৫। বিধান হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে সদর আমীন ও মুনসেফেরা উভয় বিবাদির সম্মতিক্রমে মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির ১৩২০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮৬। যে নগদ টাকা কি অস্থাবর বস্তুর সংখ্যা কিম্বা মূল্য সিক্কা ২০০৲ দুই শত টাকার অধিক না হয় তাহার সকল মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উভয় বিবাদির সম্মতিক্রমে সে সকল মোকদ্দমা তাহার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে এক জন সালিসকে সমর্পণ করেন্ আর সে সকল মোকদ্দমার উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদিগের উকীলদিগের কর্ত্তব্য যে আগামি আদালতের দিনে অথবা তাহার পূর্ব্বে যে কেহ উভয়ের অন্তরঙ্গ থাকে কিম্বা অন্য যে কেহ সালিসী কার্য্য স্বীকার ও কবুল করে তাহার নাম নির্দ্দিষ্ট করে তাহাতে যদি উভয়ে সেই সালিসের নাম নির্দ্দিষ্ট করিতে একপরামর্শ না হয় অথবা সেই সালিস সালিসী কবুল না করে কিম্বা অন্য যে কেহ সালিসী কবুল করে তাহার নাম নির্দ্দিষ্ট করিতে উভয় বিবাদী অথবা উভয়ের উকীলেরা একবাক্য হয় তবে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে উভয় সম্মতিক্রমে চাহেন্ যে স্থানে সে মোকদ্দমার উর্দ্ধা-

পন হইয়া থাকে তথাকার ভূম্যধিকারী না হয় সে স্থানের সদরের মালগুজার যে ইজারদার অথবা সে পরগনার কাজী কিম্বা তথাকার তহসীলদার কিম্বা অন্য যে কেহ মাতবর থাকে এমত লোকের যে কেহ সে মোকদ্দমার এলাকা কোন প্রকারে না রাখে তাহাকে সালিস মোকরর করেন্ কিন্তু যদি উভয় বিবাদিতে সালিসের নাম নির্দ্দিষ্ট করিতে একপরামর্শ না হয় কিম্বা সেই সালিস সালিসী কবুল না করে ও অন্য যে কেহ সালিসী কবুল করে তাহাকে মানিতে উভয় বিবাদিতে ঐক্য না হয় এবং জজ সাহেবের বিবেচনাক্রমে কোন সালিস নির্দ্দিষ্ট হইলেও তাহাকে না মানে তবে সে মোকদ্দমা তাহার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে সালিসকে সমর্পণ হইবেক না বরং হয় জজ সাহেবের সাক্ষাৎ বিচার হইবেক না হয় সে মোকদ্দমা জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকিলে সেই আদালতের জজ সাহেব যদি সে মোকদ্দমা রেজিষ্টর সাহেবকে সমর্পণ করণ উচিত বুঝেন তবে সেই রেজিষ্টর সাহেবের সমক্ষে বিচার হইবেক ইহাতে যে কোন সালিস সালিসী কবুল করে তাহার নাম নির্দ্দিষ্ট করিতে যদি উভয় বিবাদী কিম্বা উভয়ের উকীলেরা একবাক্য হয় অথবা জজ সাহেবের বিবেচনানুসারে কোন সালিস নির্দ্দিষ্ট হইলে তাহাকে মানে তবে এরূপে যাহার নাম নির্দ্দিষ্ট করা যায় সেই ব্যক্তি সে মোকদ্দমার বিচারার্থে সালিস মোকরর হইবেক। কিন্তু জানিবেক যে এই ধারার লিখিত মোকদ্দমাসকলের উভয় বিবাদি এবং ২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত মোকদ্দমাসকলের উভয় বিবাদিদিগেরো সাধ্য আছে যে আপনারদিগের মোকদ্দমার নিষ্পত্ত্যর্থে দুই জন কিম্বা ততোধিক জনকে সালিস ঠাহর করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৩ ধা।

২৮৭। নগদ টাকার কি অস্থাবর বস্তুর যে মোকদ্দমার সংখ্যা কিম্বা মূল্য সিক্কা ২০০৲ দুই শত টাকার অধিক না হয় এমত সকল মোকদ্দমা জজ সাহেবেরা ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ৩ ধারানুসারে এক জন সালিসকে সমর্পণ করিতে পারেন্। যে মোকদ্দমার সংখ্যা বা মূল্য তাহাহইতে অধিক হয় তাহা এইরূপে এক জন সালিসকে জজ সাহেব সমর্পণ করিতে পারেন্ না। অতএব জিজ্ঞাসা হইল যে কেবল নম্বরী মোকদ্দমা এইরূপ অর্পণ করণের নিষেধ আছে কি বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে যে সরাসরী মোকদ্দমা হয় তাহাও অর্পণ করণের নিষেধ আছে। তাহাঁতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ আইনের কথা অতিসাধারণরূপে লেখা গিয়াছে এবং যে নিষেধের হুকুম আছে তাহা সর্ব্বপ্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে এমত অর্থ করিতে হইবেক। সদর আদালত আরো জানাইলেন যে ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারানুসারে উভয় বিবাদির স্বেচ্ছাক্রমে যে মোকদ্দমা সালিসকে অর্পণ করা যায় তাহার বিষয়ে উক্ত নিষেধ খাটে না।—১৮৩৫ সালের ২৭ মার্চের ৯৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮৮। আদালতের জজ সাহেবদিগেরে হুকুম করা যাইতেছে যে যত পারেন্ মাতবর ও সুখ্যাত লোকদিগের সালিসী কার্য্য করিতে বাঞ্ছান্বিত করান্ কিন্তু ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে এ বিষয়ে কিছু অত্যাচার ও জবরদস্তী করেন্। এবং কদাচ ইহাও না হয় যে তাঁহারদিগের নিজের চাকর কিম্বা আমলা অথবা আদালতের উকীলদিগের কেহ সালিসী কার্য্যের ভার আপন শিরে লয়। আর ঐ সাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে সমস্ত মোকদ্দমার উভয় বিবাদিতে স্বেচ্ছা ও সম্মতিক্রমে আপনারদিগের মোকদ্দমাসকল বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে যে সালিসের নিকটে উপস্থিত করিতে চাহে তাহার নিকটে উপস্থিত করাইতে যথোচিত চেষ্টা করেন্ কিন্তু এ বিষয়েও কোন প্রকারে অত্যাচার ও জবরদস্তী না করেন্। আর ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত যে যে গতিকে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের শক্তিলাভ আপনারদিগের বিবেচনানুসারে উভয়ের সম্মতিক্রমে সালিস নির্দ্দিষ্ট করিতে আছে তদ্ভিন্ন যাবদীয় গতিকেই উভয় বিবাদির বিবেচনাক্রমে সালিসেরা নির্দ্দিষ্ট ও মোকরর হইবেক ও সেই সালিসেরা বেতন ও রসুমের আপত্তি না করিয়া সেই সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৪ ধা।

২৮৯। সদর আদালতের সাহেবেরা অবগত হইয়াছেন যে কোন২ দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা বোধ করেন যে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার লিখিত মোকদ্দমাঘটিত দাওয়ার সংখ্যা বা মূল্য যদি ২০০৲ টাকার অধিক হয় তবে তাঁহারা ঐ আইনের ৩ ও ৪ ধারার মর্ম্মানুসারে তাহা এক জন সালিসকে অর্পণ করিতে পারেন না। তাহাতে সদর আদালত এই বিধান করিলেন যে ঐ ধারার এমত অভিপ্রায় নহে যেহেতুক ঐ আইনের ৪ ধারায় এমত হুকুম আছে যে আপনারদের মোকদ্দমা উভয় সম্মতিহওয়া এক সালিসকে অর্পণ করিতে উভয় পক্ষকে লওয়াইতে জজ সাহেব সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে দেওয়ানী মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরা সম্মত হইলে যে দাওয়ার সংখ্যা বা মূল্য ২০০৲ টাকার অধিক না হয় এবং যে মোকদ্দমার সংখ্যা বা মূল্য তদপেক্ষা অধিক হয় ঐই উভয় মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ আইনে এইমাত্র ইতর বিশেষ আছে যে ২০০৲ টাকার অধিক না হইলে জজ সাহেব কোন২

গতিকে উভয় বিবাদির সম্মতিক্রমে ৩ ধারার লিখিত প্রকার কোন এক ব্যক্তিকে সালিসী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন কিন্তু ২০০৲ টাকার অধিক বিষয় হইলে উভয় বিবাদী আপনারাই সালিস নিযুক্ত করিবেক এবং সেই প্রকার মোকদ্দমায় সালিসকে মনোনীত করণ বিষয়ে জজ সাহেব স্পষ্ট বা অস্পষ্টরূপে হাত দিতে পারেন না। অতএব উভয় কালে জজ সাহেব আইনের এই অর্থানুসারে কার্য্য করিবেন এবং আপন জিলার অধস্থ আদালতের বিচারকেরদের উপদেশের নিমিত্তে তাহা তাঁহারদিগকে জানাইবেন।—১৮৩৮ সালের ১২ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

৯৯০। ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারার বিষয়ে সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে যে মোকদ্দমা জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিত আছে অথবা যে মোকদ্দমাতে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিষ্পত্তির উপর উপরিস্থ আদালতে আপীল হইয়াছে সেই মোকদ্দমাতে ঐ জিলা বা শহরের আদালতের কোন সদর আমীন অথবা পণ্ডিত কি মৌলবী সালিসী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন্ কি না। তাহাতে কলিকাতার সদর আদালত বিধান করিলেন যে উক্ত ধারায় জজ সাহেবের আদালতের যে ব্যক্তিরদিগকে সালিসী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে নিষেধ আছে সেই ব্যক্তিরদের মধ্যে সদর আমীন কি পণ্ডিত বা মৌলবীরদিগকে গণ্য করিতে হইবেক না। সেই বিধি কেবল আদালতের আমলার বিষয়ে খাটে এবং সদর আমীন কি পণ্ডিত বা মৌলবী সেইরূপ আমলা নহেন্।—১৮৩২ সালের ৯ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৯৯১। দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আপনং আদালতের উকীলদিগেরে ক্ষমতা ও অনুমতি দেন যে এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত যে সকল হুকুম সালিসদিগকে নিষ্পত্তি করণের কারণ মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিবার বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া সালিসী তারানুসারে উপস্থিত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১৯ ধা।

৯৯২। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে সালিস নিযুক্ত করণের ভাব যখন দেওয়ানী আদালতের প্রতি থাকে তখন রেজিষ্টর সাহেব যথাসাধ্য কানুনগোরদিগকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না কিন্তু যখন তাঁহারদিগকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত না করিলে নহে তখন তাহারদিগকে মনোনীত করণের সম্বাদ তৎক্ষণাৎ কালেক্টর সাহেবকে এই কারণে দিবেন যে কানুনগো যে কর্ম্মে মোকরর থাকে সেই কর্ম্ম অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারেন এবং কালেক্টর সাহেবকে তাহার সম্বাদ না দিয়া কানুনগোরদিগকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করাতে ইহার পূর্ব্বে যে ক্লেশ হইয়াছে তাহা নিবারণ হয়।—১৮১৮ সালের ৪ ফেব্রুআরির ২৮৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৯৯৩। যে সরকারী আমলারদিগকে জিলার জজ সাহেব ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারানুসারে সালিসী কর্ম্ম করিতে অনুমতি দিতে পারেন না কাজী ও সদর আমীন এইমত সরকারী আমলা নহেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ১০ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৬১ পৃষ্ঠা।

৯৯৪। যে কালে কোন মোকদ্দমা বিচারার্থে সালিসকে সমর্পণ হয় সে কালে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার বিচার আরম্ভের পূর্ব্বে তাহার উভয় বিবাদির স্থানে এই নিদর্শনে একরারনামা যে আমরা ঐ সালিসের নিষ্পত্তি মানিব এবং সেই নিষ্পত্তি আদালতের ডিক্রীর ন্যায় হইবেক লেখাইয়া লন আর জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সালিসের রফানামা দাখিল হইবার মিয়াদ যত দিন উচিত জানেন তত দিন নিরূপণ করিয়া সালিসনামায় লেখান। আর যদি কোন মোকদ্দমা দুই জন কিম্বা ততোধিক জন সালিসকে সমর্পণ হয় ও তাহারা অনৈক্যপ্রযুক্ত কিম্বা কারণান্তরে আপনারদিগের রফানামা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না করে এমত হয় তবে তাহার সমাধার এক শেষের কারণ যে সকল উদ্যোগ নির্দ্ধার্য্য আছে তাহার বেওরা এই যে যদি সে মোকদ্দমা দুই জন কিম্বা ততোধিক জন সালিসকে তাহারা গণনায় সমান হয় কিম্বা অসমান বা হউক সমর্পণ হয় তবে সে মোকদ্দমার উভয় বিবাদির সাধ্য থাকিবেক যে সেই কালেই এক জন আমীনের নাম নির্দ্দিষ্ট করে অথবা যদি সেই সালিসেরা তিন জন কিম্বা ততোধিক জন থাকে ও গণনাক্রমে অসমান হয় তবে উভয় বিবাদির শক্তি থাকিবেক যে হয় সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির সীমা অধিক জন সালিসের একবাক্যতাক্রমের বিবেচনানুসারের প্রতি রাখে না হয় সেই সালিসদিগের সকলকে ভার দেয় যে তাহারা জনেক আমীনের নাম নির্দ্দিষ্ট করে আর কর্ত্তব্য যে সেই আমীনেরো নাম তাহা রফানামা দাখিল হইবার মিয়াদ নিদর্শনে সালিসদিগের বিচার আরম্ভের পূর্ব্বে যে সালিসনামা লেখা যায় সেই সালিসনামাতেই লিপি হয় আর জনেক আমীনের নাম নির্দ্দিষ্ট হইলে যদি সালিসেরা নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে আপনারদিগের রফানামা দাখিল না করে তবে সেই মিয়াদ গত হইবার সময়হইতে সেই সালিসদিগের নিকটহইতে

সালিশী ভার উঠিয়া সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ভার সেই আমীনকেই হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৫ ধা।

৯৯৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কোন মোকদ্দমা যখন সালিশীতে অর্পণ হয় তখন যে আদালতে তাহা উপস্থিত করা গিয়াছিল সেই আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে সালিসেরদের অনৈক্যপ্রযুক্ত কিম্বা কারণান্তরে তাহারদের রফানামা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না হওনের সম্ভাবনায় সেই বিষয়ের শেষ করণার্থে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ৫ ধারাতে যে সকল নিয়ম নির্দ্ধার্য্য আছে তাহার কোন এক নিয়মমতে সালিসেরদের বিচার আরম্ভের পূর্ব্বে উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরদিগকে সম্মত করান যদি ঐ নিয়ম একরারনামার মধ্যে না লেখা গিয়া থাকে এবং সালিসেরা অনৈক্য হয় তবে তাহারদের সকল কার্য্য অসিদ্ধ হইবেক এবং সেই মোকদ্দমার সালিশী গোড়াঅবধি নূতন করিতে হইবেক। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত জানাইতেছেন যে ঐ ধারার মধ্যে একরারনামার নিয়মের বিষয়ে যে২ উদ্যোগ করণের হুকুম আছে সাবধান হইয়া সেইরূপ উদ্যোগ করিলে কোন বিভ্রাট হইতে পারে না।—১৮২৫ সালের ২৪ জুনের ৩৯৫ নমুরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৯৯৬। যে কালে বিচারার্থে মোকদ্দমা সালিসকে সমর্পণ হইয়া উপরের ধারার লিখিত পাঠক্রমে একরারনামা লেখাইয়া লওয়া যায় সে কালে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই মোকদ্দমা তাহার বিচারার্থে সমর্পণ হইবার নিদর্শনে আদালতের মোহরে এক সালিসনামাসমেত নালিশী আরজীর নকল সালিসের নিকটে পাঠান্ তাহাতে সেই সালিসের কর্ত্তব্য যে উভয়ের উত্তরপ্রত্যুত্তর ও সাক্ষিদিগের প্রামাণ্য কথা শুনিয়া এবং উভয়ের নিদর্শনী কাগজপত্র দেখিয়া সেই মোকদ্দমার বিচারে মনোযোগী হয় আর উভয় বিবাদির হাজিরের বিষয়ে এবং যে সাক্ষিদিগের প্রামাণ্য কথা সালিস কিম্বা উভয় বিবাদিতে চাহে তাহারদিগের হাজিরের অর্থে জজ সাহেবের উচিত যে তাঁহার আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমাসকলে হাজির হওন ও সুকৃতি করণের যে সকল উদ্যোগ কর্ত্তব্য আছে তাহা করেন ইহাতে যদি তাহারদিগের কেহ জজ সাহেবের তলব মাফিক সালিসের নিকটে হাজির না হয় কিম্বা প্রামাণ্য কথা কহিতে অথবা অপর বিষয়ে ত্রুটি করে কিম্বা আপন জোবানবন্দীতে দস্তখৎ না করে অথবা মোকদ্দমার বিচারকালে সালিসকে অবজ্ঞা করে তবে আদালতসকলের উপস্থিত মোকদ্দমায় এমত ব্যাঘাতের অর্থে যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই দণ্ডই সালিসের হুকুমনামাক্রমে সেই লোকের প্রতি সাব্যস্ত ও বহাল হইবেক যদি সালিস সেই হুকুমনামা তাহার সকল মর্ম্মযুক্তে পাঠাইবার দ্বারা জজ সাহেবকে সংবাদ দিয়া সেই সাহেবের মঞ্জুরী হুকুম পায়। অতএব যে জজ সাহেব এমত হুকুমনামায় দস্তখৎ করেন তাঁহার কর্ত্তব্য যে আপন মঞ্জুরীতে সেই সালিসকে সমাচার দেন আর যদি আদালতের স্থানহইতে সালিসের বৈঠকের জায়গা দূরে থাকে তবে জজ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে সালিসের নামে এক সনদ তাহাকে এই শক্তি অর্পণযুক্তে দেন যে যাহার জোবানবন্দী সুকৃত্যানুসারে লইতে চাহে তাহাকে সুকৃতি করায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৬ ধা।

৯৯৭। যদি সালিস কিম্বা আমীন যে বেওরা কৈফিয়ৎ চাহে তাহা কিম্বা আবশ্যক প্রামাণ্য কথা না জানিতে পারিবার কারণে অথবা অপর হেতুতে আপনার রফানামা নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না করিতে পারে তবে জজ সাহেবের কর্তৃত্ব আছে যে রফানামা দাখিল হইবার নিমিত্তে আর এক মিয়াদের নির্দ্ধার্য্য করেন কিন্তু সেই সালিস দুসরা মিয়াদেও রফানামা দাখিল না করিলে যদি সে মোকদ্দমায় জনেক আমীন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তবে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তদনুসারে তাহারও রফানামা দাখিল হইবার মিয়াদ নির্ণয় করেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৭ ধা।

৯৯৮। সালিসেরদের প্রতি এক মোকদ্দমা অর্পণ হইলে তাঁহারদের ফয়সলা করণে অত্যন্ত বিলম্ব হইল এবং তৎপ্রযুক্ত দেওয়ানী আদালত ঐ ফয়সলা জারী করিতে অস্বীকার করিলেন। তাহাতে নির্দ্ধারণ হইল যে এমত গতিতে দেওয়ানী আদালত উচিত কর্ম্ম করিলেন —১৮৪২ সালের ১৫ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩৭ পৃষ্ঠা।

৯৯৯। যে কোন মোকদ্দমা সালিস কিম্বা আমীনকে সোপর্দ্দ হয় তাহা নিষ্পত্তি পাইলে পর কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের মোহর ও দস্তখতে সেই মোকদ্দমার মোতালক রোয়দাদ ও জোবানবন্দীর সমস্ত কাগজ ও নিদর্শনী কাগজপত্র সমেত রফানামা জজ সাহেবের নিকটে দাখিল করে। আর ঐ সাহেবের উচিত যে সেই রফানামাক্রমে ডিক্রী করেন ইহাতে সেই ডিক্রী আদালতের অন্য২ ডিক্রীর অনুসারে জারী হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৮ ধা।

১০০০। সালিসের কোন রফানামা রদ হইবেক না যদি দুই জন মাতবর সাক্ষির সুকৃতিক্রমে দেওয়ানী

আদালতের জজ সাহেবের নিকটে সেই মোকদ্দমায় সেই সালিস রেস্বৎ লইয়াছে কিম্বা পক্ষপাত করিয়াছে এমত প্রমাণ না হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৯ ধা।

১০০১। যদি মোকদ্দমার রোয়দাদের দ্বারা সালিসেরদের ঘুষ লওন অথবা পক্ষপাত করণের প্রমাণ হয় (যথা সেই সালিসেরা যদি বিপরীত ফয়সলা করেন) তবে সেই ঘুষ অথবা পক্ষপাত সাক্ষের দ্বারা সাব্যস্ত করণের প্রয়োজন নাই।—১৮৪৫ সালের ১৮ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬৪ পৃষ্ঠা।

১০০২। সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে সালিসেরদের ফয়সলা রদ হইতে পারে না কিন্তু যদি তাহা উপযুক্তমতে স্পষ্ট নহে তবে সেই ফয়সলা সংশোধনার্থে তাঁহারদের নিকটে ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ২৮ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৮৫ পৃষ্ঠা।

১০০৩। সালিসেরদের ফয়সলার বিষয়ে এক জন দশ বৎসরপর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকনের পর তাহা রদ করণের দাওয়া করিল কিন্তু সেই দাওয়া ডিসমিস হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৫ সালের ২২ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ৪৬ পৃষ্ঠা।

১০০৪। চারি জন সালিসের মধ্যে এক জন মরিলেন কিন্তু মোকদ্দমার উভয় বিবাদী অন্য তিন জনের ফয়সলা মানিতে স্বীকার করিয়াছে এমত অনুভব হইল অতএব ঐ তিন জনের ফয়সলা বাতিল হয় না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ৪ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১০০৫। যদি সালিসেরা একবাক্য না হন তবে তাহা তাঁহারদের ফয়সলা রদ করণের মাতবর কারণ নহে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ৮ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১০০৬। উভয় পক্ষ আপনারদের মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করার বিষয়ে রীতিমতে সম্মতি একবার জানাইলে পর যদি এক পক্ষ কেবল বলে যে ঐ সালিসেরদের ফয়সলার মতাচরণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই তবে তাহাতে ঐ সম্মতি রহিত করা যাইতে পারে না।—১৮৪৮ সালের ১৮ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৫৯ ধারা।

ভূমির বিষয়ে সালিস করণ।—উভয় পক্ষের নির্দ্দিষ্ট করা সালিসকে মোকদ্দমা সমর্পণ করণ।

১০০৭। যে বাদি প্রতিবাদিদিগের ভূমির স্বত্বের কি ভূমির পাট্টাদারীর কিম্বা ভূমিসম্পর্কীয় অন্য প্রকার স্বত্বের দাওয়ার বাবৎ মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত থাকে তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহারা আপনারদিগের মোকদ্দমা তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ সালিসেরদিগের নিকটে উপস্থিত করে ও আদালতের সাহেব লোকেরা কর্ত্তব্য যে বাদি প্রতিবাদিদিগকে উচিত ও বিহিত প্রকারেতে ভরসা ও পরামর্শ দেন যে তাহারা আপনারদিগের বিবাদের সমাধা ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি এই প্রকারেতে করে ইতি।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ২ ধা। ১ প্র।

১০০৮। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৬ আইন ও ১৮০৩ সালের ২১ আইনেতে মোকদ্দমা বিচারার্থে সালিসেরদিগকে সোপর্দ্দ করণের বিষয়ে ও সালিস ও আমীনদিগকে নির্দ্দিষ্ট করণের ও সালিসদিগেরে সোপর্দ্দ হওয়া মোকদ্দমার বিচারের ও তাহার নিষ্পত্তি হওনের মিয়াদ ও প্রকারের নিরূপণ করণের অর্থে ও সে নিষ্পত্তি রদ ও নামঞ্জুর করণের কি বহাল রাখিবার বিষয়ে যে সকল দাঁড়া লেখা গিয়াছে তাহা যে সকল মোকদ্দমা এই আইনানুসারে আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে সালিসদিগকে সোপর্দ্দ হইবেক তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ২ ধা। ২ প্র।

১০০৯। যে সকল লোকদিগের মধ্যে ভূমির স্বত্বের কি ভূমির পাট্টাদারীর কিম্বা ভূমিসম্পর্কীয় অন্য প্রকার স্বত্বের বিবাদ বিরোধ হইয়া তাহা আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে বা না থাকে সে সকল লোকদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহারা আদালতের সাহেবদিগের সম্মতি না লইয়া আপনারদিগের মোকদ্দমা সালিসেরদিগের নিকটে উপস্থিত করে ও আদালতের সাহেব লোকের কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত প্রকারেতে নির্দ্দিষ্টহওয়া সালিস ও আমীনেরা যে নিষ্পত্তি করে তাহাই নীচের বেওরা করা দাঁড়া ও বিশেষ লিখনমতে বহাল রাখিয়া জারী করেন ইতি।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

১০১০। যদি উপরের উক্ত প্রকারের দাওয়ার কোন বিবাদ আদালতের সাহেবের সম্মতি না লইয়া উভয়েতে সালিসদিগের নিকটে উপস্থিত করিয়া থাকে ও সালিসদিগের নিকটে বিশিষ্ট ও যথার্থরূপে তাহার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে ইহাতে যদি উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি সেই নিষ্পত্তি না মানে তবে এমতে তরফছানী অর্থাৎ পক্ষান্তর ব্যক্তির ক্ষমতা আছে যে সেই নিষ্পত্তি অর্থাৎ ফয়সলার তারিখহইতে ছয় মাস মিয়াদের মধ্যে ঐ ফয়সলা জারী হওনের নিমিত্তে সরাসরীমতে আদালতে দরখাস্ত দেয় পরে আসামীর স্থানে জওয়াব তলব করিয়া যদি আদালতের সাহেবদিগের চিত্তে এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে উভয়ের স্বেচ্ছা ও সম্মতিক্রমে নির্দ্দিষ্ট করা সালিস কি আমীনদিগের বিচারে নিষ্পত্তি যথার্থরূপে হইয়াছে ও তাহাতে যদি এমত ত্রুটি না পাওয়া যায় যে যাহা আদালতের সাহেবের জ্ঞাতসারে নির্দ্দিষ্ট হওয়া সালিস ও আমীনদিগের ফয়সলাতে পাওয়া গেলে সে ফয়সলা রদ হইতে পারে তবে আদালতের সাহেব লোকের কর্ত্তব্য যে সরাসরীমতে আদালতহইতে হওয়া ডিক্রীর ন্যায় সে ফয়সলা জারী করেন ও আদালতের সাহেব লোকেরা সালিস ও আমীনদিগকে তাহারদিগের ফয়সলা জারী করণের সহায়তা ও সহকারিতার্থে আনান আবশ্যক বুঝিলে তাহারদিগকে তলব করেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি উভয়ের নির্দ্দিষ্ট করা সালিসদিগের বিচারের ফয়সলা জারী হইবার নিমিত্তে সেই ফয়সলার তারিখহইতে ছয় মাসের মধ্যে সরাসরীমতে আদালতে দরখাস্ত না দিয়া থাকে তবে আদালতের সাহেব তাহার দরখাস্ত দেওনেতে বিলম্ব হওনের কোন ওজর না শুনিয়া তাহাকে হুকুম দিবেন যে দাঁড়ামতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে ইতি।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

১০১১। নদীয়ার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহাকে সদর আদালত নীচের লিখিত উত্তর দিলেন। নদীয়ার পূর্ব্বকার জজ সাহেবের গত ২০ সেপ্টেম্বরের ২১৬ নম্বরী পত্র সদর আদালতের সাহেবেরা বিবেচনা করিয়া এই উত্তর দিতেছেন যে ঐ পত্রেতে যে ফয়সলার বিষয় লেখা আছে তাহা ১৮৪০ সালের ২৮ ডিসেম্বরে হইয়াছিল এবং ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারানুসারে মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তিরা ঐ প্রকার ফয়সলা জারী করণের নিমিত্তে যে ছয় মাস মিয়াদের মধ্যে আদালতে দরখাস্ত করিতে পারে তাহা ১৮৪১ সালের ২৯ জুনের পূর্ব্বে অতীত হয় নাই। কিন্তু এই মোকদ্দমায় দরখাস্তকারি ব্যক্তি যে শেষ দিন অর্থাৎ ২৮ জুনে দরখাস্ত করিতে পারিত তাহা এবং তাহার পর দিন অর্থাৎ ২৯ জুন পরবের দিন ছিল অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা বিধান করিতেছেন যে ঐ ২৯ জুনের পর যে প্রথম দিনে আদালতের কাছারী হয় সেই দিনে ঐ ব্যক্তি আপনার দরখাস্ত গুজরাইতে পারে। নদীয়ার জজ সাহেব যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া সদর আদালতের সাহেবেরা এই সাধারণ বিধান করিয়াছেন যে আইনমতে যদি কোন ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে আদালতে কোন প্রস্তাব করিতে হয় তবে ঐ মিয়াদের শেষ দিন রবিবার কি অন্য কোন পরবের দিন হইলে সেই ব্যক্তিকে ঐ মিয়াদের পর সেই প্রস্তাব করিতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।—১৮৪২ সালের ১৮ মার্চের ১৩৪২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০১২। সালিসের ফয়সলা জারী করণের দরখাস্ত দেওনার্থে যে শেষ দিন আহনে নিরূপিত আছে সেই দিবসে জিলার আদালত বন্ধ ছিল তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে তাহার পর যে প্রথম দিবসে আদালতের বৈঠক হয় সেই দিবসে দরখাস্তকারী আপন দরখাস্ত দাখিল করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক।—১৮৪২ সালের ১০ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩১ পৃষ্ঠা।

১০১৩। যদি আদালতের সাহেবের অজ্ঞাতসারে উভয়ের নির্দ্দিষ্টকরা সালিসদিগের নিষ্পত্তিপত্র অর্থাৎ ফয়সলনামা আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রের মতে দাখিল হয় ও যদি এমত বুঝা যায় যে সে ফয়সলনামা আমলে আসিয়াছে ও তদনুসারে বিরোধীয় ভূমিতে ভোগদখল হইয়াছে তবে এমতে আদালতের সাহেব সে ফয়সলনামা আদালতহইতে নির্দ্দিষ্টহওয়া সালিসদিগের করা ফয়সলনামার ন্যায় মাতবর জানিবেন আর যদি ঐ ফয়সলনামার কিছুই আমলে না আসিয়া থাকে কি কেবল তাহার কিছু আমলে আসিয়া থাকে তবে আদালতের সাহেব লোক তাহা মাতবর জ্ঞান করিবেন না কিন্তু যদি মাতবর দলীলে অর্থাৎ দৃঢ় প্রমাণক্রমে সে ফয়সলনামা প্রামাণ্য ও সাব্যস্ত হয় ও এমত সুস্পষ্ট লেখা ও বুঝিবার সুগম হয় যে তাহা আমলে আনা অতিসহজ ও তাহা আমলে আনিতে যে বিলম্ব হইয়াছে তাহার মাতবর অর্থাৎ বিশিষ্ট হেতু ও কারণ থাকে তবে এমতে মাতবর হইতেও পারিবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

১০১৪। সদর আদালতের নিকটে এই বিষয়ের পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা হওয়াতে তাঁহারা উত্তর দিয়াছিলেন যে উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরা মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিলে সালিসেরদের ফয়সলা জারী করণের বিষয়ে ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণানুসারে জিলা বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করা গেলে ঐ প্রকরণেতে সরাসরী হুকুম জারী করণের বি-

যায়ে যে বিধি আছে সেই বিধির অনুসারে ঐ ফয়সলা লইতে ও জারী করিতে হইবেক।—১৮১৬ সালের ২৪ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১০১৫। সদর দেওয়ানী আদালত আরো জানাইতেছেন যে ঐ সরাসরী হুকুম হইলেও ১৮১৯ সালের ১০ আইনানুসারে বিষয়ের মূল্য হিসাব করিয়া তাহার নম্বরী মোকদ্দমা জিলা বা শহরের আদালতে বা মফঃসল আপীল আদালতে হইতে পারে। কিন্তু ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার বিধির স্পষ্ট অভিপ্রায় এই যে উভয় পক্ষের নির্দ্দিষ্টকরা সালিসদিগের ফয়সলনামা যখন জিলা বা শহরের আদালতের দ্বারা সরাসরীমতে মঞ্জুর এবং জারী হইয়াছে তখন ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের বিধির অনুসারে আদালতের নির্দ্দিষ্ট সালিসদিগের করা ফয়সলনামার ন্যায় মাতবর জ্ঞান করিতে হইবেক। অতএব সদর আদালত বোধ করেন, যে যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ফয়সলা হইয়াছে সেই ব্যক্তি নম্বরী মোকদ্দমা অথবা আপীল করিলে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ৯ ধারাতে যেমত বিশেষরূপে লেখা আছে সেইমতে যদি দুই জন মাতবর সাক্ষী সুকৃতিক্রমে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে সেই মোকদ্দমায় এমত প্রমাণ না দেয় যে সেই সালিস বেশ্বৎ লইয়াছে কিম্বা পক্ষপাত করিয়াছে তবে ঐ সালিসের কোন ফয়সলনামা রদ হইবেক না।—১৮১৬ সালের ২৪ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১০১৬। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ২ ও ৩ ধারাতে সালিসের একরারনামার বিষয়ে কিছু লেখা নাই অতএব ঐ প্রকার একরারনামার দস্তখৎ হয় নাই কেবল এইপ্রযুক্ত উক্ত ধারার বিধির অনুসারে উভয় পক্ষের নির্দ্দিষ্ট সালিসের মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতের সরাসরীমতে কার্য্য করিতে বাধা নাই। কিন্তু মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ হইয়াছিল ইহা যদি অপহ্নব না হয় তবে আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে সেই ফয়সলা সরাসরীমতে জারী করেন, সুতরাং উক্ত ধারার মধ্যে যে সকল সাধারণ বিধি ও নিষেধ আছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া জারী করিবেন।—১৮৩৮ সালের ১১ মের ১১৫৩ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

১০১৭। বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের সদর দেওয়ানী আদালত ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ২। ৩ ধারার কথা পুনর্ব্বার বিবেচনা করিয়া হুকুম করিতেছেন যে ১১৫৩ নম্বরী আইনের অর্থের ২ ধারা রদ হয় এবং ১ ধারার যে ভাগে স্পষ্টতঃ অথবা ভাবপ্রযুক্ত বিধান আছে যে সালিসী ফয়সলা মানিবার বন্দোবস্তের বিষয়ে যদি বিরোধ হয় তবে দেওয়ানী আদালত সরাসরীমতে তাহার বিচার করিতে পারেন না তাহাও রদ হয় এবং সদর আদালত জানাইতেছেন যে ঐ আইনের অর্থের যে ভাগে লেখে যে ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার বিধির অনুসারে সালিসের লিখিত বণ্ড অর্থাৎ একরারনামাতে সহীকরণের আবশ্যক নাহি কেবল সেই ভাগ প্রবল আছে।—১৮৪৫ সালের ১৪ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১০১৮। ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের বিধি ভূমির স্বত্বের কি ভূমির পাট্টাদারীইত্যাদির দাওয়ার বাবৎ মোকদ্দমাতে অর্পিবার হুকুম ১৮১৩ সালের ৬ আইনের দ্বারা দেওয়া গেল। অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ২ ধারানুসারে সেই প্রকার সকল মোকদ্দমার যে মূল্য হউক তাহা সালিসীতে অর্পণ হইতে পারে।—১৮১৬ সালের ৭ আগষ্টের ২৫৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০১৯। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জানাইলেন যে ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার বিধির অনুসারে সালিসের যে ফয়সলা হইয়াছিল তাহা সরাসরীমতে জারী করিবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত হওয়াতে আসামী এই ওজর করিল যে ঐ আইনের ঐ ধারাতে কেবল ভূমি ও ভূমির স্বত্বসম্পর্কীয় ফয়সলার বিষয় লেখে এবং কর্জ্জ ও বিবাদি হিসাব ও শরাকতীপ্রভৃতির ফয়সলা ঐ আইনক্রমে আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারে না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৩ সালের ৬ আইনের হেতুবাদের দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ আইন কেবল ভূমিবিষয়ক বিবাদ ও মোকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না।—১৮১৮ সালের ২২ ফেব্রুআরির ৪৭২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০২০। ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ি সালিসের ফয়সলার বিষয়ে খাটে না।—১৮৪৮ সালের ৩ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১০২১। যেহেতুক এমত অনুমান হইতেছে যে আদালতের সাহেবদিগের হুজুরহইতে কোন২ ডিক্রী জারী হইয়াছে সে সকল ডিক্রী ভূমির স্বত্বের কি ভূমির পাট্টাদারীর কিম্বা ভূমিসম্পর্কীয় অন্য প্রকার স্বত্বের বিবাদ বিরোধের নিষ্পত্তির নিমিত্তে আদালতের জ্ঞাতসার কিম্বা সম্মতিক্রমে নির্দ্দিষ্টহওয়া সালিসদিগের ফয়সলনামার দৃষ্টে হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে এই আইন জারী হইলে পর উপরের উক্ত বিষয়েতে আদালতহইতে হওয়া কোন ডিক্রী তাহাতে আর কিছু ত্রুটি না থাকিলে পূর্ব্বের চলিত আইনের মতে অসিদ্ধ না হওন কিম্বা সালিসের ফয়সলনামার দৃষ্টে হওনহেতুক রদ হইবেক না।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা।

১০২২। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে উপস্থিতহওয়া সকল মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব সমস্ত বিবাদির সম্মতিক্রমে বিবাদের বিষয় যেপর্য্যন্ত এই আইনানুসারে বিবেচ্য হয় সেইপর্য্যন্ত সেই বিষয় নিষ্পত্তির নিমিত্তে এক বা ততোধিক সালিসকে অর্পণ করিতে পারেন্ এবং তাঁহার বা তাঁহারদের করা ফয়সলা মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের ফয়সলার ন্যায় জারী হইবেক ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ১ ধা।

১০২৩। বিবাদির মধ্যে এক জন যদি সালিসের ফয়সলা জারী করণার্থে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করে তবে জজ সাহেব সেই বিষয় দেওয়ানী আদালতহইতে উঠাইয়া ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করিতে পারেন না। এই মোকদ্দমাসম্পর্কীয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে কতক হুকুম অন্যথা করণের বিষয়ে নিজামৎ আদালত এক বিশেষ হুকুম করিয়াছিলেন সেই হুকুমের প্রতি কিছু দৃষ্টি না করিয়া ঐ ফয়সলা জারী করা উচিত কি না এই বিষয়ে দেওয়ানীর জজ সাহেবের নিষ্পত্তি করা কর্ত্তব্য ছিল যেহেতুক নিজামৎ আদালতের ঐ হুকুমের দ্বারা দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের করা হুকুমের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।—১৮৩১ সালের ১৮ নবেম্বরের ৬০৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০২৪। এক সালিসের ফয়সলার বিষয়ে এই ওজর হইল যে দুই সালিসের মধ্যে ঐ এক জন অন্য জনের সঙ্গে সরেজমীনে তহকীক করণার্থে বিরোধি ভূমিতে গমন করেন নাই। ঐ ওজর মঞ্জুর হইল না এবং সালিসেরদের ফয়সলা বহাল থাকিল। —সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ৫ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৫১ পৃষ্ঠা।

১০২৫। এক হিন্দু স্ত্রী আপেলাণ্ট মুসলমানের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাহার পিতামাতার মরণের পর তাহার সম্পর্কে যে সম্পত্তি অর্শিল তাহা পাইবার জন্যে আপন স্বামির নামে নালিশ করিল। তাহাতে এক পঞ্চায়ত এই নিষ্পত্তি করিলেন যে ঐ স্ত্রীর মুসলমানহওনের পূর্ব্বে তাহার ব্যভিচারপ্রযুক্ত তাহার সেই সম্পত্তির উপর সকল দাওয়া নিবৃত্ত হইল। তাহাতে ঐ ফয়সলা বহাল হইল এবং দাওয়া ডিসমিস হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৮ সালের ১ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২৫৭ পৃষ্ঠা।

১০২৬। আনন্দনামক এক হিন্দুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৈকুণ্ঠ আপনার স্বোপার্জ্জিত যে জমীদারী কহিল তাহার বিষয়ে এই বন্দোবস্ত করিল যে আনন্দকে তাহার চতুর্থ ভাগ দেওয়া যায়। আনন্দ সেই বন্দোবস্ত স্বীকার না করিয়া আমরা সাধারণে আছি বলিয়া সেই সম্পত্তির অর্দ্ধেকের বিষয়ে দাওয়া করিল। মোকদ্দমা উপস্থিত থাকন সময়ে উভয়ে এক সালিসীনামা লিখিয়া সালিসেরদের ফয়সলাতে স্বীকার হওনের বিষয়ে এক অঙ্গীকারপত্র দিল। সালিসের ফয়সলা ঐ বন্দোবস্তপত্রের অনুসারে হইল এবং আনন্দ আপনার দাওয়া ত্যাগকরণপূর্ব্বক এক সোলেনামাতে দস্তখৎ করিল কিন্তু তৎপরে ঐ আনন্দ সেই সোলেনামা অপহ্নব করিল এবং তাহা আদালতে দাখিল করিল না। তৎপরে সাধারণে থাকার স্বত্বক্রমে ঐ আনন্দ যে অর্দ্ধেকের দাওয়া করিল তাহা নামঞ্জুর হইল এবং বন্দোবস্তক্রমে ঐ ব্যক্তি সম্পত্তির চারি ভাগের এক ভাগের ডিক্রী পাইল। পরে বৈকুণ্ঠের উত্তরাধিকারিবর্গের বিরুদ্ধে আনন্দ নালিশ করিল কিন্তু ধার্য্য হইল যে তাহার পূর্ব্বে যে নিষ্পত্তি হইয়াছিল তদনুসারে আদালতের ডিক্রী করিতে হইবেক এবং হুকুম হইল যে আনন্দ ঐ সোলেনামা অপহ্নব এবং অস্বীকার করিলেও তদনুসারে চারি ভাগের এক ভাগ পাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ১৮ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১৮৭ পৃষ্ঠা।

১০২৭। সালিসেরা আইনের বহির্ভূতমতে নানা ভ্রাতার মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের ফয়সলা করিলেন। তৎপরে এক ভ্রাতা তাহা অস্বীকার করিল এবং অন্যেরা মোকদ্দমার বৃত্তান্তের বিষয়ে আপনারদের এজহারক্রমে আপনারদের সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ স্বত্বের বিষয়ের দাওয়া করিল। আসামী ঐ ফয়সলার উপকার পাওনের বিষয়ে দাওয়া করিল না কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত সালিসেরদের প্রস্তাবিত বণ্টন যথার্থ বোধ করিয়া তাহা বহাল রাখিলেন এবং অন্যান্য সকল ফয়সলা বাতিল করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ৩১ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৩৫ পৃষ্ঠা।

১০২৮। আনন্দ ও বৈকুণ্ঠেতে বিরোধ ছিল তাহাতে সেই বিষয় সালিসীতে অর্পণ হইল এবং উভয় বিবাদী সেই সালিসেরদের ফয়সলাতে স্বীকৃত হইল তৎপরে আনন্দ সেই ফয়সলা অপহ্নব করিল এবং আপনার যথার্থ দাওয়ার বিষয়ে বৈকুণ্ঠের নালিশ করিতে হইল। তাহাতে আনন্দ আসামী হইল এবং বৈকুণ্ঠকে অধস্থ আদালত কোন বেঁাড়া কর্ম্মপ্রযুক্ত ননসুট করিলেন বৈকুণ্ঠ আপীল না করিয়া নূতন মোকদ্দমা করিল। ঐ দ্বিতীয় মোকদ্দমা খাস আপীলক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা গেল এবং ঐ আদালত ডিক্রী করিলেন যে বৈকুণ্ঠের স্বত্বের এক ভাগ ঐ ফয়সলার অনুসারে ধার্য্য হইবেক এবং অন্য ভাগের বিষয়ে ফয়সলাঅপেক্ষা অধিক পাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ৩১ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৩৫ পৃষ্ঠা।

৬০ ধারা।

মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় হুকুম ও মোকদ্দমা রুবকারহওনের সময়ে যে হুকুম হয় তাহার রেজিষ্টরী করণ।

১০২৯। জিলার জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীন ও মুনসেফেরদের প্রতি হুকুম হইল যে তাঁহারা প্রত্যেকে এক২ বহী প্রস্তুত করেন্ তাহার নাম ইয়াদ্দাশ্ত বহী থাকিবেক তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নম্বর বিলি হইবেক এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সিরিশ্তাদার অথবা পেশ্কার কি আদালতের অন্য কোন প্রধান আমলার দস্তখৎ থাকিবেক।—১৮৩৫ সালের ১৫ মের সরকুল্যর অর্ডরের ২ দফা।

১০৩০। ঐ বহীর প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠায় জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন বা মুনসেফেরদের দস্তখৎ করিতে হইবেক এবং ঐ বহীর মধ্যে যত পৃষ্ঠা থাকে তাহার সংখ্যা তাঁহারা প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠায় লিখিবেন। নম্বরী মোকদ্দমা বা আপীলে তাঁহারা যে সকল শেষ হুকুম দেন অথবা রুবকার হওন সময়েতে যে হুকুম করেন সেই হুকুম হইবামাত্র এইরূপে প্রস্তুতহওয়া বহীতে সংক্ষেপে লিখিতে হইবেক এবং জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন কিম্বা মুনসেফ কাছারীহইতে উঠিয়া যাওনের পূর্ব্বে সেই লিখিত হুকুমে দস্তখৎ করিবেন। যখন ঐ হুকুম কোন মোকদ্দমার কি আপীলের নিষ্পত্তির চূড়ান্ত হুকুম হয় তখন বাদি বা প্রতিবাদির উকীল কি উকীলেরা ঐ বহীর লিখিত হুকুমে দস্তখৎ করিবেন।—১৮৩৫ সালের ১৫ মের সরকুল্যর অর্ডরের ৩ দফা।

১০৩১। মুৎফরক্কা দরখাস্তের বিষয়ে যে হুকুম হয় তাহা এইরূপে বহীতে লিখনের আবশ্যক নাই তথাপি যদি তাহা লিখিতে কিছু ক্লেশ না হয় তবে তাহা লিখিলে ভাল হয়। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত অধস্থ আদালতকে তাহা লিখিবার হুকুম করেন না কেননা সদর আদালতের অভিপ্রায় যে ঐ ইয়াদ্দাশ্ত বহীর বিষয়ে যে হুকুম হয় তাহা এমত সহজ হয় যে তাহা প্রতিপালন করণেতে কিছু ব্যামোহ না হয় এবং সেই হুকুমসকল আদালতের নিতান্ত প্রতিপালন করিতে হইবেক। পুনশ্চ ইহাও জানা উচিত যে ঐ বহীর মধ্যে সুদ্ধ হুকুম লিখিতে হইবেক এবং সেই হুকুমের হেতু লিখিতে হইবেক না কেননা ঐ হেতু লিখিতে হইলে অনেক সময় ও বিবেচনার অপেক্ষা করে এবং এইপ্রযুক্ত তৎক্ষণাৎ সেই সকল হেতু লেখা যাইতে পারে না। কিন্তু কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী কি আসামীর পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে কি আপীলী মোকদ্দমার ডিক্রী বহাল কিম্বা সংশোধিত কি অন্যথা হইয়াছে এবং সাক্ষিরদিগকে হাজির হওনের নিমিত্তে অথবা দলীলদস্তাবেজ দাখিল করণের নিমিত্তে কি অন্য কারণে মোকদ্দমার ডিক্রী করণেতে বিলম্ব হইয়াছে ইত্যাদি বিষয় ঐ বহীর মধ্যে বিলম্বব্যতীত প্রত্যেক বিচারকের লিখিবার কিছু বাধা নাই। ঐ বহী সাঙ্গ হইলে জিলার জজ সাহেবের অধীন সকল বিচারকেরা জিলার সিরিশ্তায় রাখিবার নিমিত্তে তাহা তথায় পাঠাইবেন এবং ঐ বহী সেই সিরিশ্তায় রাখা গেলে মহাফেজ তাহার রসীদ দিবেক। জিলার জজ সাহেব আপনার বিবেচনায় যেমত উত্তম বোধ করেন সেইমতে ঐ ইয়াদ্দাশ্ত বহী আপনার সিরিশ্তার কোন আমলার জিম্মায় রাখিতে পারেন অথবা আপনার মহাফেজের হাতে তাহা রাখিতে পারেন কিন্তু যদি উত্তর কালে ঐ বহীর আবশ্যক হয় তবে তাহা তলব করিলে তৎক্ষণাৎ পাওয়া যাইতে পারে এমত করিয়া রাখিতে হইবেক এবং জজ সাহেব আপনার পদ ত্যাগ করণের সময়ে যে ব্যক্তি ঐ পদে নিযুক্ত হন তাঁহাকে তাহা সমর্পণ করিয়া যাইবেন।—১৮৩৫ সালের ১৫ মের সরকুল্যর অর্ডরের ৪ দফা।

১০৩২। সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিতেছেন যে চিহ্নিত এবং অচিহ্নিত সকল জজ যখন রীতিমত রুবকারী না লেখেন্ তখন আপন২ হুকুমনামাতে এই শিরনামা দিবেন।

বৈঠক শ্রীযুত অমুক জজ সাহেব বা প্রথম প্রধান সদর আমীন কি দ্বিতীয় প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফ অমুক চৌকী অমুক জিলা হুকুম তারিখ সংযুক্ত।—১৮৪৩ সালের ১৯ মের সরকুল্যর অর্ডর।

১০৩৩। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে কোন বিশেষ আক্ট কি আইনক্রমে যে সকল মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় হুকুম দেওয়া যায় সেই মোকদ্দমার রুবকারীর উপরি ভাগে এই কথা লেখা যায় যথা "সরাসরী মোকদ্দমা আক্ট যে কানুন ফলানা সন ফলানাকে।" প্রধান সদর আমীনেরা এই নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন।—১৮৪৩ সালের ২৯ ডিসেম্বরের সরকুল্যর অর্ডর।

৬১ ধারা।

কাগজপত্র অথবা হুকুমের নকল করণের ও নকল পাইবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত।

১০৩৪। দেওয়ানী আদালতসকলের প্রতি এই হুকুম আছে যে ঐ আদালতে যে সকল লিখিত দরখাস্ত করা যায়

তাহার বিষয়ে যে হুকুম হয় তাহার এক নকল আদালতের মোহরে ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতে দরখাস্তকরণিয়া ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার উকীলকে দিতে হইবেক অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে ঐ হুকুমানুসারে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত-হওয়া বা নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাসম্পর্কীয় সমস্ত ব্যক্তি ১৮২৯ সালের ১০ আইনের নিরূপিতমতে ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করিলে সেই মোকদ্দমায় যে২ হুকুম হইয়াছে তাহার দস্তখৎহওয়া এক২ নকল পাইতে পারে।—১৮১৮ সালের ১৪ মের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১০৩৫। ঐ সরক্যুলর অর্ডরের দ্বিতীয় দফার লিখিত হুকুমের অর্থের মধ্যে যে সকল রোয়দাদের কাগজপত্র এবং দলীলদস্তাবেজ জ্ঞান না হওয়াতে তাহার নকল দেওনের বিষয়ে চলিত আইনে কোন বিশেষ হুকুম নাই সেই সকল কাগজ-পত্রের নকলের বিষয়ে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত বোধ করেন যে মফঃসল আপীল ও দায়েরসায়েরী আদালত এবং জিলা ও শহরের জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপন২ বিবেচনামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতা রাখেন এবং ইষ্টাম্প কাগজে ঐ নকল দেওনের কিম্বা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৬ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে শাদা কাগজে তাহার নকল দেওনের বিশিষ্ট কারণ দেখান গেলে ঐ নকল দিতে হুকুম করিতে পারেন অথবা যখন ঐ নকল দেওনের কোন বিশিষ্ট কারণ দর্শান না যায় বিশেষতঃ যখন ঐ মোকদ্দমার অসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি সেই দরখাস্ত করে তখন তাহা নামঞ্জুর করিতে পারেন।—১৮১৮ সালের ১৪ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১০৩৬। যে কাগজপত্রের আবশ্যক হয় তাহা যদি এদেশীয় বিচারকের আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ের কাগজ হয় তবে তাহার নকলের বিষয়ে ঐ এদেশীয় বিচারকেরদের নিকটে দরখাস্ত করিতে হইবেক এবং তাঁহারা আপন২ ক্ষমতাক্রমে সেই কাগজপত্র দিবেন বা না দিবেন কিন্তু যে নকল দেওয়া তাঁহারা উচিত বোধ করেন তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। কিন্তু সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে মুৎফরক্কা বিষয়ের শেষ হুকুম এবং মোকদ্দমা রুবকার হওন সময়ে যে হুকুম হয় তাহার নকল বাদী প্রতিবাদী চাহিলে তাহা তাহারদিগকে না দিলে নয়। সেই সকল নকলের বিষয়ের দরখাস্ত দেশীয় বিচারকেরদের অবশ্য মঞ্জুর করিতে হইবেক এবং মুনসেফেরা সেই সকল হুকুমের নকল শাদা কাগজে দিবেন এবং এদেশীয় অন্যান্য বিচারকেরা তাহা নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে দিবেন।—১৮৩৯ সালের ১৫ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১০৩৭। ১৮৪৭ সালে ফতেপুর জিলাতে দেওয়ানী মোকদ্দমা নির্ব্বাহের বিষয়ে যে রিপোর্ট পশ্চিম দেশের সদর আ-দালত পাঠাইলেন তাহার পশ্চাৎ লিখিত এক চুম্বক বিশেষতঃ ১৪ দফা তোমার নিকটে কলিকাতার সদর আদালতের হুকুমক্রমে পাঠাইয়া এই আদেশ করিতেছি যে তাহার মধ্যে যে ব্যবহারের বিষয় লেখা আছে তাহা যদি তোমার জিলার মুনসেফের আদালতে হইয়া থাকে তবে তাহা নিবৃত্ত করিতে হুকুম দিবা। আমার সম্মুখে যে এক বা দুই আপীলী মোকদ্দমা উপস্থিত হইল তাহার দ্বারা আমি দেখিলাম যে মুনসেফেরা শাদা কাগজে লিখিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী এবং অন্যান্য কাগজপত্রের নকল যাহারা চাহিল তাহারদিগকে তাহাতে দস্তখৎ ও মোহর করিয়া দিয়া থাকেন এবং মুনসেফের আদালতে অন্যান্য যে মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল তাহাতেও এই প্রকার নকল তাঁহারদের দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া থাকে। এবং কি ক্ষমতানু-সারে এই ব্যবহার চলিতেছে ইহা তাঁহারদের নিকটে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা কহিলেন যে ১৮৪০ সালের ১৬ জানুআরি তারিখের ৫৮ নম্বরী সদর আদালতের সরক্যুলর অর্ডরে এই প্রকার কাগজপত্রের নকল বিবাদিরদিগকে শাদা কাগজে দিবার এবং তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য করিবার হুকুম আছে। আমার বোধ হইল যে মুনসেফেরা ঐ সরক্যুলর অর্ডরের অর্থ বুঝেন নাই তাহাতে কেবল এই নির্দ্দিষ্ট আছে যে মুৎফরক্কা মোকদ্দমার সকল চূড়ান্ত হুকুমের এবং মোকদ্দমার রুবকার হওনের সময়ে যে সকল হুকুম দেওয়া যায় তাহার নকল শাদা কাগজে দিতে হইবেক। ঐ সরক্যুলর অর্ডরের মধ্যে কেবল এই২ বর্জ্জিত বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে এবং ১৮২৯ সালের ১০ আইনে এইমত কোন হুকুম দেখিতে পাই না যে বিবাদিরা আপন২ দাওয়ার পোষকতার জন্যে যে জোবানবন্দীর নকল দাখিল করিতে চাহে তাহা ইষ্টাম্প কাগজে লেখা বর্জ্জিত হইল। অতএব নিরূপিত ইষ্টাম্পের উপর না লেখা এইমত কাগজ দাখিল করিতে এবং সাক্ষ্যস্বরূপ তাহা গ্রাহ্য করিতে মুনসেফেরা যে অনুমতি দিতে-ছেন তাহা আমার বোধে শেষোক্ত আইনের বিধির বিরুদ্ধ অতএব আমি সেই ব্যবহার রহিত করিতে হুকুম দিলাম এবং এই বিষয় এইক্ষণে এতদর্থ সদর আদালতে জানাইতেছি যে ঐ আইনের বিষয়ে আমার যদি ভ্রম হইয়া থাকে তবে আমার ঐ হুকুম রহিত হয়।—১৮৪৮ সালের ৯ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

১০৩৮। কাগজপত্রের নকল পাইবার দরখাস্ত দাখিল হইলে এবং সেই কাগজের নকল দেওনের হুকুম হইলে পর ঐ দরখাস্তের মধ্যে কখন২ অতিরিক্ত কাগজপত্রের বেওরা লেখা গিয়া থাকে এমত বোধ হওয়াতে সদর আদালত এই ব্যবহার নিবারণার্থে হুকুম করিতেছেন যে উত্তর কালে যত কাগজপত্রের নকলের দরখাস্ত হয় তাহার সংখ্যা অক্ষরে লিখিতে হইবেক এবং কাগজপত্রের ফিরিস্তির অব্যবহিত নিম্নে দরখাস্তের তারিখ দিতে হইবেক।—১৮৪৩ সালের ৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

১০৩৯। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে তাঁহারদের লিখিত কোন পত্র অথবা তাঁহারদের করা কোন নির্দ্ধারণের নকল পাইবার দরখাস্ত তোমারদের নিকটে হইলে তোমরা সেই নকল না দিয়া দরখাস্তকারি ব্যক্তিকে এই আদালতে দরখাস্ত করিতে কহিবা।—১৮৪৪ সালের ১৯ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

১০৪০। এদেশীয় বিচারকেরদের দ্বারা নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার রোয়দাদী কাগজপত্র সকল নিরূপিতমতে জজ সাহেবের সিরিশ্তায় দাখিল হইলে তাহার নকল পাইবার দরখাস্ত জজ সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক এবং তিনি তদ্বিষয়ের হুকুম দিবেন।—১৮৩৯ সালের ১৫ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১০৪১। সকল আদালতের মধ্যে একিমত ব্যবহার হয় এ নিমিত্তে সদর আদালতের সাহেবেরা নিশ্চয় করিয়াছেন যে যে কাগজপত্র উভয় বিবাদী নিখরচা পাইতে পারে না তাহার নকল করণের বেতন তোমার আদালতে এক নির্দ্ধারিত নিরিখে দিতে হইবেক। সেই নিরিখ এই যে শুদ্ধ ও স্পষ্টরূপে ও অনায়াসে পাঠ করা যাইতে পারে এমত পারসী অথবা উর্দ্দু কি বাঙ্গলা ভাষায় চারি হাজার কথার নিমিত্তে এক২ টাকা দেওয়া যাইবেক এবং অঙ্ক কথার তুল্য গণ্য হইবেক। সম্প্রতি প্রধান সদর আমীনের আদালতহইতে যে মোকদ্দমার সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইয়াছিল তাহার কাগজপত্র নকল করিবার নিমিত্তে যে২ মুহুরীর নিযুক্ত হইয়াছিল তাহারদের বেতনের বিষয়ে সেই প্রকার নিরিখের অনুমতি গবর্ণমেণ্ট দিয়াছিলেন।—১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১০৪২। এই ধারার ৮ ও ৯ ও ১০ প্রকরণের লিখিত হুকুমের কথার যে সকল ডিক্রীর উপর কেহ খাস আপীল কি সরাসরী আপীল করিবার মনস্থ রাখে তাহার নকলের সহিত এবং জিলা কি শহরের আদালতের জজ সাহেবদিগের কি রেজিষ্টর সাহেবদিগের কি প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবদিগের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে হওয়া যে সকল হুকুমনামার নকল কোন আইনের লিখনানুসারে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের কোন পক্ষকে দেওয়া ঐ সকল আদালতের সাহেবদিগের উচিত সে সমস্ত নকলেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ১১ প্র।

১০৪৩। রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা এইমত হুকুম করিতে পারেন না যে দেওয়ানী আদালতের রোয়দাদ তহকীক করণার্থে তাঁহারদের নিকটে পাঠান যায়।—১৮৩২ সালের ১৮ মের ৬৯৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০৪৪। উক্ত আইনে যে নিষেধ আছে তাহা আদালতের রীতিমতে নিযুক্তহওয়া আমলাভিন্ন অন্য সকল প্রকার ব্যক্তির বিষয়ে খাটে। আদালতে নিযুক্তহওয়া আমলাছাড়া অন্য কেহ আইনমতে আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহ করণার্থে নিযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু সদর আদালতের বিবেচনায় ঐ আইনের এমত অর্থ করণের আবশ্যক নাই যে আদালতের রীতিমতে নিযুক্তহওয়া আমলাভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতিক্রমে সাধারণ লোকেরদের নিমিত্তে এবং তাঁহারদের খরচে কোন আদালতে দাখিলহওয়া কোন কাগজপত্রের নকল লইতে পারেন না।—১৮২৫ সালের ১১ নবেম্বরের ৪০৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০৪৫। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৬ ধারার ৪ প্রকরণ ১৮২৪ সালের ১৬ আইনের দ্বারা রদ হয় নাহি অতএব সাধারণ ব্যক্তি আপনারদের উপকারের জন্যে আপনারদের খরচে সরকারী কাগজপত্রের নকল যে কোন কাগজে চাহে তাহাতে লইতে পারে।—১৮২৫ সালের ২ ডিসেম্বরের ৪০৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬২ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালতের রিকার্ড।

১০৪৬। সকল জিলা ও শহর পাটনা ও ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের এবং সমস্ত রিফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরের আদালতের এবং সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের দেওয়ানী ও ফৌজদারীর দফ্তরসকল রাখিবার কারণ এক২ আদালতে দুই২ জন এদেশি লোক মুক্তমিলনবীস নিযুক্ত হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৮ আ। ২ ধা।

[মহাফেজ দেওয়ানী আদালতের আমলার মধ্যে গণ্য হয় অতএব আমলারদের নিযোগ ও তগীরের বিষয়ে যে বিধি আছে তাহা ঐ মহাফেজের প্রতিও খাটিবেক।]

১০৪৭। মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য যে দেওয়ানী ও ফৌজদারীর সমস্ত মোকদ্দমার রোয়দাদ ও নিদর্শন লিখন এবং যে আদালতে তাহারা নিযুক্ত থাকে তথাকার অন্য সমস্ত কাগজপত্রের বহী সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারে পারসী অক্ষর ও ভাষায় রাখে আর কর্ত্তব্য যে সেই বহী কেতাবের জিল্দের ন্যায়ে তৈয়ার হইয়া তাহার প্রতিপৃষ্ঠা অর্থাৎ সমস্ত সফার উপর পত্রাঙ্ক নম্বর লেখা যায় এবং সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের রেজিষ্টর সাহেবেরদের ও আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের ও সকল মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরের আদালতসকলের এবং সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টর সাহেবদিগের দস্তখৎ হয় আর মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য যে সেই বহীর শেষ সফার উপর তাহার সমস্ত সফার সংখ্যা আপনারদিগের স্বাক্ষরে লিখে পূর্ব্বকার সমস্ত মোকদ্দমার রোয়দাদ প্রথমতঃ বহীতে লিখে এবং উচিত যে এই আইন পাইলেই সেই রোয়দাদের ফিরিস্তি অর্থাৎ তালিকা তৈয়ার করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৮ আ। ৪ ধা।

১০৪৮। গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক জিলায় ১২ টাকা করিয়া মাহিয়ানার এক নম্বরী মুন্তরীর রাখিতে হুকুম দিয়াছেন এবং সেই ব্যক্তি কেবল ১৭৯৩ সালের ১৮ আইনের ৪ ধারার নিরূপিত রেজিষ্টর রাখিবেক অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে তোমার আদালতে যে ভাষা চলন আছে সেই ভাষায় নীচের লিখিত রেজিষ্টর প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবার হুকুম দিবা।

নং ১। অমুক সালে অমুক জিলার জজ সাহেব ও অতিরিক্ত জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের নিষ্পত্তিহওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার যে কাগজপত্র ঐ জিলার আদালতে রোয়দাদে দাখিল হইয়াছে তাহার এক রেজিষ্টর পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে প্রস্তুত করিতে হইবেক।

নং ২। মুনসেফের দ্বারা নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার সেইরূপ এক রেজিষ্টর।

নং ৩। অমুক সালে অমুক জিলার জজ এবং অতিরিক্ত জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের নিষ্পত্তিহওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার রোয়দাদে যে সকল কাগজপত্র থাকে তাহার রীতিমত ফিরিস্তির বহী।

নং ৪। মুনসেফের দ্বারা নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার সেইরূপ এক বহী।—১৮৩৮ সালের ১০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১০৪৯। প্রথম ও দ্বিতীয় নম্বরী রেজিষ্টরী বহী উক্তমত নিযুক্তহওয়া মুন্তরীরের দ্বারা মহাফেজের নিজ হুকুমানুসারে লেখা যাইবেক এবং জজ সাহেব ও তাঁহার অধীন বিচারকেরা নম্বরী যে সকল মোকদ্দমার তজবীজতদন্তী করিয়া কি না করিয়া নিষ্পত্তি করেন তাহা ঐ বহীতে লেখা যাইবেক। এবং মহাফেজকে হুকুম দিতে হইবেক যে নিরূপিত ঘরের মধ্যে প্রত্যেক মোকদ্দমার চূড়ান্ত হুকুম লিখনের সময়ে সেই চূড়ান্ত হুকুমের ভাব লেখে অর্থাৎ যে মোকদ্দমার বেবাক দাওয়া ডিসমিস অথবা ডিক্রী হয় তাহার বিষয়ে "ডিসমিস" অথবা "ডিক্রী" কেবল এই কথা লিখে কিন্তু যদি বিরোধের বিষয় বা দ্রব্যের এক অংশের ডিক্রী অথবা ডিসমিস হয় তবে ঐ হুকুমের মর্ম্ম লিখিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ১০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১ নম্বরী রেজিষ্টরী বহীর পাঠ।

১ নম্বরী রেজিষ্টরী বহীর পাঠ।

অমুক সালে অমুক জিলার জজ ও অতিরিক্ত জজ ও প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের দ্বারা যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া ঐ জিলার দেওয়ানী আদালতের রিকার্ডের শামিল করা গিয়াছে তাহার রেজিষ্টর।

রেজিষ্টরী নম্বর।	মোকদ্দমার নম্বর ও প্রকার।	বাদি ও প্রতিবাদির নাম	নালিশী বা আপীলী দরখাস্তের মর্ম্ম।	নালিশ বা আপীলহওয়া দরখাস্ত দাখিল করণের তারিখ।	শেষ হুকুমের তারিখ ও মর্ম্ম এবং যাহার দ্বারা হুকুম হইয়াছে।	মোকদ্দমার রিকার্ডের দলীলদস্তাবেজের যথার্থ সংখ্যা।	মন্তব্য কথা।
১	৩২১ প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমা	রাজকিশোর চৌধুরী ফরিয়াদী হবেকৃষ্ণ আসামী।	রাধানগর তালুকের দখলের নিমিত্ত মোকদ্দমার মূল্য সদর জমার তিন গুণ অর্থাৎ ৫,৩০০ টাকা।	১৮৩৫ সালের ১ জুলাই।	অমুক জজ ১৮৩৭ সালের ২ জানুআরি তারিখে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী করেন।	৫১ ৩ নম্বরী বহীর ১ পৃষ্ঠার ফিরিস্তিতে।	কালেক্টর সাহেবের ১৮৩৭ সালের ১ মে তারিখের রুবকারীক্রমে সমস্ত দলীলদস্তাবেজ ১৮৩৭ সালের ১০ মে তারিখে ঐ সাহেবের নিকটে পাঠান যায়। ১৮৩৭ সালের ১৩ আগষ্টে কালেক্টর সাহেব তাহা ফিরিয়া পাঠান্। ১৮৩৭ সালের ১ নবেম্বরে তাহা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান যায়।
২	৪০৫ আপীল।	অমুক আপেলান্ট অমুক রেস্পাণ্ডেণ্ট	প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী অমুকের অমুক তারিখের ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্তে।	১৮৩১ সালের ৭ মার্চ।	আপীল ডিসমিস হইল ও জজ সাহেব ১৮৩৭ সালের ৩ জানুআরিতে প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা বহাল রাখিলেন।	১৭ ৩ নম্বরী বহীর ১ পৃষ্ঠার ফিরিস্তিতে।	

২ নম্বর। মুনসেফের রেজিষ্টরী উক্ত রেজিষ্টরের ন্যায় হইবেক।

১০৫০। তিন ও চারি নম্বরী বহীর মধ্যে প্রত্যেক মোকদ্দমার কাগজপত্রের ফিরিস্তি থাকিবেক এবং যে আদালতে মোকদ্দমা হয় সেই আদালতে ঐ বহী প্রস্তুত করা যাইবেক। অধস্থ আদালত মাসের মধ্যে নিষ্পত্তিহওয়া সকল মোকদ্দমার আসল কাগজপত্র প্রতিমাসের শেষে রোয়দাদী দফ্তরে রাখিবার নিমিত্তে জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং মিসিলের মধ্যে যে কাগজ আছে তাহা কি২ প্রকার তাহার নিদর্শনের এক ফিরিস্তি ঐ বহীহইতে নকল করিয়া প্রত্যেক মোকদ্দমার সঙ্গে পাঠাইবেন। পরে জজ সাহেবের আমলারা ঐ ফিরিস্তি আসল মিসিলের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া যদি তাহা ঐক্য হয় দেখেন তবে ১ এবং ২ নম্বরী রেজিষ্টরের ৭ নম্বরী ঘরেতে তাহা তৎক্ষণাৎ লিখিবেন। ঐ২ বহী প্রস্তুত করিতে অধস্থ আদালতের কিঞ্চিৎ পরিশ্রম হইবেক বটে কিন্তু ঐ সিরিশ্তার আমলার মাহিয়ানা সম্প্রতি বাড়ান গিয়াছে অতএব সেই পরিশ্রম তাহারদের অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ১০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১০৫১। যে জিলার মধ্যে ঐ রেজিষ্টর বাকী পড়িয়াছে অথবা যে জিলায় তাহা নিতান্ত রাখা যায় নাহি সেই জিলার জজ সাহেবেরদের উচিত যে যথাসাধ্য আপনারদের সিরিশ্তার আমলার দ্বারা পূর্ব্ব২ বৎসরের যে বৃত্তান্ত রেজিষ্টরের মধ্যে লিখিতে হুকুম ছিল তাহার এক খোলাসা প্রস্তুত করেন।—১৮৩৮ সালের ১০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১০৫২। মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য যে যে কাগজের নকল বহীতে রাখে তাহার পৃষ্ঠে যে সফায় সেই নকল লেখা যায় সেই সফার নম্বর লিখে এবং উচিত যে সেই নম্বরের উপর মুজমিলনবীস এক কিম্বা দুই জনের স্বাক্ষর হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৮ আ। ৫ ধা।

১০৫৩। মুজমিলনবীসদিগের এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত হইবেক যে আদালতের দফ্তরসকল পোকায় না কাটে কিম্বা সরদীতে অথবা অন্যরূপে নষ্ট না হয় এবং ঐ সকল কাগজপত্র আদালতের সাহেবের বিনাহুকুমে চলবিচল না হইতে পায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৮ আ। ৬ ধা।

১০৫৪। যদি মুজমিলনবীসদিগের শৈথিল্য কিম্বা ত্রুটিতে দফ্তরসকলের কাগজপত্রের মধ্যের কোন কাগজ নষ্ট হয় কিম্বা পাওয়া না যায় তবে সেই মুজমিলনবীসেরা সেই কাগজের বেওরাগতিক সুন্দররূপে না কহিতে পারিলে তাহারা আপনারদিগের কার্য্যহইতে অবসর হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৮ আ। ৭ ধা।

১০৫৫। যে সকল সিরিশ্তায় রোয়দাদ আছে তাহার সকল প্রধান সরকারী কর্ম্মকারকের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে জানান যাইতেছে যে উপর কালে যে কোন কর্ম্মকারক আপন সিরিশ্তার রোয়দাদ গোলমাল হইতে দেন সেই কাগজপত্র পুনর্ব্বার সাজাইয়া রাখিতে যে খরচ হয় তাহার বিষয়ে সরকারের পক্ষে সেই কর্ম্মকারক দায়ী হইবেন। এবং কোন কর্ম্মকারক কোন সিরিশ্তার ভার গ্রহণ করিলে যদি তাহার রোয়দাদ তৎসময়ে অতিগোলমাল থাকে অথবা যদি তাহা এমত এলুয়ামেলুয়া থাকে যে কোন কাগজপত্রের আবশ্যক হইলে তাহা অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে না এবং যদি তিনি অগৌণে তাহার অবস্থার বিষয়ের রিপোর্ট না করেন তবে সেই রোয়দাদ উত্তমরূপে সাজাইতে যে খরচ পড়ে তাহার দায়ীও তিনি হইবেন।—১৮৪২ সালের ৪ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১০৫৬। এই আদালতের ১৮৪২ সালের ৪ নবেম্বর তারিখের ২৩২ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরেতে লেখা আছে যে যে কোন কর্ম্মকারক আপন সিরিশ্তার রোয়দাদ গোলমাল হইতে দেন সেই কাগজপত্র পুনর্ব্বার সাজাইয়া রাখিতে যে খরচ হয় তাহার বিষয়ে তিনি সরকারে দায়ী হইবেন আরো লেখে যে কোন কার্য্যকারক কোন সিরিশ্তার ভার গ্রহণ করিলে যদি তাহার রোয়দাদ তৎসময়ে অতি গোলমাল থাকে এবং যদি তিনি অগৌণে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট না করেন তবে সেই রোয়দাদ উত্তমরূপে বিলি করিতে ও সাজাইতে যে খরচ পড়ে তাহার দায়ীও তিনি হইবেন।—১৮৪৫ সালের ২৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১০৫৭। সুবিদিত আছে যে অনেক জিলাতে আদালতের রোয়দাদ নিয়মমতে সাজাইয়া রাখিবার নিমিত্তে অনেক খরচ লাগিয়াছে এবং বোধ হয় যে আরো অনেক জিলাতে জজ সাহেবেরদের নিজ উদ্যোগক্রমে এবং তাঁহারদের আজ্ঞাধীনে কেবল তাঁহারদের আমলারদের পরিশ্রমে সকল রোয়দাদ ব্যবহারের উপযুক্ত ও সুনিয়মমতে সাজান গিয়াছে।—১৮৪৫ সালের ২৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১০৫৮। যে সকল সিরিশ্তার রোয়দাদ উপযুক্তমতে সাজান গিয়াছে তাহার আর গোলমাল না হয় এবং যদি অন্য

সিরিশ্‌তার রোয়দাদের গোলমাল থাকে কি অনিয়মমতে সাজান থাকে তাহা জানা যায় এবং যাঁহারা এই প্রকার গোলমাল হইতে দেন তাঁহারদের প্রতি উপরের লিখিত যে ঝুঁকী অর্পে ঐ গোলমাল সিরিশতার কার্য্যকারকের উপর সেই ঝুঁকী খাটাইবার জন্যে সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে প্রত্যেক সিবিল জজ আপনং সিরিশ্‌তার রোয়দাদের দফ্তর আপনারাই দেখিয়া গত বৎসর এবং ইহার পর সকল বৎসরের দেওয়ানী কার্য্য নির্ব্বাহের বার্ষিক রিপোর্টের মধ্যে তাহার অবস্থার সংক্ষেপ বেওরা লিখিবেন। এবং তাহাতে যদি কোন ত্রুটি দেখা যায় তবে তাহা জানাইবেন এবং সেই ত্রুটির যে কারণ বোধ হয় তাহা ও তাহা অবিলম্বে শুধরিবার যে উপায় হইতে পারে তাহা লিখিবেন।—১৮৪৫ সালের ২৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১০৫৯। সদর আদালতের সাহেবেরা অপেক্ষা করেন যে এই হুকুমক্রমে তুমি যে প্রথম রিপোর্ট পাঠাও তাহার মধ্যে তোমার রোয়দাদ সাজাইয়া রাখিবার কি নিয়ম চলে এবং তাহা সাজাইবার নিমিত্তে কত খরচ লাগিয়াছে ও কত কালে সাজান যায় তাহা লিখিবা। তাহার পর তুমি যেং রিপোর্ট পাঠাও তাহার মধ্যে এইং বিষয়ের কিঞ্চিৎ লিখিলে এবং ঐ রিপোর্ট যে কালের নিমিত্তে আছে সে কালের মধ্যে রোয়দাদ সাজাইবার নিয়ম পরিবর্ত্ত কি আরো উত্তম যদি করা যায় তবে তাহার সংক্ষেপ বেওরা লিখিলে সদর আদালত যে অভিপ্রায়ে ঐ হুকুম জারী করেন সেই অভিপ্রায় প্রচুরমতে সিদ্ধ হইবেক।—১৮৪৫ সালের ২৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১০৬০। মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের লিখনানুসারে ছাপা ও জারী হওয়া কোন আইনের মতে মুজমিলনবীসী কার্য্যের সম্পর্কে যে কালে যেং দাঁড়া ও হুকুম নির্দ্ধারিত হয় এবং জজ সাহেব কিম্বা রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা যে সময়ে যে যে হুকুম দফুরসকলের কাজগপত্র সুন্দররূপে রাখিবার কিম্বা তাহার খবরদারী করিবার অথবা লিখিবার বিষয়ে তাহারদিগের প্রতি হয় সে সমস্ত দাঁড়া ও হুকুমকে যথোচিত মান্য করে ইতি।- ১৭৯৩ সা। ১৮ আ। ৮ ধা।

১০৬১। কর্ত্তব্য যে প্রতিভিলা ও শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের আদালতে একং মোকদ্দমার দিন দিনের রোয়দাদ এবং জজ সাহেবের একং কার্য্য ও হুকুমের বেওরা কৈফিয়ৎ একং বহীতে সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা ভাষায় এবং সুবে বেহারে পারসী ভাষায় কি নাগরী অক্ষর ও হিন্দী ভাষায় লেখা যায় এবং তাহার উপর জজ সাহেবের দস্তখৎ হয় আর উচিত যে উভয় বিবাদির একং মোকদ্দমার মোতালক যে আরজী ও জওয়াব ও দরজওয়াব ও রদ্দজওয়াব ও যে কোন জোবানবন্দী ও নিদর্শনলিপি আদালতে পাঠ হয় এবং আদালতের মিসিলে দাখিল হয় তাহার নকল বহীতে লেখা যায় আর আদালতে পাঠ হইবার সময়ে যে কোন কাগজের পৃষ্ঠে যে নম্বর কিম্বা চিহ্ন করা যায় সেই নম্বর কিম্বা চিহ্ন সেই বহীতে যে স্থানে সেই একং কাগজ লেখা থাকে তাহার পার্শ্বে লেখা যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৮ আ। ৯ ধা।

১০৬২। গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নানা দেওয়ানী আদালতের রোয়দাদী কাগজপত্র বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের দৃষ্টি করণের নিমিত্তে তাঁহারদিগকে তথাহইতে আনাইতে দেওয়াতে কিছু আপত্তি আছে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে তাহার বিষয়ে এইং আপত্তি দৃষ্ট হইতেছে। ১। যদি সকল লোকের প্রতি এইরূপে কাগজপত্র বাহির করিয়া দেখিতে অনুমতি হয় তবে ঐ রোয়দাদী কাগজের ছলচক্রান্তে ফেরফারহওন অথবা তাহার একেবারে খোয়া যাওনের সম্ভাবনা হইবেক। ২। তাহাতে অনেক ক্লেশ হইবেক যেহেতুক দেওয়ানী আদালতের বচারকেরদের তাহাতে প্রয়োজন হইলে তাহা পাওয়া যাইতে পারিবেক না। ৩। যদি সকল বাদি প্রতিবাদিরদিগকে সেইরূপ অনুমতি না দেওয়া যায় তবে কোন এক বাদিপ্রতিবাদিকে বিশেষতঃ সরকারের মোকদ্দমার মোখ্তারকে সেইরূপ অনুমতি দিলে অযথার্থ হয় এবং সকল আদালতের কর্ত্তব্য যে লোকেরদের মনে এমত বোধ না হয় যে দেওয়ানী আদালত গবর্ণমেণ্টের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূল ব্যক্তিঅপেক্ষা তাঁহারদিগকে অধিক অনুগ্রহ করিতেছেন।—১৮৩২ সালের ২৮ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১০৬৩। সদর দেওয়ানী আদালত আরো জানাইতেছেন যে কার্য্যের সাধারণ রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের পক্ষে এইরূপ নূতন নিয়ম করণের কিছু আবশ্যক নাই আদালতের কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দেওয়ানী আদালতের আসল রোয়দাদ পাইবার নিমিত্তে কখন দরখাস্তও করিয়াছিলেন এইমত আদালতের স্মরণ নাই কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিরদের ন্যায় কাছারীতে সেই সকল কাগজপত্রের তদারক করিতে তাহার প্রতি অনুমতি ছিল। এবং বোর্ডের সাহেবেরা ও রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবেরা ও অন্যান্য যে কর্ম্মকারকেরা সরকারী মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিতেছেন তাঁহারাও সেইরূপে আপনারদের আসিষ্টাণ্ট বা অন্যান্য আমলার দ্বারা কাছারীতে বসিয়া কাগজপত্র দেখিতে পারেন এবং মোকদ্দমাসম্পর্কীয়

সাধারণ ব্যক্তিরা ও তাহারদের মোখ্তার যেরূপ করিয়া থাকেন সেইরূপে সরকারের কর্ম্মকারকেরা আপনারদের উকীলের দ্বারা যে সকল দলীলদস্তাবেজ বা কাগজপত্র তাঁহারা দৃষ্টি করিতে চাহেন তাহার নকল ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে লইতে পারেন তাহাতে নকল করণের খরচমাত্র লাগিবেক।—১৮৩২ সালের ২৮ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১০৬৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে আদালতের আসল রোয়দাদী কাগজ রাজস্বায়ত্ত কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মকারকেরদিগকে সামান্যতঃ জিলার জজ সাহেবের দিতে নাই কিন্তু স্পেসিয়ল কমিস্যনর ও ডেপুটী কালেক্টরদিগকে ঐ জজ সাহেবের ইহা জানান উচিত যে তোমরা যদি ঐ সকল কাগজ নকল করণের খরচ দিতে স্বীকৃত হও তবে তাহার নকল তোমারদিগকে দিব। কিন্তু কোন গতিকে আসল রোয়দাদী কাগজ অথবা তাহার সঙ্গে অন্যান্য যে কাগজপত্র দাখিল করা গিয়াছিল তাহা যদি না দেখিলে নহে তবে ঐ কাগজপত্র তাঁহারদের নিকটে পাঠাওনের পূর্ব্বে তাহার এক নকল করিয়া রাখিবা এবং তাহাতে আদালতের মোহর ও আপনার দস্তখৎ করিবা এবং তাহার নকল করণের খরচ রাজস্বের কর্ম্মকারকের শিরে দেয় হইবেক।—১৮৩৭ সালের ২৭ জানুআরির ১০৭০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০৬৫। দেওয়ানী আদালতের রোয়দাদ সাজাইয়া রাখণের বিষয়ে নীচের লিখিত পত্রাদির নকল আজ্ঞানুসারে তোমার নিকটে পাঠাইয়া আদেশ করিতেছি যে কটকের জজ সাহেবের পত্রের চুম্বকে যে রীতি নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে অগৌণে কার্য্য করিতে উদ্যোগ করিবা।—১৮৪১ সালের ১৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১০৬৬। ১৮৩৯ সালের ২১ ডিসেম্বরে কটকের জজ সাহেব সদর আদালতে যে চিঠী লেখেন তাহার চুম্বক এই। নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার যে বহু রোয়দাদ মধ্যে২ পুনর্ব্বার অনুসন্ধান করিতে হয় তাহা এবং নানা আদালতের মুলতবীথাকা মোকদ্দমার বহু রোয়দাদ সাজাইবার দুই অভিপ্রায় আছে প্রথম যাহাতে নষ্ট না হয় দ্বিতীয় যাহাতে অনায়াসে সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।—১৮৪১ সালের ১৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

১০৬৭। আলাহাবাদের জজ সাহেব কাগজপত্র সাজাইবার যে নিয়ম পরিশেষে ব্যবহার করিলেন তাহাতে প্রায় কিছু আপত্তি দেখা যায় না। কিন্তু আমার বোধ হয় যে নানা জিলাতে কাগজপত্র রাখিবার কামরা নানা প্রকার এবং তক্তার মাচানের নানা ডৌল অতএব কাগজপত্র সাজাইবার কোন সাধারণ নিয়ম করা যাইতে পারে না। যদি আদালতের কার্য্যকারকেরা তদারক করিয়া দেখেন যে মুজমিলনবীস প্রত্যেক এলাকার কাগজ স্বতন্ত্র রাখে এবং প্রত্যেক সিরিশ্তার কাগজ অথবা মোকদ্দমার রকম বুঝিয়া তাহার কাগজ আলাহিদা বিলী করিয়া রাখে এবং বৎসর ও মাস অনুসারে তাহা এইমত সাজাইয়া রাখে যে প্রত্যেক বস্তাতে এক২ মাসের কাগজ থাকে ও তাহার বাহিরে তাহার খোলাসা লেখা থাকে তবে আমি বুঝি যে কিছু বিঘ্ন হইতে পারে না।—১৮৪১ সালের ১৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

১০৬৮। মুলতবীথাকা মোকদ্দমার বিষয়ে এই কাছারীতে এই ব্যবহার আছে যে তাহা নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত দিনের মধ্যে ঐ দস্তুরের আমলার জিম্মায় থাকে এবং রাত্রিযোগে নির্ব্বিঘ্ন থাকিবার নিমিত্তে রিকার্ড দফ্তরে রাখা যায় এবং ইহাতে কিছু আপত্তি হইতে পারে না। শেষ রুবকারীতে জজ সাহেবের দস্তখৎ হইলে চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার কাগজপত্র মুজমিলনবীসের নিকটে অর্পিত হয়।—১৮৪১ সালের ১৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

১০৬৯। এই কাছারীর কাগজপত্র এই পত্রের ৪ দফার শেষ অংশের লিখিত নিয়মানুসারে সাজান হইতেছে এবং ইহাতে মতান্তর করণের যে কোন পরামর্শ দেওয়া যায় তাহাতে যে কিছু উত্তমতা হইবেক অথবা কোন মতান্তরকরা যে আবশ্যক এমত আমার বোধ হয় না। কেবল প্রত্যেক তক্তার মাচানে যাহা আছে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন নাহি এবং মুনসেফের রোয়দাদ বস্তা২ করা নাহি এবং কোন২ মুৎফরক্কা মোকদ্দমার কাগজপত্র আরো বিশেষ২ করিয়া সাজাইলে ভাল হয় এবং এই সকল করিতে আমি হুকুম দিয়াছি।—১৮৪১ সালের ১৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

১০৭০। সম্প্রতি বারম্বার দৃষ্ট হইয়াছে যে যে ইষ্টাম্প কাগজ আদালতে দাখিল হইয়া রীতিমতে ব্যবহার হইয়াছে সেই কাগজ চাতুরীপূর্ব্বক দেওয়ানীর নথীহইতে গোপনে বাহির করা গিয়াছে এবং লিপি ধৌত করিয়া কিম্বা প্রকারান্তরে লুপ্ত করিয়া কখন২ প্রকৃত মোকদ্দমায় কখন২ কৃত্রিম মোকদ্দমায় তাহা আদালতে পুনরায় দাখিল হইয়াছে। অতএব এইমত প্রবঞ্চনা নিবারণের সদুপায় করণের বিষয়ে এবং সরকারের ক্ষতিজনক এরূপ ব্যবহার না হইবার কোন সাধারণ নিয়ম নিরূপণ করণের নিমিত্তে কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত হাসিল ও রাজস্বের বোর্ডের সাহেবেরদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছেন। যেহেতুক দুষ্ট হইতেছে যে জিলা ফতেপুরে সেইরূপ কুকর্ম্ম ধরা পড়াতে পশ্চিম দেশের সদর আদালত ১৮৩৫ সালের ১০ আপ্রিল তারিখের ১৪২ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে সাবধান করণের যে হুকুম দিলেন তাহাতে কোন ফল হয় নাই।—১৮৪৩ সালের ৫ মের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১০৭১। এই প্রকার প্রবঞ্চনা সামান্যতঃ দুই প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ মোকদ্দমার সময়ে যে ইষ্টাম্প কাগজের আবশ্যক ছিল ঠিক সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ ইষ্টাম্পের আমলা অথবা বিক্রেতার নিকটে না থাকাতে মোকদ্দমার মিসি-

লেব সঙ্গে অলিখিত ইষ্টাম্প কাগজের যে২ ফর্দ্দ দাখিল হইয়াছিল সেই২ ফর্দ্দ নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমার পূর্ব্বকার নথীহইতে বাহির করিয়া নূতন মোকদ্দমাতে দাখিল হয়। দ্বিতীয়। পূর্ব্বকার লিখিত ইষ্টাম্প কাগজ নথীহইতে উঠাইয়া লইয়া সাবেক লেখা ধোয়ার দ্বারা কিম্বা কোন কিমিয উপায়ের দ্বারা মুছিয়া তাহা নূতন মোকদ্দমার সঙ্গে দাখিল হয়।—১৮৪৩ সালের ৫ মের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১০৭২। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ফতেপুরে যে প্রবঞ্চনা হইয়াছিল এবং কানপুরের জজ সাহেব যে প্রবঞ্চনার বিষয়ের সম্প্রতি রিপোর্ট করিয়াছেন তাহাতে মহাফেজ দফ্তরসম্পর্কীয় সরকারী আমলারা তাহা জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছিল অথবা তাহাতে তাহারদের যোগ ছিল এমত প্রমাণ হইল নিদানে এমত সন্দেহ হইল। স্পষ্টতঃ বোধ হয় যে মহাফেজ দফ্তরের আমলারদের জ্ঞাতসার বিনা অথবা তাহারদের দূষণীয় শৈথিল্য না হইলে মিসিলহইতে কোন ইষ্টাম্প কাগজ বাহির করা যাইতে পারে না। কিন্তু ঐ আমলারদিগকে তগীর করিয়া অথবা ফৌজদারী আদালতে তাহারদের নামে নালিশ করিয়া দণ্ড করিলে কেবল সেই বিশেষ প্রতারণার প্রতিকার হইতে পারে এবং যে স্থানে কিম্বা যে জিলায় প্রতারণা হইয়াছিল তাহাছাড়া অন্যান্য স্থানে অন্যেরদের সেই কর্ম্ম করণের সাধারণ নিবারণ হইতে পারে না অতএব যাহাতে এই প্রকার অপরাধ নিতান্ত নিবৃত্ত হয় এমত কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করা অত্যাবশ্যক বোধ হইল।—১৮৪৩ সালের ৫ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১০৭৩। অতএব সদর আদালত এই২ হুকুম করিতেছেন। এই সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফার লিখিত প্রথম প্রকার প্রবঞ্চনা নিবারণার্থে জজ সাহেবেরা নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার যে মিসিল আপনারদের এবং আপনারদের অধীন দেওয়ানী আদালতের দফ্তরে আছে তাহা তদারক করিবেন এবং যদি তাহাতে কোন অলিখিত ইষ্টাম্প কাগজ পাওয়া যায় তবে তাহা নষ্ট করিবেন এবং যে ইষ্টাম্প কাগজে প্রথম আরজী লেখা গিয়াছিল তাহার পৃষ্ঠে নীচস্থ ইষ্টাম্পের বাম দিগে উর্দ্দু ভাষাতে এই কথা লিখিয়া তাহাতে আপনারদের সম্পূর্ণ নাম ইঙ্গরেজীতে স্বাক্ষর করিবেন যে অমুক মূল্যের অমুক নম্বরী অমুক বিক্রেতার নামযুক্ত যে এক কেতা ইষ্টাম্প কাগজ এই সর্টিফিকটের ইষ্টাম্প কাগজের সঙ্গে ইষ্টাম্পের মাসুল পূর্ণ করিবার নিমিত্তে দাখিল হইয়াছিল তাহা আমার সম্মুখে নষ্ট করা গেল। এবং ইহার পর এই প্রকার অলিখিত যে২ ইষ্টাম্প কাগজ কোন আদালতে দাখিল হয় তাহা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওনের পর একরূপে নষ্ট করা যাইবেক। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নষ্ট করা যাইবেক না।—১৮৪৩ সালের ৫ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১০৭৪। দ্বিতীয় প্রকার প্রবঞ্চনা নিবারণার্থ সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে কোন আদালতে একবার দাখিলহওয়া যে সকল ইষ্টাম্প কাগজ রীতিমত ব্যবহার হইয়াছে এবং দাখিলকরণিয়া ব্যক্তিকে ফিরিয়া দেওনের যোগ্য নহে এবং তৎপ্রযুক্ত আইনমত অন্য কোন কর্ম্মেতে ব্যবহার হইতে পারে না সেই সকল ইষ্টাম্প কাগজে ছেনীর দ্বারা ছিদ্র করিতে হইবেক। তদ্দ্বারা ঐ কাগজের উপর কোন চিরস্থায়ি চিহ্ন থাকিবেক অথচ বোয়াদাদের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে ঐ লিখিত ইষ্টাম্পের কিঞ্চিৎ নষ্ট হইবেক না।—১৮৪৩ সালের ৫ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

১০৭৫। অতএব হুকুম হইল যে ইষ্টাম্প কাগজের ইষ্টাম্পের মুখে অথবা তাহার পৃষ্ঠে কিছু লেখা যাইবেক না এবং এদেশীয় অথবা ইউরোপীয় কোন দেওয়ানী আদালতে ইষ্টাম্প কাগজের যে প্রত্যেক ফর্দ্দ বোয়াদাদের সঙ্গে নিত্য থাকিবার নিমিত্তে দাখিল হয় সেই২ ফর্দ্দে ইষ্টাম্প আফিসে অথবা ত্রেজুরীতে করা গোলাকার উপরিস্থ ইষ্টাম্পহইতে এক বুকলের আট ভাগের তিন ভাগ পরিমাণ একটা গোলাকার টুকরা কাটা যাইবেক এবং বন্দুকের টিপলা যে প্রকার অস্ত্রের দ্বারা প্রস্তুত হয় সেই প্রকার অস্ত্রের দ্বারা ঐ ছিদ্র করা যাইবেক। যেহেতুক যে ইষ্টাম্প লইয়া ইহার পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছিল তাহার ঐ ছিদ্রেতে কাগজ যোড়া না দিলে অথবা দিবার উদ্যোগ না হইলে তাহা চাতুর্বীক্রমে পুনর্ব্বার আদালতে দাখিল হইতে পারে না এবং ঐ ছিদ্রেতে কাগজ সেইরূপে বসান গিয়াছে কি না ইহা অনায়াসে দৃষ্ট হইবার নিমিত্তে ঐ ছিদ্র নিত্য একি প্রকারে এবং ইষ্টাম্পের একি স্থানে করিতে হইবেক। ইষ্টাম্পের কথার এক ভাগ এইরূপে লুপ্ত হওয়াতে সেই অক্ষর পুনর্ব্বার তাহার মধ্যে দেওয়া অতি দুঃসাধ্য হইবেক কিন্তু যে ভাগ এইরূপে লুপ্ত হয় তাহাতে মোহর এমন নষ্ট হইবেক না যে ইষ্টাম্পের মূল্য এবং যে দফ্তরে ইষ্টাম্প দেওয়া গিয়াছিল তাহা চেনা যাইতে পারে না। তাহাছাড়া ঐ ইষ্টাম্প কাগজের নিম্ন ভাগে যে মোহর থাকে তাহাতেই সেই বৃত্তান্ত স্পষ্ট দৃষ্ট হইবেক।—১৮৪৩ সালের ৫ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

১০৭৬। সদর আদালতের অভিপ্রায় আছে যে নিষ্পত্তিহওয়া সকল মোকদ্দমার ইষ্টাম্প কাগজে এবং যে মোকদ্দমা এক্ষণে উপস্থিত হইতেছে অথবা উত্তর কালে উপস্থিত হয় তাহারো ইষ্টাম্পের মধ্যে এইরূপ ছিদ্র করা যায় নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার এইরূপ ইষ্টাম্পের ছিদ্র করণের ভার জজ সাহেব আপনার সিরিশ্তাদার অথবা মহাফেজের প্রতি অর্পণ করি-

বেন এবং এই কার্য্য রীতিমত হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয় জানিবার নিমিত্তে জজ সাহেবেরা মিসিল দফ্তরে ঐ কাগজ পুনর্ব্বার রাখিবার পূর্ব্বে কুড়ি বা চল্লিশ ইষ্টাম্প কাগজের এক২ বস্তা স্বয়ং দেখিবেন। এই সুযোগেতে তাঁহারা আরো অবগত হইতে পারিবেন যে পূর্ব্বকার নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার কোন ইষ্টাম্প কাগজ পুনর্ব্বার দাখিল করিবার নিমিত্তে নথীহইতে বাহির করা গিয়াছে কি না। এক্ষণে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত আছে তাহার নিষ্পত্তি হওনের পর জিলার আদালতের দফ্তরে চূড়ান্তরূপে দাখিল হওনের পূর্ব্বে জজ সাহেবেরা এইরূপ ব্যবহার করিবেন।—১৮৪৩ সালের ৫ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

১০৭৭। এইরূপ ছিদ্রু করণের যোগ্য নালিশের যে আরজী এবং অন্য২ যে ইষ্টাম্প কাগজ এই হুকুম জারী হওনের পর দাখিল হয় তাহাতে ছিদ্রের ছেনী মারিবার কার্য্যের ভার প্রত্যেক আদালতের সিরিশ্‌তাদার অথবা অন্য যে কর্ম্মকারক ইষ্টাম্প কাগজ লন্ তাঁহার প্রতি থাকিবেক এবং জিলা ও তাহার অধীন আদালতের যে জজেরা ঐ ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল হওনের হুকুমনামাতে সহী করেন তাঁহারা অতিসাবধান হইয়া ছিদ্রু করিবার যোগ্য এই প্রকার যে ইষ্টাম্প কাগজে এইরূপ ছিদ্রু হয় নাই তাহাতে দস্তখৎ করিবেন না।—১৮৪৩ সালের ৫ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফা।

১০৭৮। ঐ সকল কর্ম্মকারকের প্রতি আরো হুকুম হইল যে যে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত যে সকল দলীলদস্তাবেজ বা নকল বা অন্য দস্তখতী লিপি যে দফ্তরে দাখিল হয় সেই দফ্তরে রাখিবার হুকুম নাহি এবং উভয় বিবাদিকে ফিরিয়া দিতে হয় সেই২ ইষ্টাম্প কাগজে এই প্রকার ছিদ্রু কদাচ না করিতে দেন নতুবা অত্যন্ত গোলমাল এবং প্রবঞ্চনা করণের পুনর্ব্বার যথেষ্ট উপায় হইবেক।—১৮৪৩ সালের ৫ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফা।

১০৭৯। আপীলী মোকদ্দমার যে রোয়দাদ সম্প্রতি এই আদালতে পঁহুছিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া দৃষ্ট হইতেছে যে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ৫ মে তারিখের ১১ নম্বরা সদর আদালতের সরক্যুলর অর্ডরের এবং ২৫ মে তারিখের পশ্চিম দেশের সদর আদালতের সরক্যুলর অর্ডরের হুকুম সেই হুকুমের লিখিতমতে কোন২ জিলায় প্রতিপালন হয় নাই। ঐ রোয়দাদের মধ্যে অনেক ইষ্টাম্প কাগজের মোহরের কোন অংশ নষ্ট করা যায় নাই। সদর আদালতের এইমত ব্যবহার আছে যে ইষ্টাম্প কাগজের যে মোহর ছেনির দ্বারা নষ্ট করিতে হয় এমত কোন কাগজ ছেনির দ্বারা নষ্ট না করিয়া রিকার্ড দফ্তরহইতে যাইতে দেওয়া যায় না অতএব এই আদালতের আমলারদের অধিক পরিশ্রম হইতেছে।—১৮৪৪ সালের ১৪ মের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১০৮০। অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা ঐ সরক্যুলর অর্ডরের বিষয়ে নানা দেওয়ানীর জজ সাহেবদিগকে মনোযোগ করিতে হুকুম দেওয়া অত্যাবশ্যক জ্ঞান করেন এবং ঐ অর্ডর যে২ অভিপ্রায়েতে দেওয়া গিয়াছিল তাহার অত্যাবশ্যকতার বিষয়ে বিশেষ জানাইতেছেন। সেই অভিপ্রায় এই যে প্রাচীন রোয়দাদহইতে ইষ্টাম্প কাগজ চুরী করাতে সরকারের যে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে তাহা এবং সাধারণ ব্যক্তিরদের ঐ চাতুরীতে যে অনিষ্ট হইতেছে তাহা নিবারণ হয়। অতএব সদর আদালত সিবিল জজ সাহেবদিগকে হুকুম করিতেছেন যে উত্তর কালে তাঁহারা ও তাঁহারদের অধীন কার্য্যকারকেরা এই বিষয়ে মনোযোগী হন্।—১৮৪৪ সালের ১৪ মের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১০৮১। এই হুকুম প্রকাশ হওনের পর যদি উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের বিধির লঙ্ঘনের কোন সম্বাদ সদর আদালতে পঁহুছে তবে তাঁহারা তাহার উচিত শাস্তি দিবেন।—১৮৪৪ সালের ১৪ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১০৮২। সাধারণের উপকারের নিমিত্তে ঐ বিধির চুম্বক নীচে লেখা যাইতেছে। যে ইষ্টাম্প নথীর শামিল করা যায় এবং তাহা ফিরিয়া দেওনের বিষয় না হয় এমত সকল ইষ্টাম্পে ছেনি মারিতে হইবেক। প্রাচীন মোকদ্দমার রোয়দাদে এই কর্ম্ম জজ সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে জিলা আদালতের সিরিশ্‌তাদার করিবেন। যে মোকদ্দমার তজবীজ হইতেছে তাহার নিষ্পত্তির পর এবং তাহা রিকার্ড দফ্তরে রাখিবার পূর্ব্বে তাহার ইষ্টাম্পের মোহরে সিরিশ্‌তাদার ছেনি মারিবেন। যে ইষ্টাম্প কাগজ এক্ষণে নথীর শামিল করা যায় তাহা সিরিশ্‌তাদার অথবা যে কোন আমলা তাহা লন্ তিনি তাহাতে ছেনি মারিবেন। এবং প্রত্যেক শ্রেণীর জজ ও বিচারক ইষ্টাম্প কাগজ নথীর শামিল করণের হুকুমে সহী করণের সময়ে দেখিবেন যে এই বিধান অবশ্য প্রতিপালন হইয়াছে। যে শাদা কাগজের ইষ্টাম্প দরখাস্তপ্রভৃতির কম মূল্যে ইষ্টাম্প পূর্ণ করণের নিমিত্তে দাখিল হয় এইমত ইষ্টাম্প কাগজ প্রাচীন মোকদ্দমার সঙ্গে থাকিলে তাহা জিলার জজ সাহেবের দ্বারা ছেনিতে নষ্ট করা যাইবেক এবং ঐ ইষ্টাম্প যে নষ্ট হইয়াছে ইহার এক সার্টিফিকট প্রধান ইষ্টাম্প কাগজের পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক। যে মোকদ্দমা চলিতেছে তাহার নিষ্পত্তির পর এবং রিকার্ড দফ্তরে দাখিল করণের পূর্ব্বে তাহার ইষ্টাম্প কাগজ সেইরূপে ছেনির দ্বারা নষ্ট করা যাইবেক।—১৮৪৪ সালের ১৪ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৬৩ ধারা।

নানা আদালতে দাখিলহওয়া টাকা রাখণ।

১০৮৩। ১৮২৬ *সালের ১১ আপ্রিল তারিখে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা যে পত্র লিখিলেন তাহার চুম্বক।* যে অনিষ্ট বিষয় তোমরা লিখিয়াছ তাহা পুনর্ব্বার না হইবার নিমিত্তে তোমরা কি২ নিয়ম স্থির করিয়াছ তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু আমরা পরামর্শ দিতেছি যে ডিক্রী জারীর বাবতে বা অন্য প্রকারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে যে সকল টাকা দাখিল হয় তাহা একেবারে ঐ আদালতের খাজানাখানায় দাখিল করা যায় এবং এই নিয়ম অবিকলরূপে প্রতিপালন হইবার নিমিত্তে আদালতের খাজাঞ্চীকে এমত হুকুম দেওয়া উচিত যে তাহার নিকটে যে সকল টাকা দাখিল হইয়াছে তাহার এক কৈফিয়ৎ মাসে২ জজ সাহেবকে দেন এবং যে ব্যক্তিদের নিমিত্তে ঐ টাকা দাখিল হইয়াছে তাহারদের নাম ঐ কৈফিয়তে লেখেন্। এবং জজ সাহেব যে সকল ডিক্রী ও হুকুম করিয়া থাকেন্ তাহার রেজিষ্টরের সঙ্গে খাজাঞ্চীর এই কৈফিয়ৎ মোকাবিলা করিলে জজ সাহেব নিশ্চয় জানিতে পারিবেন যে কত ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে জারী হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে জারী না হইবার কারণ তিনি তদন্ত করিতে পারিবেন। আমরা আরো বোধ করি যে ডিক্রী জারীর বাবতে যে সকল টাকা আদালতে দাখিল হইয়া থাকে কিম্বা উইল না করিয়া যাহারা মরে তাহারদের সম্পত্তি বিক্রয়েতে প্রাপ্ত যে টাকা বা অন্য যে কোন বাবতে টাকা আদালতে দাখিল হয় সেই সকল টাকার বিষয়ে যদি কেহ নিরূপিত কোন মিয়াদের মধ্যে দাওয়া না করে তবে তাহা জিলার কালেক্টর সাহেবকে অর্পণ করিতে হয় এবং তিনি তাহার বিষয়ে সরকারের হুকুম লইবেন। কিন্তু যে ব্যক্তিদের আইনমতে ঐ টাকা পাইবার অধিকার আছে কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ঐ টাকা দাখিল করণেতে তাহারদের ঐ অধিকারের কিছু হানি হইবেক না। ফলত ঐরূপে কালেক্টর সাহেবের নিকটে সেই সকল টাকা আমানৎ করাতে ঐ টাকার বিষয়ে যাহারদের কোন অধিকার বা সম্পর্ক থাকে সেই অধিকার ও সম্পর্কের রক্ষাই হইবেক যেহেতুক আদালতের আমলারদের জিম্মায় ঐ টাকা থাকিলে তাহা তছরুফ করিতে বা কোন প্রকারে আপন২ কার্য্যে ব্যয় করিতে লোভ জন্মিতে পারে কিন্তু কালেক্টর সাহেবের নিকটে তাহা পাঠাইলে সেই লোভ জন্মিতে পারে না। আমারদের অভিপ্রায় যে সকল প্রকার টাকা হিসাবের বহীতে জমা থাকে এবং যাহারদের সেই টাকা পাইবার হক থাকে তাহারা দাওয়া করিলে তাহা স্বচ্ছন্দে পাইতে পারিবেক। কিন্তু এই নিয়ম যেরূপে আমলে আসিবেক তাহার বৃত্তান্তের বিষয়ে আমরা কিছু হুকুম করিতে পারি না তাহা তোমরা আপনারদের বিবেচনামতে স্থির করিবা।—১৮২৭ সালের ১৪ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

১০৮৪। তোমার জিলার যে প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন সদর মোকাম ছাড়া অন্য স্থানে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারদিগকে হুকুম করিবা যে উকীলের রসুম কিম্বা ডিক্রী জারী করণ বা অন্যান্য বাবতে যে সকল টাকা তাঁহারদের আদালতে দাখিল হয় তাহা ঐ জিলার কালেক্টর বা ডেপুটী কালেক্টরের খাজানাখানায় আমানৎ করেন এবং ঐরূপ আমানৎহওয়া টাকার এক২ রেজিষ্টর তোমার কাছারীর রেজিষ্টরের পাঠানুসারে পারসী ভাষাতে রাখেন এবং যে সকল বৃত্তান্ত তোমার উচিত বোধ হয় তাহা ঐ রেজিষ্টরের মধ্যে লিখিতে তাঁহারদিগকে হুকুম দিবা। সদর আদালত আরো বোধ করেন যে একটিং ডেপুটী কালেক্টর যেরূপ পরামর্শ দিয়াছেন তদনুসারে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় যে২ আমানতী টাকা পাঠান যায় তাহার সঙ্গে আমানতের রেজিষ্টরী বহীহইতে এক খোলাসা পাঠান যায়। পরে ঐ টাকা দিতে হইলে সদর আমীন বা প্রধান সদর আমীন রেজিষ্টরের মধ্যে ঐ আমানতী টাকার যে নম্বর ও অন্যান্য বৃত্তান্ত থাকে তাহা এক হুকুমনামাতে লিখিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠান্ ও কালেক্টর অথবা ডেপুটী কালেক্টর সেই হুকুমনামাতে দস্তখৎ করিলে খাজাঞ্চী ঐ হুকুমনামা পাইলে ঐ টাকা দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।—১৮৩৩ সালের ১৬ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১০৮৫। সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে আদালতে যে সকল টাকা আমানৎ হয় তাহা বাহির করিবার দরখাস্ত আদালতের রোয়দাদে থাকিবার নিমিত্তে তাহা ইষ্টাম্প কাগজে করিতে হইবেক কিন্তু যদি কোন সময়ে ঐ প্রকার টাকা দেওনের কোন বিশেষ হুকুম হইয়া থাকে তবে এইরূপ ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত লিখিতে হইবেক না।—১৮৩৭ সালের ৯ জুনের ১০২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৪ ধারা।

এক জিলাহইতে অন্য জিলাতে মোকদ্দমার খরচা পাঠান।

১০৮৬। আকৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের অনুরোধে কালেক্টর সাহেবকে এই হুকুম দেওয়া গেল যে তোমার জিলার জজ সাহেব অন্য আদালতের জজ সাহেবের পাঠান ডিক্রী যদি জারী করিয়া উসুলহওয়া টাকা ঐ আদালতে পাঠাইতে চাহিলে সেই টাকা যদি তোমার খাজানাখানায় দাখিল করে এবং যে জজ সাহেবের নিকটে তাহা পাঠাইতে চাহেন তাঁহার নিকটস্থ সরকারী খাজানাখানার উপর এক হুণ্ডী চাহেন এবং প্রেরণকারি জজ সাহেব সেই মোকদ্দমার বাদি বা প্রতিবাদির নাম ও নথীতে ঐ মোকদ্দমার সংখ্যা জানাইয়া যদি বিশেষরূপে কহেন যে এই টাকা ঐ অন্য আদালতের ডিক্রী জারীতে উসুলহওয়া টাকা তবে তুমি সেই প্রকার হুণ্ডী তাঁহাকে দিবা।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৩০ সালের ২১ মের সরক্যুলর অর্ডর।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিশেষৎ প্রকার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি।

১ ধারা।

সরকারী কর্ম্মকারকেরদের প্রতিকূলে মোকদ্দমা উপস্থিতকরণ।

১। কালেক্টর সাহেবান ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট অর্থাৎ ছোট সাহেবান ও এদেশি আমলাহা এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণের কুঠীর সাহেবান ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবান ও এদেশি আমলাহা এবং লবণ পাকের ব্যাপার নেমকমহালের সাহেবান ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবান ও এদেশি আমলাহা এবং দানযগাৎ অর্থাৎ হাসিল মামুল লইবার ব্যাপার পরমিট কিম্বা পঞ্চোত্তরার সাহেবান ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবান ও এদেশি আমলাহা এবং সোণা ও রূপা জরবের কারখানা টাকশালের সাহেবান ও পরখাইর সাহেব ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবান ও এদেশি আমলাহায়ের কেহ্ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের লিখনানুসারে অবধার্য্য ও প্রকাশিত কোন আইনের হুকুমের অন্যথা আপন ভারের কোন কার্য্য করিলে সেই ব্যক্তি যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের এলাকায় বাস করেন কিম্বা থাকিয়া সরকারের কার্য্য চালান্ সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতে তাহার জওয়াব দিবেন ইতি। - ১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১০ ধা।

২। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পশ্চাৎ লিখিত মোকদ্দমার বিষয়ে ১৮০৩ সালের ২৭ আইনের ১৬ ধারার কিরূপ অর্থ করিতে হইবেক। বিশেষতঃ এক জন মালগুজারের স্থানে সন হালের এবং পূর্ব্ব সালের মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হইল এবং সেই ব্যক্তি তাহা না দেওয়াতে দেওয়ানী জেলে কয়েদ হইল তাহাতে সে ব্যক্তি কহিল যে এই দাওয়া যথার্থ নহে এবং নিয়মমত জামিন দিয়া খালাস হইল পরে ঐ দাওয়া যথার্থ কি না ইহার বিচার হওনার্থে কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ করিল। অতএব জিজ্ঞাসা করি যে সেইরূপ মোকদ্দমা সরাসরীমতে কি নম্বরীমতে বিচার করিতে হইবেক আমার বোধ হয় যে উক্ত আইনানুসারে সেই প্রকার মোকদ্দমাসকল সরাসরীমতে বিচার্য্য জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সরাসরী হুকুম ও বিচারের দ্বারা সেই প্রকার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেও সেই আইনে বিশেষ হুকুম আছে বোধ হয়। কিন্তু এই বিষয়ে অন্যের সহ এই প্রকার অভিমত না হওয়াতে আমি তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের মত জানিবার নিমিত্তে তাঁহারদের নিকটে অর্পণ করিতেছি। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ বাকীদার মালগুজারেরা ১৮০৩ সালের ২৭ আইনের ১৬ ধারানুসারে যে নালিশ করে তাহা কেবল নম্বরী মোকদ্দমার ন্যায় বিচার হইতে পারে।—১৮২০ সালের ১৭ নবেম্বরের ৩৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩। কোন বাকীদার তহসীলদার অথবা অন্য আমলাকে কয়েদ করণের জন্যে যদি কালেক্টর সাহেব দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করেন তবে ঐ দেওয়ানী আদালত ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ১১ এবং ১২ ধারা বিনা অন্য কোন প্রকারে কার্য্য করিতে পারেন না অর্থাৎ যদি ঐ বাকীদার ঐ দাওয়া সমুদয় কি তাহার কতক অযথার্থ কহে এবং সেই দাওয়ার বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের বিরুদ্ধে পনের দিবসের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার এবং আদালতে যত টাকার ডিক্রী হয় তাহা দিবার জামিন দাখিল করে তবে ঐ আদালত বাকীদারকে খালাস করিবেন। ঐ জামিন দেওয়া গেলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক এবং নম্বরী মোকদ্দমার ন্যায় তাহার নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।—১৮১৭ সালের ২৯ ডিসেম্বরের ২৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের লিখনানুসারে অবধারিত ও প্রকাশিত কোন আইনের মতে শ্রীযুত গবরূনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউ অথবা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমমাফিক ১০ দশম ধারার লিখিত সরকারের আমলাহাযের কেহ যে কার্য্য করেন তাহাতে এদেশস্থ কেহ কিম্বা শ্রীযুত ক্ষিতিপালক ইঙ্গরেজের বাদশাহের প্রজা সাহেব লোকছাড়া বাজে বিলায়তী কোন সাহেব আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করিলে তাহার নালিশ সে আমলার নামে কর্ত্তব্য হইবেক না এমতে সরকারকে আসামী জানিতে হইবেক।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১১ ধা।

৫। চব্বিশপরগনার জজ সাহেবের প্রতি অনুমতি হইবেক যে কলিকাতার পরমিটের কালেক্টর সাহেবের নামে কিম্বা তাঁহার আমলার নামে যে নালিশ হয় চলন আইনের মতে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন এবং সরকারের কার্য্যভারাক্রান্ত যত সাহেব লোক কলিকাতা শহরে বাস করেন তাঁহারদিগের নামে যদি এমত কোন নালিশ হয় যে তাহা সকল জিলার দেওযানী আদালতে শুনা যাইতে পারে তবে এমত নালিশ চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে হইবেক ও চলন আইনানুসারে এমত মোকদ্দমাদির বিচার ও বিবেচনা করা যাইবেক ইতি।—১৮০৬ সা। ৭ আ। ৮ ধা।

৬। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবেরা ও তাঁহারদিগের প্রত্যেক আমলা আপনং ভারানুসারে করা কর্ম্মের নিমিত্তে তাঁহারা যেং আদালতের অধিকারে থাকেন সেই২ আদালতের ধরাধর ও জিজ্ঞাসাবাদের যোগ্য হইবেন কিন্তু যে ব্যক্তি আফীনের কর্ম্মের বিষয়ে আপনাকে অন্যাযগ্রস্ত জ্ঞান করে তাহার কর্ত্তব্য যে এজেণ্ট সাহেবহইতে কি তাঁহার আমলাহইতে তাহার পক্ষে যে অন্যায কর্ম্ম হইযা থাকে তাহার নিমিত্তে প্রথমতঃ ঐ এজেণ্ট সাহেবের নিকটে নালিশ করে ও ঐ এজেণ্ট সাহেবের দেওযা হুকুমেতে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হইলে তাহার ক্ষমতা আছে যে ঐ বিষয়ের নালিশের আরজী বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হজুরে দেয় অথবা একেবারে যে জিলা কি শহরের অধিকারে তাঁহারা থাকেন সেই জিলা কি শহরের দেওযানী আদালতে তাহার নালিশ করে ও জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারানুসারে এমতং মোকদ্দমার যে সকল নালিশ উপস্থিত হয় তাহা শুনা যাওন ও তাহার বিচার করণেতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২ আইনের লিখিত দাঁড়া সম্মর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১৮ ধা।

৭। যদি নিমক পোখ্তানীর সময়ের মধ্যে এতাবতা অক্টোবর মাসের শেষার্দ্ধহইতে জুলাই মাসের পূর্ব্বার্দ্ধপর্য্যন্ত ইহার মধ্যে কোন মলঙ্গী কি মজুর কি নিমক পোখ্তানীর এলাকার অন্য কেহ এমত অনুমান করে যে নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের ও নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের এই আইনানুসারে মোকদ্দমার তজবীজ করিবার ও জরীমানাওগয়রহের হুকুম দিবার মোতালক কোনং প্রকারেতে যেং হুকুম ও তদবীর করিবার ক্ষমতা আছে ও তাহার প্রসঙ্গ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে তদ্ভিন্ন নিমক পোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবদিগের করা কোন তদবীরে কি হুকুমে তাহার প্রতি অত্যাচার হইয়াছে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে আপনি কিম্বা আপন উকীলের মারফতে সেই সাহেবের নিকটে আপন নালিশের বেওরা লিখিয়া দরখাস্ত দিবেক তাহাতে যদি সেই সাহেব সে বিষয়ের বিচার না করেন কি নিষ্পত্তি করিতে টালেন তবে সে লোকের ক্ষমতা আছে যে সেই সাহেবের নামে দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার নালিশ করে ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ২ প্র।

৮। যদি নিমক পোখ্তানীর সময়ের মধ্যে কোন মলঙ্গী কিম্বা মজুর অথবা নিমক পোখ্তানীর এলাকাদার অন্য কেহ এমত অনুমান করে যে নিমক পোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের তাবের কোন আসিস্টাণ্ট সাহেব কিম্বা আড়ঙ্গের প্রধান আমলার কি কন্ট্রাক্টরের কি ব্যাপারির অথবা মলঙ্গীর করা কোন আচরণেতে তাহার উপর অত্যাচার হইয়াছে তবে সেই লোক আপনি কিম্বা উকীলের মারফতে সে বিষয়ের দরখাস্ত আদৌ সেই নিমক পোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের নিকটে করিবেক ইহাতে যদি আদৌ দরখাস্ত এজেণ্ট সাহেবের নিকটে করে ও ঐ সাহেব তাহার বিচার না করেন অথবা নিষ্পত্তি করিতে টালেন কি তাহা করিতে না পারেন তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে যাহাহইতে তাহার প্রতি অত্যাচার হইয়া থাকে তাহার নামে কিম্বা এজেণ্ট সাহেবের নামে তাঁহার হুকুমে ঐ অত্যাচার হইয়া থাকিলে আদালতে নালিশ করে ও আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত নালিশ হইলে এজেণ্ট সাহেবের কি যাহাহইতে অত্যাচার হইয়া থাকে তাহার স্থানে তাহার জওয়াব লন্ ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ৩ প্র।

৯। এই ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের প্রস্তাবিত কোন মোকদ্দমা কেহ দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিতে চাহিলে তথাকার জজ সাহেব তাবৎ সে মোকদ্দমা না শুনেন্ যাবৎ সেই ফরিয়াদীর হলফ করণের দ্বারা অথবা যে মতান্তরে জজ সাহেবের ক্ষুদ্বোধ হয় তদনুসারে ঐং প্রকরণের লিখনমতে সে মোকদ্দমার নালিশ নিমক পোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের নিকটে করিয়াছিল সাবুদ না করে ইতি। ১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ৪ প্র।

১০। এই ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের প্রস্তাবক্রমের কোন মোকদ্দমার নালিশ যে কালে করারদাদের কোন আসামীতে করিতে চাহে সে কালে যদি তাহার করারদাদের সরবরাহ সমন্স না হইয়া থাকে তবে সে ফরিয়াদী সে কালে সে নালিশ করিতে আড়ঙ্গের প্রধান আমলা কিম্বা নিমক পোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব অথবা আসিস্টাণ্ট সাহেবের বিনানুমতিতে আপনি কদাচিৎ যাইতে পারিবেক না কিন্তু আপন তরফ উকীল পাঠাইতে পারিবেক আর যদি সে আসামী আপন সরবরাহ দিবার যোগ্য আপনস্বরূপ অন্য জনেকেকে সেই কার্য্যের সরবরাহের নিমিত্তে নিযুক্ত করে ও যাহাকে স্বরূপ করিয়া রাখে তাহাহইতে সে কার্য্য চলিবার বিষয়ে নিমক পোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব অথবা আসিস্টাণ্ট সাহেব কিম্বা প্রধান আমলার সন্দেহ না থাকে তবে নিমক পোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব কিম্বা আসিস্টাণ্ট সাহেব অথবা প্রধান আমলায় সেই আসামীকে বিদায় করিবেন ইতি।- ১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ৫ প্র।

১১। শ্রাবণ ও ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে নিমক পোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবে আসিস্টাণ্ট সাহেব অথবা প্রধান আমলা কিম্বা তাঁহারদিগের তাবের কোন লোকহইতে মলঙ্গী কিম্বা মজুর অথবা নিমকী এলাকার অন্য কাহাকে প্রতি এই আইনের কি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মতে যেং আইন ছাপা ও জারী হয় তাহার অন্যথাক্রমে কিছু অত্যাচার হইয়া থাকিলে সে লোক তাহার নালিশ নিমক পোখ্তানীর সময়ের নিমিত্তে এই ধারার উপরের কএক প্রকরণের লিখনমত আদৌ নিমক পোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব অথবা আসিস্টাণ্ট সাহেব কিম্বা প্রধান আমলার নিকটে না করিয়া দেওয়ানী আদালতে করিতে সাধ্য রাখিবেক ও দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের প্রতি মলঙ্গী কিম্বা মজুর অথবা নিমকী এলাকার অন্যং কোন লোকের হক্ ত্বরাতে পঁহুচিবার কারণ হুকুম হইল যে তাহারদিগের যাহার যে নালিশ এই প্রকরণের প্রথম প্রস্তাবক্রমে আদালতে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি অন্যং মোকদ্দমার অগ্রে অব্যাজে করেন এই নিয়মে যে উপরের প্রকরণের লিখিত কোন হুকুমেতে এমত বোধ না হয় যে এই আইনানুসারে নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের জরীমানার ও জব্দের ও অসঙ্গত ক্রিয়ার নিমিত্তে নিরূপিত অন্য দণ্ডের হুকুম দেওনের বিষয়ে পাওয়া ক্ষমতানুসারে করা ক্রিয়া ও আচরণ যথার্থ হওয়া কি না হওয়ার তজবীজ করিতে দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে ইতি।- ১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ৭ প্র।

১২। সরকারী কর্ম্মকারকেরা আপনং পদোপলক্ষে যেং কার্য্য করেন তাহার নিমিত্তে তাঁহারদের নামে নালিশ হইলে তাঁহারদের যেং রূপে কার্য্য করিতে হইবেক তাহা তাঁহারদিগকে জানাইবার নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের নীচের লিখিত হুকুম আদেশক্রমে প্রকাশ করা যাইতেছে।—১৮৪৮ সালের ১২ মের সরক্যুলর অর্ডর।

১৩। বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের পোলীসের শ্রীযুত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৪৮ সাল ১২ আপ্রিলের পত্র। বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর্ সাহেবের হুকুমক্রমে তোমাকে জানাইতেছি যে তোমার গত মাসের ১৭ তারিখের ৫৮৩ নম্বরী পত্র পঁহুছিয়াছে। তাহাতে তুমি লিখিয়াছ যে যে মাজিস্ট্রেট সাহেব এবং সরকারের অন্যান্য কর্ম্মকারকেরা স্বং পদোপলক্ষে যে কার্য্য করেন তাহার বিষয়ে তাঁহারদের নামে আদালতে নালিশ হইলে প্রত্যেক গতিকে তাঁহারদের আপনং খরচে ঐ মোকদ্দমার জওনাব এক্ষণে দিতে হইতেছে এবং মোকদ্দমার সময়ে যে সকল বিষয় ব্যক্ত হয় তাহার দ্বারা যখন এমত দৃষ্ট হয় যে মোকদ্দমামূলক বিষয়ে তাঁহারা আইনমতে এবং উপযুক্তরূপে কার্য্য করিয়াছেন তখন মোকদ্দমা সমাপ্ত হইলে সেই সকল খরচা তাঁহারদিগকে সরকার হইতে ফিরিয়া দেওয়া যায়। এই নিয়মের দ্বারা ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেবপ্রভৃতির যে অবস্থা তাহার বিষয়ে শ্রীযুক্তকে মনোযোগ করিতে নিবেদন করিয়াছ।—১৮৪৮ সালের ১২ মের সরক্যুলর অর্ডর।

১৪। শ্রীযুক্ত এই বিষয় অতিমনোযোগপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে সেইং মোকদ্দমা বারম্বার ঈর্ষাপ্রযুক্ত এবং বিরোধি স্বভাবপ্রযুক্ত উপস্থিত করা যাইতেছে এমত হইতে পারে এবং সেই প্রকার মোকদ্দমার জওয়াব দেওনেতে যে খরচা লাগে তাহা আগাম দেওনেতে বারম্বার সরকারী কর্ম্মকারকেরদের ক্লেশ হইতে পারে অতএব এইমত অবস্থা-

গ্রন্থ সরকারের কর্ম্মকারকদিগকে ঐ টাকা আগাম দেওনের ভারহইতে মুক্ত করা যথার্থ।—১৮৪৮ সালের ১২ মের সরক্যুলর অর্ডর।

১৫। এই অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত এই নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে আপনার সরকারী পদোপলক্ষে করা কোন কার্য্যের নিমিত্তে সরকারী কর্ম্মকারকের নামে উত্তর কালে নালিশ উপস্থিত হইলে তিনি সেই বিষয় রীতিমত তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মকারকের দ্বারা গবর্ণমেণ্টে জানান্ এবং ঐ মোকদ্দমার প্রকৃত দোষগুণের বিষয় নিশ্চয় করণার্থে গবর্ণমেণ্টে যে বৃত্তান্ত জানান আবশ্যক তাহা জ্ঞাত করেন। যদ্যপি মোকদ্দমার সম্পূর্ণ তজবীজ করণানন্তর এবং তাহার কার্য্যের যাথার্থ্য ও ওয়াজিবী বিবেচনা করণেতে দৃষ্ট হয় যে ঐ কর্ম্মকারক উপযুক্তমতে কার্য্য করিয়াছেন তবে তাহার জওয়াব দেওনার্থে যে২ উদ্যোগ করা আবশ্যক তাহা করিতে তাহার প্রতি হুকুম হইবেক এবং তন্নিমিত্তে যে টাকার প্রয়োজন হয় তাহা সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক পরে মোকদ্দমার বিচার সময়ে যে২ বৃত্তান্ত প্রকাশ হয় তাহাতে যদি বোধ হয় যে ঐ কর্ম্মকারক অনুপযুক্তমত কার্য্য করিয়াছেন তবে মোকদ্দমা সমাপ্ত হইলে পর তাঁহার সেই টাকা ফিরিয়া দিতে হইবেক। পক্ষান্তরে যদি সেই বিষয় তজবীজ করণেতে গবর্ণমেণ্টের এমত বোধ হয় যে তাঁহার কার্য্য অতিস্পষ্টতঃ অনুপযুক্ত ছিল তবে তাঁহাকে ইহা জ্ঞাত করা যাইবেক যে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং তিনি নিজ খরচে তাহার জওয়াব দিবেন।—১৮৪৮ সালের ১২ মের সরক্যুলর অর্ডর।

১৬। শ্রীযুক্ত বোধ করেন যে এমত বিধান করাতে সরকারী কর্ম্মকারকেরদের এমত অনুভব হইবেক না যে আমারদের কার্য্য উপযুক্ত হউক বা অনুপযুক্ত হউক তাহার জওয়াব দেওনের বিষয়ে প্রত্যেক গতিকে আমরা সরকারের উপর নির্ভর করিতে পারিব। তাঁহারদের এই স্পষ্ট বোধ হইবেক যে আমরা যখন সরকারের সাহায্যের সম্পূর্ণরূপে যোগ্য তখন কেবল সেই২ গতিকে আমরা সেই২ সাহায্যের অপেক্ষা করিতে পারিব এবং পূর্ব্বে তাঁহারদের উপরে ঝুঁকীর যে অনুভব ছিল সেই অনুভব থাকিবেক।—১৮৪৮ সালের ১২ মের সরক্যুলর অর্ডর।

১৭। তোমার পত্র শ্রীযুত ট্রটর সাহেবের মোকদ্দমার উপলক্ষে লেখা গিয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত শুনিয়াছেন যে ঐ কর্ম্মকারকের নামে যে নালিশ হইয়াছিল তাহা ননসুট হইয়াছে।—১৮৪৮ সালের ১২ মের সরক্যুলর অর্ডর।

২ ধারা।

সরকারী কার্য্যকারক সাহেবেরদের নামে নালিশ।- দরখাস্তের বিষয়ি বিধান।

১৮। ভূমির মালগুজারীর কি পরমিট ও পঞ্চোত্তরার কালেক্টর সাহেবেরা কিম্বা সরকারের তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের কুঠীর সাহেবেরা কি নিমক ও আফীন মহালের মোথ্তারকার সাহেব কি যে অন্য২ সাহেবেরা আপন২ ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের মধ্যে করা ক্রিয়া ও আচরণের অর্থে আদালতের তাবে থাকেন্ তাঁহারদিগের কোন সাহেবের নামে নালিশের কোন আরজী যে আদালতের সাহেব কি সাহেবেরা এমত মোকদ্দমা গ্রাহ্য ও বিচার করণের ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহার কি তাঁহারদিগের হজুরে দাখিল হইলে সেই আদালতের সাহেব কি সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ আরজী আসামী সাহেব বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর কি বোর্ড ট্রেড ইহার যেখানকার সাহেবদিগের হুকুমের তাবে হন্ সেই বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

১৯। ভূমির রাজস্বের কোন কালেক্টর সাহেব অথবা কমিস্যনর সাহেবের অধীন অন্য কোন ইউরোপীয় কার্য্যকারক সাহেবের নামে তাঁহার পদসংক্রান্ত করা কার্য্যের বিষয়ে যদি দেওয়ানী আদালতে নালিশ হয় এবং ঐ আদালতের জজ সাহেব যদি সেই মোকদ্দমা কমিস্যনর সাহেবকে অর্পণ করেন তবে যে কার্য্য অথবা হুকুমের বিষয়ে নালিশ হইয়াছে তাহা অস্বীকার অথবা পরিবর্ত্তন করণের দ্বারা যদি প্রতিকার হইতে পারে তবে কমিস্যনর সাহেবের আইনমতে সেইরূপ শক্তি থাকিলে আপনার বিবেচনামতে উক্ত প্রকার প্রতিকার করিবেন। কিন্তু যদি কমিস্যনর সাহেবের সেইরূপ কার্য্য করিতে ক্ষমতা না থাকে অথবা সেইরূপে যদি প্রতিকার না হইতে পারে তবে দরখাস্তকারির ঐ দাওয়া স্বীকার করিতে অথবা আপোসে মিটাইতে কমিস্যনর সাহেব উচিত বোধ করিলে তিনি সদর বোর্ডের হুকুম পাইবার নিমিত্তে তাহার রিপোর্ট করিবেন।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের ১০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২০ নম্বরী বিধান।

২০। যদি কমিস্যনর সাহেব বোধ করেন যে দরখাস্তকারিকে দেওয়ানী আদালতে আপন দাওয়ার নালিশ করিতে

অনুমতি দেওয়া উচিত তবে তিনি সদর বোর্ডের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে তাহার বিস্তারিত এক রিপোর্ট করিবেন এবং সদর বোর্ডের সাহেবেরা আইনসম্পর্কীয় কার্য্যেতে আপনারদের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্ব্রান্সরের পদসংক্রান্ত যে হুকুম দেওয়া উচিত বোধ হয় তাহা দিবেন।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের ১০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২১ নম্বরী বিধান

২১। ১৮১৪ সালের ২ আইনের লিখিত প্রকার মোকদ্দমার আরজী দাখিল হওনের পর তাহা মঞ্জুর হওনের বিলম্ব হইলে সদর দেওয়ানী আদালত গবর্ণমেণ্টকে তাহা জানাইতে পারিবার নিমিত্তে জিলার জজ সাহেবদিগকে এই হুকুম দিতেছেন যে ভূমির মালগুজারীর কি পরমিট ও পঞ্চোত্তরার কালেক্টর সাহেবেরা কিম্বা সরকারের তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের কুঠীর সাহেবেরা কি নিমক ও আফীন মহালের মোখ্তার সাহেব কি যে অন্যান্য সাহেবেরা আপন২ ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের মধ্যে করা ক্রিয়া ও আচরণের অর্থে আদালতের তাবে থাকেন্ তাঁহারদিগের কোন সাহেবের নামে কোন নালিশের আরজী তোমার নিকটে দাখিল হইলে এবং উক্ত আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণানুসারে সেই নালিশ বোর্ড রেবিনিউর অথবা কর্ত্তৃত্বকারি বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইলে পর যদি তাহারা ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাহার কোন উত্তর না করেন্ তবে তুমি সেই বিষয়ের রিপোর্ট এই সদর আদালতে করিবা তাহাতে এই সদর আদালত তাহা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে জানাইতে পারিবেন।—১৮৩০ সালের ৬ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

২২। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ৬ আগষ্ট তারিখের ২১ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে মফঃসল আদালতের প্রতি এই হুকুম দেওয়া গিয়াছিল যে ১৮১৪ সালের ২ আইনানুসারে তাঁহারা যে বিষয় অর্পণ করেন যদি ছয় সপ্তাহের অধিক কালপর্য্যন্ত তাহার উত্তর না পাওয়া যায় তবে তাহারা তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করেন। সেই সরক্যুলর অর্ডরের উপলক্ষে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আদেশ করিতেছেন যে ঐ নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে যখন এই প্রকার অর্পিত বিষয়ের চূড়ান্ত উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না তখন প্রিসেপ্ট প্রেরণকারি আদালতে এক রুবকারী পাঠাইতে হইবেক তাহাতে ঐ বিলম্বের কারণ এবং যে সময়ে চূড়ান্ত রিপোর্ট পাঠাওনের সম্ভাবনা আছে তাহা লেখা থাকিবেক।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৭ সালের ৯ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

২৩। ১৮১৪ সালের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের সম্পর্কীয় দরখাস্তের বিষয়ে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের প্রতি ১৮৩০ সালের ৬ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের দ্বারা হুকুম হইল যে ভূমির মালগুজারীর কি পরমিট ও পঞ্চোত্তরার কালেক্টর সাহেবেরা কিম্বা সরকারের তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের কুঠীর সাহেবেরা কি নিমক ও আফীন মহালের মোখ্তার সাহেব কি যে অন্যান্য সাহেবেরা আপন২ ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের মধ্যে করা ক্রিয়া ও আচরণের অর্থে আদালতের তাবে থাকেন্ তাঁহারদিগের কোন সাহেবের নামে কোন নালিশের আরজী তোমার নিকটে দাখিল হইলে এবং সেই নালিশ কর্ত্তৃত্বকারি বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইলে পর যদি তাহারা ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাহার কোন উত্তর না করেন্ তবে তুমি সেই বিষয়ের রিপোর্ট এই সদর আদালতে করিবা তাহাতে এই সদর আদালত তাহা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলে জানাইতে পারিবেন।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৪। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮১৪ সালের ২ আইনানুসারে সরকারী কার্য্যকারকেরদের নামে তাঁহারদের পদোপলক্ষে করা কার্য্য বিষয়ে যে নালিশের আরজী দাখিল হয় তাহা ইষ্টাম্প আইনের দ্বারা বর্জিত হয় নাই অতএব সদর আদালত বোধ করেন্ যে অন্যান্য নালিশের আরজী যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয় সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ প্রকার মোকদ্দমার আরজী প্রথম দাখিল করণের সময়ে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৭ সালের ৮ ডিসেম্বরের ১১১৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কালেক্টর সাহেব কোর্ট ওয়ার্ডসের হুকুমানুসারে নাবালগের জমীদারী হস্তান্তর করিলে ঐ নাবালগ ও তাহার সংসারাধ্যক্ষ কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ করিলে সেই নালিশ আমি শুনিতে পারি কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে অন্যান্য ব্যক্তিরা যে বিষয়ে তাহারদের অনিষ্ট বোধ হয় সেই বিষয়ের প্রতিকার যেরূপে চেষ্টা করিতে পারে সেইরূপে নাবালগকে কোন অনিষ্ট বিষয়ের প্রতিকারের চেষ্টা করিতে কোন আইনে নিষেধ নাই অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে ঐ নাবালগ ও তাহার সংসারাধ্যক্ষ উক্ত প্রকারে নালিশ করিতে চাহিলে তাহা করিতে পারে। যে জিলার জজ সাহেবের নিকটে ঐ নালিশ করা যায় তাঁহার উচিত যে ১৮১৪ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের বিধানানুসারে ঐ নালিশের আরজী বোর্ডের সাহেবেরদের বিবেচনার্থে তথায় অর্পণ করেন্ এবং যদ্যপি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা আপনারদের দ্বারা তাহার সেইরূপ অন্যহইতে ব্যতিরেকে হক দেওয়াইতে উচিত বোধ না করেন্ তবে জজ সাহেবের উচিত যে ঐ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্।—১৮২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বরের ৪১০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬। উপরের প্রকরণের লিখিত প্রকারের কোন আরজী পঁহুছিলে পর বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমি-

স্যনর ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ সে আরজীর লিখিত কথা দৃষ্টি করিয়া ইহা বিবেচনা করেন্ যে অন্যহইতে দেওয়ানব্যতিরেক সরকারহইতে ফরিয়াদীর হক বুঝিয়া দেওয়া যায় কিম্বা ফরিয়াদীকে দাঁড়ামতে মোকদ্দমা করিতে অনুমতি দেওয়া যায় ইতি।—১৮১৪ সা। ২ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

২৭। যদি বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর কি বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের বিবেচনাতে আপন২ সিরিশ্তার কাগজপত্র দৃষ্টিকরণানুসারে কি মফঃসলের কার্য্যকারকদিগের স্থানে জিজ্ঞাসাকরণমতে অথবা আর যে প্রকারে উচিত হয় তদনুসারে যথার্থ তহকীক অর্থাৎ তথ্য ও তদন্ত করিয়া এমত বোধ হয় যে প্রকৃতই ফরিয়াদীর প্রতি দৌরাত্ম্য হইয়াছে এবং ঐ ফরিয়াদী আপন হক অন্যহইতে ব্যতিরেক সরকারহইতে পাইতে পারে তবে এমতে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে এ বিষয়ে যে রিপোর্ট করা আবশ্যক হয় তাহা ফরিয়াদীর হক বুঝিয়া দেওয়া যাওনের প্রকার ও পরিমাণের বিষয়ে আপনারা যে বিবেচনা করেন তাহার সহিত হজুরে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

২৮। যদি যথার্থ তহকীক অর্থাৎ তথ্য ও তদন্ত করণের পর বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর কি বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের বিবেচনায় ফরিয়াদীকে দাঁড়ামতে মোকদ্দমা করিতে অনুমতি দেওয়া চাহরে তবে এমতে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ইহার সমাচার যে আদালতের সাহেব কি সাহেবদিগের স্থানে ঐ নালিশের আরজী পাইয়া থাকেন তাঁহার কি তাঁহারদিগের নিকটে দেন্ ও সে মোকদ্দমা দাঁড়ামতে উপস্থিত করণের ও তাহার বিচার করণের বিষয়ে ঐ সমাচার দেওয়াই কাপী হুকুম বোধ করা যাইবেক ও ঐ সাহেবদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে সেই সময়ে এ বিষয়ে যে সরকারের নামে নালিশ হইয়া থাকনের ন্যায় ঐ মোকদ্দমার জওয়াব দিহী অর্থাৎ জওয়াব সওয়াল সরকারের কার্য্যকারকদিগের দ্বারা হইবেক কি যে ব্যক্তির করা আচরণহেতুক নালিশ হইয়াছে তিনি করিবেন স্থির করিয়া ইহার সমাচার যে আদালতের সাহেব কি সাহেবদিগের উপরের উক্ত ঐ২ বিষয়ে তাঁহারদিগের অভিপ্রায় চাহনের অর্থে মোকদ্দমা পাঠাইয়াছিলেন সেই সাহেব কি সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

২৯। মনস্থের কিছু ব্যতিক্রম বোধ না হয় এ নিমিত্তে হুকুম হইল যে উপরের লিখিত হুকুমসকল কেবল ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ আইনের ২ ও ৩ ধারার নিরূপণ করিয়া লেখা প্রকারের মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখে ও যে সকল রেশ্বতের নালিশের আরজী গ্রাহ্য করণের ও তাহার বিচারের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৭ আইনেতে বিশেষ হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে ইহা বোধ না হয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২ আ। ৪ ধা।

৩০। ভূমির মালগুজারীর কি মাসুলের কালেক্টর সাহেবের কিম্বা কোম্পানির বাণিজ্যের কুঠীর রেসিডেণ্ট সাহেবের অথবা আপন পদসম্পর্কীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মপ্রযুক্ত দেওয়ানী আদালতের জওয়াবদেওনিয়া অন্য কোন লোকের নামে কোন কার্য্যের বিষয়ে কোন জন নালিশের আরজী দাখিল করিলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণের হুকুমানুসারে সরকারহইতে প্রতিকার পাইবার উপযুক্ত বোধ না হইলে সুতরাং ঐ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে উদ্যত হইলে ঐ মোকদ্দমার আরজী পূর্ব্বে যে তারিখে দাখিল হইয়াছে সেই তারিখঅবধি ঐ আদালতের নথীতে গাঁথা যাইবেক এবং ঐ মোকদ্দমা ঐ তারিখে প্রথমত উপস্থিত হইলে যে ক্রমে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইত তৎক্রমে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১৩ আ। ২ ধা।

৩ ধারা।

সরকারী কার্য্যকারক সাহেবেরদের নামে নালিশ।—মোকদ্দমার জওয়াব।—হুকুম।—জামিন।

৩১। যখন কথিত বাকীদার জামিন দিয়াছে এবং যে বাকী রাজস্ব তাহার স্থানে দাওয়া হয় তাহার যথার্থতার বিষয়ে বিচার করাওণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে তখন দেওয়ানী আদালত তাহার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় না করিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু কালেক্টর সাহেব তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিতে পারেন।—১৮২১ সালের ২৯ ডিসেম্বরের ৩৩৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২। বাকীদার মালগুজারের ভূমি নীলামের ইশতিহার দেওনের পূর্ব্বে ঐ মালগুজার দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিলে এবং ঐ আদালতের নিষ্পত্তি মানিবার অর্থে মাতবর জামিন দিলে তাহার উপর যে দাওয়া হইয়াছিল তাহার অযথার্থতার প্রমাণ দেওনার্থে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা করকার হওনের সময়ে জিলার জজ সাহেব ঐ বাকীদার মালগুজারের স্থাবর সম্পত্তির নীলাম স্থগিত করিতে পারেন না।—১৮৩৪ সালের ১৭ জানুআরির ৮৫৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৩। কোন আসিষ্টাণ্ট সাহেব অথবা প্রধান আমলাপ্রভৃতি নিমক মহালের এলাকাদার কাহারু নামে দেওয়ানী আদালতে যে কোন নালিশ হয় তাহাতে এজেণ্ট সাহেব উচিত জানিলে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে আপনি সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব দেওয়ানী আদালতে করেন ও যদি করেন তবে তথায় সে মোকদ্দমার যে ডিক্রী হয় তাহার নিশাও এজেণ্ট সাহেবের করিতে হইবেক ইতি। -১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ৬ প্র।

৩৪। নিমক মহালের মোতালকের যে সকল কার্য্য সাবেক সাহেবদিগের ও প্রধান আমলার আমলে হইয়াছে তাহার কোন মোকদ্দমার নালিশ হালের এজেণ্ট সাহেব ও তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেব ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর অথবা তদ্ভিন্ন হন তাহারদিগের ও আড়ঙ্গের এদেশি প্রধান আমলাদিগের নামে হইবেক না। কিন্তু এজেণ্ট সাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট সাহেব অথবা আড়ঙ্গের এদেশি প্রধান আমলা কেহ তগীর হইয়া থাকিলে তাঁহার নামে তাঁহার বহালী আমলে নিমকী এলাকার কার্য্য করণের বিষয়ে যে নালিশ হইয়া থাকে বহাল থাকনের মতে তাহার জওয়াব দিবার ভার সেই তগীর এজেণ্ট সাহেবপ্রভৃতির উপর থাকিবেক নতুবা যদি পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া তাহার জওয়াব দিবার বিষয়ে হালের এজেণ্ট সাহেবের প্রতি হুকুম দেওয়া উচিত জানেন তবে ঐ সাহেবদিগের হুকুম কি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুকুমে এমত মোকদ্দমা সেই ব্যক্তির উপর উপস্থিত হইলে তাহাতে উপরের লিখিত দাঁড়া খাটিবেক না এবং এমতং মোকদ্দমার জওয়াব হালের এজেণ্ট সাহেব সরকারের তরফহইতে দিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৬ ধা।

৩৫। পূর্ব্বের কালেক্টর সাহেবেরা যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন সে কারণে পরের কালেক্টর সাহেবেরা আদালতে আপত্তিগ্রস্ত হইবেন না। কিন্তু কোন কালেক্টর সাহেব আপন কার্য্য ছাড়িলে পর তাঁহার নামে ৩৩ ধারাক্রমে যে নালিশ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সরকারের তরফ যে টাকা তলবকরণ ও লওনের জন্যে যে মোকদ্দমার খরচা ও দণ্ড এই আইনের লিখিত হুকুমমতে কালেক্টর সাহেবের নিজহইতে দিতে হয় সে মোকদ্দমা জিলার আদালতে উপস্থিত থাকে ও যে মোকদ্দমার আপীল করিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতি না হইয়া থাকে সে মোকদ্দমা আপীলে উপস্থিত রহে এমত সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব যেমতে সেই কালেক্টর সাহেবের আপন কার্য্যে বহাল থাকিতে করণ উচিত ছিল কার্য্যত্যাগ করিলেও সেইমতে কর্ত্তব্য হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৪১ ধা।

৩৬। দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারী আদালতের কিছু হুকুম যে কালে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেবের নামে পাঠাইতে হয় সে কালে জজ সাহেব কিম্বা রেজিষ্টর সাহেব সেই হুকুমনামা খাম করিয়া তাহার উপর আদালতের মোহর ও আপন কর্ম্মের নিদর্শনে দস্তখৎ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন ও ঐ এজেণ্ট সাহেব কি আসিষ্টাণ্ট সাহেব সেই হুকুমনামা পাইলে তাহা জ্ঞাত হইয়া সেই হুকুমনামার পৃষ্ঠে রসীদ লিখিয়া পুনর্ব্বার খাম ও মোহর করিয়া সেই জজ সাহেব কি রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৫ ধা।

৩৭। যদি দেওয়ানী আদালতের সাহেবের কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অথবা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার থাকে তাঁহার তরফহইতে কোন আফীনের এজেণ্ট এতাবতা মোখ্তারকার সাহেবের পক্ষে কোন হুকুম জারী কি তদবীর অর্থাৎ উপায় করিতে হয় তবে সেই আদালতের জজ সাহেব কি রেজিষ্টর সাহেব কিম্বা কালেক্টর সাহেব অথবা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই হুকুম কি তদবীরের কথা লিখিয়া পত্রের ন্যায় খাম করিয়া সেই এজেণ্ট সাহেবের নামে শিরনামা দিয়া ও তাহাতে আপন ভারের মোহর ও আপন দস্তখৎ করিয়া ঐ এজেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন ও এজেণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ হুকুমনামা পাইবার

রসীদ তাহার পৃষ্ঠে লিখিয়া পুনরায় তাহা খাম ও মোহর করিয়া ঐ আদালতের জজ সাহেব কি রেজিষ্টর সাহেবইত্যাদির নিকটে ফিরিয়া পাঠান্ ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ২২ ধা।

৩৮। এই আইনের লিখনানুসারে কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহাতে আদালতের যে হুকুম কালেক্টর সাহেবের নামে যে সময়ে হয় সে সময়ে সেই আদালতের রেজিষ্টর সাহেব সেই হুকুম লিখন পত্রের ন্যায় খাম করিয়া তাহার খামের উপর আপন পদের ধ্বনি দিয়া আপন নাম লিখিয়া সেই কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন কালেক্টর সাহেব সেই হুকুম পঁহুছিবার তারিখে সেই হুকুমের রসীদ মতে এক লিখন সেই রেজিষ্টর সাহেবকে লিখিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৩৮ ধা।

৩৯। যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণ কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য হয় তাহাতে কোন প্রকারে কালেক্টর সাহেবের স্থানে হাজিরজামিন লওয়া যাইবেক না আর এই আইনের যে যে হুকুমমতে যে যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওযাব সরকারের উকীলের মারফতে হয় ও তাহার খরচা দেওয়া সরকারের সহিত এলাকা রাখে সে খরচা দিবার ও ডিক্রীর টাকার নিশার কারণ কোন কালেক্টর সাহেবের স্থানে মালজামিন তলব হইবেক না কিন্তু যে যে মোকদ্দমায কালেক্টর সাহেব সরকারের পক্ষে যে টাকা তলব করিয়া অথবা লইয়া থাকেন তাহার খরচা ও দণ্ডের নিশা কদাচিৎ কালেক্টর সাহেবকে নিজে করণ উচিত হইলে তাহাতে অন্যং লোকের স্থানে তাহারদিগের যাবদীয় মোকদ্দমার খরচা ও দণ্ডের নিশার জন্যে যেরূপে মালজামিন লওয়া উচিত হয সেইরূপে কালেকটর সাহেবের স্থানেও মালজামিন লওয়া যাইবেক কিন্তু আদালতে উপস্থিত হওয়া যে মোকদ্দমার খরচা সরকারহইতে দিবার এলাকা রাখে সে মোকদ্দমার ডিক্রীর টাকা দিবার বিষয় হইলে তদর্থে কালেক্টর সাহেবের স্থানে মালজামিন লওয়া যাইবেক না।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৩৬ ধা।

৪০। যে সময়ে ৩৩ ধারার লিখিত যে যে মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ হয় সে সময়ে সেইরূপ সকল মোকদ্দমায আদালতের ডিক্রীর টাকা দিবার ও সকল খরচার নিশা করিবার কারণ যেমতে অন্যং লোকের স্থানে মালজামিন লওয়া যায় কালেক্টর সাহেবের স্থানেও সেইমতে মালজামিন লওয়া যাইবেক তাহাতে কালেক্টর সাহেবের শিরে ৩৩ ধারার লিখনানুসারে যে যে মোকদ্দমার টাকা দিবার বিষয়ে ডিক্রী হয় কিম্বা এই আইনের যে যে হুকুমের মতে যে খরচা কিম্বা দণ্ডের নিশা কালেক্টর সাহেবের করণ উচিত হয ও সে সকল খরচা যদি সময় শিরে না দেন তবে জজ সাহেব সে টাকা কালেক্টর সাহেবের মালজামিনের স্থানে দস্তুরমাফিক উসুল করিবেন তাহাতে যদি জজ সাহেব সে টাকা সেই মালজামিনের স্থানে উসুল করিতে না পারেন তবে জজ সাহেব সে বিষয়ের বেওরা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে এত্তেলা করিবেন ঐ শ্রীযুত তাহা সরকারের খাজানাহইতে দেওয়াইয়া তাহার নিশা কালেক্টর সাহেবের মাহিয়ানাহইতে দেওয়াইবেন। আর যে সকল বিষয়ে কালেক্টর সাহেব কোন আদালতের ডিক্রী না মানেন সে আদালতের জজ সাহেব সেই মোকদ্দমার মাফিক কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহার দণ্ড দিতে হুকুম করিবেন তাহাতে যদি কালেক্টর সাহেব সেই দণ্ডের টাকা না দেন তবে জজ সাহেব তাহার বেওরা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে এত্তেলা করিবেন ঐ শ্রীযুত সেই দণ্ড মঞ্জুর করিলে তাহার নিশা কালেক্টর সাহেবের মাহিয়ানাহইতে দেওয়াইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৩৬ ধা।

৪১। এইক্ষণে যেরূপ ব্যবহার চলিতেছে অর্থাৎ কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য যে কোন সরকারী কর্ম্মকারক সরকারের পক্ষে কোন মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন ঐ কালেক্টরপ্রভৃতিকে সরকারের প্রতিকূলে যে চূড়ান্ত ডিক্রী হয় তাহার মতাচরণ করিতে দেওয়ানী আদালতের তাঁহাকে প্রিসেপ্টের দ্বারা হুকুম করিতে কোন আপত্তি নাই। কালেক্টর সাহেব জানিয়া শুনিয়া যদি সেই হুকুমের মতাচরণ না করেন তবে তাহার বিষয়ে চলিত আইনের মধ্যে প্রচুর উপায় আছে। সেই উপায় এই যে কালেক্টর সাহেব যদি কোন দেওয়ানী আদালতের হুকুম অথবা ডিক্রী মানিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করেন তবে যে আদালতের জজ সাহেবের দ্বারা সেই হুকুম হইয়াছিল তাঁহার উচিত যে ঐ অপরাধের ভাবগতিক দৃষ্টে কালেক্টর সাহেবের জরীমানা করেন। যদ্যপি কালেক্টর সাহেব সেই জরীমানা দিতে অস্বীকার করেন বা ত্রুটি করেন তবে ঐ দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে তাহার বৃত্তান্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে জানান এবং শ্রীযুতের যদ্যপি ঐ জরীমানাতে সম্মতি হয় তবে গবর্ণমেণ্টের স্থানে ঐ কালেক্টর সাহেব যে মাহিয়ানা পান তাহাহইতে বাদ দিতে হুকুম করিবেন।—১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফা।

৪ ধারা।

যে মোকদ্দমাতে এদেশীয় হুদ্দাদারেরা ও সিপাহীরা বাদী বা প্রতিবাদী আছে তাহা।—মোকদ্দমা উপস্থিতকরণ।

৪২। যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ১৫ আইন অদ্যপর্য্যন্ত বলবৎ আছে কি না অথবা তাহার কোন বিধান এবং কত বিধান অদ্যপর্য্যন্ত বলবৎ আছে এই বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে। অতএব ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে উক্ত আইন এবং তাহার প্রত্যেক বিধান এখনও বলবৎ আছে ইতি।—১৮৪৫ সা। ১৫ আ। ১ ধা।

৪৩। জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগকে আপনং আদালতের উপস্থিত কি মোতালক মোকদ্দমা ও মামলিয়তের ফরিয়াদী ও আসামীদিগকে লিখনপত্র লিখিতে নিষেধের বিষয়ে যে সকল হুকুম এবং কোন জিলা ও শহরের আদালতে ফরিয়াদী স্বয়ং কি তাহার উকীল নালিশী আরজী দাখিল করণ বিনা তাহা না শুনা যাইবার অর্থে যে সকল হুকুম এবং জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা নম্বর বিলিক্রমে মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে থাকিবার নিমিত্তে যে সকল হুকুম এবং ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাওনবিনা কোন ব্যক্তিকে ডিক্রীর নকল দিতে কি কাহারু স্থানে মোখ্তারনামা লইতে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগকে নিষেধের অর্থে যে সকল হুকুম এক্ষণকার চলিত আইনেতে লেখা গিয়াছে সেই সকল হুকুম এই ধারানুসারে নীচের লিখিত হুকুমমতে শুধরা গেল ইতি।—১৮১৬ সা। ১৫ আ। ২ ধা।

৪৪। যদি কলিকাতা রাজধানীসম্পর্কীয় এদেশীয় কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী কোন জিলা কি শহরের আদালতে সরাসরীমতে কি সরাসরীভিন্ন এতাবতা নম্বরওয়ারীমতে দাওয়া দরপেশ করিবার মনস্থ করে কি দাওয়ার জওয়াব দিতে চাহে ও আপনি স্বয়ং মোকদ্দমার খবরগিরী করিবার নিমিত্তে বিদায় অর্থাৎ ছুটী পাইতে না পারে তবে সে হুদ্দাদার কি সিপাহী স্বয়ং হাজির হইয়া করিবার মত নালিশ দরপেশ ও মোকদ্দমার খবরগিরী করিবার ও সে মোকদ্দমার আপীল হওনমতে তাহা করিবার কারণ আপন কোন আত্মীয় কি উপরি কোন ব্যক্তিকে মোখ্তার মোকরর করণের কথাসম্বলিত এক কেতা মোখ্তারনামা এই আইনের শেষের লিখিত ১ প্রথম নম্বরের শরওয়ামতে লিখিয়া দিতে পারিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

মোখ্তারনামার শরওয়া।

লিখিতং শ্রীঅমুক অমুক স্থানে নিযুক্তথাকা অমুক রেজিমেণ্টের অমুক পল্টনের অমুক কর্ম্মের চাকর অমুক জিলার অমুক পরগনার মোতালক অমুক মৌজার নিবাসী অমুক জাতি অমুকের পুত্র অমুকস্য মোখ্তারনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অমুক মোকদ্দমাতে অমুকের কি অমুক অমুকের নামে নালিশ করিতে চাহি কিম্বা অমুক মোকদ্দমাতে অমুক কি অমুক অমুক আমার নামে যে নালিশ করিয়াছে তাহার জওয়াব দিতে চাহি একারণ অমুক গ্রামনিবাসী অমুক জাতি আপন আত্মীয় কি উপরি অমুক ব্যক্তিকে আপন তরফহইতে মোখ্তার মোকরর করিলাম ঐ মোখ্তার আমার তরফহইতে নালিশ দরপেশ করণের বিষয়ে কিম্বা নালিশের জওয়াব দিবার বিষয়ে যাহাং করে তাহা আমার নিজের করণের মত বোধ হইবেক ও ঐ মোখ্তারের উচিত যে নালিশ দরপেশ করিতে কি নালিশের জওয়াব দিতে যেমত উপযুক্ত বুঝে হয় স্বয়ং রুজু থাকে কিম্বা সিরিশ্তার উকীলেরদিগের মধ্যে এক জন কি ততোধিক জন উকীলকে মোকরর করে ও আপনিও তাহারদিগকে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণের বিষয়ে জানাইয়াও শুনাইয়া দিতে ত্রুটি ও গাফিলী না করে ও মোকদ্দমার আপীল হইলে ঐ মোখ্তার মোকদ্দমা প্রথম উপস্থিত হওনেতে তাহার সওয়াল ও জওয়াব করণে যেমত ক্ষমতা রাখে আপীল হইলেও সেই মত ক্ষমতাক্রমে সওয়াল ও জওয়াব করিতে পারিবেক ইতি।

অমুক হুদ্দাদার কি অমুক সিপাহীর দস্তখৎ।

আপন তরফহইতে লেখা অমুক পল্টনের সরদার সাহেবের হজুরে।

—১৮১৬ সা। ১৫ আইনের শেষ।

৪৫। ঐ মোখ্তারনামা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাহি কিন্তু ঐ হুদ্দাদার কিম্বা সিপাহীর

কর্ত্তব্য যে পল্টনের সরদার অর্থাৎ প্রধান সাহেবের হজুরে এমত মোখ্তারনামা লেখায় ও সেই সরদার সাহেবের উচিত যে ঐ মোখ্তারনামা ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর সম্মতিতে লেখা গিয়াছে ইহার প্রমাণ থাকিবার নিমিত্তে তাহাতে আপন দস্তখৎ করেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৪৬। পল্টনের সরদার সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ মোখ্তারনামা এই আইনের শেষের লিখিত ২ দ্বিতীয় নম্বরের শরওযামতে লেখা চিঠীর শামিলে খাম করিযা যে আদালতে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর মোকদ্দমা দরপেশ থাকে সেই আদালতের রেজিস্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন ও ঐ রেজিস্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ চিঠী পাইবামাত্র এক এত্তেলানামা ঐ মোখ্তারনামার লিখিত মোখ্তারকার স্বয়ং কি তাহার মোকরর করা উকীল হাজির হইবার কারণ জারী করেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

৪৭। যদি মোখ্তারনামার লিখিত মোখ্তারকার আদালতে স্বয়ং হাজির হইতে কি আপন তরফহইতে উকীল হাজির করিতে না চাহে কি মোখ্তারনামার লিখিত কর্ম্মাদি করিতে কবুল না করে কিম্বা মোখ্তারনামা লেখা গেলে পর মরে অথবা অন্য কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত তাহার প্রতি ভারহওয়া কর্ম্ম করিতে না পারে তবে রেজিস্টর সাহেবের ও রেজিস্টর সাহেব উপস্থিত না থাকিলে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে এ বিসয়ের এক রুবকারী করিয়া পল্টনের সরদার সাহেবকে জানাইবার নিমিত্তে তাঁহার নামে লিখিত এক ইঙ্গরেজী চিঠীর মধ্যে করিয়া তাহার নিকটে পাঠাইয়া দেন ইতি।- ১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

৪৮। যদি মোখ্তারনামার লিখিত মোখ্তারকার স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা আদালতে হাজির হইয়া মোখ্তারনামার লিখিত কর্ম্মাদি করণের ভার আপনার প্রতি লয় তবে সেই মোখ্তারনামা সিরিশ্তাতে দাখিল হইয়া মোকদ্দমার কাগজের শামিলে রাখা যাইবেক ও ঐ মোখ্তারকার স্বয়ং কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের লিখিত হুকুমমতে মোকরর করা সিরিশতার উকীল কি উকীলদিগের দ্বারা মোকদ্দমার সওয়াল ও জওযাব করিতে পারিবেক ও যেমত এক্ষণকার চলিত আইনের দৃষ্টে মোকদ্দমাসকল দরপেশ ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হয় সেইমত এমত২ মোকদ্দমা উপস্থিত ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হওনের বিষযেও ঐ২ আইনের মতে কার্য্য হইবেক ও ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহী ঐ মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী কি আসামীই বা থাকে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনের কালে স্বয়ং কি তাহার উকীল হাজির না থাকিলে ডিক্রীর নকল ইষ্টাম্প কাগজভিন্ন অন্য কাগজে লেখা গিযা তাহাতে যে সাহেবের বৈঠকে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয তাঁহার দস্তখৎ হইয়া আদালতের রেজিস্টর সাহেবের মারফতে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীকে জানাইবার নিমিত্তে পল্টনের সরদার সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

৪৯। এবং যেহেতুক উক্ত আইনের দ্বারা এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীদিগকে যে অধিকার দেওয়া গিয়াছে তাহা আদালতসম্মর্কীয় কার্য্যে ইষ্টাম্পের মাসুল ক্ষমা করণের দ্বারা বিস্তার করা যথার্থ ও উপযুক্ত বোধ হইতেছে। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ফরিয়াদী যদি ফোর্ট উলিয়ম অথবা ফোর্ট সেণ্ট জর্জ অর্থাৎ মান্দ্রাজ অথবা বোম্বাইয়ের রাজধানীর অধীন সৈন্যের সিরিশতায় এদেশীয় হুদ্দাদার বা সিপাহী হয় তবে পাওনা দাওয়ার কি তেজারতের কারবারের দেনাপাওনার মোকদ্দমাছাড়া অন্য সকল প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমার নালিশ কোম্পানি বাহাদুরের সকল আদালতে ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে গ্রাহ্য হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত ৩ ধারার দ্বারা যে ইষ্টাম্প ফরিয়াদীর প্রতি ক্ষমা হইল সে ইষ্টাম্পের মূল্য যে অংশ যথার্থ বোধ হয় সেই অংশ পরাজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের গবর্ণমেণ্টে দিতে ডিক্রীর মধ্যে হুকুম লেখা যাইবেক ইতি।—১৮৪৫ সা। ১৫ আ। ৩ ও ৪ ধা।

৫০। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহীর যে মোকদ্দমায প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন সম্মর্ক না থাকে অথবা নালিশের দরখাস্তে লিখিতপর্য্যন্ত সম্মর্ক না থাকে এইমত কোন মোকদ্দমায় যদি ঐ এদেশীয় কোন হুদ্দাদার অথবা সিপাহী এই আইনে দত্ত উপকারের দ্বারা চাতুরীক্রমে অন্য কোন ব্যক্তির উপকার করণের নিমিত্তে এই আইনক্রমে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করে তবে এই আইনছাড়া অন্য প্রকারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তৎসম্মর্কীয় ব্যক্তির যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ লাগিত ঐ এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহী তাহার পাঁচগুণের অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা ডিক্রী জারী করিবার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে উসুল হইবেক ইতি।—১৮৪৫ সা। ১৫ আ। ৫ ধা।

৫১। এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে উপরের কি নীচের লিখিত কোন হুকুম কাহারু স্থানে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর পাওনার দাওয়ার সহিত কি তাহারদিগের ও অন্য কাহারু মধ্যে হওয়া তেজারতের কারবারের দেনা পাওনার মোকদ্দমার সহিত সম্বন্ধ রাখিবেক না ইতি।—১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ৬ প্র।

৫২। এদেশীয় হুদ্দাদার কি সিপাহী লোকের নামে যে সকল নালিশ দরপেশ হয় সাধ্যপক্ষে তাহার একতরফা তজবীজ না হয় এ নিমিত্তে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল যে যদি কোন ব্যক্তি কলিকাতা রাজধানীসম্বন্ধীয় হুদ্দাদার কি সিপাহীর নামে নালিশ করিতে চাহে তবে সেই ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের কর্ত্তব্য যে নালিশের আরজীতে কি আপীলের দরখাস্তে আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্ট হুদ্দাদার কি সিপাহী ইহার জিগির ও জ্ঞাত থাকিলে সে যে পল্টনের হুদ্দাদার কি সিপাহী হয় সে পল্টনের ঠিকানা লিখিয়া দেয় ও যদি ফরিয়াদী কি আপেলাণ্ট ইহা জাহির করিতে না পারে তবে যে আদালতের সাহেব সে মোকদ্দমার তজবীজ করিবেন তিনি যে অনুসন্ধানেতে হইতে পারে তাহার তহকীক করিবেন ইতি। ১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

৫৩। এই প্রকরণানুসারে রেজিষ্টর সাহেবের ও রেজিষ্টর সাহেব উপস্থিত না থাকিলে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে এদেশীয় যে হুদ্দাদার কি সিপাহীর নামে নালিশের আরজী কি আপীলের দরখাস্ত দাখিল হয় তাহাকে জানাইবার নিমিত্তে এই আইনের ৩ তৃতীয় নম্বরের শরওয়ামতে লিখিত ইঙ্গরেজী চিঠীর শামিলে ইষ্টাম্প কাগজভিন্ন অন্য কাগজে লেখা ঐ নালিশী আরজী কি আপীলের দরখাস্তের নকল সহিত এক এত্তেলানামা খাম করিয়া ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর পল্টনের সরদার সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন ও যদি প্রথম ধারেতে ইহা জানিতে না পারা যায় যে এ মোকদ্দমার আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্ট লড়াইয়ের পল্টনের হুদ্দাদার কি সিপাহী তবে যখন ইহা জানিতে পাওয়া যায় তখন ঐ নম্বরের শরওয়ামতে লেখা ইঙ্গরেজী চিঠীর শামিলে এত্তেলানামা খাম করিয়া পাঠান যাইবেক ও যদি ফরিয়াদী আপন নালিশী আরজীতে কি আপেলাণ্ট আপন আপীলের দরখাস্তেতে এ মোকদ্দমার আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্ট হুদ্দাদার কি সিপাহী বটে ইহা লিখিতে জানিয়া শুনিয়া আলস্য করে তবে আদালতের সাহেবের ক্ষমতা আছে যে এমত ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের উপর প্রত্যেক মোকদ্দমার নালিশের প্রথমে যে রসুম দিতে হয় তাহার কি যে ইষ্টাম্প কাগজে নালিশী আরজী লিখিয়া দাখিল করিতে হয় তাহার মূল্যের চৌথাইহইতে অধিক না হয় এত টাকা জরীমানা দিবার হুকুম দেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

৫৪। পল্টনের সরদার সাহেবের কর্ত্তব্য যে এত্তেলানামা পঁহুছিবামাত্র যে হুদ্দাদার কি সিপাহীর নাম ঐ এত্তেলানামাতে লেখা থাকে তাহার নিকটে পঁহুছাইয়া পুনরায় ঐ এত্তেলানামা তাহার পৃষ্ঠে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর তাহা পাইবার করারে লেখা রসীদসুদ্ধা ও মোকদ্দমার খবরগিরী করিবার কারণ মোখ্তারকার মোকরর করিবার নিমিত্তে এই আইনের শেষের লিখিত ১ প্রথম নম্বরের শরওয়ামতে লেখা মোখ্তারনামা সহিত ফিরিয়া পাঠান্ ও যদি পল্টনের সরদার সাহেব কোন বাধাপ্রযুক্ত ঐ এত্তেলানামা সেই হুদ্দাদার কি সিপাহীর নিকটে পঁহুছাইতে না পারেন তবে তাহার কর্ত্তব্য যে ঐ এত্তেলানামা তাহা পঁহুছাইতে না পারিবার হেতু লিখিয়া তাহার সহিত যে রেজিষ্টর সাহেব কি জজ সাহেব ঐ এত্তেলানামা পাঠাইয়া থাকেন্ তাঁহার নিকটে ফিরিয়া পাঠান্ ও এমতে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে পুনর্ব্বার ঐ সরদার সাহেবকে লিখিয়া পাঠান্ যে যদি হইতে পারে তবে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীকে এত্তেলানামার মজমুন জ্ঞাত করাইতে চেষ্টা করেন অথবা মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া এ বিষয়ের নিমিত্তে অন্য যে উপায় করা আইনের লিখিত হুকুমের মতানুযায়ি হয় তাহা করেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।

৫ ধারা।

যে মোকদ্দমায় এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীরা বাদী বা প্রতিবাদী আছে তাহা।—মোকদ্দমার রীতি ও ডিক্রী।

৫৫। যদি কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী কোন জিলা কি শহরের আদালতে নালিশ করিবার কিম্বা নালিশের জওয়াব দিবার কারণ বিদায় লইবার মনস্থ করে তবে তাহাকে অনুমতি আছে যে যে আদালতে মোকদ্দ-

মার বিচার হইবেক সেই আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নামে এক ইঙ্গরেজী চিঠী পাইবার কারণ পল্টনের সরদার সাহেবের হজুরে নিবেদন করে ও ঐ চিঠীর মজমুন এই আইনের শেষের লিখিত ৪ চতুর্থ নম্বরের শরওয়ামতে লেখা যাইবেক কিন্তু ঐ চিঠীতে আরজীর কিছু মজমুন কিম্বা ঐ মোকদ্দমার বিষয়ের কোন বৃত্তান্ত কি বিবরণ লেখা যাইবেক না ইতি।—১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

৫৬। ঐ হুদ্দাদার কিম্বা সিপাহীর উচিত যে স্বয়ং ঐ চিঠী রেজিষ্টর সাহেবের ও তিনি উপস্থিত না থাকিলে জজ সাহেবের হজুরে দেয় যে ঐ সাহেব হুদ্দাদার কিম্বা সিপাহীর দরখাস্তমতে সিরিশতার উকীলদিগের মধ্যে এক জন উকীল নিযুক্ত করিয়া দেন যে ঐ উকীল সলা পরামর্শ করণের ও মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের নালিশী আরজী তৈয়ার করণের কি তাহার জওয়াব দিবার বিষয়ে সহকার থাকে ও উপরের উক্ত কর্ম্মাদি করিবার নিমিত্তে সিরিশতার উকীলদিগের কোন উকীল মোকরর হইলে জজ সাহেবের কি রেজিষ্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীকে ঐ উকীলের রসুম ও কর্ম্মের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের কি এক্ষণকার চলিত অন্য কোন আইনের লিখিত হুকুম জানাইয়া দেন্ ইতি।—১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

৫৭। উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে এমত বোধ না হয় যে হুদ্দাদার কি সিপাহীকে তাহারা যে কোন আদালতে আপন কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া থাকে তথায় আদালতের উকীল মোকরর করণ বিনা স্বয়ং মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে কিম্বা আদালতের সাহেবের মোকরর করিয়া দেওয়া উকীলভিন্ন অন্য উকীল মোকরর করিতে নিষেধ আছে ইতি।—১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৬ ধা।

৫৮। এই প্রকরণানুসারে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের প্রতি হুকুম হইল যে আপন পল্টনহইতে বিদায় পাওয়া হুদ্দাদার কি সিপাহীদিগের এই আইনের ৩ ধারার ৬ প্রকরণের উক্ত মোকদ্দমা-ছাড়া উপস্থিত করা সমস্ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি ন্যায়মতানুসারে বিনা নম্বরবিলিতে করিতে থাকেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৭ ধা। ১ প্র।

৫৯। যদি হুদ্দাদার কি সিপাহীর ছুটীর মিয়াদের মধ্যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইতে না পারে তবে যে জজ সাহেব কি রেজিষ্টর সাহেবের হজুরে মোকদ্দমার বিচার হইবেক তাঁহার ক্ষমতা আছে যে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর আর কতক দিনের ছুটী হইতে পারে কি না ইহা জিজ্ঞাসার কথাসম্বলিত চিঠী পল্টনের সরদার সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া জওয়াব আসিবাপর্য্যন্ত যত দিন লাগে তত দিনের আর এক মিয়াদ বাড়াইতে পারিবেন কিন্তু যে জজ সাহেব কি রেজিষ্টর সাহেব এমত মিয়াদ বাড়ান কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের যে সাহেব উপস্থিত থাকেন্ সেই সাহেব অবিলম্বে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহী যে পল্টনের সরদার সাহেবের তাবে থাকে সেই সরদার সাহেবকে এক ইঙ্গরেজী চিঠীর দ্বারা এ বিষয়ে জ্ঞাত করান্ ইতি। -১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৭ ধা। ২ প্র।

৬০। যে সকল প্রকারেতে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহী আপন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে আপন পল্টনেতে ফিরিয়া যায় তাহাতে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব ও তদবীর করিতে বাকী যাহা থাকে তাহা করিবার ভার এই আইনের শেষের লিখিত প্রথম নম্বরের শরওয়ামতে লেখা মোখ্তারনামার অনুসারে মোকররকরা এক জন মোখ্তারকারকে কিম্বা ওকালৎনামার দ্বারা আপন তরফহইতে মোকররকরা এক জন কি ততোধিক জন উকীলকে দেয় ও এ দুই প্রকারেতেই ফয়সলা কিম্বা ডিক্রীর নকল এই আইনের ৩ ধারার ৫ প্রকরণের মতে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীকে জানাইবার নিমিত্তে তাহার পল্টনের সরদার সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৭ ধা। ৩ প্র।

৬১। ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর উপর ডিক্রীর বাবৎ কি জরীমানার কি দণ্ডের যে টাকা দিবার হুকুম হয় সেই টাকা উসুল করিবার কারণ আদালতের হুকুমমতে ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর কোন ভূমি কি অন্য কোন স্থাবর বস্তু যদি ক্রোক হয় তবে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে এই আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখনমতে পল্টনের সরদার সাহেবের দ্বারা সেই হুদ্দাদার কি সিপাহীকে এবিষয়ের সম্বাদ করিয়া ঐ হুদ্দাদার কি সিপাহীর ঐ ডিক্রী কি অন্য বাবতের টাকা দিবার নিমিত্তে যে মিয়াদ উপযুক্ত বুঝেন সেই মিয়াদপর্য্যন্ত ভূমি কি অন্য স্থাবর বস্তু বিক্রয় করা মৌকুফ রাখেন ইতি। ১৮১৬ সা। ১৫ আ। ৮ ধা।

৬২। এই আইনের লিখিত হুকুমের অনুসারে এমত বুঝা না যায় যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ২৩ আ-

ইনের লিখিত কোন হুকুমের নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত হইল কিম্বা আদালতের সাহেবেরা কি কালেক্টর সাহেবেরা এই আইনের লিখিত হুকুমমতে আপনং ভারানুসারে যে কোন নিষ্পত্তি কি হুকুম করেন তাহার দোষস্খণের বিষয়ে ঐ সাহেবদিগকে কিছু লিখিতে কোন পল্টনের সরদার সাহেবকে অনুমতি আছে ইতি।—১৮১৬ সা। ১৫ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

৬৩। এবং আইনের লিখিত হুকুমের অনুসারে এমত বোধ না হয় যে যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমাতে সিপাহীগিরী চাকরীহইতে তগীরহওয়া ব্যক্তিরা অথবা সেবন্দীর পল্টনের কিম্বা মোকামী কি গরমোকররী অন্যং পল্টনের কেহ কি ফৌজের চাকর কি সঙ্গীসাথী লোকদিগের কেহ কিম্বা কোন হুদ্দাদার কি সিপাহীর আত্মীয় কি সম্পর্কীয় লোকদিগের কেহ ফরিয়াদী কি আসামী থাকে সে সকল মোকদ্দমার তজবীজের কারণ সামান্য যে সকল চলিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে কিছু ফেরফার হইল জানা কর্ত্তব্য যে কলিকাতা রাজধানীর মোতালক মোকররী অর্থাৎ লড়াইয়ের পল্টনসকলেতে এদেশীয় যে সকল হুদ্দাদার কি সিপাহী নিযুক্ত আছে কেবল তাহারদিগের সহিত এই আইনের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।- ১৮১৬ সা। ১৫ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

৬৪। মুরাদাবাদের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে এই বিধান হইল যে আফগানস্থান অর্থাৎ বিদেশে উপরি সৈন্যের যে এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহী যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারদের বিষয়ে ১৮১৬ সালের ১৫ আইনের বিধি খাটে।—১৮৪২ সালের ২০ মের ১৩৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৫। এদেশীয় ইম্বলীদ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য পল্টন উক্ত প্রকার ব্যক্তিরদের মধ্যে গণ্য আছে অতএব ঐ আইনের দ্বারা তাহারা উপকার পাইতে পারে।—১৮১৭ সালের ২৯ জানুআরির ২৬৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে সিপাহীর প্রতিকূলে ডিক্রী হইলে তাহা আদায়ের নিমিত্তে তাহার মাহিয়ানা বন্দ হইতে পারে না ডিক্রীদার অন্যান্য গতিকে যেরূপ করিতে পারে সেইরূপে সিপাহীকে কয়েদ করণের অথবা তাহার সম্পত্তি ক্রোক করণের দ্বারা আপনার টাকা উসুল করিতে পারে।—১৮৩৮ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের ১১৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৭। কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যসম্পর্কীয় কি জাহাজসম্পর্কীয় সিরিশতার অকর্ম্মণ্য কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক কিম্বা সৈন্যের বা জাহাজের এলাকাদার ব্যক্তিকে যে কমীহওয়া মাহিয়ানা কিম্বা যে কোন নামেতে খ্যাত মুশাহেরা এবং কোন ব্যক্তিকে পুর্ব্বকালীন কার্য্যের নিমিত্তে ও বর্ত্তমান ক্ষীণতা অথবা বৃদ্ধাবস্থার জন্যে যে কোন মাসিক কি বার্ষিক মুশাহেরা কিম্বা আলুফা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন রাজধানীর অথবা কোন স্থানের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের অথবা হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবের হুকুমক্রমে দেওয়া যায় তাহা এবং চেলসি নগর কিম্বা গ্রেনিচ নগরের হাসপিটালের বৃত্তিভোগী যে ব্যক্তি ঐং আলয়ে বাস করে না তাহারদের যে মুশাহেরা ঐ চেলসি নগরের অথবা গ্রেনিচ নগরের হাসপিটালের কমিস্যনর সাহেবেরদের হুকুমক্রমে দেওয়া যায় তাহা এবং ঐ প্রকার কোন মুশাহেরা কি আলুফার বাবতে যে সকল টাকা পাওনা থাকে বা উত্তর কালে পাওনা হয় তাহা সেইং মুশাহেরাদার কি আলুফাদারের উপর কোন দাওয়াপ্রযুক্ত কোন মহাজনের নালিশক্রমে ঐং দেশের মধ্যে কোন আদালতের দ্বারা বা কোন আদালতের হুকুম কি ডিক্রী জারীর অনুসারে ক্রোক বা আটক করা যাইবেক না ইতি।—১৮৪৯ সা। ৬ আ। ২ ধা।

৬৮। এমত কোন মুশাহেরাদার কি আলুফাদারের কোন মুশাহেরার বাবৎ যে টাকা নিয়মপত্রাদি লিখনের সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে পাওনা ছিল না সেই টাকার উপর যে কোন নিয়মপত্র কি একরারনামা বা বরাৎ কিম্বা বিক্রয়পত্র কি জামিনীনামা লিখিয়া দেওয়া যায় তাহা বাতিল হইবেক। এবং যে মুশাহেরা উত্তর কালে পাওনা হইবেক তাহার উপর যে কোন বরাৎ কি নিয়মপত্র দেওয়া যায় তাহা বাতিল হইবেক ইতি।—১৮৪৯ সা। ৬ আ। ৩ ধা।

৬৯। রাজদত্ত চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতহইতে এই আইন জারী হওনের পুর্ব্বে যে কোন পরওয়ানা বাহির হইয়াছে তাহার বিষয়ে অথবা উক্ত প্রকার কোন মুশাহেরাদার চেল্‌সি কি গ্রেনিচ নগরসম্পর্কীয় মুশাহেরার বাবৎ অথবা মান্দ্রাজ রাজধানীতে দত্ত কোন মুশাহেরা কি আলুফার বাবৎ যে কোন নিয়ম-

পত্র কি একরারনামা বা বরাৎ কিম্বা বিক্রয়পত্র অথবা জামিনীনামা এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে করিয়াছে কিম্বা বোম্বাই রাজধানীতে দত্ত মুশাহেরা কি আলুফার বাবৎ যে দানপত্রপ্রভৃতি ১৮৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে করা গিয়াছে অথবা বাঙ্গলা রাজধানীতে দত্ত কোন মুশাহেরা কি আলুফার বাবৎ যে দানপত্রপ্রভৃতি ১৮১৪ সালের ২৭ মে তারিখের পূর্ব্বে করা গিয়াছে তাহার বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ৬ আ। ৪ ধা।

৬ ধারা।

যুদ্ধসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের নামে কর্জের নিমিত্ত নালিশ।

[যুদ্ধসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের নামে নালিশ হইলে তাহার বিচারের বিষয়ি বিধি প্রথম অধ্যায়ের ৪৪১ অবধি ৪৪৬ পর্য্যন্ত নম্বরী বিধান দেখ।]

৭০। যুদ্ধসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেস্ট বাদশাহের আদালত হওয়াতে এবং আক্ট পার্লিমেণ্টের দ্বারা সংস্থাপন হওয়াতে সদর আদালত তাহার এলাকার বিষয়ে কিছু নির্দ্ধার্য্য করিতে পারেন না তাহা এ যুদ্ধসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেস্টে আপনারদের কার্য্যসাধনের নিমিত্তে যে হুকুম হইয়াছে তদনুসারে ধার্য্য করিতে পারেন।—১৮৩৪ সালের ১৮ আপ্রিলের ৮৭৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৭১। সদর আদালত বোধ করেন যে কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকরেরা এবং সওদাগরেরা এবং যে অন্যান্য ব্যক্তি সৈন্যেরদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সম্পর্ক না রাখিয়া ছাউনির সীমার মধ্যে বাস করেন তাহারা ঐ ছাউনির মধ্যে যত কাল বাস করেন তত কাল আইনানুসারে কর্জার বাবৎ মোকদ্দমাতে যুদ্ধসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেস্টের অধীন এবং অন্য কোন আদালতের অধীন নহেন। অতএব যত কাল তাঁহারা তথায় বাস করেন তত কাল তাঁহারা কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের এলাকার বহির্ভূত।—১৮৩৪ সালের ১৮ আপ্রিলের ৮৭৬ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৭২। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যের কার্য্যে নিযুক্ত এদেশীয় সৈন্যেরদের নিমিত্তে যুদ্ধের যে আইন আছে তাহার অধীন এদেশীয় সেনাপতিরদের এবং সেনারদের এবং অন্য২ ব্যক্তিরদের অথবা সৈন্যের কোন থানায় কিম্বা ছাউনিতে বাসকারির এবং সৈন্যসম্পর্কীয় বাজারে কোন বাণিজ্য বা ব্যবসায়কারির নামে কর্জের কি বস্তুবিষয়ে যে নালিশ হয় যদ্যপি তাহার মূল্য ২০০৲ টাকার অধিক না হয় এবং ঐ মোকদ্দমার হেতু হওনকালে এবং মোকদ্দমা উপস্থিত হওনসময়ে যদি আসামী উপরের লিখিতমত ব্যক্তি ছিল তবে ঐ নালিশ সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতে বিচার্য্য হইবেক এবং অন্যত্র বিচার্য্য হইবেক না কিন্তু জাতিবিষয়ক অথবা জমির স্বত্বস্বত্বিবিষয়ক বিবাদ ভঞ্জনার্থে কোন মোকদ্দমা এই আইনক্রমে সৈন্যসম্পর্কীয় কোন আদালতে উপস্থিত করা যাইবেক না ইতি। ১৮৪১ সা। ১১ আ। ২ ধা।

৭৩। কিল্লা কি ছাউনি কিম্বা লশকরী বাজারের সীমার মধ্যে কোন বাটীতে কি দোকানে কিম্বা নিরূপিত অন্য কোন স্থানেতে যে ব্যক্তি বাস করে কি বাণিজ্যব্যাপার কিম্বা সিপাহীদিগের চাকরী করণের কি রসদ অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যাদি পঁহুছাইয়া দিবার সম্পর্কীয় ব্যবসায় করে তাহার নামে কোন দাওয়া উপস্থিত হওয়াতে যদি ঐ দাওয়ার নালিশের আরজীতে ইহা না লেখা থাকে যে দাওয়ার টাকা ২০০৲ দুই শতের অধিক কিম্বা এ কথা যে আসামী ঐ লশকরী সীমার মধ্যে বাস কিম্বা বাণিজ্যব্যাপার কি ব্যবসায় করে অথচ ঐ বাস কি বাণিজ্য কি ব্যবসায়ের নামেতে তাহার নাম ইসমনবিসীর বহীতে দাখিল নাহি অথবা নাম ও ব্যবসায় ইসমনবিসীর বহীতে দাখিল আছে অথচ তিন মাসহইতে ঐ সীমার মধ্যে ঐ ব্যবসায় করে না তবে তাহাকে ধরিবার নিমিত্তে কোন হুকুমনামা মুলকী আদালতহইতে হইবেক না অতএব ঐ সকল মোকদ্দমার কোন মোকদ্দমাতে যদি গ্রেফ্তারীর হুকুমনামা হয় তাহাতে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার বিষয় বুঝিয়া দাওয়া ২০০৲ দুই শত টাকাহইতে অধিকের বটে কিম্বা আসামী ইসমনবিসীর বহীর নাম লেখা ব্যক্তি নহে অথবা ইসমনবিসীতে নাম ও ব্যবসায়ের কথা দাখিল থাকনেতে যে মতাচরণ হইতে পারে আসামী তাহার যোগ্য নহে এই সকল কথার যাহা হয় তাহা হুকুমনামার পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করেন আর যদি আসামী কিল্লা কি ছাউনি কিম্বা লশকরী বাজারের সীমার মধ্যে থাকে তবে ঐ হুকুমনামা সে মোকামের সরদার সাহেবের দৃষ্টিগোচর হইয়া তাঁহার দ্বারা আর২ মোকদ্দমার হুকুমনামার মতে জারী হইবেক কিন্তু যদি আসামীকে কিল্লা কিম্বা ছাউনি কি লশকরী বাজারের সীমার বা-

হিরে পাওয়া যায় তবে মুলকী আদালতের কার্য্যকারকদিগকে অনুমতি থাকিবেক যে হুকুমনামানুসারে তাহাকে গ্রেফ্তার করেন ও জানা কর্ত্তব্য যে এই প্রকার যে সমস্ত মোকদ্দমাতে আসামী ঐ সীমার ভিতরে কি বাহিরে ধরা যায় যদি ফরিয়াদী আপন মোকদ্দমার বিচারের সময়ে দাওয়া ২০০৲ দুই শত টাকাহইতে অধিকের বটে কিম্বা আসামী লশকরী সীমার মধ্যেতে বসতবাস ও বাণিজ্য ও ব্যবসায় করে ও তাহার নাম ইসমনবিসীর বহীতে দাখিল নাহি অথবা ইসমনবিসীর বহীতে নাম ও ব্যবসায়ের কথাও দাখিল আছে ও ফলে তিন মাসহইতে ঐ সীমার মধ্যে ব্যবসায় করে না এই সকল কথার যে কথা হুকুমনামার পৃষ্ঠে লেখা থাকে তাহা প্রমাণ না করে তবে তাহার মোকদ্দমা না শুনা গিয়া মোকদ্দমার খরচা তাহার শিরে দেনা হইবেক ইতি।— ১৮১০ সা। ২০ আ। ২৪ ধা।

৭৪। যে ব্যক্তির নাম পল্টনী বাজারের সম্পর্কীয় লোকদিগের মধ্যে ইসমনবিসীর বহীতে লেখা গিয়াছে ও সে ঐ পল্টনের বাজারের নিরূপিত কোন স্থানে আপন নামেতে যে বাণিজ্য কি ব্যবসায়ের কথা ইসমনবিসীর বহীতে লেখাইয়াছিল ফলে তাহাই করে সে ব্যক্তি ২০০৲ দুই শত টাকার অনূর্দ্ধের দাওয়ার নিমিত্তে কোন মুলকী আদালতের হুকুমানুসারে ধরা যাইবার যোগ্য হইবেক না অতএব যদি উপরের উক্ত লোকেরা মুলকী আদালতের হুকুমানুসারে ধরা যায় কর্ত্তব্য যে নালিশের আরজীতে এ কথা লেখা থাকে যে দাওয়ার বিষয় ২০০৲ দুই শত টাকাহইতে অধিকের বটে ও এমতে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে দাওয়ার বিষয় ২০০৲ দুই শত টাকাহইতে অধিকের বটে এ কথা হুকুমনামার পৃষ্ঠে লিখিয়া দস্তখৎ করেন আর ফরিয়াদী যদি সে মোকদ্দমার বিচারের সময়ে দাওয়ার বিষয় যে দুই শত টাকাহইতে অধিকের ইহা প্রমাণ না করে তবে তাহার মোকদ্দমা না শুনা গিয়া আদালতের খরচা ঐ ফরিয়াদীর শিরে দেনা হইবেক ও যে ব্যক্তির নাম পল্টনী বাজারসম্পর্কীয় লোকদিগের মধ্যে ইসমনবিসীর বহীতে লেখা গিয়াছে ও সে লশকরী বাজারের নিরূপিত সীমার মধ্যে কোন স্থানে আপন নামেতে যে ব্যবসায়ের কথা ইসমনবিসীর বহীতে লেখাইয়াছিল ফলে সেই ব্যবসায় করে সে যদি কখন মুলকী আদালতের যে হুকুমনামার পৃষ্ঠে উপরের উক্ত কথা না লেখা থাকে তদনুসারে ধরা পড়ে ও ঐ পল্টনের সরদার সাহেব যথা তদন্তক্রমে ইহা নিশ্চয় বুঝেন যে সে ব্যক্তি তাহার আপন নামের লেখা ব্যবসায় যথার্থই ঐ সীমার মধ্যেতে করিতেছিল তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে নীচের লিখিত কথাক্রমে এক কেতা দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শন পত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাতে দস্তখৎ করেন ইতি।

আমি অমুক সরদার অমুক হুদ্দাদার আমি যথার্থ তদন্ত করিয়া ইহা লিখিতেছি যে অমুক অমুক সনের অমুক তারিখে পল্টনী বাজারের লোকদিগের মধ্যেতে অমুক ব্যবসায় করণের নামেতে ইসমনবিসীর বহীতে দাখিল হইয়াছিল সে অমুক তারিখে ধরা যাওনের সময়ে পল্টনী বাজারের সম্পর্কীয় লোকদিগের মধ্যে ঐ বাজারের নিরূপিত সীমার মধ্যে তাহার ব্যবসায়ের কর্ম্ম করিতে যথার্থই নিবিষ্ট ছিল।

পরে ঐ সরদার সাহেবের দস্তখতী ঐ দস্তাবেজ যে জজ সাহেব ঐ হুকুমনামা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহার নিকটে পঁহুছিলে ঐ জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ দস্তাবেজ দপ্তরে দাখিল করিয়া সে ব্যক্তির খালাসীর হুকুম দেন্ কিন্তু ফরিয়াদী যদি আপন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব ঐ মুলকী আদালতেই করা বিহিত বুঝে তবে তাহা করিতে পারিবেক কিন্তু মোকদ্দমার বিচারের সময়ে ফরিয়াদীর ইহা প্রমাণ করিতে হইবেক যে দাওয়ার বিষয় দুই শত টাকাহইতে অধিকের বটে কিম্বা আসামীর নাম বাজারের সম্পর্কীয় লোকদিগের মধ্যে ইসমনবিসীর বহীতে লেখা ছিল না অথবা যদি তাহার নাম ও ব্যবসায়ের কথা ইসমনবিসীর বহীতে দাখিল ছিল কিন্তু ফলতঃ নালিশ উপস্থিত হওনের সময়ে তাহা করিত না আর ইহাতে ত্রুটি হইলে তাহার মোকদ্দমা না শুনা গিয়া আদালতের খরচা তাহার শিরে দেনা হইবেক ইতি। ১৮১০ সা। ২০ আ। ২৫ ধা।

৭৫। সুপ্রিম কোর্ট আদালতের হুকুমনামাভিন্ন দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী মোকদ্দমাসম্পর্কীয় কোন হুকুমনামা কোন ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্তে কিম্বা কি ছাউনি কি লশকরী বাজারের সীমার মধ্যে জারী করিবার আবশ্যক হইলে যে কার্য্যকারকদিগের প্রতি ঐ হুকুমনামা জারী করিবার ভার থাকে তাঁহারদিগের উচিত যে ঐ হুকুমনামা প্রথম সরদার সাহেবের হজুরে আর যদি সরদার সাহেব সেখানে না থাকেন্ তবে সে কিম্বা কি ছাউনি মোকামী হুদ্দাদার সাহেব লোকের মধ্যে যিনি প্রধান থাকেন তাঁহার নিকটে লইয়া যায় ও ঐ সরদার সাহেব কিম্বা ঐ প্রধান হুদ্দাদার সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ হুকুমনামা দেখিয়া তাহার পৃষ্ঠে আপন দস্তখৎ করিয়া তৎক্ষণাৎ হুকুমনামার লিখিত ব্যক্তিদিগের সন্ধান জাননেতে পুরা মনোযোগ ও উদ্যোগ করেন ও অপরাধী কিম্বা

কি ছাউনি কিম্বা মোকাম অথবা বাজারের সীমার মধ্যে থাকিলে তাহাকে ধরাইয়া ঐ হুকুমনামায় লিখিতমতে তাহা জারী করিবার ভার যাহারদিগের প্রতি থাকে তাহারদিগের হাওয়ালা করিয়া দেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করণব্যতিরিক্ত কেবল হাজির করিবার নিমিত্তে যে সকল তলবচিঠী ও সফীনা কিম্বা ঐ প্রকার আরং যে সকল হুকুমনামা প্রকাশ হয় তাহা মুলকি আদালতের কার্য্যকারকদিগেরো নিজে জারী করিতে এই ধারানুসারে কোন প্রকারে নিষেধ নাহি ইতি। ১৮১০ সা। ২০ আ। ১৯ ধা।

৭৬। ইহাতে ঐ সকল স্থানের প্রধান সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে জজ ও মাজিষ্ট্রেট ও জুষ্টিস পীসের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের কার্য্যভারাক্রান্ত লোকদিগের স্বং ভারের কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার কালে এ বিষয়ে কোন চিঠী পাঠাইলে কি না পাঠাইলে এতাবতা তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা ও সহকারিতা করেন ইতি।—১৮০৯ সা। ৩ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৭৭। কিল্লা ও ছাউনি ও মোকাম লশকরী বাজারের সীমার মধ্যেতে হওয়া ছোট অপরাধের বিচারের বিষয়ে এবং ইসমনবিসীর বহীর লিখিত মোকাম ও বাজারের সম্পর্কীয় লোকদিগকে ধরিবার নিমিত্তে হুকুমনামা জারী করণের বিষয়ে এই আইনেতে যে সকল কথা লেখা গিয়াছে তাহা কেবল যে সকল কিল্লা ও ছাউনি ও মোকামের সীমা নির্দ্দিষ্ট এই আইনের ৫ ধারার লিখিতমতে শ্রীযুত নওয়াব গবরুনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে মঞ্জুর ও সাব্যস্ত হইযাছে সেই সকল কিল্লা ও ছাউনি ও মোকামের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক এবং ঐ সীমা নির্দ্দিষ্টের নক্শাসকল ৬ ধারার লিখিতমতে লশকরের সরদার সাহেবের থাকিবার মোকামে ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারীতে দাখিল হওনের সময়াবধি ঐ সকল কিল্লাইত্যাদিতে উপরের লেখা ঐ সকল কথা জারী ও চলন হইবেক ও এই আইনের লিখনের তাৎপর্য্যার্থে যে কিল্লা কি ছাউনি ও মোকামের সীমা নিরূপণহওযা অসম্ভব হয তাহার নিমিত্তে উত্তর কালে বিশেষ দাড়া নির্দ্দিষ্ট হইবেক ও যত দিন তাহা না হয় তত দিন এমত২ কিল্লা ও ছাউনি ও লশ্করী মোকামেতে ও তাহার সম্পর্কীয় বাজারেতে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৩ আইনের লিখিত কথা জারী ও চলন থাকিবেক ইতি।- ১৮১০ সা। ২০ আ। ২০ ধা।

৭৮। ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ২০ আইনের ২২ ধারার হুকুমানুসারে সৈন্যসম্পর্কীয় কোন আদালতহইতে ঐ ধারার বিশেষিযা লিখিত এদেশীয় কোন আসামীর প্রতি ২০০৲ দুই শতের অনধিক টাকা দিবার ডিক্রী হইয়া ঐ সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতের এলাকার মধ্যে যদি তাহার তত টাকা মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী না পাওয়া যায় তবে যে জিলা কি শহরের এলাকায ঐ আসামীর দ্রব্যান্তর থাকে সেই জিলা কি শহরের আদালতের জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতের ঐ ডিক্রীর নকল এবং ঐ সৈন্যসম্পর্কীয স্থানের কর্তৃত্বকারি সাহেবের দস্তখতী আদায় না হওযা টাকার সর্টিফিকট পাইলে তাহার ঐ জিলা কি শহরের সীমার মধ্যে থাকা দ্রব্যহইতে ঐ ডিক্রীর সমুদয় টাকা কি তাহার কোন অংশ আদায করণ দ্বারা ঐ ডিক্রী জারী করেন এবং ঐ ডিক্রীর তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে যে কোন জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে ঐ বিষয়ের দরখাস্ত করা যায সেই জিলা কি শহরের জজ সাহেবকে এই ধারাক্রমে ক্ষমতা বরং হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে জিলা কি শহরের আদালতহইতে হওযা ডিক্রী জারী করণের নিমিত্তে বস্তু বিক্রয় বিষয়ে চলিত আইনেতে যেমন২ লিখিত আছে সেইরূপ করিযা এ ডিক্রীও জারী করেন ইতি।—১৮২৮ সা। ৫ আ। ২ ধা।

৭৯। সৈন্যেরদের ছাউনির মধ্যস্থিত ভূমি সম্পত্তি ঐ ছাউনির চলিত বিধির বিরুদ্ধে হস্তান্তর হইতে পারে না।—১৮৪৭ সালের ৯ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৭ ধারা।

নিমকের কর্ম্মে নিযুক্ত কার্য্যকারকেরদের নামে নালিশ।

৮০। নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের তাবের কোন আমলার নামে কিম্বা নিমকী কার্য্যের করারদাদ করিয়া তাহাতে নিবিষ্ট থাকা অন্য কোন লোকের নামে কেহ কোন মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে লাগিলে তাহার নালিশী আরজীতে সেই আসামী নিমকী যে কার্য্যের এলাকাদার হয় তাহার প্রস্তাব লিখিবেক যদি এমত আসামীর নামে শ্রাবণ কি ভাদ্র কি আশ্বিন মাসে আদালতহইতে তলবচিঠী হয় তবে তাহা

অন্য এলাকার লোকদিগের উপর যে প্রকারে হয় সেই প্রকারেই হইবেক এবং যদি এমত আসামীর নামে ইস্তক ত্রৈমাসিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ়ের মধ্যে ঐ তলবচিঠী হয় তবে তাহা ফরিয়াদীর আরজীর নকলসমেত এক খামেতে মুড়িয়া জজ সাহেব কিম্বা রেজিষ্টর সাহেবপ্রভৃতি তাহার উপর আপন কার্য্যের নিদর্শনে দস্তখৎ করিয়া নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের নামে শিরনামা দিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন। ও যে জামিনী তলব আসামীর স্থানে করা ও লওয়া আবশ্যক বোধ হয় তাহাতে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনি তাহার জামিনী লিখিয়া দেন কিম্বা আপন কোন আমলা কি অন্য যাহাকে উপযুক্ত জানেন তাহাকে দিয়া লেখাইয়া দেওয়ান্ কিম্বা ঐ আসামীকে নিজে কোন জামিন ঠাহরিয়া দিতে হুকুম দেন ও যদি আসামীর নিজে জামিন দিতে হয় তবে তাহাতে কার্য্যক্রমে ঐ তলবচিঠী আদালতের কোন পেয়াদার হাওয়ালে হইয়া থাকিলে সে যদি জামিনের মাতবরীতে সন্দেহ করে ও নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব সে জামিনকে মাতবর কহেন তবে ঐ পেয়াদা সেই জামিন লইবেক। যদি জামিনী তলবহওনমতে ঐ সাহেব সে আসামীর জামিন আপন আমলাদিগের কাহাকেও অথবা অন্য কোন লোককে দেওয়ান উচিত না জানেন ও সে আসামী আপনিও এমত জামিন দিতে না পারে যে তাহাকে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের মাতবর জ্ঞান হয় তবে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব সেই আসামীকে আদালতের পেয়াদার সহিত সেই আদালতে পাঠাইবেন কিম্বা যদি ঐ তলবচিঠী আদালতের পেয়াদার হাওয়ালে না হইয়া আসিয়া থাকে তবে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব সে আসামীকে আপন লোকের সহিত আদালতে পাঠাইবেন ইতি। ১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ১ প্র।

৮১। নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে চৌকীর শুমারীফর্দ্দ প্রত্যেক চৌকীর স্থানের এবং আমলার নামনবিসীসুদ্ধা সেই এলাকার দেওয়ানী আদালতে পাঠান্ এবং কোন চৌকীর স্থানের কিম্বা আমলার পরিবর্ত্ত হইলেও অব্যাজে সে সম্বাদ সেই আদালতে লিখেন ইতি। - ১৮১৯ সা। ১০ আ। ২৩ ধা।

৮২। যদি কেহ নিমকচৌকীর কোন আমলার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে তবে কর্ত্তব্য যে সে আমলার যে ভার থাকে তাহা নালিশী আরজীতে লিখে তদ্দৃষ্টে জজ সাহেব সে আমলার নামে তলবচিঠী করিয়া সেই নালিশী আরজীর নকলসমেত লেফাফা করিয়া তাহাতে মোহর করিয়া যে চৌকী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের তাবে হয় তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া ও ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অব্যাজে তলবচিঠী জারী করাইয়া জনেককে সেই চৌকীর কার্য্যের সরবরাহ কারণ পাঠাইয়া সেই আসামীকে আদালতের পেয়াদার সঙ্গে চালান করিবেন ও যদি সে তলবচিঠী পেয়াদার হাওয়ালে না হইয়া গিয়া থাকে তবে সে আসামীকে আপনি আদালতে পাঠাইয়া দিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২৪ ধা।

৮৩। সাক্ষিরূপে নিমকচৌকীর আমলার নামে এই আইনের ২৪ ধারানুসারে তলবচিঠী এতাবতা সফীনা জারী করা যাইবেক কিন্তু বিনা আবশ্যকে কোন আমলার তলব না হয় ইহাতে জজ সাহেবেরা অতিসাবধান থাকিবেন ও তাহারা হাজির হইলে যত ত্বরাতে পারেন জোবানবন্দী করিয়া বিদায় দিবেন এইহেতুক যে ঐ আমলারা পারৎপক্ষে আপনারদিগের চৌকীছাড়া হইয়া না থাকে ইতি। ১৮১৯ সা। ১০ আ। ২৭ ধা।

৮৪। উপরের প্রকরণক্রমে নিমকের এলাকার আসামীর জামিনী লিখিয়া দিতে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব আপন আসিষ্টাণ্ট সাহেব শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর হন কি তদ্ভিন্ন হন তাঁহার কিম্বা কোন দেওয়ানী আদালতের চিহ্নিত কোন উকীলের অথবা অন্য যাহাকে উপযুক্ত জানেন তাহার প্রতি ভার দিতে পারিবেন আর এ নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে সকল লোকের প্রতি এমত জামিনী লিখিয়া দিবার ভার দেন তাঁহারদিগের নামনবিসীর ফর্দ্দ তাঁহারদিগের প্রত্যেকের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট লিখিয়া দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে পাঠান্ তদনুসারে জজ সাহেব কোন আসামীর তলব করিতে হইলে যদি আপন থাকিবার স্থানহইতে তাহার ঠিকানা দূর হওনহেতুক কিম্বা কারণান্তরে বিহিত বুঝেন তবে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের নিকটে তলবচিঠী না পাঠাইয়া এই ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখনক্রমে জামিনী লিখিয়া দিতে ভার থাকে যাহারদিগের প্রতি তাঁহারদিগের কাহারু নিকটে পাঠাইতে পারিবেন ৪ এমত হইলে সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে সেই তলবচিঠী নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের নিকটে গেলে তাঁহার যে দাঁড়ামতাচরণ করিতে হইত সেই মতাচরণ করেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ২ প্র।

৮৫। যদি নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের তাবের কোন আমলা কিম্বা মলঙ্গীওগয়রহ করারদাদের

আসামীর নামে কেহ কোন বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া সেই নালিশী আরজীতে সে আসামীর নিমক মহালের এলাকাদারীর জিগির না লিখিয়া থাকে ও তাহাতে ইস্তক ১ কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ় এই কালের মধ্যে অন্য এলাকার লোকের তলবমতে সে আসামীর নামে তলবচিঠী হইয়া দেওয়ানী আদালতের পেয়াদার হাওয়ালে হয় ও যে পেয়াদার হাওয়ালে সেই তলবচিঠী হয় সে যদি নিমকপোথ্তানীর এজেণ্ট সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের কোন আমলা অথবা সেই আসামীর কথাক্রমে সে আসামীকে নিমক মহালের এলাকাদার জানে তবে সে পেয়াদা সেই আসামীর চিকানার নিকটে নিমক মহালের মোতালক যে আসিষ্টাণ্ট সাহেবআদির প্রতি জামিন হইবার ভার থাকে তাঁহার অথবা আড়ঙ্গের প্রধান আমলার নিকটে গিয়া সেই তলবচিঠী দিবেক তদনুসারে সে বিষয়ে এই ধারার ১ প্রথম প্রকরণক্রমে নিমকপোথ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের যে মতাচরণ কর্ত্তব্য হইত সেই মতাচরণ ঐ আসিষ্টাণ্ট সাহেব কিম্বা প্রধান আমলাআদির কর্ত্তব্য হইবেক যদি আদালতের সেই পেয়াদা কেবল সেই আসামীর মুখে সে আসামী নিমক মহালের এলাকাদার শুনিয়া সে কথায় সন্দেহ রাখে কিম্বা সন্দেহ না রাখিয়া এমত ভাবে যে সে আসামী তাহার চিকানার নিকটের যে আসিষ্টাণ্ট সাহেবআদির প্রতি জামিন হইবার ভার থাকে তাঁহার কি আড়ঙ্গের প্রধান আমলার নিকটে তলবচিঠী লইয়া আমার যাওনের মধ্যেতে পলাইবেক তবে এ দুই মতেই সে পেয়াদা সেই আসামীসুদ্ধা তলবচিঠী লইয়া তাহার চিকানার নিকটের নিমকী এলাকার ঐ আসিষ্টাণ্ট সাহেবআদির নিকটে যাইবেক এবং যাবৎ ঐ আসামীর জামিনী লেখা না হয় তাবৎ তাহাকে ছাড়িবেক না ইতি। ১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ৩ প্র।

৮৬। নিমক মহালের এলাকাদারছাড়া অন্য লোকের উপর তলবচিঠী কিম্বা দস্তক জারী করিতে লাগিলে যদি নিমকপোথ্তানীর এজেণ্ট সাহেব কিম্বা তাঁহার তাবের বিলায়তী অথবা এদেশীয় আমলায় উপরের লিখিত প্রকরণের মতাচরণ করেন তবে তাহারদিগের নামে আদালতে তাহার নালিশ হইবেক। ও উপরের প্রকরণের হুকুমের ভাবার্থ কেবল এই যে আদালত ও ইনসাফের বাধা হওনবিনা নিমকপোথ্তানীর কর্ম্ম চলনের হানি কিছুমাত্র না হয় অতএব দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ প্রকরণের লিখিত হুকুমসত্ত্বেও আদালতের কর্ম্ম চলিবার নিমিত্তে নিমক মহালের মোতালক কোন এদেশি আমলা কিম্বা অন্য এলাকাদারকে কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা সাক্ষিক্রমে নিমকপোথ্তানীর কালের মধ্যেও আপনারদিগের নিকটে তলব করণ আবশ্যক ও উপযুক্ত হইলে তাহা করিতে এবং অন্য২ লোকের উপর এমত বিষয়ে যে মতে হুকুম জারী করেন সেই মতেই তাহার উপর হুকুম জারী করিতে পারেন কিন্তু যদি দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবেরা ঐ সকল হুকুমের ব্যতিক্রমে এমত কার্য্য করেন তবে যে কারণে করেন তাহার বেওরা তাহারদিগের রুবকারীর বহীতে লেখাইবেন ও এই প্রকরণের লিখনক্রমে অত্যাবশ্যক জন্য যে২ তলবচিঠী ও দস্তক জারী করিতে হয় তাহাতে আবশ্যকতার প্রস্তাব লেখাইবেন যে এই প্রকরণের হুকুমমাফিক জজ ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের ক্ষমতা আবশ্যকতাজন্য যে আছে তদনুসারে ইহাতে তলবের হুকুম লেখা গেল কিন্তু জজ ও ফৌজদারীর সাহেবেরা আবশ্যক হওনবিনা কদাচ ঐ ক্ষমতাতাচরণ না করেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ৯ প্র।

৮৭। যদি জজ সাহেব নিমক মহালের মোতালক কোন এদেশি আমলা কিম্বা অন্য এলাকাদার কাহারু উপর কোন মোকদ্দমার ডিক্রী করিয়া ইস্তক ১ কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ় ইহার মধ্যে তাহা জারী করিতে হুকুম দেন তবে তাহাতে সে আসামী ঐ কালের মধ্যে আপনি আটক না হইয়া তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে পারিবেক কিন্তু সরকারের নিমক ও দাদনীর টাকা ও নিমকপোথ্তানীর যে সরঞ্জাম তাহার স্থানে থাকে তাহা সে ডিক্রীর আঞ্জামের কারণ ক্রোক করা যাইবেক না ও নিমকপোথ্তানীর কাল গেলে নিমকপোথ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের মাফিক তলব সে আসামীকে জজ সাহেবের নিকটে হাজির করিয়া দিতে হইবেক কিন্তু শ্রাবণ ও ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে এবং নিমকপোথ্তানীর সময়ের মধ্যে ও নিমকপোথ্তানীর এজেণ্ট সাহেব আদালতের সাহেবকে সরকারের কোন উকীলের মারফৎ তৎকালে এমত আসামীর নিমকের কার্য্যেতে হাজির থাকিবার আবশ্যক না থাকনের সম্বাদ দেওনমতে তাহার নিজের এবং দ্রব্যাদির প্রতি দস্তুরমতে হুকুম জারী ও আচরণ করিতে পারা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২২ ধা।

৮৮। যদি নিমক চৌকীয়াতের আমলার মধ্যে কাহারু নামে ডিক্রী হয় ও জজ সাহেব সে ডিক্রী জারী করেন তবে তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে পারে কিন্তু যদ্যপি তাহাকে ধরিয়া আনিতে হয় তবে সে ব্যক্তি তাবৎ

চৌকীহইতে উঠিবেক না যাবৎ সে বার্ত্তা সে যে সাহেবের তাবে তাঁহাকে না দেওয়া যায় হেতু এই যে ঐ সাহেব সে আমলা চৌকীতে রুজু না থাকনপর্য্যন্ত তাহার পরিবর্ত্তে তথায় জনেককে নিযুক্ত করিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২৯ ধা।

৮৯। যে সকল লোক নিমকপোথ্থানীর করারদাদ করিয়া ও তাহা তৈয়ার করিতে থাকে তাহারদিগের ইস্তক কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ় কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি সরবরাহকার কি তহসীলদারের কাছারীতে কোন প্রকারে তলব করা যাইবেক না যদি ঐ ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির কেহ নিমকের এলাকাদার কাহারু উপর ঐ সময়ের বাবৎ কিছু মালগুজারীর দাওয়া রাখে ও ঐ সময়ের মধ্যেই তাহা উসুল করিতে চাহে তবে সে কারণে চলিত আইনের মতে তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক করে অথবা সেই বাকীদারের নামে তাহার দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে কিম্বা সেই বাকীর দাওয়ার ফর্দ্দ নিমকপোথ্থানীর এজেণ্ট সাহেবের নিকটে দাখিল করে যে তদনুসারে সেই নিমকপোথ্থানীর এজেণ্ট সাহেব উচিত বুঝিলে সেই বাকী টাকা সে বাকীদারের স্থানহইতে দেওয়ান্ অথবা আপনি দিয়া তাহার পাওনা আগামি কিস্তীর দাদনীর টাকাহইতে মালগুজারীর বাকী আদায় করেন এইহেতুক যে সেই লটখটিতে নিমকপোথ্থানীর কার্য্যের ভঙ্গল না হয় ইহাতে যদি সেই ফরিয়াদী আদৌ নিমকপোথ্থানীর এজেণ্ট সাহেবের নিকটে নালিশ করিলে সে সাহেব তাহাতে মনোযোগ না করেন তবে দাওয়াদার সে কারণে সেই বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিবেক কিম্বা দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবেক। যদি দ্রব্যাদি ক্রোক করে তবে সেই বাকীদারের স্থানে সরকারের যে নিমক ও নিমকের দাদনীর টাকা ও নিমকপোথ্থানীর সরঞ্জাম থাকে তাহা বাদে ক্রোক করিবেক ও ঐ নিমক ও দ্রব্যসকল বাকী টাকা আদায়ের নিমিত্তে বাকীপাওনিয়ার তরফহইতে কি আদালতের হুকুমেতে কোন প্রকারে ক্রোক ও বিক্রয় কি আর কিছু হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২০ ধা। ২ প্র।

৮ ধারা।

নিমকপোথ্থানীসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের জবরদস্তী করিয়া দাদনী গতাওনের কিম্বা টাকা লওনের বিষয়ের নালিশ।

৯০। যদি কোন নিমকপোথ্থানীর এজেণ্ট সাহেব আপনি কিম্বা আপন কোন আমলার মারফতে কোন মলঙ্গী অথবা ব্যাপারী কিম্বা অন্য কোন জনকে জবরদস্তীতে নিমকপোথ্থানী অথবা ঢোলাইর নিমিত্তে দাদনী গতান্ কি তাহার স্থানে করার কবুলিয়ৎ লেখাইয়া লন কি ইহার নিমিত্তে কোন তদবীর করেন তবে দেওয়ানী আদালতে এমত নালিশ প্রমাণ হইলে তথাকার জজ সাহেব সে করার কবুলিয়ৎ নামঞ্জুর করিয়া সে লোকের উপর যে দাদনীর টাকা গতান হইয়া থাকে তাহা ফিরিয়া দেওয়াইবেন এবং সে নিমিত্তে যে নোকসান ও তহখরচ সেই ফরিয়াদীকে দেওয়ান উচিত হয় তাহা সেই নিমকপোথ্থানীর এজেণ্ট সাহেবের দেনার ডিক্রী করিবেন ও তদ্ব্যতিরিক্ত নিমকপোথ্থানীর যে এজেণ্ট সাহেবহইতে এমত অত্যাচার হইয়া থাকে তিনি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে কার্য্যহইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮ ধা।

৯১। নিমক মহালের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর কিম্বা বাজে ইঙ্গরেজ কোন সাহেব অথবা আডঙ্গের এদেশি কোন প্রধান আমলা নিজে কিম্বা আপন কোন আমলার মারফতে যদি কোন মলঙ্গী কিম্বা ব্যাপারী অথবা অন্য কোন লোককে নিমকপোথ্থানীর কিম্বা ঢোলাইর নিমিত্তে জবরদস্তীতে দাদনীর টাকা গতান্ কিম্বা তাহার স্থানে করার কবুলিয়ৎ লেখাইয়া লন্ কি ইহার নিমিত্তে কোন তদবীর করেন তবে তাহার নালিশ দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলে প্রমাণপূর্ব্বক সেই জবরদস্ত লোক আপন কার্য্যহইতে তগীর হইবেন ও সেই মলঙ্গী কিম্বা মজুরওগয়রহের স্বেচ্ছাক্রমে সেই করার কবুলিয়ৎ হইয়া থাকিলে তদনুসারে যে টাকা তাহার পাওনা হইত সেই টাকার সমান টাকা এবং নোকসানের এওজে যাহা দেওয়ান সঙ্গত হয় তাহা আসামীর স্থানহইতে তাহাকে দেওয়াইয়া দাদনীর যে টাকা গতান্ ও করার কবুলিয়ৎ যাহা লেখা হইয়া থাকে তাহা ফিরিয়া দেওয়াইবেন ও উপরের লিখিত প্রকারেতে যে কার্য্য-

কারকহইতে উপরের উক্ত কসুর হইয়া থাকে তিনি শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে কিম্বা পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমে অথবা নিমকের এজেণ্ট সাহেবের হুকুমে এতাবতা এমত কার্য্যকারকের তগীর বহালীর ভার ঐ সাহেবদিগের মধ্যে যে সাহেবের প্রতি থাকে তাঁহার হুকুমে আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইবেন ও আদালতের যে সাহেবের হজুরে উপরের লিখিত কসুর কোন এজেণ্ট সাহেব কি আসিষ্টাণ্ট সাহেব কি অন্য কার্য্যকারকের উপর সাবুদ হয় সেই সাহেবের তাঁহার কসুর সাবুদ হওনের সমাচার উপরের লিখিত বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে দিতে হইবেক ইতি।- ১৮১৯ সা। ১০ আ। ৯ ধা।

১২। যদি কোন আসিষ্টাণ্ট সাহেব কিম্বা আড়ঙ্গের প্রধান আমলার তাবের কোন গোমাশ্‌তা কিম্বা পেয়াদা কি অন্য কার্য্যকারক উপরের ধারার লিখিত অত্যাচার কাহারু উপর করে তবে ঐ কসুর সেই আসিষ্টাণ্ট সাহেব কি প্রধান আমলার অগোচরে হইয়াছে ইহা প্রমাণ না হওন ও তিনি ঐ কসুর হওনের সম্বাদ পাইয়া তাহার তদারক করেন নাহি ইহা জানা যাওন মতে তাহার জওয়াব ঐ আসিষ্টাণ্ট সাহেব কোম্পানির চিহ্নিত চাকর কি তদ্ভিন্ন হন তাঁহার কি প্রধান আমলার দিতে হইবেক ও যদি ইহা প্রমাণ হয় যে ঐ আসিষ্টাণ্ট সাহেবের কি প্রধান আমলার তাবে কোন জনহইতে তাঁহার অগোচরে এমত কসুর হইয়াছে তবে ত হাকরণিয়ারা তগীর হওনের ও ঐ কসুর নিমকের আড়ঙ্গের প্রধান আমলাদিগহইতে হওনের প্রকারে যে দণ্ডের নিরূপণ উপরের ধারাতে হইয়াছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১০ ধা।

১৩। যে কোন কন্ত্রাক্টর কিম্বা ব্যাপারী অথবা মলঙ্গী একরারপত্র দিয়া নিমকপোখ্তানীওগযরহের নিমিত্তে দাদনী লইয়া কিম্বা করারদাদ করিয়া থাকে সে যদি কাহারু উপর উপরের লিখনমত অত্যাচার করে তবে তাহা দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ হইলে ঐ আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার প্রতি এই আইনের ৯ ধারাতে যে দণ্ডের নিরূপণ হইয়াছে তগিরী বিনা সেই দণ্ডের হুকুম দেন ও নিমকের কোন কন্ত্রাক্টর কি ব্যাপারী কি মলঙ্গী ঐ হুকুম না জাননের ওজর না করিতে পারিবার নিমিত্তে তাহার একরারপত্রেতে ঐ হুকুমের প্রসঙ্গ লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১ ধা।

১৪। যে কেহ স্বেচ্ছাক্রমে দাদনী লইয়া তাহার রসীদ দিয়া থাকে সে আপন করারদাদহইতে খালাস পাইবার কারণ এমত কহিতে না পারে যে সেই দাদনী তাহার উপর জবরদস্তীতে গতান হইয়াছে অতএব জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে যদি কেহ দাদনী লইয়া রসীদ দিয়া তাহা জবরদস্তীতে দিবার প্রস্তাবে নালিশ করে তবে সেই রসীদ দৃষ্টে আদৌ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহার দাদনী লওন জানিয়া যাবৎ সূক্ষ্ম বিচারে এই আইনের অন্যথাক্রমে জবরদস্তী প্রমাণ না হয় তাবৎ তাহাকে তাহার করারদাদহইতে খালাস না দিয়া সে খালাড়ীতে খাটিতে না গিয়া থাকিলে তথায় যাইতে প্রতিবাদীও গিয়া থাকিলে তথাহইতে উঠাইতে চেষ্টিত হইবেন না এবং নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের নিকটে এমত নালিশ যে কালে হয় সে কালে সে সাহেব এই হুকুমমাফিক কার্য্য করিবেন ইতি। —১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৪ ধা।

১৫। ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ৩৮ ধারাতে হুকুম আছে যে হাসিলের সিরিশ্‌তার আমলারা জবরদস্তী করিয়া টাকা লইলে তাহারা কয়েদ ও জরীমানা ও শারীরিক শাস্তির যোগ্য হইবেক। সেই ধারার বিধান নিমক সিরিশ্‌তার আমলাদের বিষয়ে খাটে না কিন্তু তাহারা সুতরাং জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনের বিষয়ে সাধারণ আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক। —১৮২৮ সালের ৮ আপ্রিলের ৪৭৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৯ ধারা।

লবণ জব্দ করণের বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে আপীল।

১৬। যদি লবণের মালিক তাহা জব্দ হইবার হুকুমেতে নারাজ হইয়া তৎক্ষণাৎ জরীমানা দিবার ও যে আমলা লবণ ক্রোক করিয়া থাকে তাহার নামে আপনহওয়া খেসারৎ ধরিয়া পাওনের দাওয়ায় নীচের লিখিতমতে এক মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবার অর্থে মাতবর জামিন দেয় তবে এমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপন হুকুম জারী ও আর সমস্ত তদবীর করা মৌকুফ রাখিবেন ও যদি লবণের মালিক তাহা জব্দের

হুকুম হওনের তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে নালিশ না করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আর বিলম্ব না করিয়া তাহার জামিনের স্থানে জরীমানার টাকা লইবেন ও অন্যরূপে জব্দের হুকুম জারী করিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮০ ধা।

৯৭। যারী নুন কি উপরের লিখিত অন্য কোন প্রকার নুন মিশাল করা হওনহেতুতে ক্রোক হওয়া কোন লবণের মালিক যদি উপরের ধারার নিরূপিত জরীমানার টাকা দিবার বাবৎ জামিন দিতে অশক্ত হয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উচিত যে সে লোক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওনপর্য্যন্তের কি উপরের ধারার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে নালিশ করিবার নিমিত্তে জামিন দিতে পারে না ইহা তহকীক জানা গেলে তাহার স্থানে হাজির-জামিন লন্ ও তাহার লবণ ক্রোক রাখেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮১ ধা।

৯৮। যদি ইহা জানা যায় যে সরকারের কার্য্যকারকদিগের দ্বারা অসঙ্গতরূপে লবণ ক্রোক ও জব্দ হইয়াছে তবে তাহাতে লবণের মালিক নিরূপিত দাঁড়ামতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিলে তাহার লবণ ক্রোক ও জব্দ হওয়াতে হওয়া খেসারৎ ও খরচা ঐ কার্য্যকারকের স্থানে ধরিয়া পাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮২ ধা।

৯৯। আদালতের সাহেব যদি নিশ্চয় ইহা বুঝেন যে জব্দ হওনের প্রতি আপত্তি করণের প্রকৃত কোন হেতু ছিল না ও ফরিয়াদী কালহরণের ও আসামীকে ক্লেশ দিবার জন্যে নালিশ করিয়াছে তবে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে এই আইনের ৭৭ ধারার লিখিত ১০৲ দশ টাকা হিসাবে জরীমানার বদলে ফি মোন ১৫৲ পনের টাকা হিসাবে জরীমানা মোকরর করেন ও এই ডিক্রীর ও এমতং মোকদ্দমার সমস্ত ডিক্রীর উপর তাহার নালিশ নিরূপিত দাঁড়ামতে হইয়া থাকিলে আপীলের নিমিত্তে নিরূপণ হওয়া হুকুমের মতে মফঃসল কোট আপীলে ও সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারিবেক ইতি।— ১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮৩ ধা।

১০০। যদি লবণ জব্দ হওনের হুকুম রদ করাইবার নিমিত্তে নালিশ হয় তবে যাবৎ চূড়ান্ত ডিক্রী না হয় তাবৎ সে লবণ ক্রোক থাকিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮৪ ধা।

১০১। রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা বেআইনীমতে লবণ জব্দ করিয়াছিলেন তাহাতে সেই লবণের মালিক নালিশ করিল ও তাহার ক্ষতিপূরণের জন্যে তাহার পক্ষে লবণের আসল মূল্য ও নৌকা ভাড়া ও তাহার অপেক্ষিত লাভের ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ২৩ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৯০ পৃষ্ঠা।

১০২। এক লবণের গোলা বৈকুণ্ঠনামক এক তাবেদার আমলার জিম্মায় ছিল এবং নিমকের এজেণ্ট সাহেবের আনন্দনামক এক গোমাশ্‌তা বেআইনীমতে এবং উপযুক্ত ক্ষমতা বিনা সেই গোলা ক্রোক করিল ও আপন দখলে রাখিল। তাহাতে জিলার আদালত এই নিষ্পত্তি করিলেন যে ঐ গোলাতে যত লবণ কম হওনের প্রমাণ হইল তাহা প্রথমে ঐ আনন্দ দিবেক এবং পরিশেষে বৈকুণ্ঠ এবং তাহার জামিন দিবেক। সদর দেওয়ানী আদালত জিলার আদালতের ঐ নিষ্পত্তি বহাল রাখিয়া হুকুম করিলেন যে আনন্দের অপরাধপ্রযুক্ত বৈকুণ্ঠ এবং তাহার জামিন আপনারদের জুম্মীহইতে মুক্ত হয় না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ১০ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৪২ পৃষ্ঠা।

১০৩। যদি বোর্ডের সবকালের অর্ডরের দ্বারা আইনের হুকুমের অতিরিক্ত ব্যবহারের কোন নিয়ম ঐ বোর্ডের অধীন কার্য্যকারকেরদের নিমিত্তে করা যায় তবে সেই নিয়মপ্রযুক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট জরীমানা রহিত হইতে পারে না।—১৮৪৬ সালের ১৭ মার্চের সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭৮ পৃষ্ঠা।

১০৪। লবণের মাটি একত্র করণার্থে লবণের চর টাটান ১৮১৬ সালের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ নহে।—১৮৩৯ সালের ১০ মের ১২১১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০৫। নিজামৎ আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে যাহারা লবণের চরের বিনানুমতিরূপে কৃষি করে তাহারদের স্থানে ১৮২৪ সালের ১ আইনের ১২ ধারায় যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা কিরূপে আদায় করিতে হইবেক। তাহাতে নিজামৎ আদালত উত্তর করিলেন যে ঐ জরীমানা যেপ্রকারে আদায় করিতে হইবেক তাহা ঐ আইনে লেখা নাই অতএব আমারদের বোধ হয় যে যে ব্যক্তির জরীমানা হয় সেই ব্যক্তি তাহা দিতে ত্রুটি করিলে সেই জরীমানার পরিবর্ত্তে ১৭৯৭ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারার ও ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারার বিধির অনুসারে ঐ ব্যক্তিকে কয়েদ করা উচিত।—১৮২৫ সালের ৩ জুনের ৩৮৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০৬। ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৩৬ এবং ৪১ ধারার দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে যে কতক লবণের জন্যে রওয়ানা

পাওয়া গিয়াছে তাহার কতক অংশের বিষয়ে চালান দেওয়া গেলে যেমন রওয়ানার দ্বারা ঐ লবণ জব্দ হইতে রক্ষা হয় তেমনি চালানের দ্বারাও রক্ষা পায়। যদি ঐ আইনের এইমত অর্থ না করা যায় তবে এইমত হইতে পারে যে লবণ বোঝাই নৌকার যে মালিক চালানের সিদ্ধতার উপর নির্ভর রাখিয়া এবং মামুল চুরীর কর্ম্মের সাহায্য লবণের কোন মতে অভিপ্রায় না করিয়া সেই নৌকা ভাড়া করে সেই মালিকের সেই লবণ বোঝাই নৌকা জব্দ হওনের যোগ্য হয়।—১৮৩১ সালের ১২ আগষ্টের ৬৫৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০৭। ১৮০৬ সালের ৯ আইনের ৩ ধারায় হুকুম আছে যে লবণ বোঝাই নৌকার চালান যদি তালাশীর আমলা চাহিবামাত্র তাহাকে দেখান না যায় তবে সেই লবণ জব্দ হইবেক এবং ইহাতে দেওয়ানী আদালত কিছু প্রতিকার করিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ২৩ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৯০ পৃষ্ঠা।

১০ ধারা।

অনুমতিবিনা নিমক খালাড়ী স্থাপনের বিষয়ের এত্তেলা করণ। না করণের দণ্ড।

১০৮। এবং এই ধারানুসারে বঙ্গদেশের চলিত ইঙ্গরেজী সন ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ৩২ ও ৩৩ ধারা শুধরাইয়া হুকুম হইল যে সমস্ত সদর মালগুজারদার ভূম্যধিকারিগণের এবং ইজারদারানের এবং লাখেরাজদারানের কর্ত্তব্য হইবেক যে যদি তাঁহারদিগের আপন জমীদারী বা ইজারা কি নিষ্কর ভূমিতে নিমক পোখ্তানের এজেণ্ট সাহেবের সহিত বন্দোবস্তব্যতিরেকে অথবা সরকার বাহাদুরের নিজের নিমিত্ত ব্যতিরেকে লবণ উৎপত্তি হওনের কোন কারখানা স্থাপন হয় তবে তাহার প্রথম আরম্ভাবধি দশ দিবসের মধ্যে লিখিত নুটিস অর্থাৎ সম্বাদ নিকটস্থ পোলীসের অথবা মাল মোতালকের কিম্বা নিমক মহাল সংক্রান্ত কর্ম্মকারকের নিকটে দিবেন। এবং ঐ রীতিক্রমে যে সকল ব্যক্তি সরকারের তরফ কোন মহালের কিম্বা কোর্ট অফ ওয়ার্ডস অর্থাৎ নাবালগী মহালের অথবা এজমালী ভূম্যধিকারিদিগের সরিকী মহালের রাজস্ব তহসীল করেন তাহারদিগেরো প্রত্যেকের কর্ত্তব্য হইবেক যে তাঁহারা আপনং এলাকার ভূমিতে কোন নেমক পোক্তান হইলে পূর্ব্বোক্ত মতে তাহার সম্বাদ দেন। এবং ঐরূপ যে কোন ভূম্যধিকারী বা ইজারদার কি নিষ্কর ভূমির স্বত্বাধিকারী অথবা সরবরাহকার জানিয়া শুনিয়া ঐরূপ সম্বাদ দিতে ত্রুটি করিবেন তাহারা ঐ বিষয়ে কোন শহর বা জিলার জজ সাহেবের নিকটে দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহারদিগের আপনং ভূমিতে যে কএক খালাড়ী বা লবণের কারখানা হইয়া থাকে তাহার প্রত্যেকের উপর ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার হিসাবে জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন এবং তাঁহারদিগের জ্ঞাতসারে যে এরূপ হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করণের আবশ্যকতা হইবেক না কেবল ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকারী জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার গতিকে আপন বিবেচনাতেই তাঁহারদের দোষ বুঝিয়া নিষ্পত্তি করিবেন। আর এই ধারানুসারে যে জরীমানা দেওনের হুকুম হইবেক তাহা দোষি ব্যক্তির অস্থাবর বস্ত্র ও দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা আদায় করা যাইবেক কিম্বা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীর বিষয়ে যেরূপ বিধি আছে তদনুসারে কোন নিমক পোখ্তানের এজেণ্ট অথবা চৌকিয়াতের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আদালতহইতে ক্রোকী পরওয়ানা বাহির করাইয়া তদ্দ্বারা আদায় করিতে পারিবেন ইতি।— ১৮৩৮ সা। ২৯ আ। ২৭ ধা।

১০৯। ভূম্যধিকারী আপনার ভূমির উপর বিনানুমতির লবণের খালাড়ী স্থাপন করিবার বিষয়ে যদি এত্তেলা দিতে ত্রুটি করে এবং ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের ২৭ ধারানুসারে জিলার জজ সাহেব তাহার জরীমানা করিবার হুকুম দেন তবে সেই বিষয়ে নম্বরী নালিশ হইতে পারে না।—১৮৪২ সালের ২১ নবেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪১ পৃষ্ঠা।

১১০। ধার্য্য হইল যে ভূম্যধিকারী আপনার ভূমির উপর বিনানুমতির লবণ প্রস্তুত করিতে দিলে ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের ২৭ ধারানুসারে জজ সাহেব যে জরীমানার হুকুম করেন তাহার উপর কেবল বিশেষ কারণপ্রযুক্ত আপীল হইতে পারে।—১৮৪১ সালের ১৩ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৪ পৃষ্ঠা।

১১১। যদি জমীদার আপনার ভূমি ইজারা দেন তবে সেই ভূমির উপর বিনানুমতির লবণের খালাড়ী স্থাপন করণের বাবতে ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের ২৭ ধারায় যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে সেই জরীমানার দায়হইতে তিনি মুক্ত হন না।—১৮৪১ সালের ৬ অক্টোবরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৯ পৃষ্ঠা।

১১২। আপনার ভূমির উপর বিনানুমতির লবণের খালাড়ী স্থাপনের বিষয়ে এত্তেলা না দেওয়াতে ১৮৩৮ সালের ২৯

আইনের ২৭ ধারায় ভূম্যধিকারী এবং অন্যেরদের প্রতি যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে সেই জরীমানার সংখ্যা দেওয়ানী আদালত কমাইতে পারেন না।—১৮৪১ সালের ৬ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪১ পৃষ্ঠা।

১১৩। আপনারদের ভূমির উপর বিনানুমতির লবণের খালাড়ী স্থাপনের বিষয়ে সম্বাদ না দেওয়াতে ভূম্যধিকারিবদের প্রতি ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের ২৭ ধারাতে যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার বিষয়ে কেবল তাহারাই দায়ী এবং তাহারদের উত্তরাধিকারিরদের স্থানে তাহা উসুল হইতে পারে না।—১৮৪৩ সালের ১৬ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৯ পৃষ্ঠা।

১১৪। আপনারদের ভূমির উপর বিনানুমতির লবণের খালাড়ী স্থাপনের বিষয়ে সম্বাদ না দেওনেতে যদি নিমকের কর্ম্মকারকেরা ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের ২৭ ধারানুসারে কোন জমীদারীর এক জন বা কতক জন অংশিরদের নামে নালিশ করেন তবে জজ সাহেব অন্যান্য অংশিরদের নামে নালিশ করিবার হুকুম দিতে পারেন না। কিন্তু নিমকের কর্ম্মকারকেরা যে প্রত্যেক অংশির নামে নালিশ করেন তাহারদের অপরাধ সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক শরীক সম্পূর্ণ জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেক।—১৮৪৩ সালের ১৮ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫১ পৃষ্ঠা।

১১৫। ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের ২৭ ধারানুসারে যে অপরাধ সাব্যস্ত হয় তাহার বিষয়ে ঐ আইনের ৩১ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে বিশেষ হেতু না থাকিলে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে না। ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৯৯ ধারাতে যে সরেজমীনে তদারক করিবার হুকুম আছে তাহা যদি না হইয়া থাকে তবে ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের ২৭ ধারানুসারে অপরাধের নিশ্চিততা ব্যর্থ হইতে পারে না।—১৮৪৭ সালের ১১ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১১ ধারা।

লবণের সিরিশতায় জরীমানা আদায় করণ কি ক্ষমা করণ।—দেওয়ানী আদালতের হস্তক্ষেপকরণ।

১১৬। জানান যাইতেছে যে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব ও নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে দরপেশ হইবার মোকদ্দমা ও এজহার ও নালিশের আরজী ও অন্যং কাগজ এবং আদালতেতে এই আইনের লিখনমতে নীচের লিখিত প্রকারেতে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সেই সকল মোকদ্দমাতে দাখিল হইবার কোন কাগজ ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাহি ও সরকারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের কি সরকারের কার্য্যকারকদিগের ও অন্যং লোকের মধ্যে যে সকল কৌলকরার হয় তাহার কাগজ ইষ্টাম্প কাগজভিন্ন অন্য কাগজে লেখা গেলেও আদালতেতে এবং নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবদিগের ও নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের নিকটে প্রমাণের প্রকরণেতে লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ৯৮ ধা।

১১৭। যদি কোন লোকের উপর এই আইনের লিখিত হুকুমমতে জরীমানা কি দণ্ডের হুকুম হয় তবে যে সাহেবদিগকে এমত হুকুম দিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল তাহারা এই আইনানুসারে যে মিয়াদে কয়েদের হুকুম দিতে বিশেষ ক্ষমতা রাখেন তাহার অতিরিক্ত ঐ জরীমানা কি দণ্ডের টাকা দাখিল না হওনমতে নীচের তফসীলের লিখিত মিয়াদে কয়েদের হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।

তফসীল।

যদি জরীমানা কি দণ্ডের টাকা ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় তবে তাহা দাখিল না হওনমতে যে কয়েদের হুকুম হইবেক তাহার মিয়াদ ১৫ পনেরো দিনের কম ও এক মাসের বেশী হইবেক না।

যদি জরীমানা কি দণ্ডের টাকা ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অধিক ও এক শত টাকার কম হয় তবে তাহা দাখিল না হওনমতে যে কয়েদের হুকুম হইবেক তাহার মিয়াদ এক মাসের কম ও দুই মাসের বেশী হইবেক না।

যদি জরীমানা কি দণ্ডের টাকা ১০০৲ এক শত টাকার অধিক হয় ও ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার বেশী না হয় তবে তাহা দাখিল না হওনমতে যে কয়েদের হুকুম হইবেক তাহার মিয়াদ দুই মাসের কম ও চারি মাসের বেশী হইবেক না।

যদি জরীমানা কি দণ্ডের টাকা ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অধিক হয় তবে তাহা দাখিল না হওনমতে যে কয়েদের হুকুম হইবেক তাহার মিয়াদ চারি মাসের কম ও ছয় মাসের বেশী হইবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১০ ধা।

১১৮। ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ১১০ ধারার মর্ম্ম এই যে অপরাধির কয়েদ কেবল জরীমানার পরিবর্ত্তে হইতে পারে।—১৮৪৫ সালের ১২ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭১ পৃষ্ঠা।

১১৯। ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৬৭ ধারার অর্থ ও অভিপ্রায়ের বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল তাহাতে সদর আদালত আপনারদের এই মত জানাইলেন যে উক্ত বিধির অনুসারে যে বিনানুমতির লবণ ক্রোক হইয়াছে তাহার পরিমাণানুসারে জরীমানা নির্ণয় করিতে হইবেক এবং ঐ বিনানুমতির কার্য্যে যেং ব্যক্তিরা লিপ্ত ছিল তাহারদের সংখ্যানুসারে জরীমানা করিতে হইবেক না।—১৮২৮ সালের ২২ ফেব্রুআরির ৪৭১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২০। চাটিগাঁর একটিং জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে তাহার পরিবর্ত্তে ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে কয়েদের হুকুম দিতে হইবেক এবং অপরাধি ব্যক্তিকে নিরূপিত মিয়াদে কয়েদের দ্বারা হুকুম জারী করিতে হইবেক। ইতিমধ্যে যদি সেই ব্যক্তি ঐ জরীমানার টাকা দেয় তবে খালাস হইবেক। কিন্তু ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের ৩১ ধারানুসারে যদি জরীমানা ৫০৲ টাকার উর্দ্ধ কিন্তু ৪০০৲ টাকার অনূর্দ্ধ হয় এবং যদি হুকুমের মধ্যে এমত না লেখা থাকে যে টাকা না দেওয়া গেলে টাকার পরিবর্ত্তে কয়েদের হুকুম দিতে হইবেক তবে জজ সাহেবের উচিত যে ঐ জরীমানার তুল্য সঙ্খ্যা আপনার আদালতের ডিক্রী জারী করণেতে যেরূপে কার্য্য করিতেন অবিকল সেইরূপে সেই জরীমানা উসুল করেন কিন্তু কোন গতিকে ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ১১০ ধারার নিরূপিত মিয়াদঅপেক্ষা অধিক মিয়াদে কয়েদের হুকুম দিবেন না।—১৮৪৩ সালের ২৭ জানুআরির ১৩৭৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২১। লবণবিষয়ক আইন উল্লঙ্ঘন করণেতে যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার পরিবর্ত্তে কয়েদের হুকুম হইতে পারে। যদি আসামী জেলখানায় কয়েদ হওনের পূর্ব্বে ঐ জরীমানা দেওয়া যায় তবে তাহার মোকদ্দমা শেষ হইল। কয়েদ হওনের পর যদি জরীমানা দেওয়া যায় তবে মোকদ্দমার শেষ হইল এবং কয়েদহওয়া ব্যক্তিকে খালাস করিতে হইবেক। কিন্তু যদি জরীমানা না দেওয়া যায় তবে জরীমানার পরিবর্ত্তে কয়েদের যত মিয়াদ নিরূপণ হইল তাহার সম্পূর্ণ কালপর্য্যন্ত সেই ব্যক্তির কয়েদ থাকিতে হইবেক কিন্তু তৎপরে জরীমানা উসুল হইতে পারে না অর্থাৎ অপরাধি ব্যক্তি কয়েদ হওনানন্তর খালাস হইলে তাহার স্থানে জরীমানার দাওয়া হইতে পারে না।—১৮৩৮ সালের ১ মার্চের ১১৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২২। নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কোন মোকদ্দমাতে কোন লোকের উপর ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার হুকুম করিলে যদি জরীমানার টাকা তৎক্ষণাৎ দাখিল না হয় তবে ঐ সাহেবের উচিত যে সেই লোককে তাহার উপর হওয়া হুকুমের চুম্বক কথাসম্বলিত আপন রুবকারীসমেত যে জিলা কি শহরের অধিকারেতে তাহার কসুর হইয়া থাকে সেই জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরে পাঠান ও জজ সাহেবের উচিত যে আদালতহইতে হওয়া হুকুম ও ডিক্রী যেমতে জারী হয় সেই মতে নিমকের এজেণ্ট ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের করা হুকুম জারী করেন ও জরীমানার টাকা উসুল হইলে তাহা নিমকের এজেণ্ট কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন ও উপরের লিখিত সমস্ত প্রকারেতে নিমকের এজেণ্ট সাহেবের কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের রুবকারীতে ঐ লোক জরীমানার টাকা দাখিল না করণমতে যে মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবেক তাহার প্রস্তাব লেখা থাকিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১১ ধা।

১২৩। যে সকল প্রকারেতে জব্দের যোগ্য লবণের পরিমাণ ২০/ বিশ মোনের অধিক হয় কিম্বা নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা কোন ব্যক্তিকে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অধিক জরীমানার যোগ্য ঠাহরান্ তাহাতে তাঁহারদিগের আপন রুবকারী যে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের অধিকারে ঐ ব্যক্তির কসুর হইয়া থাকে কিম্বা যে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের অধিকারে ঐ লবণ ক্রোক হইয়া থাকে সেই জজ সাহেবের নিকটে তাঁহার হজুরহইতে মোকদ্দমার বিষয়ে চূড়ান্ত হুকুম হইবার নিমিত্তে পাঠাইতে হইবেক ও যদি নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা উপরের লিখিত প্রকারসকলেতে উপরের প্রস্তাবিত লোকদিগের কোন লোকের উপর কিছু জরীমানার কিম্বা কয়েদের হুকুম করেন তবে তাহাকে পেযাদার হাওয়ালে করিয়া জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরে পাঠাইতে হইবেক ও সে লোক পঁহুছিলে পর জজ সাহেব নাতক হুকুম হইবার সময়ে তাহার হাজির হইবার নিমিত্তে জামিন লওয়া কিম্বা অন্য যে কোন তদবীর করা উচিত বুঝেন্ তাহার হুকুম দিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১২ ধা।

১২৪। ঐ জিলা কি শহরের জজ সাহেবের উচিত যে নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের রুবকারী ও তাঁহারদিগের পাঠান লোকেরা পঁহুছিলে পর আপনার দেওয়ানী

আদালতের প্রথম বৈঠকেতে ঐ সকল মোকদ্দমার তজবীজ করেন্ ও নিমকের এজেণ্ট সাহেবের কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের রুবকারী দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া ও আসামীর জওয়াব শুনিয়া যদি জজ সাহেব ইহা বুঝেন্ যে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মোকদ্দমার পুরা তজবীজ করিয়া উপযুক্ত হুকুম দিয়াছেন তবে তাঁহারদিগের দেওয়া হুকুম বহাল থাকিবার হুকুম দিতে কিম্বা তাঁহারদিগের দেওয়া হুকুম যথার্থ বোধ না হইলে শুধরিতে অথবা ঐ হুকুম সাক্ষি লোকের দেওয়া সাক্ষ্যের ও মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের অন্যমতে হইয়াছে বুঝিলে তাহা রদ করিতে কিম্বা নূতন করিয়া মোকদ্দমার তহকীক তজবীজ করিতে পারিবেন ও অন্যং সাক্ষির কিম্বা যেং সাক্ষির জোবানবন্দী পূর্ব্বে হইয়াছে তাহারদিগের হাজির হওনের এবং ঐ সাহেবদিগের নিকটহইতে কিম্বা আসামীদিগের স্থানহইতে কৈফিয়ৎ তলবের হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৩ ধা।

১২৫। ১৮১৯ সালের ১০ আইনের অর্থের কতক্ বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের মত জিজ্ঞাসা করা গেল তাহাতে সদর আদালত কহিলেন যে ঐ আইনের ১১৩ ধারানুসারে বিনানুমতির লবণ প্রস্তুত করণের বিষং প্রভৃতির যেং মোকদ্দমা নিমকের কর্ম্মকারক সাহেবেরা জজ সাহেবের নিকটে পাঠান সেইং মোকদ্দমার নালিশগ্রস্ত ব্যক্তি যদি স্বয়ং সওয়াল জওয়াব না করিয়া উকীল নিযুক্তকরা এবং লিখিত জওয়াব দাখিলকরা আপনার পক্ষে উপকারক বোধ করে তবে সে ব্যক্তি তাহা করিতে পারে এবং ঐ লিখিত জওয়াব জজ সাহেবের আদালতে দাখিলহওয়া মুৎফরকা দরখাস্তের বিষয়ে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ নিরূপণ আছে সেই মূল্যের কাগজে লিখিতে হইবেক।—১৮২৮ সালের ২৩ মের ৪৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২৬। দুই জন মহাজনের দুই ক্ষেপ লবণ বজ্ব হইল এবং তাহার স্বতন্ত্র রওয়ানা ছিল তাহা একত্র ওজন হইল এবং ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৪১ এবং ১১৩ ধারার বিধির অনুসারে নিমকের কর্ম্মকারকেরা এবং জিলার জজ সাহেবেরা তাহা জব্দ করিবার হুকুম দিলেন। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে প্রত্যেক মহাজনের লবণ আলাহিদা২ ওজন করা উচিত ছিল এবং জব্দের হুকুম অন্যথা করা গেল। সদর দেওয়ানী আদালত আরো ধার্য্য করিলেন যে নিমকের দারোগা ঐ লবণের ক্ষেপ তদারক করিয়াছিলেন এবং রওয়ানার পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিয়াছিলেন এবং তাহা আপনার চৌকী দিয়া গমন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন অতএব তৎপরে তাহা আটক করণেতে তিনি বেআইনী কর্ম্ম করিয়াছেন।—১৮৩৫ সালের ২৭ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ পৃষ্ঠা।

১২৭। যে নিষ্পত্তি দেওয়ানী আদালত বেআইনী বোধ করেন তাহা তাহারা জারী করিবেন না।—১৮৪৫ সালের ১২ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬৯ পৃষ্ঠা।

১২৮। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে লবণের দ্বারা সরকারের উৎপন্ন রাজস্ব রক্ষার্থ আইন উল্লঙ্ঘনবিষয়ক মোকদ্দমার তজবীজ কারণ যেং বিধি বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ১১১ ও ১১২ ও ১১৩ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত এই হুকুম হইল যে ঐং অপরাধের বিষয়ে যাহারদের নামে নালিশ হয় সেই ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা যদি সমন পাইয়া স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা হাজির হইতে ত্রুটি করণপ্রযুক্ত বা আপনারদিগকে ধরাইতে না দেওনপ্রযুক্ত তাহারদিগকে হাজির করিতে না পারা যায় তবে ঐরূপ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকারি কর্ম্মকারক সাহেব উক্ত আইনের ১০২ ধারার লিখিত নিয়মানুসারে আসামীদিগের হাজির হওনের নিমিত্তে ইশতিহার জারী করিবেন। তাহাতে যদি সেই ইশ্তিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে ও আসামী স্বয়ং বা উকীলের দ্বারা হাজির না হয় তবে আসামী হাজির হইলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকারক সাহেব যেরূপে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন সেইরূপে এই আইনের পূর্ব্বোক্ত ধারানুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন এবং ঐরূপে যে কর্ম্মকারক সাহেব একতরফা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন তিনি নিষ্পত্তি করণের পর কোন সময়ে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ১০ আইনের বিধিতে এবং এই আইনের বিধিতে হাজিরহওয়া আসামীদিগের বিষয়ে যেরূপ কার্য্য করিতে হুকুম আছে তদনুসারে আপনার করা শাস্তির হুকুম জারী করণের নিমিত্তে দোষি ব্যক্তিরদিগকে গ্রেফ্তার করণার্থে পরওয়ানা পাঠাইতে পারেন এবং যে দেওয়ানী আদালতের আপন ডিক্রী জারী করণের ক্ষমতা আছে তথাহইতে কোন সময়ে এই আইনের ৩০ ধারানুসারে সেই দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীর নিমিত্তে যে রীতি ও পাঠ নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে হুকুমহওয়া জরীমানা আদায়করণ পরওয়ানা বাহির করিতে পারিবেন ইতি।—১৮৩৮ সা। ২৯ আ। ২৯ ধা।

১২৯। যেং গতিকে আসামীরা গরহাজির থাকে অথবা এজেণ্ট সাহেব একতরফা বিচার করিয়া তাহারদিগকে দোষী করিয়াছেন সেইং গতিকে ১৮১৯ সালের ১০ আইন খাটে এমত দৃষ্ট হয় না। কেবল যে গতিকে আসামী স্বয়ং হাজির হয় সেই গতিকে জজ সাহেবের কার্য্যের নিয়ম ঐ আইনের বিধির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু যে অপরাধী এজেণ্ট

সাহেবের হুকুম এড়াইয়াছে অথবা তাঁহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছে সেই অপরাধিকে গ্রেফ্তার করণার্থে এজেণ্ট সাহেবের সাহায্যকরা জজ সাহেবের উচিত।—১৮২৮ সালের ২৩ মের ৪৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩০। যে ব্যক্তিবদিগকে এজেণ্ট সাহেব নিমকের আইন উল্লঙ্ঘন করণের বিষয়ে অভিযোগ করেন তাহারদিগকে গ্রেফ্তার করণার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের যেং ক্ষমতা আছে ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ১০৪ ধারার দ্বারা সেইং ক্ষমতা এজেণ্ট সাহেবকে দেওয়া গিয়াছে।—১৮২৮ সালের ২৩ মের ৪৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩১। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন উক্ত প্রকারে কর্ম্মকারক সাহেব কোন মোকদ্দমা এক-তরফা নিষ্পত্তি করিয়া জরীমানার তায়দাদ বেশীপ্রযুক্ত চূড়ান্ত হুকুম দিতে আপনাকে অক্ষম জানিয়া জিলা বা শহরের আদালতে ঐ মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করেন তখন জিলা অথবা শহরের আদালতের যে জজ সাহেবকে তাহা অর্পণ হয় তাঁহার নিকটে ঐ অপরাধি ব্যক্তিরা মোকদ্দমাসমেত প্রেরণ হইলে অথবা তাহারা জওয়াব দেওনার্থে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আ-ইনের ১১১ এবং ১১২ এবং ১১৩ ধারানুসারে হুকুম দিবেন ও কার্য্য করিবেন। আর শহর বা জিলার জজ সাহেবের দ্বারা কোন জরীমানার হুকুম হইলে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীর চলিত নিয়মানুসারে তাহা নিমকের এজেণ্ট কি নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রার্থনামতে আদায় করা যাইতে পারিবেক ইতি। —১৮৩৮ সা। ২৯ আ।৩০ ধা।

১৩২। যদি নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের কোন জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হুজুরে পাটান কোন মোকদ্দমার নালিশের বুনিয়াদ কিম্বা কোন মোকদ্দমাতে হুকুম হওয়া জরীমানার টাকার সংখ্যা ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় অথবা ক্রোকহওয়া লবণের পরিমাণ ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনী সেরের দুই শত মোনহইতে অধিক না হয় তবে তাহাতে উপরের ধারার লিখনমতে জজ সাহেবের দেওয়া হুকুম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ও তাহার উপর কোন আপীল হইতে পারিবেক না ও যদি হুকুমহওয়া জরীমানার টাকার সংখ্যা ৫০০৲ পাচ শত টাকার অধিক হয় কিম্বা ক্রোকহওয়া লবণের পরিমাণ ২০০/ দুই শত মোনহইতে অধিক হয় তবে ঐ মোকদ্দমার সহিত যে লোক এলাকা রাখে তাহার দাখিলকরা দরখাস্তমতে অথবা সরকারের তরফহইতে নিমকের কর্ম্মে মোতালক থাকা কোন সাহেবের দাখিলকরা সরাসরী দরখাস্তক্রমে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের দেওয়া হুকুমের উপর প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতে আপীল হইতে পারিবেক ও কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের উচিত যে তাহার আপীল মঞ্জুর করিবামাত্র মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন ও জানা কর্ত্তব্য যে এমতং আপীলের দরখাস্ত জিলা কি শহরের জজ সাহেবের দেওয়া হুকুমের তা-রিখহইতে ছয় হপ্তার মধ্যে দাখিল করণব্যতিরেকে মঞ্জুর হইবেক না ইতি। —১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৪ ধা।

১৩৩। এবং এই ধারানুসারে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ১১৪ ধারা মতান্তর হইয়া হুকুম হইল যে যে সকল মোকদ্দমাতে জব্দ হইবার যোগ্য লবণের পরিমাণ ৮০/ আশী মোনের অধিক হয় কিম্বা জরীমানার সংখ্যা ৪০০৲ চারি শত টাকার ঊর্দ্ধ হয় সে সকল মোকদ্দমা জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগকে অর্পণ হইলে তাঁহারা চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারিবেন। কিন্তু এপ্রকার সকল মোকদ্দমাতে জিলা এবং শহরের জজ সাহেব যে আইনানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন সেই আইনের কোন বিধি ধরিয়া সদর দেও-য়ানী আদালতে যেরূপে খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের নিয়ম আছে সেই নিয়মানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩৮ সা। ২৯ আ। ৩১ ধা।

১৩৪। ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ১১৪ ধারার বিষয়ে সদর আদালতকে জিজ্ঞাসাকরা গেল তাহাতে সদর আদালত কহিলেন যে উক্ত ধারার প্রথম ভাগে স্পষ্ট ও নিশ্চিতরূপে হুকুম আছে যে তাহার মধ্যে যে প্রকার মোকদ্দমার বিষয় লেখা আছে সেই প্রকার মোকদ্দমায় তাহার পূর্ব্বের ধারানুসারে দেওয়ানীর জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক এবং তাহার উপর কোন প্রকার আপীল হইতে পারিবেক না। অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে ঐ প্রকার মোকদ্দমার দোষগুণের বিষয়ের কোন আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে না কিন্তু ১৮৩৬ সালের ২৫ নবেম্বর তারিখের পত্রে * যে মূল বিধান লেখা আছে তদনুসারে সদর আদালত বোধ করেন যে উক্ত প্রকার কোন মোকদ্দমায় অধস্থ আদালত যে ডিক্রী করেন তাহা যদি স্পষ্টতঃ বেআইনী হয় অথবা মোকদ্দমা রুবকার করণের সময়ে এমত কোন ভারি বেদাঁড়ার কর্ম্ম

---

* ১৮৩৬ সালের ১৭ অক্টোবরের ১০৫৫ নম্বরী আইনের অর্থ দেখ।

হয় যে সেই মোকদ্দমার সমস্ত কার্য্য ভ্রষ্ট হয় তবে সদর আদালতের যে সাধারণ কর্ত্তৃত্ব আছে তদনুসারে তাঁহারা সেই দোষ শুধরাইবার অভিপ্রায়ে জিলার জজ সাহেবকে আপনার সকল কার্য্য পুনর্ব্বিচার করিতে এবং সেই মোকদ্দমা আইনানুসারে নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিতে পারেন।—১৮৩৮ সালের ১ জানুআরির ১১১৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩৫। এই আইনের ১১৩ ধারার লিখিত হুকুমমতে কোন জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরহইতে নিষ্পত্তির কোন হুকুম হওনের সময়ে কাহারু উপর কসুর করা সাব্দ হইয়া থাকিলে তাহার স্থানে জরীমানার টাকা উসুল করা যাইবেক ও এক্ষনকার চলিত আইনের লিখিত দাঁড়ার মতে জরীমানার টাকা উসুল করণের ও আদালতের ডিক্রী ও হুকুম জারী হওনের নিমিত্তে ঐ লোককে কয়েদ করা যাইবেক এবং জজ সাহেবের উচিত যে আপন দেওয়া চূড়ান্ত হুকুমের কথাসম্বলিত কবকারীর নকল যত শীঘ্র হইতে পারে নিমকের এজেণ্ট কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠান কিন্তু যদি জিলা কি শহরের জজ সাহেবের দেওয়া হুকুমের উপর কোন প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতে আপীল হয় ও আপেলাণ্ট প্রবিন্সাল কোর্টের হুকুম আমলে আনিবার নিমিত্তে মাতবর জামিনী দাখিল করিতে চাহে তবে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের উচিত যে আপন হুকুম জারী করা মৌকুফ রাখিয়া প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতের চূড়ান্ত হুকুম না হওনপর্য্যন্ত বিনানুমতির লবণহওনের হুকুম হওয়া লবণ আমানৎ রাখণের নিমিত্তে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নামে হুকুম দেন ও উপরের লিখিত সমস্ত প্রকারেতে প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবো জিলা কি শহরের জজ সাহেবের করা ডিক্রী জারী করা মৌকুফ রাখণের হুকুম ঐ সাহেবকে দিতে কিম্বা জব্দ হওনের হুকুম হওয়া লবণ আমানৎ রাখণের অথবা জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হুকুমে উসুল হওয়া জরীমানার টাকা আমানৎ রাখণের নিমিত্তে নিমকের কার্য্যের মোতালক সাহেবদিগের নামে হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৫ ধা।

১৩৬। সদর আদালত আপনারদের এই মত জানাইয়াছেন যে ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ১১০। ১১১। ১১৫ ধারার দ্বারা নিমকের কর্ম্মকারকেরা এই দুই প্রকার দণ্ড করিতে পাবেন অর্থাৎ জরীমানা করিতে পাবেন কিম্বা জরীমানার পরিবর্ত্তে ১১০ ধারার নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে কয়েদের হুকুম করিতে পারেন। অথবা যে গতিকে জরীমানা ৫০৲ টাকার অনূর্দ্ধ হয় এবং জজ সাহেব সেই হুকুম জারী করেন এবং যে গতিকে জরীমানা তদপেক্ষা অধিক টাকা হওনাতে তিনি সেই মোকদ্দমা বিচারপূর্ব্বক নিষ্পত্তি করেন সেই২ গতিকে হুকুম জারীর সাধারণ রীত্যনুসারে তিনি সেই জরীমানা উসুল করিবেন। যদি ঐ জরীমানা আসামী জেলখানায় কয়েদ হওনের পূর্ব্বে দেওয়া যায় তবে তাহার মোকদ্দমা শেষ হইল। যদি কয়েদ হওনের পর জরীমানা দেওয়া যায় তবে মোকদ্দমার শেষ হইল এবং কয়েদ হওয়া ব্যক্তিকে খালাস করিতে হইবেক। যদি জরীমানা না দেওয়া যায় তবে জরীমানার পরিবর্ত্তে যে কয়েদের মিয়াদ নিরূপণ হইল তাহার সম্পূর্ণ কালপর্য্যন্ত সেই ব্যক্তির কয়েদ থাকিতে হইবেক কিন্তু তৎপরে জরীমানা উসুল হইতে পারে না অর্থাৎ অপরাধি ব্যক্তি কয়েদ হওনানন্তর খালাস হইলে তাহার স্থানে জরীমানার দাওয়া হইতে পারে না।—১৮৩৮ সালের ২ মার্চের ১১৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩৭। জিলা কি শহরের জজ সাহেব বিনানুমতির লবণের কারবার করণের অপরাধগ্রস্ত কোন লোকের খালাসীর কিম্বা ক্রোকহওয়া লবণ বিনানুমতির না হওনের অর্থে হুকুম করিলে তৎক্ষণাৎ ঐ লোক কি লোকেরা খালাস ও লবণের ক্রোক বরখাস্ত হইবেক ও যদি ক্রোকহওয়া লবণের পরিমাণ দুই শত মোন কিম্বা তাহাহইতে অধিক হয় ও সেই লবণের বিষয়ে যে ব্যক্তি এলাকা রাখে সেই ব্যক্তির তরফহইতে ঐ হুকুমের উপর আপীলের দরখাস্ত দাখিল হয় কি দাখিল করণের প্রসঙ্গ হয় তবে ঐ লবণের ক্রোক ঐ হুকুমের উপর প্রকৃতই আপীল হইবেক ইহা বুঝা যায় যাবৎ ও তাহা হইলে প্রবিন্সাল কোর্টহইতে হুকুম না হয় যাবৎ তাবৎ বরখাস্ত হইবেক না কিন্তু যদি জিলা কি শহরের জজ সাহেবের দেওয়া হুকুমের উপর এক মাসের মধ্যে কেহ আপীল না করে তবে ঐ লবণ তাহার অতিরিক্ত কাল ক্রোক থাকিবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৬ ধা।

১৩৮। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত হইবেক তাহা যে প্রকারে লবণসংক্রান্ত রাজস্ব রক্ষার্থ আইন উল্লঙ্ঘনবিষয়ক অন্য মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই প্রকারে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের নিয়মমতে নিষ্পত্তি হইবেক। এবং যে কর্ম্মকারক সাহেব ঐরূপ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন তিনি ঐ আইনের ১০০ ধারাঅবধি ১১৬ ধারাপর্য্যন্ত যে২ নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে সেই২ নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন। এবং উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকারকেরদের সমক্ষে ঐ আইনের লিখিত অপরাধের বিষয়ে যে ব্যক্তিরা বিচারিত হইয়া দোষী হয় তাহারদের বিষয়ে যেরূপ হুকুম আছে তদনুসারে এই আইনের বিধিক্রমে জরীমানা বা অন্য শাস্তির হুকুম যে ব্যক্তিরদের প্রতি হইয়াছে তাহারদের বিষয়েতে শহর কিম্বা জিলার জজ সাহেবের প্রতি কার্য্য করিবার হুকুম হইল কিন্তু এই আইনের

মধ্যে ইহার পরে যেং নিয়ম মতান্তর বা বৃদ্ধি হইবেক তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮৩৮ সা। ২৯ আ। ২৬ ধা।

১৩৯। যে সকল প্রকারেতে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে কোন লবণ সরকারে জব্দ হইয়া থাকে এবং যে সকল প্রকারেতে কোন ব্যক্তি এই আইনের ৩১ ও ৩৩ ও ৩৪ ও ৩৬ ও ৩৮ ও ৪০ ও ৪১ ও ৪২ ও ৪৩ ও ৪৫ ও ৪৬ ও ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ও ৫০ ও ৫১ ও ৫৩ ও ৫৪ ও ৫৫ ও ৬৬ ও ৬৭ ও ৬৮ ও ৬৯ ও ৭০ ও ৭৫ ও ৭৭ ও ৮৬ ধারার নিরূপিত কোন দণ্ডের যোগ্য হইয়া থাকে তাহাতে চূড়ান্ত হুকুম আদালতের কোন সাহেবের হজুরহইতে অথবা নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হজুরহইতেই বা হইয়া থাকে সে সকল প্রকারেতে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবেরা মোকদ্দমার এলাকাদার ব্যক্তির তরফহইতে দরখাস্ত দাখিল হইলে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব প্রথমতঃ মোকদ্দমার তজবীজ করিয়া থাকেন তাঁহার স্থানে মোকদ্দমার বেওরা কৈফিয়ৎ তাঁহারদিগের লবণ ক্রোক করার বিষয়ের চলিত দস্তুরমতে তলব করিয়া জরীমানার কি দণ্ডের টাকার মধ্যে যে কিছু কমান উচিত বুঝেন তাহা কমাইতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৭ ধা। ১ প্র।

১৪০। যদি নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কোন মোকদ্দমাতে যে কোন ব্যক্তি এই আইনমতে যে জরীমানার যোগ্য হইতে পারে সেই জরীমানা সমুদয় তাহার স্থানে উসুল করা অনুপযুক্ত ঠাহরান ও সেই ব্যক্তি নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যে হুকুম করিবেন তাহা আমলে আনিবার মজমুনে একরারনামা লিখিয়া দেয় এবং আদালতেতে উপস্থিত না হইয়া ঐ সাহেবের হজুরহইতে চূড়ান্ত হুকুম হওনের প্রার্থনা রাখে তবে নিমকের এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরহইতে অনুমতি লইয়া লবণের পরিমাণের ও জরীমানার টাকার সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৭ ধা। ২ প্র।

১৪১। জানান যাইতেছে যে কোন জিলা কি শহরের জজ সাহেব জরীমানার যত টাকা উসুল করেন তাহা সমস্ত উসুল হইবামাত্র নিমকের যে এজেণ্ট সাহেব কি চৌকীর যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব প্রথমতঃ মোকদ্দমার তজবীজ করিয়া থাকেন তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক ও অসঙ্গতরূপে লবণের কারবার হওনের সম্বাদ যাহারা দেয় তাহারা কি সরকারের তাবে কার্য্যকারকেরা এই আইনের লিখিত হুকুমমতে যে সকল ইনাম পাইতে পারিবেক তাহা বিভাগ করিয়া দেওনের বিষয়ে নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরহইতে হওয়া সামান্য কি বিশেষ হুকুম আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি। ১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৮ ধা।

১৪২। নিমকের এজেণ্ট কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অথবা আদালতের সাহেবের হজুরহইতে হুকুমহওয়া জরীমানা কিম্বা দণ্ডের টাকা কম হইবার কিম্বা সমুদয় মাফ হইবার নিমিত্তে যে সকল দরখাস্ত পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে দাখিল হইবেক তাহা নীচের লিখিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৯ ধা। ১ প্র।

১৪৩। যে সকল প্রকারেতে বিনানুমতির লবণ হওনের হুকুমহওয়া লবণের পরিমাণ ২০/ বিশ মোনের অধিক না হয় কিম্বা যে সকল প্রকারেতে হুকুমহওয়া জরীমানার টাকা ৫০৲ পঞ্চাশ টাকাহইতে অধিক না হয় সে সকল প্রকারেতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে যে দরখাস্ত দাখিল হইবেক তাহা ২৲ দুই টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৯ ধা। ২ প্র।

১৪৪। যে সকল প্রকারেতে লবণের পরিমাণ ২০/ বিশ মোনের অধিক হয় ও ১০০/ এক শত মোনের অধিক না হয় কিম্বা যে সকল প্রকারেতে হুকুমহওয়া জরীমানার টাকা ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অধিক হয় ও ২৫০৲ আড়াই শত টাকার অধিক না হয় সে সকল প্রকারেতে ৪৲ চারি টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৯ ধা। ৩ প্র।

১৪৫। যে সকল প্রকারেতে লবণের পরিমাণ ১০০/ এক শত মোনহইতে অধিক হয় ও ২০০/ দুই শত মোনের অধিক না হয় কিম্বা যে সকল প্রকারেতে হুকুমহওয়া জরীমানার টাকা ২৫০৲ আড়াই শত টাকার

অধিক হয় ও ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় সে সকল প্রকারেতে ৬৲ ছয় টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৯ ধা। ৪ প্র

১৪৬। যে প্রকারেতে লবণের পরিমাণ ২০০/ দুই শত মোনহইতে অধিক হয় কিম্বা হুকুমহওয়া জরীমানার টাকার সংখ্যা ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অধিক হয় তাহাতে ৮৲ আট টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ দরখাস্ত লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১১৯ ধা। ৫ প্র।

১৪৭। নিমকের এজেণ্ট সাহেবদিগের ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের উচিত যে তাঁহারদিগের হজুরে কোন লোকের নামে নালিশ হইয়া তাহা যদি সাবুদ না হয় তবে তৎক্ষণাৎ সেই লোককে ও ক্রোক-হওয়া লবণ কি অন্য বস্তু ছাড়িয়া দেন ও যে লোকের নামে নালিশ হইয়া থাকে সেই লোক যদি নিমকের কার্য্যের মোতালক সরকারী কার্য্যকারকদিগের মধ্যে হয় তবে পরমিট ও আফীন ও নিমকের বোর্ডের সাহেবেরা নিমকের এজেণ্ট সাহেবের কি চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ঐ লোকের খালাসীর বিষয়ে দেওয়া হুকুমের তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে ঐ সাহেবদিগের নামে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরে মোকদ্দমার রোয়দাদ পাঠাইবার নিমিত্তে হুকুম দিবেন ও সেই জজ সাহেবের উচিত যে ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি এই আইনের ১১২ ধারাতে এমতং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে যে প্রকার নিরূপণ হইয়াছে সেই প্রকারে করেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১২০ ধা।

১৪৮। যদি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেব লোকের হজুরে ইহা প্রমাণ হয় যে দস্তু ও জখকরা দেশের মধ্যগত পঞ্চোত্তরার কোন কাছারীর নিয়োজিত এদেশীয় কোন কার্য্যকারক বিনারওয়ানাতে কোন প্রকার লবণ আমদানী কি রপ্তানী হওনের বিষয়ে আলগী ও আচ্ছল্য করিয়াছে তাহার উপর তাহার ছয় মাসের মাহিয়ানার অধিক না হয় এমত জরীমানা হইবেক ও সরকারের উকীলের দ্বারা ঐ জরীমানার সঙ্ঘ্যাসম্বলিত বোর্ডের সাহেবেরদের দস্তখতী হুকুমনামার নকল দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইলে আদালতের ডিক্রী জারী হওনের নির্দ্ধারিত মতানুসারে ঐ আদালতহইতে ঐ জরীমানার হুকুম জারী হইবেক ইতি।—১৮১০ সা। ১৭ আ। ৫ ধা।

১২ ধারা।

লবণবিষয়ি আইনে যে সকল মোকদ্দমার বিষয়ে বিধান হয় নাই তাহা দেওয়ানী আদালতে অর্পণ করণ।

১৪৯। যদি লবণ প্রস্তুত ও স্থানান্তর ও খরীদ ও বিক্রয় হওন ও রাখণের বাবতে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব কি নিমকচৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কি সরকারের কার্য্যকারক ও অন্য কোন লোকের মধ্যেতে এমত কোন বিরোধ উপস্থিত হয় যে তাহার নিমিত্তে এই আইনেতে বিশেষ করিয়া কোন হুকুম লেখা নাহি তবে ঐ উভয় বিরোধিদিগের প্রত্যেকে জিলা কি শহরের আদালতে ঐ বিরোধের নালিশ করিতে পারিবেন ও ঐ আদালতের সাহেব অন্যং মোকদ্দমাসকলের তজবীজ করণেতে আইন ও দস্তুর মতে যেং হুকুম মতাচরণ করেন এমতং বিরোধের মোকদ্দমার তজবীজ করণেতেও সেইং হুকুম আপন কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে করিতে থাকিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ১২৬ ধা।

১৩ ধারা।

সরকারী কার্য্যকারকেরদের নিমক মহালের অধিকার করণের স্বত্ব নিরূপণ করণের বিষয়ে ও তাহার মূল্যের হারবিষয়ে দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ বিধি।

১৫০। জিলা চব্বিশপরগনা ও যশোহর ও ভুলুয়া ও চাটিগ্রামের লবণের এজেণ্ট সাহেবের কর্তৃত্বে লবণ প্রস্তুত হওনের বিষয়ে এক্ষণে যে সকল দাঁড়া চলিতেছে তাহা নির্দ্দিষ্ট করণাবধি ঐং জিলাতে কোনং জমীদারের জমায় যে কমী দেওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত তাহার স্থির এবং ঐ লবণের এজেণ্ট সাহেবের

কর্তৃত্বের তাবে থাকা কার্য্যকারকদিগের ও ঐ জমীদারদিগের পরস্পর কৃত দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবার কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে অনুসন্ধান করিবার অর্থে হুকুম দেওয়া গিয়াছে অতএব ঐ অনুসন্ধানের দ্বারা যাহা জানা যায তদনুরূপ কার্য্য করণের নিমিত্তে এই কার্য্যোপদেশ ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে এবং লবণ পোখ্তানের নিমিত্তে যে লোণা ভূমি কি অন্য ভূমির আবশ্যক হয তাহার বিষযে যে কোন নালিশ করিতে হয় তাহার এবং ঐ ভূমির পরিবর্ত্তে যে টাকাইত্যাদি দিতে হয তাহারো নিষ্পত্তি করণেতে আদালতের সাহেবেরা এবং লবণের ও ভূমির রাজস্বের কার্য্যকারক এবং সরকারের অন্য সমস্ত কার্য্যকারকেরা ঐং কার্য্যোপদেশ ও হুকুমানুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

১৫১। নিমক মহাল সরকারের নিজে রাখিবার সময়ে খালাড়ীর ভাড়াইত্যাদির নিমিত্তে জমীদারদিগকে জযায যে কমী দেওয়া গিয়াছে তাহা এই অভিপ্রায়ে দেওয়া গিযাছে যে সরকারব্যতিরিক্ত অন্য কেহ লবণ প্রস্তুত করিতে পারিবেক না এই নিষেধযুক্ত লবণ প্রস্তুত করিবার কার্য্যের স্থির করণের সময়ে যেং মহাল সরকারে লওয়া গিযাছে তাহাতে জমীদারদিগের যে মালগুজারী দিতে হইত তাহার ভার লাঘব হয ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।

১৫২। প্রথম কালেতে যেং জমীদারইত্যাদির আপনং ভূমির বাঙ্গলা ১১৮৮ সালের পূর্ব্বের উৎপন্নের পরিবর্ত্তে জমায কমী পাওনের দরখাস্ত মঞ্জুর করা গিযাছে যে ভূম্যধিকারিরা উপরের লিখিত কথানুসারে তৎকালে যত উৎপন্ন পাওনেতে ক্ষান্ত হইযাছিল তত্তুল্য কমী পাইযাছে তাহারা সেই ভূম্যধিকারিবর্গের মধ্যে গণনা করা যাইবেক অতএব এই প্রকরণের দ্বারা জানান যাইতেছে যে ঐ জমীদারইত্যাদিকে যতং টাকা কমী দেওয়া গিয়াছে সেই কমী সর্ব্ব কালের নিমিত্তে বহাল থাকিবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৪ প্র।

১৫৩। ভূমির মালগুজারীতে খালাড়ীর কেরায়া পাওনার বাবতে কিছু টাকা উসুল দিবার দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে এবং বাঙ্গলা ১১৮৮ সালের পূর্ব্বে ঐ কেরায়া বাবতে বিশেষরূপে যে কমী দেওয়া গিযাছে কিম্বা ইহার পরে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যাহা কমী দেওয়ার হুকুম হইবেক তাহা ব্যতিরেকে ভূমির জমায় কিছু কমী দিতে কিম্বা মাফ করিতে কালেক্টর সাহেবদিগকে ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেব লোককে নিষেধ করা যাইতেছে ইতি।— ১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৫ প্র।

১৫৪। যেং খালাড়ীতে এক্ষণে লবণের কার্য্য করা যাইতেছে তাহার কিম্বা ইহার পরে যেং খালাড়ীতে ঐ কার্য্য করা যাইবেক তাহার কেরায়ার কিম্বা পূর্ব্বকালে যেং খালাড়ীতে ঐ কার্য্য করা গিয়াছে তাহার বাবৎ গত কএক সালের কেরায়া পাওনা থাকনের দাওয়া যে কোন সদর মালগুজার করে তাহার কর্ত্তব্য যে ইহার পরে যাহাং লেখা যাইবেক তদনুসারে তাহার সমাধা করাইবার কারণ নিমকের এজেণ্ট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করে ইতি। —১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৬ প্র।

১৫৫। বাঙ্গলা ১১৮৮ সালের পূর্ব্বে খালাড়ীর ভাড়ার নিমিত্তে জমায় যে কমী দেওয়া গিয়াছে তাহা এখনো সরকারের রাজস্বের বহীতে অমনি রাখা যাইবেক এবং লবণের সিরিশতার হিসাবে খরচ লেখা যাইবেক কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষরূপে অন্য প্রকার হুকুম না হইলে লবণ প্রস্তুত করিবার আগামি বৎসরের আরম্ভঅবধি মলঙ্গীদিগের স্থানহইতে খালাড়ীর ভাড়া ও বারাকরসাইত্যাদি লওয়া সম্যক্ প্রকারে মৌকুফ হইবেক এবং ঐ অঙ্ক উঠিযা যাইবেক এবং ইহার পরে সরকারের বিশেষ হুকুম ব্যতিরেকে কোন গোমাশতা কি অন্য কেহ যদি ঐ অঙ্ক বলক্রমে লইতে উদ্যত হয় কিম্বা কোন প্রকারে তাহা তাহারদিগের স্থানে তলব করে তবে ইহা লবণের এজেণ্ট সাহেবের নিকটে প্রমাণ হইলে সে ব্যক্তি তৎক্ষণে কর্ম্মচ্যুত হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৭ প্র।

১৫৬। সরকারের কার্য্যকারকেরা মলঙ্গীদিগের স্থানে গোড়কাটী কিম্বা লবণ পাক করিবার কাষ্ঠের নিমিত্তে জঙ্গল কাটার কারণ ঐ মত আর যে কোন প্রকার কর লইত তাহা সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব বলিয়া কি আর কোন প্রকার বলিয়াই বা লইয়া থাকুক শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিশেষ হুকুম হওনব্যতিরেকে তাহা লওয়া এখনঅবধি মৌকুফ হইল ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৮ প্র।

১৫৭। ইহার পরে সরকারহইতে দেওয়া দাদনের পরিবর্ত্তে লবণ দাখিল করিবার অর্থে যে কবুলিয়ৎ

লেখা যাইবেক তাহাতে সরকারহইতে মোটে যত টাকা দেওয়া যাইবেক তাহার মধ্যে জ্বালানী কাষ্ঠের নিমিত্তে যত দেওয়া যাইবেক তাহা সাধ্যমত বিশেষ করিয়া লেখা যাইবেক এবং অন্যং বিষয়েও যথাশক্তি বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক এবং সরকারহইতে বিশেষ হুকুম হওনবিনা কোন বিষয়েতে কিছু লওন কিম্বা কমী করণব্যতিরেকে মলঙ্গীদিগকে যত টাকা দিতে হইবেক তাহাও তাহাতে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক ইতি। —১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ৯ প্র।

১৫৮। লবণের এজেণ্ট সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ইহার পরেই যে দাদন দেওয়া যাইবেক তাহা দেওনের সময়ে কিম্বা তাহার পরে যত শীঘ্র হইতে পারে ইহা নিশ্চয় করিয়া বহীতে লিখিবেন যে আপন সরহদ্দের মধ্যে হওয়া খালাড়ীসকলের এবং লবণ জন্মিবার ভূমির অধিকারী কেং ইতি।- ১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ১০ প্র।

১৫৯। নিমকপোখ্তানীর বিষয়ে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের একাধিপত্য হওন কালাবধি অদ্যপর্য্যন্ত সরকারের নিমকের সিরিশতার হুকুমেতে যে লোণা ভূমিতে লবণ জন্মান গিয়াছে কিম্বা ইস্তমরারী অর্থাৎ সর্ব্বকালিক বন্দোবস্তের পূর্ব্বে এবং পরে আর কোন প্রকারে সরকারে যে ভূমি লওয়া গিয়াছে এবং রাখা গিয়াছে সে ভূমি বাস্তব ইস্তমরারী বন্দোবস্তহওয়া জমীদারীর মধ্যগত হইলে ও সরকারের নিমকের সিরিশতার কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের সেই ভূমি সর্ব্বকাল দখলের অধিকার দ্বারা তাহার খাজানা দেওনবিনা দখল করণের যোগ্য বোধ হইবেক এবং সেই ভূমি সরকারহইতে কোন ব্যক্তি ইজারা লইয়া থাকিলে তাহার পাট্টার মিয়াদ গত হওনের পর যেমন অন্য কোন জনকে ইজারা দেওনের যোগ্য হইত সেইমত নিমকের সিরিশতার সাহেব লোকেরা সেই ভূমি ছাড়িয়া দিলে পর তাহা মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের দ্বারা রাজস্ব নির্দ্ধার্য্যের যোগ্য বোধ হইবেক ইতি। -১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ১১ প্র।

১৬০। ইস্তমরারী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে কিম্বা পরে যে লোণা ভূমিতে নিমকের কারখানা করা গিয়া থাকে কোন ব্যক্তি তাহার খাজানা কি অন্য কোন প্রকার এওজের দাওয়া করণবিনা যদি সরকারহইতে সেই ভূমিতে বারো বৎসরপর্য্যন্ত ঐ কারখানা করা গিয়া থাকে তবে সে ভূমি সরকারের নিজ ভূমি বোধ হইবেক ইতি।— ১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ১২ প্র।

১৬১। ইস্তমরারী বন্দোবস্তের পরে যে লোণা ভূমিতে নিমকের কারখানা করা গিয়াছে এবং সেই ভূমির কারণ খাজানা কি অন্য কোন প্রকার এওজ কোন ব্যক্তিরদিগকে এক্ষণে দেওয়া যাইতেছে আদালতের ডিক্রীর দ্বারা অন্য প্রকার হুকুম না হওনপর্য্যন্ত সেই ভূমিতে ঐ ব্যক্তিদিগের স্বত্বাধিকার বোধ হইবেক এবং নিমকের সিরিশ্তার সাহেব লোক যাবৎ কাল ঐ ভূমি নিমকের কারখানার নিমিত্তে রাখেন তাবৎ কাল ঐ ব্যক্তিরা ঐ ভূমির খাজানা যত ঐ কারখানা হওনের পূর্ব্ব বৎসর পাইয়া থাকে তত করিয়া বৎসরং পাইবেক ও সেই খাজানা রোক টাকাতে দেওয়া যাইবেক এবং তাহা অন্য প্রকার বিশেষ হুকুম না হইলে কোন চুক্তিকরণিয়া কি মলঙ্গীর স্থানে কিছু তলব করণব্যতিরেকে সাল্ট এজেণ্ট সাহেবের হিসাবে ঐ কারখানার অন্যং খরচের মধ্যে লেখা যাইবেক। যত কাল নিমকের সিরিশতার সাহেব লোকেরা সেই ভূমিতে নিমকের কার্য্য করিবেন সেইপর্য্যন্ত ঐ খাজানা দেওয়া যাইবেক ও সেই ভূমির লোণা গুণ গত হইলে যখন সাল্ট এজেণ্ট সাহেব তাহা ছাড়িয়া দেন্ তখন দেওয়া মৌকুফ হইবেক কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে নিমকের সিরিশ্তার সাহেবদিগের ঐ ভূমির খাজানা দেওনপ্রযুক্ত কিম্বা যে জন আপনাকে ঐ ভূমির অধিকারী বলে তাহার দ্বারা অন্য প্রকার তহসীল হওনপ্রযুক্তও যদি সেই ভূমি রাজস্ব দেওয়ার যোগ্য হয় তবে এই প্রকরণের লিখিত কোন কথা ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের হুকুমানুসারে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের নিমকের সিরিশতাতে দখল হওয়া ঐ ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করণের প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ১ আ। ৯ ধা। ১৩ প্র।

১৬২। উপরের লিখিতমতে যদি কোন ভূম্যধিকারী ভূমির বাবৎ দাওয়া করে এবং কালেক্টর সাহেব ইহা বুঝেন যে সেই চর কিম্বা অন্য লোণা ভূমি সরকারের তথাপি সেই ভূমির কারণ নিমকের সিরিশতাহইতে যত খাজানা দিতে হইবেক তাহা তিনি নিমকের এজেণ্ট সাহেবের সহিত স্থির করিবেন এবং এপ্রকার হইলে ঐ ভূম্যধিকারির করা দাওয়ার নিষ্পত্তি বোর্ডেতে হইবার নিমিত্তে আপন কৃত কার্য্যের বেওরার কাগজ বোর্ডে

পাঠাইবেন ও ইহাও জানান যাইতেছে যে কালেক্টর সাহেব ভূম্যধিকারিদের লাভার্থে যেং নিষ্পত্তি করেন সেইং বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরা তাঁহার কৃত কার্য্যের বেওরার সকল কাগজ পাঠাইতে হুকুম দিতে পারিবেন এবং নিমকের এজেণ্ট সাহেবের দরখাস্তেতে কিম্বা আর কোন প্রকারে যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ইহা জ্ঞান করেন যে কালেক্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তি ভ্রান্তিক্রমে হইয়াছে তবে তাঁহারা সেই দাওয়ার বিচারকরণপূর্ব্বক নিষ্পত্তি করিতে পারেন। মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরদের কৃত নিষ্পত্তি যদি সরকারের লভ্যার্থে হয় তবে সেই নিষ্পত্তি রদ করিবার নিমিত্তে আদালতে নালিশ হইতে পারে। পূর্ব্বোক্তমতে যে কোন ভূমি দখল করা যাইতেছে যে ব্যক্তি সেই ভূমির দাওয়া করে তাহাতে যদি তাহারি স্বত্বাধিকার থাকনের নিষ্পত্তি হয় তবে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা নিমকের সিরিশতার সাহেবদিগের স্থানে যত খাজানা পাইবার স্থির করিয়া থাকেন তত খাজানা সেই দাওয়াকরণিয়া ব্যক্তি পাইবেক আর যদি ঐ মত স্থিরকরা খাজানাতে ঐ দাওয়াকরণিয়া অসম্মত হয় তবে সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে যে ভূমি লওয়া যায় তাহার পরিবর্ত্তের বিষয়ে এই আইনেতে উপরে যেমতং লেখা গিয়াছে সেইমত তাহার প্রাপ্তব্য টাকার সংখ্যা সালিসদিগের দ্বারা স্থির করা যাইবেক কিন্তু ইহা হইলে নিমকের এজেণ্ট সাহেব সেই ভূম্যধিকারিকে স্থিরকরা খাজানা যত কাল দেন তত কাল সেই ভূমিহইতে বেদখল হইতে পারিবেন না ইতি। ১৮২৪ সং। ১ আ। ১০ ধা। ৩ প্র।

১৬৩। দখলকরা লোণা ভূমির খাজানার বাবং যেং দাওয়া এক্ষণে করা যাইতেছে তাহার নিষ্পত্তি করণেতে উপরের লিখনমত কার্য্য করা যাইবেক কিন্তু ঐ নিমিত্তে কি তত্তুল্য অন্য কোন নিমিত্তে ভূমির জমায় কিছু কমী দেওয়া যাইবেক না ইতি। ১৮২৪ সং। ১ আ। ১০ ধা। ৪ প্র।

১৬৪। নিমকের সিরিশতায় ইজারা লওয়া কোন চর কি অন্য ভূমিতে যাবৎ নিমকের কারখানা করা যায় তাবৎ কাল কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতিব্যতিরেকে ঐ চরই ত্যাদি কোন ভূমিতে কোন কৃষিকর্ম্ম কেহ করিতে পারিবেক না ও এই হুকুম না মানাতে যে কোন ফসল সেই ভূমিতে জন্মান যায় তাহা ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে নিমকের এজেণ্ট সাহেব ও তাহার তাবে কার্য্যকারকেরা ক্রোক ও জব্দ ও বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং এই হুকুমমত কার্য্য করণেতে পোলীসহইতে সহায়তা চাহিলে পাইতে পারিবেন ও কোন ব্যক্তি আইনের বিরুদ্ধে ঐ প্রকার ভূমিতে কৃষি কার্য্য করিলে কি তাহার জঙ্গল কাটিলে কিম্বা তাহাতে চাসাদি দিলে অথবা তাহাতে কৃষির ও জঙ্গল কাটনের উপক্রমরূপে কোন কর্ম্ম করিলে কিম্বা অন্য কোন জনের দ্বারা তাহা করাইলে যদি ইহা কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে প্রমাণ হয় তবে তাহাতে নিমকের সিরিশতার যেং ক্ষতি হয় তাহা হওনপ্রযুক্ত আদালতে নালিশের যোগ্যহওনের অতিরিক্ত পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক দোষের নিমিত্তে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা ঐ ব্যক্তির দিতে হইবেক কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতে দখলকরা কোন চর কি অন্য লোণা ভূমি যদি স্বাভাবিক কোন কারণেতে নিমকের সিরিশতার কার্য্যের অযোগ্য হয় তবে তাহা সেই ভূমির অধিকারী কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেব লোকের যাহাতে প্রত্যয় হয় এমত প্রমাণ দিলে কিম্বা আদালতে নালিশ করণদ্বারা বিচারপূর্ব্বক প্রমাণ হইলে সেই ভূমির নিমিত্তে নিমকের এজেণ্ট সাহেবের স্থানে যে খাজানাইত্যাদি পাইত তাহা ত্যাগ করিয়া ভূমি ফিরিয়া পাইতে পারে ইতি। —১৮২৪ সং। ১ আ। ১২ ধা।

১৪ ধারা।

পাপর।—ফরিয়াদী ও তাহারদের মোকদ্দমা।

১৬৫। পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন লোকেরদের মোকদ্দমা উপস্থিত করণের বিষয়ে সম্প্রতি যে আইন চলন আছে তাহার অতিরিক্ত এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইহার পর যে আদালতে যোত্রহীন ব্যক্তির দরখাস্ত দাখিল হয় ঐ আদালতের বিচারক দরখাস্ত গ্রাহ্য করণের পূর্ব্বে ঐ দরখাস্তকারি ব্যক্তিকে কি তাহার মোখ্তারকারদিগকে অথবা সাক্ষিরদিগকে শপথ করাইয়া কিম্বা শপথের পরিবর্ত্তে সুকৃতিপত্র লওয়া যাইতে পারিলে তাহারদের স্থানে সুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইয়া তজবীজ করণপূর্ব্বক যদ্যপি নিশ্চয় বোধ করেন যে ঐ-

রূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করণের বিশিষ্ট হেতু নাহি তবে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন ব্যক্তি যোত্রহীনরূপে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেক না ইতি।—১৮৩৯ সা। ৯ আ। ১ ধা।

১৬৬। ১৮৩৯ সালের ৯ আইনের ১ ধারানুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সম্যক্‌রূপ কারণ আছে কি না ইহা নির্দ্ধার্য্য করণেতে যে এক বিষয় সংযুক্ত ছিল তৎসম্পর্কে দরখাস্তকারী বিপরীত এজহার দেওয়াতে তাহার পাপরস্বরূপ নালিশ করিবার দরখাস্ত হেয় হইল।—১৮৪৭ সালের ১১ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৬৭। শাহারণপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে যোত্রহীনমতে যাহারা নালিশ করিতে দরখাস্ত করে তাহারদের বিষয়ে ১৮৩৯ সালের ৯ আইনের ১ ধারায় যে তহকীক করণের হুকুম আছে তাহা জজ সাহেবের আপনার করিতে হইবেক অন্যকে ভার দিতে হইবেক না।—১৮৪০ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের ১২৮৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬৮। সদর আদালতের সাহেবেরা ১৮৪১ সালের ১২ নবেম্বর তারিখের ১৭০ নম্বরী ছাপাহওয়া সরক্যুলর অর্ডর এবং ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারার বিধান পুনর্ব্বিবেচনা করাতে তোমাকে জানাইতে আদেশ করিয়াছেন যে উক্ত সরক্যুলর অর্ডর রদ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিবা এবং তাহার মধ্যে লিখিত প্রকার বিষয়ে তুমি উত্তর কালে নীচের লিখিত বিধানমতে কার্য্য করিবা।—১৮৪৩ সালের ১১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

১৬৯। যোত্রহীনরূপে নালিশ করিতে যাহারা দরখাস্ত দেয় তাহারদের যোত্রহীনতার সত্যতার বিষয় তহকীক করণার্থে ঐ দরখাস্ত প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করণের পূর্ব্বে জজ সাহেব ঐ নালিশ করণের বিশিষ্ট হেতু আছে কি না এই বিষয় ১৮৩৯ সালের ৯ আইনের ১ ধারার বিধানমতে আপনি নিষ্পত্তি করিবেন।—১৮৪৩ সালের ১১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৭০। জজ সাহেব ১৮৩৯ সালের ৯ আইনানুসারে ঐ বিষয়ের নিষ্পত্তি করিলে পর ফরিয়াদীর যোত্রহীনতার সত্যতার বিষয় তহকীক করিতে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারামতে তাহার দরখাস্ত প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করিবেন এবং ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর কি নামঞ্জুরের যে হুকুম হয় তাহার উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইবেক।—১৮৪৩ সালের ১১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৭১। গোরক্ষপুরের জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনক্রমে যোত্রহীনের ন্যায় নালিশ করণের যে দরখাস্ত হইয়াছিল তাহার বিষয়ে ১৮৩৯ সালের ৯ আইন জারী হওনের সময়ে যদি কোন হুকুম না হইয়া থাকে তবে সেই দরখাস্তের বিষয়ে ঐ ১৮৩৯ সালের ৯ আইন খাটে কি না। তাহাতে সদর আদালত তাহাকে জানাইলেন যে ১৮৩৯ সালের ৯ আইন জারী হওনের সময়ে যোত্রহীনের ন্যায় নালিশ করণের পূর্ব্বকরা যে দরখাস্তের বিষয়ে হুকুম হয় নাই সেই সকল দরখাস্তের ঐ আইনের বিধির অনুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।—১৮৩৯ সালের ২ আগষ্টের ১২২৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭২। ঐ জিলার জজ সাহেব আরো জিজ্ঞাসা করিলেন যে উক্ত ১৮৩৯ সালের ৯ আইনের ১ ধারানুসারে জজ সাহেবকে বিবেচনা করণের যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল তৎক্রমে যদি তিনি মোকদ্দমা উপস্থিত করণের উপযুক্ত কারণ না দেখন-প্রযুক্ত যোত্রহীনের ন্যায় মোকদ্দমা করিতে কোন ব্যক্তির দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন তবে দরখাস্তকারী সেই বিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের কোন নূতন কারণ জানাইবার নিমিত্তে অথবা তাহার প্রথম দরখাস্ত যে চুক অথবা অশুদ্ধ হওনের দ্বারা না-মঞ্জুর হইয়াছিল সেই চুক বা দোষ শুধরাইবার জন্যে দ্বিতীয় দরখাস্ত করিলে জজ সাহেব তাহা আপনার ক্ষমতাক্রমে লইতে পারেন কি না কিম্বা ঐ দ্বিতীয় দরখাস্ত পূর্ব্বের হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের ন্যায় জজ সাহেবের জ্ঞান করিতে হইবেক এবং তদনুসারে তাহার বিষয়ে কার্য্য করিতে হইবেক কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত এই বিধান করিলেন যে জজ সাহেব এক দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলে আপনার ক্ষমতাক্রমে দ্বিতীয় দরখাস্ত লইতে পারেন না কিন্তু ঐ দ্বিতীয় দরখাস্ত আপনার হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন।—১৮৩৯ সালের ২ আগষ্টের ১২২৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭৩। সদর দেওয়ানী আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরা বিধান করিতেছেন যে যোত্রহীনমতে নালিশ করণের অনুমতি পাইবার দরখাস্ত ১৮৩৯ সালের ৯ আইনের ১ ধারানুসারে জিলার জজ সাহেব নামঞ্জুর করিলে তাহার হুকুমের উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে।—১৮৪২ সালের ২২ জুলাইর ১৩৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭৪। যে মিয়াদ খেলাফ হইয়াছে তাহা যদি এত কাল না হয় যে তৎপ্রযুক্ত সম্পূর্ণ ইষ্টাম্প কাগজে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের নিবারণ হয় তবে কেবল এমত মিয়াদ অতীত হওনপ্রযুক্ত পাপরস্বরূপ নালিশ করিবার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না।—১৮৪৪ সালের ২২ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫৮ পৃষ্ঠা।

১৭৫। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে এই আইনের লিখিত হুকুম প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া সরাসরীভিন্ন মোকদ্দমাতে খাটিবেক ও প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া কোন সরাসরী মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ও জানা কর্ত্তব্য যে যোত্রহীনদিগের যেং মোকদ্দমার নালিশী আরজী কি আপীলের দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে দাখিল হইয়াছে সেইং মোকদ্দমারো সহিত এই আইনের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না কিন্তু যোত্রহীনেরদিগের প্রথমতঃ কিম্বা আপীলমতে উপস্থিতহওয়া সেইং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি পূর্ব্বের আইনের মতে হইবেক ইতি। - ১৮১৪ সা। ২৮ আ। ১৭ ধা।

১৭৬। আমি সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে যোত্রহীন ফরিয়াদী নালিশের আরজী সিরিশ্তায় দাখিল করিলে আসামী আপন উকীলের সমুদয় বসুম আমানৎ করণের অথবা নয়বী মোকদ্দমার খরচা দেওনের পূর্ব্বে সরাসরীরূপে এমত ওজর করিতে পারে কি না যে ঐ দাওয়া আইনবিরুদ্ধ এবং দাবীর সম্পত্তির মূল্যের অতিরিক্ত ধরা গিয়াছে। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ধারায় হুকুম আছে যে ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট সওয়ালজওয়াব বিনা আর কোন সওয়ালজওয়াব গ্রাহ্য করিতে নিষেধ আছে অতএব ফরিয়াদী মোকদ্দমার যে হেতু আপন আরজীতে লিখিয়াছে তাহাতে আসামীর কোন ওজর থাকিলে তাহা সরাসরীরূপে শুনা যাইতে পারে না কিন্তু ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৫ ধারার কল্পিত মোকদ্দমার সদৃশ ঐ ওজর প্রথমতঃ নালিশের জওয়াবে লিখিতে হইবেক। —১৮৩৩ সালের ৩০ আগষ্টের ৮২১ নম্বরী আইনের অর্থ।

[১৮৩৯ সালের ৯ আইনানুসারে জজ সাহেব দরখাস্ত গ্রাহ্য করণের পূর্ব্বে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সম্ভাবনীয় কারণ আছে কি না তাহা নির্দ্ধার্য্য করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আছেন।]

১৭৭। এই আইন জারী হইলে পর কোন ব্যক্তিকে ৬৪ চৌষট্টি টাকার অধিক না হয় এমত দাওয়ার কোন মোকদ্দমাতে যোত্রহীনমতে নালিশ করিতে কিম্বা তাহার জওয়াব দিতে অনুমতি নাহি অতএব জানা কর্ত্তব্য যে এই হুকুমানুসারে মুনসেফদিগকে অতিনিষেধ আছে যে কোন ব্যক্তি যোত্রহীনমতে যে কোন মোকদ্দমার নালিশ দরপেশ করিতে চাহে তাহা না শুনে ও তাহার বিচার না করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ৩ ধা।

১৭৮। জাত্যংশের হানি কি তহমৎ অর্থাৎ অপবাদ কিম্বা গালিগালাজ অথবা মারিপিট সম্পর্কীয় হুরমত বহা অর্থাৎ মর্য্যাদার মূল্যের দাওয়ার কোন মোকদ্দমাতে কি শারীরিক ক্ষতি ও হানিসম্পর্কীয় অন্য কোন মোকদ্দমাতে কিম্বা দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রাদি কাহার স্থানে থাকিলে তাহা পাইবার বাবৎ কি জবদ্হওয়া জিনিসের মূল্যের হিস্যা পাওনের বাবৎ কিম্বা সরকারী আইনের হুকুমের বহির্ভূত হইয়া কর্ম্ম করাতে যে জরীমানা ও অন্য দণ্ড হয় তাহার বাবৎ আরং মোকদ্দমাতে কোন ব্যক্তিকে যোত্রহীনমতে নালিশ করিতে অনুমতি নাহি ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ৪ ধা।

১৭৯। সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে খোদখাস্ত রাইয়তেরা বেদখল হওয়াতে নোকসানের বিষয়ে যে নালিশ করে এবং ক্ষেত্রে জলসেচনের নিষেধ হওয়াতে তাহারদের যে নোকসান হয় তাহার বিষয়ে যে মোকদ্দমা করে তাহা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত নিষেধের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না যেহেতুক ঐ প্রকরণ কেবল শারীরিক হানির মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে এবং সম্পত্তির বিষয়ে যে নোকসান হইয়াছে তাহাতে খাটে না অতএব মুনসেফেরা এই প্রকার মোকদ্দমা শুনিতে পারেন না। কিন্তু প্রথম প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে ১৮৩৩ সালের ১৫ নবেম্বরের সর্কুলর অর্ডরে হুকুম আছে যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেব সেই প্রকার দাওয়া শুনিতে ও বিচার করিতে পারেন। সেইরূপে সেই প্রকার দাওয়া যোত্রহীনের দ্বারা উপস্থিত করণের বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৪ ধারার বিধি তোমার লিখিত মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে না কেননা সেই নিষেধ কেবল শারীরিক হানির মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে —১৮৩৪ সালের ১৬ ডিসেম্বরের ৯১৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮০। যদি কোন জিলা ও শহরের আদালতে কি কোন প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতে কোন ব্যক্তি কোন মোকদ্দমাতে যোত্রহীনমতে দাওয়া দরপেশ করিতে চাহে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে মুৎফরক্কা দরখাস্ত লেখা যাইবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারাতে [এক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইন] যে ইষ্টাম্প কাগজ মোকরর হইয়াছে সেই মত ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত লিখিয়া আপনি নিজে আদালতের কাছারীতে হাজির হইয়া দাখিল করে কিন্তু সেই ফরিয়াদী যদি এমত কোন স্ত্রীলোক হয় যে তাহার জাতি ও মর্য্যাদার দৃষ্টে এদে-

শের রেওয়াজমতে আদালতের কাছারীতে তাহাকে হাজির করাণ অনুচিত তবে সেই ফরিয়াদী কোন ব্যক্তিকে এই কর্ম্মের নিমিত্তে জাবেতামতে আপন তরফ মোখ্তার মোকরর করিয়া তাহার মারফৎ ঐ দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

১৮১। ইহার দ্বারা হুকুম হইতেছে যে মান্যা স্ত্রীলোকদের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণে যে বিধি আছে তাহা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর সদর দেওয়ানী আদালতে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনরূপে যে ব্যক্তি আপীল করণের ইচ্ছা করে ঐ আদালতের বিবেচনানুসারে তাহার উপর খাটিতে পারে।—১৮৪০ সা। ১৯ আ।

১৮২। দরখাস্তকারী ফৌজদারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞাক্রমে জেলখানায় কয়েদ ছিল কিন্তু ১৮৪০ সালের ১৯ আইনের বিধানানুসারে স্বয়ং হাজির না হইয়া পাপরস্বরূপ আপীল করণের অনুমতি পাইল। —১৮৪১ সালের ৩০ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম। ৩২ পৃষ্ঠা।

১৮৩। বিধান হইল যে যে ব্যক্তি মৃত যোত্রহীন ফরিয়াদীর দানপত্রক্রমে আপনাকে উত্তরাধিকারী কহে সেই ব্যক্তির আবশ্যক যে যোত্রহীনরূপ নালিশ করণের অনুমতির বিষয়ে নূতন দরখাস্ত করে।—১৮৪৭ সালের ১ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৮৪। ঐ দরখাস্তেতে যে বিষয়ের দাওয়া তাহার বৃত্তান্ত ও মোকদ্দমার আমূলের বেওরা ও ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার [এক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইন] লিখিতমত হিসাবে দাওয়ার বস্তুর মূল্য ও যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিদিগের নামে নালিশ করিবার মনস্থ হয় তাহার কি তাহারদিগের নাম ও দরখাস্তকরণিয়ার স্বত্বাপিকারে ও ভোগদখলে থাকা সমস্ত অস্থাবর কি স্থাবর বস্তুর তফসীল ও তাহার আন্দাজী মূল্য লিখিতে হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

১৮৫। এমত দরখাস্ত দরপেশ হওনের সময়ে আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে আপনি নিজে কিম্বা আদালতের কোন আমলার মারফৎ উপরে যেং বিষয়ের প্রস্তাব করা গেল তাহার বিষয়েতে দরখাস্তকরণিয়ার কি দরখাস্তকরণিয়া যদি এই ধারার ১ প্রকরণের লিখনমত কোন স্ত্রীলোক হয় তবে তাহার মোখ্তারের জোবানবন্দী করিয়া লন্ ও আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ জোবানবন্দী করিবার সময়ে দরখাস্তদেওনিয়ার কি তাহার মোখ্তারের স্থানে বিশেষ করিয়া এ বিষয়ের জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান করেন যে ঐ দরখাস্তদেওনিয়া ব্যক্তি ঐ দরখাস্ত দেওনের পূর্ব্বে অল্প দিনের মধ্যে আপন অস্থাবর কি স্থাবর কোন বস্তু বিক্রয় কি বন্ধক কি দানক্রমে হস্তান্তর কি তাহার বিষয়ে অন্য কোন মত আচরণ ও উপায় করিয়াছে কি না ও বিশেষ যে কোন প্রকারেতে এক্ষণে যে সকল আইন জারী আছে কি উত্তর কালে হইবেক তাহার দৃষ্টে ঐ সাহেবেরা হলফের বদলে একরারনামাক্রমে জোবানবন্দী করিয়া লওয়া উপযুক্ত বুঝেন সে প্রকার হওনব্যতিরিক্ত ঐ জোবানবন্দী হলফ করাইয়া লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

১৮৬। এদেশীয় সম্ভ্রান্ত কোন পুরুষ যদি যোত্রহীনমতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে চাহে তবে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৫ ধারার ১ ও ৩ প্রকরণানুসারে আপনি নিজে আদালতের কাছারীতে হাজির হইয়া জোবানবন্দী দিবেক এবং তাহার মোখ্তারের জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক না।—১৮৪৭ সালের ১৯ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৮৭। উপরের লিখিত আইনের ৫ ধারানুসারে যে জজ ও রেজিষ্টর সাহেবেরা ঐ ধারার লিখিত কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে উভয় পক্ষের ও সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লইবার নিমিত্তে আদালতের কোন কার্য্যকারককে হুকুম দিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা ঐং জোবানবন্দী লইবার কারণ এবং সামান্যত ঐ আইনেতে বিশেষ করিয়া লেখা অন্যং জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান করিবার কারণ আপনং আদালতসম্বন্ধীয় সদর আমীনদিগকেও ভার দিতে পারিবেন কিন্তু কোন সদর আমীন কোন জনকে যোত্রহীনরূপে গ্রাহ্য করিতে চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারিবেক না এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১১ ধারানুসারে ঐং বিষয়েতে সদর আমীনের নিষ্পত্তিমতে কার্য্য করিবার হুকুম দিতে যে জজ কি রেজিষ্টর সাহেব ক্ষমতা রাখেন তাঁহার অনুমতিব্যতিরেকে কোন সদর আমীন কোন যোত্রহীন ফরিয়াদীকে কয়েদ করিবার হুকুম দিতে পারিবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।

মুনসেফকেও এই কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।—২ অধ্যায়ের ৪২৭ বিধি।

১৮৮। দরখাস্তকরণিয়ার কি তাহার মোখ্তারের জোবানবন্দী করণের সময়ে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য হইবেক যে তাহাকে ইহা জানাইয়া তাড়া দেন যে যদি জানিয়া শুনিয়া কিছু মিথ্যা করিয়া কি বানাইয়া কহে কিম্বা দখলী বস্তুর বিষয়ের কি তৎকাল এতাবতা অল্প দিনের মধ্যে তাহা হস্তান্তর করণের বিষয়ের কোন আবশ্যকী কথা চাতুরী করিয়া ছাপাইয়া রাখে তবে হলফের অন্য মত আচরণ করণের দাওয়ায় আদালতের আপত্তি ও দণ্ডাধরের যোগ্য হইবেক ও তাহা প্রমাণ হইলে এক্ষণে যে সকল আইন চলন আছে কি উত্তর কালে হইবেক সেই সকল আইনেতে এমত অপরাধের নিমিত্তে যে শাস্তি নিরূপণ আছে কি হইবেক সেই শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবেক ও কর্ত্তব্য যে দরখাস্তকরণিয়া কি তাহার মোখ্তার সেই জোবানবন্দীতে আপন দস্তখৎ করে ও তাহার পরে আদালতের সাহেব জাবেতামতে তাহাতে সহী করিবেন ইতি।- ১৮১৪ সা। ২৮ আ। ৫ ধা। ৪ প্র।

১৮৯। যদি জোবানবন্দী করণের সময়ে ঐ সাহেবদিগের নিকটে এমত প্রমাণ হয় যে মোকদ্দমার খরচার টাকা দিতে পারিবার উপযুক্ত বিষয় ও বস্তু দরখাস্তকরণিয়া আপন ভোগদখলে রাখে কিম্বা পাপরমতে নালিশ করিবার অনুমতি লইবার নিমিত্তে তৎকাল এতাবতা অল্প দিনের মধ্যে আপন বস্তু ও বিষয় বিক্রয় করণ কি বন্ধক দেওন কি অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিয়াছে তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য হইবেক যে মোক্তরহীনের দাওয়ার দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া তাহাকে নম্বরীমতে দাওয়া দরপেশ করিতে ক্ষমতা দেন ইতি। ১৮১৪ সা। ২৮ আ। ৫ ধা। ৫ প্র।

১৯০। স্বামির সম্পত্তি থাকাপ্রযুক্ত তাহার স্ত্রীর পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা গ্রাহ্য হওনের নিবারণ নহে।—১৮৪৫ সালের ১৫ ডিসেম্বরের সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭৩ পৃষ্ঠা।

১৯১। পিতার সম্পত্তি থাকাপ্রযুক্ত তাহার বিরুদ্ধে তাহার পুত্রের পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করণের নিবারণ নহে।—১৮৪৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮৫ পৃষ্ঠা।

১৯২। সংসারাধ্যক্ষের সম্পত্তি থাকাপ্রযুক্ত নাবালগের পক্ষে পাপরস্বরূপ তাহার মোকদ্দমা উপস্থিত করণের কোন প্রতিবন্ধক নহে।—১৮৪৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫১ পৃষ্ঠা।

১৯৩। যদি এমত বোধ হয় যে দরখাস্তকরণিয়া আপন দরখাস্তে আপন যে২ বস্তু ও বিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়া দিয়াছে কি আপন জোবানবন্দীতে যাহা কবুল করিয়াছে তাহার অতিরিক্ত আর কিছু বিষয় তাহার ভোগদখলে আছে কি তৎকাল এতাবতা অল্প দিনের মধ্যে তাহা হাতছাড়া করিয়াছে তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যাহার নামে দরখাস্ত করে তাহার নামে এক এত্তেলানামা এই মজমুনে প্রকাশ করেন যে আদালতহইতে যে উপযুক্ত মিয়াদ মোকরর হয় যদি তাহার মধ্যে হাজির হয় তবে তাহাকে অনুমতি আছে যে ফরিয়াদীর মোক্তরহীন দাওয়া মঞ্জুর হওনের বিষয়ে যে কিছু ওজর থাকে তাহা দরপেশ করে ও ঐ সাহেবদিগের এ ক্ষমতাও আছে যে দরখাস্তকরণিয়া আপনার যে বিষয় ও বস্তু আছে জাহির করিয়াছে তাহাছাড়া আর কিছু তাহার ভোগদখলে আছে কি না কি তৎকাল এতাবতা অল্প দিনের মধ্যে তাহা হাতছাড়া করিয়াছে কি না ইহা জানিবার নিমিত্তে সাক্ষিদিগকে তলব করিয়া এ বিষয়েতে তাহারদিগের জোবানবন্দী করেন কিম্বা সরে জমীনে কোন ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দেন যে দরখাস্তকরণিয়ার সাকিন যে মোকামে সেখানকার নিকটবর্ত্তী ও আশপাশের লোকদিগের স্থানে এ বিষয়ের অনুসন্ধান ও তহকীক করে ইতি।- ১৮১৪ সা। ২৮ আ। ৫ ধা। ৬ প্র।

১৯৪। ১৮৪১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখের ১৪৫ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের সহিত যে পাঠ প্রেরিত হইয়াছিল তদতিরিক্ত সদর আদালতের সাহেবেরা ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে ব্যবহার হইবার নিমিত্তে নীচের লিখিত পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

মোক্তরহীনরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতির দরখাস্ত করণের বিষয়ি এত্তেলা।

জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতে।

কলিকাতা শহরের অমুক স্থাননিবাসি শ্রীঅমুক প্রতি আগে।

যেহেতুক অমুক এত টাকা পাইবার নিমিত্তে তোমার নামে মোক্তরহীনরূপে নালিশ করিবার অনুমতির দরখাস্ত করিয়াছে

এবং দরখাস্তকারির যোত্রহীনতার বিষয় তহকীক করিবার জন্যে ঐ দরখাস্ত এই জিলার প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠান গিয়াছে। অতএব তোমাকে এত্তেলা দেওয়া যাইতেছে যে তুমি আপনি কিম্বা তোমার উকীল অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত প্রধান সদর আমীনের নিকটে হাজির হইলে দরখাস্তকারিকে যোত্রহীনরূপে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি না দেওনের কারণ ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৫ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে দর্শাইবার অনুমতি তোমাকে দেওয়া যাইবেক। এবং এই এত্তেলানামা পঁহুছিবার রসীদ লিখিয়া দিতে ইহার দ্বারা তোমার প্রতি হুকুম হইল।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার দস্তখৎ ও এই আদালতের মোহরে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। অমুক। জজ।

১৮৪৮ সালের ৯ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

১৯৫। ধার্য্য হইল যে কোন ব্যক্তিকে পাপরস্বরূপ নালিশ করিতে অনুমতি হওনের পূর্ব্বে জিলার আদালতের উচিত যে তদ্বিষয়ে প্রতিবাদিদের যে আপত্তি থাকে তাহা শুনেন।—১৮৩৪ সালের ২১ নবেম্বরের সর্কাসর্বী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ পৃষ্ঠা।

১৯৬। পাপর ফরিয়াদী যত আসামীর নাম প্রথমে নালিশ করিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা যদি বাড়াইতে চাহে তবে পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা করিতে তাহার অধিকার না থাকনের কারণ দর্শাইতে তাহাদিগকে সুযোগ না দেওয়া গেলে ফরিয়াদী তাহাদিগকে আসামী করিতে পারে না।—১৮৪৭ সালের ২৬ জুলাইর সর্কাসর্বী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৯৭। পাটনার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন ফরিয়াদী যোত্রহীনমতে মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া সেই ব্যক্তি মোকদ্দমা নির্ব্বাহ হইতে যদি আপনার দরিদ্রতার প্রমাণ দেয় তবে যোত্রহীনের ন্যায় মোকদ্দমার নির্ব্বাহ করিতে অনুমতি পাইতে পারে কি না তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে সেই মোকদ্দমার ফরিয়াদী মোকদ্দমার উপস্থিত খরচা দিয়াছে এবং উকীলের বয়ানের বিষয়ে জামিন দিয়াছে এইপ্রযুক্ত যোত্রহীনের ন্যায় তাহাকে মোকদ্দমার নির্ব্বাহ করিতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না কিন্তু আসল মোকদ্দমার নিষ্পত্তির উপর যদি আপীল হয় তবে সেই ব্যক্তি আপন দরিদ্রতার উপযুক্ত প্রমাণ দিলে যোত্রহীনের ন্যায় আপীল করিতে তাহাকে অনুমতি দেওয়াতে হানি নাহি*।—১৮১৪ সালের ৩১ আগষ্টের ১৮৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯৮। গোপাল ইষ্টাম্পের বয়ান এবং উকীলের খরচা দিয়া রামের নামে নালিশ করে মোকদ্দমার শেষ না হইতে রাম ডিক্রী জারী করে এবং গোপালের ভূমি সম্পত্তি নীলাম করে। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর গোপাল সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করে এবং ঐ মোকদ্দমার আরজী সংশোধনের জন্যে ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বার বিচার হওনের নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠান যায়। আরজীর সংশোধন হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইষ্টাম্পের মামুল এবং উকীলের বেশী খরচাপ্রভৃতি দেওনের আবশ্যক হয়। গোপালের জায়দাদ আসামীন ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। গোপাল দরখাস্ত করে যে আমি এক্ষণে যোত্রহীন অতএব আদালতের হুকুম প্রতিপালনের নিমিত্তে যে অধিক ইষ্টাম্পের আবশ্যক তাহা দিতে পারি না। প্রধান সদর আমীন বিবেচনা করেন যে যে ব্যক্তি মোকদ্দমার আরম্ভ সময়ে যোত্রহীন ছিল না মোকদ্দমা হওনের সময়ে সে ব্যক্তি যোত্রহীনরূপে মওকালজওয়াব করিতে পারে না অতএব এ মোকদ্দমা কসুর হইয়াছে বলিয়া আপনার নথী-হইতে উঠাইয়া ফেলেন। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতে সর্কাসর্বী আপীল হয় অতএব জিজ্ঞাসা এই যে গোপালের যোত্রহীনতার বিষয়ে রীতিমত তজবীজ হইলে পর যোত্রহীনরূপে তাহার মোকদ্দমা চালাইতে অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল কি ননসুট করিয়া সমস্ত দাওনার বিষয়ে গোড়াজবদি নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে তাহাকে অনুমতি দেওয়া উচিত।

তাহাতে বিধান হইল যে ফরিয়াদীকে যখন সংশোধিত আরজী দিবার হুকুম হইল ও সেই ব্যক্তি কহে যে আমি যোত্রহীন অতএব ঐ হুকুমক্রমে কার্য্য করিতে পারি না তখন তাহার যোত্রহীনতার বিষয়ের তজবীজ করিতে হইবেক এবং যদি তাহা সত্য হয় তবে তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে হইবেক। এবং যদ্যপি মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীনের নিকটে উপস্থিত থাকে এবং ফরিয়াদী কহে যে আমি সংশোধিত আরজী দিতে অক্ষম তার যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার উচিত যে যোত্রহীনতার বিষয়ে এক দরখাস্ত এবং আপনার সম্পত্তির এক তফসীল জজ সাহেবকে দিবার নিমিত্তে ফরিয়াদীকে সময় দেন। পরে জজ সাহেব ঐ যোত্রহীনতার বিষয়ে হয় আপনিই

---

* ১৭৯৩ সালের ৪৬ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ২৩ আইন ও ১৮০৩ সালের ১৪ আইন এবং ১৮১৪ সালের ২৮ আইন ১৮১৪ সালের ৩৮ আইনের ১ ধারার দ্বারা রদ হইল কিন্তু এই আইনের অর্থ যেমতে পূর্ব্বের আইনেতে খাটে যেমতে এই শেষ লিখিত আইনেতেও খাটে।

বিচার করিবেন নতুবা তাহার বিচার হইবার নিমিত্তে ঐ প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করিবেন।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের ১৩১৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯৯। পাপর ফরিয়াদী মরিলে তাহার মোকদ্দমা নথীহইতে উঠাইবার আবশ্যক নাই। তাহার উত্তরাধিকারী আপনার যোত্রহীনতার বিষয়ের প্রমাণ দিলে সেই মোকদ্দমা চালাইতে অনুমতি পাইতে পারে।—১৮৪৩ সালের ১০ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৭ পৃষ্ঠা।

২০০। যদি এরূপ তহকীক করণের কালে কি তাহার পরে আদালতের সাহেবদিগের সন্তুষে সুন্দররূপে এমত প্রমাণ হয় যে ঐ দরখাস্তকরনিয়াহইতে কিম্বা কোন স্ত্রীলোক হইলে তাহার মোখ্তারহইতে ডামিয়াস্তনিয়া মিথ্যা জোবানবন্দী করিয়া দেওনের অপরাধ হইয়াছে তবে এমতে আদালতের সাহেবদিগের উচিত হইবেক যে তাহার দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন আর যদি সে দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া মোকদ্দমা রুবকার থাকে তবে তাহার দাওয়া ননসুট করেন ও অধিকন্তু হলফে অনামত আচরণ করণের দাওয়াহেতুক অপরাধির দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ হওনের হুকুম দেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ৫ ধা। ৭ প্র।

২০১। যদি উপরের ধারার ৫ ও ৭ প্রকরণের লিখিত কোন বাধা না থাকে ও মোকদ্দমার আন্দাজী খরচার টাকা দিতে কুলাইবার আন্দাজ বিষয় ও বস্তু দরখাস্তকরনিয়ার ভোগদখলে না থাকে তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি দুই জন মাতবর গৃহস্থ আদালতে যে সময়ে ঐ দরখাস্তকরনিয়ার তলব হয় তখন তাহাকে হাজির করিবার কারণ জামিন হইয়া জামিনী দাখিল করে তবে তাহাকে যোত্রহীনমতে দাওয়ার নালিশ করিতে অনুমতি দেন ইতি। ১৮১৪ সা। ২৮ আ। ৬ ধা। ১ প্র।

২০২। চলিত আইনানুসারে যোত্রহীন স্ত্রী ফরিয়াদীর মোখ্তারের হাজির হইবার বিষয়ে জজ সাহেব জামিন তলব করিতে পারেন না এবং ঐ মোখ্তারের দ্বারা যে নালিশ হয় তাহা যদি অমূলক কিম্বা ক্লেশদায়ক হয় কি জামিনাখ্তনিয়া বাড়াইয়া লেখা গিয়া থাকে তবে ঐ মোখ্তারকে জেলখানায় কয়েদ করা যাইতে পারে না।—১৮৩৩ সালের ৬ আপ্রিলের ৭৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০৩। এমত মোকদ্দমাতে যে হাজিরজামিনীর প্রয়োজন তাহা দাখিল হইলে যদি আদালতের উকীলদিগের মধ্যে কোন উকীল যোত্রহীন ব্যক্তির প্রার্থনা করাতে তাহার মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে রাজী না হয় ও সেই যোত্রহীন ব্যক্তি আপনি নিজে সওয়াল ও জওয়াব করিতে অশক্ত হয় তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আদালতের উকীলদিগের মধ্যে কোন উকীলকে সেই যোত্রহীনের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার ভার লইতে হুকুম দেন ও এমত উকীলের মেহনতানার বাবৎ রসুমের কিছু টাকা আমানৎ রাখিবার কারণ ঐ ফরিয়াদীর স্থানে তলব হইবেক না ইতি। ১৮১৪ সা। ২৮ আ। ৭ ধা। ১ প্র।

২০৪। জানা কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণের অনুসারে আদালতের সাহেবদিগের যে ক্ষমতা হইল তাঁহারা তদনুসারে যখন কোন উকীলকে যোত্রহীন ফরিয়াদীর মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার ভার লইতে হুকুম করেন তখন ঐ সাহেবদিগের উচিত হইবেক যে তাহা করণের হেতু ও কারণ আপন রোয়দাদেতে বেওরা করিয়া লেখেন ও উকীলের এমত মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার অর্থে আদালতহইতে যে হুকুম হয় তাহাই তাহার সনদের ন্যায় মাতবর বোধ হইবেক ও দস্তুরমত তাহার ওকালৎনামা দাখিল করিতে হইবেক না ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ৭ ধা। ২ প্র।

২০৫। ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের ২ ধারার ৬ প্রকরণের [এক্ষণে ১৮৪৬ সালের ১ আইনের ৮ ধারার] যে বিধিতে হুকুম আছে যে উকীলেরদের বসুমের বিষয়ে তাহারদের মওক্কেলের সঙ্গে যে বন্দোবস্ত হয় তাহা কেবল নম্বরী মোকদ্দমার দ্বারা সিদ্ধ করা যাইতে পারে সেই বিধি পাপর মোকদ্দমার বিষয়েও খাটে।—১৮৪১ সালের ২৮ মের ১২৯৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০৬। বিধান হইল যে ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের ২ ধারার ৫ প্রকরণের বিধি যেমন অন্য বিষয়ে খাটে তেমনি যোত্রহীনেরদের বিষয়েও খাটে।—১৮৪১ সালের ২২ অক্টোবরের ১৩০৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০৭। আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ঐক্য হইয়া এই বিধান করিলেন যে জজ সাহেবের অনুমতিবিনা প্রধান সদর আমীন যোত্রহীনের ন্যায় কোন আসামীর স্থানে নালিশের জওয়াব লইতে পারেন না যেহেতুক কোন ব্যক্তি যোত্রহীন কি না এই বিষয় কেবল জজ সাহেব নির্ণয় করিতে পারেন।—১৮৩৫ সালের ১ মের ৯৪৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০৮। আমি সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে যোত্রহীন ফরিয়াদী নালিশের আরজী সিরিশ্তায় দাখিল করিলে আসামী আপন উকীলের সমুদয় রসুম আমানৎ করণের অথবা নমরী মোকদ্দমার খরচা দেওনের পূর্ব্বে সরাসরীরূপে এমত ওজর করিতে পারে কি না যে ঐ দাওয়া আইনবিরুদ্ধ এবং দাবীর সম্পত্তির মূল্যের অতিরিক্ত ধরা গিয়াছে। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ধারার হুকুম আছে যে ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট সওয়ালজওয়াব বিনা আর কোন সওয়ালজওয়াব গ্রাহ্য করিতে নিষেধ আছে অতএব ফরিয়াদী মোকদ্দমার যে হেতু আপন আরজীতে লিখিয়াছে তাহাতে আসামীর কোন ওজর থাকিলে তাহা সরাসরীরূপে শুনা যাইতে পারে না কিন্তু ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৫ ধারার কল্পিত মোকদ্দমার সদৃশ ঐ ওজর প্রথমতঃ নালিশের জওয়াবে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ৩০ আগষ্টের ৮২১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০৯। পাপর ফরিয়াদীকে অবশেষ আরজী দাখিল করিবার অনুমতি দিতে কেবল জিলার জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে।—১৮৪৬ সালের ২৫ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮৩ পৃষ্ঠা।

২১০। যদি যোত্রহীন ফরিয়াদীর হকে ডিক্রী হয় তবে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যোত্রহীন ফরিয়াদীর তরফ যে উকীল মোকরর ছিল তাহার রসুমের সমুদয় টাকা কি তাহার মধ্যে যে কতক দেওয়াইবার হুকুম ডিক্রীতে থাকে তাহা আসামীর স্থানে উসুল করেন ইতি। ১৮১৪ সা। ২৮ আ। ১০ ধা। ১ প্র।

২১১। *অধস্থ আদালত পাপর ফরিয়াদীর পক্ষে এক ডিক্রী করিয়াছিলেন। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের দৃষ্ট* হইল যে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময়ে ঐ পাপর ফরিয়াদীর দখলে এত সম্পত্তি ছিল যে পাপরস্বরূপ নালিশ করিতে সে ব্যক্তি যে দরখাস্ত করিয়াছিল তাহা গ্রাহ্য করা অনুচিত ছিল অতএব সদর দেওয়ানী আদালত অধস্থ আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট ৭ বালম ২৭৯ পৃষ্ঠা।

২১২। যে ব্যক্তি যোত্রহীনমতে নালিশ করিতে অনুমতি পাইয়াছে তাহার মোকদ্দমা খরচাসমেত ডিসমিস হইলে ডিক্রীর দ্বারা তাহার প্রতি যে টাকা দেওয়ার হুকুম হয় তাহা যদি না দেন তবে আসামী দরখাস্ত করিলে এবং নিয়মিত খোরাকী আমানৎ করিলে সেই যোত্রহীন অন্যান্য ফরিয়াদীর মত কয়েদ হইতে পারে এবং সকল অযোত্রাপন্ন কর্জ্জী খাতকেরদের মত ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে খালাস হইতে পারে।—১৮১২ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের ১১০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১৩। সদর দেওয়ানী আদালত তোমার পত্রের এই উত্তর দিতেছেন যে যোত্রহীন ফরিয়াদীর দাওয়া যদি ডিসমিস হয় তবে আসামী আপনার উকীলের নিমিত্তে যে রসুম আমানৎ করিয়াছিল তাহার কোন অংশ ফরিয়াদীর উকীল পাইতে পারিবেন না।—১৮৩১ সালের ৭ ডিসেম্বরের ৭৪০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১৪। যে যোত্রহীন ফরিয়াদীর মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়াছে তাহার উপর নানা দাওয়ার টাকা যে ক্রমে দিতে হইবেক তদ্বিষয়ে তুমি সদর আদালতের হুকুম প্রার্থনা করিয়াছ। তাহাতে সদর আদালত এই বিধান করিতেছেন যে উকীলের রসুম প্রথমে দিতে হইবেক ৬ৎপরে তোমার যেরূপ যথার্থ বোধ হয় সেইক্রমে অন্যান্য দাওয়ার টাকা দিবা এবং তোমার হুকুমেতে যাহারা আপনারদিগকে অন্যায়গ্রস্থ বোধ করে তাহারা সামান্যমতে আপীল করিতে পারে।—১৮৩১ সালের ২১ জানুআরির ৬২১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১৫। চাটিগাঁর জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে যোত্রহীনের মোকদ্দমায় ৬২১ নম্বরী আইনের অর্থানুসারে উকীলের রসুম দেওনের পর ইষ্টাম্পের মাসুলের বিষয়ে সরকারের যে দাওয়া থাকে তাহা তৎপরে দিতে হইবেক যেহেতুক অন্যান্য ব্যক্তিরদের ঐ রসুম আগাম দিতে হয় অতএব তাহারদের অপেক্ষা যে যোত্রহীন ফরিয়াদী আপনার মোকদ্দমাতে জয়ী হইয়াছে তাহাকে ঐ রসুমের বিষয়ে অধিক অনুগ্রহকরা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কিন্তু সরকারের ইষ্টাম্পের মাসুল দিলে পর সরকারের অন্যান্য দাওয়া এবং অন্যান্য ব্যক্তিবদের যে দাওয়া থাকে তাহা পরিশোধ করিবার বিষয়ে উক্ত আইনের অর্থের নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক সে নিয়ম এই যে অন্যান্য দাওয়া পরিশোধ করণের ক্রম মোকদ্দমার ভার বুঝিয়া নির্ণয় করিতে হইবেক।—১৮৩৯ সালের ১ নবেম্বরের ১২৫৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১৬। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনেতে যোত্রহীন লোকদিগের নিমিত্তে যে২ হুকুম আছে সেই২ হুকুমানুসারে কোন জন যোত্রহীনরূপে মোকদ্দমা করিতে জিলা কি শহরের আদালতের কোন জজ কি রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে গ্রাহ্য হইলে যদি আর২ সকল প্রকারে তাহার মোকদ্দমা সদর আমীনের নিকটে সোপর্দ্দ করণের যোগ্য হয় তবে জজ সাহেব আপন জিলা কি শহরের আদালতসম্বন্ধীয় কোন সদর আমীনকে কিম্বা আপন সরহদ্দের মধ্যগত অন্য কোন স্থানের রেজিষ্টর সাহেবের আদালতসম্বন্ধীয় কোন সদর আমীনকে

বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ ঐ মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিতে পারেন এবং সদর আমীন আপনার নিকটে সোপর্দ্দ-হওয়া অন্যং মোকদ্দমাতে যেমত আচরণ করে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের লিখিত হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া আপনার নিকটে ঐ প্রকারে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমাতেও সেইমত আচরণ করিবেক ইতি। ১৮২৪ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

২১৭। প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার যোত্রহীন আসামীর বিষয়ে উপরের লিখিত আইনেতে যে সকল হুকুম আছে এবং মোকদ্দমার আপীল হইলে যোত্রহীন আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্টের বিষয়ে যেং হুকুম আছে তাহা সদর আমীনেরদিগকে সমর্পণকরা প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার আসামীর সহিত ও আপীল-রূপে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্টের সহিত সম্বন্ধ রাখিবেক কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের হুকুমানুসারে কোন জন যোত্রহীনরূপে মোকদ্দমা করিতে গ্রাহ্য হওনের হুকুমনামা জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটহইতে কিম্বা যে রেজিষ্টর সাহেবের তাবেতে আমীন নিযুক্ত থাকে তাহার নিকট-হইতে হুকুমনামা পাওনব্যতিরেকে সদর আমীনেরা কোন জনকে প্রথমতঃ কি আপীলরূপে উপস্থিতহওয়া মো-কদ্দমাতে যোত্রহীনরূপে বাদী কি প্রতিবাদী হইবার কারণ গ্রাহ্য করিতে পারিবেক না ইতি।- ১৮২৪ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।

২১৮। লোকসকল পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনরূপে নালিশ করিতে চাহিলে তাহারদের নালিশ গ্রহণ করি-তে মুনসেফদিগকে নিষেধ আছে কিন্তু জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐপ্রকার যে মোকদ্দমার নালিশ তাঁহার সমীপে হইয়া থাকে এবং তাহা যোত্রহীনরূপে না হইলে মুনসেফের বিচার্য্য হইত এমত উচিত বুঝিলে তাহা আপনার এলাকার মুনসেফদিগের নিকটে সোপর্দ্দ করেন ইতি। -১৮৩১ সা। ৫ আ। ৫ ধা। ৫ প্র।

২১৯। সদর তাদালত কহেন যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ৫ প্রকরণের বিধির অনুসারে যোত্রহীনেরদের মোকদ্দমা মুনসেফেরদের নিকটে বিচারহওনার্থে সোপর্দ্দ হইতে পারে। সেই মোকদ্দমার ঐ আদালতের হুকুম জারী করণার্থে কোন চাপরাসী নিযুক্ত নাই অতএব এই প্রকার মোকদ্দমা সদর মোকামে নিযুক্ত সদর আমীনেরদিগকে সামান্যতঃ অর্পণ করিলে ভাল হয় যেহেতুক তাহারদের হুকুম জজ সাহেবের আদালতের মোকররী চাপরাসীর দ্বারা জারী হইতে পারে কিন্তু যদ্যপি ঐ যোত্রহীনেরদের মোকদ্দমা মুনসেফেরদের নিকটে সোপর্দ্দ করা আবশ্যক হয় তবে তাঁহারদের সমন অথবা অন্য হুকুম ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৯ ধারার ও প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে জারী হইবেক।—১৮৩৩ সালের ১ নবেম্বরের সর-কুলর অর্ডরের ১১ দফা।

২২০। আইনসম্পর্কীয় কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্ব্রান্সর সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকটে ১৮৪৫। ৪৬ সালের যে রি-পোর্ট * পাঠাইয়াছিলেন তাহার নীচের লিখিত চুম্বকের বিষয়ে এবং গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান মাসের ১৯ তারিখের ৩৯০ নম্বরী নীচের লিখিত হুকুমের † বিষয়ে সদর বোর্ড রেবিনিউর হুকুমক্রমে আদেশ করিতেছি যে তুমি তাহার মধ্যে লিখিত রসুম আদায় করণ নিবারণার্থে অবিলম্বে উপযুক্ত হুকুম দেও। -সদর বো. ড রেবিনিউর ১৮৪৭ সালের ২৯ মের সরকুলর অর্ডর।

২২১। আইনসম্পর্কীয় কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্ব্রান্সর সাহেবের ১৮৪৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখের পত্র। ১১৫ দফা। —আসেসমেণ্টের জেনরল সাহেবকে আমি আপন পত্রে জানাইয়াছিলাম যে "যোত্রহীনেরদের যে মোকদ্দমাতে ইষ্টাম্পের মাসুল ছাড় সরকারের নিমিত্তে আদালতসম্পর্কীয় কোন খরচা আদায় হইতে পারে তাহা কেবল যে মোকদ্দমায় সরকার এক পক্ষ হন তাহাতে আর্য্যে আমি লিখিয়াছি যে কালেকটর সাহেবেরা সকল মোকদ্দমাতে নাজিরের পেয়াদারদের রসুম আদায় করিয়া থাকেন ইহা আমি অবগত আছি কিন্তু প্রথমতঃ ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৭ ধারাতে হুকুম আছে যে সকল হুকুম-নামা আদালতের চাপরাসীরদের দ্বারা জারী হইবেক এবং তাহাতে যোত্রহীনের কোন খরচা লাগিবেক না অতএব এই হুকুম কালেকটর সাহেবেরদের উক্ত ব্যবহারের বিপরীত কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ যে কৈফিয়তের অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টের নিমিত্তে উসুল করণের যোগ্য টাকা দর্শান এইমত কৈফিয়তে উক্ত নিমিত্তে যে টাকা পাওনা হয় না আদায় হয় তাহা লেখা উচিত কি না এই বিষয়েও সন্দেহ হইতে পারে।"-এই পত্র লিখনের পরে আমি অবগত হইলাম যে এই রসুম যদ্যপি হুকুমনামার খরচা বলিয়া উসুল হয় তথাপি তাহা দেওয়ানী আদালতের নাজিরকে দেওয়া যায় না কিন্তু সরকারের নামে জমা হয়‡। পরন্তু যেং মোকদ্দমাতে সরকারের কোন সম্পর্ক নাই এমত মোকদ্দমাতে হুকুমনামা জারী করি-

---

* ১১৫ দফা। † ২ দফার এক অংশ।

‡ বোধ হয় যে এই রসুম আদায় করণ ও জমা করণের বিষয়ে নানা কালেক্টরীতে নানা প্রকার ব্যবহার আছে কিন্তু উপর যাহা লিখিলাম সেই সাধারণ নিয়ম।

বাব কোন খরচা গবর্ণমেণ্টের লাগে না এইপ্রযুক্ত বোধ করি যে এই ব্যবহার প্রকাশ হইলেই তাহা রহিত করিবার হুকুম অবশ্য দেওয়া যাইবেক।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৭ সালের ২২ মের সরকুলর অর্ডর।

২২১। গবর্ণমেণ্টের শ্রীযুত একটিং ছোট সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৪৭ সালের ১৯ মে তারিখের পত্র। ২ দফা—যোত্রহীনেরদের মোকদ্দমাতে নাজিরের পেয়াদারদের রসুমের বিষয়ে ১১৫ দফার সাহা লেখা আছে তদ্বিষয়ে শ্রীযুত বোধ করেন যে সেই রসুম উসুলকরা চলিত আইনের বিরুদ্ধ অতএব অগোণে তাহা নিবারণ করিতে হইবেক এবং বোর্ডের সাহেবদিগকে আদেশ করা যাইতেছে যে তাহারা রাজস্বসম্পর্কীয় অধীন কার্য্যকারকদিগকে তদ্বিষয়ের হুকুম দেন। সেই বিষয়ের এক পত্র সদর আদালতে পাঠান গিয়াছে।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৭ সালের ২৯ মের সরকুলর অর্ডর।

১৫ ধারা।

পাপর।—ইষ্টাম্প।

২২৩। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে ১৮১৪ সালের ১৮ আইনের ৫ ধারানুসারে যে ব্যক্তি যোত্রহীনমতে নালিশ করিতে অনুমতি পাইয়াছিল যদি মোকদ্দমা চলিবার থাকনের সময়ে সে ব্যক্তি এমত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় যে আপনার দরিদ্রতার বিষয়ে আর গুজর করিতে না পারে তবে উপস্থিত রসুমের পরিবর্ত্তে যে ইষ্টাম্পের রসুম নিরূপিত আছে সেই রসুম দিতে তাহাকে হুকুম হইতে পারে এবং যদি তাহা না দেয় তবে মোকদ্দমা ননসুট হইতে পারে।—১৮৩৪ সালের ১ অক্টোবরের ৯০৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২৪। এই আইনের বিধানমতে যেং ফরিয়াদীরা যোত্রহীনমতে আপনং দাওয়ার নালিশ করিবার অনুমতি পায় তাহারদিগের স্থানে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের। এইক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইন। অনুসারে নালিশের রসুমের বদলে ইষ্টাম্প কাগজের যে রসুম এতাবতা মূল্য নিরূপণ হইয়াছে তাহা লওয়া যাইবেক না ও ঐ ফরিয়াদীর তরফ নালিশী আরজী ও জওয়াবলজওয়াব ও সওয়াল ও জওয়াবের আরং কাগজ এবং দস্তাবেজ দাখিল করিবার ও সাক্ষি তলব করাইবার বিষয়ের সমস্ত দরখাস্ত ইষ্টাম্প ছাপাহওয়া ভিন্ন শাদা কাগজে লেখা যাইবেক ও আসামীর নামের তলবচিঠী ও ফরিয়াদীর তরফ সাক্ষিদিগের সফীনা ও অন্য হুকুমনামা আদালতের সিরিশতার মোকরবী চাপরাসীদিগের মারফৎ ফরিয়াদীর বিনাখরচে জারী হইবেক ও ডিক্রীর নকল ও সমস্ত হুকুমনামার ও রোয়দাদী কাগজের যেং নকল ফরিয়াদীর লওয়া কর্ত্তব্য হয় তাহাও ঐ মত ইষ্টাম্প ছাপাকরাভিন্ন শাদা কাগজে যোত্রহীন ফরিয়াদীকে দেওয়া যাইবেক ইতি। ১৮১৪ সা। ২৮ আ। ৮ ধা।

২২৫। বুন্দেলখণ্ডের জজ সাহেব লিখিলেন যে যোত্রহীনেরদের মোকদ্দমার হাজিরজামিনী পত্র ইষ্টাম্প না হওয়া দেশীয় কাগজে লইতে এই আদালতে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে কিন্তু ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৮ ধারায় যে কাগজপত্র ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে লিখিবার অনুমতি আছে তাহার মধ্যে সেই প্রকার হাজিরজামিনী পত্র নাহি অতএব ঐ ব্যবহার বেদাঁড়া বোধ হইতেছে এইপ্রযুক্ত ঐ বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম প্রার্থনা করি। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত এই উত্তর করিলেন যে বুন্দেলখণ্ডের জজ সাহেব যে হাজিরজামিনী পত্রের বিষয় লেখেন সেইপ্রকার পত্র লিখিত হয় নাহি অতএব শাদা কাগজে লিখিত সেই প্রকার জামিনী পত্র লইবার যে ব্যবহার তাহার জিলার মধ্যে হইতেছে তাহা আইনের বিরুদ্ধ এবং তাহা মৌকুফ করিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ২৩ ডিসেম্বরের ১০৬৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২৬। সদর দেওয়ানী আদালত এই বিধান করিয়াছেন যে যোত্রহীনেরদের যেং গতিকে ইষ্টাম্পের মাসুল দিতে হইবেক না তাহা ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৮ ধারায় লেখা আছে এবং তাহার মধ্যে ওকালৎনামার নাম নাই অতএব যখন কোন যোত্রহীন আপনি উকীল মোকরর করে তাহার ওকালৎনামা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। কিন্তু যে গতিকে আদালতের দ্বারা উকীল নিযুক্ত হন সেইং গতিকে ঐ আইনের ৭ ধারার ২ প্রকরণানুসারে ওকালৎনামার আবশ্যক নাই কিন্তু যখন উকীল যোত্রহীন ব্যক্তির দ্বারা মোকরর হন্ তখন ঐ দ্বিতীয় প্রকরণ খাটে না সদর আদালতের এমত বোধ আছে।—১৮১৬ সালের ২৬ ডিসেম্বরের ২৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২৭। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যোত্রহীনরূপে উপস্থিতকরা মোকদ্দমাতে আসামীর পক্ষে যে সওয়ালজওয়াব হয় এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১১ চিহ্নিত তফসীলের দ্বারা যেং কাগজপত্র ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার হুকুম হইয়াছিল সেই প্রকার যেং কাগজপত্র তাহার পক্ষে দাখিল হয় তাহা ইষ্টাম্পরহিত কাগজে লেখা যাইতে পারে এবং আসামীর যে হুকুমনামার বা করকারীর নকল লইতে হয় তাহা তাহাকে ইষ্টাম্পরহিত কাগজে দেওয়া যাইবেক এবং আসামীর উকীলের রসুম আমানৎ করি-

য়া রাখিতে হইবেক না কিন্তু ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে যোত্রহীনরূপে ঐ মোকদ্দমা যদি উপস্থিত না হইত তবে ইষ্টাম্পযুত কাগজের নিমিত্তে আসামীর যে খরচা দিতে হইত তাহা আদালতের বিচারক হিসাব করিয়া যেং পরিমাণ উচিত বোধ হয় তদনুসারে তাহা পরাজিত ব্যক্তির বা উভয়ের নামে খরচ লিখিবেন ইতি।—১৮৩৯ সা। ৯ আ। ২ ধা।

২২৮। সদর আদালতে নীচের লিখিত দুই বিষয় জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে। ১। অধস্থ আদালতে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন ফরীয়াদীর পক্ষে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহার উপর আসামী যোত্রহীন না হইলে ১৮৩৯ সালের ৯ আইনের বিধি এবং ১২৫০ নম্বরী আইনের অর্থের অনুসারে শাদা কাগজে আপীল করিতে পারে কি না। তাহাতে বিধান হইল যে অধস্থ আদালত যোত্রহীন ফরিয়াদীর পক্ষে যে ডিক্রী করেন তাহার উপর আসামী যোত্রহীন না হইলে শাদা কাগজে আপীল করিতে পারে না। ২। ঐপ্রকার আসামীকে আপনার আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দরপেশ করিবার নিমিত্তে ঐ অধস্থ আদালতের ডিক্রীর নকল শাদা কাগজে লইতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে কি না। তাহাতে বিধান হইল যে অধস্থ আদালতে ডিক্রীর নকল আপেলান্ট আপনার আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দরপেশ করিবার নিমিত্তে শাদা কাগজে পাইতে পারে।—১৮৪১ সালের ১০ ডিসেম্বরের ১৩১৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২৯। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে যোত্রহীন ফরিয়াদীর মোকদ্দমা কবকার থাকনের সময়ে আদালত যেং হুকুম করেন তাহাতে যদি সে ব্যক্তি নারাজ হয় এবং তাহার উপর উপরিস্থ আদালতে আপীল করিতে চাহে তবে যে হুকুম বা কবকারীর উপর সে আপীল করিতে মানস করিয়াছে তাহার নকল ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে পাইতে পারে। —১৮৩৯ সালের ১ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৩০। যে হুকুম বা কবকারীর উপর এইরূপ আপীল হয় কেবল তাহার নকলের বিষয়ে ইষ্টাম্পের মাসুল ক্ষমা করিতে উক্ত ২ দফার অভিপ্রায়। কিন্তু ঐ কবকারী কিম্বা হুকুমের বিষয়ে যোত্রহীন ফরিয়াদী যে আপত্তি করে তাহা সাব্যস্ত করিবার নিমিত্তে যে দলীলদস্তাবেজ বা অন্য কাগজপত্র তাহার সঙ্গে দাখিল করিতে চাহে তাহা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। এই নিষেধের দ্বারা যোত্রহীন আপেলান্টের ক্লেশ হইতে পারে না যেহেতুক যে হুকুমের উপর সে ব্যক্তি আপীল করে তাহাতে যে কোন বিষয় স্পষ্ট লেখা না থাকে তাহা স্পষ্টকরণার্থে আপীল আদালত যে কোন কাগজপত্র আবশ্যক বোধ করেন তাহা তলব করিতে পারেন।—১৮৩৯ সালের ১ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ ও ৫ দফা।

২৩১। সদর আদালতে উপস্থিত কোন এক মোকদ্দমাতে এইমত জিজ্ঞাসা হইয়াছিল যে যোত্রহীন আপেলান্টের প্রতিকূলে যে ডিক্রী হইয়াছে আপীলহওন সময়ে ঐ ডিক্রী জারীকরা স্থগিত করিতে যদি ঐ আপেলান্ট শাদা কাগজে দরখাস্ত করে তবে তাহা মঞ্জুর হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত এই বিধান করিলেন যে যে প্রকার কাগজপত্রে ইষ্টাম্পের মাসুল যোত্রহীনেরদের মাফ করা যাইবেক তাহা ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৮ ধারায় অতিস্পষ্টরূপে লেখা আছে এবং ঐ ধারাতে উক্ত প্রকার দরখাস্তের মাসুল মাফ হয় নাই। অতএব যে আদালতে তাহা দাখিল করা যাইবেক সেই আদালতে দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ আপেলান্টের দরখাস্ত লিখিতে হইবেক সদর আদালত আরো কহেন যে যোত্রহীন ব্যক্তি স্বয়ং উকীল নিযুক্ত করিলে তাহার ওকালৎনামার বিষয়ে এবং ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৬ ধারাক্রমে যে মালজামিনী পত্র দিতে হয় তাহার বিষয়েও এই নিয়ম ব্যবহার হইয়াছে। অতএব পূর্বোক্ত প্রকার যে দরখাস্ত আদালতে দাখিল হয় তাহার বিষয়েও সেই নিয়ম ধার্য্য করা উচিত বোধ হয়। এবং সদর আদালত ঐ নিয়ম উত্তর কালে ব্যবহারের রীতির ন্যায় জ্ঞান করিবেন।—১৮৩৮ সালের ৯ মার্চের ১১৩২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৩২। ডিক্রী জারী করণের যেং হুকুম হইয়াছে তাহার উপর যোত্রহীন উপরিস্থ আদালতে আপীল করিলে সেইং হুকুমের যে নকল আইনমতে আপনার আপীলের আরজীর সঙ্গে সিরিশ্তায় দাখিল করিতে হয় তাহা ঐ ব্যক্তি ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে পাইতে পারে।—১৮৩৯ সালের ১ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৩৩। জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৯ ধারাতে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে সমস্ত রোয়দাদী কাগজের নকল ও প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীল শ্রীইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুরে আপীলহওয়া মোকদ্দমাতে সদর দেওয়ানী আদালতহইতে হওয়া নিষ্পত্তির নকল নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক। এক্ষণে এই ধারানুসারে এমত হুকুম হইল যে এমত মোকদ্দমাতে আপেলাণ্ট অথবা রেস্পাণ্ডেণ্ট যদি যোত্রহীন হয় তবে ঐ সকল কাগজের নকল ইষ্টাম্প ছাপাকরা বিলায়তের বানান কাগজে লেখা গিয়া ঐ যোত্রহীনদিগের খরচায় দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ১৮ ধা।

২৩৪। এমতং মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য হইবেক যে সমস্ত খরচার টাকা কি ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের [এইক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের] নির্দ্ধারিত ইষ্টাম্প কাগজের রসুম এতাবতা মূল্য কি আদালতের আরং খরচার বাবৎ যেং টাকা যোত্রহীনমতব্যতিরিক্ত ফরিয়াদীর নালিশ দরপেশ হইলে তাহার স্থানে দেওয়ান যাইত তাহা হিসাব করিয়া আপন করা ডিক্রীতে ঐ সকল খরচার টাকা যে ব্যক্তি পরাভব হয় অর্থাৎ হারে তাহার শিরে কিম্বা উভয় বিবাদির শিরে যেং পরিমাণে উপযুক্ত বুঝেন সেইং পরিমাণে দেনা লিখেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ৯ ধা।

২৩৫। যেহেতুক এবিষয়ে সন্দেহ জন্মিল যে যে সকল মুৎফরক্কা এজহার ও দরখাস্ত আইনমতে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাওনের হুকুম আছে তাহার কোন এজহার কি দরখাস্ত নির্দ্ধারিত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা না গেলে তাহা লইতে আদালতের সাহেবদিগকে ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগকে ও কালেক্টর সাহেবদিগকে ও সরকারী অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগকে অনুমতি আছে কি না এপ্রযুক্ত এই পারানুসারে স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে ঐ সকল কার্য্যকারক সাহেবদিগের কোন সাহেবকে এমত দরখাস্ত কি এজহার নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাওন বিনা শুনিতে অনুমতি নাহি কিন্তু যেং আদালতে সাহেবদিগের অপরাধি লোকদিগের মোকদ্দমার বিচার করিতে হয় তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে যেং কয়েদী লোক ফৌজদারী জেলখানাতে কয়েদ হইয়া জের তজবীজে থাকে কি তজবীজ হওনের পরে আদালতের হুকুমমতে কয়েদ থাকে তাহারদিগের দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজভিন্ন যদি অন্য কাগজে লেখা যায় তথাপি তাহা শুনেন ইতি। ১৮১৪ সা। ২৮ আ। ১৯ ধা।

২৩৬। যোত্রহীনের যে মোকদ্দমা জজ সাহেবের আদালতে উপস্থিত হইয়া তৎপরে মুনসেফেরদের নিকটে বিচারার্থে সোপর্দ্দ হয় তাহাতে কোন ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক না।—১৮৩৫ সালের ২৯ মের ৯৪৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৩৭। মুনসেফের নিকটে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন ব্যক্তিবদের মোকদ্দমা জজ সাহেবেরদের দ্বারা অপর্ণ হইলে তাঁহারা তাহার বিচার করিতে পারেন কিন্তু তাঁহারদের সিরিশতায় সরকারের তরফহইতে কোন উকীল নিযুক্ত নাহি অতএব তাঁহারদের সম্মুখে যোত্রহীনমতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে ইষ্টাম্পের রসুমের বিষয়ে সরকারের পক্ষে কিছু ক্ষতি না হয় এনিমিত্তে উত্তরপশ্চিম দেশের সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের পরামর্শক্রমে নীচের লিখিত বিধান স্থাপন করিতে নিশ্চয় হইয়াছে এবং তাহা তোমাকে জ্ঞাপন করিতে আমার প্রতি হুকুম হইয়াছে। যখন কোন পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন ব্যক্তির মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে মুনসেফেরদের নিকটে অর্পণ হয় তখন তুমি তাঁহারদের প্রতি নিয়ত এমত হুকুম দিবা যে জিলার আদালতের সরকারী উকীলের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে তাঁহারদের ডিক্রীর এক নকল তোমার আদালতে পাঠান্। তাহা হইলে সরকারী উকীল গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব রক্ষা করণের নিমিত্ত রাজস্বসম্পর্কীয় সাহেব লোকের স্থানে পাওয়া হুকুমের অনুসারে যে কার্য্যকরা আবশ্যক বোধ হয় তাহা করিতে পারিবেন।—১৮৪০ সালের ১২ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

২৩৮। পাপর মোকদ্দমায় যে ইষ্টাম্পের মাসুল দেয় হয় তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্যে সরকারের পক্ষে যে দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহা শাদা কাগজে হইতে পারে।—১৮৪৭ সালের ৩০ জানুআরির সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৩৯। গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে যোত্রহীনেরদের মোকদ্দমায় ইষ্টাম্পের রসুমের যে টাকা গবর্ণমেণ্টের পাওনা হয় তাহা আদায় করিবার উদ্যোগ কালেক্টর সাহেব করিতে পারেন এই নিমিত্তে তুমি আপনার এবং জিলাস্থ নানা অধীন আদালতের এক কৈফিয়ৎ নীচের লিখিত পাঠানুসারে প্রস্তুত করিয়া মাসেং কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাও।—১৮৪৬ সালের ২৪ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

২৪০। পাপর মোকদ্দমায় ইষ্টাম্পের মাসুলের বাবতে গবর্ণমেণ্টের পাওনা টাকা উসুল করণের বিষয়ে গত ২৪ আপ্রিল তারিখের ১১ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের উপলক্ষে তদ্বিষয়ে কালেক্টর সাহেবকে যে মাসিক কৈফিয়ৎ পাঠাইবার হুকুম ঐ সরক্যুলর অর্ডরে ছিল তাহা মতান্তর হইল এবং সদর আদালত এক্ষণে হুকুম করিতেছেন যে তুমি আপনার আদালতের এবং আপনার অধীন আদালতের ঐ সম্বাদ পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে লিখিয়া পাঠাও।—১৮৪৬ সালের ২ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

পাঠ।

অমুক মাসে অমুক জিলার নানা দেওয়ানী আদালতে যত পাপরের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং যত ইষ্টাম্পের মাসুল ঐ সকল মোকদ্দমায় দেয় হয় তাহার কৈফিয়ৎ।

যাঁহার দ্বারা নিষ্পত্তি হইল	মোকদ্দমা দাখিলের তারিখ	নথীর শামিলে নম্বরী কি আপীলী মোকদ্দমার নম্বর		ফরিয়াদী ও আসামীর নাম ও বাসস্থান	মোকদ্দমার প্রকার	যে তারিখে নিষ্পত্তি হয়	যে হুকুম হয় তাহার মর্ম্ম	নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমার মূল্য	আইনের দ্বারা যত ইষ্টাম্পের মাসুল উসুল হইতে পারে	মন্তব্য
জজ	১৮৪ । ১০ মে	১২৩১	নম্বরী	ভবানীগঞ্জ পরগনার রামবাগ থানার জয়দেব পণ্ডিত ফরিয়াদী জয়পুর পরগনার চড়কডাঙ্গা থানার যজ্ঞেশ্বর রায় আসামী	স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকের উপর১২,১৩২ ৺/১৩ কর্জ	১৮৪ । ১৩ জুন	ফরিয়াদীর পক্ষে মায় খরচা ডিক্রী হইল	১৪,৫১৯ ।৶/১৫	৯৮২ ॥৶/৪	
প্রধান সদর আমীন	১৮৪ । ২২ আপ্রিল	১২৩৮	আপীল	এচ পরগনার থানা সন্দীপের রামশরণ ভট্ট আপেলান্ট জগদীশপুর পরগনায় বিষ্ণুপুর থানার গোপালবল্লব রায় রেস্পাণ্ডেণ্ট	সমসেরগঞ্জ তালুকের ॥০ আনা হিস্যার দাওয়ার অন্দাজী মূল্য ৪১৮ ।৵৪	১৮৪ । ২১ মে	মুনসেফের আদালতে মোকদ্দমা ডিসমিসের যে নিষ্পত্তি হয় তাহা অন্যথা হইল এবং আপেলান্টের পক্ষে ॥০ আনা হিস্যার হুকুম হইল	৫১৩ ।৬	৫২ ।৩	
সদর আমীন	১৮৪ । ৮ জানুআরি	৫২১	নম্বরী	অমুক পরগনার অমুক থানার গোপাললাল দত্ত ফরিয়াদী অমুক পরগনার অমুক থানার আহামদ কাশিম আসামী	১০৲ বিঘা যে ধান্য ভূমি আসামী বলপূর্ব্বক দখল করিয়াছে তাহার খাজানা	১৮৪ । ১২ আপ্রিল	ফরিয়াদীর পক্ষে মায় সুদ ডিক্রী হইল	৪৫২৲/৯	৪৭ ৴/৬	
থানা নবাবগঞ্জের মুনসেফ	১৮৪ । ৭ ডিসেম্বর	৪১৩	ঐ	অমুক পরগনার অমুক থানার রামহরি তেওয়ারি ফরিয়াদী ঐ স্থানের শ্যামসুন্দর মণ্ডল আসামী	তমঃসুকী কর্জ	১৮৪ । ১১ ঐ	মায় খরচা ডিক্রী হইল	১৯২৲/২	১৭ ৴/৬	

জিলার দেওয়ানী আদালত। অমুক তারিখ। অমুক জজ।

২৪১। সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিতেছেন যে পাপরের মোকদ্দমার যে কৈফিয়ৎ কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবার হুকুম ১৮৪৬ সালের ২৪ আপ্রিল তারিখ ও ২ অক্টোবর তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে দেওয়া গিয়াছিল তাহার শেষ ঘরের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক নূতন ঘর করা যায় এবং তাহার শিরোভাগে "মোকদ্দমার খরচা" এই কথা লেখা যায়।—১৮৪৭ সালের ১৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

১৬ ধারা।

পাপর।—অমূলক ও ব্যামোহদায়ক মোকদ্দমা।—পাপরের রসুম ও খরচা দিতে অস্বীকার করণ।

২৪২। যদি ফরিয়াদী আপন দাওয়া সাবুদ না করে ও আদালতের সাহেবদিগের যদি এমত বোধ হয় যে ঐ দাওয়া অতিঅমূলক কি কেবল দুঃখ ও ক্লেশ দেওনের নিমিত্তে কিম্বা ফরিয়াদী জানিযাশুনিয়া বাড়াইয়া দাওয়া করিয়াছে তবে যদি সেই ফরিয়াদী আপনার রসুমের টাকা ও আর যে কিছু রসুম ও খরচার টাকা আসামীকে দেওযাইবার অর্থে তাহার উপর হুকুম হইয়া থাকে তাহা আদায় না করে তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহাকে দেওযানী আদালতের জেলখানাতে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে বিনামেহনতে কয়েদ রাখিবার হুকুম দেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ১১ ধা। ১ প্র।

২৪৩। জঙ্গল মহালের জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পাপরস্বরূপ যে ব্যক্তিরা ১৭৯৩ সালের ৪৬ আইনানুসারে নালিশ করে তাহারদের মোকদ্দমা যদি বিচারের সময়ে অমূলক এবং ব্যামোহদায়ক দুষ্ট হয় তবে তাহারা ঐ আইনের ৩ ধারানুসারে দেওয়ানী জেলখানায় কি ফৌজদারী জেলখানায় কঠিন কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে সেই প্রকার ব্যক্তিরা দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ হইবেক।—১৮১০ সালের ৯ জানুআরির ৫৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪৪। মুরশিদাবাদের কোর্ট আপীল জিজ্ঞাসা করিলেন যে মোকদ্দমার অথবা আপীলের আরজী অমূলক কি ক্লেশদায়ক হওনপ্রযুক্ত যোত্রহীন ফরিয়াদী অথবা আপেলান্ট আইনমতে কয়েদ হইলে তাহারদের খোরাক কে দিবেন। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে এইমত গতিকে আসামী এবং রেস্পাণ্ডেণ্টের দরখাস্তক্রমে ঐ ফরিয়াদী এবং আপেলান্ট কয়েদ হয় নাই অতএব কয়েদ থাকনের সময়ে যে খোরাকের আবশ্যক হয় তাহা সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক। —১৮০৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের ৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪৫। ১৭৯৩ সালের ৪৬ আইনের ৩ ধারাতে এবং ১৮০২ সালের ৩ আইনের ২ ধারাতে হুকুম আছে যে ঝকড়াটিয়া পাপর কয়েদ হইবেক কিন্তু যে২ মান্যা স্ত্রী লোকেরদের সমৎ আদালতে হাজির হওয়া ক্ষমা আছে তাহারা ঐ২ ধারানুসারে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক না।— ১৮০৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরের ১১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪৬। জানা কর্ত্তব্য যে যদি ফরিয়াদীকে কয়েদ রাখিবার হুকুম হয় তবে সেই হুকুমমতে তৎক্ষণাৎ সে কয়েদ করা যাইবেক ও আদালতহইতে হওযা নিষ্পত্তির উপর তাহার আপীল করণহেতুক সে হুকুম জারীহওয়া মৌকুফ থাকিবেক না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ ফরিয়াদী তাহার উপর খরচার যত টাকা দিবার হুকুম হইয়াছে তাহা সমস্ত যখন দেয় তখনি খালাস হইবেক ইতি। ১৮১৪ সা। ২৮ আ। ১১ ধা। ২ প্র।

২৪৭। ঝকড়াটিয়া পাপরেরদের কয়েদ করণের যে হুকুম হয় তাহা জারী করা তাহারদের আপীল হইলেও স্থগিত হইবেক না এবং যদি তাহারা ঝকড়াটিয়া মতে আপীল করে তবে তাহারা পুনরায় কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক।—১৮০৫ সালের ১৮ অক্টোবরের ১২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪৮। যদি কোন ফরিয়াদী রুপোশ হয় ও তাহার হাজিরজামিনেরা তাহাকে আদালতে হাজির না করে ও সেহেতুক তাহাকে কয়েদ রাখা না হইতে পারে তবে তাহার শিরে খরচার যত টাকা দিবার হুকুম হইয়া থাকে তাহা তাহার হাজিরজামিনদিগের দিতে হইবেক ও যদি ঐ হাজিরজামিনেরা ঐ খরচার টাকা আদায় না করে তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহারদিগকে দেওয়ানী আদালতের জেলখানাতে উপরের প্রকরণের লিখনমত ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে বিনা মেহনতে কয়েদ রাখনের হুকুম দেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ১১ ধা। ৩ প্র।

২৪৯। পাপরেরদের হাজিরজামিন মরিলে তাহারদের ও তাহারদের সম্পত্তির উপর আর ঝুঁকী নাই কিন্তু যদি হাজিরজামিন পলায়ন করে তবে যে ব্যক্তিরদের জন্যে তাহারা জামিন হইয়াছে সেই ব্যক্তিরদিগকে হাজির করাওনের ইশ্তিহার

তাহারদের ঘরে এবং সরকারী কাছারীতে দিতে হইবেক। তৎপরে যদি তাহারা সেই ব্যক্তিরদিগকে হাজির না করে তবে পাপরের যে রসুম ও খরচা দেয় হয় তাহা জামিনের সম্পত্তিহইতে আদায় হইতে পারে।—১৮০৮ সালের ১৩ ফেব্রুআরির ৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫০। এটাবার জিলার জজ সাহেব ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১১ ধারার ৩ প্রকরণে দৃষ্টি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে যোত্রহীন এবং তাহার হাজিরজামিন উভয়ই রূপোশ হইলে ডিক্রীতে ফরিয়াদীর শিরে যত খরচা দিবার হুকুম হইয়াছিল তাহার নিশা করিবার নিমিত্তে হাজিরজামিনের জায়দাদ বিক্রয় হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এক্ষণে যেরূপ আইন চলন আছে তদনুসারে ফরিয়াদী আপনি হাজির না হইলে তাহার হাজিরজামিন ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১১ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে কেবল ছয় মাস কয়েদ হইতে পারে এবং ফরিয়াদীর স্থানে যে খরচা পাওনা থাকে তাহার নিমিত্তে জামিনের জায়দাদ বিক্রয় হইতে পারে না।—১৮৩৫ সালের ১৬ জানুআরির ২২২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫১। জানা কর্ত্তব্য যে যোত্রহীন ফরিয়াদীকে কি তাহার হাজিরজামিনদিগকে উপরের লিখিতমতে কয়েদ রাখাতে আদালতহইতে খরচার যে টাকা দেওয়াইবার হুকুম হইয়া থাকে আদালতের সাহেবদিগের তাহা উসুল করিবার বারণ হইবেক না অতএব যদি কোন যোত্রহীন ফরিয়াদী ডিক্রীমতে খরচার যত টাকা তাহার শিরে দেনা হয় তাহা না দেয় তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমত খরচার টাকা সরকারের পাওনা কি আসামীর পাওনাই বা হউক তাহা ডিক্রী হওনের সময়ে কি তাহার পরে ফরিয়াদীর যে কিছু বস্তু পাওয়া যায় তাহা বিক্রয় করিয়া উসুল করেন ইতি। -১৮১৪ সা। ২৮ আ। ১১ ধা। ৪ প্র।

১৭ ধারা।

যোত্রহীনেরদের মোকদ্দমার আপীল।

২৫২। ইহার দ্বারা হুকুম হইতেছে যে মান্যা স্ত্রীরদের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণে যে বিধি আছে তাহা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর সদর দেওয়ানী আদালতে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনরূপে যে ব্যক্তি আপীল করণের ইচ্ছা করে ঐ আদালতের বিবেচনানুসারে তাহার উপর খাটিতে পারে।—১৮৪০ সা। ১৯ আ।

২৫৩। প্রথমতঃ কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া তাহার ফরিয়াদী ও আসামী উভয় পক্ষের কোন পক্ষ যদি সে মোকদ্দমাতে হওয়া নিষ্পত্তির উপর যোত্রহীনমতে আপীলের দরখাস্ত দরপেশ করিবার মনস্থ রাখে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে নম্বরীমতে আপীলের মোকদ্দমা শুনা যাইবার যোগ্য আদালতে আপীলের এক দরখাস্ত এই আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের নির্দ্ধারিত দাঁড়ামতে দরপেশ করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ১২ ধা। ১ প্র।

২৫৪। আপেলাণ্টের কর্ত্তব্য যে আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে আদালতের মোহর ও দস্তখতে ফয়সলানামার নকল দাখিল করে ও সেই দরখাস্তেতে যেং অস্থাবর কি স্থাবর বস্তুতে আপন স্বত্বাধিকার থাকে সেইং বস্তুর তফসীল ও তাহার আন্দাজী মূল্য ও যেং হেতুক আপীল করিবার মনস্থ রাখে তাহা লিখিয়া দেয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ১২ ধা। ২ প্র।

২৫৫। ঐ দরখাস্ত ও ফয়সলানামার নকল দৃষ্টি করিয়া যদি আদালতের সাহেবদিগের এমত বোধ হয় যে প্রথমকার ফয়সলা কোনমতে অসঙ্গত ও অন্যায় নহে কি মোকদ্দমা সেমত নহে যে তাহার পুনর্ব্বার বিচার করা উচিত ও করিলে গুণ দর্শিবেক তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন ও দরখাস্তদেওনিয়াকে যোত্রহীনমতে আপীল করিবার অনুমতি না দেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ১২ ধা। ৩ প্র।

২৫৬। ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১২ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে জিলার জজ সাহেবের কোন ব্যক্তিকে পাপরস্বরূপ আপীল করিবার অনুমতি না দেওনের হুকুম চূড়ান্ত এবং সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীল হইতে পারে না।—১৮৪২ সালের ১৩ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩২ পৃষ্ঠা।

২৫৭। জানা কর্ত্তব্য যে ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর হইলেও সেই দরখাস্তদেওনিয়ার ক্ষমতা আছে যে যোত্রহীন-

ভিন্ন অন্য লোকদিগের বিষয়ে আপীলের মোকদ্দমার অর্থে আইনেতে যেমতং নির্দ্দিষ্ট আছে সেইং মতে কার্য্য করিয়া আপনার মোকদ্দমার আপীল করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ১২ ধা। ৪ প্র।

১৫৮। জিলার এক জন জজ সাহেব ৫০,০০০৲ টাকার সংখ্যার অথবা মূল্যের এক মোকদ্দমার ডিক্রী করিলেন তাহাতে পরাজিত ব্যক্তি ঐ ডিক্রীর উপর যোত্রহীনমতে সদর আদালতে আপীল করিতে দরখাস্ত করিল কিন্তু ঐ সদর আদালত ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১২ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত সরাসরী হুকুমের দ্বারা ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন কিন্তু যোত্রহীনভিন্ন অন্য লোকদিগের বিষয়ে আপীলের মোকদ্দমার অর্থে আইনেতে যেমতং নির্দ্দিষ্ট আছে সেইং মতে কার্য্য করিয়া আপনার মোকদ্দমার আপীল করিতে অনুমতি দিলেন। এইক্ষণে সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর করণের যে সরাসরী হুকুম তাঁহারা করিলেন তাহার উপর ইঙ্গলণ্ড দেশের শ্রীযুক্ত বাদশাহের কৌন্সেলের হজুরে আপীল হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ইহার পূর্ব্বে মফঃসল আপীল আদালত কোন এক মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া এবং যোত্রহীনতার বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া যোত্রহীনরূপে আপীল করণের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং সদর আদালত তৎসময়ে কহিয়াছিলেন যে তাঁহারদের ঐ বিষয়ের হুকুম চূড়ান্ত জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং ঐ মোকদ্দমার কাগজের নিম্ন ভাগে এমত কথা লেখা ছিল যে সদর দেওয়ানী আদালত ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১২ ধারার ৩ প্রকরণের এমত অর্থ করিয়াছেন যে আপীল আদালত আপন বিবেচনামতে চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারেন্ এবং তাহার উপর কোন খাস আপীল হইতে পারে না। অতএব সদর আদালত বোধ করেন্ যে উপরের উক্ত প্রকার গতিকে তাঁহারা যে হুকুম দেন্ তাহার বিষয়ে সেই নিয়ম চলিবেক এবং উক্ত প্রকার হুকুমের উপর শ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের কৌন্সেলের হজুরে আপীল হইতে পারে না।—১৮৩৬ সালের ৪ আগষ্টের ১০২৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

[শ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের কৌন্সেলের হজুরে আপীলের বিষয়ি বিধি তৎপরে ঐ শ্রীযুক্তের হজুর কৌন্সেলে মতান্তর হইয়াছে এবং ঐ সংশোধিত বিধি এই পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে দেওয়া গিয়াছে।]

২৫৯। যে কোন ব্যক্তি যোত্রহীনরূপে অধস্থ আদালতে মোকদ্দমা করিতে অনুমতি পাইয়াছিল সেই ব্যক্তির যোত্রহীনমতে আপীল করণের দরখাস্ত করাতে সেই দরখাস্ত ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১২ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে নামঞ্জুর হইলে এবং সাদা কাগজে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর যে নকল পাইয়াছিল তাহা আদালতহইতে ফিরিয়া পাইলে পর যদি ঐ আইনের ঐ ধারার ৪ প্রকরণের নির্দ্দিষ্টমতে আপীল করিতে চাহে তবে উক্তমতে সাদা কাগজে পূর্ব্বোক্ত যে ডিক্রীর নকল পাইয়াছিল তাহা আপনার আপীলের আরজীর সঙ্গে দাখিল করিতে পারে কি না অথবা অধস্থ আদালতে যোত্রহীনব্যতীত অন্য ব্যক্তিরদের যেরূপ ইষ্টাম্প কাগজে ডিক্রীর নকল লইতে হয় সেইরূপ ইষ্টাম্প কাগজে ঐ ব্যক্তির ডিক্রীর অন্য এক নকল লইতে হয় কি না। তাহাতে বিবেচনা হইল যে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১২ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে এমত গতিকে যে যোত্রহীন ব্যক্তি আপীল করে সে অধস্থ আদালতের যে ডিক্রীর নকল সাদা কাগজে পাইয়াছিল তাহা আপনার আপীলের আরজীর সঙ্গে গুজরাইতে পারে।—১৮৩৯ সালের ১১ জুনের ১২১৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬০। আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া কলিকাতার সদর আদালতের সাহেবেরা যশোহরের জজ সাহেবকে জানাইলেন যে যোত্রহীন আপেলাণ্ট যদ্যপি আসল মোকদ্দমার সময়ে যোত্রহীন ছিল কি না তথাপি তাহার বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১২ ও ১৩ ধারার বিধি খাটিবেক। কিন্তু যদি ঐ আপেলাণ্ট যোত্রহীনমতে আসল মোকদ্দমা করিয়াছিল তবে ঐ যোত্রহীন সুতরাং অধস্থ আদালতের ডিক্রীর যে নকল সাদা কাগজে পাইয়াছিল তাহা আপীল আদালতে গুজরাইতে পারে যেহেতুক ঐ আইনের ৮ ধারানুসারে ঐরূপ নকল পাইবার দাওয়া করিতে পারে।—১৮৩৯ সালের ১ আপ্রিলের ১২০৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬১। যদি উপরের ধারার মতে দাখিলহওয়া কোন দরখাস্ত দৃষ্টি করিয়া এবং তাহার সঙ্গে দাখিলহওয়া ডিক্রীর নকল দৃষ্টি করিয়া আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনাতে এমত বোধ হয় যে ফয়সলাতে কোন চুক কি কোন হুকুম অসঙ্গত ও অন্যায় হইয়াছে কি মোকদ্দমার গতিক ও ভাব এপ্রকার যে আপীলমতে তাহার পুনর্ব্বার বিচারকরা উচিত তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে এই আইনের ৫ ও ৬ ধারার লিখিত কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ ও জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১০ ও ১১ ধারার লিখিত কথা যাহারা যোত্রহীনমতে আপীল করিবার অনুমতি পায় তাহারদিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ১৩ ধা।

২৬২। যে ব্যক্তি অধস্থ আদালতে মোকদ্দমার জওয়াব দিতে স্বীকার করিল না সেই ব্যক্তির পাপরস্বরূপ আপীল করণের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে নামঞ্জুর হইল।—১৮৪২ সালের ১৩ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৭ পৃষ্ঠা।

২৬৩। যদি প্রথমত উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাতে যোত্রহীন ফরিয়াদীর হকে ডিক্রী হয় ও আসামী আপীল করে তবে যাবৎ আপীলের ফয়সলা না হয় তাবৎ ডিক্রী জারীহওয়া মৌকুফ থাকিলে এই আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১০ ধারার লিখিত কথাসকল রেস্পাণ্ডেণ্ট এতাবতা প্রথমে যে যোত্রহীন ফরিয়াদী ছিল তাহার সহিত অন্য কোন তহকীক করণবিনা সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ১৪ ধা।

২৬৪। যদি কোন ডিক্রী প্রথমেতে যোত্রহীন ফরিয়াদীর হকে হইয়া তাহার উপর আপীল হইয়া আপীলেতে সে ডিক্রী রদ হয় এতাবতা ফেরে তবে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপেলাণ্ট নালিশের রসুমের বদলে ইষ্টাম্প কাগজের রসুম এতাবতা মূল্য যত টাকা দিয়া থাকে তাহার সমস্ত ও আপেলাণ্ট আপন উকীলের রসুমের জন্যে যত টাকা আদালতে আমানৎ রাখিয়া থাকে তাহার মধ্যহইতে যাহা উপযুক্ত হয় তাহা আপেলাণ্টকে ফিরিয়া দেন্ ও রেস্পাণ্ডেণ্টের দখলে যদি কোন বস্তু কোন সময়ে পাওযা যায তবে তাহাহইতে ঐ ইষ্টাম্প কাগজের রসুমের এতাবতা মূল্যের টাকা সমুদয় ও আমানতের ও আরং খরচার যত টাকা ডিক্রীমতে রেস্পাণ্ডেণ্টের দেনা হয় তাহা সমস্ত উসুল করা যাইবেক ইতি। ১৮১৪ সা। ২৮ আ। ১৫ ধা।

২৬৫। সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে কি যোত্রহীন কি অন্যেরদের মোকদ্দমায প্রথম ডিক্রীর উপর আপীল হইযাছে এই ওজরে রসুমের নিশ্চা করণের বিলম্ব হইতে পারে না এবং যদ্যপি কোনং গতিকে এই নিয়মের দ্বারা ক্লেশ হইতে পারে তথাপি সাধারণ নিয়মের ন্যায তাহা উত্তম ও যথার্থ বোধ হয। অতএব ঐ ব্যবহার পরিবর্ত্তন করণের কোন কারণ দৃষ্ট হয না।—১৮৩৩ সালের ৩ মের ৭৭৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬৬। এই আইনের ১৪ ধারার উক্ত মতব্যতিরিক্ত কোন মোকদ্দমাতে যদি কোন আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্ট যোত্রহীনমতে মোকদ্দমার জওযাবআদি দিবার মনস্থ রাখে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে এই আইনের ৫ পারার ১ প্রকরণের লিখনানুসারে তাহার বৃত্তান্ত ও আপনার অস্থাবর কি স্থাবর যেং বস্তু থাকে তাহার তফসীল ও সেইং বস্তুর আন্দাজী মূল্য লিখিযা এক দরখাস্ত যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতে আপনি নিজে কি তাহার উকীল হাজির হইযা দাখিল করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ১৬ ধা। ১ প্র।

২৬৭। এমত কোন দরখাস্ত কোন আদালতে দাখিল হইলে সে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে এই আইনের ৫ ধারার ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ ও ৭ প্রকরণের লিখিত কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৮ আ। ১৬ ধা। ২ প্র।

২৬৮। যদি জোবানবন্দী করণের ও উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে তহকীক করণের পরে আদালতের সাহেবদিগের নিকটে এমত প্রমাণ হয যে মোকদ্দমাতে আন্দাজী যে খরচা হইবেক তাহা দিতে কুলাইবার আন্দাজ বস্তু দরখাস্তকরণিযার ভোগদখলে নাহি ও সে আপনি নিজে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে অশক্ত ও তাহার কথাক্রমে আদালতের উকীলদিগের কোন উকীল তাহার মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণের ভার লইতে রাজী হয না তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে এই আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১০ ধারাতে যোত্রহীন ফরিয়াদী ও আপেলাণ্টদিগের হিতের নিমিত্তে যে সকল কথা লেখা আছে সেইমতে দরখাস্তকরণিয়ার বিষযে আচরণ করেন ও জানা কর্ত্তব্য যে হাজিরজামিনীব্যতিরিক্ত আর কোন জামিনী এমত আসামী ও রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে তলব হইবেক না ইতি। —১৮১৪ সা। ২৮ আ। ১৬ ধা। ৩ প্র।

২৬৯। পাপরের বিষযের ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনেতে দ্বিতীয় কি খাস আপীলের পাপর আপেলাণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্টের বিষয়ে কোন বিশেষ হুকুম লেখা না থাকনপ্রযুক্ত এই ধারাক্রমে ইহা জানান যাইতেছে যে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তির উপর পাপররূপে আপীল করণের বিষয়ে ঐ আইনেতে যেং হুকুম লিখিত আছে সেইং হুকুম এই আইন জারীহওনের পরে পাপররূপে উপস্থিত করা যে কোন দ্বিতীয় কি খাস আপীল পূর্ব্বের ধারার লিখিত হুকুমানুসারে ইহার পরে গ্রাহ্য বোধ হইবেক ঐ আপীলের সহিত সম্পর্ক রাখণযোগ্য বোধ হইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ২ আ। ৫ ধা।

২৭০। সদর আদালতের পরামর্শানুসারে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয করিযাছেন যে ১৮৩৯ সালের ৯ আইনের বিধি যেমন প্রথমত উপস্থিতহওযা মোকদ্দমার আসামীর বিষযে খাটে তেমনি আপীলী মোকদ্দমার রেস্পাণ্ডেণ্টের বিষযেও খাটে।—১৮৩৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের ১২৫০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮ ধারা।

ভিন্নাধিকারনিবাসি ব্যক্তিরদের দ্বারা মোকদ্দমা উপস্থিতকরণ এবং জওযাব দেওন।

২৭১। এ আইন জারী হওনের তারিখঅবধি ভিন্নাধিকারনিবাসি যে প্রত্যেক জন কোন জিলা কি শহরের আদালতে প্রথমতঃ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কিম্বা তাহার জওয়াব দাখিল করিতে চাহে অথবা মফঃসল আপীল আদালতে কি সদর দেওযানী আদালতে কোন আপীল উপস্থিত করিতে কি তাহার জওয়াব দাখিল করিতে চাহে ঐ মোকদ্দমা কি আপীলেতে যে সকল খরচা ঐ লোকের দিতে হুকুম হইবেক তাহা দিবার নিমিত্তে তাহার স্থানে জামিনীপত্র লেখাইযা লওয়া যাইবেক এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত দেশ এবং তাঁহার আদালতের এলাকার মধ্যবাসি এবং ঐ এলাকার মধ্যে যাহারদের বিভব থাকিবেক এমত জামিনেরদের দ্বারা ঐ জামিনীপত্র প্রবল করিতে হইবেক। মোকদ্দমা কিম্বা আপীল যে তারিখে উপস্থিত করা যায় তাহার পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে ঐ জামিনীপত্র ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট দাখিল করিয়া দিবেক এবং আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর তলবচিঠী যে তারিখে জারী করা যায় তাহার পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে ঐ জামিনীপত্র দাখিল করিবেক ঐ জামিনীপত্র ঐ প্রকারে দাখিল না হইলে ঐ লোক ফরিয়াদী হইলে তাহার মোকদ্দমা কি আপীল চলিবেক না আসামী অথবা রেস্পাণ্ডেণ্ট হইলে তাহার মোকদ্দমা কি আপীলের সওয়াল জওয়াব করিতে পারিবেক না কিন্তু তাহার প্রতিকূল লোকের দাখিলকরা আরজী ও প্রমাণানুসারে একতরফা বিচারমতে ঐ মোকদ্দমার কি আপীলের নিষ্পত্তি হইবেক এবং যে লোক হুকুমকরা জামিনীপত্র দিতে ত্রুটি করে সে লোক পূর্ব্বে তাহার মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইযাছিল ঐ আদালতে তাহার যেং খরচা দাতব্য হয় সে সমস্ত না দিলে এবং আপীলের নিমিত্তে যেং খরচা হইতে পারিবেক তাহাও দিবার জামিনীপত্র দাখিল না করিলে ঐ লোকের কোন আপীল গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।- ১৮২৯ সা। ১৪ আ। ২ ধা। ১ প্র।

২৭২। কোন জন কোন জিলা কি শহরে কি মফঃসল আপীল আদালতে প্রথমতঃ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে অথবা আপীল করিলে পর ঐ মোকদ্দমা অথবা আপীলের নিষ্পত্তি করণের পূর্ব্বে সে লোক ভিন্নাধিকারনিবাসী হইলে এবং ঐ আদালতের সাহেব ঐ জামিনীপত্র তলব করণানন্তর ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাহা দাখিল করিতে ত্রুটি করিলে উপরের লিখিত হুকুম এবং কার্য্য করণের প্রকার তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক এবং এই প্রকরণক্রমে ঐ আদালতের সাহেবকে হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ লোক ভিন্নাধিকারবাসী এমত জানা যাইবামাত্র তদর্থে কোন কথা উপস্থিত না হইলেও ঐ লোকের স্থানে জামিনীপত্র তলব করেন্ ইতি।—১৮২৯ সা। ১৪ আ। ২ ধা। ২ প্র।

২৭৩। ফতেপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ভিন্ন রাজার অধিকারে যাহারা বাস করিয়া ইঙ্গলণ্ডীযেরদের রাজ্যের সীমার মধ্যে ভূমি বা অন্য সম্পত্তি রাখে তাহারা যদি কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে বা জওযাব দেয় তবে ১৮২৯ সালের ১৪ আইনের বিধির অনুসারে তাহারদের খরচার জামিন দিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ২৬ আগষ্টের ১৩৫৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭৪। কিন্তু ইহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে এই ধারার লিখিত কোন কথা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের লিখিত পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন ফরিয়াদীর সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।—১৮২৯ সা। ১৪ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

১৯ ধারা।

জমীদার এবং অন্যান্য ভূম্যধিকারিরদের দ্বারা লাখেরাজ ভূমির উপর ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে কর বসাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা অথবা যাঁহারা কোন ভূমির নিষ্কররূপে দখল করিবার দাওয়া করেন তাঁহারদের মোকদ্দমা।

২৭৫। ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে যে ভূমির দান নিষ্কররূপে একযোগে এক গ্রামে কিম্বা অনেক গ্রামে হইয়া থাকে সে ভূমি যে পরগনায় আছে সেই পরগনার চলন মাপের অনুসারে যদি ১০০৲ এক শত বিঘার অধিক না হয় তবে ৮ অষ্টম ধারাক্রমে সে ভূমির উপর যে রাজস্ব ধার্য্য হয় সে রাজস্ব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ৮ অষ্টম ধারার লিখিত মর্ম্মানুসারে যে ভূম্যধিকারির ভূমিতে কিম্বা

মফঃসলী তালুকদারের তালুকের মধ্যে সে ভূমি থাকে তাহার স্বত্ব অর্থাৎ হক হইবেক এবং সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা মফঃসলী তালুকদার আপন শিরের মালগুজারী আদায়ের নিমিত্তে যে করারদাদ করিয়া থাকে সে করারদাদ যাবৎ বহাল থাকিবেক তাবৎ সেই ভূমির উপর যে রাজস্ব ধার্য্য হয় তাহার কারণ সেই অধিকারী কিম্বা তালুকদারের স্থানে কিছু বেশী তলব হইবেক না আর যদি সেই নিষ্কর ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য হইবার কালে সেই অধিকারভূমি কিম্বা মফঃসলী তালুক খাস তহসীলে থাকে তবে যাবৎ সেই অধিকারভূমি কিম্বা মফঃসলী তালুকের বন্দোবস্ত তাহার অধিকারী অথবা ইজারদারের সহিত না হয় তাবৎ সেই নিষ্কর ভূমির রাজস্ব যাহাকে সেই অধিকারভূমি কিম্বা মফঃসলী তালুকের রাজস্ব অর্শে তাহাকেই অর্শিবেক আর উপরের লিখিত যে নিষ্কর ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য হয় সে ভূমি মফঃসলী সকল তালুকের ন্যায় জ্ঞান হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৯ আ। ৬ ধা।

২৭৬। ৬ ষষ্ঠ ধারায় যে সকল ব্যবস্থা লেখা আছে সে সকল ব্যবস্থা যে সকল মর্ম্মের নীচে লেখা গেল তদ্ভিন্ন ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত ভূমির প্রতিও চলিবেক সেই মর্ম্মের বেওরা এই যে যে কোন ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা মফঃসলী তালুকদার কিম্বা সরকারের আমলাকে সে ভূমির রাজস্ব অর্শে সেই ব্যক্তি সে ভূমির জরীপওগয়রহের খরচ তাহার গ্রহীতার স্থানে না চাহিয়া সে ভূমির উৎপন্ন জ্ঞাত হইয়া তাহার হিসাব কালেক্টর সাহেবের দৃষ্টিকারণ দিবেক সেই সাহেব সেই ভূমির জমা মোকররীমতে ধার্য্য করিয়া তাহাতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরীর নিমিত্তে সেই সাহেবদিগেরে সংবাদ দিবেন সেই সাহেবেরা তাহা কমী ও বেশী করিবার কর্ত্তা রহিবেন আর যদি সেই ভূমির বৃত্তিভোগি অধিকারী নির্দ্ধারিত জমা কবুল করে তবে সে ভূমি মফঃসলী তালুকের মতে তাহার এবং তাহার উত্তরাধিকারিআদিক্রমের ভোগদখলে মোকররীমতে রহিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৯ আ। ৯ ধা।

২৭৭। ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বরের পর শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের হুকুমছাড়া ১০০৲ এক শত বিঘার ন্যূন কিম্বা অধিক যে ভূমির দান নিষ্কররূপে হইয়া থাকে কিম্বা হয় তাহা অসিদ্ধ হইবেক ও এমত ভূমিতে যত কাল ভোগ দখল হইয়া থাকে সে কালকে সে ভূমিতে অথবা তাহার রাজস্বে কাহারো অধিকারিত্ব স্বত্বের নিদর্শন জ্ঞান করা যাইবেক না আর সকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারেরা এবং যে সকল লোক সেই ভূমি কিম্বা মফঃসলী তালুক তাহার অধিকারিদিগের স্থানে কিম্বা অন্যের নিকটে অথবা সরকারহইতে ইজারা লইয়া থাকে তাহারা আর সরকারের কার্য্যকারক যাঁহারা সরকারের খাস তহসীলের অধিকারভূমি কিম্বা মফঃসলী তালুকের তহসীলে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা ক্ষমতা রাখেন বরং ঐ সকল লোকের প্রতি হুকুম আছে যে সেই নিষ্কর ভূমির রাজস্ব পরগনার শরেমাফিক তহসীল করেন এবং আদালতে উপস্থিত করণ ও সরকারের কোন কার্য্যকারককে কি পূর্ব্বে কি পরে সংবাদ দেওনব্যতিরেকও সেই গ্রহীতাকে সেই ভূমির অধিকারিত্ব স্বত্বহইতে বেদখল করিয়া সে ভূমি যে অধিকারভূমিতে কিম্বা মফঃসলী তালুকের মধ্যে থাকে তাহার শামিল করান আর যে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা মফঃসলী তালুকদার সে ভূমি বাজেয়াফ্ত করে তাহার স্থানে সে যে করারদাদের মতে আপন অধিকারভূমি কিম্বা মফঃসলী তালুক অথবা ইজারার সরবরাহ করে সে করারদাদ যাবৎ বহাল থাকিবেক তাবৎ সে ভূমি বাজেয়াফ্ত করণের জন্যে কিছু বেশী লওয়া যাইবেক না আর সকল অযোগ্য অধিকারিদিগের ভূমির ও সাধারণ ভূমির সরবরাহকারেরাও শক্তি রাখে বরং তাহারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে জমীদারীওগয়রহ ভূমির অধিকারিদিগের এই ধারাক্রমে যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতানুসারে সেই অধিকারিদিগের পক্ষে কার্য্য করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৯ আ। ১০ ধা।

২৭৮। ভূমির যে অধিকারী ও ইজারদার এবং মফঃসলী তালুকদার আপনারদিগের জমীদারীওগয়রহ অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমি অথবা মফঃসলী তালুকের মধ্যের ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত নিষ্কর ভূমির রাজস্বের দাওয়া রাখে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেই দাওয়া দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করে ইহাতে যে ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা মফঃসলী তালুকদার কিম্বা অন্য যে কেহ আদালতের ডিক্রী না পাইয়া এমত ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য করে তাহার নামে সেই ভূমির বৃত্তিভোগী আপন ক্ষতির দাওয়ায় আদালতে নালিশ করিতে পারে। যদি কোন ভূম্যধিকারির অধিকারভূমি কিম্বা মফঃসলী তালুক খাস তহসীলে থাকে তবে ঐ ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত ভূমির রাজস্বের দাওয়ার ক্ষমতা সে অধিকারভূমি কিম্বা মফঃসলী তালুকের মালগুজারী যাহাকে অর্শে তাহার প্রতি রহিবেক। আর যদি সেই অধিকারির অধিকারভূমি কিম্বা সেই মফঃসলী তালুকদারের তালুক সরকারের

খাসতহসীলে থাকে তবে সেই নিষ্কর ভূমির রাজস্বের দাওয়া করিতে কালেক্টর সাহেবের এতমামে সেই খাস-তহসীলের অধিকারভূমি ও মফঃসলী তালুকের তহসীলদার কিম্বা সরকারের অন্য কার্য্যকারক শক্তি রাখিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৯ আ। ১১ ধা।

২৭৯। যদি মোকদ্দমার বিচারক্রমে আদালতের জজ সাহেব জানেন যে যে কোন নিষ্কর ভূমিদানের সনন্দে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা ডিসেম্বরের পূর্ব্বের তারিখ লেখা থাকে সে সনন্দ কৃত্রিম কিম্বা সেই সনন্দে গ্রহীতার নাম লোপ হইয়া অন্যের নাম লেখা গিয়া থাকে অথবা আসল সনন্দে যে নাম ছিল না তাহা তাহাতে দাখিল হইয়া থাকে কিম্বা সে ভূমিদানের নামকরণ লোপ অথবা পরিবর্ত্ত ও ফেরফার হইয়া থাকে কিম্বা সেই ভূমিদানের তারিখের পূর্ব্ব তারিখ লেখা গিয়া থাকে তবে আদালতে এইরূপে ডিক্রী হইবেক যে সে ভূমি সেই সনন্দানুসারে নিষ্কররূপে স্থিরতর ও বহাল রহিবেক না এমতে সেই ডিক্রীক্রমে সে ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য্য হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৯ আ। ১৭ ধা।

২৮০। ১০০/ বিঘার অধিক যে লাখেরাজ ভূমি ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে দুই বা ততোধিক দানপত্র-ক্রমে হস্তান্তর হইয়াছিল তাহার প্রত্যেক দানে যদি ১০০/ বিঘার অধিক না হয় এবং যদি ঐ জমীদার ঐ প্রত্যেক দানে কত ভূমি ছিল তাহা মোকদ্দমা উপস্থিত করণের পূর্ব্বে কোন প্রকারে নির্ণয় করিতে পারিলেন না তবে সেই সকল ভূমির খাজানা পাইবার নিমিত্তে তিনি একি মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এইমত মোকদ্দমা নিষেধ করিতে ১৭৯৩ সালের ৩ ও ৪ এবং ১৯ আইনের কোন বিধানের অভিপ্রায় ছিল এমত দৃষ্ট হয় না অতএব তাঁহারদের বোধে এইপ্রকার মোকদ্দমা গ্রাহ্যকরা উচিত এবং তাহার পরে ঐ মোকদ্দমা আইনসিদ্ধ কি না তাহা এবং ফরিয়াদীর স্বত্ত্ব মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হইবেক।—১৮২১ সালের ৩ আগস্টের ৩৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮১। জানান যাইতেছে যে আদালতেতে লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর কোন ভূমির খাজানার দাওয়াতে ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি তালুকদারদিগের তরফহইতে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সে সমস্ত মোকদ্দমা এবং আর যেং মোকদ্দমা লোকেরা লাখেরাজরূপে ভূমি রাখিবার দাওয়াতে দরপেশ করে সে সমস্ত মোকদ্দমা প্রথমরূপে উপস্থিত হইবামাত্র তজবীজ করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের কিম্বা অন্য যে সাহেব ঐ সাহেবের ক্ষমতা রাখেন তাঁহার নিকটে সোপর্দ্দ করা যাইবেক।—১৮১৯ সা। ২ আ। ৩০ ধা। ১ প্র।

২৮২। ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ১ প্রকরণে হুকুম আছে যে "যে আদালতেতে লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর কোন ভূমির খাজানার দাওয়াতে ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি তালুকদারদিগের তরফহইতে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সে সমস্ত মোকদ্দমা এবং আর যেং মোকদ্দমা লোকেরা লাখেরাজরূপে ভূমি রাখিবার দাওয়াতে দরপেশ করে সে সমস্ত মোকদ্দমা প্রথমরূপে উপস্থিত হইবামাত্র তজবীজ করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ করা যাইবেক।" অতএব হুগলীর জজ সাহেবের সেই প্রকার মোকদ্দমা সদর আমীনের নিকটে অর্পণকরা উচিত ছিল না।—১৮৩১ সালের ৮ আপ্রিলের ৫৮৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮৩। লাখেরাজস্বরূপ ভূমির দখল করণের দাওয়া বিশেষ দাওয়া হওয়াতে যে ব্যক্তি সেই দাওয়া করে তাহার প্রমাণ দেওনের ভার তাহার উপরেই আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ১১ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৮৪। সদর আদালত বোধ করেন্ যে ফরিয়াদী কালেক্টর সাহেবের সিরিশ্তার এক জন আমলা হইলে সেই নিমিত্তে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে তাঁহার নিকটে অর্পণহওয়া কোন মোকদ্দমা বিচার করিতে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না যেহেতুক ঐ ধারার মধ্যে যে হুকুম আছে অর্থাৎ নিষ্কররূপে ভূমির ভোগদখল করণের স্বত্ত্বের বিষয়ে মোকদ্দমা জিলার আদালতে উপস্থিত হইলে তাহা তজবীজ হওনের নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবকে সমর্পণ করিতে হইবেক এই বিধি সাধারণ এবং প্রতিপালন না করিলে নয়। ফরিয়াদী চাহিলে সেই দাওয়া আদৌ কালেক্টর সাহেবের নিকটে করিতে পারিত এবং তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব তাহা আমার এলাকার অধিকারের মধ্যে নয় বলিয়া কদাচ তাহা নামঞ্জুর করিতে পারিতেন না।—১৮২০ সালের ২৮ জুলাইর ৩২০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮৫। যে মোকদ্দমায় নিষ্কর ভূমির বিষয়ে বিবাদ হয় সেই মোকদ্দমায় যদি সনদের মাতবরীর বিষয়ে কিছু বিরোধ নাই তবে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার বিধির অনুসারে তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকটে অর্পণ হইতে পারে না।—১৮৩২ সালের ১৩ জানুআরির ৬১৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮৬। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে তুমি যে মোকদ্দমার উল্লেখ করিয়াছ তাহার মধ্যে সামান্যতঃ দুই

বিরোধি বিষয় আছে। প্রথম মালিকী স্বত্ত্ব দ্বিতীয় যেপ্রকার সনদক্রমে ভূমি ধার্য্য হইতেছে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে সকল মোকদ্দমায় কেবল মালিকী স্বত্ত্বের বিষয়ে বিবাদ হইতেছে (যথা যে স্থলে নিষ্কর ভূমির ভোগবান ব্যক্তির উত্তরাধিকারিরা আপনং অংশ পাইবার নিমিত্তে শরীকেরদের নামে নালিশ করে) সেইং প্রকার মোকদ্দমা কেবল দেওয়ানী আদালতে শুননি হইতে পারে। কিন্তু যদি সেই সনদ অথবা পাট্টার মাতবরী এবং মালিকী স্বত্ত্ব এই উভয়ের বিষয়ে বিরোধ হয় (যথা জমীদার আপন জমীদারীর শামিল কোন ভূমির দখল পাইবার দাওয়া করেন এবং আসামী কহে যে আমি এই ভূমি নিষ্করূপে ভোগদখল করিতেছি) তবে এ মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবকে সমর্পণ করিতে হইবেক।

১৮৩৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরের ২৮১ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

২৮৭। সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে জিলার জজ সাহেব যদি উক্ত প্রকার মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে অর্পণ করেন এবং কালেক্টর সাহেব এই ওজর করিয়া তাহা ফিরিয়া পাঠাইয়া দেন যে এইপ্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে রিপোর্ট করণ আমার কর্ত্তব্য নহে এবং যদি জজ সাহেব বোধ করেন যে এইপ্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট করা কর্ত্তব্য তবে জজ সাহেবের উচিত যে রীতিমত প্রিসেপ্টে লিখিয়া সেই হুকুম পুনর্বার কালেক্টর সাহেবকে দেন এবং সেই হুকুমের রিটর্ণ করিবার কোন মিয়াদ নিরূপণ করেন। যদ্যপি কালেক্টর সাহেব তথাপি সে মোকদ্দমার তজবীজ করিতে স্বীকার না করেন তবে জজ সাহেবের উচিত যে ইঙ্গরেজী ভাষায় পত্র লিখিয়া তাহা এই সদর আদালতে জানান্ পরে সদর দেওয়ানী আদালতের যেরূপ উদ্যোগকরা বিহিত বোধ হয় সেইরূপ উদ্যোগ করিবেন।—১৮৩৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরের ২৮১ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২৮৮। কেবল যে লাখেরাজ ভূমিতে সরকার এক পক্ষ হন তাহা কালেক্টর সাহেবের বিচার্য্য এমত নহে কিন্তু যে কোন মোকদ্দমায় লাখেরাজ ভূমির বিষয়ে বিরোধ আছে সেই সকল তাঁহার বিচার্য্য।—১৮২৯ সালের ৩০ অক্টোবরের ৫১৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮৯। যে মোকদ্দমায় নিষ্করূপে ভূমি দখল করণের সনদের সিদ্ধতাসিদ্ধতার বিষয় উত্থাপন হয় সেইপ্রকার মোকদ্দমা যখন কালেক্টর সাহেবের নিকটে অর্পণ না করিয়া জিলার জজ সাহেবের অধীন কোন আদালতে বিচার হইয়া থাকে তখন সেই নিষ্পত্তি বাতিল করিতে হইবেক এবং সেই মোকদ্দমা জজ সাহেবের সাবেক নম্বরে বহাল করিতে হইবেক এবং নিয়মিত মতে তাহা কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে হইবেক। - ১৮৩১ সালের ২৫ ফেব্রুআরির ৫৮৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯০। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে যে মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে অর্পণ করিতে হইবেক তাহা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণের তাৎপর্যানুসারে মুনসেফ শুনিতে পারেন না। অতএব যদি মুনসেফ সেইপ্রকার মোকদ্দমা বিচার করিয়া থাকেন এবং যদ্যপি আপীলক্রমে তাহা প্রধান সদর আমীনের নিকটে উপস্থিত হয় তবে তাঁহার উচিত যে গত ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডরক্রমে তাহা জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া এই পরামর্শ দেন যে ঐ মোকদ্দমা আইনবিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহা তাদৌ নামঞ্জুর করা কর্ত্তব্য ছিল অতএব মুনসেফ তাহা নামঞ্জুর করিতে পারেন এই নিমিত্তে মুনসেফের ডিক্রী রদ করিয়া সেই মোকদ্দমা পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে পাঠান যায়।—১৮৪০ সালের ৩ জানুআরির ১২৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯১। চাটিগাঁ জিলার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে জমীদার যদি ভূমির খাজানার বিষয়ে নালিশ করে এবং যদি আসামী কহে যে নিষ্কর সনদক্রমে আমি এই ভূমি পাইয়াছি এবং তাহাতে আমার মালিকী স্বত্ত্ব আছে তবে সেইপ্রকার নালিশ ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবের নিকটে অর্পণ হইতে পারে না কিন্তু তাহা সীমামরহদ্দের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া সামান্যরূপে দেওয়ানী আদালতের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক।—১৮৩৬ সালের ৩০ ডিসেম্বরের ১০৬৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯২। যে মোকদ্দমাতে নিষ্করূপে ভূমির ভোগদখল করণের স্বত্ত্বের দাওয়া হয় অথবা যে সনদক্রমে নিষ্কর ভূমির ভোগদখল হইতেছে তাহা বেআইনী এবং অসিদ্ধ বলিয়া ঐ ভূমি রাজ্যেযুক্ত করণের দাওয়া হয় কেবল সেইপ্রকার মোকদ্দমা উক্ত আইনের ৩০ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবের নিকটে সমর্পণ হইতে পারে। যে নিষ্কর ভূমির সনদের সিদ্ধতার বিষয়ে কোন বিবাদ না থাকে সেই ভূমির ভোগদখলের বিষয় অথবা খাজানার বাবৎ নালিশ হইলে তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকটে অর্পণ হইতে পারে না কিন্তু তাহা নম্বরী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিষয়ে যে সাধারণ বিধি আছে সেই বিধির অনুসারে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক।- ১৮৩৩ সালের ৩০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২৯৩। সম্প্রতি অধস্থ আদালতে লাখেরাজরূপে ভূমির ভোগদখল করণের সনদের সিদ্ধতার বিষয়ঘটিত যে কতক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল সেই মোকদ্দমাতে ঐ আদালতের সমস্ত কার্য্য রদ করিতে হইয়াছে যেহেতুক ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারাতে যেরূপ বিশেষ হুকুম আছে সেই রূপে তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকটে অর্পণ না হইয়া বিচার ও

নিষ্পত্তি হইয়াছিল। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে তোমার নথীতে যে সকল মোকদ্দমা থাকে তাহার অগৌণে তদারক করিবা এবং উক্ত প্রকার যে সকল মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে অর্পণ না হইয়া থাকে এবং কালেক্টর সাহেব তাহার বিষয়ের রিপোর্ট না করিয়া থাকেন সেই সকল মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের রিপোর্ট হওনার্থে তথায় অর্পণ করিবা।—১৮৩১ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।

২৯৪। যে মোকদ্দমায় জমীদার নিষ্কররূপে ধার্য্যহওয়া ভূমি বাজেয়াফ্ত করণের বিষয়ে নালিশ করেন এমত মোকদ্দমার বিষয় জিলার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এমত মোকদ্দমার কথিত নিষ্কর ভূমির সনদ সিদ্ধ কি অসিদ্ধ কেবল এই বিষয়ের দেওয়ানী আদালত নিশ্চয় করিবেন এবং সেই ভূমির উপর কত মালগুজারী ধার্য্য করিতে হইবেক তাহা ঐ আদালত বিচার করিবেন না। যদ্যপি সেই মোকদ্দমা ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে দেওয়ানী আদালত আপনার ডিক্রীর মধ্যে এইমাত্র লিখিবেন যে ঐ ভূমি খাজানা দেওনের যোগ্য।—১৮৩০ সালের ১ অক্টোবরের ৫৭৬ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

২৯৫। নিষ্কর ভূমি ফিরিয়া পাইবার এক মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারী নিষ্কর ভূমিবিষয়ক মোকদ্দমার যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে আপনার মোকদ্দমার সেই মূল্য না ধরিয়া সেই ভূমির এক বৎসরের উৎপন্নের মূল্য ধরিল তাহাতে তাহার মোকদ্দমা নামঞ্জুর হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১৬ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৭ পৃষ্ঠা।

২০ ধারা।

১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার লিখিত মোকদ্দমা।—কালেক্টর সাহেবের হজুরে যে মোকদ্দমা আদৌ উপস্থিত করা যায় তাহা।—উভয় প্রকার মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেবের কার্য্য।

২৯৬। যেং ভূম্যধিকারী ও ইজারদার কি তালুকদার আপনং জমীদারী কি তালুক কি ইজারার সরহদ্দের মধ্যের লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর কোন ভূমির খাজানা পাওনের হকদার আপনারদিগকে বলে আর যে সকল লোক উপরের লিখিতমতে লাখেরাজরূপে ভূমি রাখিবার দাওয়া রাখে তাহারদিগের আপনং দাওয়া প্রথমরূপে কালেক্টর সাহেবের হজুরে দরপেশ করিতে ক্ষমতা থাকিবেক ও এমতং প্রকারেতে যে ফরিয়াদী আপন দাওয়া ঐ কালেক্টর সাহেবের হজুরে দরপেশ করিবেক তাহার আবশ্যক যে আপন আরজীতে আপন দাওয়ার তফসীল অর্থাৎ বেওরা ও যেং হেতুতে দাওয়া করে তাহার কথা যেমত আদালতে দরপেশ করিতে হইবার নালিশের আরজীতে লেখা যায় সেইমতে লিখে ও ঐ আরজী আদালতেতে উপস্থিত করিবার মোকদ্দমার নালিশের আরজীর নিমিত্তে নিরূপণহওয়া মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক ইতি।— ১৮১৯ সা। ২ আ। ৩০ ধা। ১ প্র।

২৯৭। কালেক্টর সাহেবের হজুরে কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কিম্বা তালুকদারের তরফহইতে আপন জমীদারীর কি অধিকারের কোন লাখেরাজ ভূমির খাজানা পাওনের দাওয়াসম্বলিত উপরের লিখিত আরজী দাখিল হইলে কি আদালতের সাহেবের হজুরহইতে এমত আরজী কালেক্টর সাহেবকে সোপর্দ্দ হইলে ঐ কালেক্টর সাহেবের আবশ্যক যে আসামীর নামে ফরিয়াদীর দাওয়ার সংক্ষেপ বেওরা ও আসামীর স্বয়ং কি তাহার উকীল এক মাস মিয়াদের মধ্যে হাজির হইবার এবং যেং সনদ কি অন্যং দস্তাবেজের অনুসারে লাখেরাজরূপে ভূমি তাহার ভোগদখলে থাকে কি ঐরূপে তাহা রাখিবার দাওয়া রাখে কি রাখিয়া থাকে তাহা সমস্ত দরপেশ করিবার তাকীদসম্বলিত এয়ালামনামা পাঠান ইতি।— ১৮১৯ সা। ২ আ। ৩০ ধা। ২ প্র।

২৯৮। ঐ এয়ালামনামামতে আসামী হাজির হইয়া আপন দস্তাবেজ কালেক্টর সাহেবের হজুরে দরপেশ করিলে কালেক্টর সাহেব ফরিয়াদীকে তাহা দেখিতে অনুমতি করিয়া তাহাকে হুকুম দিবেন যে ঐ সকল দস্তাবেজদৃষ্টে আসামীর ভোগদখল সঙ্গত না হওনের ও সেহেতুক তাহার ভূমি খাজানা মোকরর করিবার যোগ্য বুঝা যাওনের শরওয়ার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরা লিখিয়া তাহার ঐ ভূমির খাজানা পাওনের দাওয়ার বুনিয়াদ যে সকল দস্তাবেজ হয় সে সমস্ত দস্তাবেজসমেত সাত রোজের মধ্যে দাখিল করে ইতি।—১৮১৯ সা। ২ আ। ৩০ ধা। ৩ প্র।

২৯৯। ফরিয়াদী আপন কৈফিয়ৎ ও দস্তাবেজ দাখিল করিলে কালেক্টর সাহেব মোকদ্দমার তজবীজ করিবেন ও ভূমির উপর খাজানা মোকরর করিবার অর্থে সরকারের তরফহইতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে

যেমত আপন ক্ষমতার কার্য্য করেন সেইমত ঐ মোকদ্দমাতেও আপন পাওয়া ক্ষমতাক্রমে নিষ্পত্তির হুকুম দিবেন ও লেখাইবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ২ আ। ৩০ ধা। ৪ প্র।

৩০০। যদি ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে ঐ দাওয়া সরকার সহযোগে কোন এক ব্যক্তির কি কএক ব্যক্তির নামে উপস্থিত হয় তবে কালেক্টর সাহেব প্রতিবাদী অন্য ব্যক্তির নিকটে এক সম্বাদপত্র পাঠাইবেন ও ঐ সম্বাদপত্রে দাওয়াদারের করা দাওয়ার সকল বেওরা এবং ঐ প্রতিবাদিকে স্বয়ং কি তাহার মোকররকরা উকীল এক মাসের মধ্যে ঐ দাওয়া অযথার্থ প্রমাণ হওনার্থে যেং কাগজপত্র কি অন্য প্রমাণ দিতে বাঞ্ছা করে তাহা সহিত হাজির হইবার হুকুমও লেখা যাইবেক এবং ঐ প্রতিবাদী হাজির হইলে কালেক্টর সাহেব তাহাকে দাওয়াদারের দাওয়ার আরজী এবং ঐ আরজীতে যেং নিদর্শনপত্রের কথা লেখা থাকে ঐং পত্রও দেখিতে ও বিবেচনা করিতে দিয়া হুকুম দিবেন যে ঐ দাওয়ার প্রতিকূল যেং কথা উপস্থিত করিতে চাহে তাহা সাত দিনের মধ্যে বিশেষ করিয়া লিখিয়া উপস্থিত করে এবং তাহা হইলে আরজী ও জওয়াববাতিরেকে উভয় পক্ষের আর কোন সওয়ালজওয়াব কদাচ তলব করা যাইবেক না কিন্তু ঐ দাওয়ার যাথার্থ্য স্পষ্টরূপে জানিবার নিমিত্তে অন্য যেং সওয়ালজওয়াবের আবশ্যক বোধ হয় কালেক্টর সাহেব তাহা গ্রাহ্য করিতে ও বহীতে লেখাইতে পারেন ও কালেক্টর সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমা শুনা যাইবার নিমিত্তে যে দিন নিরূপণ করেন তাহার আট দিন পূর্ব্বে উভয় পক্ষেরে সমাচার দিয়া প্রতিবাদির জওয়াব দাখিল হইলে পর যত শীঘ্র পারেন তত শীঘ্র তাহার বিচার করিতে উদ্যত হইবেন কিন্তু আরো হুকুম করা যাইতেছে যে উভয় পক্ষেরা কি উপযুক্তরূপে হওয়া তাহারদিগের স্থলাভিষিক্ত জনেরা মোকদ্দমার রুবকারীর সহিত এক নথীতে রাখা যাইবার আরজী কি একরারনামার দ্বারা ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যৎক্ষণে করা যাইবার মনস্থ কি স্বীকার জানাইলে ঐ মোকদ্দমার মূল কারণ সরকারের তরফহইতে হওয়া দাওয়া হউক অথবা অন্য কোন ব্যক্তির করা নালিশই বা হউক এবং কালেক্টর সাহেবের ঐ মোকদ্দমাতে করা কর্ম্ম ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের হুকুমানুসারে হইয়া থাকুক কি এই আইন কিম্বা ঐ বিষয়ের অন্য কোন আইনের অনুসারেই বা হইয়া থাকুক কালেক্টর সাহেব কোন তলবচিঠী কি সম্বাদপত্র পাঠানব্যতিরেকে তৎক্ষণে ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা রাখিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৯ আ। ৫ ধা। ১১ প্র।

৩০১। এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে জিলা ও শহরের আদালতেতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার তজবীজের কালে সাক্ষী তলবের নিমিত্তে ও দস্তাবেজ দাখিল করণের সময়ে ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করণের বিষয়ে এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত দাঁড়ার মধ্যে যাহা সম্পর্ক রাখে তাহা ঐ সকল মোকদ্দমার উভয় বিবাদিদিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ২ আ। ৩০ ধা। ৫ প্র।

৩০২। ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে রাজস্ব বাজেয়াফ্তহওয়া যে ভূমি সরকার কিছু পাইবেন না এমত ভূমির মোকদ্দমার বিষয়ে জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে নিষ্কররূপে ভূমি দখল করণের বিষয়ে জমীদারের নামে কেহ নালিশ করিলে অথবা জমীদার অসিদ্ধ সনদী নিষ্কর ভূমির বিষয়ে নালিশ করিলে নিষ্কর ভূমির নালিশের আরজী যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম আছে সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে উক্ত দুই প্রকার মোকদ্দমার আরজী লিখিতে হইবেক।—১৮৩০ সালের ১ অক্টোবরের ৫৭৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৩০৩। এই ধারার দ্বারা জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে এই আইনের হুকুমের অর্থ এবং তাৎপর্য্য কখন এমত নহে যে ভূমিসম্পর্কীয় যে সকল মোকদ্দমাতে ঐ ভূমি সমুদয়ের কি তাহার কোন অংশের জমা ধার্য্য করণে সরকারের অধিকার থাকা না থাকার বিচার করিতে হয় এমতং মোকদ্দমাব্যতিরেকে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার প্রকরণসকলের বিবরিয়া লেখা মোকদ্দমাসকলের সহিত সম্পর্ক রাখে ও উপরের লিখিতমত যেং মোকদ্দমাতে সরকার এক পক্ষ হন ঐং মোকদ্দমা প্রথমতঃ কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলে কিম্বা আদালতহইতে তাঁহার নিকটে সমর্পণ হইলে ঐ কালেক্টর সাহেব এই আইনের উপরকার ধারার লিখনমতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ও ঐ ধারার সকল প্রকরণ ঐং প্রকার মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক এবং ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে যে সকল মোকদ্দমায় সরকার এক পক্ষ না হন সে সকল মোকদ্দমা ঐ আইনের নির্দ্দিষ্ট হুকুমানুসারে এবং ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৫ ধারাক্রমে শুধরা যাওয়া ঐ আইনানুসারে শুনা ও তাহার নিষ্পত্তি করা যাইবেক ইতি।—১৮২৮ সা। ৩ আ। ৫ ধা।

৩০৪। তোমারদের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে জানাইতেছি যে আমরা এই নির্দ্ধার্য্য করিয়াছি যে গবর্ণমেণ্টের

নিমিত্তে খরীদহওয়া কোন মহালের মধ্যস্থিত ১০০/ বিঘার অনধিক কোন লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াফ্ত বা বহাল রাখিবার নিমিত্তে যে সকল মোকদ্দমা হয় জিলার কালেক্টর সাহেব ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারা এবং ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ৫ ধারানুসারে তাহার বিচার করিবেন। অতএব উত্তর কালে উক্ত প্রকার সকল দাওয়া ১৮২২ সালের ৭ আইন এবং ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধানমতে বিচার হইবেক না। কিন্তু খরীদহওয়া মহাল যেং কার্য্যকারকেরদের জিম্মায় থাকে তাঁহারা যে জিলাতে ঐ মহাল আছে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে আপনারদের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন। ইহার অন্যমত করিলে ফয়সলা রদ হইবার যোগ্য হইবেক।—স্পেসিয়ল কমিস্যনর সাহেবেরদের ১৮৪২ সালের ১৬ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০৫। আমারদের গত ৮ সেপ্টেম্বর তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের অনুক্রমে তোমাকে জানাইতেছি যে ১৮১৯ সালের ২ আইনের নির্দ্ধারিত ইষ্টাম্প কাগজের বিষয়ে যে বিধি আছে তাহা মতান্তর হইয়া ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৫ ধারার ১০ প্রকরণের বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল এমত দৃষ্ট হইতেছে অতএব লাখেরাজ ভূমির উপর কর বসাওনের নিমিত্তে সরকারের কর্ম্মকারকেরা যে সকল দাওয়া করেন তাহাতে ইষ্টাম্প কাগজের আবশ্যক নাই এবং গত মাসের ১৬ তারিখের আমারদের সরক্যুলর অর্ডরে যেপ্রকার মোকদ্দমার বিষয় লেখা আছে সেইপ্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত করণে ইষ্টাম্প কাগজের ব্যবহার করিতে হইবেক না।—স্পেসিয়ল কমিস্যনর সাহেবেরদের ১৮৪২ সালের ১৪ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

২১ ধারা।

১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার লিখিত মোকদ্দমা।—কালেক্টর সাহেবের রিপোর্ট এবং আদালতের ফয়সলা ও তাহার উপর আপীল।

৩০৬। যে সকল মোকদ্দমাতে সরকার ফরিয়াদী কিম্বা আসামী না থাকেন তাহা প্রথমরূপে কোন আদালতে উপস্থিত হইয়া কালেক্টর সাহেবকে সোপর্দ্দ হইলে ঐ কালেক্টর সাহেব আপনার তহকীক করা সারা হইলে পর মোকদ্দমার রোয়দাদ তাহার মোতালক সমস্ত দস্তাবেজ ও আপন মতের কথাসম্বলিত রুবকারীসমেত এই আইনের ২০ ও ২১ ধারার লিখনমতে যে আদালতের সাহেব ঐ কালেক্টর সাহেবকে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিয়া থাকেন তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন ও আদালতের সাহেবের আবশ্যক হইবেক যে অন্যং যে সাক্ষ্য কিম্বা দলীলের আবশ্যক বুঝেন তাহা লইয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন কিন্তু যে কোন সনদ কিম্বা হিসাবী কাগজ অথবা যে কোন প্রকার দস্তাবেজ কালেক্টর সাহেবের হুজুরে দরপেশ না হইয়া থাকে ও তাহা দরপেশ না করিবার বিশিষ্ট হেতু না জাহির করে আদালতের সাহেব তাহা মঞ্জুর করিবেন না ইতি।—১৮১৯ সা। ২ আ। ৩০ ধা। ৬ প্র।

৩০৭। ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ১ প্রকরণানুসারে যে মোকদ্দমা কেবল রিপোর্ট হওনের নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের নিকটে অর্পণ হয় এবং নিষ্পত্তির নিমিত্তে অর্পণ না হয় তাহা এইরূপে অর্পণহওয়াতে জজ সাহেবের নথীহইতে উঠান গিয়াছে এমত বোধ করিতে হইবেক না। অতএব যখন কালেক্টর সাহেব রিপোর্টসমেত তাহা ফিরিয়া পাঠান্ তখন জজ সাহেবের উচিত যে সেই মোকদ্দমা ঐরূপে অর্পণ না হইলে যেমত বিচার ও নিষ্পত্তি করিতেন সেইমত বিচার ও নিষ্পত্তি করেন। ঐ জিলার সাবেক জজ সাহেব ঐরূপ মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের রিপোর্টসমেত ফিরিয়া আইলে তাহার নিষ্পত্তি হইয়াছে বুঝিয়া তাহার উপর আপীল না হওয়াপর্য্যন্ত তাহা নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার মত আপনার সিরিশ্তায় রাখিয়া তাহার পরে মুৎফর্রকা মোকদ্দমার ঘরে তাহা লিখিতেন। তাহাতে সদর আদালত কহেন যে এই ব্যবহার বেদাঁড়া।—১৮২৭ সালের ৩০ মার্চের ৪৫০ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৩০৮। ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার বিধানানুসারে কালেক্টর সাহেবের নিকটে এক মোকদ্দমা অর্পণ হইয়াছিল এবং তিনি তাহার বিষয়ে নিয়মিত রিপোর্ট না করিয়া জিলার আদালতে তাহা ফিরিয়া পাঠাইলেন এবং সেই রিপোর্ট না পাইলেও প্রধান সদর আমীন ও জিলার জজ সাহেব তাহা নিষ্পত্তি করিলেন। তাহাতে সদর আদালত ঐ নিষ্পত্তি অসম্পূর্ণ বলিয়া রহিত করিলেন এবং সেই মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে তাহা দ্বিতীয়বার অর্পণ করিবার হুকুম দিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১০৭ পৃষ্ঠা।

৩০৯। ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে যে বিচারের কার্য্য জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন তাহা ঐ কালেক্টর সাহেব আপনার আসিস্টাণ্টের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন না।—১৮৩১ সালের ২১ অক্টোবরের ৩০৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১০। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারাসম্পর্কীয় যে মোকদ্দমার বিষয় আমি পূর্ব্বে কালেক্টরী পদে থাকিবার সময়ে রিপোর্ট করিয়াছিলাম পরে জিলার জজের কর্ম্মপ্রাপ্ত হইলে সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারি কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে জিলার জজ সাহেব সেইপ্রকার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারেন।—১৮৩৩ সালের ১২ আপ্রিলের ৭৭৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১১। পশ্চিম বর্দ্ধমানের জজ সাহেবের ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ৬ ও ৭ প্রকরণের অর্থঘটিত জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে কালেক্টর সাহেবের প্রতি আইনের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম করিবার হুকুম আছে তাহার কোন এক কর্ম্ম যদি তিনি না করিয়া ৬ প্রকরণানুসারে সেই মোকদ্দমার বিষয়ে আপনার রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন অথবা ৭ প্রকরণানুসারে সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন এবং তৎপ্রযুক্ত যদ্যপি যে জজ সাহেবের ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয় বা তাহার আপীল শুনিতে হয় সেই জজ সাহেব আইনমতে সেই মোকদ্দমার কারকার করিতে এবং ডিক্রী করিতে পারেন না তবে জিলার জজ সাহেবের উচিত যে ঐ রোয়দাদের কাগজপত্র কালেক্টর সাহেবের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইয়া যে২ বিষয়ে তিনি আইনমতে কার্য্য করেন নাই তাহা কালেক্টর সাহেবকে দর্শাইয়া যে ভুল হইয়াছিল তাহা সংশোধিত করিতে অথবা যাহা লিখিতে ত্রুটি হইয়াছিল তাহা লিখিতে হুকুম দেন কিন্তু যদ্যপি কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে স্বীকৃত না হন তবে জজ সাহেব তাহা গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন। কিন্তু যে গতিকে জজ সাহেব এমত কার্য্য না করিলে আইনমতে মোকদ্দমার কারকার করিতে পারেন না কেবল সেই গতিকে এই মত কার্য্য করিবেন যেহেতুক অন্য সকল গতিকের বিষয়ে ঐ আইনের ৬ প্রকরণেতে সম্পূর্ণ বিধান আছে।—১৮৩৯ সালের ২৩ আগষ্টের ১২৪৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১২। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ১ প্রকরণে যে মোকদ্দমা প্রথমতঃ জিলার আদালতে উপস্থিত হয় এবং ঐ আইনের ৬ প্রকরণানুসারে তাহার বিষয়ের কালেক্টর সাহেব রিপোর্ট করিলে পর জিলার জজ সাহেব ঐ ৬ প্রকরণানুসারে তাহার ডিক্রী করেন ঐ ডিক্রীর উপর মফঃসল আপীল আদালতে কি নম্বরী আপীল হইতে পারে কি তাহার কেবল খাস আপীল হইতে পারে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে উক্ত প্রকার মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেব যে ডিক্রী করেন তাহার উপর সেই মোকদ্দমার বাদিপ্রতিবাদিরদের নম্বরী আপীল করিবার অধিকার আছে।—১৮২৬ সালের ২৮ জুলাইর ৪২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১৩। জজ সাহেব আরো জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ ধারার ঐ প্রকরণানুসারে উপস্থিতকরা মোকদ্দমার রিপোর্ট হওনের নিমিত্তে তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকটে সেরূপ অর্পণ করণের হুকুম আছে সেইরূপ অর্পণ না করিয়া যদি জজ সাহেব তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন তবে ঐ জজ সাহেব যে ডিক্রী ও কার্য্য করিয়াছিলেন সে সকল বাতিল জ্ঞান করিয়া সেই বিষয়ের গোড়াঅবধি নূতন মোকদ্দমা করিতে হইবেক কি না অথবা এইপ্রকার ভুল হইলে তাহার কিরূপে প্রতিকার হইতে পারে। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে এইরূপ হইলে সেই বিষয়ের গোড়াঅবধি নূতন মোকদ্দমা করিবার আবশ্যক নাই কিন্তু জিলার জজ সাহেবের উচিত যে সেই বিষয়ের কালেক্টর সাহেবের রিপোর্ট আনাইয়া তাহার পুনর্ব্বার তজবীজ করেন যেহেতুক এইরূপ করিলে বাদি প্রতিবাদিরদের খরচান্ত না করাইয়া সেই চুক শুধরাইতে পারেন।—১৮২৬ সালের ২৮ জুলাইর ৪২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১৪। ধার্য্য হইল যে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে কালেক্টর সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহার উপর পাপবস্তরূপ আপীল হইতে পারে।—মন্তব্য কথা।—১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দেওয়ানী আদালতের দ্বারা অর্পণহওয়া মোকদ্দমায় ঐ কালেক্টর সাহেব যে রিপোর্ট করেন তাহা সরাসরী ফয়সলা (১৮৩৩ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখের ৯৫ নম্বরী সরকুলর অর্ডর দেখ) এবং তাহাতে ৪ প্রকরণক্রমে কালেক্টর সাহেবের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। ঐ ৪ প্রকরণানুসারে যে নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর ৭ প্রকরণমতে দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে।—১৮৪৫ সালের ১০ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬৩ পৃষ্ঠা।

৩১৫। এক মোকদ্দমার বিষয়ে কালেক্টর সাহেব রিপোর্ট করিলেন এবং তাহা সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইল কিন্তু হুকুম হইল যে সেই কার্য্য আইনসিদ্ধ কি না ইহা নির্ণয় করণার্থে খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের উপযুক্ত কারণ আছে।—১৮২৯ সালের ২৭ মার্চের ৪৯৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২ ধারা।

১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার লিখিত মোকদ্দমা।—কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে আদৌ উপস্থিত-হওয়া মোকদ্দমাতে তাঁহার ফয়সলার উপর আপীল।

৩১৬। যে সকল মোকদ্দমার নালিশ প্রথমরূপে কালেক্টর সাহেবের হুজুরে দরপেশ হয় তাহাতে যদি করি-

য়াদী আসামী উভয় পক্ষের এক পক্ষ ঐ কালেক্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তিতে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হয় তবে সে এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা দরখাস্তের দ্বারা জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরে মোকদ্দমার আপীল করিতে পারিবেক ও জানা কর্ত্তব্য যে এমত আপীলের দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি করণের তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে দেওন বিনা কিম্বা তাহাতে বিলম্ব হইলে তাহার বিশিষ্ট হেতু বিবরিয়া কহন বিনা মঞ্জুর হইবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ২ আ। ৩০ ধা। ৭ প্র।

৩১৭। ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তির উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে যে আপীল হয় তাহার আরজীর সঙ্গে কালেক্টর সাহেবের ঐ নিষ্পত্তির নকল দাখিল করণের আবশ্যক নাই অতএব আপীলের মিয়াদ হিসাব করণেতে ঐ জন্যে কোন সময় বাদ দেওয়া আইনসিদ্ধ নহে।—১৮৪৮ সালের ২০ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩১৮। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে মোকদ্দমার আপীল হইলে তাহার কি মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ লাগিবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ মোকদ্দমাতে যে উকীলেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদের রসুমের বিষয়ে ঐ আপীল সরাসরী আপীলের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক। কিন্তু ঐ ধারার ১২ প্রকরণ দৃষ্টে সদর আদালত বোধ করেন যে নয়রী আপীলে যেরূপ কার্য্য হইয়া থাকে সেইরূপে এই প্রকার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে হইবেক। অতএব এই অভিমতানুসারে এবং ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণের বিধি দৃষ্টে ঐ আপীলে যে উকীলেরা নিযুক্ত হন তাহারদের রসুম আদালতে আমানৎ করিয়া রাখিতে হইবেক।—১৮১১ সালের ১৮ মের ৩৩৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১৯। যে মোকদ্দমা প্রথমতঃ কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হয় সেই মোকদ্দমায় তাঁহারা যে নিষ্পত্তি করেন তাহার উপর আপীল হইলে তাহা নয়রী আপীলের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং ১৮১৯ সালের ২ আইনসংক্রান্ত আপীল এই কথা মাসিক ও বার্ষিক কৈফিয়তের মধ্যে লেখা যাইবেক।—১৮২৭ সালের ৩০ মার্চের ৪৫০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২০। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইন হওনের সময়ে ইষ্টাম্পের মাসুল আদায় করণের বিষয়ে যে সকল আইন ও আইনের ভাগ চলন ছিল তাহা ঐ আইনের ২ ধারার দ্বারা রদ হইয়াছে ঐ ধারাতে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ৭ প্রকরণ বর্জিত হয় নাই অতএব ইষ্টাম্পের মাসুলের বিষয়ে অন্যান্য বিধি যেরূপে রদ হইয়াছে সেইরূপে ঐ ৩০ ধারার ৭ প্রকরণও রদ হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবেক। পুনশ্চ ঐ ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ২ ধারার বিধি দৃষ্টে এবং যে খাস আপীলের বিষয় এইক্ষণে উল্লেখ হইতেছে তাহার দরখাস্ত ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজ লিখনের বিষয়ে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণে কোন বিশেষ হুকুম নাই ইহা দৃষ্টে কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে ঐপ্রকার খাস আপীলের বিষয়ে সম্পূর্ণ ইষ্টাম্পের মাসুল দিতে হইবেক। অতএব সেই যুক্তিঅনুসারে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতহওয়া নয়রী মোকদ্দমায় যেরূপ হইয়া থাকে সেইরূপে এইপ্রকার মোকদ্দমার নয়রী আপীলে বদবখাস্ত ও সওয়ালজওয়াব ও দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতির উপর সম্পূর্ণ ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক।—১৮৩৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের ৯৮৭ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৩২১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণের বিধি কেবল মুনসফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীন যে ডিক্রী করেন তাহার উপর আপীলের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে। অতএব ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ৭ প্রকরণক্রমে কালেক্টর সাহেবেরা যে ডিক্রী করেন তাহার উপর আপীল হইলে ১৮৩১ সালের ৫ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে বিধি চলন ছিল সেই বিধির অনুসারে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক। ১৮৩১ সালের ২৪ ফেব্রুআরির ১০৭৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২২। ঐ দরখাস্ত দাখিল হইলে পর জজ সাহেবের আবশ্যক যে কালেক্টর সাহেবের নামে তাঁহার করা রুবকারী ও মোকদ্দমার রোয়দাদ তাহার মোতালক সমস্ত দস্তাবেজসমেত পাঠাইবার হুকুম করেন ও যে ঐ জজ সাহেব প্রথমক্রমে মোকদ্দমার নালিশ তাঁহার হজুরে দরপেশ হইয়া কালেক্টর সাহেবকে সোপর্দ্দ হইয়া পরে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতেন সেইমতে ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন ইতি। ১৮১৯ সা। ২ আ। ৩০ ধা। ৮ প্র।

৩২৩। ১৮৩০ সালের ১৯ আইনের ২ ধারার ৭ ও ৮ প্রকরণে যে ব্যক্তিদের বিষয় লেখা আছে জিলার জজ সাহেব ডিক্রীর উপর নয়রী আপীল করিতে তাহারদের অধিকার আছে।—১৮২৭ সালের ২০ জুলাইর ৪৫৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৩ ধারা।

১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার লিখিত মোকদ্দমা।—যে মোকদ্দমা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে অর্পণ করণের আবশ্যক আছে তাহা।

৩২৪। যে সকল মোকদ্দমাতে সরকার আসামী থাকেন্ কিম্বা যে ভূমির খাজানা অর্থাৎ রাজস্ব মোকরর করিবার নালিশ হইয়া থাকে তাহা গরইস্তমরারী ঠাহরিবার যোগ্য ভূমির মধ্যে হয় সে সকল মোকদ্দমাতে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে আপনার তহকীককরা সারা হইলে পর তাহার কথাসম্বলিত রুবকারী বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহারদিগের হজুরে ঐ সাহেবদিগের নিষ্পত্তির হুকুম হইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দেন্ ও এমত সমস্ত প্রকারেতে যদি মোকদ্দমা তজবীজ করিবার নিমিত্তে আদালতের সাহেবের হজুরহইতে কালেক্টর সাহেবকে সোপর্দ্দ হয় তবে কালেক্টর সাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহারদিগের করা নিষ্পত্তির হুকুম যাবৎ না আইসে তাবৎ আপনার রিটর্ণ আদালতের সাহেবের হজুরে পাঠান মুলতবী রাখিতে পারিবেন ও যদি এমত মোকদ্দমার নালিশ প্রথমরূপে কালেক্টর সাহেবের হজুরে হইয়া থাকে তবে যাবৎ ঐ সাহেবদিগের নিষ্পত্তির হুকুম না আইসে তাবৎ আদালতের সাহেবেরা এমত মোকদ্দমাতে হাত দিতে পারিবেন না ও এমত সমস্ত প্রকারেতে বোর্ডের সাহেবদিগের করা হুকুম রুবকারীতে লেখা গিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে ঐ সাহেব তাহা উভয় বিবাদিকে জ্ঞাত করাইবার নিমিত্তে পাঠান যাইবেক যে সকল প্রকারেতে মোকদ্দমার নালিশ প্রথমরূপে কালেক্টর সাহেবের হজুরে দরপেশ হইয়া থাকে তাহাতে উভয় পক্ষের যে পক্ষ বোর্ডের সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তির হুকুমেতে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হয় সে ঐ মোকদ্দমার তজবীজ যে আদালতের সাহেবের হজুরে হইতে পারে তথায় তাহার আপীল করিতে পারিবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে ঐ আপীলের দরখাস্ত আপেলাণ্ট কি তাহার উকীল বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম ওয়াকিফ হওনের তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে ও তাহার পর হাজির থাকনমতে যে তারিখে বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমসম্বলিত রুবকারী কালেক্টর সাহেবের তরফহইতে মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিলে রাখা যায় সেই তারিখহইতে তিন মাস মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ২ আ। ৩০ ধা। ১ প্র।

৩২৫। যদি ঐ ব্যক্তি উপরের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপীল না করে ও তাহা করিতে বিলম্ব হওনের বিশিষ্ট হেতু না জাহির করে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহারদিগের করা হুকুম চূড়ান্ত বোধ হইবেক ও যে ব্যক্তির হক্ হওনার্থে এমত হুকুম হয় সে ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে আদালতের সাহেবদিগের তাঁহারা যেমত আদালতের ডিক্রী জারেতামতে জারী করেন সেইমত বোর্ডের সাহেবদিগের করা এমত হুকুম জারী করিতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ২ আ। ৩০ ধা। ১০ প্র।

৩২৬। যে সকল মোকদ্দমাতে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের হজুরহইতে লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর ভূমির খাজানা বাজেয়াফ্ত করিবার হক্ থাকনের হুকুম কিম্বা যে ভূমিতে পূর্ব্বে খাজানা মোকরর হইয়াছে তাহা লাখেরাজরূপে দখল পাওনের হুকুম হয় তাহাতে ঐ সকল হুকুমের উপর আপীল করিলে ও তাহা মঞ্জুর হইলেও আদালতের সাহেবদিগের ঐ২ হুকুম জারী করিতে হইবেক কিন্তু যদি আপেলাণ্ট বিবাদের ভূমির ওয়াসীলাতের টাকা দিবার মাতবর জামিনী দেয় তবে করিবেন না ইতি।—১৮১৯ সা। ২ আ। ৩০ ধা। ১১ প্র।

৩২৭। উপরের লিখিত প্রকারে যে কোন মোকদ্দমা প্রথমরূপে আদালতের সাহেবের হজুরে কি কালেক্টর সাহেবের হজুরেই বা দরপেশ হইয়া থাকে তাহা সরকারের মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের দেওয়া হুকুমের উপর আপীল হওনমতে আদালতের সাহেবের হজুরহইতে নিষ্পত্তির হুকুম হয় কেবল তাহার খাস আপীল কোর্ট আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে যে সকল মোকদ্দমা দাওয়ার সংখ্যার দৃষ্টে বিলায়তে আপীলের যোগ্য হয় তাহাছাড়া হইতে পারিবেক ও উপরের লিখিত প্রকার সমস্ত আপীলের সহিত এই আইনের ২৬ ধারার লিখিত দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ২ আ। ৩০ ধা। ১২ প্র।

৩২৮। ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২৬ ধারা এবং ঐ আইনের ৩০ ধারার ১২ প্রকরণ মত্তান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে ঐ আইনের নিরূপিত জিলার জজ সাহেবেরদের করা ফয়সলার উপর ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইন চলন হওনের পরঅবধি করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল করিতে হইবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ১৩ ধা।

২৪ ধারা।

১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার লিখিত মোকদ্দমা।—প্রধান সদর আমীনেরদের দ্বারা ঐপ্রকার মোকদ্দমার বিচার।

৩২৯। ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে যেং মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে অর্পণ হইতে পারে তাহা সদর আমীন বা মুনসেফ শুনিতে পারেন না।—১৮৩৩ সালের ৩০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৩০। সদর আদালতের সাহেবেরা আরো হুকুম করিয়াছেন যে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার বিধানানুসারে লাখেরাজ ভূমির খাজানার বিষয়ি মোকদ্দমা মুনসেফেরদের এলাকার বহির্ভূত জ্ঞান করিবার যে সকল হেতু সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখের ৯৫ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে লেখা আছে তাহা ১৮৪৩ সালের ৬ আইনের দ্বারা খাটো হয় নাই। অতএব পূর্ব্ববৎ সেইপ্রকার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা মুনসেফেরদের নাই ইহা বোধ করিতে হইবেক।—১৮৪৪ সালের ৮ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩৩১। আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত রাজ্যের কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেব বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ১ প্রকরণের বিধানানুসারে প্রথমত উপস্থিত-হওয়া কোন মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করিতে পারেন এবং চলিত আইনে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৩ ধা।

৩৩২। ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারাসম্পর্কীয় যে সকল মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হয় তাহা পূর্ব্বমত সেই জিলার কালেকটর সাহেবের বিচার ও রিপোর্ট হওনার্থে তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক। এবং কালেক্টর সাহেব আপনার কুবকার সমাপ্ত করিলে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে সেই মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে তাঁহার নিকটে ফিরিয়া পাঠাইবেন।—১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৫ ধারা।

যে মোকদ্দমাতে সরকারের নামে নালিশ হয় তাহা।

৩৩৩। এই ধারাতে ইহাও জানান যাইতেছে ও হুকুম করা যাইতেছে যে কোন আদালতে যে হুকুম কিম্বা কুবকারী কিম্বা ডিক্রী করা যায় তাহাতে কোন ভ্রান্তি কি দাঁড়ার ব্যতিক্রম যদি হইয়া থাকে তবে ঐ ভ্রান্তি কি দাঁড়ার ব্যতিক্রমযুক্ত বোধহওয়া হুকুম কি কুবকারী কি ডিক্রী জারী করিতে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত কোন সাহেবের কিম্বা সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারকের প্রতি ভার হইয়া থাকুক অথবা হউক কি না হউক ঐ ভ্রান্তি কি দাঁড়ার ব্যতিক্রম হওয়াতে সরকারের নামে নালিশ হইতে পারিবেক না এবং কোন আদালতহইতে হওয়া পূর্ব্বোক্তমত কোন হুকুম কি কুবকারী কিম্বা ডিক্রীঅনুসারে করা কোন কার্য্য কিম্বা হওয়া কোন ক্লেশপ্রযুক্ত সরকারের কোন কার্য্যকারকের নামে নালিশ হইতে পারিবেক না এবং যদি কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা কোন আদালতহইতে পূর্ব্বোক্তমত হওয়া কোন হুকুম কি কুবকারী কিম্বা ডিক্রীঅনুসারে করা কোন কর্ম্ম কিম্বা হওয়া কোন ক্লেশপ্রযুক্ত সরকারের নামে কিম্বা সরকারের কোন কার্য্যকারকের নামে নালিশ করে তবে সে নালিশ নন্‌সুট হইবেক ও তাহাতে হওয়া সমস্ত খরচা ঐ নালিশকরণিয়ার দিতে হইবেক এবং সরকারের-অবধারিত চাকর কোন সাহেবের প্রতি কোন দাওয়া কিম্বা মোকদ্দমা অথবা নালিশ কিম্বা এজহারের বিচার জজ-

স্বরূপে করিবার ভার হইলে ঐ ভারপ্রযুক্ত ঐ সাহেব যেং হুকুম কি রুবকারী কি ডিক্রী করেন বিশেষরূপে অন্য-প্রকার হুকুম না হইলে তাহাতে এই ধারার লিখিত কথাসকল খাটে ও খাটিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ১১ আ। ৩৮ ধা।

৩৩৪। ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৩৮ ধারাতে যেপ্রকার মোকদ্দমার বিষয় লেখা আছে অর্থাৎ যে মোকদ্দমায় ঐ ধারায় নিষেধ হইলেও ফরিয়াদী সরকারী কার্য্যকারকের নামে ফলতঃ সরকারের নামে নালিশ করে সেই প্রকার মোকদ্দমায় জিলা ও শহরের আদালতে যাহা কর্ত্তব্য এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিতেছেন যে এইপ্রকার নালিশ ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার বিধির অনুসারে প্রথম শুননি হইলে ফরিয়াদী অথবা তাহার উকীলকে জিলার জজ সাহেবের ইহা জানাইতে হয় যে কালেক্টর সাহেবকে অথবা সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারককে আপনার কর্ম্মের ভার-সম্পর্কে অনুপযুক্তমতে আসামী করাতে অর্থাৎ তাঁহারদের নামে নালিশ করাতে ননসুট হওনের যোগ্য হইয়াছে। এবং যদি এস ফরিয়াদী কহে যে আমি এই কার্য্য অনবধানপ্রযুক্ত করিয়াছি এবং যদ্যপি আদালতের এমত মনঃপ্রত্যয় হয় যে ঐ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া তাহা করে নাই এবং তাহা কোন প্রবঞ্চনা কি অন্য কোন অনুচিত কারণপ্রযুক্ত করে নাই তবে কালেক্টর সা-হেব অথবা অন্য সরকারী কার্য্যকারকের নামে তাঁহার পদসম্পর্কে সে ব্যক্তি যে নালিশ করিয়াছিল তাহা ত্যাগ করণের এক অবশেষ আরজী দাখিল করিতে তাহাকে অনুমতি দিতে হইবেক। এমত হইলে পর জজ সাহেব অন্য আসামীরদের নামে যে নালিশ হইয়াছিল তাহা হয় আপনি নিষ্পত্তি করিবেন অথবা চলিত আইনানুসারে যেং অধীন আদালত ঐপ্রকার মো-কদ্দমা শুনিতে পাবেন তাহার কোন এক আদালতে তাহা অর্পণ করিবেন।—১৮৩৭ সালের ৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৩৩৫। কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবকে তাঁহার পদোপলক্ষে অনুপযুক্তমতে আসামী করিলে যদি সেইমত কর্ম্ম করণেতে ফরিয়াদীর কোন মন্দ অভিপ্রায় বোধ না হয় তবে আদালতের উচিত যে ঐ ফরিয়াদীকে ননসুট করণের পূর্ব্বে তা-হাকে অবশেষ আরজী দাখিল করিতে এবং কালেক্টর সাহেবের নাম উঠিয়া লইতে অনুমতি দেন।—১৮৩৭ সালের ২১ ফেব্রুআরির ১০৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৩৬। দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে কালেক্টর সাহেব যে আমীনকে নিযুক্ত করেন সেই আমীনের দ্বারা ক্রোক হওয়া সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার জন্যে নালিশ হইলে যদি ফরিয়াদী কালেক্টর সাহেবকে সেই মোকদ্দমার এক পক্ষ করে তবে সেই ব্যক্তি ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৩৮ ধারার বিধির অনুসারে ননসুট হওনের যোগ্য হইবেক।—১৮৩৫ সালের ৫ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ পৃষ্ঠা।

৩৩৭। গত মাসের ৭ তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের অনুক্রমে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে মোকদ্দমায় সরকারের অথবা তাঁহারদের কোন কার্য্যকারকের নামে অনুচিতমতে নালিশ হইয়াছে সেই মোকদ্দমার বিষয়ে ১৮২২ সা-লের ১১ আইনের ৩৮ ধারাতে যে মূল নিয়ম আছে তাহা ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩১ ধারার লিখিত প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে খাটিবেক।—১৮৩৭ সালের ১৮ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৩৮। সদর আদালত জানাইতেছেন যে যে সকল মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেবের নামে আপন পদের ভারসম্পর্কে নালিশ হইয়াছে তাহা আইনানুসারে হউক বা আইনের বিপরীত হউক সেই মোকদ্দমায় নিরূপিত এত্তেলা তাঁহার উপর জারী হইলে তাঁহার উচিত যে রীতিমতে সেই নালিশের জওয়াব দেন এবং যদ্যপিও তিনি এইরূপ জওয়াব দেন যে এই বি-ষয়েতে আমি দেওয়ানী আদালতের অধীন নহি অথবা অন্য কোন প্রকার জওয়াব দেন তথাপি তাঁহার কোন প্রকার জওয়াব দিতেই হইবেক নতুবা একতরফা মোকদ্দমার ডিক্রী হওনের যে ফল হয় তাহা তাঁহার শিরে পড়িবেক। এবং সদর দেওয়ানী আদালত বোধ করেন যে কালেক্টর সাহেব যদ্যপি এইরূপ জওয়াব দেন যে এই বিষয়ে আমি দেওয়ানী আদালতের অধীন নহি তবে সেই জওয়াব তিনি সরকারের উকীলের দ্বারা আদালতে দাখিল করিতে পারেন এবং যে আদালতে ঐ নালিশের বিচার হয় সেই আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৩৮ ধারানুসারে ফরিয়াদীকে খরচাসমেত ননসুট করণ সময়ে অন্যান্য মোকদ্দমায় যেরূপ হইয়া থাকে সেইরূপে এই মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেবকে সরকারের তরফ-হইতে সরকারী উকীলকে রসুম দিতে হুকুম করেন এবং ঐ রসুম যে ব্যক্তির দেনার ডিক্রী হয় সেই ব্যক্তির স্থানে কালেক্টর সাহেব রীতিমতে তাহার পরে আদায় করিতে পারিবেন।—১৮৩৯ সালের ১৮ জানুআরির ১১৯২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৩৯। প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে মোকদ্দমাতে অথবা আপীলেতে গবর্ণমেণ্ট বাদী কিম্বা প্রতিবাদী হন এমত মোকদ্দ-মায় জিলার আদালতে নালিশ ও জওয়াব দাখিল করণের বিষয়ে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহে-বেরদের ক্ষমতা ও পরাক্রমানুসারে কার্য্য করিবেন। কিন্তু সদর বোর্ডের অনুমতি না পাইলে অধস্থ আদালতের কোন নিষ্পত্তির উপর কোন আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক না এবং যদ্যপি আপীল করা যায় তবে সদর বোর্ডের সাহেবেরা সেই আপীলের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের ১০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২২ বিধি।

৩৪০। যখন রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা দেওয়ানী আদালতের হুকুম জারী করেন তখন সেই হুকুমে যে ভুল অথবা বেদাঁড়া থাকে তদ্বিষয়ে তাঁহারা দায়ী হইতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ২৪ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৫৭ পৃষ্ঠা।

২৬ ধারা।

কালেক্টর সাহেবেরদের প্রতি বিচার করণের ক্ষমতার্পণ।—বিশেষতঃ বন্দোবস্ত করণের ও পুনর্দৃষ্টি করণের কালে তাঁহারদের প্রতি সে ক্ষমতার্পণ।—এই বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের এলাকা।

৩৪১। উপরেতে যে রেজিষ্টরী করিবার হুকুম লেখা গিয়াছে তাহা করণেতে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে প্রকৃতার্থে যাহার যেরূপ অধিকার থাকে তাহাই মূল জ্ঞান করিয়া সেইমতই লেখান এবং তাঁহার বহীতে যেং বিষয় লেখা যায় তাহার প্রত্যেক বিষয় যেং প্রমাণেতে লেখা গিয়াছে তাহার স্বরূপ কথা যত্নপূর্ব্বক লেখাইবেন ও উপরের উক্ত মূল দাঁড়ানুসারে কালেক্টর সাহেবেরা কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা কোন ভূমির বন্দোবস্ত করণ কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের সময়ে কি কোন মহালের বেওরার এবং তাহা দখল করণের পাট্টাইত্যাদি নির্দ্দর্শনপত্রের প্রকারের বিবরণের অনুসন্ধান ও তদন্ত করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়া যাহারা প্রকৃতার্থে ভূমি ভোগদখল করিতেছে কি অধিকারিত্বপ্রযুক্ত ভূমির খাজানা লইতেছে তাহারদিগকে তাহার মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার লিখিয়া দিবার নিমিত্তে গ্রাহ্য করণের কি তাহারদের নাম সরকারী বহীতে লিখনের দ্বারা পূর্ব্বের করা বন্দোবস্তের ভ্রান্তি ও কর্ত্তব্যের অকরণ শুধরিতে পারিবেন এবং তাহা করিতে হইলে কালেক্টর সাহেব রুবকারী করিয়া আপন করা কার্য্যের হেতুসকল বেওরা করিয়া জানাইবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১১ ধা।

৩৪২। পটীদারী কি ভাইয়াচার ইত্যাদিরূপে ভূমি দখল করণের পাট্টা ইত্যাদি নির্দর্শনপত্রের দ্বারা ভোগ দখলহওয়া মহালের মধ্যগত ভিন্নং পটী ও বহরী কি ভূমির অন্য কিসমতের প্রত্যেক অধিকারির এবং প্রত্যেক অধিকারিসমূহের সরকারের জমা এবং গ্রামসরঞ্জামী যে পরিমাণে দাতব্য হয় তাহা আবাদহওয়া সমুদয় ভূমির মধ্যে প্রত্যেক অধিকারী কি অধিকারিসমূহের দখলে যতং ভূমি থাকে তাহা জরীপ করণানুসারে পূর্ব্বেতে নিরূপণ করা গিয়া থাকিলে এবং সেইহেতুক সেই দেশের দস্তুরমতে নিরূপিত সময়েতে তাহা শুধরণের যোগ্য হইলে কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য যে সাহেব বন্দোবস্ত করেন কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরেন সেই সাহেবের যদি পাটওয়ারীদিগের কাগজ দৃষ্টিকরণ দ্বারা কি আর কোন প্রকারে নিশ্চয় বোধ হয় যে পূর্ব্বোক্ত কোন অধিকারি কি অধিকারিসমূহ সরকারের জমা ও গ্রামসরঞ্জামী পূর্ব্বহইতে যাহা দিতেছে তাহা তাহার কি তাহারদিগের উপযুক্ত দাতব্যহইতে অতিঅধিক তবে প্রথমতঃ বোর্ডের সম্মতি লইয়া ঐ সাহেব উপরের লিখিত মূল দাঁড়া এবং সরকারের জমার পরিমাণের নিরূপণেতে খাজানার মধ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকে কি মুনাফা টাহরে তাহার বিভাগের বিষয়ে সরকারহইতে যে হুকুম হইয়া থাকে তাহাও দৃষ্টি করিয়া সরকারের রাজস্ব ও গ্রামসরঞ্জামী প্রত্যেকের শিরে যত করিয়া উপযুক্ত হয় তাহার নূতন বিভাগ করাইতে পারিবেন ও কানুনগোকে এবং অন্য যে জন কি জনেরদিগের নিযুক্ত করা উপযুক্ত বুঝেন তাহারদিগকেও ঐ কর্ম্মের ভার দিতে পারিবেন এবং ঐ ব্যক্তির কি ব্যক্তিরদের নিষ্পত্ত্যনুসারে কিম্বা অন্য যে কোন প্রকারে উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ হয় তদনুসারে ভিন্নং জনেরদের সরকারের জমা যত করিয়া দিতে হইবেক তাহার নিরূপণ করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১২ ধা। ১ প্র।

৩৪৩। ঐমত ভিন্নং অধিকারিরা তাহারদিগের দখলের ভূমির জমা যত করিয়া দাতব্য হইয়া থাকে সময়েং তাহার সংখ্যা শুধরা যাওনমাত্রের অধিকার না রাখিয়া তাহারদিগের প্রত্যেকের নামে যতং ভূমি লেখা গিয়া থাকে তাহার দৃষ্টে সময়শিরে ঐ গ্রামের মধ্যগত ভূমির নূতন বিভাগহওনেরো অধিকার রাখিলে কালেক্টর সাহেব উপরের লিখিত হুকুমমত ভূমির নূতন বিভাগ করাইতে ও তাহার জমার সংখ্যা শুধরাইতে পারিবেন এবং ঐ সময়ে শেষে করা ভূমির বিভাগ ও জমার হারহারি যে সময়হইতে চলিবেক তাহার নিরূপণ করিতে পারিবেন এবং তাহা করণের মধ্যে যে জনের যে রাজস্ব দাতব্য তাহার বিষয়ে উপস্থিত দাওয়াসকলের নিষ্পত্তি যাহা ন্যায্য বোধ হয় তদনুরূপ করিতে পারিবেন কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ প্রকার কোন বিভাগ কিম্বা

শুধরণ যেপর্য্যন্ত বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কিম্বা ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেব লোকের দ্বারা মঞ্জুর না হয় সেপর্য্যন্ত তাহা চূড়ান্ত হইবেক না ও ইহাও জানান যাইতেছে যে যে দস্তুরঅনুসারে ঐ ভূমি বিভাগ করা গিয়া থাকে ঐ জনেরদের মধ্যে যদি কেহ কহে যে এমত দস্তুর নহে এবং কালেক্টর সাহেব যে ভূমি তাহার স্থানহইতে লইয়া অন্য কোন জনকে দিয়া থাকেন সেই ভূমিতে পুনর্ব্বার দখল পাইবার নিমিত্তে দাওয়া করে কিম্বা ঐ মহালসম্বন্ধীয় কোন লোক তাহার মধ্যগত যে কোন ভূমির নূতন বিভাগের হুকুম দিতে কালেক্টর সাহেব অস্বীকার করিয়া থাকেন ঐ নূতন বিভাগেতে যে ফলোদয় হইতে পারে তাহার অধিকারী হওনের দাওয়া করে তবে যে জনকে কি জনেরদিগকে ঐ ভূমি দেওয়া গিয়া থাকে কিম্বা যে জন কিম্বা জনেরা ঐ বিভাগ-হওনের প্রতিকূলাচরণ করে কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি ন্যায্য বটে কি না ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে ঐ জনেরদিগের নামে জাবেতামতে জিলার আদালতে নালিশ করিতে পারে কিন্তু যদি ঐ দস্তুর থাকার স্বীকার করা যায় কিম্বা নিশ্চয় হয় তবে আদালতের সাহেবেরা ঐ ভূমির বিভাগের কিম্বা জমার শুধরণের যাথার্থ্যেতে আপত্তি করিতে পারিবেন না এবং কোন ভূমির বিভাগের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব যে নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন তাহা যদি কোন সময়ে আদালতে অগ্রাহ্য হয় তবে ঐ আদালতের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিপত্রে ঐ জনেরদের স্বত্বের বিবরণ এবং নিরূপণ যেমত লেখা যায় তাহাতে ও পাট্টাদির নিয়মেতে এবং সরকারী জমার পরিমানের নিরূপণেতে খাজানার মধ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকে কিম্বা মুনাফা টাহরে তাহার বিভাগের বিষয়ে সরকারহইতে সামান্য কি বিশেষ যে হুকুম হয় তাহাতেও দৃষ্টি রাখিয়া মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের ঐ জমা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরা কর্ত্তব্য ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১২ ধা। ২ প্র।

৩৪৪। যে কোন জন ভূমি দখল করে তাহার পাট্টাইত্যাদি নিদর্শনপত্রের প্রকারের বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে যে কালেক্টর সাহেবেরা বন্দোবস্ত করেন কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরেন তাঁহারা বন্দোবস্তের রুবকারীতে লিখিবার নিমিত্তে কাছারীর বৈঠকেতে পূর্ব্বে ঐ দখীলকারের যে খ্যাতি ছিল তাহা তাহার স্বত্বের প্রকারের প্রমাণের এক সাধনমাত্র জ্ঞান করিয়া কিন্তু ঐ জনের সন্তোষের নিমিত্তে অন্য যে কোন অনুসন্ধান করা যায় তাহার বেওরাসহিত আপনার নিষ্পত্তির মূল কারণের বিস্তারিত করিয়া ঐ দখীলকার বস্তুতঃ যে স্বত্বের অধিকার রাখে তাহার প্রকার এবং পরিমাণ জানাইবেন ও ঐমত পটীদারী ও ভাইয়াচার-ইত্যাদি পাট্টাআদি নিদর্শনপত্রের দ্বারা ভোগদখল করা কোন গ্রাম কি কোন২ গ্রামের মধ্যগত ভূমির কোন অংশির স্বত্বের পরিমাণের বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে ঐ অংশী যদি ঐ গ্রাম কি ঐ২ গ্রামের কোন অংশের বাস্তব দখীলকার হয় কিম্বা ঐ ভূমিতে যে সাধারণ মুনাফা হয় বস্তুতঃ তাহার অংশ লইতে থাকে তবে কালেক্টর সাহেব প্রথমতঃ তাহার নিষ্পত্তি করিয়া তাহার কথা আপন বন্দোবস্তের রুবকারীতে লেখাইয়া তদনুসারে কার্য্য করাইতে পারিবেন ও তাহাতে যে জন আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে সে লোক তাহা ন্যায় কি অন্যায় ইহা জানিবার নিমিত্তে জাবেতামতে আদালতে নালিশ করিতে চাহিলে তাহার প্রতিবন্ধকতা করিবেন না কিন্তু ইহার লিখিত কোন কথার অভিপ্রায় এমত নহে যে কোন ভূমির কিসমতের উপর নির্দ্ধার্য্য-করা মোট জমার কি হারহারিমত তাহার অংশের বিষয়ে কি সাধারণ মহালের বিশেষ কোন অংশের দখীল-কারকে বিভাগের সময়ে যত ও যেপ্রকার ভূমি দিতে হইবেক তাহার বিষয়েইবা কালেক্টর সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহাতে হাত দিতে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৪ ধা। ১ প্র।

৩৪৫। উপরের প্রকরণের এ অভিপ্রায় নহে যে কালেক্টর সাহেবেরা অন্য প্রকার করণের হুকুম পাওন-ব্যতিরেকে কোন দাওয়াদার সাধারণ মুনাফার মধ্যে যে রকম অংশ এপর্য্যন্ত পাইয়া আসিতেছে তাহা বেশী হইবার নিমিত্তে কি ঐ গ্রাম কি ঐ২ গ্রামের যে অংশ এপর্য্যন্ত দখল করিয়া আসিতেছে তাহার রকম বেশী হইবার নিমিত্তে যে দাওয়া করে তাহা গ্রাহ্য করিতে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৪ ধা। ২ প্র।

৩৪৬। উপরের উক্ত ক্ষমতাক্রমে কালেক্টর সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন তাহা যদি বোর্ডের সাহেব-দিগের কি শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমেতে মতান্তর কিম্বা রদ না হয় তবে ঐ নিষ্পত্তির দ্বারা যে অধিকার হইয়া থাকে তাহা অযথার্থ ইহা জাবেতামতে নালিশ হওনপূর্ব্বক বিচার দ্বারা জানা না গেলে ঐ নিষ্পত্তি আদালতের সাহেবেরা বহাল রাখিবেন এবং ইহার লিখিত কোন কথার

তাৎপর্য্য এমত নহে যে কোন মহালের কি মহালের অংশের উপর যে জমার নির্দ্ধার্য্য করা যাইবেক তাহার কিম্বা কোন মহালের মধ্যগত যত ও যেপ্রকার ভূমি তাহার বিভাগের সময়ে তাহার ভিন্নং অংশিরদিগকে দেওয়া যাইবেক তাহারো বিষয়ে মালগুজারী তহসীলের কার্য্য ভারাক্রান্ত সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন তাহাতে হাত দিতে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৪ ধা। ৩ প্র।

৩৪৭। যে কোন কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব কোন মহালের বন্দোবস্ত করেন কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরেন সেই সাহেবের নিকটে যদি কেহ এমত দাওয়া করে যে আমি ঐ মহালের মধ্যের অমুক ভূমি কি বাটীইত্যাদি কিম্বা ফসল কি ফলকরার বাগান অথবা পশুচারণের ভূমি কিম্বা মৎস্য ধরণের জলাশয় কি কূপ কিম্বা জলের শোতা কি পুষ্করিণী কি অন্য কোন জলাশয় কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ঐ ভূমি বাটীইত্যাদির খাজানা কি উৎপন্ন কিম্বা তাহাতে যে মুনাফা হয় তাহাহইতে অন্যায়ক্রমে বেদখল হইযাছি কি তাহা দখল করণেতে অন্য জনহইতে ক্লেশ পাইতেছি তবে কালেক্টর কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেব তাহার তজবীজ করিতে পারিবেন এবং যদি বোধ হয় যে ঐ ফরিয়াদী যে সনে ঐ ফরিয়াদ করিয়াছে তাহার পূর্ব্ব সনে ঐ ভূম্যাদিতে দখীলকার ছিল এবং তদ্ভিন্ন যদি ইহা বোধ হয় যে ঐ ফরিয়াদী বলক্রমে কি অন্যায়েতে বেদখল হইয়াছে কিম্বা ক্লেশ পাইয়াছে তবে কালেক্টর সাহেব তাহাকে ঐ ভূম্যাদিতে পুনর্ব্বার দখল দেওয়াইতে কি তাহার দখল বহাল রাখিতে পারিবেন ও আপনার করা নিষ্পত্তির যেং হেতু থাকে তাহা রুবকারীতে লেখাইবেন এবং তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদী তাহা ন্যায় কি অন্যায় ইহা জানিবার নিমিত্তে আদালতে জাবেতামতে নালিশ করিতে পারিবেক ও ঐ মত কোন কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে মহালের বন্দোবস্ত করিতে কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরিতে থাকেন সেই মহালের মধ্যের ভূমি কি বাটীইত্যাদির দখলের বিষয়ে এমত কোন বিবাদ আছে যে তাহার নিষ্পত্তির প্রয়োজন আছে ইহা ঐ কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব যদি জানিতে পান তবে ঐ সাহেব তাহা যাহার দখলে থাকন উপযুক্ত তাহার দখলে রাখিবার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ও যদি তাহার অধিকারিত্বের বিষয়ে আর কোন বিবাদ উপস্থিত থাকে তবে তাহার নিষ্পত্তি জাবেতামতে আদালতে নালিশ হওনের দ্বারা হইতে দিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৪ ধা। ৪ প্র।

৩৪৮। যে জমীদার কিম্বা তাবে পাট্টাদার সে ইজারদার কি রাইয়ৎ হউক পাট্টাইত্যাদি বিশেষ নির্দশনদ্বারা কিম্বা আবহমান ভোগদখলের দ্বারা দখলের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে সেই জমীদার কি পাট্টাদার পূর্ব্ব সনে তাহার দখল এবং আবাদকরা ভূমিহইতে অন্যায়েতে বেদখল হইলে কিম্বা ঐ বেদখলহওযা ব্যক্তি পূর্ব্ব সনে ঐ মত কোন ভূমির যে খাজানা কিম্বা মুনাফা পাইয়াছে তাহা ত্যাগ কি পরিত্যাগ যাহাতে হয় আদালতের এমত কোন হুকুম কিম্বা ঐ বেদখলহওয়া ব্যক্তির স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন ক্রিয়া করণব্যতিরেকে তাহাহইতে অন্যায়ক্রমে বেদখল হইলে উপরের লিখিত হুকুম তাহার বিষযে সম্বন্ধ রাখিবেক কিন্তু দখলের দাওয়াদার ব্যক্তি যদি তাহা দখলের ইশ্তাফা দিয়া থাকে তবে ঐ ইশ্তাফা বলক্রমে কি ভয় দর্শাইয়া লওয়া গিয়াছে ইহা কোন আদালতের বিচারদ্বারা নিশ্চয় না হইলে ঐ পূর্ব্বোক্ত হুকুম তাহাতে খাটিবেক না এবং যে সনে দাওয়া উপস্থিত করা যায় তাহার পূর্ব্ব সনের আরম্ভের পূর্ব্বে ঐ দাওয়াদার ঐ দখল ছাড়া হইলে কি ছাড়িলে তাহাতেও খাটিবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৪ ধা। ৫ প্র।

৩৪৯। লাখেরাজ বাজেয়াপ্তী কোন মহালের বন্দোবস্ত কিম্বা কার্য্যের গতিকে খেরাজী কোন মহালের পুনর্ব্বার বন্দোবস্ত করিতে হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ মহালের বন্দোবস্ত কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর সাহেবকে এমত বিশেষ ক্ষমতা দিতে পারিবেন যে ঐ মহালের মধ্যগত ভূমির স্বত্বাধিকার ও দখলের ও তাহার খাজানা কিম্বা উৎপন্নের বিষয়ে যে সকল দাওয়া উপস্থিত হয় তাহা শ্রবণ ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি পূর্ব্বোক্তমতে করেন এবং বোর্ডের হুকুম ও অনুমতিক্রমে এবং তদতিরিক্তও জিলার আদালতে কি প্রবিন্সাল কোর্টে জাবেতামতে নালিশ হইলে তথায় যে নিষ্পত্তি হয় তদনুসারে ঐ ভূমিতে অন্যহইতে যাহার অধিকার প্রবল বোধ হয় তাহাকে সেই ভূম্যাদিতে দখল দেওয়ান ও ইহাও জানান যাইতেছে যে পূর্ব্বোক্তমত বিশেষ ক্ষমতা কোন কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া গেলে যে মহালেতে ঐ সাহেবের প্রাপ্ত ক্ষমতা চলিবেক সেই মহালের মধ্যে ঘোষণার দ্বারা সরকারহইতে দেওয়া ঐ হুকুম প্রচার করা যাইবেক এবং কালেক্টর সাহেবদিগের ও বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ ঘোষণা উপযুক্তরূপে দেওয়ান কিন্তু এই ধারানুসারে কিম্বা অন্য যে কোন ধারাতে ঐ ঘোষণা দেওয়া যাওনের হুকুম থাকে

তদনুসারে কোন কালেক্টর সাহেব যে কোন নিষ্পত্তি করেন তাহা ঐ ঘোষণা না দেওয়া যাওনের আপত্তিতে তাহার অনুসন্ধান নিয়মমত সম্পূর্ণরূপে করা যাওনব্যতিরেকে কোন আদালতে রদ করা যাইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৬ ধা।

৩৫০। যে কালেক্টর সাহেবেরা কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা কোন পরগনা কি মৌজা কিম্বা তথাকার ভূমির অন্য কিসমতের বন্দোবস্ত করণের কিম্বা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক তাহা শুধরণের ভারপ্রাপ্ত হন সেই সাহেবেরা ঐ পরগনা কি মৌজা কিম্বা তথাকার ভূমিসম্বন্ধীয় অন্য কিসমতের মধ্যে কিম্বা আশপাশে তথাকার পূর্ব্বাধিপতির কিম্বা তাঁহার সরকারের কোন আমেল অথবা অন্য কর্ম্মকর্ত্তার দত্ত মাতবর সনদইত্যাদির দ্বারা লাখেরাজরূপে কি মোকররী জমাতে দখলকরা ভূমির মধ্যগত কোন ভূমিতে অধিকার রাখণের দাওয়া কোন লোক কি লোকেরা উপস্থিত করিলে ঐ দাওয়া গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন এবং যদি ঐ সাহেবদিগের ইহা বোধ হয় যে ঐ ফরিযাদীরা ঐ ভূমিতে কিম্বা তাহার খাজানা কি উৎপন্নে মৌরুসী ও হস্তান্তর করণ যোগ্য স্বত্বাধিকার রাখে কিম্বা তাহা পাইবার যোগ্য বটে তবে ঐ কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব পূর্ব্বে সরকারের অনুমতি লইয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে মিয়াদের হুকুম হয় সেই মিয়াদে ঐ লাখেরাজদার কিম্বা মোকররীদারের নিমিত্তে তাহারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন এবং ঐ লাখেরাজদার কি মোকররীদারের তাবে থাকিয়া তাহারা যে২ নিয়মেতে আপনারদিগের ভূমি ভোগদখল করিবেক তাহার বেওরা লিখিয়া ঐ প্রত্যেক অধিকারিকে পাট্টা দিতে পারিবেন এবং ঐ অধিকারিরা আপনারদিগের ভূমিতে দখল ও কর্তৃত্বরহিত হইলে কালেক্টর সাহেবেরা বোর্ড কমিস্যনরের হুকুমের অধীনতায় ঐ লাখেরাজদারেরা কি মোকররীদারেরা তাহারদিগকে মালিকানা কিম্বা অধিকারসম্বন্ধীয় অন্য লাভ যাহা দিবেক তাহার পরিমাণের নিরূপণ ও হুকুম করিতে পারিবেন কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ লোকদিগের মধ্যে কোন জন ঐ ভূমির স্বত্বাধিকারের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইলে সে আদালতে জাবেতামতে নালিশ করিয়া তাহার মোকদ্দমা করিতে পারে কিন্তু অধিকারিরদের সহিত কালেক্টর সাহেব যে বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন তাহার নিয়মের কিম্বা ঐ লোকদিগের নিমিত্তে নিরূপণহওয়া মালিকানার পরিমাণের বিষয়ে আদালতের সাহেবেরা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৭ ধা।

৩৫১। কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কাহার কর্ত্তব্য এমত সন্দেহ জন্মিলে বোর্ডের এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমের অধীনতায় তাহার নিশ্চয় করণের কর্তৃত্ব কালেক্টর সাহেব রাখিবেন এবং জাবেতামতে আদালতে নালিশ হওনপূর্ব্বক অধিকারের বিষয়ে নিষ্পত্তি হওনব্যতিরেকে আদালতের সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবের দেওয়া দখলের প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবেন না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৮ ধা।

৩৫২। যে কালেক্টর সাহেব যে বোর্ডের অধীন থাকেন তিনি উপরের উক্ত অনুসন্ধান করণ কিম্বা উপরের লিখিত নালিশ শ্রবণ ও তাহার বিচার করণের সময়ে ঐ বোর্ডের হুকুমক্রমে তাঁহারা যে মহালের বিষয়ে অনুসন্ধান করেন ঐ মহালের মধ্যগত কি তাহার নিকটবর্ত্তি ভূমির সদর মালগুজারদিগকে এবং ঐ ভূমির অন্য অধিকারি কি দখীলকার কিম্বা কর্তৃত্বকারি অথবা কৃষিকারকদিগকে কিম্বা যে২ লোক তাহার উৎপন্ন সংগ্রহ কি বিক্রয়াদি করে তাহারদিগকে কিম্বা ঐ ভূমিহইতে যে কোন খাজানা কি রাজস্ব উৎপন্ন হয় তাহা যে জন তহসীল করে কিম্বা ভাগ করে কি তাহার বিষয়ে কর্তৃত্ব রাখে তাহারদিগকে এবং ঐ লোকেরদিগহইতে ঐ ভূমির কর্তৃত্ব কিম্বা কৃষিকার্য্য কিম্বা তাহার খাজানা কি রাজস্ব কিম্বা উৎপন্ন তহসীল করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হওয়া গোমাশতা কি অন্য কর্ম্মকারিদিগকে হাজির হইয়া ঐ ভূমির ও তাহার উৎপন্ন ও খাজানা ও রাজস্বের বাবৎ যে সকল হিসাব কি অন্য কাগজপত্র তাহারা আপনার স্থানে রাখে তাহা দাখিল করিয়া দিবার নিমিত্তে হুকুম দিতে পারেন এবং ঐ দাখিলকরা হিসাবের সত্যতার নিমিত্তে কিম্বা ঐ হিসাবের সম্বন্ধীয় অন্য কোন বিষয়েকিম্বা ঐ ভূমি কি মহালের উৎপন্ন কি খাজানা কি রাজস্বের বিষয়ে কিম্বা ঐ ভূমির কি তাহার উৎপন্নের কি খাজানা কিম্বা রাজস্বসম্বন্ধীয় অধিকার ও স্বত্বের বিষয়ে তাহারদিগকে দিব্য করাইয়া কিম্বা তাহারদিগের স্থানে হলফনামা লইয়া জোবানবন্দী লইতে পারেন কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে যে জন ভয়েতে কিম্বা অনুগ্রহ পাইবার কি কিছু ফলোদয় হইবার আশাতে কিম্বা অন্য কোন জনের সহিত মিলিয়া কারসাজী করিতে লাভের প্রত্যাশা করে সে জনব্যতিরেকে যে জন সত্যের অপলাপ করিয়া কিম্বা মিথ্যা কথা কহিয়া তৎক্ষণে কিছু লাভ করিতে

চাহে সে জনকে দিব্য করাইয়া কি তাহার স্থানে হলফনামা লেখাইয়া লইয়া জোর করিয়া কেহ কোন জিজ্ঞাসার উত্তর লইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৯ ধা। ১ প্র।

৩৫৩। ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ১১ ধারাতে ঐ ধারানুসারে হাজির হইয়া হিসাবের কাগজ-পত্র দাখিল করিবার নিমিত্তে যাহারদিগের তলব হয় তাহারদিগের প্রতি তলবচিঠী জারী করিবার বিষয়ে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে এই আইনানুসারে কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা যেং তলবচিঠী জারী করেন তাহার সহিত ঐং হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ও ঐমত যে সকল পাটওয়ারী কি গোমাশতা কি অন্য লোকেরা যে ভূমির বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধান করণের হুকুম হইয়া থাকে সেই ভূমির হিসাবের কাগজপত্র রাখে এবং পূর্ব্বোক্তমতে তলব হইয়া তাহারদিগের স্থানে তলবকরা কোন হিসাবের কাগজ দিতে কিম্বা তাহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গাফিলী করে কিম্বা তাহা না দেয় কিম্বা দিব্য করিয়া কিম্বা হলফনামা দিয়া জিজ্ঞাসার পরে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় কিম্বা যে হিসাবের কাগজ দাখিল করিবার নিমিত্তে তলব করা যায় ঐ হিসাবের কাগজ তবদীল করে কি নূতন বানায় কি মিথ্যা করে কিম্বা ছাটে সেই সকল লোকের সহিত ঐ আইনের ১২ ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ও আরো হুকুম করা যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাসকলেতে যেং ক্ষমতা ও হুকুমং রাখেন্ ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্ত করণের কিম্বা এই আইনেতে যে অনুসন্ধান করণের কথা বিশেষরূপে লেখা যায় তাহা করণের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা সেই সকল ক্ষমতা ও হুকুমং রাখিবেন এবং যে সকল লোকেরা পূর্ব্বোক্ত কোন কালেক্টর কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা তলব করা যায় কিম্বা এই আইনের হুকুমানুসারে পাঠান তলবচিঠী জারী করণের প্রতিবন্ধক হয় কিম্বা হুকুম পাইয়া দিব্য করিতে কি হলফনামাতে দস্তখৎ করিতে অসম্মত হয় অথবা দিব্য করিয়া কি দিব্যের বদলে হলফনামা লিখিয়া দিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় কিম্বা নিজে কি অন্যের দ্বারা অন্য জনকে দিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় এই সকল লোকের প্রতি ঐ পূর্ব্বোক্ত আইনের ১৩ ধারার ৩ প্রকরণ ও ১৪ ও ১৯ ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ১৯ ধা। ২ প্র।

৩৫৪। জানান যাইতেছে যে যদি কোন ভূমির অধিকারী কি ইজারদার কালেক্টর সাহেবের কিম্বা কমিসানর সাহেবের হজুরে আপনি হাজির হইতে গাফিলী কি অস্বীকার করে কিম্বা ঐং সাহেবের করা হুকুমনামার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপন তরফহইতে সরবরাহকার কি মোখ্তারকার হাজির করিতে অথবা তলবহওয়া হিসাবী কাগজ কি দস্তাবেজ দরপেশ করিতে কসুর কি অস্বীকার করে ও এমত গাফিলী কি অস্বীকার করণের বিশিষ্ট হেতু বলিতে না পারে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে যাবৎ তাহারা কালেক্টর সাহেবের হুকুম আমলে না আনে তাবৎ মোকদ্দমার ভাব ও তাহারদিগের পদ ও শক্তির দৃষ্টে দররোজ যত জরীমানা উপযুক্ত বুঝেন তাহা দিবার হুকুম তাহারদিগের উপর দিয়া তাহার কৈফিয়ৎ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে লিখিয়া পাঠান্ ও ঐ শ্রীযুতের হজুরে ঐ জরীমানা মঞ্জুর হইলে সরকারের বাকী টাকা উসুল করণের মতে ঐ জরীমানা উসুল করা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ২ আ। ১৩ ধা। ৩ প্র।

৩৫৫। যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত নানা আইনে এমত নিয়ম আছে যে কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য যে সাহেব কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা রাখেন তিনি উক্ত নানা আইনের বিধানের অধীন কোন ভূম্যধিকারিকে কি ইজারদারকে রীতিমতে তলব করিলে যদি সেই ভূম্যধিকারী কি ইজারদার আপনি হাজির হইতে কিম্বা আপনার সরবরাহকার কি মোখ্তারকারকে হাজির করিতে কি তলবহওয়া হিসাবী কাগজ কি দস্তাবেজ দাখিল করিতে কসুর বা অস্বীকার করে ও এমত কসুর করণের বিশিষ্ট হেতু কহিতে না পারে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারা দররোজ জরীমানা দিবার হুকুম দিতে পারেন। এবং আরো হুকুম আছে যে ঐ জরীমানা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের দ্বারা মঞ্জুর হইলে বাকী রাজস্বের টাকা উসুল করণের মতে ঐ জরীমানা উসুল করা যাইবেক। এবং যেহেতুক সেইপ্রযুক্ত যে বিলম্ব হয় তাহাতে যে কার্য্যকারক সাহেব ঐপ্রকার তলব করেন তাঁহাকে ওয়াজিবী জরীমানা করিতে ও তাহা উসুল করিতে সরাসরী ক্ষমতা দেওয়া গেলে ও তাঁহার হুকুমের উপর রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব ও উপরিস্থ অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে আপীল হওনের হুকুম হইলে ঐ জরীমানা মোটে যত

টাকা হইত এক্ষণকার চলিত নিয়মের দ্বারা তদপেক্ষা অধিক বারম্বার হইতেছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। উক্ত কোন আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন গতিকে যদি কালেক্টর সাহেবের দ্বারা কোন ভূম্যধিকারি কি ইজারদারের রীতিমতে তলব হইলে পর ঐ সাহেবের জারী হওয়া এত্তেলানামার নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে ভূম্যধিকারী কি ইজারদার হাজির হইতে কি আপনার সরবরাহকার কিম্বা মোখ্তারকারকে হাজির করিতে গাফিলী কি অস্বীকার করে অথবা তলবহওয়া ছিসাবী কাগজ কি দস্তাবেজ দাখিল করিতে কসুর কি অস্বীকার করে ও এমত কসুর করণের বিশিষ্ট হেতু বলিতে না পারে তবে ঐ কালেক্টর সাহেবের এইমত ক্ষমতা থাকিবেক যে যাবৎ ঐ কসুরকরণিয়া ব্যক্তিরা কালেক্টর সাহেবের হুকুম আমলে না আনে তাবৎ তাহারদের পদ ও শক্তি দৃষ্টে তিনি আপনার ক্ষমতাক্রমে দররোজ যত জরীমানা উপযুক্ত বুঝেন তাহা দিবার হুকুম করেন এবং সেই জরীমানা তাহার রোজং দিতে হইবেক। কিন্তু তাহা কোন গতিকে রোজ ৫০৲ টাকার অধিক হইবেক না এবং এইমত যে জরীমানার টাকা সময়েং বাকী পড়ে তাহা উপরিস্থ কার্য্যকারক সাহেবের মঞ্জুরী বিনা রাজস্বের বাকী টাকা উসুল করণের মতে উসুল করা যাইবেক ইতি।—১৮৪৮ সা। ২০ আ। ১ ধা।

৩৫৬। কালেক্টর সাহেব এইমত যে প্রত্যেক জরীমানা করেন তাহার বিষয়ের এবং ঐ জরীমানার টাকার সংখ্যা ও সময়েং যত টাকা উসুল হয় তাহার বিষয়ের রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে অব্যাজে করিবেন এবং তিনি বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের বিজ্ঞাপনার্থে তদ্বিষয়ের রিপার্ট করিবেন ইতি।—১৮৪৮ সা। ২০ আ। ২ ধা।

৩৫৭। কালেক্টর সাহেব এই আইনানুসারে যে কোন হুকুম করেন তাহার উপর রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে এবং অন্য উপরিস্থ কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে রীতিমতে আপীল হইতে পারে কিন্তু সেই আপীল উপস্থিত থাকিতে আপীল করাপ্রযুক্ত এইমত হুকুম করা জরীমানার টাকা উসুল করা স্থগিত হইবেক না ইতি।—১৮৪৮ সা। ২০ আ। ৩ ধা।

৩৫৮। কালেক্টর সাহেব এই আইনানুসারে কোন কসুরপ্রযুক্ত এইমত যে কোন হুকুম করেন তদনুসারে যে টাকা উসুল হয় তাহা যখন ৫০০৲ পাচ শত টাকার অধিক হইয়াছে তখন কালেক্টর সাহেব সেই বিষয়ের রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে বিশেষমতে করিবেন এবং রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের হুকুমব্যতিরিক্ত ঐ কসুরের নিমিত্তে তদপেক্ষা অধিক টাকা উসুল হইবেক না ইতি।—১৮৪৮ সা। ২০ আ। ৪ ধা।

৩৫৯। এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ বোধ হইবেক না যে উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে দররোজ জরীমানার হুকুম দিবার এবং ঐ জরীমানার টাকা উসুল করিবার ক্ষমতা রহিত হইল ইতি।—১৮৪৮ সা। ২০ আ। ৫ ধা।

৩৬০। এই আইনেতে "কালেক্টর" এই শব্দেতে আইনমতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারি কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবেক ইতি।—১৮৪৮ সা। ২০ আ। ৬।

৩৬১। এই আইন বাঙ্গলা রাজধানীর উত্তর পশ্চিম দেশে খাটিবেক না ইতি।—১৮৪৮ সা। ২০ আ। ৭ ধা।

৩৬২। এই আইনের ১১ ও ১২ ও ১৪ ও ১৬ ও ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ধারাতে যেং ক্ষমতার কথা বিশেষ করিয়া লেখা গিয়াছে যে কালেক্টর সাহেবেরা ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্ত করণের কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভারপ্রাপ্ত হন্ সামান্যতঃ তাঁহারা সেইং ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন এবং তাঁহারা যে পরগনাতে ঐং কার্য্য করিতে থাকেন্ তাহার শামিল সমস্ত ভূমিতে তাঁহারদিগের ঐ ক্ষমতা বর্ত্তিবেক কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়েং যেপ্রকারে এবং যেপর্য্যন্ত উপযুক্ত বুঝেন তদনুসারে জিলায় প্রচার করিবার নিমিত্তে হজুর কৌন্সেলহইতে দেওয়া হুকুমের দ্বারা বন্দোবস্তকারি কালেক্টরসাহেবদিগের এবং অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগের ক্ষমতাচরণের সীমার ন্যূনতা করিতে পারিবেন ও ঐমত সময়েং যেমত উপযুক্ত বুঝা যায় সেইমত পূর্ব্বোক্ত কালেক্টর সাহেবেরা ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্ত করণের কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভারপ্রাপ্ত না হইলেও শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ কালেক্টর সাহেবদিগের এমন বিশেষ ক্ষমতা দিতে পারেন যে তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ধারাসকলের লিখন-

মত যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সেই সকল কিম্বা তাহার মধ্যে কোন মোকদ্দমা প্রথমতঃ গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন কিন্তু তাহাতে তাঁহারদিগের করা নিষ্পত্তি উপরের লিখনমতে জাবেতামতে আদালতে নালিশ করণ দ্বারা হওয়া নিষ্পত্তিতে রদ বহাল হইতে পারিবেক এবং জমীদারেরা কি তালুকদারেরা কি অন্য সদর মালগুজারেরা কি ভূমির ইজারদারেরা কিম্বা তাহারদিগের মোখ্তারকার অন্য কোন জন খাজানার নিমিত্তে মফঃসলী তালুকদার কি জমীদার কি মালগুজার কি রাইয়ৎ কিম্বা যে খ্যাতিতে খ্যাত হউক এমন আর কোন পেটাও লোকের উপর যে নালিশ করে তাহা এবং রাইয়ৎ কিম্বা আর কোন পেটাও প্রজা ভূম্যধিকারিদিগের কি ইজারদারদিগের কি তাহারদিগের মোখ্তারকার কি স্থলাভিষিক্তেরদের নামে দুব্যাদি ক্রোক করিয়া বিক্রয় করণ কি অন্য কোন প্রকারে উপযুক্তহইতে বেশী খাজানা কিম্বা অযথার্থরূপে খাজানা লওনের বাবৎ যে নালিশ করে তাহা এবং ভূম্যধিকারিদিগের আর ভূমির ইজারদার কিম্বা কোন প্রকার পেটাও প্রজারদের কিম্বা তাহারদিগের জামিনেরদের কিম্বা ভূমিসম্পর্কীয় কর্ম্মে কিম্বা ভূমির খাজানা তহসীল কি দাখিল করণে তাহারদের নিযুক্তকরা কোন মোখ্তার কি অন্য জনেরদের মধ্যে হিসাব রফা হওনের বিষয়ে হওয়া বিবাদের যে নালিশ হয় তাহা এবং সকর কি নিষ্কর ভূমির কিম্বা ফলকর ও বনকর ও জলকর এই নামেতে খ্যাত ফলের বাগান ও পশুচারণের ভূমির ও মৎস্য ধরণের জলাশয়ের খাজানা তলব কি তহসীল কি দাখিল করণের বিষয়ে কিম্বা রদকরা সায়েরের মধ্যগত নহে ভূমির খাজানাসম্পর্কীয় এমত অন্য কোন জায়দাদের বিষয়ে এবং আইনানুসারে যেং পাট্টা অবশ্য দিতে হয় তাহা না দেওনের কিম্বা খাজানা পাইয়া তাহার দাখিলা না দেওনের এবং সামান্যত আইনের ও উপরের উক্ত বিষয়সকলে দেশের আদ্যোপান্তের যে রীতি আছে তাহার অন্যমত আচরণ করণের এবং জমীদারদিগের কিম্বা ইজারদারেরদের আর কোন খ্যাতিতে খ্যাত তাহারদিগের পেটাও প্রজাদিগের মধ্যে ভূমির খাজানার ও তাহা দখলের বিষয়ে যে বিবাদ উপস্থিত হয় তৎসম্পর্কীয় লেখাপড়ার ব্যতিক্রম করণের বিষয়ে যেং নালিশ উপস্থিত হয় সামান্যতঃ কি সময়বিশেষে যেমত নিরূপণ হয় তদনুসারে ঐ সকল নালিশ গ্রাহ্য করিতে ও সরাসরীমতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ঐ শ্রীযুত যেমন উপযুক্ত বুঝেন তেমন ক্ষমতা ঐ কালেক্টর সাহেবদিগকে দিতে পারেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২০ ধা। ১ প্র।

৩৬৩ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে যেমন হুকুম দেন তদনুসারে উপরের লিখিত ঐ সকল কার্য্য করণের ভারে অমুক কালেক্টর সাহেব নিযুক্ত হইলেন ইহাও তাঁহার অধিকারের সরহদ্দ ঘোষণাক্রমে তাহার অধিকারেতে জানান যাইবেক এবং তাহা জানান গেলে পর ঐ কালেক্টর সাহেবের নিরূপিত সরহদ্দের মধ্যের ভূমির কি খাজানার কিম্বা উৎপন্নের কি ঐ সরহদ্দ ভুক্তহওয়া ভূমির বিষয়ে সরাসরী বিচারের নিমিত্তে যে সকল নালিশ ও মোকদ্দমা ও দরখাস্ত ও ফরিয়াদ কোন সদর মালগুজার কি জমীদার কি তালুকদার কি ইজারদার কিম্বা রাইয়ৎ অথবা ভূমির অন্য দখীলকার কি পেটাও প্রজা জিলা কি শহরের আদালতে উপস্থিত করে তাহা উপস্থিত হইবামাত্র বিচারের নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং ঐ সময়েতে সরাসরী বিচারের নিমিত্তে যেং মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত থাকে তাহাও ঐ কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ও ইহাও জানান যাইতেছে যে উপরের লিখনমতে যেং মোকদ্দমা কি ফরিয়াদ গ্রাহ্য করিতে কালেক্টর সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ হয় সেইং মোকদ্দমা কি ফরিয়াদকরণিয়া প্রথমেই তাহা ঐ কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিতে পারে এবং উপরের লিখনমতে যে বিশেষ ক্ষমতা কোন কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া যায় তাহার ও বন্দোবস্ত করণের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবেরা যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করেন সেই ক্ষমতার শেষ ও নিবৃত্তি যে সময়ে হইবেক তাহার নিরূপণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২০ ধা। ২ প্র।

৩৬৪। উপরের প্রকরণসকলের বেওরা করিয়া লেখা কোন নালিশ কি দরখাস্ত তাহার বিষয় হওনাবধি এক বৎসরের মধ্যে উপস্থিত না করা গেলে তাহা এই আইনানুসারে কোন কালেক্টর সাহেবের নিকটে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২০ ধা। ৩ প্র।

৩৬৫। মালগুজারীইত্যাদির বিষয়ে সরাসরী বিচারের নিমিত্তে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার বিষয়ে আদালতের কার্য্যের নিয়ম করিবার নিমিত্তে বিশেষরূপে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা ঐং মোকদ্দমার বিষয়ে যেং ক্ষমতা ও হুকুমের ব্যাপার করেন ও করিতে পারেন্ কালেক্টর

সাহেবেরা ঐং মোকদ্দমার বিষয়ে ঐং ক্ষমতা ও হুকুম রাখিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও এই আইনানুসারে অন্য যেং মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত হয় তাহাতে আসামীকে কি অন্য যাহার প্রতি দাওয়া দরপেশ হয় তাহাকে হাজির করাইতে হইলে সামান্যত এক এত্তেলানামা তাহাতে ঐ মোকদ্দমার সকল বেওরা এবং কালেক্টর সাহেব ঐ মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্তে যে কাল ও স্থান নিরূপণ করেন সেই কালে ও স্থানে আসামী কি ঐ অন্য ব্যক্তি স্বয়ং কিম্বা তাহার মোখ্তার হাজির হইবার হুকুম লেখা গিয়া আসামী কি ঐ অন্য ব্যক্তির নিকটে পাঠান যাইবেক ও যদি উপরের লিখিত বেওরাক্রমে লেখা এত্তেলানামা দেওয়া যাওনের পর কোন আসামীইত্যাদি হাজির হইতে কসুর করে কিম্বা নাজির কি যে লোককে ঐ এত্তেলানামা পঁহুছাইবার নিমিত্তে পাঠান গিয়াছিল সেই লোক আসিয়া কহে যে অতিযত্নপূর্ব্বক ঐ আসামী কি আসামীদিগকে তালাশ করিয়াও পাওয়া গেল না তবে এক ইশতিহারনামা তাহাতে তাহা জারীকরণের তারিখঅবধি ১৫ পনের দিবসের পরে ঐ মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে উপস্থিত করা যাইবেক এবং ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে কোন জন কি জনেরা পূর্ব্বোক্ত এত্তেলানামা পঁহুছাইয়া দেওনের পর হাজির হইতে কসুর করে কিম্বা ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওনপর্য্যন্ত গরহাজির থাকে ঐ জন কি জনেরা সওয়াল ও জওয়াব করিবার নিমিত্তে হাজির হইলে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিক্রমে তাহার কি তাহারদিগের যাহা হইত ইহাতেও তাহাই হইবেক এই সকল কথা লিখিয়া ঐ আসামীইত্যাদির বসতবাটীতে কিম্বা তাহার নিকটে লট্‌কান যাইবেক ইতি। —১৮২২ সা। ৭ আ। ২১ ধা।

৩৬৬। ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ও ১৯ ধারার লিখিত হুকুমসকল এই ধারার লিখনদ্বারা ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশেতে চলিবেক এবং ঐং ধারার লিখিত সমস্ত হুকুম এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবেরা যে সকল কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হন্ তাহার নির্ব্বাহ করণেতে খাটিবেক এবং হুকুম করা যাইতেছে যে মালগুজারীর বাকীর বাবৎ যে মোকদ্দমার বিচার যে কালেক্টর সাহেবের করিতে হয় তাহাতে ঐ বাকীদার যদি ঐ কালেক্টর সাহেবের অধিকারের সীমার বাহিরে থাকে তবে ঐ বাকীদার সে যে জিলার অধিকারে থাকে সেই জিলার জজ সাহেবের হুকুমনামার দ্বারা ধরাইয়া আনা যাইবেক ইতি। —১৮২২ সা। ৭ আ। ২২ ধা।

৩৬৭। এই প্রকরণের দ্বারা জানান ও হুকুম করা যাইতেছে যে এই আইনের কিম্বা অন্য যে কোন আইনের দ্বারা ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবেরা জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন্ এই কি অন্য আইনের দ্বারা তাঁহারদিগকে অর্পণকরা ক্ষমতার প্রভাবে ঐ কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাসকলেতে সাক্ষিরদিগকে তলব করিবার ও তাহারদিগের জোবানবন্দী লইবার বিষয়ে ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন ও হুকুমের বিপরীতাচরণ করণ ও হুকুম তুচ্ছকরণ অপরাধের বিষয়ে এবং ঐ সকল মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ঐংরূপ অন্য সকল অপরাধের শাস্তির হুকুম দিবার বিষয়ে ঐ কালেক্টরইত্যাদি সাহেবের কাছারী কি দফ্তরখানা ঐ সময়ে আদালতস্বরূপ জানা ও বোধ করা যাইবেক ইতি।— ১৮২২ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ১ প্র।

৩৬৮। ইহাও জানান যাইতেছে যে এই আইনের ১১ ও ১২ ও ১৪ ও ১৫ ও ১৬ ও ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ও ২০ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবদিগকে যে ক্ষমতার্পণ করা গিয়াছে সেই ক্ষমতাক্রমে তাঁহারা কোন মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তির হুকুম দিলে যদি উভয়ের কোন পক্ষ তাহাতে অসম্মত হইয়া জীবেতামতে আদালতে তাহার নালিশ উপস্থিত করে তবে সেই নালিশ দেওয়ানী আদালতে সরাসরীরূপে হওয়া নিষ্পত্তির উপর জাবেতামতে হওয়া আপীলের ন্যায় বোধ করা যাইবেক অতএব এমত মোকদ্দমাতে কালেক্টর সাহেবের কি সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের বাদী কি প্রতিবাদী হওনের প্রয়োজন নাহি ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ২ প্র।

৩৬৯। এই আইনের দ্বারা ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেবদিগকে এ ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে এই আইনের লিখনানুসারে সংখ্যা নিরূপিত কতক টাকা কিম্বা খরচা অথবা ক্ষতিপূরণ দেওয়াইতে হইবার অর্থে কালেক্টর সাহেব যেং নিষ্পত্তি করেন তাহাতে মালগুজারীর বাকী আদায় করণের কারণ যেরূপ করা যায় সেইরূপ যে কালেক্টর সাহেব ঐ নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ সেই সাহেব ঐ টাকা যাহার পাইবার অর্থে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার নিমিত্তে উসুল করিবেন কিন্তু সরাসরী বিচারপূর্ব্বক কোন জনের পাইবার অর্থে যে নিষ্পত্তি করা যায় ঐ নিষ্পত্তির টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে ঐ সাহেব কোন ভূমি কি বাটী কিম্বা অন্য

স্থাবর বস্তু বিক্রয় করিতে পারিবেন না ও ভূমি কি বাটী কিম্বা জলের সোঁতাইত্যাদি ভোগদখলের বিষয়ে যদি কোন নিষ্পত্তি হয় তবে তাহা অবজ্ঞা কিম্বা তাহার বিপরীতাচরণ হইলে যে কালেক্টর সাহেব ঐ নিষ্পত্তি করেন সেই সাহেব আদালতের সাহেবেরা নীলামের খরীদারদিগকে খরীদা বস্তুতে দখল দেওয়াইবার নিমিত্তে আইনানুসারে যেমত ও যে ক্ষমতাচরণ করেন সেই মতে ও সেই ক্ষমতাক্রমে ঐ ভূমিইত্যাদিতে দখল দেওয়াইতে পারেন এবং জিলা কি শহরের আদালতের সাহেব কালেক্টর সাহেবের ঐ ক্ষমতাচরণ করণেতে সহায়তা করিবেন এবং ঐ ক্ষমতাক্রমে কালেক্টর সাহেবেরা যে কোন হুকুম করেন ঐ হুকুম আদালতের সাহেবেরা নিজে করিলে যেমত করিতেন সেইমত করিয়া ঐ হুকুমের কার্য্য করাইবেন এবং কালেক্টর সাহেবেরা আবশ্যক কি উপযুক্ত বুঝিলে যে জনকে ঐ ভূম্যাদিতে দখল দিবার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই জনকে তাহার ভোগদখল করণেতে স্থির রাখিবার নিমিত্তে এক কি তাহাহইতে অধিক পেয়াদা কিম্বা মিরধা অথবা সওয়ারইত্যাদি রাখিতে পারেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ৩ প্র।

৩৭০। কোন কালেক্টর সাহেব কিম্বা কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন সাহেব পূর্ব্বোক্ত মত বন্দোবস্ত করণ কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক স্থধরণের পূর্ব্বে জমীদার কি ইজারদারের আমল দখলে কিম্বা সরকারের খাস তহসীলে থাকা কোন গ্রাম কিম্বা মহালে এই আইনেতে বন্দোবস্ত করণের বিষয়ে যেমত হুকুম লেখা গিয়াছে সেই হুকুমমতে ঐ বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্তে ঐ কালেক্টর কি অন্য সাহেব যে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত করিতে হুকুম কি ক্ষমতা পাইয়া থাকেন সেই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত করিবার নিমিত্তে ঐ গ্রামে কি মহালে কোন তহসীলদার কি কানুনগো কি আমীন কিম্বা মোকররী কিম্বা ঠিকা অন্য কোন কার্য্যকারক জনকে পাঠাইতে পারেন ও উপরের লিখিতমতে দেশীয় যে কোন কার্য্যকারক পাঠান যায় সেই কার্য্যকারক পাটওয়ারী কি গোমাশ্‌তা কিম্বা অন্য যে কোন লোক ঐ গ্রাম কি মহালের হিসাবের কাগজপত্র রাখে তাহারদিগকে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২৫ ধারানুসারে নিযুক্তকরা কার্য্যকারকদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে ঐ ক্ষমতাক্রমে ও সেইমতে তলব করিবার ও তাহারদিগের জোবানবন্দী লইবার ক্ষমতাপন্ন বোধ হইবেক এবং কালেক্টর সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব হুকুম দিলে ঐ তহসীলদার কিম্বা অন্য জন যে গ্রাম কি মহালেতে পাঠান যায় ঐ গ্রাম কি মহাল জরীপ করিতে এবং কোন মোকদ্দম কি প্রধান কিম্বা রাইয়ৎ কিম্বা তথাকার নিবাসী অন্য কোন জনেরদিগকে তলব করিতে এবং ঐ গ্রাম কি মহালের সরহদ্দ নিরূপণ করিতে এবং তাহার মধ্যগত ভূমি ও তাহাতে যে২ স্বত্ব কি উপস্বত্ব থাকে তাহার বিষয়ের সমস্ত বেওরা জানাইবার হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখিবেক ও কোন জন একগুঁয়ামী করিয়া পূর্ব্বোক্তমত নিরূপিত কোন কার্য্যকারককে কোন বেওরা জানাইতে যদি অসম্মত হয় তবে ঐ বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধজনক প্রমাণ পাওয়া গেলে পাটওয়ারীদিগের হাজির হইতে ও সাক্ষ্য দিতে অসম্মত হওনের বিষয়ে যে দণ্ডের হুকুম করা গিয়াছে সেই দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৪ ধা। ১ প্র।

৩৭১। আরো হুকুম করা যাইতেছে যে যে কোন জন বলক্রমে কিম্বা তর্জনগর্জন করিয়া কোন কালেক্টর কি তহসীলের ভারাক্রান্ত অন্য কোন সাহেবের নিকটহইতে আইনমতে হওয়া নিষ্পত্তিপত্রের কিম্বা অনুমতি কি হুকুমের মত কার্য্য করণের ব্যাঘাত কি বিপরীতাচরণ করে সেই জন চলিত আইনানুসারে ঐ মত কর্ম্মের নিমিত্তে যে দণ্ড নিরূপণ করা গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত ২০০৲ দুই শত টাকার অধিক না হয় এমত দণ্ডের কিম্বা দুই মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ রাখনের যোগ্য হইবেক ও কালেক্টর সাহেব কাছারীতে বসিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ দণ্ডের কি শাস্তির হুকুম দিবেন ও তাহা রুবকারীতে লেখাইবেন এবং ঐ সাহেব যে বোর্ডের অধীন হন সেই বোর্ডে তৎক্ষণে ঐ হুকুম দেওনের রিপোর্ট পাঠাইবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৪ ধা। ২ প্র।

৩৭২। আরো হুকুম করা যাইতেছে যে কোন কালেক্টর কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব কাছারীতে বসিয়া যে নিষ্পত্তি কি হুকুম করেন ঐ নিষ্পত্তি কি হুকুমের মত কার্য্য হওনের ভাল মন্দের জওয়াব দিহার দায়ী ঐ হুকুমদাতা কি তাঁহার মত কার্য্যকরণিয়াকে জ্ঞান করিয়া পোলীসের সমস্ত কার্য্যকারকেরা ঐ বিষয়েতে তাহার সহায়তা ও উপকার করিবেক এবং কালেক্টর সাহেব কি তহসীলের ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেব কাছারীতে বসিয়া যে নিষ্পত্তি কি হুকুম করেন তাহার মত কার্য্য করণেতে কোন বিপরীতাচরণ কি ব্যাঘাত কিম্বা তাহার উপক্রম করণপ্রযুক্ত যদি কোন ঝকড়া কিম্বা হঙ্গামা উপস্থিত হয় তবে যে জনেরা ঐ নিষ্পত্তি-

পত্রের কি হুকুমের মত কার্য্য হওনেতে বিপরীতাচরণ কি ব্যাঘাত করে তাহারা ঐ ঝকড়া কি হঙ্গামা করণের নিমিত্তে দণ্ডের যোগ্য হইবেক ও মালগুজারী তহসীলের কার্য্য ভারাক্রান্তদিগের নামে তাহার নালিশ হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৪ ধা। ৩ প্র।

৩৭৩। যে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ভার মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে সে সকল মোকদ্দমার ফরিয়াদী কি আসামী যে কোন মোখ্তার কিম্বা উকীল কি আপনার স্থলাভিষিক্ত যে কোন লোককে আপনার তরফহইতে কার্য্যেতে সওয়াল ও জওয়াব করিবার কারণ নিযুক্ত করা উপযুক্ত বুঝে সেই মোখ্তার কি উকীল কিম্বা স্থলাভিষিক্ত জনকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত করিয়া নিযুক্ত করিতে পারে ও ঐ মোখ্তার কি উকীলের মেহনতানা ধার্য্য তাহাবদিগের উভয়সম্মতিক্রমে হইবেক কিন্তু কালেক্টর সাহেব ঐ মোখ্তারের হাজির থাকা ও কার্য্য করার দৃষ্টে যাহা উপযুক্ত বুঝেন তাহাহইতে অধিক মেহনতানা যে ব্যক্তির পরাজয়ে নিষ্পত্তি করা যায় তাহা দিতে হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৫ ধা।

৩৭৪। ঐ সকল মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী ও আসামীর দাখিলকরা আরজী ও জওয়াবব্যতিরেকে আর কোন সওয়ালজওয়াবের প্রয়োজন হইবেক না কিন্তু যদি কোন সময়ে ফরিয়াদী কি আসামী শুধরা আরজী কিম্বা শুধরা জওয়াব কিম্বা বিবরণজ্ঞাপক আর কিছু লিখিয়া দিতে চাহে তবে তাহা গ্রাহ্য হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৬ ধা।

৩৭৫। ঐ সকল মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা যাহাই হউক তাহার সম্পর্কীয় মোখ্তারনামা ও ওকালৎনামা ও সওয়াল ও জওয়াব এবং নিষ্পত্তিপত্র ॥০ আট আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক এবং ঐ সকল মোকদ্দমাতে যে২ কাগজ দরপেশ করা যায় তাহার কিম্বা ফরিয়াদী কি আসামী যে সাক্ষী তলব করাইতে চাহে তাহার তলবের বাবৎ কিছু ফীস্ লওয়া যাইবেক না এবং ঐ২ কাগজ দাখিল করিবার কিম্বা ঐ২ সাক্ষী তলব করিবার দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবার আবশ্যক নাহি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৭ ধা।

৩৭৬। যদি সরকারী কোন কাছারীতে কি সকল লোকের দৃষ্টিগোচর অন্য কোন স্থানেতে এবং ফরিয়াদী ও আসামীর কি তাহারদিগের নিযুক্তকরা মোখ্তার কি উকীল হাজির হইলে তাহারদিগের সাক্ষাৎকারে করা হয় তবে কালেকটর সাহেবেরা আপন জিলার মধ্যে যে কোন স্থানে যান কি বাস করেন সেই স্থানেই মোকদ্দমা শুনিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৮ ধা।

৩৭৭। ঐ সকল মোকদ্দমাতে কালেক্টর সাহেবদিগহইতে যে নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক ও ঐ আপীলকরণিয়া আপন ইচ্ছামতে কালেক্টর সাহেবের কিম্বা ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে ঐ আপীলের দরখাস্ত দিতে পারিবেক ও ঐ দরখাস্ত ২৲ দুই টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু ঐ আপীলের দরখাস্ত দিতে গৌণ হইবার বিশিষ্ট হেতু বোর্ডের সাহেবদিগের গোচর ও মঞ্জুর হওনব্যতিরেকে ঐ নিষ্পত্তির তারিখহইতে তিন মাসের পরে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না ও ইহাও জানান যাইতেছে যে সামান্যতঃ বোর্ডের সাহেবদিগের আপীলহওয়া ঐ২ মোকদ্দমার বিষয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত করণের আবশ্যক নাহি বরং কালেক্টর সাহেবের করা শেষ কুযকারী দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া যে২ মোকদ্দমাতে তাহারা ঐ কালেক্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তি অন্যায়েতে কি ভ্রান্তিক্রমে কি সন্দেহযুক্ত হওনের কিম্বা ঐ মোকদ্দমাতে ঐ কালেক্টর সাহেব যে২ কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা আইনের অন্যমত কি অসমপূর্ণ হওনের কোন কারণ না পান সেই২ মোকদ্দমার আপীল আর কোন অনুসন্ধান ও বিবেচনা করণব্যতিরেকে ডিসমিস করিতে পারেন ও ইহাও জানান যাইতেছে যে কালেক্টর সাহেব গরহাজির হওন কি অন্য ত্রুটি করণপ্রযুক্ত মোকদ্দমার বিষয়ের যাথার্থ্যের অনুসন্ধান করণব্যতিরেকে তাহা ডিসমিস করিলে বোর্ডের সাহেবেরা তাহার পুনর্ব্বার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার হুকুম ঐ কালেক্টর সাহেবকে দিতে পারেন এবং উপযুক্ত হেতু থাকনব্যতিরেকে কালেক্টর সাহেব কোন মোকদ্দমার তদন্ত কি নিষ্পত্তি করিতে তাচ্ছল্য কি বিলম্ব করিলে বোর্ডের সাহেবেরা আপনারদিগের হুকুমক্রমে ঐ কালেক্টর সাহেবকে দিয়া অবিলম্বে ঐ মোকদ্দমার তদন্ত ও নিষ্পত্তি করাইতে পারিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৯ ধা। ১ প্র।

৩৭৮। ঐ২ আপীলের মোকদ্দমাতে আপীলের দরখাস্তব্যতিরেকে আর কোন সওয়ালজওয়াবের আব-

শক নাহি এবং যে কাগজ প্রথমেতে দাখিল হইয়া থাকে তাহার কিম্বা বোর্ডের সাহেবেরা অন্য যে লিখিত নিদর্শন তলব করা উপযুক্ত বুঝেন তাহার কোন ফীস লওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৯ ধা। ২ প্র।

৩৭৯। ঐ ফরিয়াদী কি আসামী প্রথমে ঐ মোকদ্দমাতে যে মোখ্তার কি উকীলদিগকে তাহার সওয়াল-জওয়াব করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত করিয়াছিল ঐ মোখ্তার কি উকীলেরদিগকে ঐং মোকদ্দমার আপীলের কালে নিযুক্ত করা যদি উপযুক্ত বুঝে তবে তাহারদিগের স্থানে সে নিমিত্তে নূতন কোন মোখ্তারনামা কি ওকালৎনামা তলব করা যাইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৯ ধা। ৩ প্র।

৩৮০। আসামীকে ঐ আপীল হওনের এত্তেলানামা দিতে হইবেক কিন্তু তাহাকে স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা হাজির হইবার হুকুম হইবেক না এবং ঐ আসামী গরহাজির হইলেও হাজির হইলে যেমত করা যাইত সেই-মত ঐ মোকদ্দমার ভাবগতিক দেখিয়া তাহার আপীলের নিষ্পত্তি করা যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৯ ধা। ৪ প্র।

৩৮১। কালেক্টর সাহেবদিগের সরাসরী বিচারপূর্ব্বক করা নিষ্পত্তির বিষয়ে বোর্ডের সাহেবদিগের নি-ষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ও তাহার রুবকারী পারসী ভাষাতে ২৲ দুই টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৯ ধা। ৫ প্র।

৩৮২। যে কোন জন কালেক্টর সাহেবের কিম্বা বোর্ডের সাহেবদিগের সরাসরীমতে করা বিচার ও নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইয়া তাহাঅপেক্ষা পূর্ণরূপে ও দাঁড়ামতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবার ইচ্ছা করে সেই জন জিলার আদালতে কিম্বা তাহার মত কি তাহাহইতে বড় আর যে কোন আদালতে সে মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমার বিষয়ের যথার্থ জানা যাইবার কারণ জাবেতামতে নালিশ করিতে পারে এবং তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী নিষ্পত্তি যদি বোর্ডেতে মতান্তর কি রদ করা না গিয়া থাকে তবে তাহার উপর জাবেতামতে আদালতে নালিশ উপস্থিত হইলেও ঐ কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী নিষ্পত্তির মত কার্য্য হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৯ ধা। ৬ প্র।

৩৮৩। বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮২৫ সালের ১ আইন এবং ১৮৩৩ সা-লের ১ আইনানুসারে রাজস্বের কার্য্যকারকেরা যে ফয়সলা করেন তৎক্রমে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশে ভোগদখলের স্বত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্বিঘ্নরূপে স্থাপনার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে রাজস্বের কার্য্যকারকেরা উক্ত কোন আইনানুসারে যে ফয়সলা করিয়াছিলেন তাহার ওজর করি-বার নিমিত্তে কোন আদালতে কোন মোকদ্দমা চূড়ান্ত ফয়সলার তারিখের পর বারো বৎসর অতীত হইলে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।—১৮৪৮ সা। ১৩ আ। ১ ধা।

৩৮৪। এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে কোন ফয়সলা করা গিয়াছিল তাহার ওজর করিবার নিমিত্তে উক্ত প্রকার কোন মোকদ্দমা এই আইন জারী হওনের পর তিন বৎসর অতীত হইলে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি। —১৮৪৮ সা। ১৩ আ। ২ ধা।

৩৮৫। এই আইন জারী হওনের পরে উক্ত প্রকার কোন ফয়সলার ওজর করিবার নিমিত্তে উক্ত প্রকার কোন মোকদ্দমা চূড়ান্ত ফয়সলার তারিখঅবধি তিন বৎসর অতীত হইলে পর গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।—১৮৪৮ সা। ১৩ আ। ৩ ধা।

৩৮৬। এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবেরা যে সকল নালিশ ও দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন যে লোকেরা ঐ নালিশ ও দাওয়ার বিষয় রাখিয়াও কালেক্টর সাহেবের কাছারীর সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তি চাহে না তাহারা ন্যায় ও বিচারের বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত হুকুমানুসারে ঐং নালিশ কি দাওয়া তথাকার মুনসেফের আদালতে কিম্বা জিলা কি শহরের আদালতে অথবা তথাকার প্রবিন্সাল কোর্টে ইহার যে আদালতের বিচারযোগ্য হয় সেই আদালতে প্রথমেই জাবেতামতে দরপেশ করিতে পারিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩০ ধা।

৩৮৭। কোন কালেক্টর সাহেবের সরাসরী বিচারপূর্ব্বক করা নিষ্পত্তি মতান্তর কি রদ করিবার নিমিত্তে

আদালতে যখন জাবেতামতে নালিশ দরপেশ হয় তখন ঐ আদালতহইতে ঐ সরাসরী বিচারসম্পর্কীয় সমস্ত কাগজ তলবের হুকুম হইবেক ও ঐ কাগজ ঐ মোকদ্দমার মিসিলের শামিলে রাখা যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩১ ধা। ১ প্র।

৩৮৮। ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐমত কোন মোকদ্দমা কোন রেজিষ্টর কি সদর আমীন কি মুনসেফের বিচারযোগ্য ও তাহারদের নিকটে সমর্পণেরো যোগ্য হইবেক না এবং এই আইনের হুকুমানুসারে কালেক্টর কিম্বা তহসীলের ভারাক্রান্ত অন্য সাহেবের করা নিষ্পত্তি এবং রুবকারী তাহা বোর্ডে কিম্বা জিলার কি তাহার তুল্য কিম্বা তাহাঅপেক্ষা বড় অন্য কোন আদালতে জাবেতামতে নালিশ হইয়া রদ কি মতান্তর না হইলে তাহা কোন রেজিষ্টর সাহেব কি সদর আমীন কি মুনসেফ আপনারদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচার করণে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবেন ইতি।— ১৮২২ সা। ৭ আ। ৩১ ধা। ২ প্র।

৩৮৯। কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে যেং মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে কি উপস্থিত থাকে বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমানুসারে নিরূপিত সময়ে ঐ সাহেবদিগের ঐং বোর্ডে তাহার বেওরা লিখিয়া পাঠাইতে হইবেক এবং বোর্ডের সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়েং যেমত হুকুম করেন সেইমত ঐং বেওরার সংক্ষেপ কথা লিখিয়া এবং যেং মোকদ্দমাতে তাঁহারদিগের নিকটে আপীল হইয়া তাহার নিষ্পত্তি পাইয়া থাকে তাহারো বেওরা ঐ শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩২ ধা।

৩৯০। এই আইনানুসারে যে সকল মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবদিগের এবং কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেব লোকের বিচারযোগ্য হয় এবং ভূমির কিম্বা তাহার পাট্টাদির কিম্বা তাহাতে যেং স্বত্ব থাকে তাহার বিষয়ে যে কোন মোকদ্দমা কি বিবাদ উপস্থিত করা যায় তাহার উভয় পক্ষ যদি সালিসের দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হওনেতে সম্মত হয় তবে ঐ সাহেবেরা ঐং মোকদ্দমা নিষ্পত্ত্যর্থে সালিসেতে সমর্পণ করিতে পারিবেন এবং সালিসের দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হইলে তাহার মতাচরণ করাইতে পারিবেন ও এই প্রকরণানুসারে সালিসের বিচারেতে মোকদ্দমা সমর্পণের বিষয়ে এবং ঐং মোকদ্দমাতে তাঁহারা যেং কর্ম্ম করিবেক তাহার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনেতে ও তদনুরূপ অন্যং আইনে এবং ১৮১৩ সালের ৬ আইনেতে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে তাহার যেপর্য্যন্ত ঐ বিষয়েতে সম্পর্ক রাখে সেইপর্য্যন্ত কালেক্টর সাহেব আপন কার্য্যোপদেশ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন এবং সাক্ষিরদিগকে তলব করিবার ও তাহারদিগের জোবানবন্দী লইবার এবং তাহারদিগকে দিব্য করাইবার বিষয়ে সালিসদিগকে ঐং আইনের লিখিত ক্ষমতার্পণ করিতে পারেন এবং আদালতের সাহেবদিগকে অর্পণহওয়া ক্ষমতাক্রমে ঐ ক্ষমতাপন্ন সালিসেরদের করা হুকুমের মতাচরণ করাইতে পারিবেন ও সালিসদিগকে সমর্পণ করা মোকদ্দমাতে যে সকল নিষ্পত্তি হয় তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকটে মঞ্জুর হইলে আদালতের হুকুমের মত প্রবল হইবেক এবং ঘুষইত্যাদি লওন কিম্বা ভ্রষ্ট পক্ষপাত করণ কি সালিসীতে সমর্পণহওয়া মোকদ্দমার উভয় পক্ষে সালিসদিগকে যে ক্ষমতা ও ভার অর্পণ করিয়া থাকে তাহার অতিক্রমকরণ অপরাধরূপ হেতুব্যতিরেকে সালিসেরদের করা নিষ্পত্তি রদ কি মতান্তর হওনের যোগ্য হইবেক না এবং ঐ অপরাধের হেতু জিলা কি শহরের আদালতে কি তাহাহইতে বড় অন্য যে আদালতে তাহার মোকদ্দমা বিচারযোগ্য হয় সেই আদালতে জাবেতামতে নালিশ করিয়া প্রমাণ করিতে হইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩৩ ধা। ১ প্র।

৩৯১। সালিসেরদের নিকটে বিচারার্থে কোন মোকদ্দমা সমর্পণ করণের কালে কালেক্টর সাহেব আপন রুবকারীতে ও উভয় বিবাদির দস্তখৎ করণীয় সালিসনামাতে ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যেং বিষয় নিষ্পত্ত্যর্থে তাহারদিগকে সমর্পণ করা যায় তাহার বেওরা বিশেষিয়া লেখাইবেন এবং সালিসেরদের প্রথম করা নিষ্পত্তি যদি তাহারদিগের নিকটে সমর্পণ করা সকল বিষয়ব্যাপক না হয় কিম্বা আর কোন প্রকারে অসম্পূর্ণ হয় তবে কালেক্টর সাহেব তাহারদের প্রতি ঐ নিষ্পত্তি সম্পূর্ণরূপে করিবার হুকুম দিয়া ঐ মোকদ্দমা তাহারদের নিকটে পুনর্ব্বার সমর্পণ করিতে পারেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩৩ ধা। ২ প্র।

৩৯২। উপরের লিখিত হুকুমানুসারে যে কোন মোকদ্দমা সালিসদিগকে সমর্পণ করা যায় চলিত আইনের

মধ্যে বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলেও পরগনার কানুনগোদিগকে ও তহসীলদারদিগকে সালিসীতে নিযুক্ত করা যাইতে পারিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩৩ ধা। ৩ প্র।

৩৯৩। যদি কালেক্টর সাহেব কিম্বা ভূমি ও বাটীইত্যাদি বেদখল কি দখলের প্রতিবন্ধকতা করণের দাওয়ার বিষয়ে এই আইনানুসারে কালেকটর সাহেবদিগের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারকের দেওয়া সমাচারেতে কি অন্য কোনপ্রকারে ইহা জানিতে পারেন যে তাঁহার অধিকারের সীমার মধ্যে কোন ভূমি কি বাটীইত্যাদি কি ফসল কিম্বা ফলের বাগান কি পশুচারণের ভূমি কিম্বা মৎস্য ধরণের জলাশয় কিম্বা কূপ কি জলের সোঁতাইত্যাদি কি পুষ্করিণী কি খোদা খাতইত্যাদির বিষয়ে এমত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে যে তাহাতে হঙ্গামা হওনের সম্ভাবনা আছে তবে ঐ কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ বিবাদের উভয় পক্ষেরে নিরূপিত সময়ে ও স্থানে স্বয়ং কি মোখ্তারের দ্বারা হাজির হইতে হুকুম দিতে পারিবেন এবং ঐ উভয় বিবাদির কিম্বা তাহারদের মোখ্তারদিগের কিম্বা তাঁহারদিগের মধ্যে যেং জন হাজির হয় তাহারদের সাক্ষাৎকারে ঐ বিবাদের বিষয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত করণানন্তর কিম্বা উপরের লিখিতমত সালিসেরদের স্থানে তাহা সমর্পণ করণানন্তর ঐ উভয় বিবাদির মধ্যে কোন জন তাঁহার নিকটে ঐ বিষয়ে নালিশ দরপেশ করিলে যেমত করিতেন সেইমত ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ও ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ ভূমিইত্যাদির পূর্ব্বের উচিত ভোগদখলের নির্ণয় হইতে না পারিলে কালেক্টর সাহেব বোর্ডের হুকুমের অধীনতায় তাহার স্বত্বাধিকারের নির্ণয় করিতে ও তাহা উভয় পক্ষের এক পক্ষের দখলে রাখিতে পারেন ও অন্য পক্ষ ঐ নিষ্পত্তির বিরোধে আদালতে জাবেতামতে নালিশ করিতে পারে কিন্তু কোন কালেক্টর সাহেব ঐ ভূম্যাদির ভোগদখলের অনুসন্ধান সাবধানপূর্ব্বক করণব্যতিরেকে ঐপ্রকার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন না ও বোর্ডের সাহেবেরা এ বিষয়ে বিলক্ষণ মনোযোগ রাখিবেন যে ঐ অনুসন্ধান করা যায় ও ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐং প্রকার হইলে কালেক্টর সাহেব পূর্ব্বোক্ত বিবাদের ভূমি ও বাটীইত্যাদি ক্রোক করিতে ও তাহার কার্য্যের কর্তৃত্ব করিবার নিমিত্তে উপযুক্ত কোন জনকে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐ ভূম্যাদির বাবৎ খাজানা কি উৎপন্ন কিম্বা তাহাতে সরকারের যে রাজস্ব পাওয়া যায় তাহা ও তাহার কার্য্যের কর্তৃত্বের খরচ আদায় হওন বাদে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা ঐ বিবাদের বিষয় উভয় পক্ষের এক পক্ষের দখলে রাখণপর্য্যন্ত আমানৎ রাখিতে পারিবেন না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩৪ ধা। ১ প্র।

৩৯৪। যদি কোন মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ভূমির কি বাটীইত্যাদির কি ফসলের কি জলের সোঁতাইত্যাদির বিষয়ে এমত কোন বিবাদ যাহাতে হঙ্গামা হইতে পারে কিম্বা অন্য হেতুকে এমত বোধ হয় যে ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি শীঘ্র করা আবশ্যক তাহার বাবৎ কোন মোকদ্দমা কি নালিশ কি আরজী উপস্থিত হয় তবে কালেক্টর সাহেব ঐং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা রাখিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ কালেক্টর সাহেবকে তাহা জানাইবেন এবং কালেক্টর সাহেব তৎক্ষণে উপরের লিখিত হুকুমমতে ঐং মোকদ্দমার বিষয়ের অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ও ইহাও জানান যাইতেছে যে বলক্রমে বেদখল কি দখলের ব্যাঘাত করণের বিষয়সকলে কালেক্টর সাহেব ঐং মোকদ্দমাতে প্রথমত আপনি যাহা করিয়া থাকেন তাহার এবং তাহার শেষ নিষ্পত্তির রুবকারীর নকল মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে অবশ্য পাঠাইবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩৪ ধা। ২ প্র।

৩৯৫। ঐং মত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে যেমত দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিমিত্তে হুকুম আছে সেইমত কালেক্টর সাহেব তাহার উভয় পক্ষেরে ঐং মোকদ্দমা নিষ্পত্ত্যর্থে সালিসেরদিগের নিকটে সমর্পণ করিতে উপযুক্ত যত্নপূর্ব্বক প্রবৃত্তি লওয়াইবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩৪ ধা। ৩ প্র।

৩৯৬। বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনর এইং শব্দ এই আইনেতে কিম্বা আর কোন আইনেতে যেং স্থানে লেখা যায় সেইং স্থানে ঐং শব্দে কোন বোর্ডের কিম্বা কমিটির কি কমিস্যনের সাহেবেরা এবং ঐ বোর্ডের কি কমিটির কি কমিস্যনের সাহেবদিগের মধ্যে যে কোন সাহেব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে বোর্ড রেবিনিউর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন সেই সাহেব বিশেষরূপে অন্যপ্রকার কহন এবং হুকুম করণব্যতিরেকে বোধ করা যাইবেক ও ঐমত এই আইনে কিম্বা আর যে কোন আইনেতে কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপণের কিম্বা তাঁহারদিগকে ক্ষমতার্পণের অর্থে যে সকল হুকুম লেখা যায় সেই

সকল হুকুম শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে অন্য যে সাহেবেরা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন্ তাঁহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩৫ ধা।

৩৯৭। শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এ ক্ষমতা রাখেন যে সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার ও বারাণস দেশের কোন কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন সাহেবকে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২০ ধারার বিশেষ করিয়া লেখা ক্ষমতা ঐ ধারার ২ প্রকরণের বিশেষ করিয়া লিখিত প্রকারে সময়ে২ যে২ সরহদ্দের মধ্যে উপযুক্ত বোধ হয় সেই২ সরহদ্দের মধ্যে অর্পণ করেন এবং ঐ আইনের ২১ ধারার এবং তাহার পরে যে চৌদ্দ ধারা আছে তাহারো লিখিত হুকুম ঐ কালেক্টর সাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মকারি সাহেবের তাবে ঐমত রাখা পরগনা এবং তত্তৎস্থানীয় অন্য২ ভূমিখণ্ডের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৯ আ। ৩ ধা।

৩৯৮। গাজীপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা যদ্যপি বন্দোবস্ত সংশোধনের কার্য্যে নিযুক্ত না থাকেন তথাপি বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস প্রদেশের কোন বিশেষ ভূমিতে বিবাদিরদের মোকদ্দমা সরাসরীরূপে নিষ্পত্তি করণেতে ১৮২২ সালের ৭ আইনের ১১। ১২। ১৪ এবং ১৬ অবধি ৩৫ পর্য্যন্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসকল করিতে ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৩ ধারানুসারে গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে হুকুম দিতে পারেন। এবং সেই২ ভূমিতে ঐ বিধির অনুসারে যে সকল নিষ্পত্তি হয় তাহাতে ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের হুকুম খাটিবেক অতএব সেই২ ভূমিতে সীমাসরহদ্দের বিবাদঘটিত যে দাওয়া হয় তাহা কালেক্টর সাহেব নিষ্পত্তি করিতে পারেন। —১৮৪৩ সালের ১০ ফেব্রুআরির ১৩৬৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৯৯। ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩৩ ধারার অতিরিক্ত এক্ষণে হুকুম হইতেছে যে ১৮২২ সালের ৭ আইনের হুকুমক্রমে যে কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হন তাঁহারদের সম্মুখে কোন বিষয় উপস্থিত হইয়া থাকিলে যদি ঐ সাহেবদিগের এমত বোধ হয় যে ইহার নিষ্পত্তি সালিসদিগের দ্বারা যথার্থ হইবেক তবে ঐ কালেক্টরপ্রভৃতি সাহেব কর্তৃত্বকারি রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমক্রমে যত দিবসের মধ্যে সালিসদিগের করা নিষ্পত্তি উভয় বিবাদির দাখিল করিতে হইবেক এমত এক মিয়াদ নিরূপণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলেন ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ৫ ধা।

৪০০। তাহা হইলে যদি উভয় বিবাদী ঐ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সালিসের করা নিষ্পত্তি দাখিল করিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করে তবে কালেক্টর বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করণের অর্থে তিন বা পাঁচ অপক্ষপাতি এবং উপযুক্ত ও মাতবর ব্যক্তিকে পঞ্চাইতরূপে আহ্বান করিয়া তাঁহারদের হাতে ঐ বিষয় সোপর্দ্দ করিবেন ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ৬ ধা।

৪০১। উভয় বিবাদির কথা ও সাক্ষ্য শুনিয়া অথবা উভয় বিবাদির মধ্যে কোন এক জন সাক্ষ্যইত্যাদি না দিয়া গরহাজির থাকিলে কেবল হাজিরথাকা ব্যক্তির কথা ও সাক্ষ্য শুনিয়া পঞ্চাইত আপনারদিগের মত জানাইবেন এবং অধিকাংশ ব্যক্তির করা মতানুসারে ডিক্রী লেখা যাইবেক কর্তৃত্বকারি রেবিনিউর সাহেবেরা সময়ক্রমে এই কার্য্যে নিযুক্তহওয়া কর্ম্মকারক অথবা পঞ্চাইত যেরূপে কার্য্য নিষ্পত্তি করিবেন তাহার হুকুম তাঁহারদের উপদেশের নিমিত্তে যেমত উচিত বোধ করেন সেইমত নির্দ্দিষ্ট করিবেন ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ৭ ধা।

৪০২। এই প্রকারে নিষ্পত্তিহওয়া বিষয়ের উপর কোন আপীল হইলে তাহা শুনা যাইবেক না এবং ঐ নিষ্পত্তি তৎক্ষণাৎ জারী হইয়া বহাল থাকিবেক কিন্তু কমিস্যনর সাহেব বিশেষ কারণপ্রযুক্ত ঐ বিষয় অন্য পঞ্চাইতের হাতে বিবেচনার্থে সোপর্দ্দ করা উচিত বোধ করিলে ঐ নিষ্পত্তি জারী হইবেক না যদি সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ঐ বিষয়ের হুকুম দেন ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ৮ ধা।

৪০৩। উপরে উক্ত হুকুমানুসারে যাহার নিষ্পত্তি হয় তাহা অন্যথা করণার্থে যদি কোন আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তবে খরচাসমেত ঐ মোকদ্দমা ননসুট হইবেক ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ৯ ধা।

৪০৪। ১৮৩৫ সালের ৪ ডিসেম্বরের ৩৩ নম্বরী উত্তরপশ্চিম দেশের সদর আদালতের পত্রের প্রথম বিষয়ে এই জিজ্ঞাসা ছিল। দুই গ্রামের সীমাসরহদ্দের বিরোধের বিষয়ের মোকদ্দমা হইয়াছিল এবং সরেজমীনে তদারক করণের নিমিত্তে

এক আমীন পাঠান গেল। তাহার ফয়সলা না হইতেই কালেক্টর সাহেব আসিয়া ঐ সীমাসরহদ্দের বিশেষ নিষ্পত্তি করেন অতএব এই বিষয়ে দেওয়ানী আদালত আর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কি না এবং কালেক্টর সাহেবের ফয়সলা হওয়াতে দেওয়ানী আদালতের ঐ মোকদ্দমার যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিচার করিতে নিবারণ হইল কি না। তাহাতে কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর আদালত একবাক্য হইয়া বিধান* করিলেন যে ঐ প্রকার গতিকে মোকদ্দমার বিচার করিতে কিছু প্রতিবন্ধক নাহি।—১৮৩৮ সালের ৫ ফেব্রুআরির ১১২৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

৪০৫। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা ১৮৩৫ সালের ১১ ডিসেম্বরের ৪১ নম্বরী আগরার আদালতের পত্রে লিখিত ছিল তাহার হেতু এই যে গোরক্ষপুরের জজ সাহেবের এবং ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের বিধির অনুসারে নিযুক্ত বন্দোবস্তকারি কর্ম্মকারকের পরস্পর এলাকার বিষয়ে ঐ জিলার কোন২ ভাগে বিরোধ জন্মিল তাহাতে আলাহাবাদ ও কলিকাতার সদর আদালত এই বিধান† করিলেন যে বন্দোবস্তকারি কর্ম্মকারকের নিযুক্ত হওনের পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালত যে সকল ফয়সলা করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ আদালতের বিনাহুকুমে এবং উভয় বিবাদির বিনানুমতিতে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।—১৮৩৮ সালের ৫ ফেব্রুআরির ১১২৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

৪০৬। তৃতীয় জিজ্ঞাসা ১৮৩৬ সালের ১৬ ডিসেম্বরের ১০৭৫ নম্বরী আলাহাবাদের সদর আদালতের পত্রে কলিকাতার সদর আদালতের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্তে তথায় পাঠান গিয়াছিল। তাহা এই গাজীপুরের জজ সাহেব ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে লাগাও যে দুই মহালের বন্দোবস্ত হইতেছে তাহার সীমাসরহদ্দের বিরোধের বিষয়ে মুনসেফের আদালতে নালিশ হইয়াছিল। তথায় তাহার নিষ্পত্তি না হইতে২ বন্দোবস্তী কর্ম্মকারক আসিয়া ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ৯।৭ ধারায় তাঁহার প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছিল তৎক্রমে গুলিবাঁটের দ্বারা ঐ বিবাদ ভঞ্জনার্থে এক পঞ্চাইত নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে মুনসেফ বিবাদিরদের এক পক্ষে তাহা ডিক্রী করেন এবং ঐ পঞ্চাইত সেই ডিক্রীর অনুসারে সেই বিষয়ের ফয়সলা করেন এবং ঐ ফয়সলার অনুসারে কালেক্টর সাহেব ঐ সীমাসরহদ্দে চিহ্ন দিয়া বন্দোবস্তের শেষ করেন। এইমত অবস্থায় মুনসেফের ঐ ডিক্রীর উপর জজ সাহেব আপীল লইতে পারেন কি ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ৯ ধারানুসারে সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা নিষেধ আছে। যদ্যপি তিনি ঐ মুনসেফের ডিক্রীর উপর আপীল লন্ তবে সুতরাং ঐ পঞ্চাইতের ফয়সলার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহাতে আলাহাবাদের সদর আদালত এই উত্তর করিলেন যে ঐ আপীল লইবার কিছু প্রতিবন্ধক নাহি। পশ্চিম দেশের সদর আদালতের এই মতে কলিকাতার সদর আদালত প্রথমত ঐক্য হইলেন না‡ তাঁহারা কহিলেন যে ঐ পঞ্চাইতের ফয়সলা এবং তদনুসারে কালেক্টর সাহেব যে নিষ্পত্তি করিলেন তাহা মুনসেফের ডিক্রীর তারিখের পর হয় অতএব ঐ আপীলে জজ সাহেব যে কোন হুকুম দেন তাহার দ্বারা ঐ পঞ্চাইতের ফয়সলার অন্যথা হইতে পারে না এবং ঐ আপীল বাস্তব কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তির অন্যথা করণার্থে মোকদ্দমা জ্ঞান করিতে হয় এইপ্রযুক্ত ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ৯ ধারানুসারে তাহা খরচাসমেত ননসুট করিতে হইবেক। তাহাতে আলাহাবাদের সদর আদালত গত বৎসরের ১৫ সেপ্টেম্বরের ১১০৫ নম্বরী পত্রে ঐ বিষয় পুনর্ব্বিবেচনা করিতে কলিকাতার সদর আদালতকে অনুরোধ করিলেন। এই বিশেষ মোকদ্দমার এবং তদ্তুল্য অন্যান্য মোকদ্দমার বিষয়ে যে লিখনপঠন হইয়াছিল তাহা আলাহাবাদের সদর আদালত পাঠাইলেন এবং ঐ বিষয়ের বাহুল্যরূপে বিবেচনা করিয়া আপনারদের পত্রের তৃতীয় দফায় এই২ কথা লিখিলেন। এক্ষণে উভয় আদালতের মধ্যে যে লিখনপঠন হইতেছে তাহার সম্পর্কে নীচের লিখিত সাধারণ জিজ্ঞাসার উত্থাপন হইতেছে এবং দেওয়ানী ও রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের উপদেশের নিমিত্তে এবং যে বিষয়ে এক্ষণে বিবাদ হইতেছে এইপ্রকার বিষয়ে ঐ২ কার্য্যকারকের ক্ষমতা নিণয় করণার্থে তাহার নিষ্পত্তি করা উচিত।—১৮৩৮ সালের ৫ ফেব্রুআরির ১১২৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৬।৭।৮ দফা।

৪০৭। ১। ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের অথবা অন্য কোন আইনের বিধির অনুসারে যে রাজস্বের কর্ম্মকারক বন্দোবস্তী কর্ম্মে নিযুক্ত হন তিনি বন্দোবস্ত করণের সময়ে প্রথমত উপস্থিত যে কোন মোকদ্দমা কি আপীল দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কি না। ২। যে কোন প্রথমত উপস্থিতহওয়া বা আপীলহওয়া মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হইয়াছে সেই মোকদ্দমায় উক্ত আইনানুসারে নিযুক্ত রাজস্বের কর্ম্মকারক হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কি না। ৩। ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের বিধির অনুসারে সাধারণ ব্যক্তিরদের বিরোধি দাওয়া রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের নিকটে উপস্থিত হইলে সেইপ্রকার মোকদ্দমা লইবার বিষয়ে আইনমতে কোন মিয়াদ আছে কি না এবং বন্দোবস্ত করণ সময়ে যে সকল মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকে অথবা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের দ্বারা আইনমতে নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে এমত মোকদ্দমার হেতুর তারিখের বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া ঐ২ প্রকারে রাজস্বের কর্ম্মকার-

* কলিকাতার সদর আদালতের ১৮৩৬ সালের ২ জানুআরির ৫১ নম্বরী পত্র।
† কলিকাতার সদর আদালতের ১৮৩৬ সালের ৮ জানুআরির ৯৫ নম্বরী পত্র।
‡ কলিকাতার সদর আদালতের ১৮৩৭ সালের ২৭ জানুআরির ২৬১ নম্বরী পত্র।

কেরা তাহা শুনিতে পারেন কি না। তাহাতে আলাহাবাদের সদর আদালতের সাহেবেরা আপনারদের এই অভিপ্রায় জানাইলেন যে বিবাদিরা ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ৫। ৬। ৭। ৮ ধারানুসারে আপনারদের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পাইবার নিমিত্তে যদি সেই মোকদ্দমা বন্দোবস্তের কর্ম্মকারকের আদালতে অর্পণ করিতে স্বয়ং দরখাস্ত না করে তবে প্রথম জিজ্ঞাসাতে যে ক্ষমতার বিষয় লেখা আছে সেই ক্ষমতানুসারে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা কার্য্য করিতে পারেন না। পশ্চিম দেশের সদর আদালতের সাহেবেরা দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার বিষয়ে আপনারদের এই মত জানাইলেন যে যদি আদালতের বিশেষ হুকুম অথবা যদি উভয় বিবাদির সম্মতি না হইয়া থাকে তবে রাজস্বের কর্ম্মকারক সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। তৃতীয় জিজ্ঞাসার বিষয়ে পশ্চিম দেশের সদর আদালতের সাহেবেরা এই বিধান করিলেন যে যে মোকদ্দমার হেতু নালিশ করণের পূর্ব্বে এক বৎসরের অধিক হইয়া থাকে সেই মোকদ্দমার বিচার রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা করিতে পারেন না এবং দখীলকার ব্যক্তিরদের কিপর্য্যন্ত স্বত্ব আছে এই বিষয়ের যে২ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না করিলে সরকারী জমা উপযুক্তমতে বিলিকরা অসাধ্য কেবল সেইপ্রকার মোকদ্দমাতে তাঁহার এলাকা আছে এবং তাহাছাড়া অন্য২ প্রকার প্রাচীন দাওয়া দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক এই বিধান সদর বোর্ড বেবিনিউর সাহেবেরদের ভাবে রাজস্বের কর্ম্মকারকদিগকে দেওয়া উপদেশের সঙ্গে মিলে।—১৮৩৮ সালের ৫ ফেব্রুআরির ১১২৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৯। ১০ দফা।

৪০৮। যখন রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে বন্দোবস্ত করণ কার্য্যে নিযুক্ত হন অথবা সেই আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কার্য্য করেন তখন যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতের দ্বারা বিচারপূর্ব্বক নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে অথবা আদালতের যে নিষ্পত্তিক্রমে সম্পত্তির দখল দেওয়া গিয়াছে সেই নিষ্পত্তি জারীসম্পর্কীয় কার্য্যে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কিন্তু এই নিষেধ ১১২৮ নম্বরী আইনের অর্থে যে বর্জ্জিত কথা আছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া বোধ করিতে হইবেক অর্থাৎ "আদালতের হুকুম হইলে অথবা উভয় বিবাদির সম্মতি হইলে" তাঁহারা উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ৭ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৭৪ পৃষ্ঠা।

৪০৯। জোয়ানপুরের এক্‌টিং জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে কালেক্টর সাহেব অথবা বন্দোবস্তকারি অন্য কর্ম্মকারকের কার্য্য ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের নিরূপিত বিধির অনুসারে হইলে সেই আইনের হুকুমক্রমে দেওয়ানী আদালত তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না এবং রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা ঐ আইনানুসারে যে ডিক্রী এবং নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন তাহা অন্যথা করিবার জন্যে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমা মঞ্জুরের যোগ্য বোধ হইলে তাহা কালেক্টর সাহেবের বেদাঁড়া হইয়াছে বলিয়া বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক না কিন্তু ফরিয়াদীর দাওয়ার দোষগুণ বুঝিয়া বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক।—১৮৪৩ সালের ১৭ মার্চের ১৩৭১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪১০। ১৮৩৩ সালের ৯ আইনক্রমে নিযুক্ত পঞ্চাইত যে নিষ্পত্তি করেন তাহা রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের দ্বারা জারী হইবেক। আদালতসংক্রান্ত কার্য্যকারকেরদের সেই নিষ্পত্তি জারী করণের ক্ষমতা নাই।—১৮৩৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরের ৮৯৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪১১। ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে পঞ্চাইতের করা যে ফয়সলা রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা অন্যথা করিয়াছেন সেই ফয়সলা প্রবল করিবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে না।—১৮৪৮ সালের ২৬ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৭ ধারা।

কটকের পেশকসী মহাল।

৪১২। সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে দেওয়ানী আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে যে সাধারণ আইন হইয়াছে ১৮০৫ সালের ১৪ আইনের ১১ ধারার দ্বারা কটক জিলার যে কএক পেশকসী মহাল সেই আইনের বহির্ভূত হইয়াছে সেই২ মহালে উত্তরাধিকারিত্ব বা পরম্পরাক্রমে ভূমির ভোগ করণের অধিকারের বিষয়ে যে দাওয়া হয় তাহা গ্রাহ্য ও বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে বিধি করা উচিত বোধ হইল। এবং যেহেতুক যে সনদক্রমে ঐ সকল মহাল ধার্য্য হইতেছে তাহা এবং ঐ মহালনিবাসি ব্যক্তিরদের রীতিচরিত্র এবং তৎস্থানীয় অন্যান্য বিষয় দৃষ্টে এমত উচিত বোধ হয় যে ঐ সকল মহালের ঝাঁটওয়ারা না হইয়া সেই২ স্থানের ও সেই২ বংশের রেওয়াজ ও দস্তুরমতে অন্যাপেক্ষা যে ব্যক্তির মাতবর দাওয়া থাকে সেই ব্যক্তিকে ঐ মহাল বিভাগ না করিয়া তাহা সমুদয় দেওয়া যায় অতএব এই আইন জারী হওনের তারিখঅবধি নীচের লিখিত হুকুমসকল কটক জিলাতে চলন হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ১ ধা।

৪১৩। নীচের লিখিত পেশকসী প্রত্যেক মহাল উত্তরাধিকারিত্ব বা পরম্পরাক্রমে পাইবার অধিকারের বিষয়ে যে সকল দাওয়া হয় তাহা প্রথমে জিলা কটকে পেশকসী মহালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা শুননি ও বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক অর্থাৎ।

কিল্লা নীলগিরি।	কিল্লা আটগড়।	কিল্লা হিন্দোল।
কিল্লা বাঁকী।	কিল্লা কিউঞ্ঝর।	কিল্লা টিগরিয়া।
কিল্লা ক্রোবমু অর্থাৎ দশপল্লা।	কিল্লা কিন্দিয়াপারা।	কিল্লা বরম্বা।
কিল্লা নরসিংপুর।	কিল্লা নয়াগড়।	কিল্লা ধেকানাল।
কিল্লা আঙ্গুল।	কিল্লা রামপুর।	কিল্লা মহররভঞ্জ।
কিল্লা তালচীর।		

—১৮১৬ সা। ১১ আ। ২ ধা।

৪১৪। উক্ত নানা পেশকসী মহালে যে আইন ও দস্তুর চলন আছে তদনুসারে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব উক্ত প্রকার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত মহালসকল কোন যোগে হিন্দুরেদের শাস্ত্রানুসারে বাঁটওয়ারা হইবার যোগ্য হইবেক না কিন্তু স্থান বিশেষ ও বংশ বিশেষের রেওয়াজ ও দস্তুরমতে অন্যাপেক্ষা যে ব্যক্তির দাওয়া মাতবর হয় সেই ব্যক্তিকে অবিভক্তরূপে সেই মহাল দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ৩ ধা।

৪১৫। ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবর অর্থাৎ যে তারিখে কটকের কিল্লা ও শহর ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার হইয়াছিল সেই তারিখের পূর্ব্বে যে কোন নালিশের হেতু হইয়াছিল সেইপ্রকার নালিশ বিচার করিতে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি নিষেধ হইল ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ৪ ধা।

৪১৬। জিলার আদালতের কাছারীতে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কাছারী করিবেন এবং জিলার আদালতের মোকররী উকীলেরা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কাছারীতে রুজু থাকিবেন এবং পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনেরদের মোকদ্দমার বিষয়ে যে হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জিলার আদালতে মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব করণের নিমিত্তে যে রসুম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই রসুম ঐ উকীলেরা পাইবেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ৫ ধা।

৪১৭। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সমক্ষে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার যথার্থরূপে নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে আবশ্যক হইলে জিলার আদালতের পণ্ডিত হিন্দুরেদের ব্যবস্থা দিবেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ৬ ধা।

৪১৮। এই আইনানুসারে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় যে সকল হুকুম হয় তাহাতে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপনার পদসম্পর্কীয় মোহর ও দস্তখৎ করিবেন। এবং জিলার আদালতের জজ সাহেবের হুকুম যেরূপে জারী হয় সেইরূপে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুকুম তাঁহার সিরিশ্তার আমলার দ্বারা জারী হইবেক এবং কেহ সেই হুকুম না মানিলে অথবা তাহার বাধকতা করিলে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাহার জরীমানা করিবেন কিন্তু সেই জরীমানাতে সদর দেওয়ানী আদালতের মঞ্জুর করণের অপেক্ষা থাকিবেক। যদি অপরাধি ব্যক্তি ভূম্যধিকারী কি সদর ইজারদার হয় এবং যদ্যপি আবশ্যক বোধ হয় তবে তাহার জমীদারী অথবা তাহার ইজারা জব্দ হইবার যোগ্য হইবেক কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত অথবা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ জব্দের পরিবর্ত্তে জরীমানার হুকুম করিতে পারেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ৭ ধা।

৪১৯। জিলার আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করণার্থে যে সাধারণ নিয়ম আছে তদনুসারে এই আইনের লিখিত সকল মোকদ্দমা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বিচার করিবেন। এবং এই আইনে যে বিশেষ বিধি আছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া অথবা যে বিষয়ের আইনে কোন বিশেষ বিধি নাই সেই বিষয়ে সাধারণ আইন যেরূপে মতান্তর করা বিহিত বোধ হয় এবং সদর দেওয়ানী আদালত মঞ্জুর করেন সেইরূপ মতান্তরহওয়া আইনেতে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ৮ ধা।

৪২০। এই আইনানুসারে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার নালিশের আরজী কিম্বা সওয়ালজওয়াব কি ডিক্রী কিম্বা কোন কাগজপত্র ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক হইবেক না এবং ঐ মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত

হইলে বা আপীল হইলে দলীলদস্তাবেজ গ্রাহ্য করণের ও সাক্ষিকে তলব করণের নিমিত্তে যে দরখাস্ত দিতে হয় তাহা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক হইবেক না ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ৯ ধা।

৪২১। জিলা কটকের এক্‌টিং কমিসানর সাহেব সদরে জানাইলেন যে সম্প্রতি আমার নিকটে এক জন উত্তরাধিকারিজের পেশকসী মহালের দাওয়া করণের দরখাস্ত দিল। তাহার পেশকস ৪৭৮০ ।/১০॥ তাহার সালিয়ানা উৎপন্ন ১,০২,০০০।১২ অতএব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করি যে সেই মহালের মূল্য পেশকসঅনুসারে কি সালিয়ানা উৎপন্নানুসারে ধরিতে হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার ১ প্রকরণানুসারে ঐ সম্পত্তির মূল্য পেশকসঅনুসারে ধরিতে হইবেক যেহেতুক ঐ মহালহইতে সরকার যে পেশকস পান্ তাহাই সদর জমা জ্ঞান করিতে হইবেক।—১৮২৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের ৪৬২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪২২। এই আইনানুসারে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিবার অথবা জওয়াব দিবার নিমিত্তে যখন ফরিয়াদী কি আসামী উকীল নিযুক্ত করে তখন সেই উকীলের রসুম আদালতে আমানৎ করিতে হইবেক কিন্তু যদ্যপি বাদি প্রতিবাদিরদের শপথ অথবা সুকৃতিক্রমে অথবা বিশ্বাসযোগ্য দুই জন সাক্ষির প্রমাণে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এমত মনঃপ্রত্যয় হয় যে ঐ ফরিয়াদী বা আসামী সেইরূপ রসুম আমানৎ করিতে পারে না তবে তিনি তাহাকে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনমতে সওয়ালজওয়াব করিতে অনুমতি দিবেন এবং ঐরূপ টাকা আমানৎ করিবার আবশ্যক হইবেক না ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ১০ ধা।

৪২৩। এই আইনানুসারে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যে সকল মোকদ্দমার ডিক্রী করেন এবং যে সকল হুকুম দেন্ সেই ডিক্রী এবং হুকুমের উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে। কিন্তু ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে যে ডিক্রী বা হুকুমের উপর আপীল হইয়াছে সেই ডিক্রী বা হুকুমের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে ঐ আপীলের আরজী দরপেশ করিতে হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ১১ ধা।

৪২৪। কটকের পেশকসী মহালের সম্পর্কীয় যে মোকদ্দমা উত্তরাধিকারিত্ব বা ধনাধিকারিত্ব স্বত্বের দাওয়ার বিষয়ে হয় তদ্ভিন্ন ঐ মহালসম্পর্কীয় অন্য মোকদ্দমার উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা গ্রহণ করিতে পারেন না। —১৮৪৯ সালের ৩ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৪২৫। ঐ আপীলের আরজী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হজুরে দরপেশ করিতে হইবেক এবং আপেলাণ্ট যে ডিক্রী বা হুকুমের উপর আপীল করিতে চাহে তাহাতে আপনার যে ওজর থাকে তাহার এক শরওয়ার কৈফিয়ৎ ঐ আপীলের আরজীতে লিখিবেক। যদ্যপি ১০ ধারানুসারে আপেলাণ্টকে যোত্রহীনমতে মোকদ্দমা করিতে অনুমতি না হইয়া থাকে তবে সদর দেওয়ানী আদালত আপীলের নিষ্পত্তি করণের সময়ে যেং খরচার ডিক্রী করেন সেইং খরচা দেওনের ঐ আপেলাণ্ট আপীল করণের সময়ে উত্তম ও মাতবর জামিন দিবেক কিম্বা যদি সেইরূপ জামিন দিতে না পারে তবে তাহার যোত্রহীনতার বিষয়ে সে ব্যক্তি শপথ বা সুকৃতি করিবেক অথবা বিশ্বাসযোগ্য দুই জন সাক্ষির দ্বারা তাহার প্রমাণ দিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ১২ ধা।

৪২৬। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ আপীলের আরজী এবং নিয়মিত জামিন অথবা আপেলাণ্ট জামিন দিতে না পারিলে তাহার যোত্রহীনতার প্রমাণ পাইলে যে ডিক্রী বা হুকুমের উপর আপীল হয় তাহার এক নকল করাইবেন এবং পনের দিবসের মধ্যে তাহা আপীলের আরজীসমেত সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ১৩ ধা।

৪২৭। সদর দেওয়ানী আদালত ঐ আপীল গ্রাহ্য করিলে আদালতের মোহরে এবং রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে এক প্রিসেপ্ট পাঠাইয়া এমত হুকুম দিবেন যে ঐ মোকদ্দমাতে যে সকল কাগজপত্র দাখিল হইয়াছিল এবং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যে সকল রুবকার করিয়াছিলেন তাহার এক সম্পূর্ণ রোয়দাদ ঐ প্রিসেপ্টের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে পাঠান্ এবং রেস্পাণ্ডেণ্ট অথবা রেস্পাণ্ডেণ্টেরদিগকে এইমত হুকুম দেন যে তাহারা ঐ আপীলের আরজীর জওয়াব দাখিল করে অথবা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা সদর দেওয়ানী আদালতে হাজির হইয়া আপন বা আপনারদের জওয়াব সেই আদালতে দাখিল করে ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ১৪ ধা। ১ প্র।

৪২৮। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ প্রিসেপ্ট পাইলে পর তাহার লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করিবেন অথবা যদি তিনি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে তাহার মতাচরণ করিতে না পারেন তবে তাহা সদর দেওয়ানী

আদালতে জানাইবেন এবং তাহার পরে যে মিয়াদের মধ্যে কার্য্য সাঙ্গ করিয়া আপনার রিটর্ণ করিতে পারিবেন তাহাও জানাইবেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ১৪ ধা। ২ প্র।

৪২৯। এই আইনক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতে যে আপীল হয় তাহার আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্ট আপনং ইচ্ছামতে হয় আপনারদের আপীল নির্ব্বাহ করিবার বা জওয়াব দিবার নিমিত্তে আপনারাই কিম্বা উকীলেরদের দ্বারা সদর দেওয়ানী আদালতে হাজির হইতে পারে অথবা পেশকসী মহালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে আপনারদের সকল কাগজপত্র দিতে পারে। যদ্যপি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে সেইরূপে তাহারা আপনং কাগজপত্র দেয় তবে তিনি তাহা পাইলেই সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন এবং সদর আদালত যে সকল হুকুম করেন তাহা ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব উভয় বিবাদিকে জানাইবেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ১৫ ধা।

৪৩০। যদি সদর দেওয়ানী আদালত এইমত বোধ করেন যে যে মোকদ্দমার আপীল হইয়াছে তাহা প্রথমে উপযুক্তমতে তজবীজ হয় নাই এবং সেইপ্রযুক্ত তাহা যথার্থরূপে নির্ব্বাহ করণের নিমিত্তে অধিক সাক্ষ্য লওনের আবশ্যক আছে তবে ঐ সদর আদালত ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বার বিচার ও ডিক্রী হওনের নিমিত্তে তাহা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন অথবা অধিক সাক্ষ্য লইতে এবং আপনারদের নিকটে তাহা পাঠাইতে তাঁহাকে হুকুম দিতে পারেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ১৬ ধা।

৪৩১। এই আইনের ৩ ধারার লিখিত যে বিধির অনুসারে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে মোকদ্দমার ডিক্রী করিতে হুকুম আছে এই আইনানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে যে আপীল হয় তাহার ডিক্রীর সঙ্গে সেই বিধির সম্পর্ক থাকিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ১৭ ধা।

৪৩২। জিলা কটকের পেশকসী মহালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ডিক্রী অথবা হুকুমের উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইলে সেই আপীলের সঙ্গে এই আইনের ৪। ৫। ৬। ৮। ৯ এবং ১০ ধারার নানা বিধির মর্ম্মের সম্পর্ক থাকিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ১৮ ধা।

৪৩৩। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সম্পত্তি হস্তান্তর করণ অথবা ভূমির দখলের কোন পরিবর্ত্তন করণের ডিক্রী বা হুকুম করিলে এবং তাহার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইলে যদ্যপি আপেলাণ্ট আপীলক্রমে যে চূড়ান্ত ডিক্রী হয় তাহা মানিবার উত্তম ও মাতবর জামিন দেয় তবে সদর আদালতে ঐ আপীল উপস্থিত থাকনের সময়ে ঐ ডিক্রী বা হুকুম জারী হইবেক না। এবং আপীল করণের যে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা অতীত না হইলে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কোন গতিকে আপনার করা ডিক্রী বা হুকুম জারী করিবেন না ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ১৯ ধা। ১ প্র।

৪৩৪। যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা জারী স্থগিত করণের নিমিত্তে যদি আপেলাণ্ট জামিন না দেয় এবং যদি সেইপ্রযুক্ত আপীল উপস্থিত থাকিতে ঐ ডিক্রী জারী হয় তবে আপীলক্রমে যে চূড়ান্ত ডিক্রী হয় তাহা মানিবার অর্থে রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে উত্তম ও মাতবর জামিন লইতে হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ১৯ ধা। ২ প্র।

৪৩৫। যদ্যপি বাদী বা প্রতিবাদী নিরূপিত জামিন দিতে না পারে তবে যাবৎ জামিন না দেওয়া যায় অথবা যাবৎ সদর দেওয়ানী আদালত সেই বিষয়ের চূড়ান্ত হুকুম না দেন তাবৎ ঐ বিরোধের জমীদারী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুকুমক্রমে ক্রোক থাকিবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ১৯ ধা। ৩ প্র।

৪৩৬। পেশকসী মহালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের যে কোন ডিক্রী বা হুকুমের দ্বারা এই আইনের ২ ধারার লিখিত মহালের কোন সম্পত্তি হস্তান্তর হয় অথবা তাহার দখলের পরিবর্ত্ত হয় সেই ডিক্রী বা হুকুম সদর দেওয়ানী আদালত গবর্ণমেণ্টকে না জানাইলে কদাচ জারী হইবেক না ইহার অভিপ্রায় এই যে ঐ ডিক্রী বা হুকুম জারী করণেতে রাজ্যে কোন উপদ্রব না হয় এই নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের যে সকল উপায়করা আবশ্যক বোধ হয় তাহা করিতে পারেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ১৯ ধা। ৪ প্র।

৪৩৭। যত মূল্যের মোকদ্দমা অর্থাৎ ৪৩,১০৩৲ সিক্কা টাকার মোকদ্দমা তৃতীয় জর্জের ২১ বৎসরের আইনের ৭০ অধ্যায়ের ২১ ধারার দ্বারা শ্রীযুত বাদশাহের কৌন্সেলের হজুরে আপীল হইতে পারে তাহাছাড়া

অন্য যত আপীলের এই আইনক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতে বিচার হয় সেই আপীলেতে সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ২০ ধা। ১ প্র।

৪৩৮। যত টাকা বা মূল্যের ডিক্রী হয় তাহা যদি মোকদ্দমার খরচাছাড়া ৪৩,১০৩৲ সিক্কা টাকা হয় তবে তাহার উপর পুনর্ব্বার আপীল শ্রীযুত বাদশাহের কৌন্সেলের হজুরে হইতে পারে এবং সেইরূপ আপীল-হওনের বিষয়ে ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনে যে হুকুম আছে সেই হুকুমানুসারে সদর দেওয়ানী আদালত ঐ আপীল লইবেন ইতি।—১৮১৬ সা। ১১ আ। ২০ ধা। ২ প্র।

৪৩৯। নীলগিরিনামক পেশকশী মহালের অন্তর্গত অথবা তাহার সীমাবর্ত্তি কতক ভূমির বিষয়ে নালিশ হয় এবং বালেশ্বরের মাজিস্ট্রেট সাহেব সরাসরী তহকীক করণের পর ডিক্রী করিলেন যে ঐ ভূমি সেই পেশকশী মহালের অন্তর্গত পরে আইনের অধীন এক জমীদার পেশকশী মহালের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে সেই বিষয়ের নালিশ করিলেন। ১৮১৬ সালের ১১ আইনে এইপ্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে কিছু বিধি নাই অতএব ঐ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সেই মোকদ্দমা আমার নথীতে রাখিতে হইবেক কি জিলার আদালতে নালিশ করিতে দরখাস্তকরণিয়াকে হুকুম দিতে হইবেক। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ঐ বিরোধি ভূমি নীলগিরি মহালের অন্তর্গত ইহা বালেশ্বরের মাজিস্ট্রেট সাহেব সরাসরী তহকীক করণের দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন অতএব যাবৎ অন্য তহকীকের দ্বারা তাহা অপ্রকৃত বোধ না হয় তাবৎ মাজিস্ট্রেট সাহেবের ঐ হুকুম বহাল রাখিতে হইবেক এবং সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিয়া সেই বিষয়ের পুনশ্চ তহকীক করিবেন।—১৮৩৪ সালের ১৪ ফেব্রুআরির ৮৬৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫ অধ্যায়।

সরাসরী মোকদ্দমা।—মুৎফরক্কা মোকদ্দমা।—রেজিষ্টরী করণ।

১ ধারা।

ক্রোক করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা।—ক্রোক করণের ক্ষমতা।

১। সকল জমীদার ও হুজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারী ও সদর ইজারদারদিগেরে শক্তি দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা মালগুজারীর বাকীর কারণ আপনারদিগের তাবে সমস্ত কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাবর্গের সমস্ত ভূমির উৎপন্ন নানাবিধ শস্যাদি সামগ্রী এবং গরুপ্রভৃতি পশু ও গৃহস্থালী দ্রব্যসামগ্রী-আদি অস্থাবর সম্পত্তি যাহা সেই বাকীদারদিগের নিজবাটীতে কিম্বা তদ্ভিন্ন স্থানে অথবা অন্যের বাটীতে কিম্বা স্থানান্তরে তাহারদিগের অধিকারভূমি অথবা ইজারা মহালের মধ্যে কিম্বা বাহিরে থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব কিম্বা সরকারের অন্য আমলার বিনাএত্তেলায় ক্রোক করিয়া বিক্রয় করে কিন্তু যে সকল বাকীদার শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুতের ও নিমকপোখ্তানীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারদিগের সরঞ্জাম ও গৃহস্থালী দ্রব্যাদি অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পর যেমতে এত্তেলা দিতে ৩১ একত্রিংশৎ ধারায় লেখা আছে সেইমতে এত্তেলা দেয় আর তাবে তালুকদারেরা ও তাহারদিগের পেটার সকল কট্‌কিনাদার ও প্রজাবর্গের স্থানহইতে যথার্থ বাকী লইতে উপরের লিখনানুসারে ক্ষমতা রাখে এবং জমীদার ও হুজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও সদর ইজারদারদিগের স্থানে যে সকল কট্‌কিনাদার কট্‌কিনা লইয়া থাকে তাহারাও আপনারদিগের পেটার সমস্ত দরকট্‌কিনাদার ও শামিলাৎ তালুকদার ও প্রজাবর্গের স্থানহইতে বাকী লইবার জন্যে উপরের লিখনক্রমে সাধ্য রাখে অতএব উপরের লিখিত সকলপ্রকার ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে এই ধারাক্রমে যে শক্তি অর্পণ হইল তাহারা এতদনুসারে নীচের লিখিত সমস্ত ধারার মর্ম্মদৃষ্টে সাবধানে কার্য্য করিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২ ধা।

২। ক্রোকের হুকুমের আদৌ এই অভিপ্রায় ছিল যে ভূম্যধিকারী এবং ইজারদার সন হালের আপন২ খাজানা অবিলম্বে আদায় করিতে পারেন কিন্তু ১৮০৫ সালের ২ আইনে হুকুম আছে যে যে ব্যক্তির দ্রব্যাদি ক্রোক হয় সেই ব্যক্তি যদি তৎসময়ে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তির প্রজা থাকে তবে পূর্ব্ব সনের বাকী খাজানা সেই প্রকারে আদায় করণের নিষেধ নাই।—১৮০৭ সালের ১ ফেব্রুআরির ২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩। সদর আদালত বিধান করিলেন যে বাকী খাজানার নিমিত্তে ভূম্যধিকারিদিগের আপনারদের রাইয়তের প্রতি যে কার্য্য করণের বিধি ১৭৯৯ সালের ৭ আইন এবং ১৭৯৩ সালের ১৭ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনে আছে সেই বিধি অতি সাধারণ এবং সকর বা নিষ্কর ভূমির বাকী খাজানার দাওয়ার বিষয়ে তুল্যমতে খাটে।—১৮০৮ সালের ২১ জানুআরির ৩৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪। ক্রোকের বিধান সাধারণরূপে লেখা আছে অতএব তাহা যেমন মালগুজারীর ভূমির বিষয়ে খাটে তেমনি নিষ্কর ভূমির খাজানার বিষয়েও খাটে।—১৮২১ সালের ২৩ ফেব্রুআরির ৩৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ২ ধারানুসারে সদরের মালগুজার জমীদার ও তালুকদার-প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের যাহার২ প্রতি মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ স্বত্বব্যাপ্য প্রজা-

দির ভূমির শস্য ও পশ্বাদি জন্তু এবং অপর দ্রব্যাদি অস্থাবর যে সকল সম্পত্তি যেং মতে ক্রোক অর্থাৎ আটক করিবার ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তাহারা তদর্থে এ আইনের হুকুম দৃষ্টেও সেইং মতে সে সকল সম্পত্তি ক্রোকের ভার আপনারদিগের তহশীলের সংক্রান্ত নায়েব ও গোমাশ্‌তাওগয়রহ আমলাদিগের ঐ ১৭ আইনের ৩২ ধারার প্রস্তাবিত ঝুঁকী শিরে রাখিয়া দিতে পারে। ও সে নায়েবওগয়রহ আমলারাও পাওয়া ভারক্রমে বাকী আদায়ের নিমিত্তে আপনং মনিবের ধার্য্যমতে ক্রোকের ব্যাপার করিতে পারিবেক ও তাহা করিতে সে আমলারা আইনের মর্ম্ম জানিয়া ও শুনিয়া তাহার অন্যথাচরণ করিলে দণ্ডের দায়ে তাহারা ও তাহারদিগের মনিবেরাও ঠেকিবেক। কিন্তু জানিবেক যে এ ধারাক্রমে সম্যক্ ঐ ১৭ আইনের কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের অথবা ক্রোকের সংক্রান্ত অপর কোন আইনের হুকুমের অন্যথাচরণ করিলে সেহেতুক যে দণ্ড করিবার নিরূপণ ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের চাকর নায়েবওগয়রহ আমলার প্রতি আছে তাহা তৎকালে করা যাইবেক না যে কালে এমত স্পষ্ট না বুঝা যাইবেক যে তাহারা ঐ সকল আইনের মর্ম্ম জানিয়া ও শুনিয়া কিম্বা ক্রোকের সংক্রান্ত অপর সমুদয় হুকুম জ্ঞাত হইয়া সে কর্ম্ম করিয়াছে। ও তৎকালে এমত স্পষ্ট না বুঝা গেলে আইনের অন্যথায় সে কর্ম্ম করিতে উৎপাতগ্রস্তের যে অপচয় হইয়া থাকে কেবল তাহারি নিশা সেই ক্রোককরণিয়ার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক। তাহাতেও যদি এমত প্রমাণ হয় যে ক্রোককরণিয়া সে কর্ম্ম করিয়া পরে আইনের অন্যথা হওন ঠাহরিয়া সে সময়ে কিম্বা দাওয়ার নালিশ তাহার নামে হইবার পূর্ব্বে অন্য কোন সময়ে সেই অপচয় ধরিয়া দিতে চাহিয়াছিল ও উৎপাতগ্রস্ত ফরিয়াদী তাহা লয় নাই তবে সে অপচয়ের কিছুই দিবার দায়ে সেই ক্রোককরণিয়া ঠেকিবেক না ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২ ধা।

৬। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৫ ধারার লিখিতের মধ্যে হুকুম আছে যে তাবের কটকিনাদারেরা ও তালুকদারেরা ও প্রজাবর্গ যাবৎ আপনং শিরের বাকী টাকা তলব হইলে পর দিতে ত্রুটি না করে ও যদি মালজামিন দিয়া থাকে ও সেই মালজামিনও হাজির থাকিলে তলবমতে বাকী টাকা দিতে যাবৎ আপত্তি না করে তাবৎ কটকিনাদারওগয়রহ বাকীদারদিগের মধ্যে গণ্য হইবেক না এ হুকুম রদ হইল। হরূরকম মালগুজারেরা অর্থাৎ নানাপ্রকার রাজস্বদায়কেরা কিস্তিবন্দীর নির্দ্দিষ্ট দিনে কিম্বা অন্য করারী দিবসে অথবা দিন নির্দ্দিষ্ট কোন করার না হইয়া থাকিলে তথাকার দাঁড়াক্রমে খাজানা তলব হইবার দিবসে আপনারদিগের শিরের মালগুজারী না দিলেই বাকীদার ঠাহরিবেক। ও সেই বাকীদারেরা তলবমতে বাকী না দিলে সে বাকী মালজামিনের স্থানে তলব হইয়া থাকে কি না থাকে তথাচ তৎক্ষণাৎ সেই বাকীর অনুসারে তাহারদিগের দ্রব্যাদি ক্রোকের যোগ্য হইবেক। তাহাতে যদি কেহ মালজামিন দিয়া থাকা কোন প্রজাদির দ্রব্যাদি সে মালজামিনের নিকটে বাকী তলব না করিয়া আগে ক্রোক করে তবে সে প্রজাপ্রভৃতিতে সে সমাচার আপন মালজামিনকে দিবেক এবং সে দ্রব্যাদি নীলাম হইবার পূর্ব্বে সেই বাকী দিতে চাহিলেও দিতে পারিবেক। অথবা সেই ক্রোককরণিয়া নিজে সে সমাচার সেই মালজামিনকে জানাইয়া তাহার স্থানে বাকী টাকা চাহিবেক। ইহাতে যদি ক্রোককরণিয়া বাকীদারের কিম্বা মালজামিনের অথবা ঐ উভয়ের দ্রব্যাদি ক্রোক করা বিহিত বুঝে তবে তাহা ও তত ক্রোক করিতে পারে যাহা বাকীর অনুসারাপেক্ষা অধিক ঠাহর না হয় কিন্তু মালজামিনের দ্রব্যাদি তাবৎ ক্রোক হইবেক না যাবৎ বাকীদারের স্থানে বাকী তলব না করা যায় ও সে তলব ব্যর্থ না হয়। তাহাতে যদি বাকীদার পলায় কিম্বা অদেখা হয় ও মালজামিনেও সে বাকী তলবমতে শোধ না দেয় তবে সে মালজামিনের সম্পত্তি ক্রোকের উপযুক্ত সেইরূপে হইবেক কিন্তু যেরূপে বাকীদার সাক্ষাৎ থাকিলেও তলবমতে বাকী শোধ না দিলে ক্রোক হইত ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ৩ ধা।

৭। ভাগলপুরের কমিস্যনর সাহেব সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে জানাইয়াছেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২। ৩ ধারা এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারার বিধির সম্পর্কে তাঁহার এলাকার মধ্যে জমীদারেরদের নানা বেআইনী কর্ম্ম হইতেছে অতএব যদ্যপি তোমার এলাকার মধ্যে সেইরূপ ব্যবহার হইতেছে তবে তাহা অগৌণে নিবারণ হয় এতদর্থে ঐ কমিস্যনর সাহেবের গত মাসের ১৭ তারিখের ৫১৮ নম্বরী পত্রের এবং অদ্যকার তারিখের বোর্ডের সাহেবেরদের তদ্বিষয়ের উত্তরের নকল তোমার নিকটে পাঠাইতেছি।—কলিকাতাস্থ সদর বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটারী সাহেবের প্রতি ১৮৪৬ সালের ১৭ মার্চ তারিখে ভাগলপুরহইতে ১২ সংখ্যক অর্থাৎ ভাগলপুর এলাকার শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেব যে পত্র লিখিলেন তাহা। সদর বোর্ড রেবিনিউর বিজ্ঞাপন ও হুকুম পাইবার নিমিত্তে জ্ঞাপন করিতেছি যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২। ৩ ধারা এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারানুসারে জমীদার ও অন্যান্য ভূম্যধিকারিরদের নিজে যে ক্ষমতা ও কার্য্য আছে তাহার ভাব এই এলাকার জমীদার ও ভূম্যধিকারিরা ১৮৩৯ সালের ১ আইনের অনুযায়ি নিযুক্ত কমি-

স্যানর অর্থাৎ আমীনের প্রতি দিতেছেন অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আইনে যে লিখিত দস্তাবেজ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা বাকীদার রাইয়তের প্রতি জারী না করিয়া এবং তৎপরে আপনারদের গোমাশ্‌তার দ্বারা ঐ বাকীদার রাইয়তের সম্পত্তি ক্রোক না করিয়া তাঁহারা ১৮৩৯ সালের ১ আইনের অনুসারে নিযুক্ত আমীনের নিকটে ॥৹ আট আনা মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে এক দরখাস্ত দেন্। তাহাতে ঐ আমীন ঐ দস্তাবেজ জারী করণার্থে এবং ঐ সম্পত্তি ক্রোক করণার্থে ৵ দুই আনা করিয়া রোজের এক পেয়াদা পাঠান্ এবং তাহা হইলে নীলামের সম্বাদ দেওনার্থে ৵ দুই আনা রোজের আর এক পেয়াদা নিযুক্ত হয়। কোন২ গতিকে ঐ দরখাস্ত এক মোখ্তারের দ্বারা দরপেশ হয় এবং তাহার মোখ্তারনামা ॥ আট আনা মুল্যের ইষ্টাম্পে লেখা যায়। আমার বোধ হয় যে এই ব্যবহারের দ্বারা রাইয়তেরদের অনাবশ্যক ও বেআইনী খরচা পড়িতেছে। কোন২ গতিকে ঐ সমুদয় খরচা বাকী টাকার অধিকও হইতে পারে তাহাতে ঐ বাকীদার দাওয়া পরিশোধ করিতে অথবা দাওয়ার অভার্থে তার বিষয়ে নালিশ করণার্থে উপযুক্ত জামিন দিতে অক্ষম হয়। অতএব উত্তর কালে এইপ্রকার সকল বিনাঅনুমতির খরচ নিবারণের বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুম প্রার্থনা করিতেছি।—তাহাতে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা উত্তর করিলেন যে ঐ পত্রের দ্বারা যে ব্যবহার জ্ঞাপন করিয়াছ তাহা স্পষ্টতঃ বেআইনী এবং তুমি তদ্বিষয়ে যে সকল আপত্তি জানাইয়াছ তাহা তাহাতে খাটে বটে অতএব তাহা একেবারে নিবারণ করিতে হইবেক এবং তোমার এলাকার মধ্যে তাহা রহিত করণার্থে যে উদ্যোগের আবশ্যক তাহা করিতে তোমার প্রতি এইক্ষণে আদেশ হইতেছে। ফলতঃ বোর্ডের সাহেবেরদের নিকট এই বিষয় অর্পণ না করিয়াও তাহা নিবারণ করিতে তোমার ক্ষমতা ছিল।—১৮৪৬ সালের ৩ আপ্রিলের সদর বোর্ড রেবিনিউর সরকুলর অর্ডর।

৮। যে কালে ক্রোককারকদিগের কোন ব্যক্তির মরণ হয় সে কালে তাহার যে২ উত্তরাধিকারী সেই মৃত ব্যক্তির পাওনা যে সকল বাকী টাকার স্বত্ববান অর্থাৎ হকদার থাকে তাহারা সেই স্বত্বের অধিকারী রহিবেক ও তাহারা সেই সকল বাকী টাকা উসুলের কারণ বাকীদারের ও সে সকলের জামিনদারদিগের যে দ্রব্যাদি এই আইনের মতে ক্রোক হইতে পারে তাহা এই আইনের মতানুসারে ক্রোক করিতে পারিবেক। এবং জানিবেক যে অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের অধিকারের সরবরাহকারেরা এবং সাধারণ যে ভূমির অধিকারী অযোগ্য ও যোগ্য দুই কিম্বা অধিক জনে থাকিয়া তাহার মধ্যে যোগ্যতাক্রমে যে কেহ সেই অধিকার সমুদয়ের সরবরাহকার রহে সেই ব্যক্তিরা ও উপরের প্রস্তাবিত সরবরাহকারেরা সেই সকল অধিকারের স্বয়ং কর্ত্তা হইলে যেরূপে দ্রব্যাদি ক্রোক করিবার ক্ষমতা রাখিত ইহারা ঐ সকল অধিকারের সরবরাহকারীতেও সেইরূপে ক্ষমতা রাখিবেক এবং এমতে কর্ত্তাদিগের প্রতি যে নিষেধ ও দণ্ড বিধান আছে সেই নিষেধ ও দণ্ডেতেও তাহারা বদ্ধ থাকিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৩০ ধা।

৯। জানিবেন যে উপরের ধারাসকলের লিখিত যে২ হুকুম সদরের মালগুজার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের প্রতি মালগুজারীর বাকী উসুলের ভারার্পণের নিদর্শনে আছে সেই২ হুকুম যাবদীয় অযোগ্য অধিকারির অধিকারের ও সাধারণ অধিকারভূমিসকলের সরবরাহকারদিগের সরবরাহকারীতে এবং কালেক্টর সাহেবদিগের কর্তৃত্বে ও সরকারী অন্য যে আমলারা কোন অধিকারের সরকারী জমা ধার্য্যের নিমিত্তে কিম্বা বিষয়ান্তরজন্যে অথবা ভূম্যধিকারি কিম্বা ইজারদারের সহিত বন্দোবস্ত না হওনপ্রযুক্ত খাস তহসীলে আসিয়া থাকা কোন ভূমির তহসীলের নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহারদিগের কর্ম্মকারিত্বেও চলিবেক। আর এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাক্রমে যে শক্তি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের চাকরেরা পাইয়াছে সে শক্তি এমত সরবরাহকারদিগের এবং কালেক্টর সাহেবদিগের ও সরকারী অন্য আমলাদিগের নিযুক্তকরা গোমাশ্‌তাপ্রভৃতিতেও পাইতে পারিবেক যদি তাহারদিগের মনিবেরা সে শক্তি তাহারদিগেরে দেয় ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৯ ধা।

১০। যে যে লোক আপন২ সন্তান কিম্বা অন্য সম্পর্কীয়দিগের নামে অথবা বিনামে যে সকল ভূমি কট্‌কিনা লইয়া প্রকৃতিতঃ আপনারদিগেরে তাহারদিগের মালজামিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই কট্‌কিনার বন্দোবস্ত ও সমস্ত কর্ম্মের ভার স্বহস্তে রাখিয়া বস্তুতঃ আপনারা কট্‌কিনাদার হয় তাহারা সেই সকল ভূমির স্বয়ং কট্‌কিনাদার গণ্য হইবেক ও তাহারদিগের অস্থাবর সমস্ত দ্রব্যাদি এই আইনের লিখনানুসারে যেমতে তাহারদিগের নিজনামে কট্‌কিনা থাকিলে বাকীর কারণ ক্রোকের যোগ্য হইত সেইমতে ক্রোক হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২৭ ধা।

২ ধারা।

ক্রোক করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা।—অন্যায়রূপে ক্রোক করণের ক্ষমতাচরণ করা।

১১। যে সকল লোক দ্রব্যাদি ক্রোক করণের ক্ষমতা রাখে তাহারদিগের কাহারো গোমাশ্‌তা কিম্বা পেশ্‌কার অথবা চাকর কিম্বা কার্য্যকারক আমলায় যদি তাবের কট্‌কিনাদার কিম্বা তালুকদার অথবা প্রজাবর্গের কিম্বা তাহারদিগের মালজামিন কাহারো দ্রব্যাদি ক্রোক কিম্বা বিক্রয় করে অথবা তাহা ক্রোক ও বিক্রয়ের বিষয়ে এমতে উদ্যুক্ত হয় যে তাহাতে এই আইনের বিপরীত দর্শে তবে কর্ত্তব্য যে এমত ক্রোক কিম্বা বিক্রয় অথবা নিষিদ্ধ বিষয় সেই গোমাশ্‌তাপ্রভৃতির মনিবদিগের অনুমতিতে কিম্বা জ্ঞাতসারে হইয়া থাকে কিম্বা না হইয়া থাকে তথাচ উৎপাতগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার নালিশ সেই গোমাশ্‌তাপ্রভৃতির মনিবদিগের নামে করে কিন্তু জানিবেক যে সেই মনিব যাহাকে যে দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে পাঠায় দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে যদি সেই মনিবের অনুমতি ও জ্ঞাতসারে ২১ একবিংশতি ধারার ব্যতিক্রমে সেই লোক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার ও সদর দ্বারাদি ভাঙ্গিবার বিষয়ে প্রমাণ না হয় তবে এই ধারার মতানুসারে সে মনিব কয়েদ হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৩২ ধা।

১২। ভূম্যধিকারি ও ইজারদারদিগেরে তাহারদিগের তাবের কোন কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাকে কিম্বা তাহারদিগের মালজামিন কাহাকেও বাকী টাকা উসুলের কারণ কয়েদ কিম্বা নিগ্রহ করিতে নিষেধ আছে ইহাতে যদি কোন ভূম্যধিকারী ও ইজারদার এই নিষেধের অন্যথায় কাহাকেও কয়েদ কিম্বা নিগ্রহ করে তবে সে কারণে উৎপাতগ্রস্তের সাধ্য আছে যে তাহার নালিশ সেই অত্যাচারির নামে ফৌজদারী আদালত কিম্বা দেওয়ানী আদালতে করে তাহাতে জজ সাহেব সে মোকদ্দমার গতিকানুসারে দণ্ডক্রমে টাকা আদালতের খরচাসমেত অত্যাচারির স্থানহইতে উৎপাতগ্রস্তকে দেওয়াইবেন।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২৮ ধা।

১৩। বাকীর নিমিত্তে যে দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে হয় তাহা বাকীর আনওয়ানে সম্ভবক্রমে ক্রোক হয় তাহার বহির্ভূত না হয়। তাহাতে ক্রোককারকদিগের কেহ বাকীর আনওয়ানছাড়া দ্রব্যাদি ক্রোক করিলে যদি বিচারক্রমে এমত প্রকাশ হয় যে ক্রোককারকেরা বাকী আদায়ের অনুমানে সেই ক্রোকী দ্রব্যাপেক্ষা অল্প মূল্যের দ্রব্যান্তর ক্রোক করিতে পারিত তবে এমতে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব ক্রোককারকদিগের স্থানহইতে সেই মোকদ্দমার গতিকের যোগ্য দণ্ড আদালতের খরচাসমেত সেই দ্রব্যাধিকারিকে দেওয়াইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৬ ধা।

১৪। ক্রোককারকদিগের কেহ আপন তাবের কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাদিগের সরঞ্জাম ও গৃহস্থালী দ্রব্যাদি ক্রোক করিলে যদি দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে বিচারে এমত প্রমাণ হয় যে তাহারদিগের শিরে কিছু বাকী নিতান্তই নাই তবে এমতে সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি তাহার কর্ত্তাকে ক্রোককারক ব্যক্তির ফিরিয়া দেওয়া উচিত হইবেক কিম্বা সেই দ্রব্যাদি বিক্রয় অথবা নষ্ট কিম্বা অস্থিত হইয়া থাকিলে সেই ক্রোককারক দণ্ডক্রমে সেই দ্রব্যাদির মূল্যের তুল্য টাকা আদালতের খরচাসমেত দিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৬ ধা।

৩ ধারা।

ক্রোক করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা।—সম্প্রতি ক্রোক করণের এত্তেলা দেওন।

১৫। ক্রোককারকেরা যাহাকে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে পাঠায় কর্ত্তব্য যে তাহাকে আপনং মোহর ও দস্তখতে এক লিখন যে বাকীর নিমিত্তে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে হয় সেই বাকীর মোট ও যে তারিখে সে বাকী দেওয়া সঙ্গত ছিল সে তারিখযুক্তে দেয় ও সেই লোক সেই লিখনকে ক্রোকের কর্তৃত্বের নিদর্শন লিপির মতে জানায় আর যে দিনে দ্রব্যাদি ক্রোক করে সেই দিনে সেই লিখনের নকলের পৃষ্ঠে ক্রোকী দ্রব্যাদির ফিরিস্তি যে স্থানে ক্রোকী দ্রব্যাদি রাখে সেই স্থান নির্দ্দিষ্টে লিখিয়া বাকীদারকে দেয় এবং জ্ঞাতকারণ সেই নকলের পৃষ্ঠে ইহাও লিখে সেই দ্রব্যাদি ক্রোক হইবার পর দিনহইতে ১৫ পঞ্চদশ দিনের দিবসে বিক্রয় হইবেক কিন্তু ভূমির উৎপন্ন শস্যাদির ন্যায় কোন দ্রব্য ক্ষেত্রহইতে কাটা না গিয়া ক্রোক হইয়া থাকিলে তাহাতে সেই নকলের পৃষ্ঠে এমত লিখে যে সেই দ্রব্য কাটা গিয়া এই আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে যে দিনে

সংগ্রহ অর্থাৎ জমা হয় সেই দিনহইতে ১৫ পঞ্চদশ দিনের দিবসে সেই দ্রব্য বিক্রয় হইবেক ইহার ছাড়ান কদাচ হইবেক না যদি বাকীদার ক্রোকী খরচাসমেত বাকী টাকা ক্রোকী দ্রব্যাদি বিক্রয়ের নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বে না দেয় কিম্বা অসঙ্গত বাকী কহিয়া আপত্তি উপস্থিত করিয়া নীচের লিখনানুসারে ক্রোক খালাসের হুকুম না পায় আর যদি বাকীদার গরহাজির হয় তবে পৃষ্ঠে লিখিবার প্রস্তাবিত সকল বিষয়যুক্তে সেই লিখনের নকল ক্রোক হইবার দিনহইতে ৩ তিন দিনের মধ্যে তাহার বসতির স্থানে লট্‌কান যাইবেক যদি ক্রোককারকেরা কাহারো দ্রব্যাদি ক্রোকের নিমিত্তে কাহাকেও এমত লিখন না দিয়া নিযুক্ত করিয়া দ্রব্যাদি ক্রোক করায় কিম্বা সেই নিযুক্তহওয়া লোক সেই লিখন হস্তে রাখিয়া পৃষ্ঠে লিখিবার প্রস্তাবিত নকল বিষয়যুক্তে তাহার নকল বাকীদারকে না দেয় অথবা বাকীদার হাজির না থাকিলে সে লিখনের নকল নিয়মিত কালের মধ্যে তাহার বসতির স্থানে না লট্‌কায় তবে এই তিন গতিকের কোন গতিক প্রকাশ হইলে ক্রোককারকদিগের যে বাকীর দাওয়ায় সেই দ্রব্যাদি ক্রোক হয় সে বাকীর দাওয়া মিথ্যা হইবেক জজ সাহেব বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোককারকদিগের স্থানহইতে ফিরাইয়া দেওয়াইবেন কিম্বা সে দ্রব্যাদি বিক্রয় অথবা নষ্ট কিম্বা অক্ষিত হইয়া থাকিলে দণ্ডের মতে সেই দ্রব্যাদির মূল্যের তুল্য টাকা আদালতের খরচাসমেত দেওয়াইয়া দিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৮ ধারা।

১৬। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের ৯ নবম ও ১০ দশম যে দুই ধারায় তলবের বাকী টাকা বাকীদারের অসঙ্গত কহিয়া বিচারক্রমে সে বাকী দেওয়া সঙ্গত হইলে তাহা নিষ্পত্তির তারিখপর্য্যন্ত সুদ ও আদালতের খরচাসমেত দিবার কবারে মালজামিন দিয়া নিয়মিত কালের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে চাহিয়া তদনুসারে মালজামিন দিলে সেই বাকীদারের দ্রব্য ক্রোক করণে ক্রোককারক ক্ষান্ত হইবার হুকুম ছিল এইক্ষণে সে দুই ধারা সমুদয় রদ হইল এবং ঐ ১৭ আইনের ৮ অষ্টম ধারার মধ্যে এই বৃত্তান্ত যে কিম্বা বাকীর আপত্তি উপস্থিত করিয়া ঐ ৯ নবম ও ১০ দশম ধারার লিখনানুসারে ক্রোক মৌকুফের হুকুম পায় রদ করা গেল ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৫ আ। ২ ধা।

১৭। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার মধ্যের লিখিত যে হুকুম দ্রব্যাদি ক্রোক হইবার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিনের দিবসে তাহা বিক্রয় হইবার নিদর্শনে লিখিয়া বাকীদারকে জানাইবার অর্থে আছে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৫ ধারার মধ্যের যে হুকুম দ্রব্য ক্রোক হইবার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিবসে তাহা নীলাম হইবার নির্ণয়ে আছে সেই২ হুকুম এই ধারাক্রমে রদ হইল। আর ক্রোকী দ্রব্যাদির ফিরিস্তিযুক্তে যে লিখন লিখিয়া বাকীদারকে দিতে হয় তাহাতে কেবল বাকী টাকার সংখ্যা ও যত শীঘ্র নীলাম করা কর্ত্তব্য তাহার মিয়াদ ধার্য্য করিয়া লিখিয়া বিশেষ জানাইবেক যে সেই মিয়াদের মধ্যে ক্রোকী খরচাসমেত বাকী শোধ না দিলে মিয়াদ পূর্ণের দিবসে তাহার ক্রোকী দ্রব্যাদি নীলাম হইবেক। তাহাতে যদি বাকীদার সে লিখন পাইয়া বাকী টাকা না দেয় কিম্বা শীঘ্র বাকী দিবার অর্থে ক্রোককরণিয়ার ক্রোধ না জন্মায় অথবা সে বাকীদার পলায় কিম্বা এমতে গাঢাকা হয় যে কোন প্রকারে সে লিখন তাহার স্থানে না পঁহুছিতে পারে তবে ক্রোককরণিয়ার কর্ত্তব্য যে যে কাজী কিম্বা ক্রোকী দ্রব্যাদি নীলামের শক্তিমান অন্য যে কেহ নিকটে থাকে তাহার স্থানে সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি শীঘ্র নীলাম করিবার কারণ দরখাস্ত পাঠাইয়া দেয়। ও সে দরখাস্তে বাকীর পরিমাণ এবং সে দ্রব্য থাকিবার ঠিকানা লিখে এবং যদি ক্রোককরণিয়া ঐ ১৭ আইনের ১২ ধারাক্রমে এক স্থানহইতে স্থানান্তরে দ্রব্য উঠাইয়া লইবার বাসনা করে তবে যথায় উঠাইয়া লইবার বাসনা করে তথাকার নাম সেই দরখাস্তে লিখিয়া দেয়। তাহাতে কাজী কিম্বা অন্য যে কেহ সে বিষয়ের ভার রাখে তাহার উচিত যে সে দরখাস্ত পাইলে পর ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৫ ধারার হুকুমমতে এবং নীচের লিখিত বিধিক্রমে কার্য্য করে বাক্যার্থ দ্রব্য ক্রোকের পর ১৫ দিনের দিবসে নীলামের মিয়াদ নির্ণয়ের বদলে ঐ ৫ ধারার অপর বিধিমতে দ্রব্যের মূল্য চাহর করাইয়া যত শীঘ্র তাহা নীলাম করা কর্ত্তব্য তাহার মিয়াদ ধরিয়া লিখিয়া সে সমাচার জানাইবার কারণ হাটের দিন ঢোল পিটায়। ও তাহাতে এমত নির্ম্মর্ষ জানায় যে সেই দিনের পর মধ্যে এক হাট বাদে দ্বিতীয় হাটের দিন সে দ্রব্য নীলাম হইবেক। কিন্তু কখন কোন দ্রব্য ক্রোক হইবার দিনহইতে পাঁচ দিন গত না হইলে নীলাম হইতে পারিবেক না। আর কাটা না গিয়া থাকা কোন শস্য কেহ কখন ক্রোক করিলে তাহা ঐ ১৭ আইনের ১৩ ধারার হুকুমেতে কাটাইয়া জড় করাইয়া যাবৎ উপরের লিখনানুসারে ঢোল পিটাইয়া জানান না দেয় তাবৎ তাহা নীলাম হইতে পারিবেক না। ইহাতে ক্রোককরণিয়ার উচিত যে ক্রোকী দ্রব্য

শীঘ্র নীলামের কারণ তাহার পূর্ব্বে এই যে দাঁড়া ফেরফার হইতেছে এ জন্যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী ব্যাপারের কিম্বা নিমকপোদ্দারীর ব্যাপারের এলাকাদার কাহার দ্রব্যাদি মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ ক্রোক করিলে পর সে সমাচার তথাকার কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবপ্রভৃতির স্থানে ঐ ১৭ আইনের ৩১ ধারার লিখনানুসারে যত ঝটিতি পঁহুছাইতে পারে পঁহুছায়। ও সে কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবপ্রভৃতিতে সে সমাচার পাইয়া সে বাকী টাকা আদায় পঁহুছাইতে যত দিন বিলম্ব সম্ভবে তত দিনের মধ্যে সে দ্রব্যাদি নীলাম না করে। এমতে ক্রোককরণিয়ার সাধ্য আছে যে সে সমাচার লিখিয়া মহাজনী কুঠীর সাহেব কিম্বা নিমকমহালের সাহেব অথবা কুঠীর গোমাশ্তা কিম্বা নিমক চৌকীর দারোগা ফলতঃ যাহার ব্যাপ্য সেই বাকীদার হয় তাঁহার নিকটেই রিহিত বুঝিয়া পাঠাইতে পারে ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ৪ ধা।

১৮। সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা শুনিয়াছেন যে কোন২ জিলায় বাকী খাজানার নিমিত্তে সম্পত্তি ক্রোক করিতে যাহারদের ক্ষমতা আছে তাহারদের দ্বারা ক্রোকহওয়া সম্পত্তি বিক্রয় করণার্থে ফরোশ আমীনের নিকটে তাহারদের দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে করিতে হইতেছে অতএব তোমাকে জানাইতে আদেশ পাইয়াছি যে বোর্ডের সাহেবেরদের বিবেচনায় সেই প্রকার দরখাস্ত সাদা কাগজে করা যাইতে পারে। আইনেতে অর্থাৎ ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৪ ধারায় এইমাত্র হুকুম আছে যে "লিখিত দরখাস্ত" দিতে হইবেক এবং বোর্ডের সাহেবেরা ইষ্টাম্পের আইনের মধ্যে এইমত কোন হুকুম দেখেন না যে ক্রোকহওয়া সম্পত্তি বিক্রয় করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের নিকটে যে লিখিত দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহার উপর ইষ্টাম্পের মাসুল লাগে।—১৮৪৭ সালের ১৯ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৯। কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী কিম্বা সদরী ইজারদার খাজানার বাকী উসুলের নিমিত্তে তাহার পেটার মফঃসলী তালুকদার কিম্বা ইজারদার অথবা প্রজাইত্যাদির জিনিসপত্র ক্রোক করিতে চাহিলে তাহার উচিত যে ক্রোক করণের সময়ে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে ঐ বাকী টাকা তলবের কথা লিখিয়া এক দস্তাবেজ ঐ বাকীর তফসীলসুদ্ধা জমাওয়াসীলবাকীর হিসাবসমেত বাকীদারের নিকটে পাঠাইয়া দেয় ও যাবৎ এই দাঁড়ার মতাচরণ যথার্থরূপে না হয় তাবৎ খাজানার বাকী আদায়ের নিমিত্তে জিনিসপত্র ক্রোক ও নীলাম হওয়া সঙ্গত ও সিদ্ধ হইবেক না অতএব উপরের লিখিত ঐ দস্তাবেজ জমাওয়াসীলবাকীর হিসাবসমেত খোদ বাকীদারের হাতে দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু তাহার অন্বেষ্ট থাকন কি পলাইয়া যাওনপ্রযুক্ত ইহা না হইতে পারিলে ঐ দস্তাবেজ জমাওয়াসীলবাকীর হিসাব সহিত তাহার বাসস্থানে লট্কাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ইহাতে তাহার হাতে দেওনের মত বোধ হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৩ ধা।

২০। বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ এবং ১৩ ধারার বিধি মতান্তর হইয়া ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট এত্তেলা অথবা দাওয়া কোন রাইয়ত বা প্রজার উপর জারী করিতে হইলে যে জিলার মধ্যে ঐ এত্তেলা কি দাওয়ার সম্বন্ধীয় ভূমি থাকে সেই জিলাতে যদি ঐ রাইয়ত কিম্বা প্রজার সামান্যতঃ বাসস্থান না থাকে তবে ঐ এত্তেলা কি দাওয়া এক জমাওয়াসীলবাকীসমেত ঐ ভূমির মালের কাছারীতে অথবা তাহার উপর সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে কি গ্রামের চৌরী বা চৌপালে কিম্বা সকল লোকের দৃষ্টিগোচর গ্রামের অন্য কোন স্থানে লট্কাওনের দ্বারা জারী হইবেক ইতি।—১৮৪৮ সা। ৮ আ।

২১। ক্রোককারকদিগের তরফহইতে যে লোক যে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে যায় তাহার নিকটে সেই বাকীদার ২ দুই জন সাক্ষির সমক্ষে সে বাকী টাকা দিতে চাহিলে সেই লোকের উচিত যে সেই বাকী টাকা তৎক্ষণাৎ লইয়া সেই দ্রব্যাদি ক্রোকহইতে হস্ত উঠায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৭ ধা।

২২। কর্ত্তব্য যে বাকী আদায়ের কারণ সূর্য্যোদয় হইলে পর ও অস্ত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ দিবাভাগে দ্রব্যাদি ক্রোক হয়। ইহাতে যদি ক্রোককারকদিগের কেহ সূর্য্যাস্তোদয়ের মধ্যে এতাবতা রাত্রে দ্রব্যাদি ক্রোক কিম্বা ক্রোকের যত্ন করে তবে তাহার বাকীর দাওয়া মিথ্যা হইবেক ও দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া থাকিলে তাহা তাহার কর্ত্তাকে ফিরিয়া দিবেক কিম্বা তাহা বিক্রয় অথবা নষ্ট কিম্বা অসৎস্থান হইয়া থাকিলে আদালতের খরচাসমেত তাহার নিশা করিতে হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৭ ধা।

২৩। তাবের কটকিনাদার কিম্বা তালুকদার অথবা প্রজাদিগের কেহ যদি আপন দ্রব্যাদি ক্রোকহইতে রক্ষা করণের নিমিত্তে ক্রমক্রমে কাহাকেও দান করে তবে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে ইহা

প্রমাণ হইলে সেই সাহেব সেই দ্রব্যাদি ক্রোককারককে সোপর্দ্দ করিবেন। এবং যাহাকে সেই দ্রব্যাদি ভঙ্গকে দান হইয়া থাকে তাহার স্থানহইতে সেই দ্রব্যাদির মূল্যের অর্দ্ধেক আনওয়ান দণ্ড আদালতের খরচাসমেত ক্রোককারককে দেওয়াইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৮ ধা।

২৪। তাবের কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাদিগের কেহ যদি আপন দ্রব্যাদি ক্রোকের প্রতিবাদী হয় কিম্বা ক্রোক হইলে তাহা বলক্রমে কিম্বা গোপনে উঠাইয়া লয় তবে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব প্রমাণপূর্ব্বকে তাহাকে তাহার এ বিষয়ের সহকার লোকদিগের সহিত বন্দীশালে তাবৎ বন্ধ রাখিবেন যাবৎ সেই দুষ্ট সেই দ্রব্যাদি পুনরায় ক্রোককারকদিগেরে অর্পণ না করে কিম্বা আপন শিরের বাকী আপন দ্রব্যান্তর ক্রোক ও বিক্রয়ে অথবা মতভেদে ক্রোক ও আদালতের খরচাসমেত না দেয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৯ ধা।

২৫। সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ১৯ ও ২০ ধারা এবং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ধারানুসারে যে সকল মোকদ্দমা হয় তাহা সরাসরী জ্ঞান করিতে হইবেক কিন্তু আসামীর জওয়াব শুনিতে হইবেক এবং ক্রোকের বাধকতার বিষয়ে তাহার নামে নালিশ হইলে সেই নালিশ খণ্ডনার্থে যে সাক্ষ্য দেয় তাহা শুনিতে হইবেক।—১৮০৬ সালের ৯ আগষ্টের ২৩ নম্বরী আইনের অর্থ

২৬। ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ১৯ ধারাতে যে সরাসরী নালিশের বিষয় লেখে তাহা ক্রোকহওয়া সম্পত্তি বেআইনীতে উদ্ধার করণের বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের দ্বারা যে দণ্ড হয় তাহার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। সেই কার্য্য অপরাধ হওনের পর এক বৎসরের মধ্যে করিতে হইবেক কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্ট ফরিয়াদী হন্ (এবং ফলতঃ কালেক্টর সাহেবের কি গবর্ণমেণ্টের নালিশ করা একি কথা) তবে বিলম্বের উপযুক্ত হেতু দর্শান গেলে এক বৎসর অতীত হইলেও নালিশ গ্রাহ্য হইতে পারে।—১৮২০ সালের ২ জুনের ৩১৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭। যদি মালগুজারদিগের কেহ ক্রোকী আইনমতে মালগুজারীর বাকীর কারণ তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে লাগিলে তাহাতে নিজে কিম্বা অন্যের দ্বারা এমত প্রতিবন্ধক হয় যে তাহাতে ক্রোক না হইতে পারে কি ক্রোক হইলে পরেই জোরে কিম্বা ছাপাইয়া সে দ্রব্য উঠাইয়া লয় তবে সেপ্রযুক্ত এইক্ষণে হুকুম হইতেছে যে দেওয়ানী আদালতে এরূপ প্রমাণ হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ১৯ ধারার লিখিত দণ্ড এবং যত দ্রব্য উঠাইয়া লইয়া থাকে তাহার মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড সে লোকের উপর করা যাইবেক। ও তাহাতে ক্রোককরণিয়ার সাধ্য আছে যে যথায় সে দ্রব্য পায় তথায় পুনরায় ক্রোক করে। এবং এমতাপরাধী ও যাহারা সেই প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে সে অপরাধির সহকার হইয়া থাকে তাহারাও সেই দ্রব্য ক্রোক হইবার কালে হঙ্গামা ও গণ্ডগোল বাধাইয়াছিল একারণ ধরা পড়িবার এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতে বিচারের যোগ্য হইবেক। তাহাতে পোলীসের দারোগাগণের কর্ত্তব্য যে এমত সমাচার পাইবামাত্র অবিলম্বে আপনি যথা স্থানে গিয়া সে গণ্ডগোলের মধ্যবর্ত্তি লোকদিগেরে ধরিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবার অর্থে আইনমতে যথাসাধ্য চেষ্টা পায়। এবং ক্রোককরণিয়া আইনের অনুসারে ক্রোকী কর্ম্ম করিতে পারিবার কারণও সহায় হয়। আর বাকীদার ও তাহার মালজামিনছাড়া অন্য কেহ কোন ক্রোকী দ্রব্য আপন সম্পত্তি কহিয়া দাওয়া করিলে যদি ক্রোককরণিয়া সে দ্রব্য বিক্রয় করে তবে সে দাওয়াদার আপন দাওয়ার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ করিতে পারিলে ও ক্রোককরণিয়া যে বাকীর কারণ সে দ্রব্য ক্রোক করিয়াছিল সে বাকীর দায়ী সে দাওয়াদার বটে এমত প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে সেই দাওয়াদার সেই ক্রোককরণিয়ার স্থানে সে দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য এবং সে মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে যত খরচা ও অপচয় ধরিয়া দেওয়ান সম্ভবে তাহাও পাইবেক। কিন্তু বাকীদারের দখলে থাকা ভূমির কাটা কি অকাটা অর্থাৎ অসংগৃহীত শস্য ক্রোক হইলে যদি কেহ তাহাতে এমত দাওয়া করে যে সে শস্য ক্রোকের পূর্ব্বে তাহার স্থানে বিক্রয় কিম্বা বন্ধকাদি হইয়াছে তবে সে দাওয়া মালগুজারীর বাকীর দাওয়ার উপর বলবৎ হইবেক না কারণ এই যে আদ্যোপান্ত সর্ব্বতোভাবে ভূমির উৎপন্ন শস্য ভূম্যধিকারিগণের মালগুজারীর টাকার ভুক্তানে আছে ও করারদাদের অনুসারে কিম্বা কোন করারদাদ না থাকিলে তথাকার দাঁড়ামতে মালগুজারী উসুল না হইলে সে বাকী উসুলের কারণ ভূমির যত শস্য নীলাম করিবার আবশ্যক হয় ততই ক্রোক ও নীলাম করিতে ভূম্যধিকারী শক্তি রাখে ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ৯ ধা।

২৮। ক্রোকী ধনাধিকারিভিন্ন কেহ সেই ধন বলক্রমে কিম্বা গোপনে উঠাইয়া লইলে ইহা দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে প্রমাণপূর্ব্বকে সে সাহেব তাহাকে বন্দীশালে তাবৎ বন্ধ রাখিবেন যাবৎ

সেই দ্রব্য ক্রোককারকদিগেরে পুনরর্পণ না করে কিম্বা তাহার মূল্যের তুল্য টাকা না দেয় ও অধিকন্তু সেই দ্রব্যের মূল্যের সমানে দণ্ড আদালতের খরচাসমেত দাখিল না করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২০ ধা।

২৯। বেআইনীমতে ক্রোকহওয়া সম্পত্তির কি হইয়াছে ইহা সাব্যস্ত করণের ভার অপরাধি ব্যক্তির প্রতি আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ৬ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩০। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারানুসারে ভূমির ফসল ক্রোক হইলে যদি রাইয়তেরা ক্রোক উঠাইয়া দেয় তবে জমীদার অথবা তাহার গোমাশ্তা তাহারদের নামে নালিশ করিলে জিলার জজ সাহেব সেই নালিশ সরাসরীমতে বিচার করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত ঐ জিলার জজ সাহেবকে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার বিধি দেখিতে কহিলেন এবং তাঁহাকে জানাইলেন যে ১৮০৬ সালের ৯ আগষ্টে সদর আদালত এই বিধান করিলেন যে উক্ত ধারানুসারে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই সকল মোকদ্দমার সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইবেক।—১৮২৯ সালের ২৪ আপ্রিলের ৫০৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪ ধারা।

ক্রোক করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা।—খানাতালাশী।

৩১। ক্রোককারকদিগের সাধ্য আছে যে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোকের কারণে ঘোড়াশাল কিম্বা গোহালী অথবা খামার কিম্বা গোলা অথবা গোলাবাটী কিম্বা অপর যে যে স্থানে বাকীদারের দ্রব্যাদি থাকে সেই২ স্থান বলক্রমে খোলে এবং যে বসতবাটীর পুরদ্বার অর্থাৎ সদরদরওয়াজা খোলা থাকে তথায় গিয়া অন্তঃপুরের দ্বারছাড়া এই সকল স্থানের যে যে স্থানে দ্রব্যাদি রহে তাহা ক্রোক করণের নিমিত্তে সেই২ স্থানের দ্বার ভাঙ্গে কিন্তু এই ধারার লিখিত মর্ম্মহইতে কোন প্রকারে ক্রোককারকদিগের এমত শক্তি বোধ ও অনুভব না হয় যে তাহারা কিম্বা তাহারদিগের চাকর অথবা পেশকারেরা অন্তঃপুরের দ্বার ও খিড়কীর গমনাগমনের পথ খোলা থাকে কি না থাকে তথায় যায়। এবং যে বাটীর সদর দ্বার রোধ কিম্বা কুলুপ দেওয়া থাকে তাহা ভাঙ্গিতে ও তাহার মধ্যে যাইতে চেষ্টা করে। যে কেহ ইহার অন্যথায় অন্তঃপুরে যায় কিম্বা কোন বাটীর কুলুপলাগান সদর দ্বার ভাঙ্গে সে লোক ছয় মাসপর্য্যন্ত কারাগারে বদ্ধ রহিবেক এবং যে বাকী টাকার কারণ দ্রব্যাদি ক্রোক হয় সে টাকা ক্রোককারকেরা পাইবেক না এবং যে দ্রব্যাদি ক্রোক হইয়া থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব ক্রোককারকদিগের স্থানহইতে বাকীদারকে ফিরিয়া দেওয়াইবেন কিম্বা তাহা বিক্রয় অথবা নষ্ট কিম্বা অস্থিত হইয়া থাকিলে সেই দ্রব্যাদির অনুসারে ভারী দণ্ড আদালতের খরচাসমেত নিশা দেওয়াইবেন। যে কোন বাটী কিম্বা ঘোড়াশাল অথবা গোহালী কিম্বা খামার অথবা গোলা কিম্বা গোলাবাটী কিম্বা অপর যে স্থানে বাকীদারের দখলের বিষয় না থাকে সেই বাটীওগয়রহে যদি তাহার দ্রব্যাদি ক্রোকের নিমিত্তে কেহ ক্রোককারক প্রবেশ করে ও যায় ও তথায় সে বাকীদারের কিছু দ্রব্যাদি না মিলে তবে এমতে সেই বাটীওগয়রহের কর্ত্তা তাহার ক্ষতির দাওয়ায় সেই ক্রোককারকের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিলে জজ সাহেব সেই মোকদ্দমার গতিকক্রমে দণ্ড আদালতের খরচাসমেত সেই ক্রোককারকের স্থানহইতে সেই বাটীওগয়রহের কর্ত্তাকে দেওয়াইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২১ ধা।

৩২। জানা গেল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ২১ ধারার লিখনানুসারে কাহার বসতবাটীর সদর দ্বার বলক্রমে না খুলিতে এবং অন্তঃপুরে প্রবেশিতে যেহেতুক ক্রোককরণিয়ার প্রতি নিষেধ আছে সে হেতুতে দোষ দর্শিল অতএব ঐ নিষেধকে নীচের লিখনানুসারে নিবৃত্ত ও পরিবর্ত্ত করা গেল। ইহাতে যদি বুঝা যায় যে কোন বাকীদার আপন দ্রব্যাদি আপন বসতবাটীতে রাখিয়া সদর দ্বার রোধ করিয়াছে কিম্বা যে অন্তঃপুরে এদেশাচারক্রমে অন্যের প্রবেশ করণ অনুচিত তথায় রাখিয়াছে তবে ক্রোককরণিয়ার সাধ্য আছে যে সেই এলাকার পোলীসের দারোগার নিকটে তাহার দরখাস্ত করে ও তাহাতে সে দারোগার উচিত যে আপন পক্ষের জনেক লোককে তথায় পাঠায় ও সেই লোকের সাক্ষাৎ ক্রোককরণিয়া সে বাটীর সদর দ্বার সেইরূপে জোর করিয়া খোলে যেরূপে পূর্ব্বে অন্তঃপুরছাড়া অন্য মহলের দ্বার সহসা খুলিতে পারিত। ও দারোগা লোকের সমক্ষে অন্তঃপুরস্থা স্ত্রীগণকে ইহাও জানায় যে তাহারা তথাহইতে স্থানান্তরে যায় তাহাতে যদি সে স্ত্রীগণ বিশিষ্ট ঘরণী হয় ও এদেশাচারে অন্য পুরুষের সম্মুখ দিয়া তাহারদিগের গতিকরণ না সম্ভবে তবে তাহারা স্থানান্তর যাইতে যে আয়োজন আবশ্যক চাহে তাহা যোগাইয়া দেয় ও তাহারা সে অন্তঃপুর ছাড়িলে